N-B-

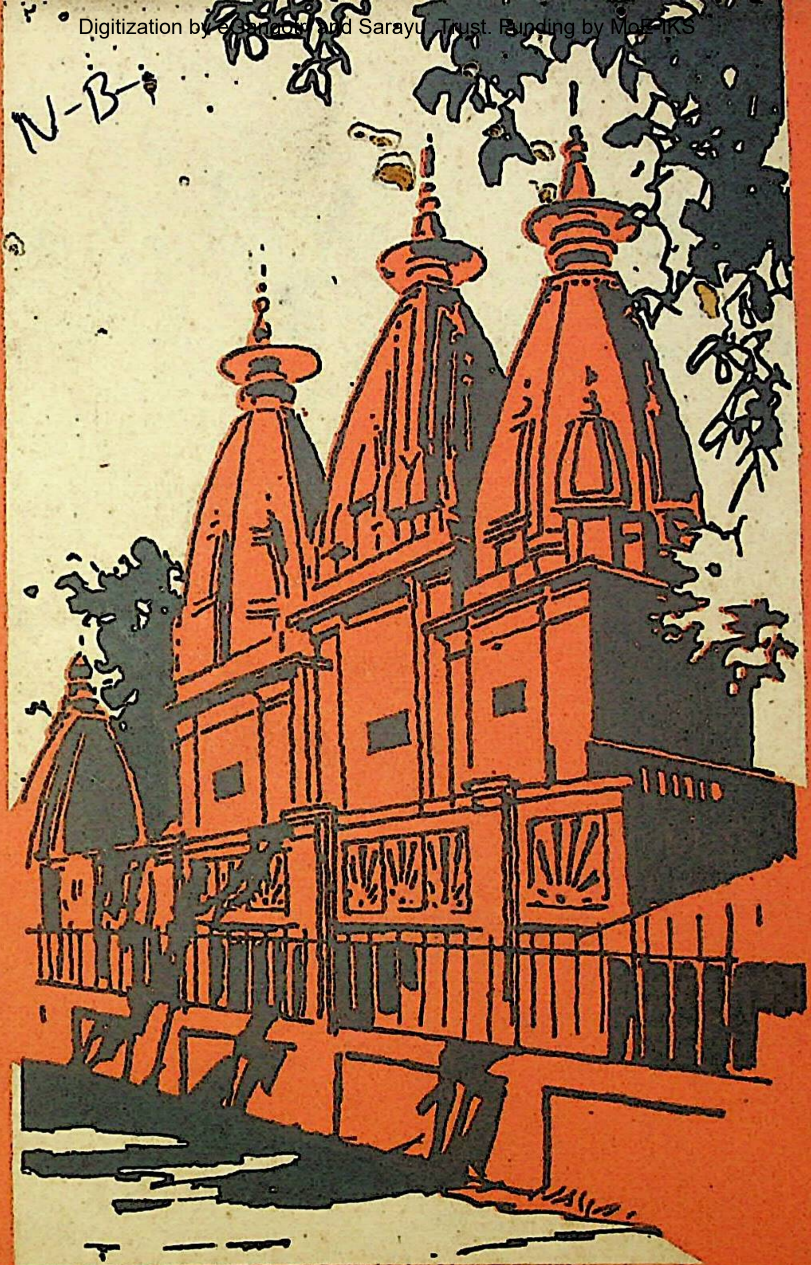

স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী

ওঁ

ব্রহ্মলীন মহামণ্ডলেশ্বর মহারাজের পাঁচটি বাণী

সত্যকে গ্রহণ কর, অসত্য বর্জন কর।

* * *

শ্রীগুরু এবং বেদান্ত বাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস রাখ।

* * *

আত্মার মহানতা কখনও বিস্মৃত হবে না।

* * *

শক্তি অনুসারে যোগ্য পাত্রে দান করার জন্য প্রস্তুত থাক।

* * *

শুভকর্ম চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং শুদ্ধচিত্তেই অনন্ত সুখশান্তির আকর পরমাত্মার পরম প্রকাশ দেখা যায়।

स्वामी महेशानन्द गिरि

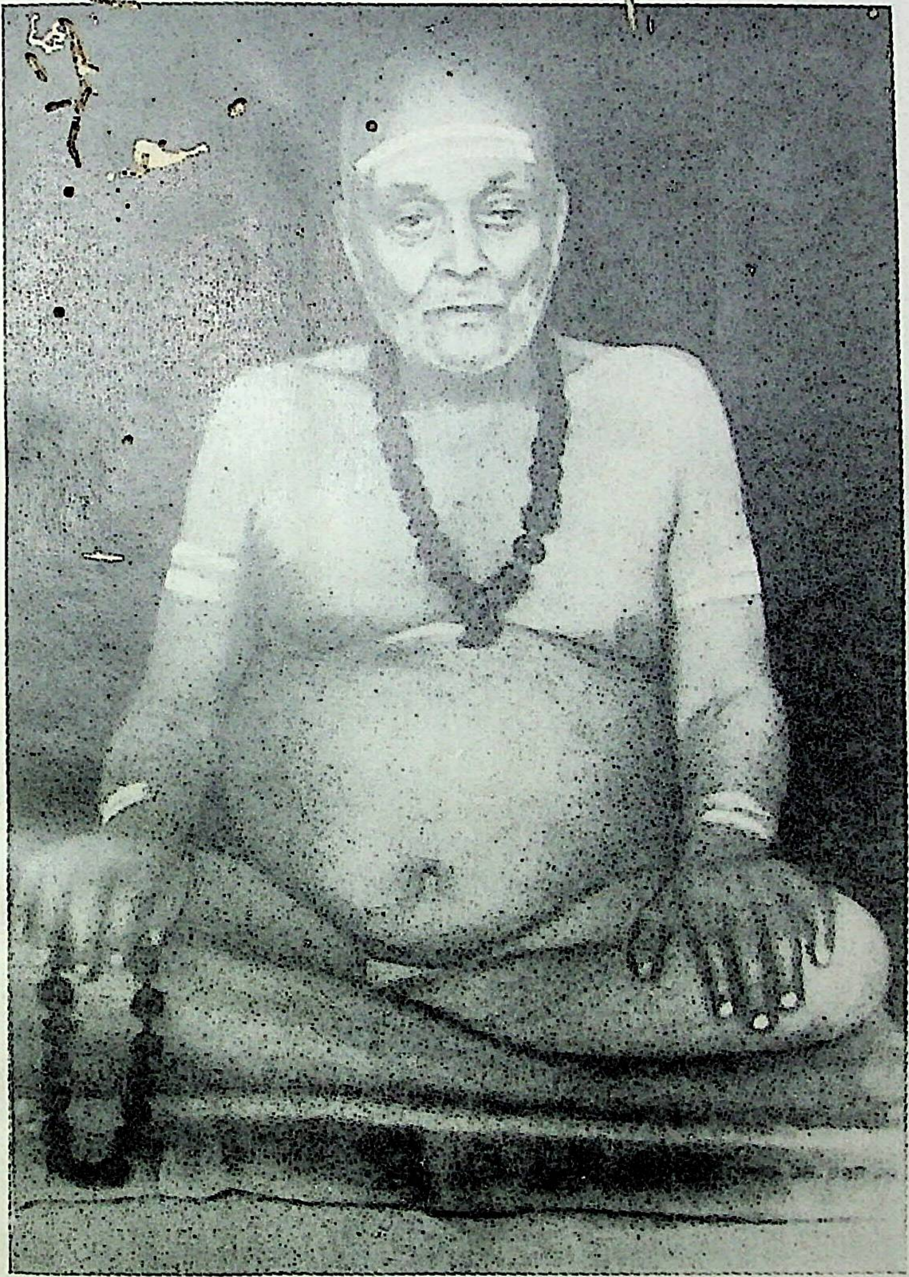

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি
সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ গিরি
শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ
অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনকুলেশ্বর দাস

শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম
মণিরামপুর
ব্যারাকপুর
(শাখা কার্য্যালয়)

শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫
(কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়)

প্রকাশক :
প্রকাশনা উপসমিতি
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি
শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি
কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ :
২৭শে আশ্বিন ১৩৭৯
(ইং ১৪ই অক্টোবর ১৯৭২)
শ্রীমৎ স্বামী
মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের
তিরোধান তিথি

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্যামল সেন

প্রাপ্তিস্থান :
১। শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫
২। শ্রীগুরুভোলানন্দ আশ্রম
মনিরামপুর, ব্যারাকপুর
৩। শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার
৪। ভোলানন্দ সেবাশ্রম
কুঞ্জবন, আগরতলা
৫। স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যাভবন
বি ৮।৪১ বড়গম্ভীর সিং
বারাণসী
৬। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
৭। মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
এবং আশ্রমের অন্যান্য শাখা প্রশাখা

মূল্য দশ টাকা

সঙ্ঘপিতা পরমহংস
শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি
মহারাজের শ্রীচরণ কমলে

উৎসর্গীকৃত

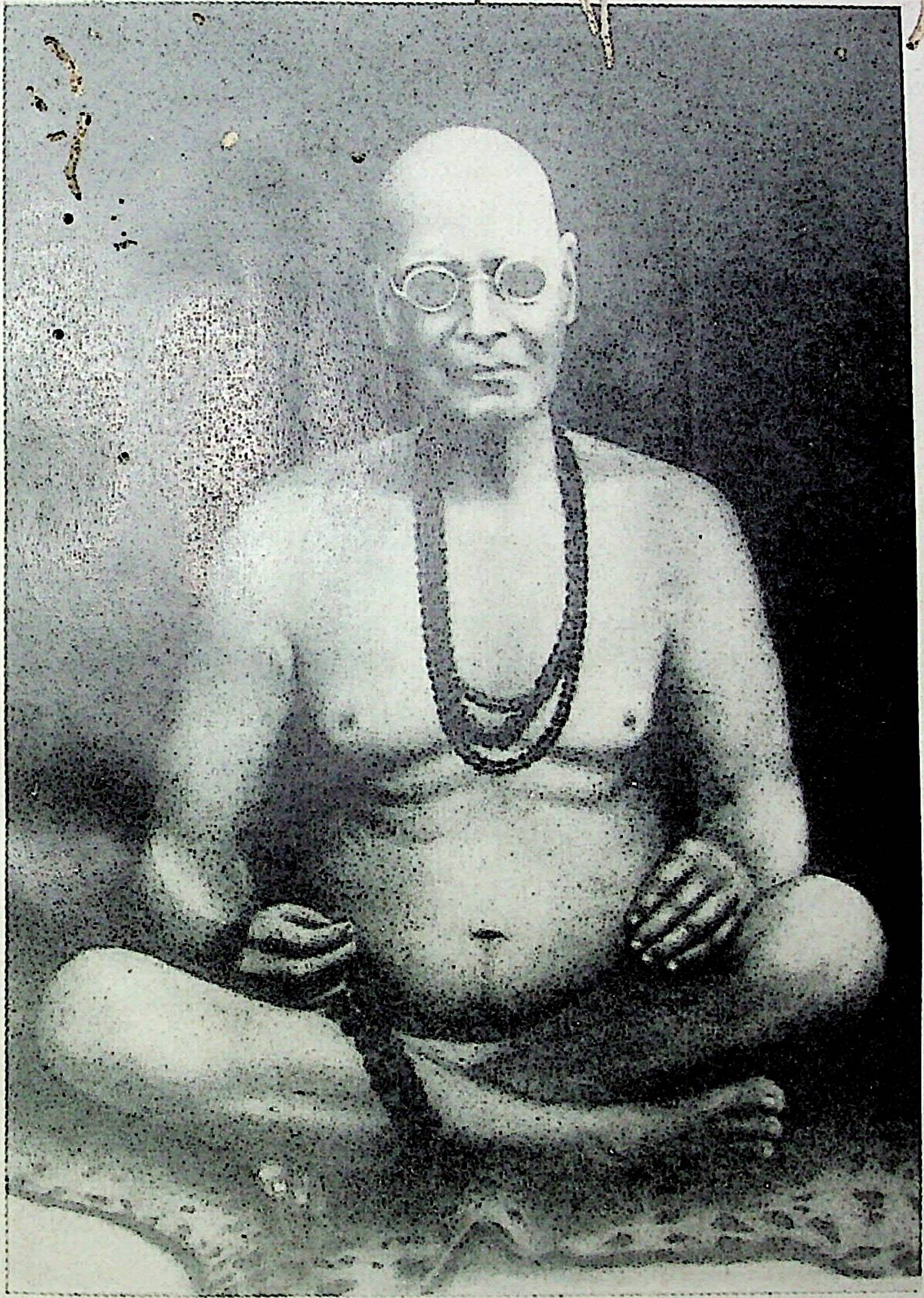

শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি

সবিনয় নিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের পরম কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতির সভ্যবৃন্দ, ভোলাগিরি আশ্রমের অগণিত শিষ্য ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী সুধীবৃন্দের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তা এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজের আশীর্ব্বাদ ও অবিরাম উৎসাহ দান আমাদের বিনীত প্রচেষ্টায় প্রভূত শক্তির সঞ্চার করেছে।

প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই জ্ঞানীগুণী সমাজে এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। তারই কিছু-কিছু এই খণ্ডের প্রচ্ছদপটে লিপিবদ্ধ করা হ'ল। বর্ত্তমান খণ্ডটিও সকলকে অনুরূপ তৃপ্তিদান করলে আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

বর্ত্তমান খণ্ডে আছে স্বামিজীর পুর্ব্ব-প্রকাশিত 'কথার-কথা' (১ম), 'রচনাবলী' (২য়), 'শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়', 'মহর্ষি উদ্দালক আরুণি' ও 'গীতা বোধিনী'। এই খণ্ডেও সম্ভবমত পুর্ব্বপ্রকাশিত বই ও রচনাগুলির ভ্রম সংশোধন এবং কিছু কিছু অপরিহার্য্য সম্পাদনা করতে হয়েছে। 'গীতা বোধিনী'র শ্লোকের ক্রমিক সংখ্যা কোন কোন প্রচলিত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার সঙ্গে কোথাও কোথাও সামান্য তফাত আছে। পরপর সমস্ত পদগুলি অবশ্য ঠিক আছে সুতরাং অসুবিধার কোন কারণ নেই। কয়েক ক্ষেত্রে একটি পদেই একটি ক্রমিক সংখ্যা আবার তিন পদে একটি ক্রমিক সংখ্যা—এক এক সংস্করণে এক-একভাবে থাকায়—এই পার্থক্য। ১৩শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটি (সাধারণত প্রক্ষিপ্ত ধরা হয়) সন্নিবেশিত হওয়ায় ঐ অধ্যায়ে শ্লোকের ক্রমিক সংখ্যা কোন কোন সংস্করণের তুলনায় একটি বেশী হয়েছে।

আর্থিক অসচ্ছলতা আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এইটিই আমাদের এখন প্রধান সমস্যা যা পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির প্রকাশনা বিঘ্নিত করতে পারে। ধর্ম্ম পিপাসু বদান্য সুধীজনের কাছে আমরা আর্থিক সাহায্যের এবং রচনাবলীর বহুল প্রচারের সনির্ব্বন্ধ আবেদন রাখলাম।

সম্প্রতি শতবার্ষিকী সমিতি গ্রাহকদের অনুকূলে ঠিক করেছেন যে স্বামিজীর সমস্ত বাংলা রচনা পাঁচ খণ্ডের স্থলে চার খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। কোন খণ্ডের মূল্য অবশ্য বাড়ান হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। Vedic

Culture এবং Kala 'বৈদিক যুগে' ও 'কাল', যা ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তারই ইংরাজী অনুবাদ। এইগুলি স্বামিজীর আরও কিছু বাংলা রচনার ইংরাজী অনুবাদসমেত পৃথকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে মুদ্রণ কাজটি সমাধা করে এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

২৭শে আশ্বিন ১৩৭৯
(ইং ১৪ই অক্টোবর ১৯৭২)
শ্রীমৎ স্বামী
মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের
তিরোধান তিথি।

সম্পাদকমণ্ডলী
ও
প্রকাশনা উপসমিতি

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কথার কথা ১—১১০

কথার কথা ... ৩
শব্দব্রহ্ম ... ৪
মগধের পতন ... ৭
পিণ্ড ... ১২
ধন ... ১৪
ভোগ ... ১৭
অসতের পরিণাম ... ২১
ডু কুং করণে ... ২৫
শঙ্করাচার্য্য ... ২৯
নর .. ৩২
ঋগ্বেদে একেশ্বরবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব ... ৩৫
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ... ৪৪
ম্লেচ্ছ ... ৪৭
প্রসাদ ... ৫০
ওমালোচন ... ৫১
ভূত ... ৫৯
উপাসনা ... ৬৩
সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ... ৬৬
আকাশ .. ৬৮
বায়ু ... ৭০
অগ্নি .. ৭২
মহাপ্রস্থান ... ৭৩
চণ্ডী ও গীতা ... ৭৬
পঞ্চীকৃত মন ... ৮৩
প্রাচীন দেবতা ... ৮৭

বিষয় … পৃষ্ঠা

অসঙ্গ … ৯১

দৃষ্টি … ৯৬

প্রতীক … ১০০

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও আমি মানব … ১০৪

প্রবন্ধাবলী ১১১—২৫০

ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তোপনিষৎ … ১১৩

তম … ১৩২

বাদ … ১৩৫

অহিংসা … ১৫৬

প্রতীক … ১৫৯

ভারত … ১৬৪

দেবস্থান … ১৬৯

বিপ্লব … ১৭৪

দর্শন … ১৭৯

ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত … ১৮৭

শক্তি … ১৯৫

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায় ২০১—২৫৮

ভূমিকা … ২০৩

ন্যাস … ২০৫

প্রথম অধ্যায় … ২০৭

দ্বিতীয় অধ্যায় … ২০৯

তৃতীয় অধ্যায় … ২১৫

চতুর্থ অধ্যায় … ২১৮

পঞ্চম অধ্যায় … ২২৩

ষষ্ঠ অধ্যায় … ২৩৮

সপ্তম অধ্যায় … ২৪০

অষ্টম অধ্যায় … ২৪২

বিষয়		পৃষ্ঠা
নবম অধ্যায়	…	২৫০
দশম অধ্যায়	…	২৫৪
মহর্ষি উদ্দালক আরুণি		**২৫৯—৩২২**
ওঁ তৎ সৎ	…	২৬১
ভূমিকা	…	২৬৩
মহর্ষি উদ্দালক আরুণি	…	২৮৩
গীতা বোধিনী		**৩২৩—৫৪৩**
ভূমিকা	…	৩২৫
প্রথম অধ্যায়	…	৩৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	…	৩৬৯
তৃতীয় অধ্যায়	…	৩৯২
চতুর্থ অধ্যায়	…	৪০৬
পঞ্চম অধ্যায়	…	৪১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	…	৪২৬
সপ্তম অধ্যায়	…	৪৩৫
অষ্টম অধ্যায়	…	৪৪৫
নবম অধ্যায়	…	৪৫১
দশম অধ্যায়	…	৪৬৬
একাদশ অধ্যায়	…	৪৭৫
দ্বাদশ অধ্যায়	…	৪৮৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	…	৪৯১
চতুর্দ্দশ অধ্যায়	…	৫০৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	…	৫১০
ষোড়শ অধ্যায়	…	৫১৬
সপ্তদশ অধ্যায়	…	৫২০
অষ্টাদশ অধ্যায়	…	৫২৫

কথার কথা

কথার কথা

কথার কথা

কথা শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কং জলং তস্মিন্ প্রলয়ে যোগনিদ্রা অবলম্বনে স্থাস্যতি ইতি স্থা ধাতু ড ক প্রত্যয়ে নিপাতনে স drop হইয়া থ থা হয়—সেই জলশায়ী পুরুষই কথা। কং নামা প্রজাপতি আছেন তাঁহার স্থিতি হৃদিতে থা থাকা। প্রজাপতি যে বাক্য জন্য হৃদয়ে স্থিতি লাভ করেন, তাহাই কথা। বিষ্ণুই সেই কারণ সলিলশায়ী পুরুষ যাঁহার স্থিতিতে জগতের স্থিতি এতৎ বিষয়ক কথাই কথা। ঋগ্বেদে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বাক্য আছে। শ্রুতি বাক্যটীর কেহ কদর্থ করেন—কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা অর্চ্চনা করিব? এই বাক্যে জানা যায় তখন ইন্দ্রাদি দেবতার কথা লোকে জানিত না। প্রশ্নবোধক হইলেও ইহার অর্থ হয় যিনি দেবতারও দেবতা মহান্ তাঁহারই অর্চ্চনা করিব। শ্বেতাশ্ব ৪।১৩—"যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" কং সুখং যিনি সর্ব্বাশ্রয় আনন্দস্বরূপ ভূমাখ্য পুরুষ তাঁহারই অর্চ্চনা করিব। যেমন ভক্তিসূত্রে ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন, 'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।' বাইবেলে দেখিতে পাই, In the beginning there was word, word was God, word was with God. তিনি বলেন, Be and it is—তাঁহার বাক্যেই সৃষ্টি। সৃষ্টি কথার কথা। ব্রহ্ম ওঁকার অক্ষরস্বরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন। এজন্য শান্তি বাক্যে পাই "বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্মএধি।"

"তব কথামৃতং শ্রবণ মঙ্গলম্"। ভাঃ পুঃ সেই অমৃতস্বরূপ কথাই শব্দব্রহ্ম। বেদ শব্দরাশি জন্য শব্দব্রহ্ম কহে। ব্রহ্ম অপ্রমেয় পুরুষ, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের তথায় স্থান নাই; শ্রুতি শব্দব্রহ্মই একমাত্র প্রমাণ। এজন্য বেদান্তসূত্রে ১।১।৩-৪ সূত্র বলিয়াছেন, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "তত্তু সমন্বয়াৎ"। তাঁহার নিঃশ্বাস মারুতবৎ স্বতঃ আগত শব্দ ব্রহ্ম, এজন্য বাইবেলে শব্দকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরাগত বলিয়াছেন।

ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রমাণ চতুষ্টয় দ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হয়। এজন্য যাহা প্রমাণ চতুষ্টয় বহির্ভূত তাহা কথার কথা, অব্যবহার্য্য, অদৃষ্ট কথা। তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর জন্য অসার কথা। ব্রহ্মবিষয়ক কথাই কথার কথা।

শব্দব্রহ্ম

শব্দ ও ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম হইতে পারে। শব্দই ব্রহ্ম কেহ বলিয়া থাকেন। শব্দে ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম প্রতিপাদিত। শব্দের ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম। শাস্ত্রে বেদ অর্থে শব্দ, শব্দ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যেমন বেদান্ত সূত্রের পঞ্চম সূত্রে ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ঈক্ষতে কিং ন অশব্দম্ অবৈদিকং। শব্দাৎ ব্রহ্ম অপ্রমেয় শ্রুতি প্রমাণগম্য। শব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। শব্দ আকাশের গুণ। বৈশেষিকে আকাশকে ভূতচতুষ্টয় বহির্ভূত করিয়াছেন। আকাশ ব্যাপক, ব্রহ্মও ব্যাপক, আকাশের গুণ শব্দের ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্য শব্দব্রহ্ম কেহ বলেন। বৃংহত্বাৎ বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম। যাহা সবচেয়ে বৃহৎ, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। শব্দব্রহ্ম বেদকে বলে। কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে বলে। পরম আত্মাকেও ব্রহ্ম বলে। বাইবেলে বলে, In the beginning there was word, word was God, word was with God. ইহার অনুবাদ হইতেছে সৃষ্টির প্রথমে (পুর্ব্বকালে) শব্দ ছিল। শব্দ ঈশ্বর, শব্দ ঈশ্বরে ছিল। শব্দ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি কথা আছে—এক কাঠি বাজে না, দুই কাঠিতে বাজে—শব্দ হয়। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যখন মন শ্রবণেন্দ্রিয় সহ যুক্ত থাকে তখন শব্দ শ্রুত হয়। শ্রুত না হইলেও শব্দ থাকিতে বাধা নাই। যেমন মানব দেহে শব্দ সুপ্ত থাকে অনুধাবন করিলে শ্রুত হয়। যাঁহারা নাদ ব্রহ্মবাদী, যাঁহারা নাম ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা হৃদয়ে উত্থিত নাদ শ্রবণে কৃতকৃত্য হন। এই যে গ্রহ নক্ষত্রাদি চলে তাহাদের গতি জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়, শ্রোতা থাক আর না থাক। ইংরেজ কবি টেনিসন্ Lark নামক কবিতায় এই বিশ্ব সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় আকাশ ও গ্রহগণের (দু'য়ের) সংঘর্ষণে শব্দ হয়। বায়বীয় মেঘে মেঘের সংঘর্ষণে শব্দ সহ তেজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। জল প্রবাহিত জল হইতে নিম্নে জলপতনকালে এতদুভয়ের সংঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। লৌহ ও প্রস্তরে ঠোকাঠুকি হইলে শব্দসহ অগ্নি উৎপন্ন হয়। দিয়াশলাই কাঠি সহ দিয়াশলাইর গাত্রে স্থিত মশলায় সংঘর্ষণে শব্দসহ অগ্নি উৎপন্ন হয়। বাইবেলে ঈশ্বর চতুর্দ্দিকে Void (তম) ও জল, যাহাকে সংস্কৃতে কারণ সলিল বা একার্ণব বলে, দৃষ্টে বাক্ ও তম সংঘর্ষণ দ্বারা শব্দসহ আলোক, মৃদাদি উৎপন্ন করেন, ঈশ্বর বলেন, হউক (শব্দ) আর অমনি আলো মৃদাদি শব্দ সংঘর্ষণ সহ উৎপন্ন হয়। শব্দ ঈশ্বরে সুপ্ত ছিল, Void দর্শনে উদ্রিক্ত হয়। দু'য়ের সংঘর্ষণ এস্থলেও তুল্যাতুল্য। শব্দই ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যময়। শব্দ কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্তাদির বায়ু সংঘর্ষণজনিত কম্পনে বিচিত্রতা লাভ করে। যদি কঠিন, তরল,

বায়বীয় পদার্থের সংঘর্ষণে শব্দ হয়, তবে আকাশের সংঘর্ষণেও উৎপন্ন হইতে বাধা নাই। ঘটাকাশ মহাকাশাদি পৃথক বলিয়াই কল্পিত হয়।

পুরুষসহ তমর সংঘর্ষণে হিরণ্যগর্ভ জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময় উৎপন্ন হয়েন, ঋং ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। শব্দ উৎপত্তিমান হইলেও অশব্দের জ্ঞাপক হয়। যাহা উৎপত্তিমান তাহা বিনাশশীল হইলেও সৃষ্টি চিন্তক সৃষ্টি অনাদি নিত্য বলেন। সুতরাং শব্দ নিত্য, (কেন বলেন) 'তদ বিদিতাদথ অবিদিতাৎ অধি'। ইহা 'নহি অধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ' শ্রুতি বিরোধী হইতেছে। শ্রুতি ব্রহ্মের জ্ঞাপক, প্রাপক নহে। অশব্দের অস্তিত্ব জ্ঞানে তৎ অনুসন্ধান তৎপর হইলে স্বপ্রকাশ প্রকাশ পায়েন। যেমন ওম্ শব্দ। ইহারও অংশ বক্রা তমকে বুঝায়, ম অংশ মরণকে বুঝায়। যাহা বক্রার মরণ স্থান তাহাই ব্রহ্ম। যখন কাল, অমৃত, তম বা মৃত্যু নাই তথায় অন বিদ্যমান। শ্বেঃ ৪।১৮ বলে, 'যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসৎ শিবঃ এব কেবলঃ'। মাণ্ডূক্যে, "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্"। সংঘর্ষণ, স্পন্দন বা কম্পনজন্য স্পন্দনবাদের স্ফোটবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। যেমন সূর্য্যালোকের অতি অল্প অংশ মাত্র মানুষের নেত্রগোচর হয় তেমনি শব্দেরও সূক্ষ্মাংশ মনুষ্যের শ্রবণগোচর নহে। যেমন ডাক্তার Stethescope আদি যন্ত্র দ্বারা দেহাভ্যন্তরে শ্রুতির অগোচর শব্দ শুনিয়া রোগ নির্ণয় করেন। যেখানে ভেদাভাব সেখানে শব্দাভাব অনিবার্য্য। সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্ম অশব্দ শব্দাত্মক নহেন। অবাঙ্ ত্বাৎ। কেহ কেহ অর্থযুক্ত হইয়া যাহা শ্রবণগোচর হয় তাহাকে শব্দ বলেন, অন্য সব ধ্বনি। উহা প্রকৃতি ও প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বলে যখন প্রলয় হইয়া সব একার্ণবে একীভূত কারণ সলিলরূপে স্থিত হয় তখন বিষ্ণু যোগনিদ্রা গত হন। এই অবস্থায় মহামায়া বিষ্ণুর নেত্র ও হৃদিতে প্রবেশ করেন, তাহাতে যে সংঘর্ষণ ঘটে তাহার ফলে নিদ্রায় অভিভূত বিষ্ণুদেহে দুই দৈত্য ও এক দেবতার মলজাত দেহসহ উৎপত্তি ঘটে। মায়া বা প্রকৃতির যেমন তিনগুণ আছে তেমনি আবরণ বিক্ষেপ মল সম্পদ আছে, তাহা দ্বারা তিনি সৃষ্টি ঘটান। যেমন আঁধারে রজ্জুতে সর্পের আবির্ভাব করিয়া থাকেন। সেখানে সম, সরল রজ্জুতে নানাত্ব ঘটায়। মল-দ্বারা এই সর্পদেহের মুখ, পেট, লেজাদির সৃষ্টি করিয়া বিভ্রম উপস্থিত করে। তৎকালে আবরণ দ্বারা বুদ্ধি আবৃত করিয়া স্মৃতিরূপা সর্পাকৃতি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। সর্প না থাকিলেও অবভাসিত হয়। তেমনি নির্দ্দোষ ও সম ব্রহ্মে জগৎ উদ্ভাসিত করে। মায়া ও পুরুষের সংঘর্ষণে এইটী ঘটিয়া থাকে। সংঘর্ষণ মাত্রই

সশব্দ হয়। এইটী ঘটানার্থ শব্দের নিবাস আকাশরূপ Space করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। শ্রুতি বলেন, 'তস্য নিঃশ্বসিতং বেদ'। যেমন নিঃশ্বাস স্বতঃ বাহির হইয়া আসে তেমনি সেই নিত্য সত্য হইতে বেদ বাহির হইয়া আসে। ইহাতে তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস থাকা অনুমিত হয়। অথচ ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে 'আনীদবাতং'। শ্বাসপ্রশ্বাস মানবদেহে যেমন নির্ম্মিত যন্ত্রাদি দ্বারা বহে তেমনি নিরবয়ব ব্রহ্মেরও দেহ ও দেহস্থ যন্ত্রাদি কল্পনা করিতে হয়। শব্দ যদি উৎপত্তিমান হয় তবে বিনাশশীলও হইবে। আকাশের গুণ শব্দ। আকাশের উৎপত্তি দ্বৈতবাদীগণ স্বীকার করেন। সুতরাং শব্দরাশি বেদ নিত্য হইতে পারে না। তবে আপেক্ষিক নিত্য বলিতে বাধে না। বেদে দেবদেহ মন্ত্রাত্মক বলে। বেদমন্ত্র রূপ শব্দরাশি পুরুষের দেহ। এজন্য শব্দের উৎপত্তি বলিতে গিয়া পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী চারিভাগ করা হইয়াছে। পরা শব্দ ভাগ দেবদেহ, বাক্ প্রকাশের পুর্ব্বে মন দ্বারা ঈক্ষণ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ মন সহযোগেই আপন আপন কর্ম্ম নিস্পন্ন করে। বাগেন্দ্রিয় ও মন সহযোগে শব্দের স্ফূরণ করে। সংঘর্ষণ জন্য শব্দের উৎপত্তি মনের ক্রিয়াশীলতাতেও শব্দোৎপত্তি অনুমেয়। ইহাতে মনই হেতু বলিতে হয়। উৎপত্তি অর্থ সৃষ্টি মানসিক ব্যাপার। ভাগবৎ পুরাণের ১১।১৩।৩৪ শ্লোকে বলে, 'ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসোবিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টম-তিলোলমলাত চক্রম্'। ইদং জগৎ দৃষ্টি বিভ্রমে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা মনের বিলাস মাত্র, যাহা দৃষ্ট হয় তাহা সবই অতি চঞ্চল অলাতচক্রের অগ্নির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অলাতমশালাগ্নি, তাহা ঘুরাইলে অন্তরিক্ষে কিয়ৎকালের জন্য এক অগ্নিচক্র দৃষ্ট হয়। তথায় কোন অগ্নিচক্র না থাকিলেও চক্র প্রতীত হয়। জগৎটাও তেমনি প্রতীত হয়। জগৎ অর্থ সৃষ্টিটা। ভাঃ পুঃ ১২।৫।৬ বলে, 'মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণিচাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ'। রজ্জু সর্পের দেহ নির্ম্মাণ পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভাঃ পুঃ ১১।২৮।১৭ শ্লোকে বলে—'অমূলমেতৎ বহুরূপ রূপিতং মনোবচঃ প্রাণ শরীর কর্ম্ম। জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেনচ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্য তৃষ্ণঃ'।

শিতেন অর্থ তীক্ষ্ণেন। যেমন গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'অসঙ্গ শস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ'। শব্দের কোন রূপ নাই তথাপি সঙ্গীত শাস্ত্র ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। এইরূপে দ্বৈত-প্রবণ যাঁহারা তাঁহারা অব্যক্তের ব্যক্তরূপ দাঁড় করাইয়া থাকেন। এজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্' ॥

অধুনা ভারতের কোন কোন প্রান্তে ভগবদুক্ত বাণী গীতারূপ শব্দরাশির মূর্ত্তিপূজা হইতেছে। শব্দ ব্রহ্মের এক ব্রাহ্মণ ভাগে দেখিতে পাই রুদ্র বারুণীর যজ্ঞে ব্রহ্মা হোতা তথায় পার্থিব বাক্ ইলা, অন্তরিক্ষ বাক্ সরস্বতী ও স্বর্গীয় বাক্ ভারতী কমনীয় রূপ ধারণে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের আকর্ষণে ব্রহ্মার স্খলিত রেতঃ যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হয় তাহার ভর্জ্জিতাংশ হইতে ভৃগু, অঙ্গারে পতিতাংশ হইতে অঙ্গিরা ও ভূমে পতিত বীর্যবিন্দু হইতে ভৌম অত্রির উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং বাণী বা অরূপ শব্দের মূর্ত্তিকল্পনা নব নহে।

মগধের পতন

ঋগ্বেদে ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তে গাঙ্গেয় উপত্যকায় চেদি মগধ (কীকট) দেশের নাম পরিদৃষ্ট হয়। ঋ ৩।৩৫।১৪ মন্ত্রে অনার্য্য জনপদ কীকটে অনার্য্য প্রগমন্দ রাজা ছিলেন দৃষ্ট হয়। ঋ ৮।৫।৩৭ শ্লোকে চেদিরাজ কসুর উষ্ট্রদানের বিষয় উল্লেখ আছে। চেদি গঙ্গার দক্ষিণকূলে বুন্দেলখণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কীকট মগধ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন। বাল্মিকীর রামায়ণে শোন নদীকে মাগধি বলিয়াছে। কারণ উহা মগধ দেশ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। শোন বিধৌত প্রদেশে গিরিব্রজ নগরী কুশ-পুত্র বসু নির্ম্মাণ করেন বর্ণিত হইয়াছে। এই কুশের অন্য অপত্য কুশনাভ। তৎপুত্র গাধি, গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র। জহ্নুতে ইহাদের সম্পত্তি থাকার বিবরণ ঋ ৩।৫৮।৬ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। গঙ্গারই অপর নাম জাহ্নবী।

রামায়ণে বালকাণ্ডে সরযু গঙ্গার সঙ্গম হইতে দক্ষিণে বিশ্বামিত্রের আশ্রম থাকা উক্ত হইয়াছে। সেই আশ্রমে তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিত। ভগবান রামচন্দ্র সেই রাক্ষসীর বধসাধনে আশ্রম প্রদেশের শান্তি স্থাপন করেন। ভাগবত পুরাণে চন্দ্রবংশ বর্ণনকালে উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ ও তৎপুত্র জরাসন্ধ মগধপতি বলিয়া বর্ণিত। তাহারই অপর পুত্র চেদিরাজ, তাঁহার অন্য পুত্র মৎস্যরাজ দেখিতে পাই।

রামায়ণে কুশনাভের ভ্রাতার নাম কুশাম্ব বলা হইয়াছে। ভাগবতে উপরিচর বসু হইতে কুশম্ব নামক এক পুত্রের নাম পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের চেদিরাজ কুশ

ও রামায়ণের কুশনাভের পিতা কুশ, একই ব্যক্তি কি না ইহা চিন্তার বিষয়। ঋগ্বেদে ঋষিনাম মধ্যে ইষীরথের পুত্র কুশিক তৎপুত্র গাধি ও তৎপুত্র কুশিক বংশীয় বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্র মধুচ্ছন্দ তৎপুত্র জেতা ও অঘমর্ষণ ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ ঋষি। ঋগ্বেদে ৩।৩৩।১১ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র বিপাশা নদী পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছেন বর্ণিত আছে। এই যে আর্য্যগণের ভারত আগমন বাস্তুহারা (Refugee) ভাবেই ঘটিয়াছিল। ভরতাগ্নি উপাসক কুশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এই ভারতগণের বর্ষ জন্য ভারতবর্ষ আর্য্যাবাসেরই নাম হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদে ৩।৫৩।২৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

এই ভারত কুশিকগণ ভারতের পুর্ব্বপ্রান্তে মগধে আসিয়া উপনিবেশ করেন ইহা বুঝা যাইতেছে। উপরিচর বসু আর্যনিবাস গিরিব্রজ নির্ম্মাণ কার্য্য অনার্য্যরাজ প্রগবন্ধাদির বংশধরদিগকে বধ ও বিতাড়িত করিয়াই করিয়াছিলেন। মগধপতি মহারাজ জরাসন্ধের সেই গিরিব্রজ নগরী নলন্দাদি বিহার একই সময়ে কোন মহামারি আদির জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায় রাজা বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। এই অজাতশত্রুর পুত্র উদয়াশ্ব বা উদায়ী যাহার সময়ে পারস্যরাজ ডড়িউস হস্‌টিসপীস ভারত আক্রমণ করেন। তিনি গিরিব্রজ ত্যাগে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র নগরী আর্যাবর্ত্তের পুর্ব্বপ্রান্তস্থ অঙ্গ বঙ্গ সন্নিহিত হইলেও পারস্য বর্ত্তমান ইরাণের সীমা পর্য্যন্ত মগধরাজগণ শাসন করিতেন।

উদায়ী শিশুনাগ বংশীয় নরপতি। বর্তমান ইতিহাস মতে এই শিশুনাগবংশীয়গণ ৪২০ খৃঃ পুঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপর নন্দবংশ মগধের রাজা হন। মহাপদ্ম নন্দ ৪২১ খৃঃ পুঃ রাজা হইয়া ভারতের একছত্রী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ইহা ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। খৃঃ পুঃ ৩২১ অব্দে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্য চাণক্য নামক নীতিশাস্ত্রবেত্তার সহায়তায় মগধসিংহাসন দখল করেন। ইঁহারই সময়ে প্রথম গ্রীক্‌সম্রাট্ আলেকজেন্দার দি গ্রেট ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি সিন্ধুতীরস্থ রাজা পুরুকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার দিগ্বিজয় শেষকরতঃ স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিহাস বলেন, মগধরাজের চতুরঙ্গ-বল (রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক) অতিশয় প্রবল জানিয়াই তিনি সিন্ধুনদের পুর্ব্বে পদার্পণ করেন নাই। আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলুকস্ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া গ্রীক্‌গণের দখলীকৃত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশ

ও স্বীয় কন্যা চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করেন। এইরূপে ভারতের পূর্ব্বলুপ্ত সম্পত্তি পুনরায় মগধরাজের হস্তগত হয়।

তৎপুত্র বিন্দুসার পিতা কর্ত্তৃক অর্জিত রাজ্য সুশাসনে শাসিত করেন। গ্রীকৃগণের একদল অ্যাণ্টিওকাসের অধীনে বাকৃতিয়ার নামক প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপুত্র অশোক বঙ্গোপসাগর হইতে পারস্য পর্য্যন্ত খৃঃ পূঃ ২৭২ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত শাসন করেন। প্রৌঢ় বয়সে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে তিনি যুদ্ধকার্য্যে বিরত হয়েন। বাকৃতিয়ার গ্রীকৃগণ শ্যেন-দৃষ্টিতে কার্য্যাবলী দেখিতেছিলেন। মহারাজ অশোকের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ দেশগুলি দখল করেন। অশোকের মৃত্যুর বিংশবর্ষ মধ্যে অ্যাণ্টিওকাস পাঞ্জাব দখল করেন ও সেনাপতি মিনিয়েণ্ডা অযোধ্যা পর্যন্ত দখল করেন। মগধের সিংহাসন মৌর্য্যগণের হস্তচ্যুত হয়। শুঙ্গবংশীয়গণ পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখল করেন। মগধরাজ পুষ্যামিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ও যবন সেনাপতিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে বিতাড়িত করেন। তৎপর অন্ধ্রবংশীয় ভূমিত্র যবন বিতাড়ন স্বীয় বিক্রমে পরিসমাপ্তি করিয়া বিক্রমাব্দ (সংবদ) স্থাপন করেন।

ইহার পরে কুষাণ বংশীয় থুসিলাইরিস্ ডাইজিস্ গ্রীকৃগণ হইতে পাঞ্জাব কাড়িয়া লন। এদিকে অন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র দখল করেন। ২য় থুইসিজাইজিস্ যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। অন্ধ্রবংশীয় রাজা লম্বোদর খৃঃ পূঃ ৭৪ হইতে ৯২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। হুন্ সেনাপতি থুইসিজাইজিস্কে যমুনা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন। এবং আপনাকে শকারি বলিয়া শকাব্দ স্থাপন করেন। শকরাজের মৃত্যুর পর মগধরাজ ১০ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব শাসন করেন। তৎপর ১২০ খৃঃ কুষাণরাজ কণিষ্ক সদলবলে আসিয়া যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। অন্ধ্রগণ হুন্ আক্রমণ রোধে সমর্থ হয়েন নাই। তাহাদের রাজ্য দক্ষিণ বিহারে সঙ্কুচিতভাবে ছিল। এখন দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্রকুট নরপতিগণ ও পশ্চিম হইতে কনোজ রাজগণ মগধ ও রাঢ় দেশ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত করেন। মগধ অরাজক হয়। নিপীড়িত প্রজাগণ নিরুপায় হইয়া ৭৫০ খৃঃ অঃ গোপাল পালকে আপনাদের নেতা ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বৌদ্ধ-প্রভাবে যুদ্ধ বিরতিতে যোদ্ধাগণের মনে জং পড়ে এবং তাহাদের অস্ত্রেও জং পড়ে। ইহাই মগধের পতনের হেতু। ইতিহাসে একই রূপ ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে। যখন রোম মিস্ট্রেস্ অফ্ দি ওয়ারল্ড্, রোমের পতাকা দৃষ্টে সর্ব্বদেশের লোক অবনত মস্তক হইত, যুদ্ধ করিবার সুযোগ অভাবে যোদ্ধা-

গণের মনে ও অস্ত্রে জং পড়ে, তখন অল্প সংখ্যক ভেণ্ডাল ও গদগণ রোমে প্রবেশপূর্ব্বক রোমনগরী ভস্মীভূত করতঃ রোমসাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তেমনি কার্থেজ সেনাপতি বিশ্ববিজয়ী হানিবল্ স্পেন্ হইতে সসৈন্যে পিরিনিজ পর্ব্বত পার হইয়া গলে (ফ্রান্সে) উপনীত হন। তথা হইতে সর্ব্ব বাধাবিঘ্ন অতিক্রমে অল্পস্ পর্ব্বত পার হইয়া ইটালিতে প্রবেশ করেন। তথায় রোমানগণ বাধা দিলে ষাট হাজার রোমানকে লেক্ট্রাস মিনিয়র যুদ্ধে শয্যাশায়ী করেন। তৎপর চতুর্দ্দশ বর্ষকাল রোমের চতুর্দ্দিকে ইটালিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। রোমান বা ইটালিয়ানগণ তাহাকে সাদরে ভেটপূজা করিয়াছেন। ফলে হানিবলের সৈন্যগণ যুদ্ধচর্চ্চা বিহীন হইয়া মন ও অস্ত্রে জং পড়িয়া স্থিত ছিলেন। রোমান সেনাপতি কার্থেজ আক্রমণ করিলে কার্থেজগণ হানিবলকে গৃহরক্ষার্থ আহ্বান করেন। তিনি ভূমধ্যসাগর পার হইয়া কার্থেজের পথে জামানগরে রোম সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ করেন ও পরাস্ত হ'ন। এই তাহার জীবনের শেষ যুদ্ধ।

ইহার বিপরীত ঘটনা মার্কিণ ইতিহাসে দেখিতে পাই। ইয়োরূপে মার্টিন লুথার প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিলে তৎ-কালিক ক্যাথলিক রাজগণ নব্য প্রটেস্ট্যাণ্টগণকে বধ করিতে থাকেন। তজ্জন্য প্রটেস্ট্যাণ্টগণ পৈত্রিক আবাসভূমি ধনজন ত্যাগে বাস্তুহারা (রেফুজী) হইয়া ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার্থ আমেরিকা পলায়ন করেন ও তথায় পতিত জমি চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কতিপয় বর্ষপর রাজগণ প্রটেস্ট্যাণ্ট হইলে ক্যাথলিকগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তখন ধর্ম্মপ্রাণ ক্যাথলিকগণ ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার্থ বাস্তুহারা (রেফুজী) হইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন। তথায় পতিত জমি চাষ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ফরাসী মহাবিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উভয় দল শান্তিতেই ছিলেন। পশ্চাৎ ফরাসীসহ সন্ধিমূলে ইংরাজ মার্কিণ দেশ প্রাপ্ত হন এবং এই রেফুজীদলের উপর নানা প্রকার ট্যাক্স্ ধার্য্য করিতে থাকেন। ইংরাজের এই নিদারুণ প্রজাপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া উভয়ে একত্র দলবদ্ধ হন এবং জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে সেনাপতি করিয়া বাঙ্কারহিলের যুদ্ধে ইংরাজকে পরাস্ত করিয়া স্বাধীন ইউনাইটেড ষ্টেট করেন। দ্বিতীয় জার্ম্মান যুদ্ধ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকা শৌর্য্যবীর্য্যহীন বেনিয়াভাবে অর্থশালী হইতে থাকেন। শৌর্য্যবীর্য্যশালী ষ্টেটই পাওয়ার বলিয়া গণ্য হয়। নিরপেক্ষ আমেরিকা কোন পাওয়ার বলিয়া উক্ত হইতেন না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট আমেরিকাকে পাওয়ার গণ্য করার জন্য, যখন জার্ম্মাণী ইংরেজের সহিত আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতেছিলেন তখন,

আমেরিকার সৈন্যকে শৌর্য্যবীর্য্যশালী করিবার জন্য ইংরেজের সাহায্যকারীরূপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। ২য় বর্ষে আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইলে শিক্ষিত মার্কিণ সৈন্য স্বতন্ত্রভাবে সিসিলী দখল করেন। পশ্চাৎ ইটালিতেও স্বতন্ত্রভাবে অবতরণ করেন। পরবর্ষে ইয়াল্টার সন্ধি অনুসারে মার্কিণ সৈন্য জার্ম্মান-অধিকৃত ফরাসী দেশে নরম্যানণ্ডিতে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট দিবার জন্য অবতরণ করেন। জার্ম্মান-বিধ্বস্ত প্যারিস উদ্ধার করিয়া সার প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বতন্ত্রভাবে বার্লিন প্রবেশ করেন। এই দিন হইতেই আমেরিকা ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়াররূপে গণ্য হইয়াছেন।

এই যুদ্ধের ফলে জার্ম্মান-বিধ্বস্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশসকল আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণে অধমর্ণ অর্থাৎ অধম হইয়াছেন এবং ঋণদাতা আমেরিকা উত্তমর্ণ অর্থাৎ উত্তমপদবীতে উন্নীত হইয়াছেন। ইহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার হইয়া গিয়াছেন। অধমর্ণগণ উত্তমর্ণের ইঙ্গিতে চলিয়া ফিরিয়া থাকেন। চীনের ফরমোজা যুদ্ধ তাহার প্রথম সাক্ষী। এই সেদিন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ বৃদ্ধ চার্চ্চিলকে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করিয়া যে ইডেন সগর্ব্বে মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন; তিনি উত্তমর্ণের অনুমতি না লইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে ইজিপ্টে সৈন্য অবতরণ করাইয়া নাসেরকে অপদস্ত করিলে উত্তমর্ণের ভ্রূভঙ্গীতে সেই ইডেন মন্ত্রীপদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সেই মার্কিণের ঋণজালে জড়িত।

ভারত ও পাকিস্তানের উৎপত্তি সহ কাশ্মীরে গোলযোগ উপস্থিত হইলে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হয়। ভারতীয় সৈন্য তীব্র বেগে পাকিস্তানী সৈন্যকে পশ্চাৎপদ করেন। হেরো স্কুলের শিক্ষিত ভারতের শাসকবর্গ বৌদ্ধ-রাজ অশোকের চক্রে চক্রিত ও বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া যুদ্ধ স্থগিতে পরমুখাপেক্ষী হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় ভাগে লিখে, পরমুখাপেক্ষিতা বড় দোষ। এই বৌদ্ধভাবাপন্ন দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া গোয়ার দুর্দ্দশা দেখিতে পান না। ভারতীয় সৈন্য এখন নদীর বন্যা সহ যুদ্ধ করিতেছেন। যখন যেখানে বন্যা হয় সৈন্যগণ শিলা নিক্ষেপে বন্যা নিবারণে চেষ্টা করেন। এবং বিধ্বস্ত প্রজাগণের মধ্যে অন্ন বণ্টন করেন। মার্কিণ এখন কেবল ফার্ষ্ট পাওয়ার হইয়াই সুখী নহেন। সমগ্র পৃথিবীর লর্ড হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাহাতে রুশ ও চীনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। ভারতের উত্তর সীমার একপ্রান্তে রুশরাজ্য অপর প্রান্তে চীনরাজ্য। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তান বিদ্যমান। সেই

পাকিস্তানকে 'বেস' করিয়া মার্কিণ পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতেছেন। যদি পাকিস্তান জেহাদ করেন তবে তাহাদের ভারতীয় আত্মীয়স্বজন কাফের বধে বিরত থাকিবে কিনা চিন্তার বিষয়।

মার্কিণসৈন্য পশ্চাৎ ভারতকে 'বেস' করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সহ লড়িবে কিনা তাহাও বিচার্য্য। যুদ্ধ বাধিলে ঋণাভাব, অর্থাভাব, নব নব অস্ত্রাভাব, যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাভাব জন্য ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে ইহা সুনিশ্চিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধরাজ্যকে উপনিবেশ, মন্দিরাদি প্রদানে উপরোক্ত বিপদ কাটিবে কি? মার্কিন ও জার্ম্মানাদি শ্বেত প্রভুগণের প্রদত্ত অর্থে ও শিক্ষকতায় যে প্ল্যানের কার্য্য চলিতেছে এবং সিকুলার রাজ্যমধ্যে হোয়াইট্ কলোনি, ব্লাক্ কলোনির যে ভাবধারা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা রাজ্যরক্ষা বিনাশের হেতু হইবে। শিক্ষকগণের হস্তস্থিত ডিনামাইটাদি কিরূপ প্রয়োগ হইবে তাহা কে জানে?

এই সব বহিরঙ্গ প্রশ্ন ব্যবহারিক সত্তায় স্থিত প্রাজ্ঞগণ চিন্তা করিবেন। যাহাদের চিত্তবৃত্তি অন্তরস্থ বস্তুতে নিবিষ্ট তাহাদের পক্ষে এই সব বিষয় বলিবার কিছুই নাই। তাহার কারণ দৃশ্য প্রপঞ্চ সিনেমাহলের দৃশ্যবৎ সাচ্চা মনে করেন।

পিণ্ড

সাধারণতঃ ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার সংহতাবস্থাগত (দলা পাকান) পদার্থকে পিণ্ড বলে। যেমন শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থকেও মৃৎপিণ্ড বলে। পাঞ্জাবে ক্ষুদ্র গ্রামকেও পিণ্ডি বলে। যেমন রাওলপিণ্ডি, পিণ্ডিদাদন খাঁ ইত্যাদি। দেহরূপ দেশকেও পিণ্ড বলে। কোন কোন স্থানে পুত্রকেও পিণ্ডা বলে। সংঘাতকে পিণ্ডা বলে। প্রকৃতি বা মায়াও ত্রিগুণের সংঘাত। মাতৃগর্ভস্থ ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড যাহা পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরক্তে সংঘাত তাহাকে আণ্ডা বলে। বিশ্বজগৎকেও ব্রহ্মাণ্ড বলে। আণ্ডা ও পিণ্ড অবস্থাই বটে। এজন্য প্রবাদে বলে, যাহা পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে। বিরাট পুরুষের দেহ-পিণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে। সেই দেব-দেহপিণ্ডে দেব, যক্ষ, নরাদি ভূতজাত বাস করে। দ্যৌ তাঁহার মস্তক তথায় সুরগণ, অন্তরীক্ষ তাঁহার বপু তথায় যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি, পৃথিবী তাঁহার পাদ তথায় নর তির্য্যগাদি, পদতলে পাতালে অসুর নাগাদি বাস করে; যেমন গীতা ১১।১৫ আদি শ্লোকে বর্ণিত আছে। ক্ষুদ্র নর-দেহপিণ্ডেরও মস্তকে উকুন থাকে, পেটে শ্বেতবর্ণ বড় কৃমি, ক্ষুদ্র কৃমি

বেসিলি আদি বাস করে। রক্তের শ্বেত ও রক্তবর্ণ করপাস্‌কিউলগণ প্রোটোপ্ল্যাজমাদি লক্ষ লক্ষ বাস করে। এজন্য দেহকে নবদ্বারবিশিষ্ট পুর বলে। পুরাণ বলে, বিরাট পুরুষের দেহখানি "মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্‌।" মায়া, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত এই নবতত্ত্ব। মানবদেহও নবতত্ত্ব বিনির্ম্মিত। মায়া, কারণদেহ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সূক্ষ্মদেহ ও পাঞ্চভৌতিক অন্নময় কোষকে স্থূলদেহ বলে। এই দেহত্রয়ের সংঘাত দেহপিণ্ড। কেহ বলেন, মা+নব। নবতত্ত্ব নির্ম্মিত দেহপিণ্ড মা নিষেধে অর্থাৎ ত্যাগে সেই পিণ্ডস্থ পুরুষ যিনি জগৎ ধারণ পোষণ করেন কেবল তৎচিন্তনেই রত যে ব্যক্তি সেই বস্তুতঃ মানব। সৃষ্টি পদার্থ নব হয় ও সৃজনকর্ত্তা পুরাণ হয়। যিনি নবতত্ত্ব-নির্ম্মিত নবদেহ পিণ্ড চিন্তন যা মা অর্থাৎ নিষেধ করিয়া স্রষ্টা পুরাণ পুরুষকে লইয়াই কৃতকৃত্য তিনিই প্রকৃত মানব। স্রষ্টা ঈশ সৃষ্ট অনীশ। অনীশ ভাব ত্যাগে ঈশভাব পোষণ করাই মানবের মানবত্ব। সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রগণ সবই জড়পিণ্ড, তাহাদের কোন সংজ্ঞা নাই। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণও জড়, তাদেরও কোন সংজ্ঞা নাই। সংঘাত পরার্থা। জড় সবই সংঘাত অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশে এক দোহা বলে,

সদ্‌ গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লা কে ময়লা না রহে যব্‌ আগকরে পরবেশ॥

সৎকে যিনি জানেন শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই সৎগুরু। সদ্‌গুরু ঈশ, অনীশ, চিৎ, জড়ের ভেদ বলিয়া দেন এবং অনীশ অবস্তু ত্যাগে ঈশ (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম) বিষয়ে উপদেশ করেন। যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কয়লা অগ্নি সংযোগে লাল হয় পশ্চাৎ পুড়িয়া গিয়া শ্বেতবর্ণ ভস্ম হয় আর কৃষ্ণত্ব থাকে না তেমনি সদ্‌গুরুর উপদেশে শিষ্যের হৃদয়ের অজ্ঞান আঁধার চিরতরে বিদূরিত হয়। গীতায় ৪।৩৪ বলে—"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়া মনে যত সংশয় বিপরীত ভাবনা জাগে তাহা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া নিঃসন্দেহ নিশ্চিত হইলে শান্তি সুখ মিলে। "গু" অর্থ হৃদি গুহা যাহা অন্ধকার, "রু" অর্থ প্রকাশ করা। যিনি সেই চির অন্ধকারাবৃত হৃদি-গুহার আঁধার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন তিনিই গুরু। যিনি শ্রুতি বিহিত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন তিনিই সদ্‌গুরু। অন্য বিষয় শিক্ষাদাতা, শিক্ষক, উপাধ্যায়, মাষ্টার, প্রফেসরাদি হইতে পারেন, গুরু পদবাচ্য নহেন। গুরু পরমাত্মায় রতি প্রীতি বা প্রিয়তা বুদ্ধির উদ্‌বোধন করেন। শিষ্য গুরু

উপদেশে এইরূপ চিত্তবৃত্তিযুক্ত হন যে আত্মা সব হইতে প্রিয়, প্রিয়তম। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদ্ অয়মাত্মা। পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যংচরন্তি।" তখন ভিক্ষু সূত্র বা সংহিতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হয়। এই যে রতি বা প্রীতি এই যে এষণাত্রয় ত্যাগ ইহা শিক্ষার জন্য প্রতিদিন সায়ংকালে আরতি নামক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে। 'আ সমন্তাৎ রতি আরতি'। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই বিষয় পঞ্চক ত্যাগে তৎ চিন্তনে রত করেন। ধূপ (গন্ধ) জল শঙ্খের জল (রস) দীপ (রূপের প্রকাশক তেজ) স্পর্শাত্মক বায়ু উৎপাদক পাখাদি ও শব্দাত্মক (স্তোত্র) বাজনাদি দ্বারা আরতি করা হয়। তাহার তাৎপর্য এই—ভগবান্ তোমার সৃষ্ট এই সব অনীশ পদার্থ চাই না, তোমার সৃষ্টি তুমি রাখ, আমি তোমাকেই চাই। অর্থাৎ নবকে ত্যাগে স্রষ্টা পুরাণপুরুষকে সৃষ্ট ধ্রুব জানিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতেছে। বঙ্গভাষায় এক গীত বলে, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা'। ক্ষুদ্র মানবের ধূপ জলাদি ক্ষুদ্র পাত্রে সন্নিবিষ্ট, আর বিরাট বিশ্বমানব যে আরতি করেন তাঁহার পুণ্য গন্ধ পৃথিবী ধূপস্থানীয়, পাতালের ভোগবতী, পৃথিবীর নদী সমুদ্র, আকাশের স্বর্গঙ্গাদির জলে তাঁহার জলাঞ্জলি, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাঁহার দীপ-স্থানীয়; মহান্ বায়ু মণ্ডল বায়ু ও মহান্ আকাশের গ্রহাদির সঞ্চার জন্য যে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার পঞ্চম উপহার; যাহা তিনি বিশ্ব প্রাণকে বলি প্রদান করেন। যে যাহা দেবতাকে প্রদান করে তাহাতে আর তাহার কোন স্বত্বস্বামীত্ব থাকে না। তাহা দেবতারই হইয়া যায় অর্থাৎ চিরতরে ত্যাগ হইয়া যায়। ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব-মানশুঃ। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। এই যে ধূপাদি দান ইহাও আহুতি। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে নিজ দেহ আহুতি দেয়। তাহাও যজ্ঞ বা পূজার আহুতি। অর্থাৎ মায়া ও তৎ কার্য্য দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি আহুতি দিয়া নৈরাশ্যের পরম সুখভাগী হন। ইহাই পিণ্ডের সদ্ব্যবহার। পিণ্ড বা মায়া আবরণের পুনরুৎপত্তি না ঘটে তজ্জন্যই সাধন ভজন। শ্রুতি বলে—'ন পুনরাবর্ত্ততে ন পুনরাবর্ত্ততে'।

ধন

ধ+ন ধন। ধ কুবেরকে বুঝায় আর ন দান বুঝায়, ধন কুবেরের দান এজন্য কুবেরের নাম ধনদ। অথবা ধ বিধাতা ন বন্ধন, যাহা বিধাতার বন্ধনের হেতু তাহাই ধন। মন বাগাদি অন্নরূপ ধন গ্রহণে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন ঘটে।

ঋ. ১০।১২৯।৪ হিরণ্যগর্ভ মায়া বা তম আবরণে দেহবান ইব জাত। ধন্ অন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ধন অর্থ। প্রিয়বস্তুকেও ধন বলে। ধন+জন্য দাসত্ব স্বীকার করে বলে ধনদায়। ধন প্রিয়-বস্তু তাহা কি? পুত্র, বিত্ত, লোকৈষণা নহে, শ্রুতি বলেন, বৃ আ ১।৪।৮, 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্য-স্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদ্ অয়মাত্মা'। দেখা যায় পুত্র বিক্রয় করিয়াও আপনার দৈহিক সুখ চায়। ঋগ্বেদে শুনঃসেপের পিতা অজিগর্ত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট শুনঃসেপকে বিক্রয় করে। পরে বিশ্বামিত্র যূপবদ্ধ শুনঃসেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নাম দেন দেবরাত। নিজপুত্র মধুচ্ছন্দাদিকে না দিয়া তাঁহার সম্পত্তি দেবরাতকে প্রদান করেন। দেবরাত পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের ঋণমুক্ত করার জন্য নিজদেহ পুত্রকে বিক্রয় করেন পুরাণ বলে, যদি চ শাস্ত্রে লিখে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্। একটি ঘটনা দেখা গিয়াছিল তাহা এই; একজন অল্পবেতনে কেরানীর কাজ করিতেন। শহরের প্রান্তদেশে বড় রাস্তার ধারে একখানি-ঘরের কুটীর ভাড়া করিয়া তথায় স্ত্রী ও একটি পুত্রসহ বাস করিতেন। পুত্র সুশ্রী থাকায় অনেকে তাহাকে সাদরে কোলে করিয়া সুখী হইতেন। একদিন রাত্রে সেই স্থানের ঘরে আগুন লাগিয়া টুইর দিকে বিষম জ্বলিয়া উঠে। কেরানীবাবু দেহে তাপ লাগায় উঠিয়া দেখে জ্বলন্ত টুই তাহার শিরোপরে পড়ে পড়ে অবস্থা। তিনি লাফ দিয়া বাহির হইয়া আত্মদেহ রক্ষা করিলেন। পুত্র অগ্নি দগ্ধ হইল। একজন বলিলেন, তুমি কেমন হে! ছেলেটাকে না লইয়াই লাফ দিয়া বাহির হইলে? সে জবাবে বলিল, কি করি মশাই, ছেলে নিতে গেলে জ্বলন্ত টুই পড়িয়া উভয়েই মরিতাম। প্রাণে বাঁচিয়াছি, ফের বিবাহ করিব ফের পুত্র হইবে কোলে করিব। ইহার কতিপয় বর্ষ পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বাতে আক্রমণ করিল। দুই মাসের ছুটী লইয়া ডাক্তারি চিকিৎসা করাইলেন, কোন ফল হইল না। পরে বাধ্য হইয়া বিনা মাহিনায় ছুটী লইয়া কবিরাজী চিকিৎসা করাইতেছেন। ধনকষ্টও উপস্থিত। একজন অফিসের বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? সে বলিল, এখন প্রাণ গেলে আমি বাঁচি। পুত্র হইতে পিয়ারা নিজ দেহ ও প্রাণ পুত্রত্যাগে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই দেহ ও প্রাণ ত্যাগে আমিকে রক্ষা করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে দেহ ও প্রাণ, পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয়, আমি সেই দেহ প্রাণ হইতেও প্রিয় বুঝা যায়। আমিটা দেহের অভ্যন্তরে বাস করে। সেই কর্ত্তা ভোক্তা। আমি খাইতেছি, যাইতেছি, আমি সুখী,

আমি দুঃখী সবাই বলে। আমি কর্ম্ম কর্ত্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা কেবল নয়। আমি চক্ষুদ্বারা দেখেন দ্রষ্টা, কর্ণদ্বারা শুনেন শ্রোতা, মনদ্বারা চিন্তন করেন জন্য মন্তা, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করেন জন্য বোদ্ধা। সকল প্রাণীদেহেই একটা করিয়া আমি আছে, সকল আমিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা। তবে কি সব দেহের আমিটাই একজাতীয় কেবল, না একজন মাত্র। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত'। কথাটা কিছু গোলযোগপূর্ণ। যখন এক দেহের আমি হাসে তখন অন্য দেহের আমি কাঁদে সুতরাং এক নয়। দেখা যায় একটী লম্বা চওড়া গৃহের একধারে রাস্তা একধারে রান্নাঘর মধ্যভাগ নিরিবিলি। এই তিনস্থানে একই আকারাদি বিশিষ্ট তিনটী ঘট বসাইলে দেখা যায় তাহাদের ঘটাকাশ একই বটে কিন্তু যখন রাস্তার ধূলি উড়ে তখন তৎসন্নিকটস্থ ঘটাকাশ ধূলিময় হয়। যখন রান্নাঘরের ধূমা উঠিতে থাকে তখন রান্নাঘরের সন্নিকটস্থ ঘটের আকাশ ধূমময় হয়। মধ্যস্থ ঘটটীর আকাশ না ধূলিময় না ধূমময়। আকাশের একতা থাকিলেও উপাধির তারতম্যে বিভিন্ন হইয়া যাইতেছে। তেমনি আমি আকাশবৎ এক হইলেও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি উপাধিগণের তারতম্যে সুখীদুঃখী ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। বুদ্ধির প্রখরতা জন্য যে তারতম্য হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি বিভীষণ, রাজসিক বুদ্ধি রাবণ ও তামসিক কুম্ভকর্ণ সকলের বিচার ব্যবহার এক প্রকার নহে। ধনের অর্জ্জনে রক্ষণে ও ব্যয়ে দুঃখ ঘটিয়া থাকে। ধন সদাই হস্তান্তর হইয়া যায়। ধন সঙ্গে আসে না এবং মরিলে সঙ্গেও যায় না। ধনের জন্য একে অন্যকে দিনে, রাত্রে, গৃহে, রেলে বধ করিতেছে। ধন-লোলুপতা রজোগুণের বৃত্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও লোভ জন্য হইয়া থাকে। পৃথিবীতে হীরা, সোনা, রূপা, তামা, লৌহ এই সকল ধন বলিয়া গণ্য হয়। এই সকল পদার্থ কিসে কেমনে উৎপন্ন হয় তাহাও চিন্তনীয়। সূর্য্য হইতে এই পৃথিবী বিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্য এখনও জলন্ত বাষ্পরাশি তখনও তেমনি ছিল। এজন্য পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিঙ্গ জলন্ত বাষ্পরাশি ছিল সন্দেহ নাই। সেই বাষ্পরাশি শৈত্য সংযোগে প্রথম দুইভাগ হয়, একভাগ বায়ুমণ্ডল ও অপর ভাগ জলময় সমুদ্র। সেই সমুদ্রের জল ঐ সকল ধাতুর সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মলিন ছিল। পশ্চাৎ মলিন গঙ্গাজলের পলি যেমন নীচে পড়ে তেমনি ঐ সকল ধাতুজ মলিন কণা ছাকরার ন্যায় পৃথক হইয়াছে। তখন বায়ুর চাপে ও শৈত্যের তারতম্য জন্য সেই ছাকরার কোন অংশ হীরক কোন অংশ কয়লা কোন অংশ

কেরোসিন তেল, কোন অংশ মৃত্তিকা, কোন অংশ হীরা, কোন অংশ স্ফটিক, কোন অংশ সুবর্ণ, কোন অংশ রজত, কোন অংশ তাম্র, কোন অংশ লৌহরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিদ্বানবিদ্‌গণ যন্ত্রাদি সংযোগে পাথর কয়লাকে হীরকে পরিণত করিয়াছেন ও প্রমাণ করিয়াছেন carbon gas coal, graphite ও diamond একই কার্ব্বনের কাঁপ (velocity), চাপ (pressure), তাপ (temperature) এর তারতম্য ভেদে ভেদ বলিয়া প্রতীত হয়, পশ্চাৎ একই প্রটন হইতে সর্ব্বপ্রকার পদার্থ কাঁপ, চাপ ও তাপ ভেদে হইয়াছে ইহা এখন সত্য বলিয়া স্বীকৃত। অস্মদ্দেশের কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রেও একই প্রকৃতির বিচারে পদার্থের উৎপত্তি ও পার্থক্য বলে অর্থাৎ velocity, pressure ও temperature ভেদ জন্য উৎপত্তি ঘটে। অথবা এই সব পদার্থের অণু বালুর ন্যায় সূক্ষ্ম কণাবিশিষ্ট চিন্তা করিলে পরমাণুবাদ স্বীকার্য্য হয়। তাহাতে মৃৎঘট ; পুট পাকে ভিন্নতা লাভ করে—বালু হইতে glass, সিমেণ্ট, চীনেমাটী, বোয়ামের মাটী আদি উৎপন্ন হয়। জলের ছাকরা মল বা ময়লা বটে। সুতরাং হীরক সুবর্ণাদি জলের মলজাত। এ হেন মলরূপ ধনের জন্য অমূল্য মানব জীবন ক্ষয় করা অতিশয় মন্দ বুদ্ধির কার্য্য।

ভোগ

ভুজ+ঘঞ্ প্রত্যয়ে ভোগ শব্দ নিষ্পন্ন। দেবতার নৈবেদ্য অন্নকে ভোগ বলে। সর্ব্ব সুখ, সম্পত্তি ও দেহকে ভোগ্য শব্দে বুঝায়। ভক্ষণ ক্রিয়াকেও ভোগ বলে। ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে ভোক্তা বলে। সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা বিষ্ণু। ভোগ-দেহ সূক্ষ্ম শরীর। ভোগভূমি ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি তাহা হইতে অন্য (স্বর্গাদি)। ভোগবতী পাতালের গঙ্গা। ভোগায়তন—স্থূল দেহ। ভোগী সর্পবিলাসী ভোগ্য-ভোগের যোগ্য, ধন, ধান্য। শ্বেতাশ্বতরে পাই, "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ কৈবল্যে-বলে ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদা শিবঃ॥" ভোক্তা জীব, ভোগ্য পার্থিব সম্পদ এবং প্রেরয়িতা যিনি ভোক্তাতে ভোগ্য ভোগার্থ প্রেরণ করেন। এই তিন প্রকারে ব্রহ্ম প্রকাশ পান। যেমন কেন উপনিষদে বলে, "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো-যদ বাচোঽবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি॥ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ। ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥ অন্যদেব

তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ॥" যিনি মনাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা তিনি বিদিতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য এবং অবিদিতা প্রকৃতি, যাহা হইতে প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ কি ? সৎ কি অসৎ কি সদসৎ জানা যায় না জন্য অনির্ব্বচনীয়া অবিদিতা। তাহাই অধি অর্থাৎ অধিক অন্য তিনিই মনাদির প্রেরয়িতা। শ্বেতাশ্বতরে বলে, ভোক্তার প্রেরয়িতা। গীতা বলেন, "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" দেহী ভোক্তা নহেন। ইনি না কর্ম্ম করেন, না ফল ভোগ করেন। তবে জলের নীচে যেমন চাঁদের নাচনি চাঁদ না নাচিলেও দেখে, ইহা সেই প্রকার প্রত্যক্ষ। আবরক মনাদি কোন কিছুর চাঞ্চল্য আবৃত দেহীতে আরোপ করিয়া বলে যে জীবাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা। নাচে জল বলে চাঁদ নাচে। কেহ বলেন সদ্যজাত শিশু ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া রোদনপরায়ণ হইলে মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার স্তন্য দুগ্ধের বোটা শিশুর মুখে অর্পণ করেন তখন শিশু সেই স্তনের বোটাটা চুষিয়া দুগ্ধ বাহির করে পশ্চাৎ তাহা থুক করিয়া ফেলিয়া না দিয়া গলাধঃকরণ করে। ক্ষুৎ পিপাসা নির্বিপদে শান্ত হয়। এখানে কেহ দেখেন শিশু কর্ত্তা ভোক্তা। কেহ বলেন প্রারব্ধ সংস্কার বশে কর্ম্ম করে। কেহ বলেন ঈশ্বরের প্রেরণায় দুগ্ধ পান করে। কেহ বলেন শিশু ভোক্তা হইলেও ঈশ্বর-প্রেরণা আছে কারণ, ঈশ্বর-শিশু যখন মাতৃগর্ভে তখন মাতার দেহ সহ অণ্ডস্থ দেহের নাভি সহ এক নাড়ী স্থাপন করিয়া দেন, তাহা দ্বারা মাতা যে অন্ন পানাদি করেন তাহার সূক্ষ্মাংশ আসিয়া অণ্ড দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখানে মাতা বা অণ্ডের কোন ক্রিয়া নাই। ঈশ্বরের প্রেরণায় মাতৃদেহ হইতে উপাদান সামগ্রী আসিয়া অণ্ডে দেহ বর্দ্ধিত করে। তেমন গর্ভে থাকা কালেই ঈশ্বরের প্রেরণায় মাতার বুকে রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে পরিণত হয়। ইহা কোন ডাক্তার, ধাত্রীমাতা, পিতার বা কোন ঔষধ ইনজেকসনে হয় নাই। সাধারণ গর্ভিণী যখন পাঁচ কি ছয় মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছেন তখনই স্তনে দুগ্ধ আসে। শিশু জন্মিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। ইহা পরম কারুণিকেরই ব্যবস্থা। তাঁহারই ব্যবস্থানুসারে শিশু দুগ্ধ শোষণ ও গলাধঃকরণ ক্রিয়াদ্বয় করিয়া থাকে। নিজে বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করে না। কেহ বলেন ভোক্তা হইতে স্বতন্ত্র প্রেরয়িতা দৃষ্ট হয়। যেমন কোন ধনী পুত্রহীন বাহির হইতে একটি বালক আনিয়া পোষ্যপুত্র করিলেন। সেই বালক সম্পত্তির মালিক বা শাসনকর্ত্তা নহে। অথচ সে পালক পিতার মটর, ঘড়ি, চেইন ব্যবহার করে, ভাল খাদ্যসামগ্রী ভোগ করে, সুতরাং কর্ত্তা না হইয়াও ভোক্তা। অন্যে বলেন প্রারব্ধ বশে যেমন বালক গর্ভস্থ ও গর্ভত্যাগে

জীবন যাপন করে তেমনি পোষ্য এক স্থান ত্যাগে অন্য স্থানে অন্ন পানাদি ভোগ্য ভোগ করে। আমি ভবিষ্যতে মালিক হইব এই প্রকার অভিমানও রাখে। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" পোষ্যপুত্ররূপী বালক এ ঘর আমার, এ বাগান আমার, এ মটর আমার ইত্যাদি ধারণা পোষণ করে। এজন্য কর্ত্তৃত্ব আছে বলিতে হয়। অন্যে বলেন মাতৃক্রোড়স্থ শিশু পিতৃবিয়োগে রাজগদীর অধিকারী হয়, কিন্তু সে জানেনা যে সে রাজা এবং সেজন্য আমি রাজা এই অহঙ্কারও করিতে জানেনা। শিশু যে মাতার স্তন্যদুগ্ধ পান করে তাহা যেমন ঈশ্বরপ্রদত্ত তেমনি সেই উদরস্থ দুগ্ধ বৈশ্বানররূপী ঈশ্বর নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেহ রক্ষণ করেন। মল মূত্র দুইভাগে বাহির হইয়া যায়। আর সাত ভাগে তাহার অস্থি, মাংস, রুধির, চর্ম্ম, শিরা মজ্জাদিতে পরিণত হইয়া থাকে। তাহা বালকের স্বকৃত নহে, ঈশ্বর কৃত ব্যাপার। বালক কেবল নহে, দেব, যক্ষ, নর, তির্য্যগাদি-দেহ প্রাণীগণও যাহার যে অন্ন তাহা ভোজন করিলে বৈশ্বানর অগ্নি তাহা ধারণ করিয়া নয় ভাগ করিয়া থাকেন, তিনি দেহের রক্ষকরূপে দেহে বাস করেন। এইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" অন্যত্র— "অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" ভোগ্য স্তন্যদুগ্ধ সৃষ্টি করেন তিনি, স্তনে রক্ষণ করেন তিনি, পান করান তিনি, বিভাগ করেন তিনি। আর কর্ত্তা বালক দেহ। চক্ষু বিস্ফারিত করিলে এই যে অচেতন জগৎ পরিদৃষ্ট হয় তাহাও তিনি রজ্জুতে সর্পবৎ ধারণ করেন তাই দেখে। এইজন্য শাস্ত্র বলে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ॥" রজ্জু সর্প স্থলে যেমন রজ্জুর তনু ও সর্পের তনু একই তনু। তেমন জগতের তনু ও ব্রহ্মের তনু একই তনু। অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎ অধ্যাস বশে দেখে যেমন অজ্ঞান আঁধার অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্প দেখে। "এইজন্য শ্রুতি বলেন, ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" জীব ভোক্তা জগৎ ব্রহ্ম প্রেরয়িতা। তিনিই জগৎরূপে প্রতিভাত হন, জীবরূপে দ্রষ্টা হন এবং জীব চিদাভাস জন্য তিনিই প্রেরয়িতা বলিয়া অভিহিত হন। ভোগ্য বস্তু স্থাপিত হইলে ভোগ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহার ভোগ করিতে পারেন। যিনি বলেন, আমি কর্ত্তা ভোক্তা, তাঁহার এই উক্তিটী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

একজন দাঁতের তীব্র বেদনাযুক্ত কিংবা পুত্রশোকগ্রস্ত যদি তাহার গাঢ় নিদ্রা হয় তবে সেকালে দাঁতের বেদনা বা পুত্রশোক বিযুক্ত হইয়া থাকে এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। এই গাঢ় নিদ্রাকালে মন

বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার থাকে না কেবল একলা আমিটী থাকে। যেই মন জাগে অমনি দাঁতের বেদনা বা পুত্রশোক জাগে। ইহা হইতে জানা যায় যে সুখময় দেহের শোক দুঃখাদি সঙ্গে আমির কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ নিদ্রাকালে দাঁতের বেদনা বা পুত্রশোক যেমন থাকে না তেমনি মনও থাকে না, আমি একক থাকে। শোক দুঃখ মন সহ জাগে এইজন্য মনই দুঃখের পসরা বহন করে, আমি নহে। যদি ডাক্তার ক্লোরফরম করিয়া অস্ত্রোপচার করেন তবে তখন ক্লোরফরমের আক্রমণে মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। অস্ত্রোপচারের দুঃখ জানে না, আমি ত তখন ছিল; সে কেন বলে না, কাটে কাটে দুঃখ দুঃখ? যেই নিশ্বাস সহ ক্লোরফরম বিনির্গত হইয়া যায় মন জাগে দুঃখও জাগে, ইহাতেও দুঃখের পসরা মন বয়, আমি নহে জানা যায়। সুতরাং সুখ দুঃখ ভোগ মনের ব্যাপার, ভোক্তা আমি নহে। ভোগ্য পদার্থ সম্বন্ধেও বিচার করিলে উহা যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ জাগে, যখন মন নাই তখন জগৎ নাই। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, ক্লোরফরমাদি কাজে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ জগৎও অদৃশ্য। যেমন রজ্জু সর্প স্থলে সর্প না থাকিলেও দেখা যায়। জলে চাঁদ বা তাহার প্রতিবিম্ব না নাচিলেও নাচনি দেখা যায় তেমনি জগৎ ভাসে। সিনেমা হলের দৃশ্যাবলী না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। আঁধারে বসিয়া অজ্ঞ লোকে সিনেমা দেখে। যেমন একজন দেখিল যে সিনেমা হলে ১২টী হাতীর এক procession। সিনেমা হলের দরজা ৬'×৪' ফুট মাত্র তাহা দিয়া হস্তী প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরে যাইবার অন্য দরজা নাই। হলে ১২টী হাতী দাঁড়াইবার স্থান নাই। বারটি হাতী দাঁড়াইলে হল ভাঙ্গিয়া পড়িত। হাতী না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীতি হয়। যেমন সর্ব্বত্র সমমাপের রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে সর্পের মুখ পেট লেজাদির বৈষম্য মনই মায়াজালে সৃষ্টি করে। এ জগৎ দৃষ্টিও তেমনি জানিবে। ভাগবত পুরাণের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে, "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণিচাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ।" ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৭ শ্লোকে বলে, "অবিদ্যামানোঽপি অবভাসতে দ্বয়ো।" যেমন সিনেমা হলের হাতী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত আনন্দমঠ নাটক তাঁহার মনপ্রসূত। বর্ত্তমানে যে বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত তাহা যে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দাদির মুখ দিয়া গাওয়াইয়াছেন তাহাও তাঁহার মনকল্পিত। এখন সিনেমায় আনন্দমঠ একুট হয়। লোকে মনে করে সত্যকার ঘটনা। এইরূপ ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগ সকলে দ্বৈতবাদীর মন-কল্পিত ব্যাপার। প্রেরয়িতা সামগ্রী অভাবে প্রেরণা দিলেও আছেন অস্তি। এই অস্তি তাহার

উপলব্ধিই আনন্দদায়ক। "অস্তি ইতি উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" তাঁহার অস্তিত্বেই তাঁহাতে ভোগ্য জগৎ ভাসে বলিয়া প্রতীত হয়। ভোক্তা আছে বলিয়া কল্পিত হয়। নিষ্ক্রিয়ের ক্রিয়াশীলতা ভোগ-কল্পিত হইয়া থাকে।

অসতের পরিণাম

অসৎ যদি শূন্য হয় তবে তাহার পরিণতি কথার কথা মাত্র। আর অসৎ যদি কোন দ্রব্য হয় তবে তাহার পরিণতি সম্ভবপর। অসতের পরিণতি চিন্তা চিত্তে উদিত হইল। সতের পরিণতি কেন জাগিল না? ঋগ্বেদে ১০।৭১ সূক্তে, "অসতো সদজায়ত" বাক্য রহিয়াছে। তাহাতে অসৎ হইতে যে সতের উৎপত্তি ঘটে তাহার বিপরিণাম উক্ত সূক্তে উক্ত হইয়াছে। উক্ত সূক্তের মন্ত্র কয়টী এই—

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥২
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ংত তদুত্তান পদস্পরি ॥৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ংত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥৪
অদিতিহ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃত বংধবঃ ॥৫
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্র রেণুরজায়ত ॥"৬

অন্বয় :—ব্রহ্মণঃ অন্নস্যপতিঃ অদিতি এতা, এতানি দেবানাং জন্মানি কর্ম্মার কর্ম্মকার ইব সথায় ভদ্রায়াং অগ্নিং সং অধমৎ প্রজ্জ্বলয়তি তদবৎ দেবানাং পূর্ব্বে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত। ২॥ দেবানং যুগে প্রথমে প্রথম ভাগে দেবোৎপত্তেঃ পূর্ব্বকালে অসতঃ সদ্জায়ত। তৎ তর্হি আশা অজায়ন্ত তৎ অনু উত্তানপদঃ উপরি ॥ ৩॥ ভূঃ জজ্ঞে উত্তানপদঃ ভুব আশা অজায়ন্ত। অদিতেঃ দক্ষ অজায়তঃ দক্ষাৎ উ অদিতিঃ পরি ॥ ৪॥ হে দক্ষ অদিতিঃ অজনিষ্ট যা তব দুহিতা। দেবা তাং অনু অজায়ন্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ। ।৫॥ যৎ যদা দেবাঃ অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত। অত্র অবঃ নৃত্যতাং ইব তীব্রো রেণুঃ অজায়ত। ।৬॥

এখানে অদিতি হইতে সৃষ্টি বর্ণিত। যেমন কর্ম্মকার ভস্ত্রাযন্ত্র ব্যবহারে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া ধাতুকে ব্যবহারযোগ্য করে। তেমনি দেবগণের

উৎপত্তির যুগের পূর্ব্ব যুগে অসতের যোগ্যতা ঘটিয়াছিল। অদিতি অসৎ অন্নপতি অন্নপূর্ণা। দিতি খণ্ড। অদিতি অখণ্ড। কন্যা যেমন অক্ষরা অবস্থায় থাকে তেমনি অদিতি শব্দে প্রকৃতির অক্ষরা অবস্থাকে বুঝায়। যেমন মুণ্ডকে বর্ণিত, "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" নারী-কন্যা অবস্থা ত্যাগে ক্ষরিতরজা হইলে গর্ভধারণের উপযোগী হয়। তেমনি অদিতি/অসৎ অক্ষর অবস্থা ত্যাগে কারণ সলিলরূপ রজঃস্বলা অবস্থাগত হইয়া থাকে। সেই কারণ সলিলে মূর্ত্ত অণ্ড অর্থাৎ গর্ভধারণ করে। কারণ সলিল তরল জল নহে। যেমন পুকুরাদির জল অদৃশ্য বায়ুতে humidity রূপে অদৃশ্য থাকে, অব্যক্ত অবস্থাগত তেমনি অব্যাকৃতার অব্যক্তা অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইবার প্রাক্‌কালের অবস্থাটী। ইহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে এইরূপে বর্ণিত—

"তমআসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥"

এখানে তম প্রকৃতি সলিলবৎ সব আচ্ছন্ন করিলে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ঘটে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৯ খণ্ডে দেখিতে পাই, "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ তস্য উপব্যাখ্যানম্ অসদেবইদমগ্র আসীৎ। তৎসদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রাং অশয়ত তৎ নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ স্বুবর্ণং চ অভবতাম্। তৎ যৎ রজতং সা ইয়ং পৃথিবী যৎ স্বুবর্ণং সা দ্যৌঃ। অথ যদ্‌তদ্ অজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ।" এখানে স্তরভেদ সুস্পষ্ট। অগ্রে সংবৎসর কাল পশ্চাৎ অণ্ডের বিভেদে ত্রিভুবন সহ সূর্য্যোৎপত্তি। "কালোনাম্ সর্ব্বভূতানাং বিপরিণাম হেতুঃ।" ঋগ্বেদের এই মন্ত্রেও এইরূপ স্তরভেদ উক্ত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিটি "ওদনং পচতি" ন্যায়ে বলা হইয়াছে। ঐ ন্যায়টী হইতেছে এই ভবিষ্যতের সামান্য অংশ গ্রহণে বর্ত্তমানকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করতে বলা। যেমন কেহ ষ্টোভে জল ফুটিতেছে এখনি চাউল ছাড়িবে, তাহা এখনও থালায় আছে; সেই চাউল ছাড়িলেই কিয়ৎ কাল মধ্যে ওদন (ভাত) হইয়া যাইবে। এইজন্য 'ভাত রান্না করছি' এমত বলিয়া থাকে। অসৎ অব্যক্ত অবস্থা ত্যাগে শীঘ্রই ব্যক্ত অবস্থাগত হইতে যাইতেছে, এখন আসন্ন-প্রসবা অসৎকে সৎ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছে। অর্থাৎ এখন অব্যক্তা কারণ সলিল ভাবাপন্ন সলিলে বুদ্‌বুদ্ উঠিলেই সতের উদ্ভব ঘটিবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে দেবগণের যুগে দেবগণের উদ্ভবের পুর্ব্বে অসৎ সৎ হইয়া ব্যক্ত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বলে, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈসদজায়ত।" তখন

আশা অর্থাৎ দিক্‌পাল জন্মিয়াছিল। তৎ অনু তৎপর উত্তানপাদ যাহার উপরে দিগদর্শন ঘটে। উত্তানপাদ অর্থে (বিরাট পুরুষের বিস্তৃত পদ ভূঃ) তদুপরি অন্তরীক্ষ। কেহ বলেন, “পাদস্য বিশ্ব ভুবনানি (সর্ব্বদিক্ষু বিস্তৃতঃ) ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ত্রিপাদ উর্দ্ধেস্থিত। তদনু হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি যেমন ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত। আশা অর্থে, অশ্নুতে ব্যাপ্নুতে ইতি, গ্রাসকারীকেও আশা বলে। কাল সর্ব্বগ্রাসী। কার্য্য কারণে লয় হয়। পুরুষ অপরিচ্ছিন্ন কালাতীত। কার্য্যব্রহ্ম কালাদি দ্বারা ব্যাপ্ত। কার্য্যব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা জন্য কর্ম্মদক্ষ প্রজাপতি। এই অদিতি অব্যক্তা আবরণে আবৃত হইয়া যেন দেহধারী। যেমন পুরীতে বলরাম শুভ্র পুরুষ সুভদ্রার আবরণে জগন্নাথ হন। এই দক্ষ প্রজাপতি সিসৃক্ষু হইয়া আপনাকে স্ফীত কলেবর করেন। ঋ. ১০।১৯০।১॥ “তপসা অধ্যজায়ত তথা মুণ্ডকে তপসাচীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নং অভিজায়তে অধি অজায়ত।” বৃ.হা ১।৪।৩ “যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইসমেব আত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ। পতিশ্চ পত্নী চা ভবতাম্।” এই দক্ষ হইতে শতরূপার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই শতরূপা হইতে দেবগণের উৎপত্তি ঘটে। মহামায়াকে চণ্ডীতে ভদ্রা বলিয়াছে। ৫।৯॥ “নমঃ প্রকৃতৈ ভদ্রায়ৈ।” “ভদ্রা অমৃত” যে দেবগণ তাঁহাদের দেহে দেহীরূপে বন্ধনকারিণী। ঋ. ১০।১২৯।৪ বলে, “কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতিনিরবিন্দন্‌হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥” যখন সেই ব্যাপক কারণ সলিলে দেবগণ সুষ্টুরূপে ভাসিতে ছিলেন তখন তাঁহাদের নৃত্যবৎ পদচাপে তীব্র গতির রেণুর উদ্ভব হয়। হোমিওপ্যাথি মতে যে সহস্র ডাইলুশন তাহাতে molecule ভাঙ্গে atom সকল তীব্রগতি হয় এবং সেই শক্তি ব্যাধির তীব্রতা-নাশকারী হয়। শ্রুতিও সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং শক্ত্যাধিক্য জন্য শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন। যখন বলিয়াছেন কঠ ২।৩।৭ মন্ত্রে, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ। বস্তু এক হইলেও উপাধিযোগে বহুত্ব। ঋ. ৬।৪৭।১৮। বলে, “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে।” মায়া অপসারিতে স্বরূপে স্থিতি ঘটে। যেমন, একটী সর্ষপ স্বতঃ গোলাকার লাল আবরণে আবৃত। পিষিলে তেল খল মিলে। উহা মৃত্তিকায় রাখিয়া জল দিলে ৩।৪ দিন পরে দেখা যায় উহার লাল আবরণটী খসিয়া পড়িয়াছে—শ্বেতাভ হইয়াছে। গোলত্ব হটিয়া গিয়াছে। ঈষৎ লম্বাকৃতি হইয়াছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত যখন তখন পিষিলে তেল খল মিলে না। রস ও আঁশ মিলে। মৃৎ, জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি উপাধিবশে এইরূপ ঘটিয়াছে।

বিশেষরূপ দৃষ্টি দিলে ঐ শ্বেতবর্ণ লম্বাকৃতির একাধারে ঈষৎ সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এইমাত্র পরিণাম ঘটে নাই। উহার শ্বেতাংশকে মূল বলে, সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। মূল মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণে আপনাকে বর্দ্ধিত কলেবর করে। সবুজাংশ আকাশ হইতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গ্রহণে আপনাকে বৃহদায়তন করে। যদি শ্বেতকে উপরে দিয়া সবুজাংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করা যায় তবে উহা নাশ পাইবে। কারণ শ্বেতের সাধ্য নাই আকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করে এবং সবুজের সামর্থ্য নাই যে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে। কতিপয় দিবস পশ্চাৎ দেখিবে পত্রোদ্গম হইয়াছে। আরও কয় সপ্তাহ পর হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়াছে। আরও কয় সপ্তাহ পর দেখিবে হলুদ বর্ণ ফুল হইতে সবুজ বর্ণ ফল আসিয়াছে। এই পাতার শাক রন্ধন করিলে এক স্বাদ, ফুলের স্বাদ স্বতন্ত্র ও কচি ফলের স্বাদ স্বতন্ত্র। কতিপয় সপ্তাহ পর ফল পাকিলে, সেই ফলের খোসারূপ উপাধি বা আবরণ বিদূরিতে গোল লাল তেল খল বিশিষ্ট সর্ষপদানা মিলে। ইহাকে বিপরিণাম বলে। কচি ডাবের জলে নারিকেল বা ফোঁপরা দৃষ্ট হয় না। উহা পাকিলে তাহাতে কঠিন নারিকেল ও ফোঁপরা মিলে। ইহাতে জানা যায় জলে যাহা অসৎ বা অমূর্ত্ত অবস্থায় ছিল তাহা পক্কাবস্থায় উপাধি-যোগে কঠিন সৎ বা মূর্ত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে। উপাধিবশে বিপরিণাম। তেমনি আমরা দেখি পুকুরের জল রৌদ্র উপাধিবশে বাষ্প হয়, কিয়ৎ কাল দৃষ্ট হয় পশ্চাৎ উহা অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্য অমূর্ত্ত হইয়া যায়। পশ্চাৎ ঐ বায়ু সৌরকিরণে উষ্ণ হইয়া লঘু হইলে উর্দ্ধে যায় ও তথায় শৈত্য সংযোগে শ্বেতবর্ণ মেঘে পরিণত হয়। সেই শুভ্র অভ্র পুনঃ শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎ চমকান মেঘ হয় আরও শৈত্য সংযোগে উহা তরল বারি হইয়া বর্ষিত হইয়া থাকে। বারি বর্ষণ কালে পুনঃ শৈত্য সংযোগ ঘটিলে উহা শ্বেতবর্ণ শিলায় পরিণত হয়। শৈত্য উপাধিযোগে জলের নানাত্ব। কিন্তু জলত্বের হানি হয় না। তেমনি মায়া উপাধিযোগে দেহী নানা দেহ ধারণ করিয়া দেব যক্ষ নরাদি বা বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞাদি নানা বলিয়া উক্ত হন। তাঁহার স্বরূপের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। বস্তুর স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া বস্ত্বন্তর বলিয়া প্রতীতি হওয়াকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জুতে সর্প স্থলে হইয়া থাকে। বিবর্ত্ত বিপরিণাম নহে। মৃৎনির্ম্মিত দ্রব্যজাত, স্বর্ণালঙ্কারাদি সবই বিবর্ত্ত। অসতের বিপরিণাম সম্ভবে, অধিকারী সতের বিবর্ত্ত। বিবর্ত্তেই ব্রহ্মে জগৎ ভাসে। বিপরিণামে নহে। বিমল বিচারে সর্ষপ ও জলের পরিণতিও বিবর্ত্ত বলিতে বাধে না। অর্থাৎ বিপরিণাম কেবল কথার কথা।

ডু কৃং করণে

মাদ্রাজে নায়ডু একটি বংশ। নায় অর্থ নায়ক ডু অর্থ কারক। নায়কের কার্য্যকারী ইংরাজিতে do you see বাক্যে do শব্দে চিত্তাকর্ষণ ক্রিয়াবৎ ডু শব্দের প্রয়োগ। ড+উ=ডুং। ড শিব এবং উ বিতর্কে। শিব কি কৃং করণে। যিনি সব করেন তাঁহাকেই শিব বলা চলে। বস্তুতঃ ডু-র কোন অর্থ নাই। প্রাচীনকালে হয়ত ওগো সম্বোধনার্থ প্রয়োগ হইত। কৃ ধাতু হইতে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য্য, করণ, কারণ, কৃত, কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হয়। কবিসম্রাট কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের প্রথমে "বাগার্থপ্রতিপত্তয়ে জগতঃ পিতরৌ বন্দে" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ধাতু ও প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বা বাক্য অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। যে শব্দের অর্থ হয় না তাহা ধ্বনি বলিয়া উক্ত হয়। ব্যাকরণ শুদ্ধ পদ সহকারে বিশুদ্ধ বাক্য লিখিবার প্রণালী সর্ব্বভাষায় দৃষ্ট হয়। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার কোনটীতে ভুল থাকিলে তাহা অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ডু কৃং করণে ইহা ধাতু পাঠ হইতে জানা যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এক গোবিন্দ স্তোত্রে 'নহি নহি রক্ষতি ডু কৃং করণে' বলিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, এইটীর অর্থ ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। এমত ধারণা পোষণ ঠিক নহে। কারণ, ব্যাকরণ ও ন্যায় না পড়িলে ভাষা জ্ঞান হইতেই পারে না। সুতরাং ভাষা জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ব্যাকরণ অবশ্য পাঠ্য, তাহার নিন্দা করা আচার্য্যের উদ্দেশ্য নহে। ভাষা জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রজ্ঞান সম্ভবে না। শাস্ত্রজ্ঞান না হইলে জ্ঞান লাভে কৃত কৃত্যতা ঘটে না। তাঁহার উদ্দেশ্য কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি বর্জ্জন, আমি অমুক, অমুক কর্ম্মের কর্ত্তা, আমি এই সকল ক্রিয়া এই সকল করণ দ্বারা এই এই কারণে কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি এই অহঙ্কার ও করণ কারণ জনিত ক্রিয়ার ক্ষণভঙ্গুরত্ব জন্য ব্যর্থ সময়ক্ষেপ নিবারণ জন্য কৃ ধাতুই পণ মূল্যবান সামগ্রী বুদ্ধি বর্জ্জনার্থ বটে। কৃ+তৃচ্—কর্ত্তা হয়, কৃ+মট্—কর্ম্ম হয়। কৃ+ণ্যৎ—কার্য্য হয়। কৃ+অক্—ক্রিয়া হয়। কৃ+অনট—কারণ হয়। কৃ+অন—করণ হয়। কৃ+ক্ত=কৃত। ন কৃত অকৃত। কৃ ধাতুর উত্তর মনট্ প্রত্যয়ে কর্ম্ম হয় আর বৃংহ ধাতুর উত্তর মনট্ প্রত্যয়ে ব্রহ্ম হয়। অত ধাতুর উত্তর মনট্ করিলে আত্মা হয়। ব্রহ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দং।" এই কর্ম্ম অর্থ কর্ত্তা যাহা করেন। আত্মা অর্থ অত গমনে, যিনি ইহলোকে পরলোকে গমন করেন। অথবা যিনি সর্ব্বগত। ব্রহ্ম অর্থ বৃংহ বৃহত্বাৎ যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই।

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন। কর্ম্ম যাহা কর্ত্তা কৃত তাহা পরিচ্ছিন্ন হয়। ইন্দ্রিয় নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে তাহা জড়। ব্রহ্ম চিৎ। জগৎ ক্ষর, ব্রহ্ম অক্ষর। জড় পরিচ্ছিন্ন জন্য গতিশীল হইতে পারে, ব্রহ্ম অচল নিষ্ক্রিয়। কর্ম্ম সগুণ, ব্রহ্ম নির্গুণ। এই দুই লইয়া বিশ্বজগৎ। বিশ্বজগৎ কর্ম্ম অর্থাৎ কেহ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপীতা জন্য পরিচ্ছিন্ন কর্ম্ম ব্রহ্মে ভাসে বলিয়া প্রতীত হয়। লোকে বলে, "কর্ম্ম ব্রহ্মস্থিত হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনু।" হরিই জগৎ সাজিয়া বসিয়া আছেন। চিন্ময় ব্রহ্ম, জড় জগৎ মৃন্ময়। চিতে মৃদাভাব, যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা জন্মিতে পারে না। যেমন মাকড়সা হইতে রস নির্গত হইয়া সূত্রাকার হয় পশ্চাৎ সেই সূত্রে মাকড়সার অধিষ্ঠান জাল হয়। মাকড়সা হইতে রস নির্গত হইলে মাকড়সাটী ও জাল হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম হইতে মৃন্ময় জগত নির্গত হইলে ব্রহ্মও হ্রাস পাইবেন। জগৎ রাখার জন্যও স্থান চাই। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের বাহিরে মাকড়ের জালবৎ অধিষ্ঠান সম্ভবে না। ব্রহ্ম হইতে জগৎ বাহির হইলে মাকড়ের ন্যায় ব্রহ্মাও হ্রাস প্রাপ্ত হইবেন। তবে অক্ষর অব্যয়, কথার কথায় পরিণত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি গুণসকল নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে বাহির হয় না। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়। দধিতে অম্লরস আছে তাহা মিষ্টরস দুগ্ধ হইতে আসে না। বহিঃস্থ তেঁতুল হইতে সেই অম্লরস আসিয়া থাকে। তেমনি তেঁতুলের ন্যায় সগুণ কিছু থাকা প্রয়োজন যাহা হইতে শব্দাদি গুণসকলের আমদানী ঘটে। গুণ গুণীতে সমবেত থাকে। গুণী ত্যাগে গুণ একাকী বিচরণ করে না। দধিতে যে অম্লরস আসে তাহা তেঁতুলের সূক্ষ্মাংশসহই আসিয়া থাকে। তেমনি শব্দাদি গুণ যে গুণীতে থাকে তাহার অংশ লইয়াই আকাশাদি উৎপন্ন হয়—নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে জন্মায় না। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নন। নিষ্ক্রিয় জন্য নিমিত্ত কারণও নন। অর্থাৎ জগতের রচনা কর্ত্তা নন। উক্ত সগুণ যাহা তাহারই নাম কেহ প্রকৃতি বলে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কর্ম্ম যুত। কেহ মায়া বলে, কেহ তম বলে, কেহ অন্ন বলে, কেহ ধাত্রী বলে, কেহ অব্যাকৃতা কেহ অব্যক্তা কেহ অবিদ্যা বলেন কেহ প্রধানা বলেন। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে স্থান নাই। সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড একরস অর্থাৎ সর্ব্বত্র সম তথায় বৈষম্যর জায়গা নাই। প্রকৃতি ত্রিগুণা বহুগুণা বৈষম্যযুতা তাহার ব্রহ্মে স্থান সম্ভবে না। ব্রহ্মে বা তৎ বাহিরে প্রকৃতির অধিষ্ঠানের স্থানাভাব। যাহার স্থিতি স্থান নাই তাহা বস্তু নহে। বস্তু মাত্রেরই বাস্ত থাকে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত উপাদান কারণ নহেন। কৃতের কারণ চাই।

সেই কারণকে অমৃত বলে। কারণের সূক্ষ্মতাদি জন্য তাহার স্বরূপ অবিদিত থাকে। এইজন্য তাহাকে অবিদিতা অনির্ব্বচনীয়া। অচিন্ত্য ভেদাভেদাদি বাক্যে প্রকাশ করেন। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কর্ম্ম তাহার কর্ত্তাকে প্রকৃতি জড়, জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং প্রকৃতিকে জগৎ-কর্ত্রী বলা অল্প বুদ্ধির পরিচায়ক। চিৎ ব্রহ্ম অচল অকর্ত্তা। জগৎ কর্ম্ম সাক্ষাৎ উপস্থিত রহিয়াছে। কর্ত্তাহীন কর্ম্ম হয় না। এজন্য গীতায় ৪।১৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।" কর্ম্ম কি জানিলে অশুভ সংসার হইতে মুক্তি ঘটে, কোন বস্তু উপস্থিত রহিয়াছে বলিয়াই তাহা সত্য হয় না। যেমন জলের নীচে চাঁদ নাচে সকলেই প্রত্যক্ষ দেখে অথচ বিচারে তাহা ভ্রম বলিয়া স্থাপিত করে। পৃথিবীতে চন্দ্র একটী; তাহা জলে চাঁদের নাচনি দেখার সময় আকাশেই রহিয়াছে। জলের নীচে চাঁদ আদৌ নাই সুতরাং নাচে নাই। যদি বলি যে চাঁদ নাই নাচুক চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচে তাহাও ভ্রম, কেননা চাঁদ-বিম্ব নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে। ঐ সময় আকাশস্থ চন্দ্র নাচে নাই সুতরাং জলে তাহার প্রতিবিম্বও নাচে নাই। এই যে চাঁদের নাচনি তাহা জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করিয়া বলা হয়, চাঁদ নাচিতেছে। যেমন রেলওয়ে ট্রেনের যাত্রী রাস্তার ধারের তালবৃক্ষবেষ্টিত পুকুর দৌড়াইতেছে দেখে। তালগাছ বা পুকুর কখনও দৌড়ায় না অথচ ইনি নিজ চক্ষে দৌড়াইতে দেখিতেছেন। আপনার দৌড় বৃক্ষে পুকুরে আরোপ করিয়া বৃক্ষবেষ্টিত পুকুরের দৌড় দেখেন। রজ্জুতে সর্প দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়া আঘাত পায়, অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত হয় নাই। ইহা দ্রষ্টার দৃষ্টিবিভ্রম। মনে রচিত সর্প রজ্জুতে আরোপিত নহে কি? যেমন রাহুচ্ছায়া দৃশ্যে নাই দ্রষ্টায় নাই অথচ আসে যায়। সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যাবলী তথায় আছে বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতস্তু তথায় কিছু নাই। অতএব দেখিলেই তাহা আছে বলা চলে না। তেমনি জগৎ ব্রহ্মে প্রতীত হয় মাত্র। জগৎ রজ্জু সর্পের ন্যায় দ্রষ্টার মানসিক ব্যাপার মাত্র। তাই ভাগবত পুরাণে ১১।১৩।৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, "ইক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসোবিলাসং।" ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮ "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা। তৎ কর্ম্ম সঙ্কল্প-বিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥" ভাঃ পুঃ ১১।৭।৭ "বিদ্ধি মায়া মনোময়ং।" ভাঃ পুঃ ১২।৫।৬ শ্লোকে, "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণিচাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য

সংস্থিতিঃ।" যেমন স্বপ্নের সৃষ্টি মনের বিলাস তেমনি জাগ্রতে দৃষ্ট রজ্জুতে সর্পেরও মনের বিলাস। রজ্জুর সর্ব্ব অংশ সমান হয়; সর্পের মুখ, পেট, লেজ সব সমান হয় না কিন্তু যখন রজ্জুতে সর্প দেখিয়া ভয়ে পড়িয়া যায় তখন রজ্জুর সমতা লোপ হয়, তথায় মন বৈষম মুখ, লেজ পেটাদি সৃষ্টি করে। সর্পের দাঁত, দাঁতে বিষ দংশন সবই মন সৃষ্টি করিয়া ভয়ে বিহ্বল করে। যেমন ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, মঠের কর্ম্মী সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ এবং তাহাদের গুণ কর্ম্মের বিভিন্নতা, পদচিহ্নগ্রাম, জমিদার মহেন্দ্রসিংহ, বন্দেমাতরম্ গান সকলই ৺বঙ্কিমের মানস পুত্র। মন হইতে জাত। সেই বন্দেমাতরম্ এখন জাতীয় সঙ্গীত। এইজন্য পুরাণ বলিলেন, মন দেহ, গুণ কর্ম্ম সব সৃজন করে। তেমনি দ্বৈত-প্রবণ চিত্তে দ্বৈতের উদ্ভব ঘটে। কপিলে প্রধানা কপিলের মানস সৃষ্টি। কণাদের পরমাণু হইতে সৃষ্টিও তাঁহার মনজাত। পুর্ব্ব মীমাংসায় বর্ণিত কর্ম্মই মানব-জীবনের সার কর্ম্মদ্বারাই কৃতকৃত্যতা। তদ্ব্যতীত অন্য কিছু বেদে নাই। ইহা জৈমিনীর মানস-প্রসূত। তেমনি absolute ও space স্বীকারে gravitation বিষয়ক law রচনা নিউটনের মানসজাত। যেমনি সরলরেখাঙ্কিত ক্ষেত্রবিষয়ক Euclid-এর জ্যামিতি কার্য্যকরী নহে। ইহা ডাঃ আইনষ্টাইনের মানস-প্রসূত principle of relativity খণ্ডন করিয়াছেন। এইজন্য বিশ্ব জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য বহু দর্শনকার বহুমতবাদ বলিয়াছেন। সকলেরই follower আছে। দেহই আত্মা চার্ব্বাক্ বাদের follower সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। কেহ absolute মানে কেহ মানে না। কপিল, জৈমিনী প্রভৃতি ঈশ্বর আছেন স্বীকার করেন না। তেমনি বর্ত্তমান-যুগের Dr. Einstein absolute স্বীকার করেন না। Newton, absolute ও space স্বীকার করিয়াছেন। আইনষ্টাইন তাহা ভ্রম বলিয়াছেন। যত দেবদেহ চিন্তিত হয় তাহা কোন না কোন উপাসকের মানসজাত। যেমন বৈষ্ণবগণের আদরণীয় রামতাপনীয়ে বলিয়াছেন, "চিন্ময়স্যা-দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥"

ভাঃ পুঃ ১২।১১। অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ কিভাবে কল্পিত তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। ভগবান শব্দটী অনেকে শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করেন। কিন্তু শব্দ আপনা-আপনি বলে যে উহা ঈশ্বরের মহিমার হানিকর। যেমন ধনবান অর্থ ধনযুক্ত তেমনি ভগবান অর্থ ভগযুক্ত। ধন যেমন বাহির হইতে আসিয়া ধনীকে ধনবান করে, তেমনি ভগবতী মহামায়ার ভগ আসিয়া ঈশ্বরকে ভগবান্

করে। উহা সোপাধিকতার চিহ্ন। নিরুপাধিকে উপাধি যোজন মহিমার হানিকারক হয়। যেমন জনসাধারণ প্রত্যেকে আপনাকে অনীশ অক্ষম দুর্ব্বল মনে করিয়া শোকগ্রস্ত হয়। সেইজন্য শ্রুতি দয়া করিয়া বলিয়াছেন—"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" ঈশ মনে করেন, আমি অনীশ ইহাই মায়ার কুহক। বুদ্ধির বিচারশক্তি প্রতিহত। ঈশের মন প্রাণ বাক্ আদি নাই। মায়া মনাদি দিয়া ঈশকে স্ববশে আনিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন যেমন এক সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া সেই দুর্ব্বলের বল হরণ করেন। এমন হয় যে সেই দুর্ব্বলের মুখে মরিচের গুড়া দিয়া বলিতেছেন বড় মিঠে। সেও সঙ্গে সঙ্গে বলে বড় মিঠে। আর মিষ্টি দিয়া বলে ঝাল। সেও বলে ঝাল। এই মায়া দ্বৈত-প্রবণ ব্যক্তির মনের সৃষ্টি। যেমন বালককে পুকুরে যাওয়ার জন্য মা বলেন, খুকু পুকুরপাড়ে ঘোগ আসিয়াছে কামড়াইবে। সে আর পুকুরপাড়ে যায় না, ঘোগ কামড়াইবে। কেবল তাহাই নহে, সে তাহার সমবয়সীদের বলে নিজমনে কল্পনা করিয়া সেই ঘোগের এত বড় বড় দাঁত। কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তাহার সমবয়সীরাও ঘোগের বড় দাঁতের দংশন ভয়ে পুকুরপাড়ে যায় না। মন ধ্যানকালে অমনি হয়। মন নাই জগৎ নাই। মন চঞ্চল সক্রিয়, তাহারই ক্রিয়া আত্মার ক্রিয়া বলিয়া আরোপিত হয়।

শঙ্করাচার্য্য

ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে বুঝিতে হইলে তাঁহার লিখিত একটী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। সেই শ্লোকটী হইতেছে—

"বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধ সময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ম্
তস্মৈ শ্রীগুরু মূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥"

ইহার অর্থ হইল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চ নেত্রগোচর হইতেছে, তাহা দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় আছে বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র, বস্তুতঃ কিছু নাই। উহার বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই। হৃদয়াভ্যন্তরে অর্থাৎ মনেই সৃষ্ট হয়, যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প বাহিরে রজ্জুতে নাই। ভীত ব্যক্তির পুর্ব্ব দৃষ্ট সর্পের আভাস অন্তরেই উদিত হয়। নিদ্রাকালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অন্তরেই

প্রতিভাত হয়। বাহিরে দেখা যাইতেছে বলিয়া মায়ার কুহকে মনে হয়, জাগ্রত হইলে থাকে না, তেমনি জাগ্রৎ দৃশ্য জানিবে। যখন এইটী হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় তখন অসার পার্থিব সম্পদ ত্যাগে অদ্বয় (দ্বিতীয় রহিত) যে আত্মার স্বরূপ তাহার অনুভূতি হয়। জাগ্রতকে মায়া মোহ বা নিদ্রা বলে। সেই নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগ্রত হয় যেমন কঠোপনিষদে পার্শ্বে বসা শিষ্যকে বলিয়াছে, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" জাগ্রত 'দীর্ঘ স্বপ্ন। জাগ্রতকালে স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্নকালে জাগ্রত মিথ্যা। এইজন্য উভয়ই মিথ্যা। যেমন এক ব্যক্তি পুস্তকে পড়িয়াছে যে পদ্মা নদীর পাড়ে যাহারা বাস করে তাহারা যদি দেখে যে জল হইতে অর্দ্ধ মাইল উপরে এক লম্বা ফাটা দেখা যায় তবে তাহারা তাহাদের গৃহ গবাদি তথা হইতে অপসারিত করে। কারণ ঐ স্থান অতি অল্পকাল মধ্যেই মায় ইমারত বৃক্ষাদি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। এই লেখক কলিকাতার চৌরঙ্গীতে বাস করেন। তিনি একদা প্রথম রাত্রে বিশেষ নিমন্ত্রণে ভোজন করিয়া আসিয়া দ্বিতলে শয়ান আছেন। রাত্রি এগারোটার সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি পদ্মা নদীর তীরবাসী। নিজ বাটীতে তালা বন্ধ করিয়া সপরিবারে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। বাসি বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর পুত্র পরিবার আত্মীয়ের বাটীতে রাখিয়া নিজবাটীতে একলা আসিলেন। অন্ধকারে ফাটল দৃষ্টিগোচর হইল না, পড়শীদের সাথেও দেখা হয় নাই। তালা খুলিয়া বিছানা দুরস্ত করিতে করিতে তাঁহার গৃহাদি পদ্মা নদীর জলে ডুবিল। দরজা খোলা থাকায় লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া জলে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলেন। যথাসর্ব্বস্ব ডুবিয়া গেল, এইজন্য মহান দুঃখ, বসিয়া আছেন। এমনভাবে বিভোর হইলেও তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তিনি এক পড়শীর বাড়ীতে গেলেন। সে অর্দ্ধ সের চিপিটক ও অর্দ্ধ পোয়া গুড় এবং এক লোটা জল দিল। তিনি সেই চিড়া ভক্ষণান্তর জলপান করিলে তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হইল। এমন সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি জাগিয়া দেখিলেন যে তিনি তাঁহার চৌরঙ্গীর ভবনে শয়ান আছেন। নিমন্ত্রণ ভোজনের জন্য পেট ফুলিয়াছে, ক্ষুধার কোন কথাই নাই। সুতরাং স্বপ্ন মিথ্যা কিন্তু স্বপ্নকালে তাঁহার বাড়ীঘর জলের তলে ডুবিয়া যাওয়ার জন্য যে দুঃখ ও ক্ষুধা লাগা এবং চিড়াভক্ষণে তাঁহার যে তৃপ্তি লাভ তাহা ঘটিয়াছে। তৎকালে চৌরঙ্গীর নিমন্ত্রণ ভোজনাদি অলীক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন ও মোহনিদ্রা ও জাগ্রতে যে প্রপঞ্চ দর্শন উভয়ের

মধ্যে পার্থক্য অতীব কম। স্বপ্নে মন বুদ্ধি কাজ করে। জাগ্রতে তৎসহ দশ ইন্দ্রিয় অধিক থাকে, এই উপাধি ভেদ আছে। জাগ্রতেও মনের ক্রিয়া ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটে না, স্বপ্নেও মনের ক্রিয়াশীলতায় দৃশ্যসকল উৎপন্ন হয়। জাগ্রতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খাইলে তৃপ্তি হয়। স্ত্রী আদি বিষয় ভোগে আনন্দ হয়। সর্প ব্যাঘ্রাদি দর্শনে ভয় হয়। স্বপ্নেও তেমনি তৃপ্তি, আনন্দ ও ভয় হয়। একই মনের ক্রিয়াশীলতার নাম দেওয়া হয় জাগ্রত ও স্বপ্ন। যেমন একটী ঘোটক, যখন সোয়ার লাগাম কষিয়া ধরে এবং ঘোটকের বুকে বুটের ঠোক্কর মারিতে থাকে, তখন সেই ঘোটক কদমে চলে। আর যদি লাগাম ঢিলা দেয় ঠোক্কর মারা বন্ধ করে তবে উপাধি না থাকায় সে ধাপে চলে। দুইটা একই ঘোটকের গতিদ্বয়। তেমনি একই মনের গতিদ্বয়—এক জাতীয় হইতে স্বপ্ন অলীক হইলে অন্যটীও অলীক হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা। স্বপ্নেও মন জন্য দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসে, জাগ্রতেও সেই মনের কার্য্যতায় দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসে। মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন। যেমন সুষুপ্তিতে মূর্চ্ছা ও ক্লোরোফরম্ করিলে ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ভাগবত পুরাণে ১২।৫।৬ বলে, "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণিচাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া তাতো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" "নষদ্ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশ মাত্রম্।" ভাঃ ১১।২৮।২১ "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে হি দ্বয়ো।" ভাঃ ১১।২।৩৮

অদ্বৈত তত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ভাবাদ্বৈতং সদাকুর্য্যাৎ ক্রিয়া দ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদৈতং গুরুণাসহ॥"

জ্ঞান ঘন মূর্ত্তি শ্রীগুরুর কৃপায় এই স্বানুভূতি ঘটে জন্য গুরু নমস্কার রূপ ব্যবহারের ব্যতিক্রম করেন নাই। অনেকে মনে করেন এই মায়া শব্দ প্রয়োগ জন্য শঙ্করাচার্য্য "মায়াবাদী"। অদ্বৈতের কোন ভাষা নাই, তাহাকে দ্বৈতের ভাষাতে কথা বলিতে হয়। বিশেষ যাহার জন্য কথা বলা, যাহাতে সে বুঝিতে পারে তেমন শব্দাদি প্রয়োগ করিতে হয়। শিষ্যমাত্রই অল্পজ্ঞ দ্বৈতপ্রবণ হয়। তাহাকে বুঝাইতে হইলে দ্বৈতের ভাষায়ই বলিতে হইবে। পুরুষ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইলেও দ্বৈতবাদী প্রকৃতি, তম, মায়ার দ্বারা সৃষ্টি ঘটান এজন্য "মায়া" শব্দের প্রয়োগে "নেহনানাস্তি কিঞ্চন, একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভুলিয়া যান নাই। মায়াবাদী মায়াকে দ্বিতীয় স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানচক্ষুতে মায়া কখন থাকে না, থাকিতে পারে না। "সদা নিরস্ত কুহকং" সেই পরম

সত্য। জগৎ বন্ধ্যাপুত্র জাতীয় তাহা স্বতঃ বা মায়ার দ্বারা স্থাপন সম্ভবপর নহে। "বন্ধ্যাপুত্র ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।" ভগবান শঙ্করাচার্য্য মায়া খণ্ডনকারী, মণ্ডনকারী নহেন। যে যাহার মণ্ডন করে সে সেই বাদী হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদীরই মায়াবাদ প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদে অবচ্ছেদবাদ প্রতিবিম্ববাদ বা আভাসবাদের স্থান নাই। তাৎকালিক একটা খাড়া করিয়া পরক্ষণেই তাহা সমূলে উৎপাটিত করেন। ইহাই বিচারের পন্থা।

নর

নৃ+অল প্রত্যয়ে নর শব্দ নিষ্পন্ন হয়। নৃ ধাতু অর্থ নিয়ে যায়। ভালর দিকে নিক বা মন্দের দিকই নিক। ইহলোক হইতে পরলোকে কর্ম্মফল নিয়ে যায়। স্বর্গ নরক উভয়ই পরলোকান্তর্গত। নৃ ধাতুর অর্থ ক্ষীণ করে ও হয়। এই অর্থও প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়—তাহাতে যাহার আবাস-স্থান মর্ত্ত্য তাহা ক্ষয়শীল, যাহার দেহ ক্ষয়শীল, কর্ম্মফল ক্ষয়শীল। এমন ক্ষীণদেহগত ব্যক্তিকে নর বলে। বেদে নরা (নারা) শব্দে অশ্বিনীদ্বয়কে বুঝায়। ইঁহারা স্বর্গীয় দেববৈদ্য, প্রবর্গবিদ্যা মধুবিদ্যা বিশারদ। বৈদ্যগণ রোগজনিত ক্ষয় হইতে রুগ্নকে রক্ষাকারী হন। বেদে আছে ইঁহারা ভৃগুবংশীয় চ্যবন মুনির জরা বিদূরিত করিয়া যৌবন প্রদান করেন। মান্ধাতার কন্যা-জামাতা সৌভরী ঋষিকেও যৌবন দান করেন। ক্ষয় নিবারক জন্য নরা শব্দ ধার্য্য। মনুষ্যও ক্ষয় নিবারণে অক্ষয় অব্যয় স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ। দেহ ক্ষয়শীল, দেহী অজর অমর বটেন। গীতাতে ২।৩০ "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।" "অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত॥" ২।১৮। নর শব্দ সম্বন্ধে কেহ বলেন যে উহা রক্ষণার্থক নহে হিংস্রবৃত্তি রহিত। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ এই সকল রজগুণের বৃত্তি। ন+র ন নিষেধে, র রজঃ অর্থাৎ রজঃবিহীন। যখন কোন মনুষ্য রজঃগুণবিহীন হয়, তখন সে নর শব্দ বাচ্য হয়। "রজঃ কর্ম্মণি ভারত" গীতায় বলিয়াছেন। কর্ম্ম-সব রজঃগুণে হয়। বিরজঃ হইলে কর্ম্ম করে না অকর্ম্ম বা নিষ্ক্রিয় হয়। সমাধিতে বিরজঃ হয়। সমকে অধি-আশ্রয়পূর্ব্বক স্থিতিকে সমাধি বলে। যাহাকে গীতায় "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।" ২।৭২। শান্ত পুরুষের স্বরূপ প্রাপ্তে প্রপঞ্চ উপশম প্রাপ্ত হয়, তখন দুর্লভ নরজন্মের সার্থকতা লাভ ঘটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কেহ কেহ নরকে বানর

বংশজ বলেন। রামায়ণে দাক্ষিণাত্যে বানররাজ বালি, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির আবাসস্থল থাকা বর্ণিত। তাহাদের রাজধানীর নাম কিষ্কিন্ধ্যা। সেই বানরসৈন্য দ্বারাই রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাস্ত করেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত ৩০ অধ্যায়ে দিগ্‌বিজয় পর্ব্বেও সহদেব দ্বিবিদ নামক বানররাজ সহ যুদ্ধ করেন বর্ণিত দেখা যায়। এইজন্য বনের বানরকে দেখিলে লোক বলে রামসৈন্য আসিয়াছে। রামসৈন্য বলিয়া কেহ কেহ বানরগণকে খাদ্যসামগ্রী দিয়া থাকেন। রামায়ণে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হনুমানের লেজে অগ্নি সংযোজনের আখ্যান আছে। আবার হনুমানকে বায়ুপুত্র বলে; মাতার নাম অঞ্জনাদেবী। মহাভারতে সম্ভব পর্ব্বে কশ্যপের ঔরসে ক্রোধা গর্ভে জাত কন্যা হরীর গর্ভে বানরের উৎপত্তি বলে। মনুষ্য, মানব (man) তাহারা প্রজাপতি মনুর প্রথম সন্তান, বৃঃ আঃ ১।৪।৩ দ্রষ্টব্য। মনু হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানে যে সাড়ে তিন হস্ত দেহ মানব হয়, প্রাচীন ভূপ্রোথিত নরকঙ্কাল ইহার দ্বিগুণাধিক বলিয়া জিওলজিষ্টগণ বলিয়াছেন। নর শব্দ পুংজাতীয়, প্রাণীতে প্রযোজ্য যেমন নর হস্তী, মাদী হাতী। পুরাণে বলে "জন্তুনাং নর জন্ম দুর্লভঃ ততো বিপ্রতা ততো বৈদিক ধর্ম্ম তৎপরতা।" বৈদিক ধর্ম্ম তৎপর হইলেই নর-জন্ম সার্থক হয় না। বেদান্তবিদ্ হইলেই নর-জন্ম সার্থক হয়। মনুষ্যজাতি মধ্যেই আর্য্য, নিগ্রো, কাফ্রি, আণ্ডামানী, মঙ্গোল, ড্রেভিডিয়ান আদি মস্তকাদিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিড়ালকে সিংহ বংশজ, কুকুরকে ব্যাঘ্র বংশজাদি বলা হয়। ইংরাজিতে সিংহকে cat tribe বলিয়াছে। বিড়াল হইতে সিংহের উৎপত্তি না বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মায়াযোগে নানাত্বের সৃষ্টি করেন, নানা দেশ, কাল, পাত্রভেদে বলাই সমীচীন। মহাভারতে আদি পর্ব্বান্তর্গত সম্ভব পর্ব্বে ৬৬ অধ্যায়ে প্রথম বলিয়াছেন, কিন্নর বানর পুলস্তের পুত্র। অধ্যায় শেষে লিখিয়াছেন ক্রোধার কন্যা হরীর গর্ভজাত বানর (হরি)। পুলস্ত ব্রহ্মার মানসপুত্র। ক্রোধা কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যা। কশ্যপ ব্রহ্মার অপর মানসপুত্র মারীচীর পুত্র। বৃহাদারণ্যকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি (মনু) নিজ দেহ বৃদ্ধি করতঃ পশ্চাৎ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; তাহাতে পতি-পত্নী উদ্ভব হয়। পত্নী (শতরূপা) ইনি মনুষ্য, গো, অশ্ব, গর্দ্দভাদি নানারূপ দেহধারিণী হন। প্রজাপতি তাহাতে এই সকল প্রাণীজাত উৎপন্ন করেন। চতুর্থ মন্ত্রশেষে এই বাক্যটী আছে "যদিদং কিংচ মিথুনং আপিপীলিকাভ্যঃ তৎসর্ব্বং অসৃজত।" ঋ. ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে বলে "রেতোধা

আসন্ মহিমান্ আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।" চরাচর মধ্যে চর প্রথম হয়। মহাভারতে সৃষ্টিতত্ত্ব এই শ্রুতি হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক দেখা যাইতেছে। ন+র=নর ন নিষেধে। র স্বুবর্ণের এক নাম, নর খাটি সোনা নয় সোপাধিক। ধাতুমধ্যে স্বুবর্ণ যেমন উজ্জ্বল তেমন অন্য কেহ নহে। তাম্রমিশ্রিত স্বুবর্ণও দেখা যায়। তাম্র উপাধি বিনির্ম্মুক্ত পবিত্র স্বুবর্ণ স্ব স্বরূপে থাকে। তেমনি নর মিশ্র। অবিমিশ্র পবিত্র নহে। অর্থাৎ উপাধিযোগে যেন স্বরূপচ্যুত। নর উপাধি বিনির্ম্মুক্ত জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে স্বজনকর্ত্তা বীজপ্রদ পিতা একজন এবং নানা দেহের নানা রূপ ও এক শতরূপা। সাংখ্যের মতে এক প্রধানা উপাদানে সব সৃষ্টি হইয়াছে। গতি চাপ তাপ ভেদে পৃথকত্ব। গতি চাপ তাপ ভেদ জন্যই বিকৃতির ও বিকৃতিরূপ উপাদান বিকারজাত পদার্থসকল হইয়াছে। মহামায়া উপাদান যেমন চণ্ডীতে বলে। বর্ত্তমান নব্য বিজ্ঞান এক প্রটন বা নিউট্রন হইতে সর্ব্ব উপাদান সাপেক্ষে বস্তুজাত হইয়াছে বলেন। তাহা পাশ্চাত্য ভাষায় সাংখ্যের গ্রন্থ অনুদিত হওয়ায় গৃহীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। গীতায় ১৩।২০-২২ শ্লোকে সাংখ্য মতে আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া প্রকৃতি কার্য্য, করণ কর্ত্তৃত্বের হেতু বলিয়াছেন। বানর হইতে নর না বলিয়া, কোন বিকৃতি হইতে বানর, কিন্নর, কোন বিকৃতি হইতে নরোৎপত্তি বলাই সমীচীন। বৃহদারণ্যকে প্রথম নরোৎপত্তি বলিয়াছে। মহাভারতে প্রজাপতি হইতেই বলিয়াছে। মনুপ্রজাপতি তস্য অপত্য মানব নর। বাইবেলেও ঈশ্বর নর দেহ মৃৎপিণ্ড হইতে স্বজন করতঃ তাহাতে আপনার Spirit অংশ প্রদানে তাহাকে উজ্জীবিত করেন বর্ণিত আছে। Adam ও Eve বিশেষ সৃষ্টি। প্রথম মানবদেহে ঈশ্বরাংশ প্রবিষ্ট আছে বলিলেও একজন এঞ্জেল তাহা বিশ্বাস করেন নাই ও পুজন না করায় স্বর্গভ্রষ্ট হয়েন বর্ণিত আছে। এডামের দেহ হইতে ইভের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা পুরুষ আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উভয় একই কথা। নর বা মানব উচ্চ দরজার লোক। দেবতার পরেই তাহাদের স্থান। ঋ. ১০।১৬১।২, ১।১১০।২ আছে, স্বুধন্বা আঙ্গিরস ঋষি পুত্রত্রয় ঋভু, বিভু ও বাজনামদেবতা ত্রয় হন সাধন বলে। ঋ. ১০।৭৭।১, ২।৩৪।১২—সাধন বলে ৪৯ মরুৎগণ তাঁহারাও আঙ্গিরা-বংশীয় দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে স্বর্গের দেবতা স্বর্গ ত্যাগে মর্ত্ত্যলোকে আসে, সাধন করিয়া পুনঃ দেবতাই হইয়া যান। আজ যে নর, কাল সে দেবতা। শ্রুতিও বলেন, "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।"

নৃ ধাতু ক্ষয় অর্থে—যিনি কামনা বাসনা ক্ষয় করতঃ স্থিত বা মায়া ও তৎকার্য্য ক্ষীণ করিয়া স্থিতিশীল তিনিই প্রকৃত নর। সাধন দ্বারা নর নারায়ণ হয়। এইজন্য সাধুকে নমস্কার করিলে তাঁহারা বলেন, "নারায়ণোভব।"

ঋগ্বেদে একদেববাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তে, ১০।৯০ সূক্তে, ১০।৮১ সূক্তে, ১০।৭২ সূক্তে, ১০।১২৯ সূক্তে সৃষ্টি উক্ত। সৃষ্টি কার্য্য। তাহার অধিষ্ঠান চাই, কর্ত্তা চাই, কারণ চাই। শূন্যবাদী ব্যতীত সকলেই কার্য্যের কারণ স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ত্তার অধিষ্ঠান চাই। কারণ সামগ্রী এবং তাহার ব্যবহাররূপ প্রচেষ্টা চাই। লোকে অভাব পুরণার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার গৃহ নাই সে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে রত হয়। যাহার অন্ন নাই সে অন্নলাভার্থ কার্য্যে রত হইয়া থাকে। অভাববোধ না হইলে কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, যাহার সব পূর্ণ তাহার কার্য্যস্পৃহা হয় না। সুতরাং কর্ম্মও করে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদ স্বজন কর্ত্তার অভাববোধ জাগিবার পর অভাব পুরণার্থ পরিচেষ্টার বিষয় এইরূপ বর্ণিত দেখা যায়। সেই অহং নামা পুরুষ একাকী ছিলেন। দ্বিতীয় কিছু ছিল না। তখন তাঁহার মনে জাগিল "একাকা ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবান্ আস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমং এব আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাং।" কর্ম্ম করিতে অধিষ্ঠানাদি চাই ইহা গীতায় ১৮।১৪ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথক্ বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥"

ঋগ্বেদ পৃথিবীতে যত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। যদি চ অস্মদ্দেশীয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তৎকালীয় পাশ্চাত্য লেখকগণের পদানুস্মরণে বলিয়াছেন, বেদ চাষার গান। অসভ্য আর্য্যগণ গরু চরাইয়া চাষ করিয়া খাইতেন। প্রকৃতির তুফান, বজ্রপাতাদি দর্শনে চকিত হইয়া তাহাই দেবতা বুদ্ধিতে উপাসনা করিতেন। প্রকৃত দেবতা-জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায়, বৈদিক ঋষিগণ অদ্বৈত ব্রহ্মচিন্তাধারায় প্রধান ছিলেন। তাঁহারা দ্বৈত নেতি করার জন্য দ্বৈতের যে যে পদার্থ চিত্তবিভ্রম জন্মাইতে সক্ষম তাহাদের অলিগলি সন্ধির অনুসন্ধান করিয়া সে সকলের দোষ দেখিয়া তবে তাহা নেতি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যিনি অক্ষর পুরুষকে জানেন না তাঁহার ঋগ্বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় সংহিতার চৌদ্দ সহস্র মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল ? তিনি সেই অক্ষর পুরুষ যাহা সর্ব্ব দেবাদির আশ্রয়, তৎচিন্তনে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তৎ স্বরূপান্বিত হয়েন। মন্ত্রটী এই—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য ইত্তদ্ বিদুঃ ত ইমে সমাসতে ॥" বহুদেব যাজী অপেক্ষা একদেব যাজীত্বের বিষয় ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথোদিব্যঃ স্বূর্পর্ণো গরুৎমান। একং সদ্বিপ্রা বহুবা বদন্ত্যগ্নিং সমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ঋ. ৮।৫৮।২—"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্ব মহু প্রভূতঃ। একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বং।" ঋ. ১০।৮১।৩—"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো-মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্ব তস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।"

ঋ. ১০।৮১।২ মন্ত্রে—"কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিত্থা মৌর্ণোন্মহিনা বিশ্ব তক্ষাঃ।" এই মন্ত্রটী গীতায় ১৮।১৪ শ্লোকে অনুদিত হইয়াছে। ইহার অর্থ সৃষ্টি কালে সৃষ্টিকর্ত্তার অধিষ্ঠান কি ছিল ? অর্থাৎ ছিল না। কতমৎস্বিৎ আরম্ভন বা উপাদান কি ছিল ? অর্থাৎ ছিল না। কথাসীৎ সৎ অসতের রূপ কেমনে ধারণ করেন ? অর্থাৎ করেন না। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ব তক্ষণকর্ত্তা (সূত্রধর) যাহা হইতে ভূমি ও দ্যোকে উৎপন্ন করেন। তাহা কি তাঁহার মহিমায় বি+ঔর্ণোৎ ঊর্ণনাভির ন্যায় নির্ব্বিশেষ নিমিত্ত উপাদান উভয় কারণ অর্থাৎ বিশেষ হইয়াছিলেন ? অর্থাৎ হন নাই নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। ঋ. ১০।৮২।৩—"যো নং পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা যো দেবানাং নামধা এক এব তং সং প্রশ্নং ভুবনা মন্ত্যন্যা।" ঋ. ১০।৮১।৪ মন্ত্রে ভৌবন বিশ্বকর্ম্মা ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন, "কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্ঠ তক্ষুঃ।" ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মই বন ব্রহ্মই বৃক্ষ, দ্বিতীয় কেহ ও কিছু না থাকায় দ্যাবা পৃথিবী রচনা করেন নাই।

ঋ. ১০।৮১।১ মন্ত্রে উত্তর বলিয়াছেন, "য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ।"

কোন্ বনের কোন্ সেই বৃক্ষ ছিল যাহা কাটিয়া ছাটিয়া জুড়িয়া সূত্রধরের ন্যায় এই দ্যাবা পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন। অর্থাৎ উপাদান কারণ, করণ, চেষ্টাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন। অধিষ্ঠান কি ছিল ? যিনি আমাদের পিতা (পালক)

ঋষি (সর্ব্বদৃক্) হোতা (প্রলয় যজ্ঞের) স্বরূপে আপনাতে এই বিশ্ব ভুবনাদিকে আহুতি দিয়া বিনষ্ট করেন, তিনি সেই যজ্ঞ ফলের আশিষারূপে দ্রব্যসম্ভার সৃজনেচ্ছু হইয়া প্রথম আপনাকে মায়া আবরণে আবৃত করতঃ অবর (নিকৃষ্ট) দেহাদি সৃজনান্তর তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন।

ঋ. ৩।৬২।১০ মন্ত্রে দেখিতে পাই কেহ "তৎ" চিন্তাপরায়ণ। সেই তৎ কিম্ভূত ভূর্ভুবস্বঃ প্রসবিতুঃ। অর্থাৎ ত্রিভুবন স্রষ্টা। কিরূপ ? শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিঃস্বরূপ আমাদের জড় মন বুদ্ধির প্রেরয়িতা সেই দীপ্তিমান্ দেবকে চিন্তা করি। গীতা ১১।১২ শ্লোকে বলে, "দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপৎ উত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" সহস্র সূর্য্য তুল্য প্রভাশালী তিনি। শ্রুতি বলেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং।" কেনোপনিষদ্ বলেন, যিনি প্রেরয়িতা কর্ত্তা তিনি কার্য্য ব্রহ্ম মায়া উপাধিযুক্ত উপাস্য হন, যিনি অকর্ত্তা পরব্রহ্ম তিনি উপাস্য হন না। কারণ তথায় দ্বিতীয় না থাকায় কে কাহার উপাসনা করিবে ? ইহাতে সোপাধিক হইয়াই সৃসৃক্ষু হন ইহা বুঝা যায়।

ঋ. ১০।১৯০ সূক্তে বলে, "ঋতং চ সত্যঞ্চা-ভীদ্ধাৎ তপসা অধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রার্ণব। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহো রাত্রানি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবী চান্তরীক্ষ-মথোস্বঃ ॥৩।"

ঋত (সর্ব্বগত) সত্য স্বরূপ পুরুষ সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ ছিলেন। তপস্যার ফলে অবিকারী পুরুষ যেন অধিক হইলেন বাড়িয়া গেলেন। তৎপর রাত্রি জন্মিল। রাত্রি হইতে সমুদ্র অর্ণব হইল, তাহা হইতে সংবৎসরের (time) উৎপত্তি ঘটিল, কারণ সলিলরূপে প্রকট হইলেন। দিবা রাত্রি ধারণ করিলেন অর্থাৎ প্রকাশ পাইল। যিনি এই কালের ধারণ কর্ত্তা তিনি দৃশ্য বিশ্বের বশী (স্বীয় বশে সব রাখেন)। এই ধাতা সূর্য্য চন্দ্রমার ও ধারয়িতা পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ দীপ্তিমান লোক কল্পনা করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার মনঃ-কল্পিত জগতের আবির্ভাব ঘটিল। কালের (time) সৃষ্টির পর লোক (space) সৃষ্টি। তপসা অর্থ মায়ার সংঘর্ষণ তাপে তাপিত হইয়া। ত+প—ত অর্থ তৎ প অর্থ পরিচ্ছিন্ন পরতন্ত্র। সর্ব্বব্যাপী ততের পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থিতির নাম তপ। অন্য কেহ বলেন—ত অর্থ তম, প অর্থ পরবশতা ; তমের পরবশতা স্বীকারের নাম তপ। অর্থাৎ মায়ার কার্য্যতায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া যেন স্ফীত কলেবর হইলেন। যেমন মুণ্ডকে আছে, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণঃ।" পূর্ব্বে

উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের আখ্যানে যেমন বর্ণিত। "একাকী ন রমতে" জন্য বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া "দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ," তৎপর তপসা "অধ্যর্ধ" হন। এই সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—"দ্বিধা কৃত্বাত্মানো দেহমর্দ্ধেন পুঁরুষো ভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

ঋ. ১০।৯০ সূক্তের ২ মন্ত্রে—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতত্ব স্যেশানো যদন্নে নাতিরোহতি॥"

পুরুষই ইদং সর্ব্বং, যাহা বর্ত্তমান, যাহা ভূত ও যাহা ভবিষ্যতে হইবে সঁবই তিনি। উত অমৃতত্বের ঈশান-দেবগণের শাসয়িতা। যৎ যাহা অন্ন (প্রকৃতি অবিদিতা) তাহাকে অতিক্রম করিয়া স্থিত। যেমন কেন উপনিষদে তৎ—বিদিতাদথ অবিদিতাদধি। ইদং ইহা কেবল তাঁহার "বাস্ত" নহে "অদঃ পূর্ণ" যাহা তাহারও—বাস্ত ত্রিকালাতীতও। উহার তৃতীয় মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভুবনানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥"

ত্রিভুবনব্যাপী মাত্র তিনি নন তাহা হইতে অধিক অদঃ পূর্ণ জন্য তাঁহার চতুষ্পাদে ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ দিব লোকে স্থিত তাহা পরিচ্ছিন্না মায়া আবৃত করিতে সক্ষম নহে। এক পাদ বিশ্ব ভুবন মায়া সংবলিত নানাত্ব পূর্ণ। মায়াবৃত হিরণ্যগর্ভ এই এক পাদে আবির্ভূত হন। যেমন গীতায় ৪।৬, "প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" মায়া কৃত আবরণে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন। নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা যেন সক্রিয় কর্ত্তা হইয়া যান। মায়া উপাধিযোগে যেন স্বরূপ চ্যুত হন। উপাধি অর্থ উপ+অধি, যাহা উপস্থিত হইয়াই উপনীত স্থানে আপন অধিকার বিস্তার করে। যেমন পরগাছার বীজ পুরাতন বৃক্ষের ফাটা বল্কলে উপনীত হইয়াই সেই বৃক্ষকে স্ব অধিকারভুক্ত করে। পরগাছার বীজ বৃক্ষাকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই বৃক্ষের রস গ্রহণে। যখন ফুলে ফলে মুকুলিত হয় তখন আর সে প্রাচীন বৃক্ষ চিনা যায় না, উপাধি পরগাছাই দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রকৃতি বীজরূপে (অবিদ্যা কামকর্ম্ম বীজরূপা) আসিয়া পুরুষকে অন্তরালে ফেলিয়া উপরে আপনদেহ বিস্তার করে—এইটী ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।" ইহার ইংরাজী অনুবাদ self supporting principle beneath and energy aloft. এইটী চিত্রকার কালী মূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়াছেন। যেমন হৃদয়ে অন্তর্য্যামী পুরুষ বাস করিয়া মন ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মিত করেন; শরীরাদি দৃষ্ট হয়, অন্তর্য্যামী দৃষ্ট হন না।

কালী মূর্ত্তিতে নিষ্ক্রিয় পুরুষ শবরূপে পড়িয়া আছেন তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া প্রকৃতি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করিতেছেন। এই মায়া আবরিত পাদ সম্বন্ধে পঞ্চম মন্ত্রে বলিয়াছেন—"তস্মাদ্ ধিরাভ জায়ত বিরাটো অধি পুরুষঃ। সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরঃ।" হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থুল বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি ঘটে। পশ্চাৎ বসতের জন্য ভূমি বা ভূলোকাদি উৎপন্ন হয়। তাহাতে পশ্চাৎ পুর জীব দেহরূপ পুর জন্মে। গীতাতেও আছে নবদ্বারে পুরে দেহী।

ঋ. ১০।৭২ সূক্তে লোক্য বৃহস্পতি অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে কিরূপে মূর্ত্তিমান সৎ সৃষ্টি ঘটে তাহা বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ জায়ত ॥২
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদ জায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তান পদস্পরি ॥৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তান পদো ভূব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বাদিতিঃ পরি ॥৪
আদিতির্হ্যজনিষ্টদক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ ॥৫
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংবদ্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রাবো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণু্ রজায়ত ॥৬

ব্রহ্মণস্পতি অদিতি কর্ম্মকারের ন্যায় দেবগণের জন্ম ঘটানোর জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। ইহা দেবগণের উৎপত্তির পুর্ব্ব যুগের কথা। যদা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে। (২)

দেবগণের উৎপত্তির যুগের প্রথম ভাগে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে। উত্তানপদের উপরে পশ্চাৎ আশার জন্ম হয়। (৩)

উত্তানপদ হইতে ভূঃ লোক জন্মে ভূবঃ লোকে আশা জন্মে। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চাৎ দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম হয়। (৪)

হে দক্ষ, তোমার দুহিতা অদিতিই দেবগণের মাতা, অমৃত দেবগণের জন্ম অর্থ ভদ্রা কর্ত্তৃক বন্ধন। মুক্ত ছিলেন মায়াকৃত গর্ভে স্থিতিই বন্ধন। (৫)

যখন দেবগণ কারণ সলিলে ভাসিতে ছিলেন তখন তাঁহাদের নৃত্যবৎ সংঘর্ষণে রেণুর উদ্ভব হয়। (৬)

এই মন্ত্রে অসতঃ সদজায়ত বাক্য দুইবার আছে। দুইবার একই কথা বলা

কেন? প্রথমটীতে বুঝিতে হইবে অব্যক্তা প্রকৃতির সমাগম হইল। তাহার পুরুষ সন্নিহিতে ক্ষোভন ভাবের উৎপত্তি ঘটে। ক্ষোভন ক্রিয়াটী এই যখন কোন নারী কন্যাবস্থাগত থাকে তখন তাহার রজ ক্ষরণাদি ব্যাপার থাকে না। রজস্বলা না হইলে সেই নারী গর্ভধারণে সমর্থা হয় না। এইরূপ ক্ষোভন বা রজঃগুণের ক্ষরণে প্রকৃতি জগৎ প্রসব করিবার উপযোগিতা লাভ করেন। এইটী সৎ বা মূর্ত্ত জগতের প্রসব সক্ষমাবস্থা লাভ, অসৎ সৎ জগৎ বীজ গর্ভে ধারণ করিলেন। গর্ভ হইতে জন্ম হইলে সতের উৎপত্তি হয়। এখানে "ওদনং পচতি" ন্যায়ে এই গর্ভগত অবস্থাটী অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি বলিয়া কথিত। দ্বিতীয় বারে অব্যক্তা ব্যক্ত জগৎ প্রসব করিলেন। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইল। পরবর্ত্তী মন্ত্রে দেব স্থষ্টির পূর্ব্বে প্রথম আশা (কাল) উৎপত্তি তৎপর ভূলোক স্থষ্টি বলিয়া তৎপর অধিবাসী দেবগণের স্থষ্টি বলিয়াছেন। শাস্ত্রে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি হইতে দেবগণের উৎপত্তি বলিয়াছে। অব্যক্তা প্রকৃতির স্বরূপ অবিদিত অদিতি অনির্ব্বচনীয়া তাহার আবরণে প্রজাপতি কার্য্য ব্রহ্মের (দক্ষর) দেহ ধারণ। এইজন্য তিনি অব্যক্তা অদিতি জাত। যেমন মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিয়াছেন, "অন্নাৎ প্রাণঃ।" এখানে প্রাণ হিরণ্যগর্ভ। পশ্চাৎ বিকৃতমনা হিরণ্যগর্ভ একাকী ন রমত্বে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবান্ আস। যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্। এই পত্নী পাতরূপাকেও অদিতি বলে। উত্তানপদ অর্থ যাহার পদ বহুবিস্তৃত। তন বিস্তারে। যেমন গীতায় ৯।৪ বলে, "ময়া ততমিদং সর্ব্ব জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।" ভদ্রা মহামায়ার নাম। যেমন চণ্ডীতে "নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাস্ম তাং। অব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতিস্তমাত্মা।" অব্যক্তা মায়াই ভদ্রা দেবগণের বন্ধনের হেতু। এই বন্ধনের বিষয় ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে দেখা যায়, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।" যখন অপ্রাণ অমন পুরুষ মন বাক্‌প্রাণ গ্রহণে ঈক্ষণ করিলেন, বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি বলিলেন, এবং কামনার পর মানস রেতঃপাত ঘটিল তখনই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন ঘটিল, শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার করিয়া ঋষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মন বাক্ প্রাণ রূপ অন্নত্রয় অন্নপূর্ণা হইতে গ্রহণ করায় ঋণজালে জড়িত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়াছেন। ঋণদাতা উত্তমর্ণ ও ঋণ গ্রহীতাকে অধমর্ণ বলে। অধমর্ণ ঋণদায়ে অধম হইয়া যান, উত্তমর্ণ উত্তম অর্থাৎ উন্নমিত হন। যেমন বর্ত্তমানে ঋণদাতা মার্কিণ উত্তমর্ণ

এবং ঋণগ্রহীতা অধমর্ণ ইংরেজ। উত্তমর্ণের ভ্রূভঙ্গিতে ইংরেজের মন্ত্রী ইডেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত পদচ্যুত।

ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম সমাগমে পুরুষ তমাবৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভ হন। তখন মায়া হইতে মন বাক্ প্রাণাদি ঋণ গ্রহণে মায়াপরতন্ত্র হইয়া সৃজনাদি করেন বর্ণিত আছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে বলে, "ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥" ইহার অর্থ হইতেছে এই, হে অঙ্গ (বৎস) এই বিষম সৃষ্টিটা কোথা হইতে কেমনে হইল ইহা দেবতাদি সৃষ্ট জীব জানে না। সুতরাং কে বলিবে সৃষ্টিতত্ত্ব? তবে পরম ব্যোমে বাসকারী ঈশ্বর জানিতে পারেন। জগতের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি জড়পিণ্ডসকল ফাঁকা আকাশে স্ব স্ব বক্র কক্ষে ঘুরিতেছে, ছুটিয়া পড়ে না কেন?

ঈশ্বর কি ধারণ করিয়া রাখেন? অথবা তিনিও ধারণ করেন না। সৃষ্টিতত্ত্ব ঈশ্বরই জানেন অথবা তিনিও জানেন না। যেমন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই প্রলয়ে জগৎ একার্ণবীভূত হইয়া কেবল পরম দেবতা বিষ্ণু থাকেন, আর কিছু থাকে না। তখন যোগমায়া বিষ্ণুর নেত্র ও হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হন। তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় ও নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। ইহা বিষ্ণুর অজ্ঞাতেই ঘটে। কারণ অসুরদ্বয় আক্রমণ করিলে ব্রহ্মা নিরুপায় হইয়া মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—হে মাতঃ, তুমি বিষ্ণুর হৃদয় ও নেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াও তবে ইনি জাগ্রত হইয়া দুর্ব্বলের রক্ষার্থ ব্রতী হইবেন। এ বাদীগণ বলেন জগত মনে ভাসে। মন যখন থাকে না তখন জগৎও থাকে না—যেমন ক্লোরফরম কালে, মূর্চ্ছাকালে বা সুষুপ্তিকালে। মন যখন নিষ্ক্রিয় জগৎ ভাসে না স্বপ্নেও, জাগ্রতে ঘন সক্রিয় জগৎ ভাসে। মনঃকল্পিত জগৎ রজ্জু সর্পবৎ, সিনেমা ছায়ার দৃশ্যবৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয় বস্তুতস্ত নাই।

এজন্য ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮ ও ১।৫১।৫ মন্ত্রে মায়াবাদের অবতারণা করা হইয়াছে, আমি শিষ্য আছি। অন্য শিষ্যগণ আছেন, গুরুদেব আছেন, বাসের গৃহ আছে। আসনে বসিয়া আছি, দিবা কাল আছে, আকাশ বাতাস জলাশয় আছে, আহার বিহার আছে, আর শ্রুতি বলেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দ্বৈত স্থাপন জন্য মায়ার কুহকের অবতারণা করা হইয়াছে। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" যেমন একই

পুকুরের তরঙ্গায়িত জলে একই সময়ে একই চন্দ্রের বহু প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হয়। তরঙ্গ উপাধি যোগে বহুত্ব নানাত্ব। তরঙ্গরূপে উপাধি যখন থাকে না তখন সমগ্র পুকুরে একটী মাত্র চন্দ্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়।

যেমন একখানি concavo-convex glass তরঙ্গায়িত কাচের আয়না যাহার নীচের দিকে কিছু সমভাব আছে তৎপর সেই পুরু আয়না তেরছা করিয়া কাটা হইয়াছে। এহেন আয়নায় তুমি তোমার একখানি সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব পাত কর, একই সময়ে একই আয়নায় চারি প্রকার মুখাকৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। কোনটী বিষম লম্বা, কোনটী বিষম চেপ্টা, কোনটী অতিক্ষুদ্র, কোনটী ঠিক্ ঠিক্ তোমার মুখ দেখাইবে। উপাধির দোষে নানাত্ব ও বৈষম্য, তোমার মুখ বিকৃত হয় নাই। উপাধি জন্য বিকৃতি ঘটে।

যেমন একটী পুকুরের জলে তীরস্থ বৃক্ষের ছায়া পাত হইয়াছে। যদি জল নিশ্চল থাকে তবে প্রতিবিম্ব বিম্বের মতই হইয়া থাকে। যদি জলে তরঙ্গ উঠে তবে তীরস্থ বৃক্ষ অচঞ্চল হইলেও তাহার জলস্থ প্রতিবিম্বে চঞ্চলতা লক্ষিত হয়। এমন কি তাল খেজুরাদি বৃক্ষের প্রতিবিম্ব এমন খোড়াইয়া বক্রতারূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা তীরস্থ বৃক্ষের ছায়া বলিতেও বাধে।

এই যে নানা উপাধি ভেদ জন্য নানাত্ব তাহার উপাধি নেতি করিয়া বস্তুর অন্বেষণ করিতে হয়। যেটী নেতি করিবে তাহার দোষ গুণ সব জানিয়া তাহা অবস্তু ইহা সাব্যস্ত করিতে হয়। যেমন একজন পাহাড়ে ঘাস কাটিয়া বিক্রয়ার্থে আনিয়াছে। সেই ঘাসে অনেক প্রকার লতা পাতা মিশান আছে। তোমার ঘোড়াকে লতা পাতা খাইতে দিবে না। কেবল ঘাস তোমার ইষ্ট। তুমি তাহা খরিদ করিয়া নিয়া গৃহে গিয়া সেই ঘাস বাছিতে বসিলে। তখন যেটা ঘাস তাহা রাখিতেছ আর অন্য লতা গুল্মের পাতা অবস্তু বলিয়া ফেলিয়া দিতেছ। বস্তুর রক্ষণ অবস্তুর ত্যাগ যেমন এখানে তেমনি, দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিও তাহাতে আমি আছে। তখন তুমি নেতি বিচার—দেহ আত্মা নয়, ইন্দ্রিয় আত্মা নয়, মন আত্মা নয়, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) আত্মা নয়, তাহা হইতে আমি পৃথক্ ইহাই আত্মা নিশ্চয় কর। দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, মন আত্মা, বিজ্ঞান আত্মাবাদী সব আছেন, তাহাদের বিচারে ভুল আছে। তুমি সেই ভ্রম ধরিয়া তাহা ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া থাক। দেহ মনাদির দোষ গুণ বিচার যে জানেনা সে দেহ আত্মা বলিবে, যেমন চার্ব্বাকবাদী। দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষতা দৃষ্টে দেহ ত্যাগে ইন্দ্রিয়ই আত্মাবাদী হইয়া থাকে। যেমন অসুররাজ বিরোচন চক্ষুস্থ পুরুষই আত্মা নিশ্চয়ে

প্রজাপতির আশ্রম ত্যাগ করেন। ইন্দ্র তাহাতে দোষ দৃষ্টে পুনঃ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। স্বপ্নে মন সব করে সুতরাং মনই কর্ত্তাবুদ্ধিতে মনই আত্মাবাদী আছে। তাহার দোষ দেখাইয়া তিনটী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিজ্ঞানাত্মাবাদী দেখিতে পাই। বিজ্ঞানেও দোষ রহিয়াছে, যে দেখিতে পায় সে বিজ্ঞান আত্মা অনুসন্ধানে রত হয়। সে দেখে নিজ দেহমধ্যে অহং নামা একজন আছে যে মন দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র। জাগ্রৎ স্বপ্নে মন বুদ্ধি থাকিলেও সুষুপ্তি কালে থাকে না। তখন কেবল আমি থাকি। সুতরাং মন বুদ্ধি অধ্রুব এবং তিন কাল অবস্থায় আমি অধ্রুব। ঈশোপনিষদে ১১, অধ্রুব ত্যাগে ধ্রুব গ্রহণ করিবার উপদেশ রহিয়াছে। এমনি যাহা নেত্তি বা ত্যাগ করিবে তাহার দোষ গুণ বিচার্য্য।

শ্রুতি বিচার কার্য্য শেষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আত্মা সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় সৎ জ্ঞান স্বরূপ আর সব অবস্তু, অসৎ।

সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ ও অসতের বন্ধন দশাগ্রস্ত। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ জানিতে হইলে যাহা নেতি করিতে হয় তাহারও দোষ গুণ জানা আবশ্যক হয়, তবেই তাহার ত্যাগ সম্ভবে। এইজন্য শ্রুতি বলিলেন, "একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।"

ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে প্রলয়ে বিশ্ব জগৎ গ্রাসকারিণী মৃত্যু স্বরূপা অব্যক্তা, অমৃত স্বরূপ কার্য্যব্রহ্ম ও কাল নেতি করিয়া "অন" স্থাপিত হইয়াছে। এই "অন"কে জানিতে গেলে সব জানা হয়।

কেন উপনিষদে নেদং যদিদমুপাসতে বাক্যে জানা যায় সেখানে উপাস্য উপাসক সম্ভবপর নয়, যেহেতু একমেবাদ্বিতীয়ম্, কে কার পূজন করিবে? যখন ব্যবহারিক সত্বায় দ্বৈত চিত্ত স্থিত তখন উপাসনা কর্ত্তব্য।

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু না দ্বৈতং গুরুণা সহ॥

চিত্তশুদ্ধি ও স্থির করিবার জন্য দ্বৈতে গুরু মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান বিধেয়। যেমন গীতায় ১০।৯, "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"

ঋগ্বেদে পরমাত্মা ইন্দ্রকেই বলে। অন্তর্য্যামী ইন্দ্রকেই বলে। সূত্রাত্মা ইন্দ্রকেই বলে, আবার স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রই বটেন। ইন্দ্র শব্দ অর্থ ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি ইন্দ্র। তিনি কি প্রকার দীপ্তিযুক্ত তাহা গীতায় ১১।১২ বলে, সহস্র সূর্য্য সম প্রভ। শ্রুতি বলেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি।" ইন্দ্রই সর্ব্ব দেহে

দেহী ঋ. ১০।৪৩।৬। ইন্দ্র সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কর্ত্তা, ঋ. ৩।৩৭।৯। ইন্দ্রই সর্ব্ব দেহে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা ঋ. ৩।৩৯।৯। অন্ধ কন্যা মায়া ইন্দ্রেই লয় হয় ঋ. ১০।২৭।১১। যেমন "ওম্" শব্দের "ও" অর্থ বক্রা মায়া "ম" অর্থে মরণ বুঝায়। যাহা বক্রার মৃত্যু স্থান, লয় স্থান তাহাই ইন্দ্র ব্রহ্ম। ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই ঋ. ২।১৬।২। "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি" কথাটি 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'নেহ নানাস্তি কিং চন', বাক্যের সংক্ষিপ্ত সার। ঐ বাক্যদ্বয় ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে একত্রে গ্রথিত দৃষ্ট হয়। "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন র্তর্হি ন রাত্র্যহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চনস।" স্বধয়া তদেকং হইতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চনাস বাক্য হইতে নেহ নানাস্তি কিংচন গৃহীত হইয়াছে। এখানে মৃত্যু অর্থ অব্যক্তা প্রকৃতি দৃশ্য প্রপঞ্চের গ্রাসকারিণী ও উৎপত্তির কারণ। অমৃত হিরণ্যগর্ভ (কার্যব্রহ্ম) সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এবং রাত্রি দিবা কাল ছিল না বলায় মহা প্রলয় বর্ণিত।

কল্পে কল্পে যে প্রলয় ঘটে। তাহা খণ্ড প্রলয়। তখন কার্য্য ব্রহ্ম, অব্যক্ত ও কাল থাকে। যেমন গীতায় ৮।১৮ "বর্ণিত অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে, রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।" এথায় সৃষ্টি কালে কার্য্য ব্রহ্ম তাঁহার দিবা কাল সহ সাক্ষীস্বরূপে উপস্থিত থাকা কালে অব্যক্তা হইতে জগৎ ব্যক্ত হয় এবং প্রলয়ে কার্য্যব্রহ্মের রাত্রিকালে প্রকৃতি জগৎ গ্রাস করে। গ্রাসকারিণী জন্য মৃত্যু শব্দ অব্যক্তাকে বুঝাইয়াছে। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং একমাত্র ব্রহ্ম স্থিতিশীল অবিনাশী সাধ্য বস্তু।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্র বলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম অর্থ ইদং সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম। এই সকল নিশ্চয়ই ব্রহ্ম অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়রূপ জানিবে এই সকল ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যেমন গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।" ৪।২৪॥ ইহার অর্থ, অর্পণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত শ্রুব, হাতা বা চামচ, যাহা দ্বারা ঘৃতাদি তরল পদার্থ উঠাইয়া অগ্নিতে আহুতি দেয় তাহাও ব্রহ্ম। হবি ঘৃতাদি হবন সামগ্রী যাহা দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাও ব্রহ্ম। অগ্নিযজ্ঞবেদিস্থ গার্হপত্য অগ্নি, যাহা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ

করে তাহাও ব্রহ্ম। যে ঋত্বিক হবন সামগ্রী অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন, ঋগ্বেদীয় হোতা, তিনিও ব্রহ্ম। যেমন অজ্ঞান আঁধারে যখন রজ্জুখণ্ডে সর্প দৃষ্ট হয় তখন সর্ব্বত্র সমান গোলাই বিশিষ্ট রজ্জুতে সর্পের মস্তক পেট লেজাদি নানাত্ব ফুটিয়া উঠে তেমনি নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মে জীব অজীব বিশিষ্ট নানা বিচিত্র জগৎ পরিদৃষ্ট হয়। রজ্জু অচেতন তাহাতে চেতন সর্পের আবির্ভাববৎ চিন্ময় ব্রহ্মে মৃণ্ময় জগৎ অজ্ঞান আঁধারে ফুটিয়া থাকে। পৌরাণিক শ্লোকে বলিয়াছে, "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনু।" রজ্জুসর্প স্থলে যেমন রজ্জুর তনু সর্পের তনু এক অভিন্ন তেমন হরি ও জগতের এক অভিন্ন তনু। রজ্জু ও রজ্জুত্বের কোন ব্যত্যয় না ঘটিয়াও সর্পরূপে দৃষ্ট হয়। তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপের কোন চ্যুতি না ঘটিয়াও অব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীত হয়। রজ্জুতে সর্প দর্শন যেমন চিত্ত বিভ্রম তেমনি ব্রহ্মে জগৎ দর্শনও চিত্ত বিভ্রম মাত্র। রজ্জুখণ্ডে সর্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ কোন বৈষম্য নাই। মায়ার কুহকে সব তৈয়ার হয়। মায়ার তিনটি যন্ত্রপাতি আছে যথা—আবরণ; বিক্ষেপ, মল। আবরণ দ্বারা বুদ্ধির বিচার শক্তি আবৃত করিয়া বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা সর্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিত্তে উদ্ভাসিত করে এবং মলদ্বারা বৈষম্য উৎপাদন করে। অর্থাৎ সরল রজ্জুতে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্যের সৃজন করে তবেই মন সৃষ্ট সর্প পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য ভাগবত পুরাণে বলিয়াছেন, "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥" ১২।৫।৬ ॥

জীবস্য সংসৃতি অর্থ জীবের সংসার। সং সাজা সার সংসার। রজ্জুর সর্প সেজে ফণার ন্যায় ব্রহ্মের জগৎ সেজে বসা। সং সাজে বাহিরের খোলস বা আবরণ দ্বারা, তেমনি মাথার আবরণাদি খোসা খোলসা (মুখোস) বিষয়ক নানাত্ব। যেমন পুকুরের জল বাষ্প হইয়া অদৃশ্য বাতাসে থাকে পরে আকাশে শ্বেতবর্ণ অভ্র হয়। সেই সাদা মেঘ শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হয়। তখনও বাষ্পাকারে থাকে। তাহাতে বিজলী চমকে তর্জ্জন গর্জ্জনাদি ঘটে। যদি কাল মেঘে শৈত্য সংযোগ হয় তবে তাহা তরল জলধারা হইয়া থাকে। তখন যদি শৈত্য সংযোগ ঘটে তবে তাহা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলাতে পরিণত হয়। তাপাভাব সংযোগে জলের নানাত্ব ঘটে। শৈত্যরূপ মায়ার সংযোগে তেমনি জীবেরও নানাত্ব। যদি কেহ মনে করেন যে অচেতন রজ্জুতে চেতন কল্পনা হইতে পারে। চেতনে অচেতন কল্পনা হইবে কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিল্বমঙ্গল বেশ্যার বাড়ীতে চেতন সর্পকে রজ্জু ভ্রম করিয়া তদবলম্বনে প্রবেশ করেন দৃষ্টান্ত

রহিয়াছে। যদি কোন সাদৃশ্য জন্য ভ্রম হয়, শুক্তির চাকচিক্য সহ রজতের চাকচিক্যের সাদৃশ্য থাকায় লোকে "ইদং রজতং" বুদ্ধিতে তাহা হস্তে গ্রহণ করে। পশ্চাৎ এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া "নেদং রজতং"; বিচার করিয়া ফেলিয়া দেয়। ব্রহ্মের সহিত জগতের কি সাদৃশ্য আছে? জগৎ পাঞ্চ ভৌতিক। তাহাদের আদি ভূত হইতেছে আকাশ। এই আকাশ সহ ব্রহ্মের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আকাশ নিরবয়ব, ব্যাপক অস্তি ব্রহ্মও নিরবয়ব ব্যাপক অস্তিত্বযুত। সুতরাং ব্রহ্মে আকাশ ভ্রম হইতে বাধা নাই। প্রথম এই ভ্রম ঘটিল পশ্চাৎ বায়ু আদি আকাশের পরিণামে সূক্ষ্ম হইতে বাধা নাই। দেহে দেহে দেহী থাকিলেও উহা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। জনসাধারণ চার্ব্বাক; মতবাদী যাহা দেখে তাহা সত্য মনে করে। যাহা দেখেনা তাহা নাই বলিতে বাধে না। তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বনে তাহার অনুমান উপমান আপ্তবাক্য প্রমাণ চতুষ্টয় রূপে গ্রহণ করে। তাহাদের এই প্রত্যক্ষ যে, গোলযোগপূর্ণ যাহা, তাহাদের মোটা বুদ্ধিগম্য নহে। যাহারা সিনেমা গৃহের দৃশ্য দেখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই উহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অহঙ্কার বশে বালক কি যুবক কি বৃদ্ধ সবারই বিশ্বাস আমি যা বুঝি তাহা ঠিক। অন্যের বিচার দোষদুষ্ট। দেখা যায় একজন জজসাহেব (বিচারপতি) তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পৌত্র সহ বেড়াইতে গেলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন বাজারে নূতন পাকা আম উঠিয়াছে। জজসাহেব দেখিলেন দুই প্রকার আম আছে তাহার একটা টক্ লাল আয়তনেও বড়। অপরটী সবুজ বর্ণ তাহাতে কাল কাল তিলের ন্যায় দাগযুক্ত কিন্তু মিষ্ট। তিনি সেই সবুজ আম কিনিলে তখন পৌত্র বলিল, "দাদু এই বড় লাল আম কিন ও ছোট আম ভাল নয়।" দাদু তাহার কথা রাখিলেন না। তখন পৌত্র "বালানাং রোদনং বলং" রূপ যে বল তাহা প্রকাশ করিল। দাদু একটী লাল আম কিনিয়া তাহার হাতে দিলেন, বালক হাসিল। তাহা দ্বারা সে প্রকাশ করিল যে দাদুর বিচার ঠিক নহে, তাহা দাদু এতক্ষণে বুঝিয়াছেন এবং আমার পছন্দ যে ঠিক তাহা জানিয়া লাল আম খরিদ করিলেন। তেমনি বিচার অন্যত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন এক গ্রামে একটী পুকুরের পাড়ে বসিবার জায়গা করা আছে। লোকে বিকালে তথায় বসিয়া গল্পাদি করে। একদিন সন্ধ্যাকালে আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। এবং পুকুরের জলে তার একটি প্রতিবিম্ব পাত হইয়াছে। এক বালক ঢিল ছোড়ায় পুকুরের জলে ঢেউ উঠিলে একজন তাহার সমবয়স্ক ছাত্র বলিল, 'দেখ জলে চাঁদ

নাচিতেছে।" এই কথায় সকলেরই দৃষ্টি সেই চাঁদে পতিত হইল। সকলেই দেখিল জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে। একজন মাষ্টার বলিলেন, "ওরে আকাশের দিকে দৃষ্টি দে, আকাশের চাঁদ আকাশেই রহিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর কেবল একটী চাঁদ। সুতরাং আকাশের চাঁদ জলে ডুব দেয় নাই বা নাচে নাই। তখন একজন বলিলেন, উক্ত ছোকরা বলিতে চায় যে জলের নীচে চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। তখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে বলিলেন, তুমি'ত আরও বেকুব। বিম্ব প্রতিবিম্বের যে নিয়ম আছে তা মোটেই জান না। বিম্ব যেরূপ অঙ্গ সঞ্চালনাদি করে প্রতিবিম্ব তাহা অপেক্ষা একচুল অধিক করিতে পারে না। বিম্বের অনুসরণ মাত্র প্রতিবিম্বে সম্ভবে। আকাশের চাঁদ নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলের নীচে নাচিতে পারে। আকাশের চাঁদ এখন নাচে নাই অতএব তাহার জলস্থ প্রতিবিম্বও নাচে নাই। বল, জল নাচিতেছে। আবরক জলের নাচনি আবৃত প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া বলিতেছে চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। চর্ম্মচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সদাই তাহা সাচ্চা নহে যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য সাচ্চা নহে। প্রতীত হয়, আছে। বাস্তবিক তথায় কিছু নাই। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" মসৃণ সাবয়ব পদার্থ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। নিরবয়ব প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না। ব্রহ্মে জগৎ ভাসে যেমন রজ্জুতে সর্প ভাসে। যাহাকে সর্প বলা হয় তাহা "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে", গীতার ভাষায় "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"। অসতের বিদ্যমানতা নাই। সতের বিদ্যমানতার কখন অভাব ঘটে না অর্থাৎ চির অবিনাশী। ন+সৎ=অসৎ। অসতের সত্তা নাই। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে রজ্জুসর্পবৎ জগৎ ভাসে, প্রতীত হয় মাত্র, বস্তুতস্তু নাই। সুতরাং সর্ব্ব না থাকিলেও সৎ আছেন ও থাকেন। এজন্য বলা হইয়াছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" দেহ অনৃৎ অসৎ, দেহী নিত্য সত্য। দেহ দ্বৈতপ্রবণ মনের বিলাস মাত্র। মনকৃত দেহ মনে লয় পাইলে, পরিশেষাৎ সর্ব্বব্যাপী দেহী একমাত্র অবশেষ থাকেন। এই দেহীকেই ব্রহ্ম বলে। যেমন মনকৃত সর্প লয়ে রজ্জু অবশেষ থাকে।

ম্লেচ্ছ

ম্ল+ইচ্ছ=ম্লেচ্ছ। যাহারা অবস্থায় (অসৎ পথে) থাকিতে ইচ্ছুক তাহারাই ম্লেচ্ছ। যাহাদের হৃদয়ের মলিনতা স্বয়ংজ্যোতি অনদ্বারা উদ্ভাসিত নহে এবং উদ্ভাসিত করিতে প্রচেষ্টা বিহীন সেই ম্লান হৃদয় অন বিষয়ে অজ্ঞই

অজ্ঞান ম্লেচ্ছ শব্দবাচ্য। জ্ঞ+অন=জ্ঞান এবং অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান। অন অর্থ স্থিতিশীল। ন+ন=অন ; যার স্থিতি বিষয়ে কভু নাস্তিতা ঘটে না সেই অবাধিত সত্তা সৎই অন। অন অনন্ত। সর্ব্বত্র স্থিতিশীল, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী। একই সময়ে একই স্থানে তুইটী বস্তু থাকিতে পারে না। অনও থাকিবেন অন্য কিছুও থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "নেহ নানাস্তি কিংচন। একমেবাদ্বিতীয়ম্।" কেহ কেহ মনে করেন যে এই শ্রুতিদ্বয় পরবর্ত্তী কালে উপনিষদ্ যুগে রচিত। তাঁহারা ভ্রান্ত। ঋগ্বেদের ১০।১২৯।২ মন্ত্র বলে—

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥"

এই মন্ত্রে স্বধয়া তদেকং একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে এবং তস্মাৎ হ অন্যৎ ন অপর কিং চনাস বাক্য হইতে নেহ নানাস্তি কিংচন মিলিতেছে। যেমন মদ্গুর, শিঙ্গি মৎস্য জলের নীচে কাদায় থাকিতে ভালবাসে। আর ইলিস্ মৎস্য জলের উপরে আলোকে বিচরণ করাই পছন্দ করে। তেমনি পশুপক্ষীর ন্যায় অনেক মনুষ্য কেবল আহার অন্বেষণে, যৌন সম্বন্ধ করণে, মরণ ভয়ে ও নিদ্রালু হইয়া পশু-জীবন যাপন করিতেই ভালবাসে। জ্ঞানালোকে প্রবেশের ইচ্ছা রাখে না। আর্য্যগণ অন বিষয়ে জ্ঞ হইয়া জ্ঞানালোকেই থাকিতে চাহেন। এজন্য তাঁহাদের শাস্ত্রের নাম বেদ; বিদ জ্ঞানে। বেদ জ্ঞানরাশি। যারা পেচকের ন্যায় অন্ধকারপ্রিয় তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্ট হয়। ভরতপক্ষীর ন্যায় আলোক চুম্বনে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। ভাঃ আলোকরাশি তাহাতে রত অনুরত, এজন্য ভাঃ+অত=ভারত। যাহা হইতে ভাঃ দীপ্তি আসে তিনি সর্ব্বজ্যোতির আধার, জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। স্বয়ং জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিস্বরূপ ইন্দ্রের উপাসকগণ ভারত। ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি ইন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিঃ। ভারতীয় আর্য্যগণ আত্মারূপী সূর্য্য যিনি (সহস্র গুণ মুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ) বর্ষণ দ্বারা ধরণীকে শস্যশালিনী করিয়া প্রজাগণকে ভরণ-পোষণ করেন। অর্থাৎ ভরত। তিনিই ভারত, তাহার উপাসকগণও ভারত, এবং তাহাদের বাসস্থানও ভারত। ঋ. ২।৭।১ মন্ত্রে, "শ্রেষ্ঠ যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমণ্ড মাভর।" ঋ. ২।৩৬।২ মন্ত্রে, রুদ্রপুত্র মরুৎগণকে ভরতস্য সূনবঃ বলিয়াছে। ঋ. ৩.৫৩।২৪ মন্ত্রে ইস ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা অপপিত্বং বাক্য দৃষ্ট হয়। ভরতস্য পুত্রাঃ মরুৎগণ রুদ্রপুত্রগণ। ঋ. ৩।৫৩।১২ মন্ত্রে কুশিক বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, "বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনং।" কুশিকগণ রুদ্ররূপী ভরতাগ্নির উপাসক জন্য আপনাদিগকে

ভারতং জনং বলিয়া অভিমান করিতেছেন। রুদ্র—ঋ ১।৭২।৪ মন্ত্রে রুদ্র ইন্দ্র মরুতাদি সর্ব্বদেবস্তুত বলিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরে বলে, “একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ॥” রুদ্রই অন। তাঁহার উপাসকগণ ভারতবাসী আর্য্যগণ। অনার্য্যগণই ম্লেচ্ছ মলিনতাপূর্ণ আচার-ব্যবহারে শিক্ষাদীক্ষাবিহীন। অনার্য্য ভাবাপন্ন অজ্ঞান জন মাত্রই ম্লেচ্ছ। শাস্ত্রে বলে ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করিতে নাই। দৃষ্টান্ত পাকিস্তানের বাস্তুহারাগণ। প্রটেষ্ট্যাণ্টগণ কেথলিক রাজগণ দ্বারা পীড়িত হইয়া বাস্তুহারা হইয়া মার্কিণে যায়। প্রটেষ্ট্যাণ্ট রাজগণ দ্বারা উৎপীড়িত কেথলিকগণও বাস্তুহারা হইয়া মার্কিণে যায়; তথায় উৎপীড়িত হইয়া এই উভয় দল একত্রিত হইয়া স্বাধীন হইয়া United States of America হইয়াছে। তথায় Red Indian ও Negro গণ—কি দুর্দ্দশাগ্রস্থ তাহা Lynched শব্দে প্রতিভাত হয়। যেমন Right of Roman Citizenship, Right of British Citizenship বা Right of American Citizenship লাভ করা দুরূহ, তেমনি Right of Aryan Citizenship লাভও দুরূহ ছিল। তবে অনেকে সাধ্য সাধন পথে সেই আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে যে দিগ্‌বিজয় চিত্র বর্ণিত আছে তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছ, শক, যবন, পুলিঙ্গাদির উল্লেখ আছে। অসুরগণ বৈদিক ধারায় স্থিত থাকায় ম্লেচ্ছ কোটীভুক্ত নহেন। বৈদিক ধর্ম্মে বহু স্তরভেদ থাকায় কেহ কোনও স্তরের অধিকারী হইয়া জীবন যাপন করেন। যেমন গীতা ৯।২৫ শ্লোকে—

“যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥”

বর্ত্তমানে মুসলমান বা খৃষ্টান শাসনাধীন না হইলেও বস্তুতঃ ভারত ম্লেচ্ছরাজ্য। কারণ শাসনকর্ত্তাগণ যেমন সূর্য্যোত্তাপ হইতে বালুর তাপ অসহ্য হয় তেমনি ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অনুশাসিত জন্য বালুকাবৎ আরও ম্লেচ্ছাচারী। তবে জয়দেব আশ্বাসবাণী বলিয়াছেন—

“ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে॥”

প্রসাদ

প্রসাদ=প্র+সাদ। সদ বিনাশে। "যৎ প্রকৃষ্টরূপেন বিনাশয়তি দুঃখতাপাদীনি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" দুঃখতাপ দূর হইলেই প্রসন্নতা এইজন্য বলে প্রসাদস্তু প্রসন্নতা। গীতা ৩।১৩ "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।" দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হইলে অন্ন যজ্ঞাবশেষ বলিয়া গৃহীত হয়। "দেবনিবেদিতং দ্রব্যং গুরুণাং ভুক্তাবশেষঞ্চ।" দেবতার নিবেদিত দ্রব্য ও গুরুর ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলে। তাহা আহার করিলে সর্ব্বক্লেশ দূরীভূত হয়। "আসীদ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ। প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ॥" (সত্যনারায়ণ ব্রতকথা)। ইহাই যজ্ঞের ফলরূপ আশীষ। এই জন্যই যজ্ঞাবশেষ প্রসাদ বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রসাদ শব্দ হইতে সম্প্রসাদ শব্দটি গঠিত। গাঢ় নিদ্রা, যাহাকে শ্রুতি স্বপিতি বলিয়াছেন, স্বং অপি ইতো ভবতি, স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে এই অবস্থায়। স্বরূপ স্বকীয় আনন্দস্বরূপ। গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থান করতঃ রোগার্ত্ত শোকার্ত্ত সবাই বলে, বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। ইহাতে আমি নামক দেহী সুখময়, ইহা জানা যায়। এইজন্য উহার নামান্তর সম্প্রসাদ শ্রুত্যন্তরে বলা হইয়াছে। দুঃখ মায়া জন্য। যেমন গীতা—"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" মায়ার সংযোগে দুঃখময় সংসার, তাহার বিয়োগে আনন্দস্বরূপের আনন্দে আনন্দলাভ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। যাহা মায়িক তাহা সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ অলীক। পুরুষ সচ্চিদানন্দ সেই আনন্দ। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইলে মিলে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অন্যত্র, "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেন ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" গুণান্ দ্বারা ত্রিগুণা মায়াকে অতিক্রম করে বুঝিতে হয়। যেমন ভাগবত পুরাণের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" মন রজঃতম অভিভূত হইলে আসুরী ভাবাপন্ন হয়। আর সত্ত্বগুণযুত হইলে শুদ্ধতত্ত্ব হইয়া দৈবী সম্পদের প্রভাব প্রাপ্তি হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। সর্ব্বব্যাপী নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মে বা তাহার বাইরে মায়ার স্থান নাই। উহা দ্বৈতপ্রবণ ব্যক্তির চিত্ত কল্পিত। মায়াকে সাচ্চা বলিয়া গ্রহণান্তর মায়ার কুহকে মায়াপাশে বদ্ধ জীবভাব কল্পিত হইয়া দুঃখসুখভোক্তাই যেন হয়। ঈশ্বরের উপাসনাদ্বারা আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ ঘটে। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ ঘটে।

সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরের শরণাগতি জন্য। অশনে বসনে চলনে বলনে ঈশ্বরানুগ্রহ চাই। ভোজন সামগ্রী তাঁহার গ্রহণে অমৃতস্বরূপ হয়। সেইজন্য প্রসাদ ভক্ষণ অর্থ অমৃত ভক্ষণ। অমৃত গ্রহঁণে অমৃতত্ব লাভ ঘটে। যেজন্য ভোজনকালে বলে—

"অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণু র্ভোক্তা স্বয়ং মহেশ্বরঃ।
আহারে সর্ব্বভূতানামিদমমৃতায়তে॥"

ওমালোচন

ওঁ বিষয়ে আলোচনা। আ সমন্তাৎ লোচন দর্শন। এই দর্শন বিচার নেত্রেই হয়। চর্ম্ম চক্ষে দর্শন প্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। অক্ষ দ্বারে দর্শন। অক্ষ অর্থই অস্তি ক্ষ ইতি এই বিশ্বাসের হেতুভূত। ক্ষ=ক ও ষ সংযোগে হয়। ক্ষ স্থূল ক্ষিতি আদি ক্ষয়শীল পদার্থকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ যাহা ইদং সর্ব্বং কাল যাহা জগৎ (বিনাশশীল) যাহা ত্যাগে চলিবার আদেশ ঈশা উপনিষদ করিয়াছেন। "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। কং সুখং ষ বিনাশে।" সুখবিনাশী অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ যাহা তাহাই ক্ষ। যেমন গীতায় বলিয়াছেন—"তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" দুঃখ সংযোগে জীবের সংসার তাহার বিয়োগে জীবের শিব সহ যোগ বা একতা। লোচন বা দর্শন পাঁচ প্রকার। প্রত্যক্ষ, নেত্রদ্বারা দর্শন জাগ্রতে। স্বপ্নে মানস নেত্রে দর্শন স্মৃতিরূপা। জাগ্রতেও স্মৃতি ঘটে। বিচার নেত্রে দর্শন বিজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা হয়। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের হেতুস্বরূপ। দিব্য নেত্রে দর্শন যেমন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ও সঞ্জয় ব্যাসদেবের যোগবলে বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন করেন। পঞ্চম জ্ঞাননেত্রে দর্শন অপরোক্ষানুভূতি। অক্ষ বা অক্ষির দৃক্শক্তির বল কতটা তাহাও বিচার্য্য। চক্ষুতে কুটা বা কীট পড়িলে চক্ষু তাহা দেখেনা। চক্ষুর অতি নিকটে দেখেনা। অতি দূরেও দেখেনা। যেমন যথায় আছ তথা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি পাহাড় আছে, তাহাতে বৃহদায়তন শালবৃক্ষ হস্তী আদি জানোয়ার আছে, গৃহাদিও আছে। এখানে উহা একখানি কাল মেঘ যেন আকাশের কোলে ঝুলিতেছে এমন দৃষ্ট হয়। মোটরে চাপিয়া চলিয়া যাও পাহাড় দেখিতে পাইবে। চক্ষু অতি অন্ধকারে দেখে না আবার অতি আলোকেও দেখেনা; সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অন্ধকার দেখে। আঁধারে সাদা বস্ত্র কাল দেখে, অল্প আঁধারে রজ্জুতে সর্প দেখে।

সিনেমা হলে কত কিছু দেখে অথচ তথায় কিছুই নাই। অর্থাৎ সুবিধামত কিছু কিছু দেখে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন চক্ষু X-ray, Gamma ray, Ultraviolet ray প্রভৃতি আলোক দেখিবার সামর্থ্যহীন। চক্ষু যাহা দেখে তাহা সবই অচেতন। চেতন দেখিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কিন্তু অচেতন মধ্যেও বাতাস, আকাশ দেখে না। মন বুদ্ধি দেখে না। নিজ কারণ অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতিকেও দেখেনা। জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখে। রেলে যাইতে তালগাছের দৌড় দেখে। কালাপানি সমুদ্রে দেখে অথচ সমুদ্রের জলে নীলের একান্তাভাব। সূর্য্য চন্দ্র হইতে বিশ লক্ষ গুণ বড় অথচ আকাশে চক্ষু উভয়কে সমান আকারবিশিষ্ট দেখে। সুতরাং অক্ষ যে ক্ষ দেখে তাহাও আছে বলিয়া তাহাতে আস্থা করা চলে না। যদি প্রত্যক্ষ দর্শন বিশ্বাসের অযোগ্য হয় তবে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যে অনুমান উপমান করা যায় তাহাও ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য বেদান্ত প্রমাণচতুষ্টয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্য ভ্রান্ত পথে লয় জানিয়া অভ্রান্ত অপৌরুষেয় শ্রুতি বাক্যানুসারে চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন ক্ষ একটী যুক্ত অক্ষর তেমনি ওঁটীও যুক্তাক্ষর। উহা অ+উ+ম অক্ষর ত্রয় দ্বারা গ্রথিত। অ+উ মিলিয়া ও কার শব্দ। উহা ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক হইয়া থাকে। শব্দের কোন রূপ নাই তত্রাচ ওষ্ঠ, দন্ত, তালু, কণ্ঠাদি স্থান ভেদে উৎপত্তি হওয়ার জন্য উহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। তাহাকে অক্ষর বলে। সাধারণ লোকে রূপত্যাগে চলিতে অসমর্থ জন্য অরূপের রূপ কল্পনা করিয়া থাকে। শব্দের ন্যায় নামরূপবিহীন ব্রহ্মেরও রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। রাম-তাপনীয় উপনিষদে বলে—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" ব্রহ্ম অশব্দ হইলেও শব্দ দ্বারা প্রকাশের কর্ত্তার অভাব নাই। দ্বৈতপ্রবণ চিত্তে কল্পনার অভাব নাই। 卐 এই চিহ্নকে স্বস্তিক বলে। সু+অস্তি। যাঁহার অস্তিতা সুষ্ঠু প্রকারের বটে, অর্থাৎ যাহা সৎ যাঁহার কদাপি অস্তিতার নাশ নাই। ন+ন=অন। স্বার্থে ক দিয়া স্বস্তিক হয়। ইহা কোন অক্ষর নহে। যে দিকে ফিরাই আঁখি তথায় তোমাকে দেখি। সর্ব্বব্যাপীত্বের প্রকাশক। তেমনি ওঁ ব্রহ্মের প্রতীক চিহ্ন। ও কার সম্বোধনে উচ্চারিত হয়। যেমন ওহে ওরে। তাহাতে ওম্ অর্থ ভো মহান্ বাচ্য হয়। ওহে মহান বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্ষুদ্রতম প্রার্থনা বাক্য জন্য বীজ মন্ত্র বলে। বালক জন্মিয়াই যে রোদন করে তাহা ওঙা ওঙা শব্দাত্মক। তাহার অর্থও, ওহে কে আছ আমাকেরক্ষা কর—

এই প্রার্থনাই করে। ও চীৎকার করিয়া উচ্চারণে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ও ও করিয়া ঘুম পাড়ান গান গায়। ওমা ওহো আক্ষেপে ব্যবহার করে। অব রক্ষণে ধাতু মনট্ প্রত্যয় যোগে গুরু হয়। আবার ও স্বরবর্ণ, ম স্পর্শ বর্ণ। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলে। ম, ং, ঁ বিন্দু সবই অনুনাসিক। একের স্থলে অন্যের ব্যবহার চলে। যেমন র লয়ের অভেদে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ওম ওহে মহান রক্ষা কর বুঝায়। পশ্য গ্রহণে দৃষ্টিপাত কর ক্রিয়াটী উহ্য থাকে। যেমন ওহে রাম বলিয়া ডাকিলে আইস কথা উহ্য থাকে। ওহে রাম বলিতেই রাম আসে। মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁ কার্য্যব্রহ্ম ও ব্রহ্মের প্রতীক। তথায় জীবভাবাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা চতুষ্টয়ের বর্ণিত ওঁকারের চারিভাগ কল্পনায় কল্পিত হইয়াছে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা চতুষ্টয়ে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় নামধেয় হন। অ, উ, ম ও তদতীত ওঁকারের চারি পাদ। অ-বর্ণের আদি, বিশ্ব জীবভাবের আদি, সাদৃশ্য আছে। জাগ্রতের অক্ষদৃশ্যের দ্রষ্টা যিনি, তিনি অচেতন অপ (কর্ম্মফল) রূপ স্থূলভূক। উকার উৎকৃষ্ট জ্ঞাপক, মলিন দশ ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি লয়ে উৎকৃষ্ট মন বুদ্ধি সৃষ্ট, সূক্ষ্ম পদার্থের উপভোক্তা তৈজস। জাগ্রত ও সুষুপ্তি মধ্যে যেন সিড়িস্বরূপে সংযোজক। স্বপ্ন অলীক হওয়ায় বিশ্বের দৃষ্ট দৃশ্যের অলীকতার প্রতিপাদক হয় জন্য উৎকর্ষ। মকার তৃতীয়। প্রাজ্ঞ অবস্থার জ্ঞাপক। কেননা তখন মায়ামোহে আবৃত হইয়াও স্বপিতি ভাবাপন্ন। স্বং অপি ইতো ভবতি প্রাপ্তোভবতি। স্ব স্বরূপের সন্ধান প্রাপ্তে জাগ্রৎ স্বপ্নের মিতির কারণ অর্থাৎ পরিমাপক হয়েন। অজ্ঞান বিজৃম্ভিত হইলেও দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি উপাধি সকলের বিলয়ে সুখাভিমানী হয়েন। স্বপ্নাদি হইতে উচ্চ অবস্থাগত হয়েন। সুষুপ্তিতে দৈনন্দিন প্রলয় দেহী সহ হয়। অজ্ঞানের অতীতে মায়াতীতে প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ তুরীয় অবস্থা। ইহা নিরুপাধিক অবস্থা। কেহ বলেন, অ অজ শব্দের প্রথমাক্ষর, উ উপেন্দ্র শব্দের প্রথমাক্ষর, ও ম মহেশ্বর শব্দের প্রথমাক্ষর। অজ ব্রহ্মা রজঃ গুণে স্রষ্টা, উপেন্দ্র বিষ্ণু সত্ত্বগুণে পালক, স্থিতি কর্ত্তা এবং মহেশ্বর রুদ্র তমোগুণে সংহর্ত্তা। এই ত্রিদেব যে কার্য্যব্রহ্মে একীভূত হয় তিনিই ও-কার বাক্যে প্রকাশিত হয়েন। ও-কার কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক। শ্রুতি অন্যত্র বলেন,—ঋচ শব্দের অ, যজু শব্দের উ, সামের ম লইয়া ওম হয়। অর্থ, সর্ব্ববেদ যে ব্রহ্ম বিষয়ে একীভূত হয় তাহাই ওঁ। বেদান্ত-সূত্রেও বলে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তৎ তু সমন্বয়াৎ।" সর্ব্ব বেদের সমন্বয় এক ব্রহ্ম। অন্যে বলেন, "অস্তি ইতি উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" প্রসীদতি

অর্থ মোদতে মোদণীয়ং হি লব্ধা। এই অস্তির অ, উপলব্ধির উ ও মোদের ম লইয়া ওঁকার গঠিত। অস্তি সৎ আর সব অসৎ, জগত্যাং জগৎ জানিয়া অসৎ ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। ঈশার ভাষায় "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।" কেন উপনিষদে বলে, "তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" অসৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ-ব্যঞ্জক অ। বিদিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কার্য্যরূপ প্রপঞ্চের কারণ অব্যক্তা প্রকৃতি তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, যেহেতু কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। অবিদিতা অব্যক্তা উ দ্বারা লক্ষিত। শ্রুতি বলেন—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্-জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিজচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" সেই উৎকৃষ্ট অব্যক্তা হইতে শান্ত আত্মা উৎকৃষ্টতম। অব্যক্তা অনুমেয়া। কিন্তু তার স্বরূপ অবিদিত জন্য তাহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলে। এই অবিদিতা হইতে অধিক পুরুষ। অ অসৎ, উ শব্দটী দুঃখ প্রকাশক জন্য দুঃখ স্বরূপ মায়াকে লক্ষ্য করে। উমা শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝায়। অর্থ উ=দুঃখ, মা=নিষেধতি। ব্রহ্মবিদ্যা দুঃখ নিষেধ করিয়া মায়ার অন্ত করেন। গীতায়ও বলে—"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।" দুঃখ মায়া সংযোগে সংসার, তার বিয়োগে জীব পরমের একতা। ম মহতো ,মহীয়ান আত্মা অ-উ অতীতে স্থিত। কেহ বলেন, যুক্ত যুক্ত বর্ণরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ ওঁ। কেনোপনিষদে উক্ত ত্রিভাগে বিভক্ত। বিদিত, অবিদিত ও তাহা হইতে অধিক। ততোঽধিক অর্থাৎ মায়াতীত। ও-কারাংশ বিদিত দৃশ্য প্রপঞ্চাত্মক। তদুপরিস্থিত বক্র মাত্রারেখা অবিদিতা প্রকৃতির দ্যোতক। বক্র রেখাংশ Circle, Ellipse, Parabola বা Hyperbola নামক বক্র কক্ষের কোনটীর অংশ তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। এইজন্য অবিদিত। তাহার উপরে যে বিন্দু অঙ্কিত তাহা অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং জ্ঞাপক, যিনি বাঙ্মনের অগোচর সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তাঁহার অস্তিতা এই বিন্দু সূচিত করে। ও-কারের উপরাংশ সত্ত্বগুণ, গ্রন্থি রজোগুণ, তন্নিম্নের বক্রতা তমোগুণের প্রকাশক। ত্রিগুণাত্মক প্রপঞ্চ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের Nebula theory কিছু অভিনব নহে। বেদে ঋষিগণ মধ্যে যাঁহাদের চিত্ত দ্বৈতপ্রবণ তাঁহারা এই বিস্ফুলিঙ্গবাদের প্রবর্ত্তক। নেবুলা থিউরী অর্থ প্রথম কুজ্ঝটিকা মত অপ্রতর্ক্য অলক্ষণ অসৎ যেন কিছু ছড়ানভাবে থাকে, কালে তাহা সংহৃত হইয়া (ঘনীভূত হইয়া) ডিম্বাকার হয়

পশ্চাৎ সেই ডিম্বাকার অবস্থা অন্তঃস্থ অণু রাখিয়া বহির্মুখী গতি জন্য ফাটিয়া বিস্ফুলিঙ্গবৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ খণ্ডে দেখিতে পাই, দ্বৈতপ্রবণ ঋষির ভাবধারা কাল চিহ্ন অণ্ডাকার আদিত্যই ব্রহ্ম। সেই স্বপ্রকাশ মার্ত্তণ্ড যখন আপনাকে প্রকটিত করিতে চাহেন তখন অসৎ—তম অব্যক্তাবস্থা ত্যাগে তাহা দৃশ্যভাবাপন্ন সৎ হন। যেমন ডাব নারিকেলের জলে নারিকেলের ফোঁপড়া অদৃশ্য অব্যক্ত অসঙ্গভাবে ছড়ান থাকে, কালে নারিকেল পুরাণ হইলে সেই জলস্থ ফোঁপড়ার অণু ঘনীভূত হইয়া ফোঁপড়ারূপে ব্যক্ত হয় মূর্ত্ত বা সৎ হয়, তেমনি অসতের অমূর্ত্তের কালে সৎ বা মূর্ত্তভাব অবলম্বন। যেমন অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প অদৃশ্য অমূর্ত্তভাবে থাকে কিন্তু শৈত্য সংযোগে উহা শ্বেতবর্ণ মেঘরূপে দৃশ্য হয়। কালে আরও শৈত্য সংযোগে ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ তড়িৎ মেঘ গর্জ্জনাদি সহ বিস্ফুলিঙ্গ বজ্রপাত ঘটায়। কালে পুনঃ শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারা হয়, তাহাতে শৈত্য সংযোগে উহা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলারূপে পরিণত হয়। শৈত্য কোন পদার্থ নহে। তাপাভাবকে শৈত্য বলে। অভাব পদার্থ নহে, তবে বাক্য প্রকাশের সুবিধার্থ ষট্-পদার্থবাদী কণাদাদি মুনি অভাবকে সপ্তম বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তেমনি অসৎ মায়া অদৃশ্যা হইলেও দৃশ্য মূর্ত্তবৎ প্রতীয়মান হয়। ছান্দ্যোগ্যের অসৎ সৎ হইয়া অণ্ডাকার হয়। কালে সেই অণ্ড কপাল ফাটিয়া দুইভাগ হয়। কপাল (খোলা) দ্বয়ের উপরিস্থিতাংশ সুবর্ণময় ও নিম্নভাগ রজতময়। সুবর্ণময়াংশ বিস্ফুলিঙ্গবৎ উর্দ্ধগত হইয়া দ্যৌ (স্বঃ) হয় আর রজতার্দ্ধভাগ অধস্থ হইয়া পৃথিবী (ভূ) হয়। মধ্যে ভুবর্লোক থাকে। এইরূপে লোকত্রয় সৃষ্টি সহ স্বপ্রকাশ অন্তরিক্ষ স্বকক্ষে বিচরণশীল হইয়া লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বরভাবাপন্ন হয়েন। ঋ ১০।৭২।২ মন্ত্রে বলে, অদিতির অষ্টম গর্ভের সন্তান মার্ত্তণ্ডকে পরিত্যাগ করিলে তিনি লোকহিতে ব্রতী হন। অদিতি অসৎকেই বলে। ঋ ১০।৭২ সূক্তে অদিতি অসৎ হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন। অদিতি অর্থ অখণ্ড এই অসৎ খণ্ড খণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ হইয়া সূর্য্য গ্রহাদির সৃজন করে। ঋ ১০।১১০।৯ মন্ত্রে বলে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিস্ফলিঙ্গবৎ আগত। ঋ ১০।১২৯।৬ সূর্য্য গ্রহাদিকে আপন আকর্ষণী শক্তি বলে কক্ষচ্যুত হইতে দেন না। যেমন অক্ষর শব্দ পরমাত্মাবাচীও হয়। আবার মুণ্ডকে অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ বাক্যে অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। তেমনি অদিতি শব্দ অসৎকেও বুঝায়। আর সৎ ওঁ-কে ব্রহ্মকেও বুঝায়। যেমন ঋ ১।৮৯।১০ মন্ত্রে "অদিতি দ্যৌ অদিতিরন্তরীক্ষম্ অদিতির্মাতা স পিতা স

পুত্রঃ। বিশ্বেদেবাঃ অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতিজাতমাদতিজনিত্বম।” এখানে অদিতি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বুঝাইয়াছে। তৎ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে ৩।১৪ শাণ্ডিল্য বিদ্যায় বলে, “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।” সর্ব্বগত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত মনেরও অগোচর তাহা মূর্ত্ত নহে। গীতায়ও বলিয়াছে, “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাং অবুদ্ধয়ঃ। অব্যক্তোঽব্যক্তাং সনাতনঃ।” উপাসক উপাসনার জন্য ওঁকার স্বস্তিকাদি লিঙ্গ চিন্তন করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম উপাসনা বলে না। উহা কেন উপনিষদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। উপাসনা দ্বৈতে, উপাস্য উপাসক দুই জন। এইজন্য মর্ত্ত উপাস্য কল্পিত হইয়া থাকে। এই যে ছান্দ্যোগ্যের আদিত্যরূপ ব্রহ্মের প্রকাশভাব তাহা ওঁ শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। অ অসৎ অণ্ড, উ মায়া উৎপত্তিহেতু, ম মর্ত্ত্য মার্ত্তণ্ড নামা সূর্য্যকে বুঝায়। যখন বাদী স্ব প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া ওমিতি বলেন, তখন অ উ ম যুক্ত ওম অর্থ অসংশয়ং তব উক্তিং মন্যামহে। ইংরেজীতে যাহাকে yes sir বলে।

এই ওঁ-কারের প্রয়োজন বিষয় আলোচিত হইল। এখন ওঁ-কারের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দেখা যাউক। আমাদের হস্তগত খণ্ড ঋগ্বেদে ওঁ শব্দ খোলা খুলি নাই। ঋ ১০।৩।৩ মন্ত্রে “অক্ষরেণ প্রতিমিমে” বাক্য হইতে অক্ষর শব্দের দ্বারা ওঁ কেহ কেহ বলিতে চাহেন। ওঁ উচ্চারণে দ্রব্যশুদ্ধি করেন। ঋগ্বেদে অক্ষর ব্রহ্মবাচী। ন+ক্ষর=অক্ষর। যেমন ১০।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে “ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥” সর্ব্বব্যাপী পুরুষই অক্ষর অব্যয়। গীতাও ৮।১ কিং ব্রহ্ম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ অক্ষরং পরমং বলিয়াছেন। ব্রহ্মা স্মরণার্থ, সাধারণ মতেও চারি জন ঋত্বিক মধ্যে ব্রহ্মা একজন। হোতা ঋগ্বেদী, অধ্যর্য্যু যজুর্ব্বেদী ও উদ্‌গাতা সামবেদী হন। সর্ব্ববেদী ব্রহ্মা ভ্রম প্রমাদ ব্রহ্মস্মরণে সংশোধিত করেন। গীতায় “অক্ষরাণাং অকারোস্মি” এবং ৭।৮ শ্লোক ওঁ-কার সম্বন্ধে বলিয়াছেন “প্রণব্যঃ সর্ব্ববেদেষু্ শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।” প্রণব অর্থ প্রকৃষ্টরূপে নব অর্থাৎ অভিনব। বেদেষু, উপনিষৎসু্ ব্রহ্মবিদ্যায়াং। ঋগ্বেদে ১।৫৫।৪ মন্ত্রে বলে “স ইদ্ বনে নমস্যুভির্বচস্যতে” সংসারত্যাগী ঋষিগণ বনে বাস কালে দেবতাকে নমঃ আদিবাক্য অনুধ্যান করেন। নমঃ অর্থ অমৃত হইবে। জ্ঞানীগণ নমঃ বাক্য ধ্বনি দ্বারাই উপাসনা করিয়া থাকেন। নমস্তে রুদ্র মন্যবে। গীতা ১১।৩৯ শ্লোকে, “নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।” নারায়ণ উপনিষদে নমো ব্রহ্মণে ধারণং সহস্তু। শ্বেতাশ্বতর

উপনিষদও বলে—"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ঔষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥" নম অর্থ ন+ম। ন নিষেধে ম মরণ মৃত্যু। মৃত্যু নিষেধে অমৃত চিন্তনই জ্ঞানীর উপযোগী। যেমন "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" শ্বেত ২।৫ "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" বাক্যে মানব অমৃতের পুত্র সে অমৃতই হইতে চায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ অমৃতের ভাবনা করিতে করিতে অমৃতই হইয়া যায়। ঋ ৭।৫৯।১২ "মন্ত্রে উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।" বৃহৎ সুপক্ক আরুক ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া নাশ পায়। আমার যেন তেমনটী না ঘটে। মৃত্যুর পরে যেন অমৃত হইয়া যাই। ঈশ উপনিষদে ভূমিষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম—বাক্য দৃষ্ট হয়। উপনিষেদ উপাসনার্থ ওঁ প্রতীক কল্পিত হইয়াছে জন্যই প্রণব বলে। ওঁ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মেরই চিন্তনার্থ কল্পিত। স্বস্তিকবৎ ওঁকার প্রতীক বা প্রার্থনা বাক্য বীজ মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঠ উপনিষদও বলিয়াছে, সংগ্রহেন ব্রবীর্মি ওমিত্যেতৎ। সংগ্রহেন অর্থ সংক্ষেপেন। নমঃ বাক্য অমৃতস্বরূপ অদ্বিতীয়কে লক্ষ্য করে। ওঁম প্রতীকরূপে দ্বৈতকে আশ্রয় করে। প্রার্থনা প্রপঞ্চও দ্বৈতকেই আশ্রয় করে। বিশেষ প্রতীকরূপে ওঁম স্বস্তিকেই রূপান্তর করে মাত্র। 卐 ওঁ এই রূপ সংঘটনে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র। প্রথম চিত্রে স্বস্তিকে প্রকাশ করে। যেমন মুণ্ডক শ্রুতিতে "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্। নেহ নানাস্তি কিংচন।" দ্বিতীয় চিত্রে জনসাধারণ ত্রিগুণা ত্রিদেব সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ-কর্ত্তা দেখেন রজোগুণে প্রভাবান্বিত হইয়া। রজোগুণ ভেদকারক। সত্ত্বগুণ অপৃথক দর্শন করায়—"অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতং।" যেখানে এই ত্রিদেব একে পরিণত, গীতার ভাষায় ভূতভর্ত্তৃ চ "তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।" সেই একদেবই অমৃতস্বরূপ কার্য্যব্রহ্ম। অথবা ঋ ১০।৯০ পুরুষ সূক্তে বলে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥" চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদ বিশ্বভূবন অন্য ত্রিপাদ অদর্শণীয়। অর্থাৎ পরিচ্ছিন্না মায়া ব্রহ্মের একাংশ আচ্ছাদন করিতে সক্ষম, ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ। তৃতীয় চিত্রেউক্ত সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে যদন্নেনাতিরোহতি অন্ন অত্তি ইতি যিনি প্রলয়ে জীব জগৎ গ্রাস করেন জীবজগতের মৃত্যু স্বরূপিণী। বৃঃ আ অন্ন ও প্রাণ দুই দেবতা বলা হইয়াছে। অন্ন, অবিদ্যা, অব্যক্তা অব্যাকৃতা, রাত্রি, অর্ণব, তম, মায়া এই প্রকৃতির নামান্তর যেমন চণ্ডীতে "অব্যাকৃতা হি প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।" ঋ ১০।১৯০

সূক্তে রাত্রিও অর্ণব শব্দ। ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।" ঋ ১।৪৭।১৮ মন্ত্রে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বাক্য দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে মৃত্যু স্বরূপিণী অসৎ মায়া, অমৃত স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ ও কাল এই তিনের লয়ে অন সৎ একক ছিলেন, অন্য কিছু ছিলনা তাহাই প্রদর্শিত। গীতা ৮।১৮ শ্লোকে যে প্রলয় বর্ণিত তাহাতে অব্যক্তা, কাল ও কার্য্যব্রহ্ম থাকেন আর সব প্রলয় হয়। এই ঋক্ মন্ত্রে এই তিনেরও প্রলয় করিয়া অদ্বিতীয় নানাত্ব-বিহীন সৎ স্থাপিত। সেই মন্ত্রটী এই, "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পর কিং চনাস॥" ছান্দোগ্য ১।৪ মন্ত্রে ঋক্ যজুঃ সামের সাধন একীভূত হয় সেই অক্ষরে প্রবেশে দেবগণ অমৃত অমর হন। ঋকের অ, যজুর উ, সামের ম, এদের একীভূত শব্দ অক্ষর ওঁ। সর্ব্বে বেদা যৎ পদং আমনন্তি। চতুর্থ পাদ অদৃশ্য তথায় বৈষম্য প্রকৃতির লীলা খেলার চিত্র। অজগর সর্পের ন্যায় মায়া চতুর্থ পাদ গ্রাস করিয়া তাহার কার্য্য বিস্তার করিয়াছে। ও-কারে ত্রিভুবন অস্তি, উপরে সত্ত্ব প্রধান স্বর্গ, মধ্যে গ্রন্থিতে রজাংসি অন্তঃরীক্ষ ভুবঃ ও নিম্নে তমাবৃত ভূলোক চিত্রিত। যেমন ঋ ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ" বাক্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষ শববৎ সাক্ষীভাবে আছেন তদুপরিস্থিত হইয়া প্রকৃতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাইতেছেন। Self-supporting principle beneath and energy aloft ভাব প্রকটিত। বক্র মাত্রা রেখা অব্যাকৃতা ও বিন্দু অস্তিতা খ্যাপন করিতেছেন। যেমন ঋ ৪।১৮।৮ ইন্দ্রকে কুষবা আক্রমণ করিলে ইন্দ্র তাহার হৃদি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। যেমন পুরাণে কৃষ্ণকে অঘাসুর গ্রাস করিলে কৃষ্ণ তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। তেমনি উপনিষদাস্ত্র দ্বারা মায়াকে বিদীর্ণ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। উপ উপস্থিত নি নিঃশেষণ সদতি বিনাশয়তি মায়াং এবং তৎকার্য্যঞ্চ। ওকারের উপরিস্থিত বক্ররেখা বক্রা প্রকৃতি অব্যক্তা জগৎ প্রসবিতা স্থিতা। যেমন গীতায় উক্ত "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অহরাগমে।" পুরুষের সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। যেন মায়ার হাত দ্বারা আক্রান্ত। কেহ বলেন যে বিন্দুরূপে প্রকটিত ব্রহ্মের অব্যাকৃতা কারণ সলিলে প্রতিবিম্বটী ক্ষোভিতা প্রকৃতির তরঙ্গ ভঙ্গে জলে চাঁদের নাচনিবৎ কিম্বা জলাশয়ের তীরস্থ বৃক্ষাদি প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গ জন্য এঁকিয়ে বেঁকিয়ে মোচড়াইয়া যায় তেমনি বিন্দু কারণ সলিল সহ চিৎ প্রতিবিম্ব এঁকিয়ে বেঁকিয়ে বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বরূপে প্রতীত হয়। অলমতি বিস্তারেণ॥

ভূত

ভূত শব্দ ভূ+ক্ত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ভূ সত্তায়াং, যার সত্তা বা স্থিতি স্বীকৃত তাহাই ভূত। যাহার সত্তায় দৃশ্য প্রপঞ্চের সত্তাবান তাহাই ভূত। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা সব পাঞ্চভৌতিক। ভূ পৃথিবী নামক লোক, যাহাতে আমরা বসবাস করি তাহার সত্তা স্বীকৃত। আমি বা আমরা আছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের অধিবাস এই ভূলোক আছে। এই লোকটীউর্দ্ধস্থ সূর্য্যালোকে আলোকিত এবং বায়ুমণ্ডল বেষ্টিত। পৃথিবীতে যেখানে সূর্য্যালোকে সম্পাত কম তথায় কোন কিছু নাই কেবল শ্বেত বরফময়। যেমন পৃথিবীর মেরুদ্বয়। তৃণ-বৃক্ষ-লতাবিহীন জীবহীন। বায়ু প্রত্যেক প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস সহ অনবরত গ্রহণ করিতেছে। নতুবা প্রাণ বাঁচেনা। তৃতীয় জল। কঠিন পৃথিবী সমুদ্রে দ্বীপবৎ স্থিত। চার ভাগের তিন ভাগ সমুদ্র। যে ভাগ ভূমি তাহাতে নদী ও হ্রদ সরোবর বহুল। উচ্চ পর্ব্বতের শিখর যে শ্বেতবর্ণ বরফাবৃত তাহাও জল, যেমন হিমালয় পর্ব্বত। হিমের (বরফের) আলয় হিমালয়। ভূমি খনন করিলে স্তরে স্তরে জল আছে তাহা দেখিতে পাই। যেমন 'টিউব ওয়েল' বসাইলে ৪০ ফুট নীচে জল মিলে, ৪০ গজ নীচেও জল মিলে, ইহাকে ভোগবতী গঙ্গা বলে। বায়ু মণ্ডল মেঘ ও জলরাশি বহন করে। ভূমিকম্প হইলে যে আগ্নেয়গিরি হইতে তপ্ত তরল পদার্থ নির্গত হয় তাহাও তরল জন্য জল-যুক্ত। যাহাকে কঠিন মাটী বলি তাহারও অণুতে অণুতে জল আছে এই জন্যই আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আকারের কারণ জল। যেমন হাতে আটা আছে; আটা গোধূম চূর্ণ। তাহাতে ফুৎকার দিলে অণু আটা বাতাসে ছড়াইয়া যায়, কোন আকার থাকে না। যদি হস্তধৃত আটাতে জলের ছিটা দাও তবে তাহা ঘনীভূত হইয়া আকারে পরিণত হয়।

সেই আটা ত্রিকোণা চৌকোণা আটকোণা কর, তাহাকে নরাকার, হস্তীর আকার, সিংহের আকার; যে-কোন আকার-বিশিষ্ট করিতে পার। সূক্ষ্ম জল আকারের কারণ। এইরূপে আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই জলময়। দেখ শুষ্ক বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিলে বস্ত্রের আকার থাকেনা, ভস্মরাশিতে পরিণত হয়। শুষ্ক চুলে অগ্নি সংযোগ করিলে ভস্মাবশেষ হয়। উহা হইতে জলীয় বাষ্প বাহির হইতে দেখা যায়। লৌহময় প্রস্তর খণ্ড বিষম কঠিন, তাহাতে কুঠারাঘাত করিলে কুঠার ভোঁতা হইয়া যায়, তাহাতেও অগ্নি সংযোগ করিলে উহা তরল লৌহ হইয়া যায়। জল দিয়া তরল করে না। জল সূক্ষ্মভাবে ছিল তাহাই বিস্ফারিত হইয়া তরলত্বের কারণ হয়। এজন্য আকৃতিবিশিষ্ট সকল পদার্থই এই

কারণ-সলিলের স্থিতি জন্য দৃষ্টিপথে পতিত হয় ইহা স্বীকার্য্য। নতুবা পরমাণু অদৃশ্য অবিভাজ্য। পদার্থের কঠিন অংশকে ক্ষিতি বা অন্ন বলে। তরল অংশকে জল বা অপ বলে। অগ্নি বা সূর্য্যের দীপ্ত অংশকে তেজ বলে যেমন প্রদীপ শিখায় কালো অংশ ক্ষিতি; শ্বেত অংশ জল ও লাল অংশ তেজ। কেহ কেহ এই তিন দ্বারাই সৃষ্টি ঘটে বলেন। কেহ কেহ তৎসহ বায়ুকেও গ্রহণ করেন—কেননা বিনা জলে যেমন প্রাণ বাঁচে না তেমনি বিনা বায়ুতেও প্রাণ বাঁচে না। বিনা অন্নেও প্রাণ বাঁচে না। মনও অন্নময়। এই চারিটীর সত্তায় সকল পদার্থ সত্তাবান জন্য ইহাদিগকে ভূত বলে। অন্য কেহ আকাশকেও ভূত বলিয়া মানেন। এবং জাগতিক পদার্থ মাত্রই পাঞ্চভৌতিক বলেন। বাঙ্গলা ভাষায় এক প্রবাদ আছে "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে।" এই চিত্রদ্বারা তাহা বুঝাইয়া থাকেন।

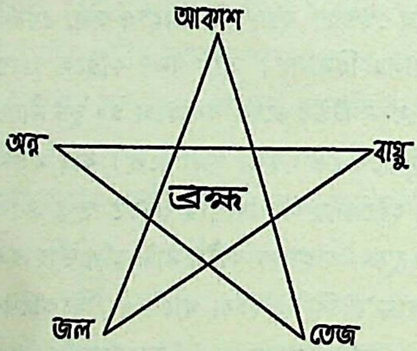

ইহার কারণ এই—জীবরূপ ব্রহ্ম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোশদ্বারা যেন ফাটকে আটক হন। যেমন নারিকেলের উপরের পালিশ কাগজের মত আবরণটী; তাহারপর ছোবড়া, মালা, নারিকেল, জল ও জলের মধ্যে ফোপরা। ফোপরাটী প্রাণযুক্ত, জীবরূপ ষষ্ঠ স্থানীয়। আনন্দময় কোশই কারণ-সলিল যাহাতে জীব ভাসেন, এখানেও নারিকেলের জলে ফোপরারূপ জীব ভাসেন। দুঃখের বিষয় এই জনগণ যে ফাটকে আটক আছে তাহা তাহারা অবগত নহেন। এরণ্ড গাছের পাতা লইয়া ভগ্ন করিলে যে শ্বেত রস বহির্গত হয় তাহাতে ফুৎকার দিলে গোল গোল বলের মত ফুটলা নির্গত হয়। অর্থাৎ রসাবৃত হইয়া ক্ষুদ্র বায়ুকণা ফাটকে আটক হয়। যখন সেই আবরণ ফাটে তখন সেই ক্ষুদ্র বায়ুকণা মহাকাশের বায়ুমণ্ডলে একীভূত হইয়া যায়। তেমনি কারণ-সলিলে যে বুদ্বুদ ভাসে তাহাই জীবদেহ। যেমন জল বুদ্বুদ অর্থ জলীয় আবরণে আবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-কণা ফাটকে আটক হয়। যখন সেই আবরণ ভেদ হয় তখন সেই ক্ষুদ্র বায়ুকণা মহাকাশ বায়ুতে মিশিয়া যায়, তেমন কারণ-সলিল উদ্ভূত ফুট্লাকে দেহ বলে। দেহস্থ ক্ষুদ্র প্রাণ-বায়ু যেন ফাটকে আটক হন। যদি সেই সলিলাবরণ ভেদ হয় তবে ক্ষুদ্র প্রাণ-বায়ুকণা মহান প্রাণে মিশিয়া যায়।

বৃহদারণ্যকে প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকে ও তৎকে বুঝায় বলিয়াছেন। ব্রহ্ম অর্থ বৃহত্তম অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ নাই ; আর সব পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী। মায়া বা কারণ-সলিলে ফুট্‌লার ন্যায় দেহসকলের উৎপত্তি ঘটে। ব্রহ্ম সৎ সত্য, প্রাণ চিৎ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তাহার সত্তায় সর্ব্ব পদার্থের সত্তা হয়। এইজন্য ভূতানি অর্থ প্রাণিজাতানি। এই সৎ চিৎ আনন্দের অনুসন্ধান করিতে গিয়া সৎ, অসৎ, চিৎ, অচিৎ, আনন্দ, নিরানন্দ (দুঃখ) এই দেহ ও দেহী ইদং সর্ব্বং ও সর্ব্বগত সেই তৎ লইয়া বিচার চলিতেছে। চার্ব্বাক বলেন—যাহা দেখা যায় তাহা সত্য, যাহা নেত্রগোচর নহে তাহা অসত্য। দেহ সত্য, তদতিরিক্ত দেহী বা চিৎ বলিয়া কিছু নাই। পচা অন্নাদি আহার করিলে যে মাদকতা উপস্থিত হয় তাহার কারণ অন্ন মাদকতার উৎপত্তি-কারক, দেহী বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। এই নেত্র আলোচনা করিতে করিতে বিচারশীল জনগণ মানস নেত্র, বিজ্ঞান নেত্র, দিব্য নেত্র, জ্ঞান নেত্রাদির খবর করিয়াছেন। চার্ব্বাক মতে দেহ মনই অন্নজাত আত্মা। অন্নের সারাংশে দেহ মন হয়। দেহ মনকে আত্মা বলিতে আপত্তি নাই।—উহা চর্ম্মচক্ষুর গোচর। কোন কোন বৌদ্ধ মতবাদী বিজ্ঞানকে আত্মা স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক স্থূল দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম মন বুদ্ধিরও অতিরিক্ত এক কর্ত্তা, ভোক্তা আত্মা স্বীকার করেন।—সাংখ্যকার কপিলমুনি অকর্ত্তা ভোক্তা আত্মা স্বীকার করেন।—বেদান্তবাদী অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয় অব্যয় সর্ব্বগত আত্মা আছেন বলেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। দর্শনশাস্ত্রসকল বিচারনেত্রে সত্যের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। নৈয়ায়িকের পরমাণু সৎ, সংখ্যের প্রধানা সং ও বেদান্ত বাদীর ব্রহ্ম সৎ। কোন মতে বন্ধ্যাপুত্র, খপুষ্প, শশশৃঙ্গ, মৃগতৃষ্ণিকা (মরীচিকা) অসৎ আর সব দৃশ্য পদার্থ সৎ বা সত্য। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি অদৃশ্য হইলেও সাঁচ্চা। যাহা চক্ষুগোচর হয় তাহা সত্য। ভূত সত্য। এই পৃথিবীতে সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত, কু-শিক্ষিত অনেক জাতি বাস করে। সকলেই চাক্ষুষ প্রমাণ, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। মার্কিণ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, গ্রীক্, রোমান, পারসী, মিশরীয়, তাতার, তিব্বতী, তুর্কী, চীনা, মঙ্গোল, আরবীয় সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষাদি আছে। কিন্তু সকল দেশের বিচারপতিগণ চাক্ষুষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। চক্ষু যাহা দেখে তাহা সত্য প্রত্যক্ষ বলিয়া গৃহীত হয়। পুর্ব্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান প্রমাণ গৃহীত হয়। যাহার পুর্ব্ব প্রত্যক্ষরূপ দৃষ্টান্ত নাই তাহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না।—'যেমন পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ যথা—মহানসে'। পুর্ব্বে

ধূম ও অগ্নির একত্রাবস্থান মহানসে (চুল্লীতে), ক্ষেত্রের অগ্নিতে দেখা গিয়াছে, এইজন্য ধূম দেখিয়া তথায় অগ্নি বিদ্যমান, এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ অনুমান সত্য।

পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লোকে আচরণ করে। উপমান সাদৃশ্য জন্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। মহিষ ও গোতে সাদৃশ্য। গোতে গলকম্বলের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আপ্ত-বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির দৃষ্ট হইলেও নিজ দ্রষ্টব্যরূপ মান্য। যেমন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পাথর-কয়লাকে হীরকে পরিণত করিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না তবে তাঁহার দর্শন নিজ দর্শনবৎ মানিয়া লওয়া আপ্ত-বাক্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়। এই প্রমাণ চতুষ্টয় দ্বারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ দর্শন শাস্ত্রাদির আলোচনা করেন। পদার্থনিচয়ের স্বরূপ নির্ণীত হয়। যদি এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যহত হয় তবে তাসের ঘরের ন্যায় প্রমাণ-চতুষ্টয় এবং তৎদ্বারা নির্ম্মিত সব কিছু ভাসিয়া যায়। চাক্ষুষ প্রমাণ মূল, অন্য প্রমাণ ডালপাতা। বিচার বুদ্ধিবলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্য নির্দ্ধারিত হয়। সেই বুদ্ধি বৈকারিক জাত হইলে তাহা অভ্রান্ত হইতে পারে না, হয়ও না। যেমন ডাঃ আইনষ্টাইন্ প্রাচীন নিউটনের মতবাদ দূষণ করিয়াছেন। এইজন্য তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে। যাহা সত্য তাহা অভ্রান্ত হইবে অবৈকারিক হইবে। সব দেহই পাঞ্চভৌতিক, তাহার উৎপত্তি হয় ও বিনাশ হয়। দেহ অগ্নি-সৎকার করিলে ভস্মাবশেষ হয়। এই আছে এই নাই, দেহ মল-বিনির্মিত। কারণ দেহের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে গন্ধ বিনির্গত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও অন্ন ক্রমে এই পঞ্চভূতের গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। গুণ গুণীকে ত্যাগে স্বতন্ত্ররূপে বিচরণ করিতে পারে না। যেমন তেঁতুল দুগ্ধে ফেলিলে দধি হয়, দধিতে অম্লত্ব থাকে, সে অম্লত্ব তেঁতুলের গুণ, তাহা তেঁতুলের সূক্ষ্ম অংশসহই দধিতে প্রবিষ্ট হয়। গুণ গুণীতেই অবরুদ্ধ থাকে। অচিৎ গুণীসহ গুণ চলাফেরা করে। কেহ কেহ আকাশকে আদি ভূত বলেন। তাহা হইতেই বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন হয় বলেন। লৌহ প্রস্তরে আহত হইলে অগ্নি নির্গত হয়। উভয়েই কঠিন তত্রাচ উহারা যখন কারণ-সলিলযুক্ত, তখন উহা ক্ষিতি, জল ও তেজময় বলা অযৌক্তিক নহে। যখন জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া নিম্নের জলে পতিত হয় তখন তথায় বিজলীর উৎপত্তি ঘটে। বিজলীতে তেজ, আলোক, গতি, চাপাদির বিকাশ দৃষ্ট হয়। এইজন্য বর্ত্তমান যুগে বিজলী (electricity) সর্ব্ব কার্য্যের মূল এই মতবাদ প্রচারিত হইতেছে। নব্য বিজ্ঞান এক neutron

স্বীকার করেন। তাহাতে electron ও proton এবংবিধ মত পরিদৃষ্ট হয়। পদার্থের atom অতি সূক্ষ্মাংশ, তাহাতে মহান শক্তি নিহিত থাকে যাহা পদার্থের moleculeএ দেখা যায় না। হোমিওপ্যাথি অর্ব্বাচীন হইলেও তাহা atom বিষয়ক বাদ হইতে প্রাচীন। Atom বাদটীর বয়স পঁচিশ বৎসর হয় নাই, হোমিওপ্যাথির বয়স দেড়শত বর্ষ হইবে। ২০০ বা ততোধিক dilution এক পুরিয়া ঔষধ দেহস্থ কলেরার সহস্র বীজাণু নাশ করে। তাহাদের higher dilution যত অধিক করিবে, ঔষধের শক্তি তত প্রবল হইবে বলে। Six হইতে Twelve, তাহা হইতে Thirty বলশালী। Thirtyর এক ডোজ দিলে দুদিন কোন ঔষধ দেয় না। ২০০ dilution দিলে সাত দিনে ঔষধ দেয় না, তাহার শক্তি অত্যধিক। ১০০০ dilution অতীব শক্তিশালী। ইহা molecule হইতে atom এবং তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্তরে লইয়া যায়। শ্রুতিও বলেন, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" মন মরিলে জগৎ মরে। সূচীকা ভরণ দ্বারা যে চিকিৎসা তাহা atomic forceই বটে। শ্রুতি বলেন—"সদেব ইদমগ্র আসীৎ।" ইদং দৃশ্য প্রপঞ্চ উৎপত্তির অগ্রে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সৎ ছিল। ইদং সৃজন সময় ও তৎসমবর্ত্তী কাল ছিলেন এবং সৃজনের পরবর্ত্তী কালও কাল থাকিবে। ইহাতে ইদং হইতে কাল পূর্ব্ববর্ত্তী জানা যায়। এবং ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল ত্রয় থাকা স্বীকার্য্য। অতীত কালকে ভূত বলে। মানুষ মরিলে তদবস্থাগত ভূতকে প্রেত ভূত বলে। এক দেবযোনিকেও ভূত বলে, যাঁহাদের নায়িকা মহামায়া দুর্গা এবং নায়ক ভূতনাথ মহেশ্বর। তাঁহার হস্তে পশু মৃগ চিহ্ন স্থিত। এজন্য তাঁহাকে পশুপতিও বলে। তাঁহাকে ভূতপতিও বলে। শ্রুতিতে স জীবঃ কেবলঃ পশুঃ। অন্যত্র স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ বলিয়াছেন। দেহস্থ জীবই শিব। জীবরূপী পশু যদি ভূত হয় তবে ভূতপতি শিবও ভূত। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হইলে পরব্রহ্মই ভূত যাহা রজ্জুসর্পবৎ জগৎকারণ। যাঁহার অদ্বিতীয়তায় বিশ্ব-ভুবনের অস্তিত্ব ঘটে।

উপাসনা

উপ+আসনা=উপাসনা। উপ সমীপে আসনা, আসন করিয়া বসা। দেবতার সমীপে আসন করিয়া বসা। দেবতার নাম রূপ মূর্ত্তি ধ্যান করার নাম উপাসনা। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারাও দেবতার পূজা করা হয়, তবে উপাসনা

আবার স্বতন্ত্ররূপে বলা কেন ? যজ্ঞাদি কর্ম্ম বহিরঙ্গ ব্যাপার—উপাসনা অন্তরঙ্গ ব্যাপার। যজ্ঞাদি কর্ম্মে বাহির হইতে ঋত্বিক আনিয়া দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করিয়া বাহিরে যজ্ঞবেদী দেবতার পূজন স্তব স্তুতিতে মনের ভাবের বাহিরে প্রকাশন ঘটে, আর উপাসনা মনে, বনে, কোণে ও নির্জ্জনে বসিয়া একলাটী ঈশ্বরচিন্তন করা। যজ্ঞে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপারের প্রাধান্য, উপাসনায় মানসিক ব্যাপারের প্রাধান্য। উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের স্থান আছে, সুতরাং দ্বৈতের ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম্ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন করিলে উপাসনায় সত্বরতা সহ অগ্রসর হওয়া যায়। উহার লক্ষণাদি নিম্নে বিবৃত হইল—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশঃ ॥"

অহিংসা—কোন প্রাণীর কায়মন ও বাক্যের দ্বারা কোন প্রকার-ক্লেশ না জন্মান।

সত্য—সত্য চিন্তা, সত্য বলা, সত্যে স্থিতি।

অস্তেয়—চুরি না করা। ভাবের ঘরেও চুরি না করা। কায়মনোবাক্যে চৌর্য্যত্যাগ।

ব্রহ্মচর্য্য—গুরুগৃহে গুরুসেবা সহ শব্দব্রহ্ম বেদের অধ্যয়ন, বীর্য্য ধারণ করা "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণং।" বিন্দু বীর্য্যবিন্দু।

দয়া—জীবে দয়া। পরের ক্লেশ দর্শনে তন্নিবারণের চেষ্টা।

আর্জ্জব—সরলতা। কুটীলতা ত্যাগে ব্যবহার করা।

ক্ষমা—যদি কেহ কোন অপকার করে তবে শক্তি থাকিতেও তাহার কোন অপকার না করা। ক্ষমা শক্তৌ।

ধৃতি—চিত্তের স্থৈর্য্য। সুখে দুঃখে শোকে বিক্ষিপ্ত না হওয়া।

মিতাহার—সাত্বিক আহার্য্য, পেটের অর্দ্ধেক খালি রাখিয়া ভোজন। জলের জন্য ও বায়ু চলাচলের জন্য অপরার্দ্ধ খালি রাখিতে হয়।

শৌচ—মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা কায়িক, নিন্দা ও অসত্যভাষণ ত্যাগে বাচনিক এবং বহির্বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত রাখা অন্তঃ শৌচ। সত্যব্যবহার দ্বারা মনের শুদ্ধি ঘটে। সৎ সত্য আর সব অসৎ অসত্য ত্যাজ্য।

তপঃ সন্তোষআস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রী র্মতিশ্চ জপোব্রতম্ ॥

এইগুলি নিয়ম বলিয়া উক্ত হয়।

তপঃ—আহার সঙ্কোচনে উদরস্থ বৈশ্বানর অগ্নির তাপ সহ্য করা তপস্যা।

সন্তোষ—যাহা যখন মিলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, অন্যের অবস্থা দর্শনে ঈর্ষা না হওয়া। যদৃচ্ছাগতসন্তুষ্টঃ।

আস্তিক্য—বেদে বিশ্বাস শ্রদ্ধাই আস্তিক্য। বেদে অবিশ্বাস নাস্তিক্য। কারণ বেদে নিরীশ্বরত্ব নাই। বেদ যাঁহার অস্তিত্বের প্রকাশক তৎ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"অস্তি ইত্যেব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

দান—ঋণ না করিয়া যথাসাধ্য ন্যায়পথে অর্জিত ধন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দুঃস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বাদি, যাহারা পোষ্য নহে, তাহাদের পোষণার্থ প্রদান। প্রতিদান লাভাকাঙ্ক্ষারহিত দানই দান শব্দ বাচ্য। "স্বস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বকং পরস্বত্বোৎপাদনং দানম্।"

ঈশ্বরপূজন—সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ সমর্থ দেবতার কৃপালাভার্থ পূজন।

সিদ্ধান্ত শ্রবণ—বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ। যাহা সত্য সাব্যস্ত করে এমন যে উপদেশ তাহাই সিদ্ধান্ত।

হ্রী—কুৎসিৎ কার্য্যে লজ্জা।

মতি—বৈদিক কর্ম্মে মতি।

জপ—ভগবানের কোন নামাত্মক মন্ত্র পুনঃ পুনঃ অভ্যাস।

ব্রত—বেদোক্ত বিধির পালন ও নিষেধ মান্য করিয়া চলা।

আসন—যাহাতে বসে তাহাকেও বলে যেমন গীতায় "চেলাজিনকুশোত্তরম্।" আবার সেই বসিবার আসনে সুদৃঢ়ভাবে দেহ নিশ্চল করিয়া বসাকেও আসন বলে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসনাদি নানাপ্রকার আসন উক্ত হয়। তবে যেভাবে উপাসক ৩।৪ ঘণ্টা নিরুদ্বেগে স্থির থাকিতে পারেন তাহাই। তাঁহার আসনের স্থান ও দিক্ বরাবর একই থাকা ভাল, পরিবর্ত্তনে মনের চাঞ্চল্য-সহ সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

প্রাণায়াম—নাসাদ্বয়ের একদিক অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করতঃ অন্য দ্বার দিয়া বায়ুদ্বার পুরণকে পুরক বলে। তৎপর এই দ্বার রুদ্ধ করতঃ অপর রুদ্ধদ্বার খুলিয়া শ্বাস ত্যাগ করাকে রেচক বলে। আর যতক্ষণ বায়ু পেটে রুদ্ধ রাখা যায় তাহাকে কুম্ভক বলে। এই তিনটির নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণক্রিয়ার সংযম। এইটী করিতে এক সেকেণ্ড বায়ু গ্রহণ করিলে চারি সেকেণ্ড বায়ু রুদ্ধ রাখিবে। পরে দুই সেকেণ্ড বায়ু ত্যাগ করিবে অতিশয় ধীরে ধীরে।

প্রাণায়াম গুরুসমীপে না করিলে সময়ে বহু অনর্থের কারণ হয়। এইজন্য শ্বাস সাধারণভাবে টানিয়া কুম্ভক না করিয়া ৩২ বার শিব কি রাম অর্থাৎ দুই অক্ষরী নাম শব্দ একদমে উচ্চারণ করিলে যে কুম্ভক তাহাকে স্বল্প প্রাণায়াম বলে।

প্রত্যাহার—মন চঞ্চল, আসনে বসিলেও ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে যায়—সেই বহির্মুখী মনকে বিচার দ্বারা ফিরাইয়া আনিয়া জপধ্যানে লাগানকে প্রত্যাহার বলে।

ধারণা—যে বিষয় চিন্তা করা তাহা যে ধ্রুবসত্য তাহা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া বিশ্বাস করাকেই ধারণা করা বলে।

ধ্যান—চিন্তার বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মন উঠাইয়া আনিয়া চিন্তার বিষয়ে একাগ্র করিলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাকে ধ্যান বলে (ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ)।

সমাধি—ধ্যান পরিপক্ক হইলেই সমাধি হয়। তখন মনবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থাকে না।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম

ভাগবত পুরাণে বলে—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" পরম সত্য তিনি, যিনি সদাকাল নিরস্তকুহক। অর্থাৎ যাহাকে মায়ার কুহক স্পর্শ করে না (অর্থাৎ যিনি সদাই নিরুপাধিক) তিনিই সত্য। সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সত্য লক্ষণযুক্ত। সদাই দ্বিতীয় রহিত অবস্থায় স্থিত। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অর্থাৎ যেখানে উপাধির স্থান নাই তাহাই পরম সত্য। যাহা সোপাধিক তাহা অসত্য, অনৃত, আর্ত্ত। ছান্দোগ্য বলে (৮।৩।২)—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" বৃহদারণ্যকে বলে (১।৬।৩) "তদেতদমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং, প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাং অয়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।" "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং (ঈশা)।" ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ মায়াবৃত জন্য প্রকৃত উপলব্ধি হয় না। যেমন গীতায় বলে (৭।২৫)—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" স্বর্ণ যেমন তাম্রাদি উপাধি জন্য মলিন ভাবাপন্ন থাকে উপাধি বিলয়ে স্বরূপে স্থিত হয় হিরণ্যবর্ণ প্রকাশ পায়, তেমনি প্রকৃত সত্য উপাধি যোগে মলিন ভাবাপন্ন হয়। উপাধি নিরাসে স্বরূপে স্থিত হন। অর্থ যাহার সত্তা চির অবাধিত, নিত্যই একরূপ, কদাচ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, নির্ব্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়। ব্রহ্ম সত্য ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ, যাহা সত্য নহে তাহা ব্রহ্ম নহে। জ্ঞানং ব্রহ্ম অর্থাৎ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। জ্ঞ+অন=জ্ঞান।

অন অর্থ (ন+ন) যাহা কদাপি নাস্তি নহে, সৎ চির অবাধিত সত্তাযুক্ত। সেই সতের জ্ঞ। "স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা"—শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯। জ্ঞ শব্দ গীতায়, "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত", বাক্যে দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে, "ন কম্পতে জ্ঞঃ।" শ্বেতাশ্বতরে—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা বজা।" পরিচ্ছিন্নেই কম্পনাদি ঘটে, তাই ঈশায় বলিয়াছে—অনেজদেকং। জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। জ্ঞাতা অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, এইজন্য ন+জ্ঞান অজ্ঞান বলা চলে না। অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান। অন সম্বন্ধে অজ্ঞ। পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি অচিৎ অজ্ঞান। জ্ঞান সর্ব্ব পূর্ণের লক্ষণ, তাই ব্যত্যয় নাই। জ্ঞান স্বপ্রকাশ। আবরণ উন্মোচন এক কার্য, প্রকাশ স্বতন্ত্র ; যথা ঘনাচ্ছন্ন অর্কের ঘনাবরণ বিদূরিত করা এক কার্য্য তাহা সূর্য্যের প্রকাশক নহে। পুরুষ মায়ার আবরণ বিদূরিতে স্বপ্রকাশ। জ্ঞান প্রকাশরূপ কার্যের কর্ত্তা নহে। প্রকাশের যোগ্য কিছু থাকিলে প্রকাশক কর্ত্তা হইতেন; একমেবাদ্বিতীয়ম্ কাহাকে প্রকাশ করিবেন ? অনন্তং ব্রহ্ম ; অন্ত শেষ হয়, অন্ত অন্তরও হয়। যার আদি মধ্য অন্তে কোন ভেদভাব নাই তিনিই অনন্ত। অখণ্ডৈকরস, সর্ব্বত্র প্রসারিত, যেন সর্ব্বমিদং ততম্। তিনিই অনন্ত, অন্ত বা শেষহীন। অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বগত ব্রহ্ম। বৃংহত্বাৎ বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম জ্ঞাতা কিনা ? যাহা জানা নাই তাহাকে জানিলে তাহার নাম জ্ঞান। অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাতা হয়। যদি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে, নেহ নানাস্তি কিংচন, তবে কাহাকে জানিবে, জ্ঞাতা হইবে ? জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতৃত্ব বলা যায়। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু থাকিলে তাহা জ্ঞেয় ও তাহার জ্ঞাতা হওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু দ্বিতীয়াভাবাৎ কে কাহাকে জানিবে ? সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কথার কথা অথবা বুদ্ধির কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। অনন্ত সর্ব্বগত। কেহ বলেন, অপার অনন্ত সমুদ্রবৎ। সমুদ্র অপারও নয়, অনন্তও নহে। কারণ সূর্য্য, শনৈশ্চর' বৃহস্পতি, বরুণ, নেপচুনাদি সহ তুলনায় এষ্ট্রনমিক্যাল ম্যাপে পৃথিবী একটী বিন্দুদ্বারা প্রদর্শিত হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়। সেই বিন্দুসদৃশ পৃথিবীর মধ্যে যে এক ঊনবিন্দু জল, তাহার নাম সমুদ্র। তাহা অপারও নয়, অনন্তও নয়। পৃথিবী-ভূমিকে মহাদ্বীপ বলে। সমুদ্র মধ্যে স্থলভাগ স্থিত এইজন্য দ্বীপ শব্দের প্রয়োগ। মহাদ্বীপ পৃথিবী নহে। জ্যোতিষ মতে চন্দ্রমাটীকে লইয়া বায়ুমণ্ডল ও আকাশবেষ্টিত পৃথিবী। চন্দ্রমা সাধারণতঃ স্বতন্ত্ররূপে গণ্য

হয়। সে যাহা হউক, পৃথিবী অতীব ক্ষুদ্রায়তন পদার্থ, তাহাতে স্থিত জলকে অপার অনন্ত বলা চলে না। এইজন্য তৎসহ ব্রহ্মের তুলনাও সম্ভবে না; পৃথিবী পরিচ্ছিন্ন, সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ আগত; ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। শ্রুতি অনন্তং ব্রহ্ম লক্ষণ বলিয়াছেন। এখন বণিক আদি অহরহঃ জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া দেশবিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যাদি করিতেছে। যেমন কোন কবি বলিয়াছেন, "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।" তাহা অন্য কোন যুদ্ধ সহ তুলনা হয় না। তেমনি ব্রহ্ম অতুলনীয়। জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিতে হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই হইতেছে বৃহত্তম। বৃংহ ধাতু হইতে বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন। সর্ব্বব্যাপী জন্য ব্রহ্ম অচল, যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—অনেজদেকং। নেহ নানাস্তি কিংচন। এইজন্য ব্রহ্মের তুলনাযোগ্য বস্তুর অভাব। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অসতের বিদ্যমানতা নাই সতের সত্তার বিনাশ নাই। ব্রহ্ম সৎ, সত্য, স্বপ্রকাশ, স্বসংবেদ্য। কঠতে "ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ" বলিয়া পরিশেষ করিয়াছেন।

আকাশ

আকাশ অর্থ যাহা আ সমন্তাৎ কাশ প্রকাশযুক্ত। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় তাহাই আকাশ। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় এইজন্য খং ব্রহ্ম। আকাশবৎ ব্রহ্ম। আকাশে ও ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, অস্তি। আকাশও ব্যাপক ও নিরবয়ব এবং আকাশ অস্তি বলে। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ উৎপত্তি-নাশহীন; আকাশ উৎপত্তি বিনাশ যুক্ত। তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে বলে, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোহন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।৯।১, "অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণিহ্বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎ প্রত্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশো হি এব এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্।" এখানে আকাশ ব্রহ্মবাচী। বৃ-আ ৩য় অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, "সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেতি আচক্ষতে কস্মিং স্তদোতঞ্চ প্রোতং চ ইতি॥ স হোবাচ আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি। কস্মিনন্নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি।" আকাশ পঞ্চভূতের প্রথম বলিয়া উক্ত। যেমন রজ্জু সর্প স্থলে রজ্জুদেহ সহ সর্পদেহের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় আঁধারে

রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি ঘটে। তেমনি ব্রহ্ম সহ আকাশের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় ব্রহ্মে আকাশ ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। আকাশ ভ্রান্তি বা অধ্যাস পাকা হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ অন্য ভূতোৎপত্তি ঘটাইয়া চিন্তকেরা সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন। শব্দ আকাশের গুণ, ব্রহ্ম নির্গুণ। যদি কেহ মনে করেন তৈত্তিরীয়ে যে আকাশের উৎপত্তি বলে তাহা ব্রহ্মের পরিণতি জন্য ঘটে ? নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আকাশের শব্দগুণ আসে নাই বা আসিতে পারে না। অথচ আকাশের শব্দগুণ রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে দধির অম্লত্ববৎ উহা বহিরাগত। দুগ্ধ হইতে দধি হয়। দুগ্ধে শর্করাংশ আছে, অম্লত্ব নাই। দুগ্ধে তেঁতুল দিয়া দধি হয় সবাই জানেন। দধির অম্লত্ব বহিরাগত তেঁতুলের অম্লত্বজাত। তেমনি আকাশের শব্দগুণ আকাশ ও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বহিরাগত উপাধিজাত। তেমনি বায়ুর স্পর্শগুণ আকাশে নাই। বায়ু ঐ স্পর্শগুণ দধির অম্লত্ববৎ বহিরাগত উপাধি হইতে পাইয়াছে সন্দেহ নাই। তেমনি অগ্নির রূপগুণ বায়ুতে না থাকায় বহিরাগত বলিতেই হইবে। তেমনি অপের রসগুণ অগ্নিতে নাই তাহা বহিরাগত। তেমনি পৃথিবীর গন্ধগুণ অপে নাই, সুতরাং উহাও বহিরাগত উপাধিজাত। অতএব ইহা স্বীকার্য্য হইতেছে যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন কিছু তৎকালে বিদ্যমান ছিল যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গুণসকল বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ব্রহ্ম সান্নিধ্যে এই শব্দাদিযুক্ত যে পদার্থ ছিল সেই উপাধি হইতে আকাশাদি ক্রমে ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই বিষয়পঞ্চক যাহাতে স্থিত তাহাকে কেহ তম, মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত, অব্যাকৃতাদি নাম দিয়া থাকেন। দ্বৈতপ্রিয়তা বুদ্ধিকে এমন মোহযুক্ত করে যে অসৎ হইতে সতোৎপত্তি করিতে তাঁহাদের চিত্তে বাধে না। সৎ অর্থ যাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত। সুতরাং ন+সৎ অসৎ অস্তিত্বশূন্য। অসৎ যে অস্তিত্বশূন্য তাহা গীতায় ২।১৬ শ্লোক হইতেও জানা যায়। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অসতে সতের বীজাভাব জন্য তাহা হইতে সতের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না। অসৎ অভাব জন্য তাহা হইতে অন্য অসতের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না। এইজন্যই ছান্দোগ্যর ৬।২।২ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি বাক্য দৃষ্ট হয়। সৎ যাহা তাহা হইতে অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ সতে অসতের বীজ নাই। যাহাতে যাহা বীজভাবে থাকে তাহা হইতে তদুৎপত্তি সম্ভব। যেমন বটবীজে বটবৃক্ষ। ডাব নারিকেলের জল হইতে নারিকেলেরও শাঁসের উৎপত্তি ঘটে। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবে না।

কারণ সৎ যাহা তাহা অক্ষয় অব্যয় হয়। তাহার ক্ষয়ব্যয়ে মাকড়সার দেহস্থ রসে সূত্রোৎপত্তিবৎ কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা ক্ষয়ব্যয়শীল তাহা পরিচ্ছিন্ন মরণধর্ম্মশীল হইয়া থাকে। অপরিচ্ছিন্ন সৎ অখণ্ডৈকরস তাহা একরূপই থাকে জন্য সৎপদবাচ্য। "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি।" তাহার স্বরূপের কখন চ্যুতি সম্ভবে না। তজ্জন্য সৎ হইতে সৎ হয় না, অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ হয় না পূর্ব্বেই পাইয়াছি। দ্বৈতবাদী যতই ব্যস্ত হউন সৎ বা অসৎ হইতে সৃষ্টি সম্ভবে না। ভাগবত পুরাণ ১১।২।৩৮ বলে, "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে দ্বয়ো।" ভাঃ পুঃ ১১।২৮।২১ শ্লোকে—"নযৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।" সৃষ্টি তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে "ইদমগ্র" অবস্থায় ছিল না; পশ্চাৎ প্রলয়ে থাকে না, মধ্যে ব্যক্ত হয়; সুতরাং উক্ত ন্যায়ে ব্যপদেশমাত্রং। কেহ যদি বলেন তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে সপ্তম অনুবাদে দেখিতে পাই, "অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি শ্রুতি বলিয়াছেন; এখানে অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতি তাহা হইতে সৎ ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি ঘটে। যেমন গীতায় বলে, "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।" অব্যক্তা কার্য্যব্রহ্মের দিবাকালে ব্যক্ত জগৎ রচনা করেন, আবার কার্য্যব্রহ্মের রাত্রিকালে ব্যক্ত জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটাইয়া থাকেন। কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার দিবায় প্রলয় বা রাত্রিতে সৃজন করিতে পারেন না, অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম সাক্ষী হইলেও তাঁহার বিদ্যমানতার অপেক্ষা আছে। সৃষ্টি ঘটান বিষম ব্যাপার। অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াই সৃষ্টি ঘটাইতে হয়, এইজন্যই বলে অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া। প্রকৃতি অসৎ, তাহার বিদ্যমানতার অভাব। তাহাতে আবার অচেতনত্ব রহিয়াছে। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সর্ব্বব্যাপী চেতন অচল অকর্ত্তা সুতরাং সৃষ্টি দাঁড়ায় না। সৃষ্টিচিন্তক অন্ধপঙ্গুন্যায়ে চেতনসহ সম্পর্ক রাখিয়া অচেতন দ্বারা সৃষ্টি ঘটান। যেমন কালীমূর্ত্তিতে। প্রকৃতি পুরুষ সহ সংস্পৃষ্ট থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করিতেছেন। বিবর্ত্তে ব্রহ্মে জগৎ ভাসে বলিলে অনেকটা সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব ব্রহ্মে রজ্জুতে সর্পবৎ আকাশ প্রতীতি হয় মাত্র।

বায়ু

বায়ু বা বাতি তৎ ধর্ম্মযুক্ত য়ু ইতি বায়ু। যে সদাই বহিয়া যায় অর্থাৎ সদাই ক্রীড়াশীল। পঞ্চভূতের দ্বিতীয় সংখ্যক ভূত। আকাশাদ্ বায়ুঃ। স্পর্শ-

গুণযুক্ত স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বায়ুর রূপ নাই। ঋ ১০।৯০।২৩ মন্ত্রে বলে, "প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত।" বৃঃ আঃ ৩।৯।৯ মন্ত্রে বলে, "কতম একো দেব ইতি, প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম।" দেহে ক্ষিতি অপের পরই বায়ুর স্থান। ব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্মের উৎপত্তি; এই সূত্রাত্মা বায়ুই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ ক্রিয়ারত। পঞ্চীকৃত ক্ষিতি অপ স্থূল দেহের কারক। যাহাকে অন্নময় কোষ বলে। অন্ন ক্ষিতিতত্ত্বকেও বলে। অন্নময় স্থূল দেহে প্রাণময় কোষের স্থান। পঞ্চপ্রাণ বায়ুরই প্রকারভেদ। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান। ইহারা পঞ্চপ্রাণ বলিয়া অভিহিত হয়। যখন গাঢ়নিদ্রাকালে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় তখনও প্রাণের ক্রিয়া থাকে প্রাণাদি কার্য্য চলে। এই বায়ুরূপী প্রাণ অচেতন। কারণ তৎকালে গৃহমধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে প্রাণ তাহা জানিতে পারে না। আমাদের এই ধরাতল চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত। বায়ুকে অবলম্বন করিয়াই বাষ্পরূপী সমুদ্রের জল দক্ষিণ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরে হিমালয়ে গিয়া কতকাংশ তুষারে পরিণত হয়। অবশিষ্টাংশ বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া ঝরণা, নদীর বা নদের কারণ হয়, যাহাতে ধরাতল শস্যশালিনী হয়। ঋ ১০।১৭০।৪ মন্ত্রে বলে, সূর্য্য বায়ু প্রেরিত হইয়া বিচরণ করেন। এখানে বায়ু অর্থ সূত্রাত্মা। যেমন বৃঃ আঃ ৩।৭।২ বলে, "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্। বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি ইতি।"

ঋ ১০।১৬৮।৪, বায়ু দেবগণেরও আত্মস্বরূপ। শ্রুতিতে তিন লোকে অগ্নি বলে। সূর্য্য দ্যৌ লোকাগ্নি, কাষ্ঠস্থ অগ্নি পার্থিব অগ্নি এবং ভুব বা অন্তরীক্ষে বায়ুর স্থান; তথায় বায়ুকে ভুবর্লোকের অগ্নি বলে। শ্রুতিতে তেত্রিশ দেবতা বলে। তাহাতে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসু এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া তেত্রিশ বলে। ইহাতে বায়ু, বরুণ, মরুৎ, অশ্বিনীদ্বয়, অগ্নি, ইহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত নাই। অথচ ইঁহারা বেদে প্রধান বলিয়া বহু মন্ত্রে পুজিত হন। ইহার কারণ শ্রুতি বলেন এক দেবতা। ঋ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে, "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" বিজ্ঞান বলেন যে বায়ুতে অক্‌সিজেন আছে তাহাই প্রাণবায়ুর স্থিতির হেতু। বৃক্ষাদি নাইট্রোজেনে পুষ্ট হয় অক্‌সিজেন ত্যাগ করে এইজন্য বৃক্ষাদির প্রয়োজন। বৃক্ষাদিহীন সহরের আবহাওয়া সহজেই খারাপ হয়। এইজন্য পার্কের ব্যবস্থা করে। পার্কে বৃহদায়তনের বৃক্ষ থাকা আবশ্যক নতুবা স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না। এইজন্য

টি, বি, রোগীকে জঙ্গলপুর্ণ পাহাড়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। বায়ুমণ্ডলের বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়বীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই বায়ু কখন দক্ষিণ হইতে ধীরে বহে, তখন তাহার নাম মলয়পবন। পূর্ব্ব দিক্ হইতে বহে তবে জলীয় জন্য বাতের বৃদ্ধিকারক হয়। উত্তর দিক্ হইতে বহে তবে শীতের হেতু হয়। পশ্চিম দিক্ হইতে বহে তবে গরম হয়। যদি প্রবল বেগে বহে তবে ঝড়-তুফান হয়। আবার সাইক্লোন, টর্ন্যাডো, টাইফুন রূপে মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করে। দালানের ছাদ পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়।

অগ্নি

অগি গতৌ, যাহা সর্ব্বদা উর্দ্ধগতি তাহাই অগ্নি। অন্‌গ্‌+নি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। অগ্নিদেবতা তিন ভুবনে তিন রূপে স্থিত। দ্যৌলোকে সূর্য্যাগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু অগ্নি, ধরাতলে পার্থিবাগ্নি। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের নিকট এক বাড়বাগ্নি তীর্থ আছে, তাহাতে দিবারাত্র জলে অগ্নি জলে। আকাশে তড়িৎ অগ্নি পাতালে সংকটাগ্নি ভূমিকম্পের কারণ হয়। স্বর্গে নচিকেতাগ্নি। কাষ্ঠেতেও অগ্নির স্থিতি দৃষ্ট হয়, এইজন্য কঠ উপনিষদে বলে, “অগ্নির্য্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।” অস্মদ্দেশে অগ্নির্দ্দেবো দ্বিজাতীনাং বলিয়া পুজিত। ইনি হব্যবাহ। অন্য দেবগণ উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নিতে যে হবি প্রদত্ত হয় তাহা তৎ তৎ দেবতাকে পৌছাইয়া থাকেন। এইজন্য ঋগ্বেদের ১।১।১ অগ্নিমীলে “পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবঋত্বিজং হোতারং রত্নধাতবং। হিরণ্যগর্ভ তৈজসদেহ ত্রিলোকব্যাপী দেবতা।” ইনি প্রথমেই মায়া গর্ভে মায়াবরণে আবৃত থাকিয়া হিরণ্ময় জ্যোতিস্বরূপ পুরুষ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারক। ব্যাপক ও অব্যক্ত হওয়ায় অনেকের পক্ষে হিরণ্যগর্ভ বা সম্ভূতির উপাসনার বিষয় দুরূহ হয়। যেমন বালককে পৃথিবীর গোলত্বাদি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর প্রতীক গোলক (গ্লোব) ব্যবহৃত হয়, তেমনি হিরণ্যগর্ভের প্রতীক অগ্নি গৃহীত হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ জ্যোতির্ম্ময়, অগ্নিও জ্যোতির্ম্ময়। হিরণ্যগর্ভ মায়াবরণে আবৃত, অগ্নিও ধূমাবরণে আবৃত। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারক। অগ্নিও অন্ন, অস্ত্রাদির সৃষ্টির কারক, শীতে রক্ষক। চিতায় ভক্ষক। এইজন্য অগ্নি হিরণ্যগর্ভের সুন্দর প্রতীক বটে। অগ্নি পঞ্চভূতের তৃতীয়। রূপগুণ-বিশিষ্ট। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইলেও

বায়ুতে রূপাভাব। এইজন্য অগ্নির রূপগুণ বহিরাগত বলিতে হইবে। যখন বৌদ্ধগণের প্রতাপে ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম ম্লান হইয়া যায়, সেই সুদীর্ঘ সহস্রাধিক বর্ষ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর বিষম বিপদের সময় হইয়াছিল; যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রায় লোপ পাইতেছিল। উক্ত সহস্র বর্ষের শেষভাগে বৌদ্ধগণ মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধের মূর্ত্তি, অন্য কেহ অষ্ট সহস্র প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর মূর্ত্তি গঠনে পূজন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণগণ অগ্নির মূর্ত্তি মৃৎ বা পাষাণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। মুণ্ডকোপনিষদেও সপ্তজিহ্বা অগ্নির জিহ্বার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রথম জিহ্বার নাম কালী। এবং অগ্নি লেলায়মান থাকা কালেই আহুতি দিতে হয়। ভস্মে আহুতি নিষ্ফল হয়। এইজন্য কালীনামা লেলায়মান জিহ্বাটীর কালীমূর্ত্তি ঘটিল। ধূমাবরণ স্থলে কাল রঙ এবং অগ্নির প্রকাশক কালীদেহে বড় বড় লাল ডোরা দিল। পুরুষসান্নিধ্যে প্রকৃতি ক্রীয়াশীলা হয়, এইজন্য কালীর পদদ্বারা নির্ব্বিকার পুরুষ সহ সংস্পর্শ রাখিয়া মূর্ত্তি পুজিত হইল। প্রিয় পুত্রাদিকে মাতা বুকে বুকে রাখেন। বহুপুত্র তাঁহার, তাই মুণ্ডমালা দ্বারা বুঝাইতেছে যে ভক্তগণের দেবী মাল্য যেমন বুকে ঝুলান তেমনি ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রীতি করিয়া থাকেন। মুণ্ড দেহের পরিচায়ক, তাই মুণ্ডমালা।

মহাপ্রস্থান

প্রস্থান অর্থ কোন স্থান ত্যাগে চলিয়া যাওয়া। মহাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া সংসারে বিরাগী হইয়া ভারতের সিংহাসন ত্যাগে অন্যত্র প্রস্থান করেন। তাহা মহাভারতে বেদব্যাস মহাপ্রস্থান শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণিত আছে যে পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী ছত্রিশ বর্ষ বয়স্ক অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে স্থাপন করতঃ পদব্রজে উত্তরাভিমুখে চলিয়া যান। পথে দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন, ভীম আদি পথশ্রমে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির একাকী ১২৯ বর্ষ বয়ক্রমে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। অচেনা পথে কোথায় যাইবেন বলিয়া চিন্তিত হইলে স্বয়ং ধর্ম্ম কুকুররূপ ধারণে তাঁহাকে মহাপথের পথ দেখাইয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এ কুকুর অমানব বটে। একটী শ্লোক পাঠ্যাবস্থায় শুনিয়াছিলাম, তাহাতে মহৎ শব্দ পথের বিশেষণ করিতে নিষেধ করে। শ্লোকটী এই—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহৎ শব্দো ন দীয়তে।" মহাপথে প্রস্থান করেন জন্য উহা

মহাপ্রস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সরমা নাম্না কুকুর বৃত্র অপহৃত গো সূর্য্যাদির সন্ধান করতঃ দেবরাজকে পথ দেখাইয়াছিল। ডিটেক্‌টিভ গল্পে শুনি, অনেক দেশে এমন সব কুকুর পোষে যাহারা পলাতক আসামীদের পদচিহ্নে স্থিত গন্ধ অনুসরণে পুলিশকে আসামী যথায় লুক্কায়িত তথায় উপনীত করে। মহাপথ মহান্ আকাশের পথ যাহা অবলম্বনে প্রেত চন্দ্রলোক বা সূর্য্য-লোকের দিকে গমনে সমর্থ হয়। উপনিষদে বলে, দেবলোক হইতে আদিত্য-লোক হইয়া বিদ্যুৎলোকে উপনীত হইলে এক অমানব পুরুষ সেই দেহী পথিককে ব্রহ্মলোকের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। পথে বিরজা নামক নদী পড়ে, তথায় সেই প্রেতযাত্রী সুকৃত দুষ্কৃত ধুইয়া ফেলেন এবং বিররজ হইয়া ব্রহ্মলোকাভিমুখে গমন করেন। মহাভারতেও তেমনি মহারাজ যুধিষ্ঠির মন্দাকিনী নদীতে স্থূল দেহ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করেন। ঋ ৯।৪১।৬ বলে, "রসারসের বিষ্টপং।" যেমন রসানদী বিষ্টপ বেষ্টিয়া স্থিত। শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান পথদ্বয়ে কর্ম্মানুযায়ী যাইবার অধিকারী হয় বলে। হিমালয় প্রদেশের বদ্রীনারায়ণ অলকনন্দার উপরিস্থিত। কেদারে মন্দাকিনী স্থিতা আছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে স্বর্গীয় মন্দাকিনীতে স্নান করেন তাহাই কি কেদারের মন্দাকিনী? পুরাণে ত্রিপথগা গঙ্গা বলে; পাতালে ভোগবতী, ধরাতলে ভাগীরথী ও স্বর্গে স্বর্গঙ্গা অলকনন্দা স্বর্গীয় অলকনন্দা ছায়াপথকে বলে। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যকিরণে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া মেঘরূপে উত্তর দিকে হিমালয়ে যায়, তথায় বর্ষণ হইলে অলকনন্দা সরিৎরূপে প্রবাহিত হয়। বদ্রীর অলকনন্দাই সেই স্বর্গদ্বার পরিণতি। কেহ কেহ সুমেরু ও মেরুকে পৃথক স্থান বলেন। সুমেরুর দক্ষিণে মেরু এবং ইহাই ভূস্বর্গ। অনেকে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানকে ভূস্বর্গ বলে, তাহাতে দেবলোক যে স্বর্গ তাহা ভুবলোকের উপরে স্থিত। ভূস্বর্গ ভূলোকের অন্তর্গত। কেহ কেহ পর্ব্বতগণ নরদেহের মেরুদণ্ডবৎ পৃথিবীর মেরুস্থানীয় বলেন। হিমালয় নব উত্থিত পর্ব্বত, সমুদ্র মধ্য হইতে জাত। চীনের টিয়েনসান পর্ব্বতই মেরুস্থানীয় বলে। অন্যে ইয়োরোপের কার্পেথিয়ান মেরুদণ্ড বলিতে চাহেন। জিওলজিষ্ট বলেন, হিমালয় অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে Carpethion হইতে Teinsen পর্য্যন্ত স্থান Tethys নামা সমুদ্র দ্বারা আক্রান্ত ছিল। নতুবা হিমালয়কেই মেরুদণ্ড বলা হইতে পারিত।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির হিমালয় পর্ব্বতে আরোহন করিয়া সুমেরু পর্ব্বত দর্শন করেন। ইহাতে সুমেরু

পর্ব্বত সুমেরু North Pole নহে জানা যায়। হিমালয়ের সন্নিহিত তিব্বতাদি প্রদেশস্থ কোন পর্ব্বত। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ব দিকপতি ইন্দ্র ও পশ্চিম দিক-পতি বরুণ। বরুণই ইরাণীয় আর্য্যগণের সেবিত প্রধান দেবতা অসুর মজদা। ঋগ্বেদে বরুণকে অসুর বলিয়া উক্ত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব দিক হইয়া ইন্দ্রোপাসক আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করেন কি? ঋগ্বেদে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পশ্চিম হইতে আসিয়া বিপাশা নদী পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে আসেন বর্ণিত রহিয়াছে। বিদেহ মথরসহ রাহুগণ গৌতম সহ পূর্ব্ব দিকে আসিয়া সদানীরা নদী সন্নিহিত প্রদেশে অগ্নি স্থাপন করতঃ বিদেহ বা মিথিলা রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাতে কার্পেথিয়ান ও টিয়েনসিয়ান পর্ব্বত মেরু পর্ব্বতই সুন্দর স্থান জন্য সু উপসর্গযুক্ত হইয়া থাকিবে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে দেহরক্ষা করায় বলিতে হয় কেদার সন্নিহিত স্থানে। এই সুমেরু বা মেরুপর্ব্বত হইতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ও কেদারে দেহত্যাগ করেন এমন প্রবাদ আছে। বর্ত্তমানে আমরা রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গম দেখি। দেবপ্রয়াগে উক্ত উভয় সহ গঙ্গোত্রী হইতে আগত গঙ্গা সহ মিলন হইয়াছে। মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থান কেদার। কেদারেই একটী চৌবাচ্চা আছে যাহাকে মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থান বলে ও তাহার জলে স্নান করিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। ইহাতে কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণী (Kailash Range) হিমালয়ের উত্তরস্থ জন্য মেরু বা সুমেরু হইতে পারে। কেদার তুঙ্গস্থান হইতে নিম্নে স্থিত। তুঙ্গ অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের তুঙ্গস্থান কল্পিত আছে। ত্রৈগুণ্য হইতে নিস্ত্রৈগুণ্যে যাইতে বিরজ হইতে হয়। বিরজানদী অতিক্রমে ব্রহ্মলোক এবং পুণ্য পাপ বিরজা নদীতেই রাখিয়া বিরজ হইয়া থাকে। মহাভারতেও দেখি যে মন্দাকিনীতে দেহ রক্ষার পর তাঁহার শোক সন্তাপ বৈরভাব (দুর্য্যোধনে) বিদূরিত হয়। অর্থাৎ তিনি বিরজ হন। তেমনি রস নদীতে অবগাহন করিয়া শৃঙ্গারাদি অষ্ট রস ত্যাগে নবম রস শান্তিরস লাভ ঘটে।

সমগ্র পৃথিবী জলপ্লাবনে ডুবিয়া গেলে মনু মৎস্য শৃঙ্গে বদ্ধ তাঁহার নৌকা হিমালয়ের শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া তথায় অবতরণ করেন, এইজন্য সেই স্থানের নাম মনোরবসর্পণম্। উহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হওয়ায় পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে হিমালয়ই গৃহীত এমন অনুমিত হয়। তুঙ্গ শৃঙ্গটীই সুমেরু সর্ব্ব প্রাণীর বীজ রক্ষণ স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়া পৃথ্বীরও মেরুদণ্ড, এমন কথার উদ্ভব হইয়াছে।

"পর্য্যঙ্ক" বিদ্যায় বিরজা নদীতে সুকৃত ও দুষ্কৃত বিধৌত হয় বলিয়াছে। দুষ্কৃত ধৌত হইলে নিরাবিল সুকৃতের ফল বড় সুখময় হইতে পারে। কেহ কেহ ব্রহ্মলোকের পর্য্যঙ্কে শায়ী পুরুষের পুনরাবর্ত্তন নাই বলেন অর্থাৎ সেই কল্পে আর জন্মে না। কার্য্যব্রহ্মের কার্য্য শেষে নব কল্পে নব সৃষ্টি ঘটে। তৎ বিষয়ে ঋ ১০।১০০ সূক্তে বলে—যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। অর্থাৎ সংস্কার অনুযায়ী সৃজন করেন। মহাপ্রস্থান সন্ন্যাস নহে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী, কুকুর ভ্রাতাদির সঙ্গ সুখের আবেশ রহিয়াছে। গীতার "অসঙ্গ" তিনি মোটেই করেন নাই। নরকে স্বর্গে উভয়ত্র সঙ্গসুখ-সার সংসার মানিয়াছেন। পর্য্যঙ্কবিদ্যাতেও পর্য্যঙ্ক গন্ধাদির ভোগ রহিয়াছে দেখা যায়। পর্য্যঙ্ক গন্ধাদির ভেদভাবের নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মে স্থান নাই। ভোগ মন ইন্দ্রিয়াদি দ্বার দ্বারাই ঘটে। ইহাতে সূক্ষ্ম শরীর পর্য্যঙ্ক বিদ্যার ব্রহ্মলাভে থাকে। শ্রুতি বলেন—"উৎক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে।" বৃ ৩।২।১১। সূক্ষ্ম দেহরূপ ঘর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হয়। ভর্জ্জিত বীজে বৃক্ষ হয় না। সূক্ষ্ম শরীরই ইহলোকে গতাগতি করে। পাপ অবিদ্যা কাম কর্ম্মের বীজ রক্ষণ করে। তৎফলে নরদেহাদি লাভ ঘটে। কর্ম্মফল্‌ভোগার্থ উৎক্রমণ। "ক্ষীণে পুণ্যে" মর্ত্ত্য দেহ লাভ হইয়া থাকে। পুরাণে বহু রাজর্ষি সিংহাসন ত্যাগে বনী হন। মহাপ্রস্থান বাণপ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর ত্যাগে হরদ্বারের বনে তপস্যা করিতে থাকা অবস্থায় দাবানলে দগ্ধ হওয়ার বিবৃতি আছে। পাণ্ডুও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ইহা মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়। মহাকাব্যে সবই মহান বলে, প্রস্থানও মহাপ্রস্থান।

চণ্ডী ও গীতা

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী। মহাভারতান্তর্গত গীতা। চণ্ডী শব্দ (চণ্ড স্তু অত্যন্তকোপনঃ) বাক্য হইতে কেহ নিষ্পন্ন বলেন। অসুরগণের অত্যন্ত দুর্ব্বার দুর্ব্ব্যবহার জন্য কোপান্বিতা দেবীর নাম চণ্ডিকা। "প্রচণ্ডে দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।" প্রচণ্ড দুর্দ্দণ্ড দৈত্য দর্পবিনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনী, ভবব্যাধি নাশকারক জন্য জ্ঞানস্বরূপিণী। চণ্ডিকার চরিত্র বর্ণিত এই গ্রন্থে, এইজন্য নাম চণ্ডী।

চণ্ড অর্থ তীক্ষ্ণ বীর্য্য। তীক্ষ্ণ বীর্য্যবতী জন্য চণ্ডীকা নাম কেহ বলেন। অন্যে বলেন সূর্য্য আত্মা। আত্মা এত জ্যোতিষ্মান্ যে "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি।" গীতায়

বলে, (১৩।১৮) "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।" গীতা ১১।১২, "দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" এইজন্য আত্মা প্রচণ্ড চণ্ডাংশু সদৃশ। তাহা হইতে চণ্ডী অর্থ আত্মতত্ত্ব হয়। চণ্ডাতপভুজা দুর্গাকেও বলে।

গীতা অর্থ গীঃ বাণী যাহার দ্বারা তৎকে ইত (প্রাপ্ত) হয় তাহা গীতা। তাহাতে গীতাও আত্মতত্ত্ব। পুরাণ অর্থ পুরাণ পুরুষ বিষয়ক আখ্যান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মহামায়ার কার্য্য জ্ঞাপিত। গীতায় ৭।২৫ "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মালজমব্যয়ম্॥" গীতা ৪।৬ "প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" যেমন বায়ুতে স্থিত অদৃশ্য জলীয় বাষ্প দৃষ্টহয় না। উহা উর্দ্ধস্থ হইলে তথাকার শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণ বর্ণ দৃশ্য বাষ্প বা মেঘে পরিণত হয়। তাহা পুনঃ শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারা হয়। পুনঃ শৈত্য সংযোগে উহা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলা হয়। এখানে শৈত্য জন্য জলস্বরূপের চ্যুতি না হইয়াও জলের নানাত্ব ঘটিতেছে। শৈত্য কোন বস্তু নহে। তাপের অভাবকে শৈত্য বলে। তেমনি "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো" মায়া তৎ সংযোগে ঈশ্বর চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য, বিরাট চৈতন্যাদি সমষ্টি ভাব ও বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ব্যষ্টিভাব ঘটে অথচ পুরুষের স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। ঋগ্বেদের ১।৫১।৫, ১।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮ ও ১০।১৭৭।১ মন্ত্রে পাওয়া যায়। মায়া জন্য দ্বৈতের দৃশ্য প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়। মায়াবাদ বৈদিক, আচার্য শঙ্কর কল্পিত নহে।

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত। তাহাতে লিখে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ পরীক্ষার্থ একদিন বনে কৃষ্ণ নিদ্রাগত হইলে সব গো ও রাখালগণকে হরণ করেন। কৃষ্ণ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন সন্ধ্যা সমাগত, গো রাখাল নাই। তখন তিনি যোগমায়া যোগে বিনা উপাদানে গো ও রাখাল সৃষ্টি করিয়া বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দেন। গোপগোপীগণ জানিতে পারিল না যে গো ও রাখালগণ নকল মাত্র। এক বৎসর পরে ব্রহ্মা গো ও রাখাল প্রত্যর্পণ করিলে কৃষ্ণ দেখিলেন দুই সেট গো রাখাল হইয়াছে অমনি মায়িক সৃষ্ট গো ও রাখাল উধাও হইয়া গেল। আসল গো ও রাখাল গৃহে গমন করিল। রাসলীলা কালে যোগমায়ার ঐশ্বর্য্যে ষোল হাজার গোপী ও রাখাল সৃষ্টি করেন। রাসলীলা অন্তে রাত্রিশেষে ঐ কৃষ্ণ ও গোপী সকল উধাও হইলে কিছুই অবশেষ থাকে নাই। ইনিই পুনঃ সৃষ্টি কর্ত্তা, বিনা উপাদানে যোগমায়া বলে জীব জগৎ রচনা করেন।

মায়া সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় মুনির আখ্যান আছে। তিনি সন্ধ্যাবন্দনা জন্য নদীকূলে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন সব জল-প্লাবিত হইলে এক বটপত্রে এক ক্ষুদ্রকায় শিশু ভাসিতেছেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস সহ মার্কণ্ডেয় সেই দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় নানা দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বহু বর্ষ অতীত হইলে পুনরায় হঠাৎ প্রশ্বাস সহ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তিনি নদীতীরে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন। ইহার নাম মায়ার খেলা।

ভাগবত পুরাণ ২।৯।৩৩ মায়ার লক্ষণে বলে, "ঋতেঽর্থ্য যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিত্থাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥" অন্যত্র আছে ১১।২।৩৮ "অবিত্থমানোঽপ্যবভাসতে দ্বয়ো" ১১।২৮।২২ "অবিত্থমানোঽপ্যবভাসতে যো।"

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে বর্ণিত আছে, কল্পান্তে প্রলয় ঘটিলে জগতের সর্ব্বপ্রকার ভেদ নাশে সব কারণ-সলিলে একীভূত হইলে বিষ্ণু শেষ অর্থাৎ অনন্ত শয়নে যোগনিদ্রা ভোগ করেন।

প্রলয়ে দুই প্রকার ভেদ আছে, এক যাহাতে অব্যাকৃতা ও ব্রহ্মা থাকেন যেমন গীতা ৮।১৮ ব্রহ্মার রাত্রিতে সব অব্যাকৃতায় লয় হয়। "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" অন্য যাহাতে অব্যাকৃতা ও ব্রহ্মাও থাকেন না। দেশ কাল থাকে না। যেমন ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের ১।২ মন্ত্রে বর্ণিত। "ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥" ছান্দোগ্যে ৬।২।১ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইহাতে অব্যাকৃতা কারণ-সলিলরূপা থাকে না। মৃত্যু অর্থ অসৎ তম। বৃঃ আঃ উপনিষদে বলে, অমৃতদেবতা হিরণ্যগর্ভ তমদেহ, তম না থাকায় তিনিও ছিলেন না কাল বা তৎ চিহ্ন ছিল না। কেবল সর্ব্বব্যাপী অনস্বরূপ পুরুষ স্বরূপে বিরাজমান ছিলেন। চণ্ডীতে যে অনন্ত শয়ন বর্ণিত তাহাকে ভাগবত পুরাণের ১২।১১।১৩ "অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।" অব্যাকৃতা অধিষ্ঠানে সৃষ্টি। গীতায়ও বলে ৪।৬ "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" সুতরাং এই প্রলয় গীতার ৮।১৮ বর্ণিত প্রলয়। যেমন ব্যষ্টিজীব তমোঽভিভূত হইয়া সুষুপ্তিগত হয়, যাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে, সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ তেমনি তমোঽভিভূত হন। এই তম দ্বারা অভিভূত অবস্থাকে কার্য্যব্রহ্মের রাত্রি বলা হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রা যায়। ইনিও যোগনিদ্রাগত। বিষ্ণু "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং" সর্ব্বগত। বে বেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু অথবা বিশ

প্রবেশনাৎ সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট অন্তর্যামী রূপে। চণ্ডীতে দেবীকে "সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী" বলিয়া পুরুষের শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা অর্থবাদ মাত্র। যেমন শ্বেতাশ্বতরে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" দেবীশক্তি বলিয়াই তাহাকে নারায়ণি নমোঽস্তুতে বলা হইয়াছে। যেমন একই বিজলী তাঁপ, আলোক, বল ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি এই দেবশক্তি সৃজনশক্তি, পালনশক্তি ও সংহারশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হন। "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" বাক্যে ইহাকে শিবশক্তি ও নারায়ণি বলায় একই দেব, নাম ভেদমাত্র বলা হইয়াছে। যেমন ঋ ১।১৬৪।৪৬ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যাগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" ঋ ১০।১১৪ সূক্তেও একই দেবতা পণ্ডিতগণ নানাত্ব কল্পনা করেন বলিয়াছে। ঋ ১০।৮২।৩ "যো দেবানাং নামধা এক এব।" কঠ উপনিষদে বলে "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" ১।৩।৯॥ মাণ্ডুকে বলে, "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" "শ্বেতাশ্বতরে, যদাঽতম স্তন্নদিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ। একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্তুঃ।" জীব এব কেবলঃ শিবঃ ইত্যাদি বাক্য হইতে শিব বিষ্ণুর একতা প্রতিপাদিত হয়। গীতায় ভেদবিভ্রম ভঙ্গের জন্য কৃষ্ণ আপনাকে সংহারকর্ত্তা কাল বলিয়াছেন। ১৩।১৭ "অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম। ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" তৈত্তিরীয় উক্ত কার্য্যব্রহ্মলক্ষণ স্থিতিশীল করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে বেদান্ত সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনি এককই করেন। অল্পবুদ্ধি জনকে বুঝাইবার জন্য কল্পনাবৎ শক্তি কল্পনাটীও বটে। শক্তি থাকিলে শক্তি প্রয়োগরূপ চেষ্টাও থাকে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট জন্য শক্তি যে কল্পিত তাহা জানা যায়। মহামায়া মায়াশক্তি। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো" ভাগবত পুরাণে উক্ত। কেন উপনিষদে "তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীং।" ব্রহ্মবিদ্যা উমা, সর্ব্বক্লেশ-নাশকারিণী জন্য উমা। উহা শক্তি নহে। দেবীর নামও উমা। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী জন্য সর্ব্বাশ্রয়। মায়া যদি থাকে তবে তাহারও আশ্রয়। এইজন্য ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া বলা হয়। যাঁহারা সৃষ্টিচিন্তক তাহাদের মায়া স্বীকৃত। তাহা অলক্ষিতভাবে অদেহ ব্রহ্মদেহে বাস করে। যেমন লোমকূপে অলক্ষিতভাবে মল থাকে। যেমন সূক্ষ্ম স্নায়ুতে অলক্ষিতভাবে ব্রণ থাকে যেমন পুরুষচর্ম্মে অলক্ষিতভাবে সূক্ষ্ম কণ্টক বিদ্ধ থাকে, তেমনি অশরীর ব্রহ্মে মায়া অলক্ষিতভাবে থাকে। কিন্তু উহা সাক্ষাৎভাবে শ্রুতি "অকায়ং অব্রণং

অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্” বাক্যে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং অলক্ষিতভাবে থাকা বলা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিরোধী বাক্যপ্রয়োগ বটে। সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত পুরুষে ভেদ কল্পনা না করিয়া মায়া থাকা স্বীকার করা চলে না।

চণ্ডীতে (১।৪৭) আছে—“জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।” (১।৪৯) “জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশু-পক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥” সকলের মধ্যেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ থাকায় সকলেরই জ্ঞান আছে। উহা মনুষ্যের বিশেষ সম্পদ নহে। গীতা ১৩।২ “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।” মহামায়া মোহকারিণী। চণ্ডী ১।৫৫-৫৬ “জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥” চণ্ডী ১।৫৪ “যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।” গীতা ৩।২৩ “সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।” বিষয় গোচরে আসক্তচিত্ত জন্তুরও সকলেরই জ্ঞান আছে। গীতা ৭।১৫ “মায়য়াহপ-হৃতজ্ঞানাঃ” বাক্য আছে। গীতা ৭।১৫ “নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।” চণ্ডীর ১।৬৭-৬৮, বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রাগত তখন তাঁহার অজ্ঞাতেই তাঁহার কর্ণস্থ মায়া-মলে দৈত্যদ্বয় ও নাভিস্থ জল-মলে ব্রহ্মার উৎপত্তি বলে। এবং দৈত্যদ্বয় নিরীহ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত। এমন বর্ণিত আছে। ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্টি ঘটিবার পুর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। ইহা হইতে সৃষ্টির স্বরূপ কতকটা জানা যায়। গীতা ১৩।২৯ “প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥” প্রকৃতি কৃত সৃষ্টি, পুরুষ অকর্ত্তা। গীতা ৩।২৭ “অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।” সুতরাং অকর্ত্তা পুরুষের অজ্ঞাতেই সৃষ্টি হওয়া বলিয়াছে। ঋ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে বলে “ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যোহস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥” সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না এবং সৃষ্টি হইয়াছে এমন জ্ঞান তাঁহার নাই। গীতা ৯।৪ ও ৫ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না। গীতা ৭।৫ অল্পজ্ঞ জীব জগৎ ধারণ করে। গীতা ২।১৬, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ বাক্য রহিয়াছে। সৎ পুরুষের বিনাশ নাই। যাহা নশ্বর তাহা অসৎ। তাহার সত্তা নাই। সৃষ্টি অর্থাৎ জগৎ অসৎ, মায়াকৃত। ইহা ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে বলিয়াছে। সৃষ্টি অর্থ অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। কারণ কামনা করিতে অর্থাৎ সৃষ্টি কল্পনা করিতে যেমন রাগাদি প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত এমন অপ্রাণ এহেন পুরুষেরই ইন্দ্রিয় মনাদি বাহির হইতে আগত। গীতা ১৩।৫, ৬ ও ৭, ইহা ক্ষেত্রের বা প্রকৃতির সম্পদ।

সুতরাং অধমর্ণ হইয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া উত্তমর্ণ প্রকৃতি হইতে উহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মায়াজালে বদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি বলিলেন, সতোবন্ধুমসতি। এই চণ্ডীর সৃষ্টি আর একটি শিক্ষা দেয় যে মায়ার সৃষ্টিতে বলদর্পী অহঙ্কারী কাম ক্রোধলোভী রজোগুণীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ, তাহারা যে নিরীহ জাতের উপর—হরিণাদির উপর সিংহের ন্যায়—অত্যাচার করিবে, তাহাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। সুতরাং জগতে অত্যাচারিতের সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব ব্যাপার। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।" পার্থিব সম্পদ ত্যাগে, অর্থাৎ মায়ার পাশ কাটিয়া, আনন্দস্বরূপের আনন্দ পান কর।

বিষয় যাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য, তাহাকে শ্রেণী ভাগ করিলে পাঁচ সংখ্যক হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। বিষি নোতি বক্রাতি ইতি বিষয়। যাহা বন্ধনের হেতু তাহাই বিষয়। ইন্দ্রিয়ও প্রকৃতির সম্পদ, বিষয়ও প্রকৃতির সম্পদ। তাহা ভোগ করিতে হইলে প্রকৃতির বশ্যতাপন্ন হইতে হয়। প্রকৃতি উত্তমর্ণ হইয়া অধমর্ণকে চাপিয়া পিষিয়া রাখে। যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্রী কালিকা মৃতবৎ পুরুষের বুকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছেন। অথবা মালার সূত্রই মূল। মনি আদি এমনভাবে থাকে যে সূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজন্য ঋ. ১০।১২৯।৫ বলিয়াছে, "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।" স্ব স্বরূপে স্থিত পুরুষ নিম্নে অদৃশ্য রহিলেন আর উপরে প্রযতির আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইল। Self-supporting principle beneath and energy aloft.

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে মহিষাসুর ত্রিভুবনেশ্বর; দেবগণ স্বর্গচ্যুত। দেবগণ ব্রহ্মাসহ শম্ভু ও বিষ্ণু সমীপে গমন করিলে তাহাদের প্রতি অতীব ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে জানিয়া কোপযুক্ত হইলেন। তখন ইহাদের বদন হইতে মহৎ তেজ বহির্গত হইল। অন্য দেবগণ হইতে সুমহৎ তেজ নির্গত হইল। সেই সকল তেজ একীভূত হইয়া এক দেবী উৎপন্না হইলেন। সব খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন তেজরাশি একীভূত সুমহৎ তেজ হইল। সেই পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় তেজোময়। যেমন গীতায় ১১।১২, "দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥"

সৃষ্টি তম আবরণে আবৃত হইলে ইহা ঘটে। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান অসম্ভব জন্য তম বিদূরিতে দৈত্যাদি ভাবও বিদূরিত হয়। এই দেবী মহিষাসুরাদির বিনাশ সাধন করে। ৪।২২ শ্লোকে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।" বাক্যটী আছে। ইহার তাৎপর্য্য, এই দেবী জগজ্জননী। দেব, অসুর

উভয়েরই জননী ; তবে এক পুত্রকে স্বর্গে সুখে রাখা, অন্যকে পাতালে রাখা কেন ? এবং যদি পাতালস্থ অসুর কোন ক্রমে স্বর্গ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে অজস্র বধ করা কেন ? তাহারই উত্তর চণ্ডী দিয়াছেন, "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।" পুত্র অসদাচরণ করিলে, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি না হয়—এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মায়ের চিত্তে দয়া উপস্থিত হয় ; তখন ভবিষ্যতে আর এরূপ না করে এইজন্য পুত্রকে প্রহার পর্য্যন্ত করেন। এখানে শত্রুতাবুদ্ধি নাই, মাতৃস্নেহাধিক্যই প্রহারের কারণ। তেমনি এখানেও। পুত্রগণ মধ্যে যদি কেহ অঙ্গহীনতাদি জন্য দুর্ব্বল হয়, মাতার চিত্ত সেই দুর্ব্বল পুত্রের মঙ্গলার্থ বেশী ধাবিত হয়। এখানে সেই অসুর পুত্রগণ ধর্ম্ম বিচারাদি বিষয়ে হীন। এজন্য তাহাদের মঙ্গল কামনা মাতার চিত্তে অত্যধিক পরিমাণে রহিয়াছে। স্বল্প-বুদ্ধিগণ মাতাকে সমরনিষ্ঠুরা মনে করিতে পারে। বস্তুতঃ মাতার চিত্ত অসুরের মঙ্গল কামনায় ভরপুর। অসুরগণ পাতালবাসী হইলেও যখন কোন উপযুক্ত বীর নায়ক লাভ করে তাহারা দিগ্‌বিজয়ী হইয়া স্বর্গাদি দখল করে। স্বর্গে বাসও করে। কিন্তু স্বর্গের শান্তি সুখ লাভ করে না। ইতিহাস পুনঃপুনঃ সাক্ষ্য দেয়।

স্বর্গপতি ইন্দ্র অমর বজ্রাস্ত্রধারী ভীষণ যোদ্ধা। যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও ব্রহ্মাদি দেবগণের কৃপায় অসুরগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনঃ স্বর্গ দখল করেন। যখন অসুরগণ স্বর্গবাস করে তাহারা দিবারাত্রি অস্ত্রশস্ত্রবদ্ধ হইয়া থাকে, সদা সন্ত্রস্ত, কখন বা ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গে প্রবেশ করে। এইজন্য অনিদ্র হওয়ায় শান্তি সুখ পায় না। এইজন্য জগজ্জননী এবার অসুরগণকে নিজে বধ করায় তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করায় স্বর্গে যাইবে। এখন আর ইন্দ্র বজ্র প্রহার করিবেন না। অগ্নি চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। বরুণ পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। তাহাতে শান্তিতে স্বর্গভোগ করিবে। স্বর্গভোগ শেষে শেষ মৃত্যুকালে দেবীর দর্শন স্মরণ করিয়া মৃত্যু ঘটায় ইহারা আর আসুরী যোনিতে যাইবে না। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্ম পাইবে। ভাল মাতা, ভাল পিতা, ভাল গুরু লাভে সৎসঙ্গে সতের চিন্তায় মুক্তির পথের পথিক হইবে। দেবতারা স্বর্গে ভোগপরায়ণ থাকিলে মুক্তির পথে যাইতেছেন না। এইজন্য জগজ্জননীর চিত্ত দুর্ব্বল চিত্ত অসুরের জন্য দয়ায় ভরা।

যতক্ষণ ত্রিগুণা প্রকৃতির পরবশ, ততক্ষণ কর্ম্ম। জ্ঞান অবিদ্যা অজ্ঞান আবরণে আবৃত থাকে। যেমন, গীতায় ৭।২৫, যোগমায়া সমাবৃত জন্য পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের পথে চিত্ত যায় না। যখন নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা আসে তখন স্ব স্বরূপের জ্ঞান হইয়া স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটে। দেবীকে মা বলায়

দেবীর ঈশ্বরত্বের হানি হয় না। শ্রুতি বলেন, "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যদ্ শরীর মাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে।" মায়া শব্দের অপভ্রংশ মা। কেহ বলেন তাহা অপেক্ষা মা নিষেধে এই অর্থে যিনি সন্তানের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দৈন্য নিষেধ করেন তিনিই মা, কথাটী ভাল বোধ হয়। মায়া অর্থ, মা-আয়া বলে। যে আসেনি তাকে মা বলা দুরূহ। যাঁহার অস্তিতা অবাধিত তিনিই মা, নিত্যা হইলে চিত্তের শান্তিপ্রদ হয়। চণ্ডীতে মহামায়া নিদ্রারূপিনী তখন প্রলয়। ক্রিয়াশীলা হইলে সৃষ্টি ঘটে। যেমন মধু কৈটভের উৎপত্তি। কার্য্য কারণ অভেদে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিতে হয়। এবং কিয়ৎ পরিমাণে অর্থবাদও আছে।

চণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে দেবী পার্ব্বতী কালী, কৌশিকী হন। দেবীর ললাট হইতে কালী করালবদনা নিষ্ক্রান্ত হন, যাঁহাকে চণ্ড মুণ্ড বধ জন্য চামুণ্ডা উপাধি প্রদত্ত হয়। ব্রহ্মা, ঈশ, গুহ, বিষ্ণু, ইন্দ্র এই দেবগণের শরীর হইতে ব্রহ্মাণী, ঈশাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী বিনিষ্ক্রান্ত হন। নৃসিংহ ও বরাহ হইতে নারসিংহী ও বারাহী নিষ্ক্রান্ত হন ও দেবী শরীর হইতে চণ্ডিকা নির্গত হন। ঈশান শিবদূতি হন। এই অষ্টশক্তি বিভিন্ন দেব দেহজাত হইলেও চণ্ডীর ১০।৬-এ আছে, "ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম্। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা।" দ্বিতীয়া কা মমাপরা হন। ইহাতে মহিষাসুরনাশিনী ও শুম্ভাসুর বিনাশিনী উভয়ে সর্ব্বদেব তেজোময়ী। সর্ব্বদেবতেজ সাক্ষাতে শাম্বরী মায়াজাত অসুরাদি তিষ্ঠিতে পারে না। সূর্য্যালোকে নিশার তমবৎ জ্ঞানালোকে মায়া অপগত হয়। এখানে দেবী একেশ্বর-রূপে স্থিত সৃষ্টি-স্থিতিনাশকারিণী।

গীতাও বলে, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" এখানে ব্রহ্মকে লাভ করে অর্থাৎ জ্ঞান হইলে মায়া দূর হয়।

গীতা ৭।২০, "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্য দেবতাঃ।"

গীতা ৭।২৫, "মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

গীতা ৯।৩৪, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥"

পঞ্চীকৃত মন

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জীব পরমের একত্ব নির্দ্ধারণ জন্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে বৃক্ষের জীবত্ব, জীবাত্মার অমৃতত্ব ও জীবাত্মার আবরক দেহাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে "অন্নময়ং হি মন আপোময়ঃ

প্রাণ স্তেজোময়ী বাক্” ইতি বাক্য রহিয়াছে। অন্নের অন্বিষ্ঠাংশ হইতে মন হয় বলিয়াছে। অন্ন পচাইলে মদ হয়, সেই মদ হইতে খণ্ডদ্বারা যে Spirit বাহির হয় তাহাও অন্নময়। সেই Spirit এর molecule ভাঙ্গিয়া atom বা অণু হয়। তাহা অতীব প্রবল। সেই atom সহ কিছু উপাধিযুক্ত হইয়া মনরূপ সংঘাত উৎপন্ন হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ চতুষ্টয় হয়। মন তাহার একভাগ। পঞ্চীকরণে যে ভূতের ॥০ আনা লইয়া যে মিশ্রিত ভূত উৎপাদিত হয় তাহাতে ॥০ হিস্যা যাহার তাহারই নামানুসারে নামযুক্ত হইয়া থাকে। সংঘাত পরার্থা হয় অর্থাৎ করণ হয়, কর্ত্তা হয় না। কর্ত্তার অর্থ স্বীকারে সে হিসাবে অন্ন atom ॥০ অন্য atom হইতে ॥০ আনা নিয়া মন নামক মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি ঘটে। যেমন উক্ত অধ্যায়ের ত্রিবৃৎ প্রকরণে বলিয়াছে, ব্যবহারের অগ্নি প্রদীপ শিখায় তিন ভাগ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এক কৃষ্ণবর্ণ, এক শ্বেতবর্ণ, অন্য লালবর্ণবিশিষ্ট। লাল তেজের প্রকাশক, শ্বেত অপের প্রকাশক ও কৃষ্ণ বর্ণ ক্ষিতিতত্ত্বের প্রকাশক। এই তিন উঠাইয়া লইলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। জল H_2O বলিয়া উক্ত কিন্তু উহাতে helium আছে। জল বায়ুতে বাষ্প, আকাশে অভ্র, কাল মেঘ, বৃষ্টি ধারা, শ্বেতবর্ণ শিলা হইয়া পুনঃ পুকুরের জল হইয়া থাকে। সহস্র বর্ষ H_2O থাকে। কালে Electric current pass করিলে জল ভাঙ্গিয়া H এবং O হয়। তেমনি মন মিশ্র পদার্থ। অন্ন প্রাধান্য হেতু অন্নময় বলা হয়।

মন যে অন্নময় তাহা অন্য প্রকারেও মুনি শিষ্যকে শিক্ষা দিয়াছেন। তথায় বলিয়াছেন “অন্নময়ং হি মন”। শিষ্য গ্রহণ না করায় শিষ্যকে পনর দিন অন্ন খাইতে দিলেন না। প্রচুর জল পান করিয়া রহিল। পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর শিষ্যকে (যিনি চারি বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন) ডাকিয়া বলিলেন, অমুক বেদের অমুক সূক্তটী বল। সে বলিল অন্নাভাবে শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে। সূক্তটী স্মরণ হইতেছে না। গুরু বলিলেন, যাও অন্ন গ্রহণ কর। দশ দিন অন্ন গ্রহণ করার পর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ অমুক বেদের অমুক সূক্তটী বল। সে স্মরণ করিয়া বলিল। গুরু বলিলেন, অন্নত্যাগে স্মৃতি লোপ হইয়াছিল এখন অন্ন গ্রহণে স্মৃতি হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, সূক্ত বলিতে সমর্থ হইয়াছ। অতএব অন্নময় মন, অপোময় প্রাণ, তেজোময়ী বাগিতি কথাটী সত্য কথা। বর্ত্তমান কালে মন দুর্ব্বল হইয়া স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও চিন্তা করিতে মাথা ঘুরান ব্যাধি হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। চিকিৎসক ঔষধ পথ্য দিলে তাহা যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া মনের দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইয়া মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ঔষধ ও পথ্য খাইয়া

মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইল তাহা জড় পদার্থ, অচেতন পদার্থ। সুতরাং মন জড়। যেমন একজন অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলে তাহার দেহ দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, যদি তাহাকে ঘৃত, দধি, ডাইল, ভাত, যথেষ্ট পরিমাণ খাইতে দেয় তাহাতে তাহার দেহের ওজন বাড়িয়া যায়। দেহ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। তেমনি ঔষধ পথ্য খাইয়া মনের হৃষ্টপুষ্টতা লাভ ঘটে এই জন্য মন জড় এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য অচেতন হইয়া থাকে। এক জনের মনে কখন কামবৃত্তি প্রবল হয়। কখন শোকার্ত্ত হয়। কখন হর্ষান্বিত হয়। কখন ক্রোধান্বিত হয়। এই যে মনের পরিবর্ত্তন তাহার কেহ দ্রষ্টা আছে কি না? দেহে আমি নামক ব্যক্তি দ্রষ্টা বটেন। দ্রষ্টা আমি দৃশ্য হইতে পৃথক্। যে হেতু দ্রষ্টা যাহা দেখেন সকলি অচেতন। সুতরাং মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা যে মনের পরিবর্ত্তন দেখেন সেই মন জড় অচেতন। মন মাত্রই চির পরিবর্ত্তনশীল হয়। মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে সুতরাং মন জড়। মন জড় পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সুতরাং তাহা organic বলিয়া metaphysics এর হিস্যা বলা চলে না। মন organic অন্তর্ভূক্ত হইতেছে। চেতন ও অচেতন দুই ভাগ। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন জড়। প্রকৃতির বিকৃতিজাত যাহা, তাহাও অচেতন। Organic, Inorganic (জঙ্গম ও স্থাবর) ভেদ কুসংস্কার জাত। প্রকৃতি বা মায়া একই পদার্থ। মায়া illusory হয়। মায়া বক্রা বিষমতা পুর্ণ, পুরুষ সম নির্দ্দোষ। এইজন্য শ্রুতি পুরুষ ও মায়ার তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ওম্ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ওম্ কেবল তৎসৎ ব্রহ্ম প্রকাশক নহে। সঙ্গে সঙ্গে বলে 'ও' বক্রা এবং 'ম' মরণ। যেখানে বক্রার মৃত্যু হয় তাহাই ওম্ ব্রহ্ম। ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে, "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ; ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং; তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস॥" এই মন্ত্রটী বেদান্তের মূল ভূমিকা। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ও "নেহনানাস্তি কিংচন", মহাসূত্রদ্বয় এই মন্ত্রজাত। স্বধয়া তদেকং (স্ব প্রকারে অন একা ছিল) অন্য অপর কিছু ছিল না— হইতে নেহ নানাস্তি কিংচন পাওয়া যায়। গীতা ৮।১৮ মন্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ণিত। তাহার প্রলয়ে অব্যক্তা প্রকৃতি জীবজগৎকারিণী জন্য মৃত্যু স্বরূপা। তিনি ছিলেন, রাত্রি কাল ছিল ও সাক্ষী কার্য্যব্রহ্ম ছিলেন। এই ঋক্ মন্ত্রে এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়া মহাপ্রলয় বলিয়াছেন। অন (ন+ন) নাস্তি কি ন। অর্থাৎ অন-র নাস্তিতা নাই। চিরঅবাধিত সত্ত্বযুক্ত অমৃত। মাণ্ডূক্যে বলে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" যখন প্রকৃতি ও তৎ কার্য্য উপশম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মায়ার

মরণ ঘটে, তখন তিনি থাকেন যাঁহার অস্তিতা চির অবাধিত। তিনি স্বস্বরূপে প্রকাশ পান। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥" মন প্রকৃতির বিকৃতি, ইহা সিদ্ধমুনি কপিলও বলেন।

এই পঞ্চীকৃত মনের সৃষ্ট জগৎ। পৃথিবীতে চেতন কর্ত্তা ব্যতীত অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। তবে অচেতন মন সৃষ্টি করে বলা কেন? ভাগবত পুরাণের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ।" মনের দেহাদি সৃষ্টির দৃষ্টান্ত, রজ্জু সর্পস্থলে পরিদৃষ্ট হয়। অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত হয় না। মন ও স্মৃতি জন্য সর্প চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। মন আবরণ দ্বারা বুদ্ধির বিচার শক্তি আবৃত করিয়া বিচার রুদ্ধ করে। এবং মন দ্বারা সমান রজ্জুতে মস্তক, পেট, লেজাদি সৃষ্টি করে। উহা রজ্জুতে বৈষম্য উৎপাদন করে না। মনে বৈষম্য পূর্ণ সর্প সৃষ্টি করে। কুহকে মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি। বস্তুতঃ অন্তরেই সর্প স্থিত থাকে ও আলোকে আসিলে মনে লয় হয়। রজ্জুতে সর্প জাগ্রতেই দেখে। স্বপ্নে দৃষ্ট সর্প ও জাগ্রতে দৃষ্ট সর্প মধ্যে কোন ভেদ নাই। উভয়ই মানসিক ব্যাপার। যখন সার্জ্জন কোন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করে তখন chloroform নামক দ্রব্য ব্যবহার করে। তৎফলে মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। ভৌতিক পদার্থ chloroform ভৌতিকমনের কার্য্য রুদ্ধ করে। পশ্চাৎ operation অন্তে যখন রোগীকে শয্যায় রাখিয়া দেয় তখন নিঃশ্বাস সহ ক্লোরোফরম গ্যাস বাহির হইয়া গেলে মন জাগে এবং বলে, বড় দুঃখ, বড় যন্ত্রণা। তখন আমি ছিল, সে কিছু বলে না, করে না। "শরীরস্থোঽপি ন করোতি ন লিপ্যতে।" তেমনি দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই বারভূত যখন ক্রিয়াশীল হয় তাহাকে জাগ্রত বলে। যখন দশ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় কেবল মন বুদ্ধি ক্রিয়া করে তাহাকে স্বপ্ন বলে। জাগ্রতেও আমি থাকে। স্বপ্নেও আমি থাকে। তৎপর যখন মন বুদ্ধির ক্রিয়া স্থগিত হয় তখন জগৎ ভাসে না, তাহাকে সুষুপ্তি বলে (গাঢ় নিদ্রা); তখন আমি একা থাকেন, বারভূত ঘাড় হইতে নামিয়া গিয়াছে। তখন রোগী, শোকী, সুস্থ, সবল সবাই বড় সুখ পায়। সবাই বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। অর্থাৎ সুখময় সুখপ্রদর, দেহ সহ সম্পর্ক রহিত। যেই নিদ্রাভঙ্গে মন জাগে অমনি রোগ শোক উপস্থিত। অর্থাৎ দুঃখের পশরা মন বহন করে, আমি নয়। মন জাগে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ জাগে। মন নাই যখন জগৎ নাই তখন, সুষুপ্তিতে, মূর্চ্ছাকালে, ক্লোরোফরমকালে সমাধি দশায়।

একটী গল্প আছে—এক বাড়ীর সামনে পুকুর আছে। বাড়ীতে বহুলোক বাস করে। ছেলেপিলে পুকুরে না যায় তৎদিকে দৃষ্টি দেয়। একদিন বিবাহের নিমন্ত্রণে বাড়ীর সবলোক চলিয়া গিয়াছে। এক অসুস্থা মাতা ও তাহার তিন বর্ষ বয়স্ক পুত্র ও এক চাকর বাড়ীতে ছিল। ছেলে পুনঃ পুনঃ পুকুরে যাইতে চাহে। মাতা পুত্রকে বলিলেন, 'বাবা, শুনেছ কাল রাত্রে পুকুর পাড়ে এক "ঘোগ" বাসা নিয়াছে। সেদিকে গেলে সে কামড়াবে। তুমি রামুদের বাড়ী গিয়া খেলা কর।' সে মাতার বাক্যে আস্থা সম্পন্ন হইয়া রামুদের বাড়ী গেল। সেখানে ৭।৮ জন তাহার খেলার সাথী ছিল। সেখানে খেলা করিতে করিতে রামু বলিল, চল পুকুরের ধারে যাই। খোকা বলিল, 'না, মা বলেছে তথায় "ঘোগ" এসেছে, কামড়াবে। তার বড় বড় দাঁত।' তখন বালকেরা ঘোগের আগমনে বিশ্বাসী হইয়া পুকুরের পাড়ে যাওয়া বন্ধ করিল। এই দলকে ঘোগ সম্প্রদায় বলা যায়। এমনি দলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে মায়া প্রধানাদি মতবাদ প্রসব করেন। আর অল্পবুদ্ধি জনগণ তাহাতে আস্থা সম্পন্ন হইয়া দলবদ্ধ হয়। যেমন, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ তাঁহার মন-প্রসূত। এখন তাহাতে National Song থাকায়, National হইয়া সিনেমায় স্থান পাইয়াছে। তেমনি Dr. Einstein সাহেবের মতবাদ তাঁহার মনপ্রসূত। তেমনি Plato, Aristotle প্রভৃতির মতবাদ তাঁহাদের মনপ্রসূত। এইজন্য একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥" তিনি সদাই বিজ্ঞেয়। যদি কেহ বলে আমি পুরুষকে জানিয়াছি তবে সে পুরুষকে মোটেই জানে না। যে বলে আমি কি জানি? সে কিছু জানে। মন বুদ্ধি জড়, তাহাদের কি শক্তি আছে যে তাহারা বস্তু নিশ্চয় করিবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক মত সৃষ্টি করিলে তাহা কালে খণ্ডিত হয়। যেমন Newton মতবাদ Einstein খণ্ডন করিতেছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি খণ্ডিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কারণ straight line দ্বারা অঙ্কিত শাস্ত্র, universal বক্রার রাজ্য বক্র রেখাঙ্কিত জন্য সরল বিদূরিত।

প্রাচীন দেবতা

নব্য বুঝিলে তুলনায় প্রাচীন বা পুরাতন দেবতা বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে যাঁহাকে পুরুষ পুরাণং বলিয়াছে তাঁহার প্রাচীন প্রতীক কি? এই

সেদিন বর্দ্ধমানে গীতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আহূত হইয়া তথায় যাইয়া দেখি এক হলুদ রঙের প্রতিমায় গীতা দেবী বলিয়া পুজা হইতেছে। গীতার মূর্ত্তি পূর্ব্ব বৎসর আহম্মদাবাদে স্থাপিত হইয়াছে এমত কথা শ্রবণগোচর হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত হইলাম। সঙ্গীতের রাগ রাগিনী বিধায় ৩৬ জন দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেরও মূর্ত্তি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তবে ঐ ব্যাপারে যিনি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি একজন মধ্যবয়স্ক সাধু। আমি তথায় বসিতে না বসিতেই তুইজন প্রবীন উকিল আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই গীতার মূর্ত্তির কথা কোন্ শাস্ত্রের কোন্ স্থানে উল্লেখ আছে? তাহাদের প্রশ্নের ভঙ্গীতে বুঝিলাম যেন এই সব আমারই ইঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমি মূর্ত্তিমাত্রই কল্পিত ইহা বুঝাইতে গিয়া কিছু সময় ক্ষেপ করতঃ বর্ত্তমানে কল্পনা নিষিদ্ধ বাক্য না থাকায় কল্পিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাহাতে সৃজন দোষবহ নহে—"মেরীর তনয় যদি ঈশের তনয়, ঘোষের তনয় তবে দোষের তনয়" এই ন্যায়ে কথা কাটিলাম। দেবতা সম্বন্ধে বৃঃ আঃ বলে যে নিবিদে ৩৩০৩ দেবতা স্বীকৃত। ঋ. ৩।৯।৯ মন্ত্রেও বলে। বৃঃ আঃএ ৩৩ দেবতা স্বীকৃত। সেই ৩৩ দেবতা হইতেছেন ১২ আদিত্য, ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। ঋগ্বেদে বলে এক দেবতা। ঋ. ১।১৬৪।৪৬, "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। ঋ. ৬।৪৭।১৮ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। গীতায়ও বলে, "সম্ভবামি আত্মমায়য়া"। ঋ. ১।৭২।৪ মন্ত্রে বলে, "আরোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্ররুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ। বিদন্মর্ত্তোঃ নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসং॥" বৃহতী রোদসী। বৃহৎ (দ্যাবাপৃথিবী) মধ্যে অগ্নিস্থিত আবেবিদানাঃ (অগ্নি বিষয়ে) অত্যর্থং জ্ঞপয়ন্ত পরস্পরে অত্যন্ত আলাপ করিয়া। অথবা উপলভ্যমানা যজ্ঞিয়াসঃ রুদ্রিয়া প্রজভ্রিরে। উপলব্ধি করিয়া যজ্ঞিয়া সোমযজ্ঞ ইজ্যেদেবাঃ রুদ্রিয়া স্তুতি দ্বারা প্রজভ্রিরে প্রজাহিবার চক্রুঃ। নেমধিতা যজ্ঞের ফলার্দ্ধভাগী ইন্দ্র—(নেম+ধিতা নেম=অর্দ্ধ ধিতা গ্রহীতা) মর্ত্ত্যো মর্ত্তলোকবাসী হইয়াও যাহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন সেই মরুদগণ (অগ্নিং) অগ্নিকে পরমে পদে পরম স্থানে অশ্বশব্দে পরব্যোমে তস্থিবাংসং স্থিত (চিকিত্বান) জানিয়া বিদৎ বিদত লভত। অশ্বত্থাদৌ বলায় তাৎপর্য্য সর্ব্বব্যাপী নামী কাষ্ঠ হইতে অগ্নিতে উৎপত্তি প্রসিদ্ধ। দৌলোকে সূর্য্যাগ্নি, বায়ুতে তড়িতাগ্নি, মর্ত্ত্যে পার্থিবাগ্নি জলবাড়বাগ্নি। "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব".

(কঠ)। এইজন্যই শ্বেতাশ্বতরে বলিয়াছে “একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।” যেমন ঋ. ১০।১২৯।২ “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ; ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং ; তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচনাস ॥” তখন মৃত্যু ছিল না অর্থাৎ প্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাসকারিণী মৃত্যুস্বরূপিনী অব্যক্তা ছিল না। গীতায় বলে—“অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥” বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন, “অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।” এস্থলে অসৎ তম ও মৃত্যু একই মায়া বা তমকে লক্ষ্য করে। অব্যাকৃতা প্রকৃতিই অবিদিতা মায়া। যেমন কেন বলে “তৎ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।” বিদিত দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য এবং অবিদিতা অব্যাকৃতা হইতে অধিক, সেই তৎ নামা পুরুষ। হিরণ্য সমবর্ত্ততাগ্রে। মায়ার আবরণরূপ তৈজস দেহ ধারণে হিরণ্যবর্ণ পুরুষ যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য লাভে সৃষ্টি স্থিতি নাশকর্ত্তা হইয়া থাকেন ইনিই প্রথমজ, ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে ইঁহারই উৎপত্তি বলিয়াছে। ইনিই পর ব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতীক। প্রথমজ জন্য প্রাচীন দেবতা। শ্বেতাশ্বতরে “হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পুর্ব্বং, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।” ইঁহার অনুধ্যান রত হইলে ক্রমে পরমে গতি হয়। এইজন্য বেদান্ত সূত্রে “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তরদাতা বলিয়াছেন, “জন্মাদ্যস্য যতঃ”। অস্য জগতঃ জন্ম স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হয় তাহাই ব্রহ্ম। শিষ্য অল্পবুদ্ধি জন্য দ্বৈতের অস্তিত্বে আস্থা মনে হঠাৎ সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈত বলিলে তাহা সে গ্রহণে সমর্থ হয় না এইজন্য সিঁড়ীস্বরূপ কার্য্য ব্রহ্মকেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। দেখা যায়, শ্বেতাশ্বতরে ওঁ ব্রহ্ম বলিলে—“বদ কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্বচ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” ইত্যাদি ; আমরা আছি আমাদের অধিষ্ঠান জগৎ আছে ইহাতে নিশ্চয় বুদ্ধি রাখিয়া তাহার কারণানুসন্ধান চলিয়াছে। কার্য্য ব্রহ্ম জগৎ কারণ ইহা নির্দ্ধারিত হইলে, কার্য্যব্রহ্ম ভাবটী কিরূপ, ইহাও কি ব্যক্ত মধ্য অবস্থা, ইহা চিন্তার বিষয় হয় এবং যাহা ব্যক্তমধ্যাবস্থাগত তাহা যখন ব্যক্ত তখনও থাকেন না। “ন যৎ পরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ, মধ্যেচ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।” ভাঃ পুঃ ১১।২৮।২১। যেমন সিনেমা হলের দৃশ্যনিচয়। আদিতে ও অন্তে থাকে না, মধ্যে আঁধারে ব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। তেমনি ব্যক্ত মধ্য যাহা তাহা ব্যপদেশ মাত্র। সৃষ্টিও ব্যক্তমধ্য অবস্থাগত। কারণ আদিতে থাকে না, প্রলয়ে থাকে না। রচনকর্ত্তার কর্ম্মারম্ভণ ইদমগ্র কাল হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। প্রলয়ে সব

একীভূত হইয়া একরূপে স্থিত হয়। এইজন্য তাহাও ব্যপদেশমাত্রম্ হইতেছে। বস্তুর স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া যে অন্য বস্তুরূপে প্রকাশ পাওয়া তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন। অচেতন রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিয়াই চেতন সর্পরূপ দৃষ্ট হয়। তেমনি অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্মে বিবর্ত্তে দৃষ্ট হয়। এখানে বিপরিণামের স্থান নাই। আর যদি সর্ব্বব্যাপী পুরুষকেই দেবতা বলে, তবে তিনিই পুরুষ পুরাণং।

বেদে যে দেবতা উল্লিখিত তাঁহাদের পূজন বর্ত্তমানে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিবদ্ধ। পুরাণে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্তি—এই চারি দেবতার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য পুরাণগুলি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। শিব ও শক্তি, বিষ্ণুশক্তি সহ উপাসিত হন। সীতারাম, রাধেশ্যাম, লক্ষ্মীনারায়ণ পূজকের সংখ্যাধিক্য। হনুমান বা মারুতি পূজকও যথেষ্ট আছে। শিব ও শক্তি একত্রে ও পৃথকভাবেও পূজন চলিতেছে। শক্তির স্বাতন্ত্র্য এক অভিনব ধারণা। গুণ গুণীতে অবস্থান করে। শিব বা বিষ্ণুশক্তি তাহাদের বাহিরে স্বতন্ত্ররূপে পূজিত হন। যেমন "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে"। চণ্ডীতে নারসিংহী, বারাহী, শিবদূতী, শিবানী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী—এই অষ্ট শক্তি নৃসিংহ, বরাহ, কৌষিক, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুমার ও ইন্দ্র এই অষ্ট দেবতার দেহ হইতে উৎপন্না হইয়া রক্তবীজাদি বধ করেন; কিন্তু শুম্ভাসুর বধকালে এই অষ্টশক্তি কৌষিকীর দেহে লয় হইল। দেবী একাই শুম্ভাসুর সহ যুদ্ধ করিলেন। শক্তিহীন দেবতাদের দৈহিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল? মহিষমর্দ্দিণী সর্ব্বদেবতেজময়ী হইয়া উৎপন্না। চণ্ডীতে লিখে, দেবতাগণের কার্য্যরক্ষার্থ দেবীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি দেবীগণ মহামায়ারই কার্য্যভেদে নামভেদ মাত্র। মহামায়া দেবগণ হইতে পৃথক বলিয়া আবির্ভাব-তিরোভাবের স্বাতন্ত্র্য উক্ত। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া মহামায়ার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দেবীর স্তব করিয়াছেন। মহামায়াকে চণ্ডীতে প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই পৌরাণিক দেবগণ ব্যতীত গৌর নিতাই বিষ্ণুপ্রিয়াদির পূজন হইতেছে। তন্ত্র বেদ পুরাণ ও বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবান্বিত পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী প্রভৃতি উপাসনা ও বীর-উপাসনার ব্যবস্থা কিন্তু অদ্ভূত। অদ্ভূত হইলেও অনেক পূজক দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্ম, রাধেশ্যামাদি পন্থীগণের সংখ্যা নগণ্য নহে। একটা নূতন কিছু কর রে ভাই,

নূতন কিছু কর। করিলেই তাহার ভক্ত শিষ্যের অভাব হয় না। প্রাচীন দেখিতে দেখিতে লোক হয়রান হইয়া যায়। তাই নিত্য নূতন চায়। অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া নূতন গঠনে মজবুত। নিত্য নব ভোগ্য সামগ্রী উপস্থাপিত করিলে ভোক্তার আহ্লাদের সীমা থাকে না। যে নিত্য ডাল ভাত খায় তাহাকে যদি ডালে চালে একত্র করিয়া খিচুরী রাঁধিয়া দেয়, তবে তাহার আহ্লাদ হয়। যে রোজ ডাল ভাত খায় তাহাকে যদি ডাল পিসিয়া বরফীর মত কাটিয়া ভাজিয়া রসা করিয়া দেয়, তবে সেই নব ভাবে তাহার আহ্লাদ ঘটে। ভগবানের রূপ এমনি কমনীয় যে তাহাতে অরুচি হয় না, যেমন যে ভাত খায় তাহার ভাতে অরুচি হয় না, সেইজন্য সেই রমণীয় মূর্ত্তির উপাসক উহাতেই নিত্য নব রসাস্বাদন পাইয়া থাকে। ভগবান পুরাণ হইলেও নিত্যই নব। সেই জগৎপিতাই পুরাণ পুরুষ প্রাচীন দেবতা।

অসঙ্গ

ন+সঙ্গ=অসঙ্গ। সঙ্গ অর্থ সাথী, দ্বিতীয় চাহি। "একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।" একলা ভোগ সুখ হয় না সেইজন্য দ্বিতীয় চাহি যে আমার ভোগ সুখের সাথী হয়। প্রকৃতির প্রেরণায় যৌন সম্বন্ধ জন্য যে ভোগ সুখ ঘটে তাহা অতুলনীয় বলিয়া প্রাণী সাধারণ বিশ্বাস করে। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির পরবর্ত্তী অংশ এই—"স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ পতিঃ পত্নী চাভবতাম্।" মায়া মোহে যৌন সম্বন্ধের ফলে পুত্র কন্যাদির উৎপত্তি ঘটে। তখন তাহাদের সঙ্গও সুখাবহ হইয়া থাকে। সঙ্গ-সুখ-সার সংসার। অপরে বলেন, সং সাজা সার সংসার। গীতায় অর্জ্জুন যুদ্ধ করিলে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইজন্য যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে দেখিতে পাই, মধ্য যুগে ইয়োরোপে কোন কোন কয়েদীকে চিরতরে কোন দুর্গাদিতে আটক রাখিত। তাহাদের একজনের কথা মনে পড়ে। সে ব্যক্তি এক সেলে বহুকাল সঙ্গসুখ বর্জ্জিত ছিল। সেই সেলে ধীরে ধীরে ইন্দুরগণ দেখা দিতে লাগিল। সেই কয়েদী এই ইন্দুরদের সঙ্গসুখভোগী হইয়াছিল। সর্প ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদেরও সঙ্গসুখপ্রিয়তা আছে। বাঘিনীও পুং ব্যাঘ্র এবং আপন বাচ্চার সঙ্গভোগ করে। বানরগণ বড়ই সঙ্গপ্রিয়। একটী ভল্লুক একটী কন্যাকে বালিকা অবস্থায় গ্রহণ করে। তাহার পর সে তাহাকে পালন করে। আমরা কলেজে পাঠকালীন কলিকাতা সিমলা

বাজারের নিকট ঐ কন্যাটিকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার দাঁত ও নখগুলি মাংস ছিন্ন ভিন্ন করিয়া খাইবার উপযোগী হইয়াছিল। ইংরেজীতে বলে Bar in wedlock life is a distress. যখন কেহ একটুকরা জমি খরিদ করে তাহার কবলায় লিখে পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ। যাহার ধন আছে, সে যে বাড়ী ঘর করে তাহা কেবল নিজের ভোগার্থ করে না। লোকে বলে যে যদি কেহ তাল বৃক্ষ বপন করে তাহা নিজ ভোগার্থ নহে। পুত্র পৌত্রাদির ভোগার্থেই করে। কারণ ২০৷২৫ বর্ষের পূর্ব্বে তাল বৃক্ষে তাল হয় না। এ হইল পুত্রৈষণা। আবার আর একটী বৃত্তি আছে তাহাকে বলে লোকৈষণা। ইহলোকে ও পরলোকে প্রসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করে। লোকপ্রিয় হইবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হন। শুনিতে পাই আচার্য্য রামানুজ যমুনাচার্য্য হইতে একটী মন্ত্র লাভ করেন ও অল্পকাল সাধনে কৃতকৃত্য হন। যমুনাচার্য্য মন্ত্র গোপন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ দোতালার ছাদ হইতে অতীব উচ্চৈস্বরে সেই মন্ত্র সর্ব্বসাধারণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র প্রাণীগণ মধ্যেও পিপীলিকা, মৌমাছি, চড়ুইপাখী, মৎস্যও তাহার প্রজনন সহ চলিতে ফিরিতে দেখা যায়। কাকগণের সামাজিকতা আছে। গ্রামে বিভিন্ন বাটীর গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা এক বৃক্ষের নীচে একত্রে বিশ্রাম করে দেখা যায়। অনেক প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া চলে। দলবদ্ধতা অর্থ সঙ্গসুখপ্রিয়তা। যাহার পুত্র নাই, তাহারা কেহ কেহ বিড়াল পুষিয়া থাকে। তাহাকে কোলে করে, দুগ্ধাদি খাওয়ায়। এমনি প্রকৃতির খেলা। সঙ্গসুখ ভোগার্থ হিটলারাদির ন্যায় বিচক্ষণ মানবও সদা ব্যস্ত থাকে। পরিবার পোষণের জন্য বিষম খাটুনি খাটে। সঙ্গসুখ লাভে যে তৃপ্তি তাহা ঘটে না। অতৃপ্ত বাসনা থাকিয়াই যায়। ধনে জনে শ্রীবৃদ্ধ ব্যক্তি চির ভোগসুখ পাইতে পারেন না। আধি, দৈব, ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর দূতের তাড়নায় সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য করিয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ সঙ্গসুখ অতি অল্প বলিয়া মনে করেন। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" তাঁহারা সেই ভূমাখ্য বৃহত্তম সুখ লাভার্থ ক্ষণিক সঙ্গসুখ ত্যাগ করেন। তাঁহারা দেখেন সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পুরুষের আনন্দ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, তাহা ভোগার্থ কোন প্রচেষ্টা করিতে হয় না। ধনাদি অর্জ্জন বা ব্যয় করিতে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলেন, যেমন সৌরকিরণ কিনিতে হয় না। ভাগারে, আগারে; চোরের আলয়ে, দেবালয়ে, সাধুর আশ্রমে সর্ব্বত্র সমভাবে সূর্য্যকিরণ প্রদান করেন। কাহাকেও বঞ্চিত

করেন না। তেমনি বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সাধু, অসাধু, রোগী, ভোগী সকলে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টার দিবসের চতুর্থাংশ ৬ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রায় মহাসুখে কাটান। নিদ্রা হইতে উঠিয়া রোগীও বলে, রাত্রে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। বেদনা যাতনা কিছুই জানি নাই। এই যে বড় সুখ ইহার ভোগান্তে যখন জাগে তখন বেদনাদি পুনঃ আরম্ভ হয়। মায়ার কুহকে এই সুখ ভোগান্তে এমনি সুখ লাভার্থ আর কোন প্রচেষ্টা থাকে না। যদি সুষুপ্তি বড় সুখ হয়, তবে জাগ্রতের সুখ ছোট ইহা স্বীকার্য্য। অথচ জাগিয়াই ছোট সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। বড় সুখের কথা ভুলিয়া যায়। ভূমাখ্য সুখের পক্ষপাতী যাঁহারা, তাঁহারা বলেন, গাঢ় নিদ্রা বড় সুখ হইলে ইহলোকে কুম্ভকর্ণ সকলের চেয়ে বড় সাধক, কেন না সে জন্মভর ঘুমাইয়াই কাটাইয়াছে। তাহা কেহ বলে না। জাগ্রতে সমাহিতচিত্তে এই বড় সুখ আদায়ের জন্য চেষ্টান্বিত হন। তাঁহারা বলেন, গাঢ় নিদ্রাকালে ধনবান পুত্র পরিজন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ সব ত্যাগ হইয়াই বড় সুখ মিলিয়া থাকে। জাগ্রতে যদি তদ্রূপ পার্থিব সম্পদ পুত্র পরিজন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গ ত্যাগে সমাহিত চিত্ত হওয়া যায়, তবেই ভূমাখ্য সুখ লাভ ঘটিয়া থাকে। দৈনন্দিন বড় সুখের জন্য যেমন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ পুত্রপরিজনের সঙ্গ ত্যাগ হয়, অর্থাৎ অসঙ্গ অবস্থার উদয় হয়, তেমনি জাগ্রতে অসঙ্গ দ্বারাই ভূমাখ্য সুখের অবস্থা লাভ ঘটিয়া থাকে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (পঞ্চদশোধ্যায়)—

> "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩
> ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।"৪

ভোগের দ্বারা অসঙ্গের লাভ সম্ভবে না। সেই সঙ্গ ত্যাগের জন্য শাস্ত্রে উপাসনা, উপবাস ও উৎসবাদির ব্যবস্থা আছে। অন্য দেশে উৎসব অর্থ ভাল খাইয়া ভাল কাপড় পরিধান করিয়া সকলে মিলিয়া, সভাসমিতির অনুষ্ঠান উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন করা। আর অস্মদ্দেশে উৎসব অনাহারে থাকিবার ব্যবস্থা। কেন সর্ব্ব হাবভাব ত্যাগে উৎসবে উপবাসের বিধি শাস্ত্রে করিয়াছে? এইটী উৎসব, উপবাস ও উপাসনা শব্দত্রয়ের বিশ্লেষণে পাওয়া যাইতে পারে। উপাসনা অর্থ উপ সমীপে অসন। আসন লাগাইয়া বসা। দেবতার সমীপে আসন করিয়া দুই তিন ঘণ্টা বসার নাম উপাসনা। অল্পকালের জন্য বসিলে, বসা। উপবাস অর্থ উপ সমীপে বাস করা। উপবাস অর্থ অনাহারে থাকা বলে না। যদি কোন ব্যক্তি এক স্থানে দু ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া যান তবে কেহ বলে না যে

তিনি তথায় বাস করিয়াছেন। আর যদি সেই ব্যক্তি এক রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যান তবে বলে, হাঁ এক রাত্রি বাস করিয়াছেন। আমাদের উপবাস অর্থও দেবতার নিকট বাস করা। অনাহারে থাকা উপায়ও নহে। আজ শিবরাত্রির উপবাস। আজ নিজ শয়নকক্ষস্থিত সুখশয্যা উপাদেয় ভোগ্য সামগ্রী পুত্রপরিজনগণের সঙ্গ ত্যাগে দেবমন্দিরে দেবতার সহ রাত্রি বাস করার নাম উপবাস। দেবতার নাম জপ, দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান, দেবতার উপাখ্যান্ বা শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে করিতে দিন কাটিয়া গেল। আহারের কথা মনেও আসে নাই। আহারার্থ দেবগৃহ ত্যাগও করা হয় নাই। দেবতার সঙ্গ ও পার্থিব ভোগের ত্যাগ বা অসঙ্গ অভ্যাস জন্যই উৎসব। উৎসব অর্থ উৎ উর্দ্ধে সব স্থিতি করেন। উর্দ্ধস্থ স্বর্গীয় দেবতার স্থান তথায় তৎ চিন্তনে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে উর্দ্ধস্থ দেবাভিমুখী করিয়া অবস্থিতিকে উৎসব বলে। নিম্নস্থ পদার্থ সকলের দিকে মনের গতি রুদ্ধ করিয়া আসাই উৎসব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী আদি উৎসব মানা হয়। ইহার দ্বারা সংসারের আসক্তি ত্যাগ ও দেবতায় প্রীতির বন্ধন ঘটিয়া থাকে। অসঙ্গ অভ্যাস জন্য একদিন উপবাসাদিও নির্দ্দিষ্ট আছে। মানব প্রাণী বা জন্তু মাত্র নহে। অন্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠতা ভজনে, ভোজন সামগ্রীর ভোগ করা প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম। পুত্রাদির সঙ্গ ইতর প্রাণীও করে। এইজন্য স্বীয় শ্রেষ্ঠতার ধারা বুঝিয়া লইয়া ভজনে সময় ক্ষেপই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এইটী বিদ্বান্ হৃদ্‌বোধ করেন এবং তদনুসারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। দেখা যায়, যে যত ভজনে প্রবীণ সে তত উচ্চ মানব, সর্ব্বদেশেই গণ্য হয়। যেমন পাশ্চাত্য দেশে পোপ বিশপাদি। সাধন ভজন মানবের বিশেষ সম্পদ, তাহা ত্যাগে পাশবিক জীবন যাপনে তাহার পতনের হেতু হয়। প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ক্ষীণে পুণ্যে পরলোক হইতে ইহলোকে একাকীই আসেন। পুনঃ কর্ম্মফলে পরলোকে যাইতেও একাকীই যান। স্বর্গাদিলোকের দেবভোগ্য ভোগ একাই করেন। নরকের জ্বালা একাই ভোগ করেন। কর্ম্মফলে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ ঘটে তাহা কেহ বাটিয়া লইতে পারে না। পরস্পরের কর্ম্মফলেই কেহ ভারতে কেহ বিলাতে জন্ম লয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ করে। সঙ্গসুখ আকাঙ্ক্ষা যে কয়দিন ইহলোকে স্থিতি ততদিন। যমদূতের তাড়নায় সোনার সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে। লোকে ৯০ বর্ষের জন্য জমি ইজারা লইয়া উত্তম বাটী নির্ম্মাণ্ করে। ৯০ বর্ষ ভোগ করিতে পায় না। ব্যাঙ্কে কোটী টাকা জমা থাকিলেও মৃত্যুর পর তাহাতে কোন স্বত্ব

স্বামীত্ব থাকে না, অন্যে তাহা ভোগ করে। এই যে দেহ ইহা বেওয়ারিশ মাল। যদি কেহ বিদেশে রাস্তায় পড়িয়া মরে তাহার ওয়ারিশ কে, যদি তাহা কেহ না জানে, তবে তাহার গাঁটরিতে যে টাকা পয়সা থাকে তাহা সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু সরকার দেহখানির সৎকারের কোন বন্দোবস্ত করে না। তাহা শকুনি শৃগাল কুকুরে খায়। যদি কেহ নিজ প্রাসাদেও দেহ ত্যাগ করে তাহাকে শ্মশানে লইয়া দহন করে, গৃহে রাখে না। টাকা পয়সা সযতনে রাখে। যেমন রেল-ষ্টীমারে যাত্রীগণ পরস্পর আদর আপ্যায়ন করে, যাহার যেখানে নামিতে হয় অম্লানবদনে চলিয়া যায়। এই প্রবাসে আমাদের পুত্র পরিবার সহ যে আদর আপ্যায়ন তাহাও উহারই তুল্য বটে। মায়া মোহ ফাঁসিয়া থাকে। এইজন্য ভাগবত পুরাণে ১০।১০।১১ শ্লোক দৃষ্ট—

"দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুর্পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপিবা॥"

দেহখানার ওয়ারিশ কে? অন্নদাতা কি? স্ব নামক ব্যক্তি? জীবিতে স্ব নামা ব্যক্তি বলে, স্ব দেহ, স্ব গৃহ, স্বদেশ, স্বজন, স্বকীয় ইত্যাদি। প্রাণ ত্যাগে তখন তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহার বীর্য্যে দেহখানি উৎপন্ন হয়, সেই বীর্য্যদাতা পিতাই কি ওয়ারিশ? দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া জন্মিল, কত কষ্ট স্বীকারে পালনকারিণী মাতা কি দেহের ওয়ারিশ—সেই পিতা-মাতাও বলেন না যে দেহ আমার, রাখ হে। তাঁহারাও বলেন, শ্মশানে লইয়া যাও। মাতার পিতা, মাতামহ, নাতিকে স্নেহ যত্ন করেন, ধন সম্পত্তিও দেন, তিনিও মৃতদেহ শ্মশানেই লইতে বলেন। বলী অর্থাৎ কোন সেনাপতি বলপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কাহাকেও কয়েদ করিয়া আনে ও তাহার দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লয়। সেও বলে না, রাখ উহা আমার অর্জ্জিত সম্পত্তি। ক্রেতা টাকা দিয়া দেহ খরিদ করে, যেমন হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বকে কাশীধামের ব্রাহ্মণ খরিদ করিয়াছিল। সে কথায় কথায় বলিত ৬০৲ টাকা দিয়া খরিদ করিয়াছি। সেও সর্প দংশন করিলে বলে নাই, রাখ হে, দেহখানা খরিদা মাল; সেও বলে, শ্মশানে লইয়া যাও। তাহারপর দেহের ওয়ারিশ অগ্নি কিনা? হ্যাঁ, তাই চিতাগ্নি দেহখানিকে বেড়িয়া বেড়িয়া আপনার ক্রোড়মধ্যে গ্রহণ করে। আর যদি কাষ্ঠের অভাবে দেহখানি শ্মশানে ফেলিয়া আসে, তবে শৃগাল, কুকুর, গিধড়, শকুনিরা সাদরে গ্রহণ করে। দেহখানির উত্তমাঙ্গ হইতে অধমাঙ্গ পর্য্যন্ত মায়া মলে নির্ম্মিত। উত্তমাঙ্গের সর্ব্বোপরি কেশরাশি থাকে। তাহার অবস্থা কি?

কাল ধূপকাঠিতে অগ্নি দিলে সুগন্ধি বাহির হয়। আর মস্তকের কেশে অগ্নি দিলে দুর্গন্ধই বাহির হয়। অর্থাৎ কেশ মলপূর্ণ জন্যই দুর্গন্ধ বাহির হয়। তৎনিম্নে কপাল সুদৃশ্য বটে তাহা ঘর্ম্মাক্ত হইলে যদি নূতন বস্ত্রে তাহা গ্রহণ কর তবে সেই বস্ত্রখণ্ডে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং চিক্কণ চর্ম্মের নীচে ময়লাপূর্ণ জিনিষ আছে যাহা হইতে দুর্গন্ধি ঘর্ম্মজল বাহির হয়। তৎনিম্নে কর্ণ ছিদ্রদ্বয় ও চক্ষু ছিদ্রদ্বয় তাহাতে মল আপনা আপনি জন্মে। তৎনিম্নে নাসার ছিদ্রদ্বয় তাহা দ্বারা মলই নিঃসারিত হয়। তৎনিম্নে মুখছিদ্র তাহা দিয়া যে কাশ কফাদি বিনির্গত হয় তাহাও মলই বটে। মধ্যে পেট তাহার নামই মলভাণ্ড। এইরূপে এই দেহ সমগ্রাংশেই মলপূর্ণ। তাহারই সঙ্গ জন্য লালসা কেন? "অত্যন্ত-মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ", এইজন্য সুধীগণ দেহকে অনাদর করিয়া দেহীর আদরপরায়ণ হয়েন। দেহ ও দেহের ভোগ্য সহ সঙ্গরহিত হওয়াকেই অসঙ্গ হওয়া বলে। কর্ম্ম দেহ (ত্রয়) দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এবং সেই কর্ম্মফলে পুনঃ দেহলাভ হয়। ভোগ্য পদার্থেরও প্রাপ্তি অতীব কর্ম্মসাপেক্ষ। ক্ষণভঙ্গুর দেহার্থ প্রচেষ্টা না করিয়া চির আনন্দ লাভার্থ ব্যাপৃত থাকা শ্রেয়স্কর। শ্রুতিও বলেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" দৈহিক ব্যাপার ত্যাগই অর্থাৎ অসঙ্গ অবস্থায় প্রতিদিন সুষুপ্তিতে বড় সুখলাভ ঘটে। এই অসঙ্গ অভ্যাস জন্যই শাস্ত্রে উপাসনা, উপবাস ও উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অসৎ সঙ্গ ত্যাগে সৎ সঙ্গ কর। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥"

দৃষ্টি

দৃষ্টি অর্থ দেখা। চক্ষুর দ্বারা কোন বস্তুর দর্শনকে দৃষ্টি বলে। ভাষায় অন্তর্দৃষ্টি শব্দেরও প্রয়োগ আছে। বহির্দৃষ্টিকেই সাধারণতঃ দৃষ্টি বলিয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টি চাক্ষুষ দর্শন নহে। অনুমান বিচার নেত্রে দর্শন। যোগবলে দিব্য নেত্রে দর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্নে দর্শনও বলে। শাস্ত্রে জ্ঞাননেত্রে দর্শনেরও বিধি আছে। স্মৃতিকে কেহ মানস নেত্রে দর্শন বলিয়া থাকেন। প্রমাণ চতুষ্টয় মধ্যে চাক্ষুষ দৃষ্টি জন্য যে দর্শন কার্য্যটী ঘটে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। শ্রবণ জন্য যে বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা চাক্ষুষ প্রমাণ অপেক্ষা হেয়। ইংরাজীতে বলে hearsay is no evidence. আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে বলে তাহার কথার বড়ই জোর। পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হইয়া বুদ্ধির দ্বারা বিচারিত হইলে

যে সত্য নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে অনুমান বলে। ইহা পুরুষার্থ সাধ্য। শ্রুতি অপৌরুষেয়। যাহা পৌরুষেয় তাহা অবিদ্যাজনিত। যেমন পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টে বিচার জাগে যেখানে যেখানে ধূম থাকে তথায় অগ্নিও থাকে, এইজন্য উক্ত পর্ব্বতের ধূম-চিহ্ন দ্বারা নির্ণয় করা গেল পর্ব্বতে অগ্নি আছে। অগ্নি স্বচক্ষে না দেখিলেও পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতঃ পর্ব্বতে অগ্নি থাকা নিশ্চিত হইল। জগতে বহু বিষয় এই অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে। যত দর্শন শাস্ত্র তাহা এই অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। উপমান পূর্ব্ব দৃষ্ট গো সাদৃশ্য লইয়া বনে গবয় নির্ণয় সম্ভবপর। যাহার পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ নাই সে গবয় দৃষ্টে ইহা গবয় স্বতঃ তাহা বলিতে পারে না। যেমন যাহার পূর্ব্বে সর্প দেখা নাই তাহার আঁধারে রজ্জুখণ্ড দৃষ্ট সর্প ভ্রম হইতে পারে না। যে পূর্ব্বে রজত দেখে নাই তাহার পক্ষে শুক্তিতে রজত ভ্রম সম্ভবে না। আপ্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ। যেমন প্যারিসে এক রসায়ণ-শাস্ত্রবিদ্ আপন লেবরেটরীতে বিশেষ কাঁপ, চাপ ও তাপের সাহায্যে কয়লাকে হীরকে পরিণত করিয়াছেন। কাঁপ অর্থ কম্পন-গতি। সকলের এইরূপ ভাল লেবরেটরী থাকে না। তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। হীরক ও কয়লা একই জাতীয় পদার্থ, নাম কার্ব্বন। তেমনি সত্য বাক্‌সংযমী ব্যক্তিদের অন্তরে দর্শন রূপ যে ব্যাপার তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ ও আপ্তবাক্য রূপ প্রামাণ্য, কেহ কেহ শ্রুতি বাক্যও বাক্য বলিয়া আপ্তবাক্য বলিতে চাহেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ শ্রুতি প্রমাণ নির্দ্ধারণবৎ ব্রহ্ম নির্দ্ধারণ করেন না। ব্রহ্ম অপ্রমেয়, প্রমাণ চতুষ্টয়ের অতীত বস্তু। শ্রুতি কাহারও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ক বাক্য নহে। বাক্য ও মন ব্রহ্ম প্রকাশের যোগ্যতা রাখে না। অবাঙ্‌মনসোঽগোচর। শ্রুতি ঋষি রচিত বাক্য নহে। ঋষিগণ দ্রষ্টা মাত্র। তাঁহাদের শুদ্ধ চিত্তে বেদবাণী উদ্‌ভাসিত হয়, তাঁহারা তাহা দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন। নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক নিশ্চয় করেন না। যেমন কোন কোন অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তি স্বপ্নে মন্ত্র পায়, সেই মন্ত্র রচনা করে না। তাহার চিত্তে উদ্‌ভাসিত হইলে তাহা স্মরণ করিয়া লয়। এইজন্য শ্রুতিকে অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বলা যায়। যাহা কেহ বুদ্ধি-পূর্ব্বক নিশ্চয় করে তাহা অভ্রান্ত হয় না। 'যেমন নব্য ন্যায় কণাদাদির দর্শন শাস্ত্রোক্ত বহু পদার্থ তর্ক দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। যেমন ইংরেজীতে Newton's law যাহা চারিশত বর্ষকাল অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ছিল, কিয়দ্দিন হইল আইনষ্টাইন নামা বৈজ্ঞানিক তাহাতে দোষ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রি গ্রন্থে প্রাচীন

মতবাদ ত্যাগে প্রটিল, প্রটন, ইলেকট্রনাদি নূতন তথ্য গৃহীত হইয়াছে। মার্কিণ দেশে বড় টেলিস্কোপ নির্ম্মাণ হওয়ায় তাহারা কত নূতন সূর্য্য, গ্রহ, চন্দ্রাদির প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের তেমন টেলিস্কোপ নাই তাঁহারা ঐ মার্কিণ পণ্ডিতগণের মতবাদ আপ্তবাক্য রূপে গ্রহণ করেন। আপ্তবাক্য অর্থ অপরের দৃষ্ট বিষয় সত্য বলিয়া গ্রহণ। যে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরে অন্য প্রমাণ দাঁড়ায় তাহার উপর কতখানি আস্থা করা যাইতে পারে তাহাই এখন বিচার্য্য। চক্ষুতে কোন কুটা বা কীট প্রবেশ করিলে চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। চক্ষুর অতি নিকটে কোন বড় অক্ষরের লেখা ধরিলে চক্ষু তাহা দেখে না। চক্ষু নিজ কপাল বা কর্ণ দেখে না অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। নিজের স্থিতিস্থান হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে কোন পাহাড় থাকিলে চক্ষু তাহাকে আকাশের কোলে কাল মেঘের ন্যায় দর্শন করে। অর্থাৎ অতিদূরে চক্ষু দেখে না। আঁধারে সাদা বস্ত্র কাল দেখে। সূর্য্যের দিকে তাকাইলে অন্ধকার দেখে। অর্থাৎ অতি আঁধারে বা অতি আলোকেও দেখে না, অল্প আঁধারে রজ্জুতে সর্প দেখে। তাহার অর্থ এই নয়কি যে চক্ষু সুবিধামত কখন কখন দেখে? তাহাতে short sight, long sight এর প্রশ্ন জুড়িতে হইবে; colour blind এর কথা দূরে থাকুক। পেঁচক দিবায় দেখে না জন্য নিদ্রা যায়, রাত্রে চক্ষে দেখিয়া আহার বিহারে রত হয়। চক্ষুর দৃষ্টি কিরূপ চিত্ত ভ্রান্ত করে তাহা জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখায় জানা যায়। ইহাতে তিনটি বিভ্রম ঘটে। প্রথমতঃ চাঁদ আকাশে থাকে জলের নীচে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ জলের নীচে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা বিম্ব, চন্দ্র যদি আকাশে নাচে তবে নাচিতে পারে। এখানে আকাশের চাঁদ নাচে নাই অথচ নাচনি দেখা যাইতেছে। তৃতীয়তঃ জলের নাচনি জলাবৃত চন্দ্র প্রতিবিম্বে আরোপিত হইয়াছে। জল আবরক তাহার কম্পন আবৃত প্রতিবিম্বে চাপান হইয়াছে। ইহাকেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান। তেমনি পুর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদয় হয়, পুর্ণ চন্দ্রেরও উদয় হয়, উদয়কালে সূর্য্য লালাভ থাকে। চন্দ্রেও ঈষৎ লাল লক্ষিত হয়। চন্দ্র হইতে সূর্য্য কুড়ি লক্ষ গুণ বড়। অথচ আমরা স্বচক্ষে উভয়কে সমান আকৃতি বিশিষ্টই দেখি। সূর্য্যের উদয় অস্ত স্বীকৃত। অর্থাৎ যেন সূর্য্য দিবসে তাহার কিরণরাশি পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহা সন্ধ্যাবেলা একত্রিত করতঃ সুট্‌কেসে আবদ্ধ করিয়া অস্তাচল পর্ব্বতের দরজা খুলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, আর আমরা অন্ধকারে পতিত হই। প্রাতে আবার সূর্য্য উদয়াচলের গুহার দরজা খুলিয়া আপন কিরণরাশি খুলিয়া বিস্তারিত করে,

পৃথিবী আলোকিত হয়। বস্তুতঃ সূর্য্য চিরই তাহার আলো বিস্তারিত করতঃ আকাশে বিদ্যমান থাকে, কখনও উদয় বা অস্ত ঘটে না। অথচ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ উদয় ও অস্ত দেখি। চন্দ্রের কোন আলোক নাই অথচ আমরা তাহার প্রতিফলিত রশ্মিকে শীতাংশু ও হিমাংশু আখ্যা দিয়া থাকি। চন্দ্রেরই জ্যোৎস্না। আমরা সমুদ্রকে নীলাম্বু বলি, হিন্দিতে কালাপানি বলে। সমুদ্রের জল নীল বা কাল আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। অথচ যদি সমুদ্রের ধারে দাঁড়াই তবে প্রতি মিনিটে তাহার তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে পাই, যেখানে তরঙ্গভঙ্গ হয় তথাকার জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ। যদি শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধানে জলে ডুব দেই শ্বেতবর্ণ বস্ত্র নীলবর্ণ হয় না। সুতরাং জল আদৌ নীল নহে। আমরা স্বচক্ষে নীল জল দেখিয়া থাকি। এই সূর্য্য হইতে ২।৪।৬ শতগুণ বৃহদায়তনের সূর্য্য সকল আকাশে আছে, আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া একটী মিট্‌মিট্‌কারী ক্ষুদ্র তারকা বলিয়াই বিশ্বাস করি। রজ্জুতে সর্প, গন্ধর্ব্বনগর, মরীচিকার জল এ সকলও আমাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এহেন দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট চক্ষু যাহা দেখে তাহা ধ্রুব সত্য বলা দুরূহ ব্যাপার নহে কি ?

অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের কারণ। আমাদের চক্ষু স্থূলকেই দর্শন করে, সূক্ষ্ম বায়ু মনাদির দর্শনে অসমর্থ। অব্যক্তাকে দর্শন করে না বলিয়া তাহার নাম অবিদিতা। মন বুদ্ধি দ্বারা চক্ষুর অগোচর বস্তুর অনুমান করা যায়। এইজন্য চক্ষুর অদৃশ্য হইলেও অব্যক্তা অনুমেয়। এহেন সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর অব্যক্তাদব্যক্তঃ পুরুষ প্রমাণাতীত। কেবল শ্রুতি গম্য। এইজন্য ত্রয়ী অর্থাৎ শ্রুতি ত্রয়কে ত্র্যম্বকের নয়ন ত্রয় বলা যায়। শ্রুতি নয়নে দর্শনই জ্ঞান নেত্রে দর্শন। বেদ অর্থ জ্ঞানরাশি। বিদজ্ঞানে। দিব্যনেত্রে দর্শন—কোন যোগী পুরুষ হইতে তাঁহার যোগবলে সাধারণ ব্যক্তির যে অদ্ভুত দর্শন ঘটে তাহাকে বলে। যেমন গীতায় সঞ্জয় ব্যাসদেব হইতে কিয়ৎকালের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন যে তিনি হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের পাশে বসিয়াই হস্তিনাপুর হইতে শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রে কে কি করে তাহা দেখিতে ও কে কি বলে তাহা শ্রবণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ কৃষ্ণ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন জন্য অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন। বিচারনেত্রে দর্শন বুদ্ধির দ্বারা কৃত হয়। গুণভেদে বুদ্ধিভেদ হইয়া থাকে। যেমন কুম্ভকর্ণ, রাবণ ও বিভীষণ। কুম্ভকর্ণ তম মূর্ত্তি। রাবণ রজঃ মূর্ত্তি ও বিভীষণ সত্ত্বগুণান্বিত। সত্ত্ব প্রধানে বিচার অনেক ঠিক হয়, অন্ততঃ ব্যবহারিক সত্তায় স্থিতির কালে সত্য নির্দ্ধারণের

প্রধান উপায়। রজোগুণে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য থাকায় বিচার ঠিক ঠিক হয় না। তম নিদ্রালস্য, তন্দ্রাদি ঘটায় তখন চিন্তন ও বিচার আদৌ ঘটিতে পারে না। যাঁহারা ব্যবহারিক সত্তায় স্থিত তাঁহারা তিন গুণের বশে থাকেন। অর্থাৎ 'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ' সংসারে বাস করেন। আর যাঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্যে বাস করেন পারমার্থিক সত্তায়, তাঁহাদের প্রমাণাতীত বস্তু লইয়া ব্যাপার। গুরু সেবা, পরিপ্রশ্ন দ্বারা সংশয় ও বিপরীত ভাবনা দূর করণার্থ গুরুমুখে বেদান্তাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'। তাঁহাদের জ্ঞান নেত্র খুলিয়া যায়। সে নেত্র স্বচক্ষে দর্শনার্থ যে চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। তাহাদের ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়াই নিস্ত্রৈগুণ্যের ব্যাপার। "পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ"। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তমাহুঃ পরমাং গতিম্।" লোকে বলে, 'দৃষ্টিরেব সৃষ্টিঃ'। চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টি বন্ধ থাকে যখন, তখন সৃষ্টি ভাসে না। দৃষ্টি সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে হয় এক আখ্যান। একজন সাধু আসিয়াছেন শুনিয়া দেখিতে গেলেন। 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া বসিয়াই দেখিলেন যে সাধু মহারাজ এক বৃহৎ ব্যাঘ্র-চর্ম্মোপরি আসীন। দৃষ্টিমাত্র এই চর্ম্মখানি কত হাত লম্বা, ইহা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চর্ম্ম, ইহাকে পরিষ্কৃত ও মন্থন করা হইয়াছে। ইহার দাম কত? কমপক্ষে ৩।৪ শত টাকা। সাধু এত টাকা কোথায় পাইলেন? ইহা কি কেহ দান করিয়াছে? মৃগচর্ম্ম পবিত্র শুনি, ব্রাঘ্র কি মৃগশব্দ বাচ্য? ৺কালীর পরিধেয় ব্যাঘ্র চর্ম্ম। চর্ম্মার্থ যে ব্যাঘ্র বধ হইয়াছে তাহার পাপাংশ সাধুকে লাগিল কিনা? কারণ ইনি ব্যবহার করিতেছেন। খুব বড় শিকারী যে সে এই বৃহৎকায় ব্যাঘ্রটাকে শিকার করিয়াছে। এই সব চিন্তায় সময় গেল। সাধুর বচন আর শোনা হইল না। ব্যাঘ্রচর্ম্মে দৃষ্টি পড়ায় এইরূপ মন বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে। বস্তু ত্যাগে অবস্তুতে মন ধাবিত হয়। এইজন্য দৃষ্টি বহির্ম্মুখী না করিয়া অন্তর্ম্মুখী স্থাপনের বিধি আছে। 'পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ'।

প্রতীক

অমরকোষে প্রতীক অর্থ অবয়ব অঙ্গ বলিয়াছে। অতি বৃহৎ বা অতীব সূক্ষ্ম বস্তু হীনবুদ্ধির ধারণায় আসে না, এইজন্য অল্পবুদ্ধির ধারণাযোগ্য কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রায়তন পদার্থ উপস্থাপিত করতঃ সেই বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা যে বুঝাইবার প্রচেষ্টা তাহাকে প্রতীক বলে। যেমন নামব্রহ্ম, মনব্রহ্ম, আকাশ-

ব্রহ্ম, আদিত্যব্রহ্ম ইত্যাদি। যেমন পৃথিবী বুঝাইবার জন্য গোলকের ব্যবহার। বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম, যাঁহা হইতে বৃহৎ কেহ নাই তিনিই ব্রহ্ম, এইজন্য সর্ব্বব্যাপী বলা হয়। "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ"। তাঁহার চিন্তন দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্য ত্রিভুবনব্যাপী করিয়া সর্ব্বব্যাপীত্বের সাদৃশ্য দর্শাইয়া হিরণ্যগর্ভ মায়ার আবরণে আবৃত সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তা, কার্য্য-ব্রহ্ম ব্রহ্মের প্রতীক। ইনি সাবয়ব। অপ্রাণ অমনা পুরুষকে সপ্রাণ সমনস্ক করতঃ বুঝিবার প্রয়াসেই প্রতীকের সৃষ্টি ঘটিয়াছে। ত্রিভুবনব্যাপী পুরুষও চিন্তন কঠিন জন্য সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ ধর্ম্মযুত, জ্যোতির্ম্ময় ধূমাবরণে আবৃত, অগ্নি কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া অগ্নিতে উপাসনা করিয়া থাকে। আবার সেই অগ্নির প্রতীক কাল রঙ্, আবৃত চর্ম্ম সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশকারী হস্ত চতুষ্টয়যুক্ত লোলজিহ্বা দিগম্বরী কালীমূর্ত্তি। লোলজিহ্বা লেলায়মান কালী নামা অগ্নি জিহ্বার প্রতীক। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট করিলেই সাধারণ লোক-বুদ্ধিগম্য হয়। অভিধানে এইজন্যই প্রতীকের প্রতিশব্দ অবয়ব অঙ্গ বলিয়াছে। নিরবয়বকে সাবয়ব করিয়া উপাসনা প্রতীকোপাসনা। গীতায় বলিয়াছে—"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" অক্ষয় পুরুষ অব্যয়ের পরিচ্ছিন্ন ভাব বা পরিণতি চিন্তা মায়ামোহেই সম্ভবে। পরিচ্ছিন্নের চিন্তা দ্বারা অপরিচ্ছিন্নের লাভ ঘটিতে পারে কি? যাদৃশীর্ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। পরিচ্ছিন্নের চিন্তায় পরিচ্ছিন্ন ফলই লাভ ঘটিতে পারে। এইজন্য গীতায় (১৮।১২) ভগবান বলিয়াছেন—"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥" গী (৮।২৮) বলিয়াছেন—"বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব, দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্। অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥" "ব্রহ্মবিদ্ অপ্নোতি পরম্।" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" যাঁহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিন্তনে কি ফল লাভ ঘটিবে? যাহা নাই অসৎ, তৎ চিন্তনে অসৎ ফল লাভ অনিবার্য্য। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে কৈকয়রাজ অশ্বপতি বৈশ্বানর যে বিদ্যা বলিয়াছেন, তাহাতে সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট দেবতার উপাসনা উক্ত। উক্ত বিদ্যার শ্রোতাগণ ছয়জন। উক্ত দেবতার ছয়টী অঙ্গের এক এক অঙ্গের উপাসনা এক একজন করিতেন। তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া অশ্বপতি সপ্তাঙ্গ একদা চিন্তার উপদেশ করিয়াছেন। ইহা প্রতীকোপাসনাই বটে। অবয়বহীন সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা সম্ভবে না। একজন মাত্র থাকায় কে কাহার উপাসনা করিবে?

উপাসক ও উপাস্য লইয়া উপাসনা দ্বৈতে হয়। উপাসনা মাত্রই ব্যক্তের, ব্যক্তমধ্যের চিন্তন। যাহা ব্যক্ত তৎ সম্বন্ধে গীতায় (২।২৮) ভগবান বলিয়াছেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" সৃষ্টি চিন্তকের সৃষ্টি অনাদি, তাহা যুক্তিবিরোধী মতবাদ বটে। কারণ যদি সৃষ্টি কর্ম্মের কোন কর্ত্তা থাকেন তবে তাঁহার কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন সুতরাং কর্ম্ম পরভাবী। এইজন্য কর্ম্ম আদি যুক্তই হইয়া থাকে। তত্রাচ অনাদি বলা কেন? তাহার প্রথম কারণ হইতেছে কর্ম্ম মাত্রই পাঁচ হেতুমূলক হইয়া থাকে। যেমন গীতা ১৮।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।" সৃষ্টি কর্ম্মের অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, প্রচেষ্টাদি সৃষ্টি চিন্তক বলিতে সাহসী নহেন, বলিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া যায়। এইজন্য অনাদি বলা যে এতৎ সম্পর্কে প্রশ্ন আদৌ না উঠিতে পারে। দ্বিতীয় কারণ কর্ম্ম মাত্রই ব্যক্তমধ্য অবস্থাযুক্ত হয়। আদি ও অন্তবিশিষ্ট হয়। আদি ও অন্তে যাহা থাকে না তাহা মধ্যকালেও থাকে না, এমন একটী ন্যায় আছে। যেমন ভাগবত পুরাণের ১১।২৮।২১ শ্লোকে বলে—"ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ। মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্॥" ইহাই ভাবান্তরে বলে "আদাবন্তেঽচি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।" যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন কালে যখন দেখে তখনও অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত হয় না। অথবা সিনেমা হলের দৃশ্য সকল যখন আঁধারে বসিয়া দেখে তখনও থাকে না। স্বপ্ন দৃশ্যবৎ অলীক। মায়ার কুহকে প্রতীত হয় মাত্র। সৃষ্টি চিন্তক এমন আদি জগৎ চাহেন না, অনাদি প্রবাহবৎ নিত্য বলিয়া আস্ফালন করেন। যাহা উৎপত্তিমান তাহা বিনাশশীল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকৃত। যেমন গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" সুতরাং গীতায় সৃষ্টি ব্যক্তমধ্য অবস্থা মাত্র। এই যে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি, যিনি একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশকর্ত্তা, তাঁহার দেহও মহাপ্রলয়ে থাকে না। তাঁহার দেহ অর্থই মায়াবরণ। মায়া অপসারিতে ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ হিরণ্যগর্ভ দেহক্ষয়ে সর্ব্বব্যাপীতে একীভূত হয়েন। বৃ আ ৫।১।১ মন্ত্রে বলে "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ইহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।২ মন্ত্রে সুস্পষ্ট বলিয়াছে। "ন মৃত্যু-রাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস।"

অব্যক্তা প্রলয়ে জগৎ গ্রাস করেন জন্য জগতের মৃত্যুস্বরূপা। মায়া আবরণে আবৃত দেহ হিরণ্যগর্ভ অমৃত দেবতা। দিবা-রাত্রিকারক কালও তখন থাকে না। অন একককই স্বস্বরূপে কেবল মাত্র থাকেন অন্য কিছু থাকে না। হিরণ্যগর্ভ এই অনের প্রতীক। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।১ মন্ত্রে বলে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" তৎ-জ তৎ-ল তৎ-অন অর্থাৎ জন্ম লয় ও স্থিতির হেতু হিরণ্যগর্ভকে শান্ত চিত্তে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে উপাসনা করিবে। দ্বৈতেই উপাসনায় উপাস্য উপাসকের স্থিতি সম্ভবে। অদ্বৈতে একত্ব ভাব, তথায় কে কাহার উপাসনা করিবে? কেনও বলেন "নেদং যদিদমুপাসতে"। উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ঘটে, এইজন্যই গীতায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" চিত্ত শুদ্ধি অর্থ তম ও রজ গুণদ্বয়কে প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব গুণ দ্বারা অভিভূত করা। তৎপর কণ্টকে নৈব কণ্টকং বৎ সত্ত্বকেও সত্ত্বগুণাত্মক বিচার দ্বারা ত্যাগে নিস্ত্রৈগুণ্যে প্রবেশাধিকার। মায়া আসে যায় জন্য পরিচ্ছিন্না। গীতায় তাই বলে "মামেব"।

জগৎ দ্বৈতবাদীর কপোলকল্পিত। যাহাকে ইংরাজীতে theory বলে। অদ্বিতীয়াবস্থা প্রকৃত সত্য। উহা theory নহে। ইহলোকেই বিদেহমুক্তির পূর্ব্বেই আনন্দস্বরূপকে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। উপাসনাদি কর্ম্মফল অদৃষ্ট, অদৃশ্য পরলোকে, অদৃশ্য দেহে, অদৃশ্য কালে ভোগ্য। ইহা অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প কল্পনা করিয়া ভীত হওয়ার ন্যায় theory. এই গতাগতির বিষয়ে পাঞ্চাল রাজ প্রবাহন জৈবিলী কল্পিত পঞ্চাগ্নি বিষয়ক বিদ্যা বলিয়াছেন। ইহলোকে মরিলে অনেকে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে যায়, তথায় দেবগণ সেই ব্যক্তির কর্ম্মফলকে আহুতি প্রদানে সোমরূপে পরিণত করেন। সেই সোম দেবগণ ভোগান্তে লব মাত্র অবশেষ হইলে উহা আকাশরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। তথা হইতে মেঘরূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, তথা হইতে বৃষ্টিধারা সহ পৃথিবীরূপ অগ্নিতে আইসে। তথায় সে অন্যত্র না যাইয়া ক্ষেত্রস্থ খাদ্যশস্যে প্রবেশ করে। সেই শস্য কোন পুং জাতীয় লোকরূপ অগ্নি ভক্ষণ করিলে বৈশ্বানর দেব কর্ত্তৃক নয়ভাগে বিভক্ত হইয়া একাংশ বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। সেই বীর্য্যসহ দেহদ্বয়বিশিষ্ট জীবাত্মা যোষিৎরূপ অগ্নিতে যোষিৎযোনি গত হয়। তথায় ক্বথিত মথিত হইয়া নরাকার দেহবান্ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। যদি পুরাণাদি শাস্ত্র বাক্য যথার্থ হয়, তবে যাহারা মানস রেতঃ পাতে জাত যেমন দক্ষ, মনু, প্রজাপতি ও বশিষ্ঠাদি, যাহারা পুরুষ দেহেই জাত যথা মান্ধাতা প্রভৃতি, কিংবা

যজ্ঞাগ্নিতে যেমন ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুকদেব, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি, তাঁহারা কল্পিত পঞ্চম অগ্নিগত হন না। ইহাকে ঐ বিদ্যাবাধিত বিদ্যা বলে। কেহ কেহ ইহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা মনে করেন, তাহা ঠিক বলা যায়; কারণ দেহকেও আত্মা বলে। দেহরূপ আত্মা বিষয়ক জন্য অধ্যাত্ম শব্দ প্রয়োগে আধ্যাত্মিক রূপ বাক্যে দৃষ্ট হয়, যদিচ অধ্যাত্ম বিদ্যা ব্রহ্ম বিদ্যারই নামান্তর। এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা দেহ ধারণ বিষয়ক বিদ্যা বটে। অশরীরের দেহ বা অবয়ব চিন্তনে যে মূর্ত্তি গঠিত হয় তাহাকেই প্রতীক বলে। অব্যক্তের ব্যক্ত ভাব কল্পনা অল্প বুদ্ধির ব্যাপার। যেমন গীতার ৮।২৮ শ্লোকে কার্য্যব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে কার্য্যব্রহ্মের দিবাকালে সৃষ্টি কার্য্যব্রহ্মের স্থিতিকালেই তাঁহার রাত্রিতে অব্যক্তা ব্যক্তজগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান বর্ণিত আছে। কেহ কেহ নিষ্ক্রিয় সাথীমাত্রকে শয়ানাবস্থায় রাখিয়া প্রকৃতি তৎসহ সংস্পৃষ্ট থাকিয়া তদুপরি দণ্ডায়মানা হইয়া হস্ত চতুষ্টয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘটাইতেছেন এমন চিত্র কল্পনা করেন, উহাই কালী মূর্ত্তি। পুরুষ লক্ষিত হন না, যদিচ আছেন, প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টিলয়কারিণী। যেমন ঋ. ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে বলে, "স্বধা অবস্তাদ্ প্রযতি পরস্তাৎ" (Self supporting principle beneath and energy aloft)। এমনি দ্বৈতে প্রতীক কল্পনা ঘটিয়া থাকে। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক। শিলাটী গোলাকার কালো ও ছিদ্র বিশিষ্ট হয়। গোলাকার দ্বারা অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ পুরুষের প্রকাশক; কালো রঙ তম আবরণের দ্যোতক ; অন্তর ও বাহির বিভাজক ছিদ্রটী "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতি বাক্যের নির্দ্দেশক। হৃদি গুহায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ স্থিত তেমনি শিলার ভিতরেও তিনি অন্তর্যামীরূপে স্থিত। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী পুরুষ তাহার কোন অবয়ব নাই। তাই এই প্রতীকের সৃষ্টি ঘটিয়াছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও আমি মানব

বিশ্ব অর্থ সমূহ। যেমন শ্রুতিতে বিশ্ব দেবগণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের সমূহ বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড অর্থ বৃহত্তম অণ্ড। অণ্ড অর্থ ডিম্ব। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে—"অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্‌গর্ভং দধার চ।" পশ্চাৎ বলেন—"সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্।" বিশ্বের আধার ও আলয়স্বরূপ স্বর্ণাভ ডিম্বই ব্রহ্মাণ্ড শব্দবাচ্য। পুরাণে অন্যত্র আছে যে "ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটী কোটী প্রসূযে।" কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। এইজন্য বলা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। আমি-নামা ব্যক্তি প্রতি দেহে বাস করেন অর্থাৎ দেহস্থ দেহীই আমি। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের

মধ্যে একটীতে আমাদের সৌরজগৎস্থিত এবং সেই সৌরজগতের মধ্যে শনৈশ্চর, বৃহস্পতি, নেপচুন, উরানাস্ আদি গ্রহ। সেই তুলনায় আমাদের পৃথিবী astronomical, geographical chartএ এক বিন্দু দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই বিন্দুরূপ পৃথিবীতে হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্রাদির তুলনায় সাড়ে তিন হস্ত লম্বা ক্ষুদ্র মানবদেহখানিতে মানব বাস করে। গীতায় বলে—সেই আমি-নামা জীব জগৎ ধারণ করে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না। তাহার হেতু এই, তাঁহার প্রাণ-মনাদি কলা নাই। ভাগবত পুরাণে বলে—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" জীব মন দ্বারা জগৎ ধারণ করে। এইজন্য ক্ষুদ্র দেহ মানব বাহাদুর বটে। হনুমানের ন্যায় হস্তাদি অঙ্গ দ্বারা ধারণ করে না, হৃদয়স্থ মন দ্বারা জগৎ ধারণ করে। মানবের হৃদয় একটী মাংস পিণ্ড, আকারে একটী পদ্মফুলের কলিকা তুল্য। তাহার একাংশে মন-বুদ্ধির স্থান। তাহাতে জীব বাস করে। মন ইহাতে জীবের আধারটী আলয় হইতেছে। জীবের আবরক মন যতই ক্ষুদ্র হউক, বটবীজে বটবৃক্ষের ন্যায় জগৎ প্রসব করে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রলয়ে লয় হইয়া থাকে। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে। যাহার উৎপত্তি ঘটে তাহা পরিচ্ছিন্ন হয়, unbounded হয় না। কেহ কেহ মনে করেন universe unbounded. যেহেতু টেলিস্কোপের রেঞ্জের বাহিরেও space আছে। শুনি, Dr. Einstein সাহেব নিউটনের মতবাদে এক absolute থাকা ও space থাকা স্বীকৃত জন্য তাহা নাকচ করিয়া space-time মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মতবাদ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইবে তাহা মার্কিণ দেশীয় পণ্ডিতপ্রবর বারনেট লিঙ্কলন সাহেব প্রণীত "Dr. Einstein and the Universe" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা সামনে রাখিয়া আলোচিত হইবে। কারণ উক্ত পুস্তিকার manuscript রচিত হইবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে Dr. Einstein স্বয়ং foreword লিখিয়াছেন। তৎপর ১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসে প্রথম উহা মুদ্রিত হয়; পশ্চাৎ উহার আরও চারিটী edition ছাপা হইয়াছে। এবং গ্রন্থখানি উপাদেয় জন্য বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতেও উহার এক edition প্রকাশিত হইয়াছে।

বহুজনাদৃত জন্য উহা অত্র উদ্ধৃত হইল (উক্ত পুস্তিকার ১১০ পৃষ্ঠা)—

"The difficulty with this theory is that it rests on the assumption that somewhere in the universe matter is being formed. Although it is true that the amount of matter in the universe is perpetually changing, the change appears to be all in one direction—towards dissolution. All the phenomena of nature, visible and invisible, within the atom and in outer space, indicate that the substance and energy of the universe are inexorably diffusing like vapour through the insatiable void. The sun is slowly but surely burning out, the stars are dying embers, and everywhere in the cosmos heat is turning to cold, matter is dissolving into radiation and energy is being dissipated into empty space.

The universe is thus progressing towards an ultimate "heat-death" or as it is technically defined, a condition of "maximum entropy." When the universe reaches this state, some billions of years from now, all the processes of nature will cease. All space will be at the same temperature. No energy can be used because all of it will be uniformly distributed through the cosmos. There will be no light, no life, no warmth—nothing but perpetual and irrevocable stagnation. Time itself will come to an end."

এই উক্তি হইতে আমরা পাইতেছি—এখন আমরা ও আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে when matter is being formed তখনকার নিয়মাদি প্রলয়কালে কোন ইষ্ট সিদ্ধি করিবে না। প্রলয়ে যখন সব ধ্বংস হইবে, চন্দ্র সূর্য্যাদি বিশিষ্ট জগৎ থাকিবে না, তখন কেবল Dr. Einstein কৃত "ল" ও "ফরমূলা" আকাশে থাকিবে দ্বিতীয় সৃষ্টির অপেক্ষায়, যেজন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ; এবং যদি পুনরায় সৃষ্টি হয় তবে তাহা, ইঁহারা অগ্রসর হইয়া কার্য্যে লাগিবেন। প্রলয়ে জগৎ না থাকিলেও ইঁহারা law-giver law লইয়া থাকিবেন, ইহা চুক্তি হইয়া থাকিবে। সহস্র বর্ষেও যাহার প্রয়োগ হইবে না তাহার জন্য পণ্ড শ্রম করা rational being-গণের কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কি বুঝিব? এই law না প্রচার করিলে

অজ্ঞ ঈশ্বর পুনঃ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না। স্রষ্টার শিক্ষাদানার্থ এই প্রচেষ্টা। এই law বিজ্ঞানবিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। ভাল কথা, মস্তিষ্ক ও মন কি এক, না ভিন্ন? শুনিতে পাই Dr. Einstein-এর মস্তক কাটিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে অভিনব কিছু পাওয়া যায় নাই। এ বিষয় উক্ত পুস্তিকার ১১৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই Dr. Einstein নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি বলিয়াছেন —"My religion, he says, consists of a humble admiration of the illimitable supreme spirit who reveals himself in the slight details, we are able to perceive with our frail and feeble minds."

অসীম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা যিনি স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই প্রকাশে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দৃষ্ট হন। ক্ষীন মন দুর্ব্বল; তাহার মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ।

"মনসো মনো যৎ।" মনের মননশক্তি যাহা হইতে হয়। অচেতন মনের চেতনের ন্যায় কার্য্যকারিতায় তাঁহার প্রকাশ। যেমন Dr. Einstein ব্রহ্মবাদী হইলেও জড় জগতের খবর করিয়াছেন তেমনি বঙ্গের মহারত্ন নবদ্বীপাধিবাসী রঘুনাথ শিরোমণি "দিধীতি" নব্য ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণেতা। তাহাতে ন্যায় বৈশেষিকের কিঞ্চিৎ খণ্ডনাদি দৃষ্ট হয়। উহার টীকাকার গদাধর চক্রবর্ত্তী বঙ্গের এক সুসন্তান তাঁহার টীকার নাম "গাদাধরী", তৎ টীকা করেন জগদীশ তর্কালঙ্কার নাম "জাগদীশি"। অতীব সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ; এই যুগেও কাশী, পুণাদি বিদ্যাক্ষেত্রে উহা বহু সাদরে অধ্যাপনা হইয়া থাকে। তাঁহার দিধীতির মঙ্গলাচরণে প্রথম শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন বুঝা যায়।

"ওঁ নমঃ সর্ব্বানি ভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। অখণ্ডানন্দ বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।"

হিটলারের পুর্ব্বকালে গেটে, সোপেনহায়ার, ফিজ প্রভৃতি জার্ম্মান মনীষিগণের প্রেরণায় জার্ম্মানীর লিপজিগ্ নগরে সংস্কৃত দেবনাগরী অক্ষরের press স্থাপিত হয়। তাহাতে ভারতের বেদ-বেদান্ত-উপনিষাদি সর্ব্ব প্রকার গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়া জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত টীকা-টিপ্পনীসহ পঠন পাঠন হইয়া থাকে। সেই অঞ্চলে Dr. Einstein ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সোপেনহায়ারাদির ন্যায় বেদান্তবাদী হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার চক্ষে জাগতিক সবকিছু illusory বা মায়িক। উহা বেদান্ত হইতে গৃহীত; উহার নব ব্যাখ্যান বিদ্বানগণ দিতে পারেন তাহাতে বস্তুর কোন ব্যত্যয় হয় না। ভারতে পাঁচটী

ভূত পদার্থ স্বীকৃত। তাহা—আকাশ, বাতাস, তেজ, জল ও ক্ষিতি তত্ত্ব। আকাশ (Ether) আধার। বায়ু প্রাণরক্ষক। এক মিনিট বায়ুহীন হইলে প্রাণ বাঁচে না। তেজ (heat) ছাড়া কোন কিছু হয় না। ৩২° জলেও তাপ থাকে। শরীর তেজহীন হইলে মরিয়া যায়। অন্নাদি তাপ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আবার পেটে গিয়া বৈশ্বানর অগ্নি কর্ত্তৃক পাচিত হইয়া দেহ রক্ষিত হয়। জলই জীবন, প্রাণ। জল বিনা প্রাণরক্ষা সম্ভবে না। তৎপর অন্ন বা ক্ষিতি তত্ত্ব। অন্ন ব্যতীত দেহ থাকে না। এইজন্য ইহারা সর্ব্বত্র আদৃত হয়। তবে উহা মিশ্রিত ও অমিশ্রিত অবস্থাগত হয়। অমিশ্রিতকে "অপঞ্চীকৃত" বলে। পঞ্চীকৃত অর্থ পাঁচমিশেলি। যেমন—খিচুড়ীতে চাল, ডাল, মসলা, লবণ, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা, ঘৃত কত কিছু মিশ্রিত হয়। শুধু ভাত অমিশ্রিত। ব্যঞ্জনের ঝোল পাঁচমিশেলি, তাহাতে মাছ, তরকারী, মসলাদির ক্ষুদ্রাংশ মিশিয়া ঝোল হয়।

কলিকাতা নগরী হুগলী নদীর উপর স্থিত। সেই নদীর জল বিশ্লেষণ কর, তাহাতে H_2O, sprinkling of Ganges water (কারণ মোহনা বদ্ধ) আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাতে night soil, urine, coal, dust and ashes petrified bodies, salt water (লবণাক্ত), milk (নদীতে দুধ দিয়া পুজা করে), oil, earth, herbal matter (পলিতে থাকে যেজন্য খোস-পাঁচড়া হইলে পলি মাখিয়া স্নান করিলে সারিয়া যায়), air, light, ether and what not—মা গঙ্গারূপিনী ব্রহ্মও তাহাতে আছে। বিদ্বানগণ বিশ্লেষণ করুন। Ratio proportion নির্দ্ধারণ করুন। Permutation combination দ্বারা সত্যকার জল নির্দ্ধারণ করুন। Permutation and combination-কেই "পঞ্চীকরণ" বলে। পাশ্চাত্য মতে আকাশের বায়ুমণ্ডলে hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, ether ভাসিয়া বেড়ায় potter molecule formও করে। ইহারা subtle পদার্থ। "অপঞ্চীকৃত" অবিমিশ্রিত বলিয়া গণ্য হয়। ইহার Ether সংস্কৃতে আকাশ পদবাচ্য। ইহা বৈশেষিক ন্যায় মতে চারিভূত হইতে স্বতন্ত্র গণ্য হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইহা দৃষ্ট হয়।

তৎপর বায়ু। আমরা প্রতি প্রশ্বাসে যে মিশ্রবায়ু গ্রহণ করি তাহার অক্সিজেন অংশই আমাদের ফুসফুস বা lungs গ্রহণ করে। এইজন্য অক্সিজেনই subtle বায়ু বলিয়া গৃহীত। ইহাকে oxygen বলা হয়। যখন প্রাণবায়ুর ক্রিয়ায় কুলায় না, তখন oxygen inhale করায়। তাহাতে প্রাণ বাঁচে।

তৎপর তেজ বা অগ্নি (heat)। Carbon as coal, heat source. Thermo-Electric Power House-এ পরিদৃষ্ট হয়। পাথর কয়লার তেজে রান্না হয়। তৎপর জল বা অপ্ (water H_20) জলে হাইড্রোজেনের আধিক্য থাকা দৃষ্ট হয়। এইজন্য জলজাত electricity জন্মায় তাহাকে Hydro-Electric Power House বলে। জলই জীবন। জল বিনা প্রাণ বাঁচে না। তৎপর অন্ন বা ক্ষিতিতত্ত্ব (nitrogen) দেখা যায়। বৃক্ষাদি nitrogen গ্রহণ করে এবং মিশ্রবায়ু গ্রহণ করিয়া oxygen ত্যাগ করে। বৃক্ষাদি অন্নজাত (ক্ষিতিজাত) অন্নপ্রদায়ক। ভূমিতে যে সার দেয় তাহাতে nitrogen-এর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

জল যেমন H_20 হইলেও hydrogen মধ্যে hellium আছে, oxygen মধ্যে ozone আছে। এই ধারায় মন N_8 E_2 O_2 Car_2 H_2 এই ফরমূলা দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে। নিরেট, subtle দ্রব্য, বক্রা বৈষম্যময়ী প্রকৃতির রাজ্যে অসম্ভব। Straight line ব্যবহার জন্য বর্ত্তমানে Euclidএর জ্যামিতি অব্যবহার্য্য হইয়াছে। বক্রায় সরলতা সমতার একান্তাভাব। এইজন্য বক্রাকে law দিয়া নিয়মিত করা সম্ভবে না। সে সব law ও law-giver প্রলয়ে শেষ করিয়া দেয়।

বিজ্ঞানবাদ দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। সুতরাং law, law-maker-এর জন্য তথায় কলিকা পাইবার জো নাই। অথচ সব uncertainty জাত, সেই প্রকৃতিই বিজ্ঞানবিদের উপজীব্য। শ্রুতি বলেন—সত্য অনৃতেন প্রত্যূঢ়া (হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকা)। সত্য অনৃত দ্বারা ঢাকা থাকে জন্য দৃষ্ট হয় না। ঢাকনা খুলিলে বা ভাঙ্গিলে সত্য বস্তু দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কোন মতবাদী বলেন—একটা বড় atom ফাটিয়া গিয়া universe expanded হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯ খণ্ডে বলে—পূর্ব্বে সব “অসৎ” (অমূর্ত্ত) ছিল পশ্চাৎ কালসহযোগে মূর্ত্ত বা সৎ হইল। উহা এক অণ্ডবৎ হইল ; বর্ষকাল অণ্ডাবস্থায় রহিল। পশ্চাৎ উহা ফাটিয়া খোলার উপরিভাগ দ্বারা দ্যৌলোক ও খোলার নিম্নার্দ্ধ দ্বারা পৃথিবী হইল, মধ্যে অন্তরীক্ষে সূর্য্য রহিল। অর্থাৎ atom ফাটিয়া universe expanded দ্যৌ পৃথিব্যাদিরূপে প্রকাশ পাইল।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদগণ খোসারই অনুসন্ধান করিতেছেন, বস্তুর তালাস করিতেছেন না। ভগবান তাঁহাদের সুমতি দিউন। তাঁহারা “অসতো মা

সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়” প্রার্থনা বাক্যটি পাঠ করুন মঙ্গল হইবে।

এইরূপে শ্রুতিতে প্রথম বিস্ফোরণ জন্য universe-এর expansion যেমন চিত্রিত তেমনি প্রথম অসৎ অব্যক্তা হইতে সতের উৎপত্তি। সূত্রাত্মা চিন্তনে gravitation field-এর চিন্তন, বৈদ্যুতিক ফিল্ডের element-এর বিষয়ের চিন্তন ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা কিছু myth or mystic নহে। সর্ব্বব্যাপী supreme spirit-এর অনুসন্ধানে মিলিয়াছে।

প্রবন্ধাবলী

প্রবন্ধাবলী

ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তোপনিষৎ

উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ সদ্ বিশরণাৎ হিংসনাৎ। অবিদ্যা তৎকার্য্য বিনাশনাৎ। উপ=গুরু সমীপে বসিয়া নি=নির্জ্জনে রহসি চিত্তস্থ মায়ামল-নাশনায় জ্ঞান-বিষয়ক-বিদ্যাশ্রবণং। রহসি শ্রবণজন্য উপনিষৎকে রহস্য-বিদ্যা বলা যায়। বেদের রহস্য কি? মীমাংসক বলেন কর্ম্মই বেদের বিষয়। বেদের রহস্য পুরুষের জ্ঞানে, তাহা ঋক্ বেদের ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। এই মন্ত্র শ্বেতাশ্বতর বহ্বৃচাদি উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

অনুবাদ—ঋক্ যে পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয়, যাঁহাকে এই বিশ্ব ও দেবগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে জানেন না, ঋক্ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার কি লাভ? তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি তাঁহাতে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

বেদান্ত দর্শনের চাতুঃসূত্রমধ্যে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্র দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব বেদের সমন্বয় সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকার ব্রহ্মের প্রতিপাদনে। গীতায় কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বলিয়া ভগবান্ "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" বলিয়াছেন। ইহা ঈশোপনিষদের প্রথম দুই মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়, ঈশ্-জ্ঞানে নিঃশ্রেয়সে। সেই জ্ঞানযোগ অবলম্বনে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া জীবন কাটাইবে। এতদ্ভিন্ন গীঃ ৩।৪২ শ্লোকে "বেদ-বাদরতা" কর্ম্মপরা অবিপশ্চিতের নিন্দা দৃষ্ট হয়। ঈশোপনিষদে সম্ভূতি উপাসনার নিন্দার পরিচয় পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদেও বলিয়াছে—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান-প্রসাদনে বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

'ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ'। 'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্রভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎতৎ পশ্যসি তদ্বদ্।" ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের তথায় স্থান নাই। কৃত অকৃতের (কার্য্যকারণের) স্থান নাই। বেদ অর্থই জ্ঞানরাশি। বিদ্‌জ্ঞানে। সুতরাং বেদে কর্ম্মবিষয়ক মন্ত্রাধিক্য থাকিলেও বেদ অশুদ্ধচিত্তে অপ্রকাশপুরুষবিষয়কজ্ঞানপ্রকাশক। কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু। শুদ্ধচিত্ত না হইলে বিচার বুদ্ধি খুলে না। এইজন্য নাসদীয় সূক্তটি বেদের রহস্য-প্রকাশক হওয়াতে উহাকে উপনিষৎ বলা যায়।

নাসদীয় সূক্তে ৭টি ঋক্ আছে, উহার পরমেষ্ঠি প্রজাপতি ঋষি, পরমাত্মা দেবতা। ঋক্‌বেদের এই সূক্তে পরমাত্মাই বিষয়। যেমন শুক্ল যজুর্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে আঠারটি মন্ত্রে ঈশোপোনিষৎ। তবে তাহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বিষয়ে ১০টি মন্ত্র আছে। সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ে ৮টি মন্ত্রই আছে। মাণ্ডুক্যে ১২টি মন্ত্র। আত্মা শব্দের দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এইজন্য বেদান্ত সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণের ১২ স্কন্ধে ১৩।১২ শ্লোকে বলিয়াছে—

"সর্ব্ব বেদান্তসারম্ যদ্ ব্রহ্মাত্মকত্বৈ লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্।"

এখানে আত্মা ও ব্রহ্ম এক বলিয়াও ব্রহ্ম শব্দে পরমাত্মা ও আত্মা শব্দে জীবাত্মা বলিয়াছে। যিনি পরমাত্মা তিনি অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয়। জীবাত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তারূপে অজ্ঞানিগণ দেখিয়া থাকেন, এই অজ্ঞানের জন্য যে চিত্তবিভ্রম তাহা নাশের জন্য অজ্ঞাননাশী বেদের উপনিষদ্ ভাগের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-প্রদর্শক ঋ. ১।১৬৪।৩৯ "ঋচোহক্ষরে" মন্ত্রটি পুর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী অচলভাবে একাই বিরাজমান ইহা লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য শ্রুতি তারস্বরে বলিয়াছেন "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইহাতে দ্বিতীয় বা দ্বৈত থাকে না। শ্রুতি যাহা থাকে না বলেন তাহাকে দাঁড় করাইবার জন্য সমগ্র দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা থাকে না তাহাকে অভাব বা অসৎ বলে, যেমন গীতায় ভগবান (২।১৬) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" বলিয়াছেন। দৃশ্য-প্রপঞ্চ, যাহাকে জগৎ বলে তাহা সত্যিকার বস্তু হইলে অদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া পড়ে। শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড অব্যবহার্য্য অর্থবাদ বা প্রলাপ উক্তি বলিয়া গণ্য হয়। এইজন্য ঋগ্বেদে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে গিয়া শ্রুতি মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, যথা—

"ত্বং মায়াভিরপমায়িনোঽধমঃ স্বাধাভির্ষে অধিশুপ্তা বজুহ্বত।"
"রূপং রূপং মঘবা ব্যো ভবীতি মায়াঃ কৃণ্বাণস্তণ্বং পরিস্বাম্।"
"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"
"পতঙ্গমক্রমস্থরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।"

অস্থরের মায়ার আবরণে পতঙ্গত্ব জীবত্ব।

যাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি আঁধারে দৃষ্ট রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "অতস্মিন্ তজ্জ্ঞানং। অর্থাৎ অবস্তুনি বস্তুজ্ঞানম্। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে সিনেমা হলের দৃশ্যপ্রপঞ্চ "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"—এই বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং নাসদীয় সূক্তে অদ্বিতীয় পুরুষের অবস্থিতিমাত্র সত্য, আর সব অসৎ বলিয়াছেন। ইহাই অপ্রকাশের প্রকাশ ইহাই শ্রুতির মহিমা। এবং জগতের স্থষ্টি পরমাত্মার জ্ঞানগোচরে বা অগোচরে হইয়াছে, তিনি জগৎ ধারণ করেন কি করেন না, জগৎ থাকিলে ধারণ করিতেন ইত্যাদি বলায় স্থষ্টি যে হয় নাই ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। যেমন গীতায় ৯।৪-৫ "নচ মৎস্থানি" ভূতানি "নচ ভূতস্থো" বাক্যে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না বলা হইয়াছে। অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান জীব অজ্ঞানবশে জগৎ ধারণ করে অর্থাৎ জগৎ আছে মনে করে। গী. ৭।৫ "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" গী. ৩।২৭ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এই যে রজ্জুসর্পবৎ জগৎ যাহাকে গীতায় ভগবান্ "অসৎ" বলিয়াছেন তাহার স্বরূপ কি, পরমাত্মারই বা স্বরূপ কি তাহাই নাসদীয় সূক্তের বিষয়।

নাসদীয় সূক্তটি এই—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম
ন্নংভঃ কিমাসীদ গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচ নাস ॥ ২ ॥

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽ
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্ব পি হিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদিপ্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্—
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভুব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎ
সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥”

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অর্দ্ধেকে মহামহাপ্রলয় বর্ণিত, যে প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ও তৎকারণ তমেরও লোপ ঘটে। তখন অর্থাৎ তদানীং সেই পরমাত্মা পরম পুরুষই একমাত্র বিরাজমান থাকেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমে ন মৃত্যুরাসীদ্ বাক্যটী রহিয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ন মৃত্যু অর্থ সংহর্ত্তা লিখিয়াছেন। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৩।২৮) “অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়॥” বাক্যে অসৎ তম ও মৃত্যু একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। মৃত্যু তম হইলে ন মৃত্যুরাসীদ্ বাক্যে অসৎ তম তখন ছিল না বলা হইয়াছে। অমৃত দেবতা হইলে, দেবতা হিরণ্যগর্ভ ছিল না বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশকর্ত্তা বা কার্য্যব্রহ্ম। ঋগ্বেদে ১০।৮১।১ মন্ত্রে “য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতান্যসীদৎ

পিতা নঃ", মন্ত্রে গ্রসিষ্ণু যিনি আপনার ভিতরে সব স্বাহাকার করেন তাঁহাকে সংহর্ত্তা রূপে পাওয়া যাইতেছে। কার্য্যব্রহ্মের লক্ষণ তৈত্তিরীয়ে ভৃগুবল্লীতে বলে, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম। ইহাতে কার্য্যব্রহ্মই সংহর্ত্তা তিনি ছিলেন না। তম যদি সংহর্ত্তা হয় যেমন গীতায় বলে—

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥" ৮।১৮॥

অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি বাহির হইয়া আইসে এবং কালে তাহাতেই লয় হয়। এইজন্য তাহাকে অন্ন বলে। অত্তি ইতি অন্নং। মুণ্ডকে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্ লোকাঃ কর্ম্মসুচামৃতম্" বাক্যটী দৃষ্ট হয়। তম না থাকিলে হিরণ্যগর্ভও থাকে না। তম-আবরণেই হিরণ্যগর্ভের গর্ভরূপ দেহলাভ ঘটে। সেই আবরণে বা দেহে বিশ্বজগৎ স্থিত। (গীতা ১১।১৫)—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥" ১৫॥

এই শ্লোকে বলে ব্রহ্মাদি দেবগণ, অন্তরিক্ষস্থ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ, ভূতলস্থ ভূতগণ ও পাতালস্থ নাগগণ সবই বিরাটদেহে স্থিত।

সংহর্ত্তা হিরণ্যগর্ভই হউন আর তমই হউন তাহার অভাব "ন মৃত্যুরাসীৎ" এই বাক্যে পাওয়া যাইতেছে। হিরণ্যগর্ভের অভাব ও তমের অভাব একই কথা। কারণ তমঃ রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিৎই হিরণ্যগর্ভ। পুরুষ অদ্বিতীয় একাই আছেন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" সুতরাং দ্বিতীয় মন্ত্রের স্বধয়া শব্দে অন্নসহ না বুঝাইয়া স্বপ্রকারেণ স্বস্বরূপেণ অর্থাৎ নির্দ্দোষ সম, একরস, অদ্বিতীয়, পরমাত্মা বিরাজমান ইহাই বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মার রাত্রিতে প্রলয় ও ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি ইহা গীতায় পাওয়া যাইতেছে। অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয়ই মহাপ্রলয়। কারণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বৃক্ষলতা পর্ব্বত সমুদ্র নদী দেব যক্ষ নর তির্য্যক্ সবই অব্যক্তা প্রকৃতিতে একীভূত হয়। সেই মহাপ্রলয়কারিণী অব্যক্তা প্রকৃতি যখন লয় হয় তখন মহামহাপ্রলয় ঘটে। দ্বৈতের একান্তাভাবহেতু কেবল পরমাত্মাই থাকেন। সেই পরমাত্মাই এই মন্ত্রের দেবতা। অসৎ তম বা মৃত্যু ছিল না ইহা দ্বিতীয় মন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে বলায় প্রথমমন্ত্রে সৎ অসৎ শব্দ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন। অন্যথায়

পুনরুক্তি দোষ হয়। সৎ অসৎ পঞ্চমহাভূতেও প্রযুক্ত দেখা যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ মূর্ত্ত সৎ, বায়ু আকাশ অমূর্ত্ত অসৎ। স্থূল (সৎ) সূক্ষ্ম (অসৎ) ছিল না। এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে সতো বংধুমসতি বাক্যে সৎ পরমাত্মা ও অসৎ প্রকৃতি অর্থাৎ তমকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন গীতায় ২।১৬ "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" বলিয়াছেন। সৎ চিন্ময় হইতে অসৎ মৃন্ময়ের উৎপত্তি সম্ভবেনা। পাঞ্চভৌতিক জগৎ যাহার উপরে আকাশ তন্নিম্নে বায়ুমণ্ডল তন্নিম্নে মেঘমণ্ডল ও সমুদ্র, এতৎ বেষ্টিত ক্ষিতি, এই সমস্ত পদার্থকে স্বতন্ত্ররূপে প্রথম মন্ত্রে নিষেধ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে মৃত্যু ও অমৃত নিষেধ করিয়া কালও নিষেধ করিয়াছে। তম আসিলে পর দেশ-কালের ধারণা হয়। যখন তম নাই তখন দেশকালও নাই, সাক্ষী-চৈতন্যও নাই, তাই শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিলেন "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধ্যান্যন্ন পরঃ কিংচ নাস" ॥

তম অভাবে স্বধয়া অর্থ স্বস্বরূপেণ, স্বপ্রকারেণ, অখণ্ডৈকরস রূপেন করিতে হয়। অন প্রাণ ছিল। যেমন বৃ আঃ তৃতীয় অধ্যায়ে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ৩।৯।৯ মন্ত্রে "কতম একো দেব ইতি, প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম, ত্যৎ ইতি আচক্ষতে"। দ্বৈত অবস্থায় দুই দেবতা কল্পিত হয়। "কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ ইতি অন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি"। গীতার ভাষায় প্রকৃতি ও পুরুষ। যাঁহাদের হৃদয়ে অদ্বৈতের স্থান হয় না, তাঁহারা অন্ন ও প্রাণ সমভাবে বর্ত্তমান দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বধা শব্দ অন্নবাচি করিয়েন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। যেমন ঈশাবাস্যে ঋষি অসমর্থের জন্য উপদেশ করিয়াছেন "কূর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জীজীবিষেৎ শতং সমা"। বিশ্ব-জগৎ কর্ম্ম, তাহার কেহ কর্ত্তা হইবে। ইহলোকে অচেতন কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, চেতন কর্ত্তাই কেহ হইবেন। প্রকৃতি অচেতন, তাহাকে কর্ত্তা বলা ঠিক নহে, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ যিনি চেতন তিনি নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা একারণ কর্ত্তার অনুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া কপিল "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্র করিয়া বসিয়াছেন। নৈয়ায়িক সৎ পরমাণু হইতে সৃষ্টি বলিয়া কর্ত্তার অনুসন্ধানে ধ্যান দেন নাই। মীমাংসক মতে কর্ম্মই কর্ত্তা, ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন নাই। গীতায় (৩।২৭) ভগবান বলিয়াছেন "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" কার্য্যকরণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে। (গী ১৩।২১) বেদের উক্ত দেবদ্বয়াত্মক মন্ত্র ও এক দেব বিষয়ক মন্ত্র মধ্যে অদ্বৈত তত্ত্বে দ্বৈতের স্থান করিতে গিয়া এক অধ্যর্দ্ধদেবের প্রয়োজন দেখিয়াছেন। যেন তিনি প্রবৃদ্ধ

হইলেন, তাহার সম্ভাবনার্থ ঋগ্বেদে শ্রুতি সৃষ্টি বলিতে গিয়া, ইন্দ্রমায়া যোগে স্বরূপ অত্যাগে নানা হয়েন বলিয়া মায়াবাদের সৃষ্টি বলিয়াছেন ; যেমন অদৃশ্য জলীয় বাষ্প তাপাভাব (শৈত্য) সংযোগে দৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ বাষ্প, বা মেঘাকার হয় আরও শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারা এবং পুনঃ শৈত্য সংযোগে ধবল শিলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জলত্বের হানি না ঘটিলেও নানাত্ব ঘটে তেমনি অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যা মায়া তদ্ যোগে সাক্ষী চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, হিরণ্যঁগর্ভ চৈতন্য, বিরাট চৈতন্যাদি নানাত্ব যেমন ঘটে। বস্তুতঃ স্বরূপের কোন হানি হয় না।

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে তদানীং শব্দটী রহিয়াছে, এই তদানীং কোন্ কালকে লক্ষ্য করে ? তাহা নিশ্চিত হইলে সূক্তে যে প্রলয় বর্ণিত তাহা কি মহামহাপ্রলয়, কি শুধু মহাপ্রলয় তাহাও সুনিশ্চিত হইতে পারে এবং পরমাত্মা দেবতা কি সমায়িক কি অমায়িক তাহাও আমরা জানিতে পারি। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি বর্ণিত সুতরাং ইহা সেই প্রলয় যে প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন না। কেবল পরমাত্মা একাই ছিলেন। অতএব ইহা মহামহাপ্রলয়। হিরণ্যগর্ভের দিবায় সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় ঘটে। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভযুক্ত প্রলয় ও হিরণ্যগর্ভবিযুক্ত প্রলয়দ্বয়, মহাপ্রলয় ও মহামহাপ্রলয় বলিয়া উক্ত হয়। "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে"। গী. ৮।১৮। ইহা মহাপ্রলয়। সুতরাং এখানে "তদানীং" হিরণ্যগর্ভবিহীন প্রলয়কে লক্ষ্য করিয়াছে। এইকারণ প্রলয়ান্তে সৃষ্টি বলিতে গিয়া হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি শ্রুতি প্রথম বলিয়াছেন। তৎ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরে (৩।৪) পাই "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রোমহর্ষিঃ।" "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং" বলিয়াছেন। তম সমাগমে হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি যাঁহা হইতে ঘটে তিনিই অদ্বিতীয় পরমাত্মা নামক দেবতা। পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। অতএব দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষার্দ্ধে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমাত্মা পরম পুরুষ বর্ণিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে বলিতে পারি, এই সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে মহামহাপ্রলয় বর্ণিত, যেখানে মৃত্যু সংহর্ত্তা ও দেশ কাল থাকেন না, অমৃত হিরণ্যগর্ভ থাকেন না। দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সবেবসোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভাষান্তরে বর্ণিত, "আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচনাস। নেহ নানাস্তি কশ্চন।" তৃতীয়ে তমসমাগমে হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি যেমন পূর্ণমদঃ মন্ত্রে বলিয়াছে পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে (মায়াযোগে), চতুর্থে শ্রুতি তমের

স্বরূপ এবং পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাদের সম্বন্ধ কি জাতীয় তাহা বলিয়াছেন। পুরুষ সৎ, তম অসৎ। তমাবরণে যে সৃষ্টি তাহা সতের বন্ধনাবস্থা ঘটায়। সৃষ্টি সূক্ষ্ম বা মানস এবং স্থূল হয়। মায়া সহ যোগাযোগে ঈক্ষণান্তে কামনা প্রথম হয় যে "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" কামনান্তে মানস রেতঃ পাত। অর্থাৎ মন বাক্ প্রাণাদি নির্ব্বিশেষ কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া তাহার ব্যবহার করিতেছেন। যোগমায়া ব্যতীত আর কাহার নিকট হইতে পাইবেন? যেহেতু শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" সেই পুরুষ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, (৭।৪) পঞ্চভূত মন বুদ্ধি প্রকৃতির সম্পদ। পুনঃ বলিয়াছেন (১৩।৫) ক্ষেত্রের সম্পদ। ক্ষেত্র বা দেহখানিই তমাবরণ এইটুকু শ্রুতি সংক্ষেপে চতুর্থ মন্ত্রে বলিয়াছেন। কারণ পুরুষ মন, বাক্ প্রাণ মায়া হইতে গ্রহণ করিলেন অধমর্ণ হইয়া। অধমর্ণ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই শ্রুতি বলিলেন সতোবন্ধুমসতি। ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ (ঋ. ১০।৭২।৩) এইজন্যই পঞ্চম মন্ত্রে স্থূল সৃষ্টি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন, "স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ" প্রয়তি উপরে ক্রিয়াশীলা পুরুষ অধমর্ণ অধঃস্থিত। যেমন কালীমূর্ত্তিতে শুভ্র পুরুষ শববৎ নিষ্ক্রিয় নিম্নেস্থিত তদুপরি প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারিণী অবস্থিতা। যেমন গীতায় (১৩।১৬) "সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ"। (গী. ১৩।৩০) "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" কুর্ম্মাঙ্গানীব পুরুষ অন্তরেস্থিত। গীতা (৭।২৫) "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" ষষ্ঠমন্ত্রে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিতর্ক। যদি চ তৃতীয়ে ও পঞ্চমে সৃষ্টি উক্ত। এই নরলোকে কেহ বা তত্ত্ব জানে অর্থাৎ কেহই না। কে তবে তত্ত্ব বলিবে? কোথা হইতে সৃষ্টি আসিল, কিরূপে কে করিল? দেবতারা নাকি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারাও বলিতে পারেন না; তাঁহারাও অসমর্থ কারণ তাঁহারা প্রথমজের সৃষ্টি। সুতরাং নিজ উৎপত্তির পুর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা কেমনে বলিবেন। যাহা দেবতার অজ্ঞাত সেই বিষয়ে আর তবে কে বলিবে? অর্থাৎ সৃষ্টি না ঘটায় তৎ সম্বন্ধে কেহই বলিতে পারেন না। যদি ঘটিত তবে বলিতে পারিত। কারণ তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে দ্বিতীয় অভাবে সৃষ্টি ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। সপ্তম মন্ত্রে এইজন্য পুরুষের অজ্ঞাতে জাত সৃষ্টি পুরুষ ধারণ করেন না বলিয়া শ্রুতি নিশ্চিত করিয়াছেন। যেমন গীতায় ভগবান ৯।৪-৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না। ভূত তাহাতে নাই তিনিও ভূতে নাই। গী (৭।৫) বলিয়াছেন অল্পজ্ঞ জীব জগৎ ধারণ করে। অজ্ঞান বশে জগৎ আছে এমন ধারণা চিত্তে পোষণ করে।

নাসদীয় সূক্ত ব্যাখ্যা

“নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম
ন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥”

১। অন্বয় :—তদানীং অসৎ ন আসীৎ সৎ নো আসীৎ রজঃ ন আসীৎ ব্যোম নো (আসীৎ) যৎপরঃ (ন আসীৎ) কুহ (কুত্র) কিং আবরীবঃ (আবরণ আবরকরূপ) কস্য (জীবস্য) শর্ম্মন্ (সুখ দুঃখ ভোগার্থং) (ন আসীৎ) গহনং গভীরং অম্ভঃ কিং আসীৎ (ন আসীৎ) ॥

১। অনুবাদ :—মহামহাপ্রলয় কালে অসৎ অমূর্ত্ত কিছু ছিল না সৎ মূর্ত্তও কিছু ছিল না। রজঃ (লোকা রজাংসি উচ্যন্তে নিরুক্ত) লোক সকল ছিল না। (পৃথিবী ও লোক তাহাও ছিল না) ব্যোম ছিল না ব্যোমের পর যাহা তাহাও ছিল না। কোথাও কিছু আবরক বা আবরণের যোগ্য পদার্থজাতও ছিল না। কাহার সুখ দুঃখ ভোগার্থ থাকিবে ? জীব ছিল না, গহন গভীর সমুদ্র ছিল না।

১। বিচার :—অসৎ-কার্য্য-বাদীর অসৎ প্রপঞ্চ ছিল না। সৎ বাদীর সৎ প্রকৃতি বা বিকৃতি ছিল না। সৎ পরমাণু হইতে সৃষ্টি বাদীর পরমাণুও ছিল না। আকাশ-প্রথম-সৃষ্টি-বাদীর আকাশও ছিল না। মায়িক আবরণই দেব নরাদির দেহ, তাহা ছিল না। ক্ষেত্র ছিল না। সুখ দুঃখ ভোগাত্মক কোন কিছু ভোগ্য ছিল না। শর্ম্মন্ ভোগ্য ভোগ বা ভোক্তা ছিল না। “সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ” সেই গহন গভীর আপও ছিল না। অর্থাৎ প্রলয় বর্ণিত।

২। “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ॥
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস ॥ ২ ॥”

২। অন্বয় :—তর্হি মৃত্যুঃ ন আসীৎ অমৃতং ন (আসীৎ) রাত্র্যা (এবং) অহ্নঃ (বা তৎ) প্রকেতঃ (চিহ্ন বা লিঙ্গ, চন্দ্র সূর্য্যাদি) ন আসীৎ। অবাতং আসীৎ তৎ স্বধয়া (স্বং আধত্তে ইতি স্বধা। স্বধয়া আপনাতে আপনি) স্বস্বরূপেন অখণ্ডৈক রস রূপেন একং অদ্বিতীয়ং আসীৎ তস্মাৎ হ অন্যৎ ন অপরঃ কিং চ ন আস।

২। অনুবাদ :—তৎকালে মৃত্যু ছিল না—অমৃত ছিল না—রাত্রি কি দিন বা তাহাদের চিহ্ন সূর্য্যচন্দ্রাদি ছিল না—অর্থাৎ কালাভাব উক্ত। বায়ুহীন প্রাণন ছিল—তৎ পদবাচ্য পুরুষ স্বস্বরূপে একক ছিলেন। তাহা ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না। নেহ নানাস্তি কশ্চন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

২। বিচার :—মৃত্যু শব্দ অসৎ তমকে বুঝায় যেমন বৃহদারণ্যকে "অসতো মা সদ্ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়" বাক্যে দৃষ্ট হয়। আচার্য্য সায়ন সংহর্ত্তা শব্দ মৃত্যুর প্রতিশব্দ দিয়াছেন। সংহর্ত্তা কে? গীতায় বলে (৮।১৮) "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে"॥ অব্যক্তা প্রলয়ে সব গ্রাস করে জন্য অত্তি ইতি অন্নং। অসৎ মৃত্যু অন্ন স্বধা প্রকৃতি তম রাত্রি মায়া এক পর্য্যায়ের শব্দ বটে। অব্যক্তা প্রলয়ে সব গ্রাস করেন জন্য সংহর্ত্তা? অথবা কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ সংহর্ত্তা? যেমন তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্মেতি।" অব্যক্তা তমই সংহর্ত্তা মৃত্যু শব্দ বাচ্য। তাহা ছিল না (তম না থাকায় অমৃত হিরণ্যগর্ভদেবও বিনাশ হন। এইজন্য ঈশায় সম্ভূতিকে বিনাশ বলিয়াছেন। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। সুতরাং মৃত্যু তম বা হিরণ্যগর্ভদেব অমৃত না থাকায় সর্ব্বব্যাপী ঈশই একাকী স্বস্ব রূপে অবস্থান করেন। যেমন ঈশায় বলিয়াছেন "ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণ তমং তত্তে পশ্যামি"। আবরণ বিদূরিতে স্বরূপ-দর্শন ঘটে। এইজন্য যেমন ছান্দোগ্যে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্য সৃষ্টির একান্তাভাব বলিয়াছে। তেমনি এই ঋকেরও তাৎপর্য্য বলিতেই হইবে। ইহাই শ্রুতির সমন্বয় যাহা বেদান্ত সূত্রের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে সূত্রিত।

৩। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেহ
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥"

৩। অন্বয় :—অগ্রে ইদং সর্ব্বং তমসা গূঢ়ং অপ্রকেতম্ তম আসীৎ ইদং সর্ব্বং সলিলং আ (আসীৎ) যৎ আভূ তুচ্ছেন অপিহিতং আসীৎ তৎ একং তপসঃ মহিনা অজায়ত।

৩। অনুবাদ ঃ—মহামহাপ্রলয় শেষে পুনঃ শ্রুতি সৃষ্টি বর্ণন করিতেছেন। সৃষ্টি অনাদি বলিলেন কি? অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সব তমদ্বারা গূঢ় থাকায় অলক্ষণ তমই ছিল।

"আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥" মনু ১।৫

এই সব দৃশ্য প্রপঞ্চ কারণ সলিলসহ একীভূত ছিল। আ-ভূ-যৎ আ-সমন্তাৎ-ভূ সত্বা যাঁহা ছিল তাহা তুচ্ছ্যা সদসদ্ বিলক্ষণ মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তাঁহার জ্ঞানময় তপস্যার মহিমায় এক অর্থাৎ প্রথমজ উৎপন্ন হইলেন। প্রথমজ আবির্ভূত হইলেন।

৩। বিচার ঃ—দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ ভাগে মহামহাপ্রলয়ে তিনি স্বস্বরূপে একাই ছিলেন বলা হইয়াছে। মায়া তম বা অন্য কোন দ্বিতীয় কিছু ছিল না। এক্ষণ সৃষ্টির প্রাক্কালে তমের আবির্ভাব, অবিদিতা অব্যাকৃতা প্রকৃতির ব্যাকৃতাবস্থা ঘটন। পশ্চাৎ প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বর্ণিত। তম তুচ্ছ্যা অচিন্ত্যা অনির্ব্বচনীয়া। এখানে যাহা ঋক্ বলিতেছেন তাহাই পশ্চাৎ ভগবান শঙ্করাচার্য্য সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। তুচ্ছ্যা যাহা তাহাতে ধ্যান দিতে নাই। যেমন এক গৃহে সরস্বতী পুজা হইবে। গৃহ ধুইয়া শুষ্ক হওয়ার জন্য জানালাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে সকলে কাজ করিতেছেন। কেহ বিল্বপত্র বাছিতেছেন কেহ মাল্য রচনা করিতেছেন কেহ বা চন্দন ঘসিতেছেন, তিথি ১২॥টা পর্য্যন্ত আছে। একজন পুরোহিত আসিলেন ও বলিলেন, তোমরা এখনও ঘরে প্রতিমা বসাও নাই, তিথি শেষ হইতেছে? তখন অধ্যক্ষ একজন বালককে বলিলেন, দেখত ঘরটা শুকাইয়াছে কিনা? সে গিয়া দেখিয়া বলিল ঘর শুকাইয়াছে কিন্তু এক স্থানে কাক বিষ্ঠা রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষমধ্যে একজন বলিলেন, বলে কি? এই ধুইয়া আসিলাম, বলিয়া উপরে গিয়া দেখিলেন —কথাটা সত্য; তখন একজন বলিলেন, ওহে কাকটা কি দাঁড়কাক না পাতি কাক, শ্বেত কি কৃষ্ণ কাক, বৃদ্ধ, যুবক বা বালক কাক, স্ত্রীকাক কি পুংকাক, সুস্থ-দেহ কাক কি ব্যারামগ্রস্ত কাক? সে কোন্ পথে কোথা হইতে আসিল, কেন টাট্টি করিল ইত্যাদি প্রশ্ন উঠাইলেন। একজন প্রবীন বলিলেন, রাখহে তোমার ন্যায়ের কচকচি। তুচ্ছ কাকবিষ্ঠা। ওহে একলোটা গঙ্গাজল ও ঝাটা নিয়ে আয়। গঙ্গাজল ও ঝাটা আসিলে জল দিয়া ঝাটাইয়া তুচ্ছ কাকবিষ্ঠা দূর করিল ও পূজা আরম্ভ হইল। তুচ্ছ্যা মায়ার বিষয় লইয়া কখন কোথা

হইতে আসিল ইত্যাদি চিন্তা না করিয়া চিত্তশুদ্ধি করতঃ ভক্তিরূপ গঙ্গাজল ও জ্ঞানরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা উহা বিদূরিত করিতে হয়॥

৪। “কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিংদন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥”

৪। অন্বয় :—(তম যদা প্রথমং আসীৎ) (তদা) (বিদিতাদথ অবিদিতাদধি পুরুষে) অগ্রে কামঃ সমবর্ত্তত। যদা মনসো রেতঃ প্রথমং (পপাত) সতো বন্ধুং অসতি (বভুব) মনীষা কবয়ঃ হৃদি প্রতীষ্য নিরবিন্দন্।

৪। অনুবাদ :—প্রথম তম সমাগমে বিদিতা প্রকৃতি হইতে অন্য এবং অবিদিতা হইতে অধিক যে পুরুষ যোগমায়া হইতে মন বাগাদি ঋণ গ্রহণ করিলেন তাহাতে অগ্রে কামের আবির্ভাব ঘটিল। তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব প্রজা সৃষ্টি করিব। যখন প্রথম মানস সৃষ্টি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন তখন বিশুদ্ধ হৃদয়ে মনীষা সম্পন্ন ক্রান্তদর্শী কবিগণ বিচার করিয়া জানিলেন এই সৃষ্টি অর্থ অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। বন্ধন বটুয়ায় পান-সুপারিবৎ, গলে রজ্জুর বন্ধনবৎ বা দেহ মধ্যে পট্টবস্ত্রের বন্ধনবৎ হইতে পারে। হিরণ্যগর্ভ, বনমালাধারী, শিবগলে সর্প বা শিব লিঙ্গেই গৌরী পট্ট দৃষ্টান্তস্থল।

৪। বিচার :—অদ্বিতীয় পরমাত্মা অশরীর নিস্কল, মন-বাগাদি-ইন্দ্রিয়রহিত, নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। “তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি” (কেন) তম সমাগমে তম হইতে মন বাক্ প্রাণ এই সকল অন্ন অধমর্ণরূপে গ্রহণ করেন। মন বাগাদি ক্ষেত্রের সম্পদ বিকার তাহা গীতায় (১৩।৫-৬) বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যকে (১।৫।৩) “মনোবাচং প্রাণং তানি আত্মনে কুরুতঃ” বাক্য রহিয়াছে। পৌরাণিক অন্নপূর্ণা পূজায় অন্নদেবী ভিখারীকে অন্ন দিতেছেন। ভিখারী তাহা গ্রহণ করিতেছেন দৃষ্ট হয়। উহা লুচি, মণ্ডা পায়েস নয়, মন বাক্ প্রাণ রূপ অন্নের গ্রহণ। উত্তমর্ণ অধমর্ণকে চাপিয়া ধরিয়া নিম্নস্থ করিয়াছেন তাহাই সতের অসৎ কর্ত্তৃক বন্ধন। পঞ্চম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ যাহাকে যুগলমূর্ত্তি বলে। এই বন্ধনবিষয়ে ভাগবৎ পুরাণে বনমালা ত্রিগুণা মায়া সর্পের মালা বলিয়াছেন। “স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানা গুণময়ীং দধৎ।” এবং গোপালতাপনীয় উপনিষদে পাওয়া যায় “কণ্ঠং তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে মায়য়াজয়া”।

৫। "তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা
মধঃ স্বিদাসীতুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥"

৫। অন্বয়ঃ—এষাম্ রশ্মিঃ তিরশ্চীনঃ বিততঃ (আসীৎ) অধঃ স্বিদাসীৎ উপরি স্বিদাসীৎ রেতোধা আসন্ মহিমান আসম্ৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।

৫। অনুবাদঃ—এই কামকর্ম্মবীজ অবিদ্যার রশ্মি নামরূপাত্মক বিভূতির বিকাশরূপ সৃজন ব্যাপার বিস্তৃত হইয়াছিল। মধ্যে, অধোদেশে, উপরিস্থ দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। রেতোৎপন্ন জীব ও অচেতন ভোগ্য-মহিমা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। স্ব স্বরূপেস্থিত পুরুষ অন্তরালে রহিলেন ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি উপরে স্থিত হইলেন। যেমন ঈশা উপনিষদে হিরণ্ময় রশ্মিমণ্ডল ও তেজোমণ্ডল উপরে স্থিত তন্মধ্যে কল্যাণতম রূপ সত্য বস্তু অদৃশ্য রহিয়াছেন। এইজন্য উপাসক আবরণ উন্মোচনার্থ সত্য স্বরূপকে প্রার্থনা করিতেছেন।

৫। বিচারঃ—অবিদ্যা পরিচ্ছিন্না, সর্ব্বব্যাপিনী নহে। ভূর্ভুবস্বঃব্যাপী পুরুষের দেহরূপ গর্ভবরণ দ্বারা পুরুষকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। এইজন্য পুরুষ অন্তরালগত ও প্রকৃতি উপরে ভাসমানা বলা হইয়াছে। এবং প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী পুরুষের উপরে দাঁড়াইয়া সৃষ্টির বিস্তার করিতেছিল। যেমন কালীমূর্ত্তিতে কল্পিত হইয়াছে শববৎ নিষ্ক্রিয় শুভ্র পুরুষ নিম্নে, তদুপরিস্থিতা কালীমূর্ত্তিমতী অন্ন সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণী লক্ষিতা হন। যেমন গীতায় (১১।১৫) "পশ্যামি দেবাং স্তব দেব-দেহে" ইত্যাদি তাঁহার দেহে তমঃ-আবরণে সৃষ্টি বিস্তৃত। আবরণ বা দেহ-খানিই দৃশ্যমান; দেহী অদৃশ্য। যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ জন্য বৃক্ষ হইতে ফল ধরাবক্ষে পতিত হয়, আকর্ষণকারিণী পৃথিবীর অন্তরালে স্থিত বৃক্ষফলাদি কর্ম্ম ধরার উপর দৃষ্ট হয়।

৬। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥"

৬। অন্বয়ঃ—কঃ অদ্ধা বেদ কঃ ইহ (লোকে) প্রবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুতঃ (উপাদানে) আজাতা কুতঃ (নিমিত্ত কারণে) (ইয়ং জাতা) দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন অর্ব্বাগ্ (পরবর্ত্তী) অথা কঃ বেদ যতঃ আবভূব।

৬। অনুবাদ :—কেই বা সম্যক্‌রূপে তত্ত্ব জানে? কে ইহলোকে তত্ত্ব বলিতে পারে? এই সৃষ্টি-কোন্ উপাদানে কোন্ নিমিত্ত কারণ হইতে জাত হইয়াছে? অর্ব্বাচীন দেবগণ সৃষ্টজীব, হিরণ্যগর্ভোৎপত্তির পরবর্ত্তী কালে জাত; সুতরাং তাঁহাদের পুর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনা জানিবেন কিরূপে? অতএব যাহা হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা কেইবা জানে? অর্থাৎ কেহই জানে না। নর দুরস্তাং দেবতারাও জানেননা। যাহা কেমনে হইল কেহই জানেনা তাহার স্থিতি অসম্ভব। ব্যক্তমধ্য এই সৃষ্টি তেমন দৃষ্ট হয় যেমন রজ্জু-সর্পের সর্প, যাহা দৃষ্টকালেও থাকেনা।

৬। বিচার :—তৃতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। অথচ তাহার বিষয় কেহ জানেনা বলা কেন? জালবানের মায়ার কুহকে সৃষ্টি প্রতীত হয় মাত্র যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য প্রতীত হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে নাই, তেমনি এই বিসৃষ্টি বৈকারিক সৃষ্টি নির্ব্বিকার হইতে হয় নাই; সুতরাং রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু-অবলম্বনবৎ ব্রহ্ম-অবলম্বনে জগৎ ভ্রান্তি তাহা সপ্তম মন্ত্রে বলিবেন।

যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা জানা সম্ভবপর যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা জানিবে কি প্রকারে?

৭। "ইয়ং বিসৃষ্টি র্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ
সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥"

৭। অন্বয় :—ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যতঃ আবভূব (মায়া বা প্রভু হইতে) যদি বা (সেই পুরুষ ইহাকে) দধে যদি বা ন (দধে)। যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ সঃ অঙ্গ (বৎস) বেদ যদি বা ন বেদ।

৭। অনুবাদ :—এই বিষম সৃষ্টি যাহা হইতে উদ্ভূত তিনি কি মায়া বা প্রভু। সেই পুরুষ কি ইহাকে ধারণ করেন বা ধারণ করেন না? হে বৎস, যিনি অধ্যক্ষ পুরুষ পরম ব্যোমে বাস করেন (হার্দ্দাকাশে অন্তর্যামী রূপে) তিনিই এই সব জানেন অথবা তিনিও জানেন না।

৭। বিচার :—গীতায় বলে (৩।২৭) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে ॥"

গীতায় (৮।১৮) "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।" (৯।৪-৫) "নচ মৎস্থানি ভূতানি, নচ ভূতস্থো"

অর্থাৎ যেন সর্ব্বমিদং ততম্; তিনি জগৎ ধারণ করেন না। গী. (৭।৫) "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" চণ্ডীতে বলে, মহামায়ার প্রভাবে বিষ্ণু যখন সুষুপ্তি অবস্থাগত তখন তাঁহার অজ্ঞাতে মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় ও ব্রহ্মার সৃষ্টি ঘটে। সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুর অজ্ঞাতে এই সকল সৃষ্টি ঘটে এমন চিন্তাধারার মূল এই নাসদীয় সূক্তের এই সপ্তম মন্ত্র। অল্পজ্ঞ জীব অজ্ঞানবশে মনে করে ব্রহ্মে জগৎ ভাসে যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্প ভাসে। আঁধারে সিনেমাহলের দৃশ্য সব ভাসে। বস্তুতঃ না থাকিলেও "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" শ্বেতাশ্বতরে বলে—"য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ। য এবৈক উদ্ভবে সংভবেচ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১॥ একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাল্লোঁকানীশত ঈশনীতিঃ। প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সংচুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপাঃ ॥২॥ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমি জনয়ন্দেব একঃ ॥৩। যোদেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষি। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪॥" স্বপ্নে ও জাগ্রতে মনস্পন্দনে জগৎ ভাসে। মন যখন স্পন্দন-রহিত তখন জগৎ কোথায়? যেমন ক্লোরফরম্ করিলে, মূর্চ্ছাকালে, সুষুপ্তিকালে ও সমাধি দশায় মন নিঃস্পন্দ অক্রিয় জগতাভাব। স্বপ্নে ও জাগ্রতে একই মনের সক্রিয়তা জন্য যে জগৎ ভাসে তাহা একেরই অবস্থাদ্বয়। একই মনের স্পন্দনদ্বয় সুতরাং এক জাতীয় অর্থাৎ জাগ্রৎ দীর্ঘস্বপ্ন। স্বপ্ন স্বল্পস্থায়ী এই পার্থক্য।

উপসংহারে নাসদীয় সূক্ত আমাদিগকে কি আদেশ নির্দ্দশ করে তাহা চিন্তনীয়। নির্দ্দোষ অদ্বিতীয় পুরুষ একাই সমভাবে আছেন ইহা নিকস সত্য। মায়া বা তম সমাগম সম্ভবপর নহে, এইজন্য সৃষ্টি মৃষা। তিনি প্রকাশস্বরূপ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ তথায় তমের স্থিতি অসম্ভব। তাই ইহা সর্ব্ববাদীস্বীকৃত যে স্থমপ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানমসম্ভবং। অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া জন্য নানাত্ব, তদভাবে সৃষ্টি সম্ভবেনা। কেহ কেহ বলেন মায়া অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মে থাকেন। যেমন লোমকূপে মল, সূক্ষ্ম স্নায়ুতে ব্রণ বা স্থূলচর্ম্মে সূক্ষ্মকণ্টক অলক্ষিত ভাবে থ্যকে তেমনি ব্রহ্মদেহে মায়া অলক্ষিত ভাবে থাকেন। ইহা স্পষ্ট শ্রুতিবিরোধী কথা। ঈশা উপমিষদে বলে—"অকায়মব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং।" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদরণীয় রামতাপনী উপনিষদেও দেখি "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ। উপাসকানাং কার্য্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের রূপ কিরূপে কল্পিত তাহা সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। বৈষ্ণবগণের প্রিয় গোপালতাপনীয় উপনিষদেও তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা আসিতে পারে না, এই ন্যায়ে, চিন্ময় হইতে মৃণ্ময় জগৎ-উৎপত্তি বলা চলে না। কেহ কেহ অবিদ্যা অজ্ঞানবশে মায়ার অশরীর ব্রহ্মে থাকা অসম্ভব জন্য চির ব্রহ্মস্থিতি না হউক রাহুচ্ছায়াবৎ কখন আসে আবার যায় বলেন। অজ্ঞান মায়া যে চির থাকেনা দূরীভূত হয় তাহা ভগবান গীতায়ও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" (৬।২৩)। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (৭।১৪)। "ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।" (২।৪৫)। "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।" (১৪।২৫)। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে।" অতএব মায়াহীন অবস্থা কপোলকল্পিত নহে, মায়ার আগম অপায়ই কপোল কল্পিত। সুতরাং সৃষ্টিও কপোলকল্পিত। এইজন্য ভাগবত পুরাণের উপসংহারেও পাই "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং॥" অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপনার্থই ভাগবৎ কথিত। অদ্বৈততত্ত্ব সর্ব্ববেদ সমন্বয়ে বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া বলিয়াছেন। "তৎ তু সমন্বয়াৎ।" বেদান্তসূত্র (১।১।৪)। অচেতন কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্র চেতন কর্ত্তাই দৃষ্ট হয়। এইজন্য অকর্ত্তা চেতন পুরুষ সর্ব্বকারণ-কারণ। কারণ বলিতে অব্যাকৃতাকে বুঝায় কার্য্য জগৎ। যেমন গীতায় (৮।১৮) "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে।" গীতায় (৩।২৭) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে।" গীতা (১৩।৩০) "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। য পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।" গীতায় (১৩।২১) "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।" এইজন্য কঠশ্রুতি বলিয়াছেন অন্যত্র, "ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।" অন্যত্র "ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসিতদ্বদ।" কৃত—কার্য আকৃত—কারণ তাহা হইতে অন্য পুরুষ। যেমন রজ্জুসর্পস্থলে রজ্জু সর্পত্বের কারণ। তেমনি জগৎ ব্রহ্মস্থলে ব্রহ্ম জগতের কারণ। নিষ্ক্রিয় হইলেও গৌণরূপে কারণ। যেমন দাহ্যবস্তু দহন বিষয়ে সূর্য্য নিষ্ক্রিয় হইলেও আতস কাচ জনিত সূর্য্যাভাস দহনক্রিয়ায় কারণ হয় জন্য গৌণরূপে সূর্য দহনক্রিয়ার কর্ত্তা বলা যায়। তেমনি মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিৎ মনবুদ্ধির

প্রেরয়িতা এজন্য মনঃ-স্পন্দিত জগতের গৌণরূপে কারণ চিৎ। বেদান্তসূত্রে এইজন্য "জন্মাদ্ যস্য যতঃ" সূত্র করিয়া চিদাভাস কার্য্যব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন। আভাসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় নিষ্ক্রিয় চিৎ সর্ব্বকারণকারণ, জগৎ বিপরিণাম নহে, বিবর্ত্তে জাতবৎ প্রতীয়মান হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তোপনিষৎ কেবল সৃষ্টিবাদ, মায়াবাদ খণ্ডন প্রয়াসী। খণ্ডনে প্রখর, বস্তু লাভ বিষয়ে নীরব। নীরব হইলেও কোন দোষ নাই কেননা শ্রুতি যাহা একস্থানে বলিয়াছেন তাহা সবই অন্যত্রও বলিতে হইবে ইহা নিয়ম নহে। বস্তুলাভ বা মণ্ডন বিষয়ে শ্রুতি অবহিত বটেন। মণ্ডন বিষয়ে এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বিশেষ ঝঙ্কার দিয়াছেন। যেমন গীতায় ২।৭১ শ্লোকে ভগবান "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি" বাক্যে বলিয়াছেন তেমনি চতুর্থ মন্ত্রে শ্রুতি বলিয়াছেন "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মণীষা॥" অগ্রে অবিদ্যা জন্য কামনা হয় পশ্চাৎ কাম্য বস্তু গ্রহণার্থ দৃঢ় সঙ্কল্প করে পশ্চাৎ প্রাপ্তিজন্য প্রচেষ্টা ঘটে যাহাকে কর্ম্ম বলে। ইহাই অসৎ মায়া সর্পের নাগপাশে বন্ধন। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞান যজ্ঞের জন্য গুরুবাক্য শ্রবণ তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বস্তু লাভ করেন। এই শ্রবণ-মননাত্মক কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়না। কারণ নিদিধ্যাসনে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে কর্ম্ম নাশ পায়। অন্য সব কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। গী. ৪।২৩ "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥" মনীষা সম্পন্ন ক্রান্তদর্শী মহাত্মাগণ শুদ্ধচিত্তে বিচার করিয়া এই নির্ণয় করেন। সৎ কি? অসৎ কি? বন্ধন কি? বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় কি? গীতায় (৩।২৮) "তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ। গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥" শুদ্ধচিত্ত মহাত্মারা "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" এই বিভাগ জানিয়া অসৎ ত্যাগে বন্ধন মুক্ত হন। যেমন ঈশা উপনিষদেও বলিয়াছেন "ইদং সর্ব্বং জগত্যাং জগৎ" জানিয়া অর্থাৎ অসৎ জানিয়া "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। তাহা ত্যাগে সৎ যে ব্রহ্মানন্দ তাহা উপভোগ করেন। ইহাই বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-কহোল-সংবাদে বলা হইয়াছে "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।

বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিন্ত অথ মুনিঃ। অমৌনংচ মৌনংচ নির্ব্বিন্ত অথ ব্রাহ্মণঃ।” পাণ্ডিত্য অর্থ আমি পণ্ডিত, এই অভিমান বা অহঙ্কার তাহা ত্যাগে। বাল্যভাব অর্থ অনাসক্ত নির্ম্মম ভাবে থাকা। পশ্চাৎ চিত্তশুদ্ধ হইলে গুরুসমীপে যাইয়া শ্রবণকালে পরিপ্রশ্ন করিতে হয় (গীতা ৪।৩৪ “পরিপ্রশ্নেন সেবয়া”) জন্য তৎকালে অমৌন পশ্চাৎ মৌন হইয়া মনন করিতে হয়। মনন অর্থ গুরু বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদন বা মণ্ডন এবং প্রতিপক্ষ বাক্য খণ্ডন করতঃ শ্রুতি বাক্যে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারা-বৃত্তি অবলম্বনে নিদিধ্যাসন বা গাঢ় ধ্যান দ্বারা বস্তু লাভ বা আত্মদর্শন। ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হন। ইহা শ্রুতি চতুর্থ মন্ত্রে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কোন বস্তু লাভ করিতে হইলে সেই বস্তুতে প্রিয়তা বুদ্ধি চাই। বৃহদারণ্যকে ১।৪।৮ মন্ত্রে বলে “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। অন্তরতরং যদ্ অয়ং আত্মা।” বৃঃ আঃ (৪।৩।২১) “তৎ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ। নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং।” ঋ. (১০।৭১।৪) “উতত্বঃ পশ্যন্নদদর্শবাচং উতত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোতি এনান্। উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্যং উশতী সুবাসাঃ।” জায়াত্বে বরণ করিলে সে নারী যেমন বস্ত্রমোচনে নিজে স্বরূপ দেখায় তেমনি যে তাঁহাকেই বরণ করে সে তাঁহার স্বরূপ দর্শন পায়। ইহাই শ্রুত্যন্তরে কঠ ও মুণ্ডক একই বাক্যে বলিয়াছেন “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃতস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্”। দ্বৈতমতি কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন যে পরমাত্মা যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাতে যে পক্ষপাত দোষ আসে তাহা তাহাদের চিত্তে জাগে না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (৫।১৪) “ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।” গীতায় (৯।২৯) “সমোঽহং সর্ব্ব ভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।” বিশেষ পুরুষ স্বরূপে নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা তাঁহার পছন্দ করা রূপ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বও সম্ভবে না। মায়া হইতে মুক্তির জন্য ভগবান বলিয়াছেন গী. (৭।১৪) “মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” (১৮।৬৬) “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” তাঁহাকেই চাই অন্য কিছুই চাইনা বলিয়া যে তাঁহাকে বরণ করে সেই প্রাপ্ত হয়। যেমন “ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥” পছন্দ করা বা বরণ করা উপাসকের কাজ। তিনি যদি আত্মা হইতে যশঃ,

ধন, পুত্রাদি অধিক মনে করেন তবে আত্মচিন্তা করিবেন কেন ? তিনি প্রার্থনা করিবেন "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং ॥" কর্ম্ম-যোগে কর্ত্তব্য বুদ্ধি যাহার তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-যোগলভ্য বস্তুকে বরণ করিতে পারেন না। যেমন সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধি একই দেবী হইতে একজন বর চাহিলেন ইহলোকে ক্ষয্য রাজ্য ও পরজন্মে ক্ষয্য মনুপদ্, অন্য জন চাহিলেন জ্ঞান। কর্ম্মযোগী কর্ম্ম পছন্দ করিবেন সন্দেহ নাই যেমন মীমাংসকগণ। ঈশকে চাই, জগৎ চাহিনা জগৎ ত্যাজ্য, এইরূপ যাহার পছন্দ সেই ঈশকে পায়। এইজন্য এই ৪র্থ মন্ত্রে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সৎ, অসৎ, অসৎ কর্ত্তৃক সতের বন্ধনই দুঃখ জানিয়া, কামনা সঙ্কল্প ও কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বন্ধন ঘটে বুঝিয়া অসৎ ত্যাগে সৎকে বন্ধন মুক্ত করিতে পারেন, যদি সৎকে বরণ করেন, ইহা বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ এই নাসদীয় সূক্তকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি যে ঋগ্বেদের সময় আর্য্য ঋষিগণ এত সভ্য হন নাই যে এমন গুরুগম্ভীর চিন্তাপূর্ণ প্রকৃতি পুরুষবাদ বলিবেন। ইহা ভারতের পরাধীন জাতির জাতীয় অভিমানচ্যুত করিয়া দাসভাবাপন্ন রাখিবার কৌশল মাত্র। কারণ ঋগ্বেদের ১।২২, ৫০, ৮৯, ৯১, ১১৫, ১৬৪, সূক্ত ২।২৬ সূক্ত ৩।৫৪, ৬২ সূক্ত ৪।২৬, ৪০, ৪২ সূক্ত ৬।৯, ৪৭ সূক্ত ৭।৫৯ সূক্ত ৮।৬, ৫৮ সূক্ত ৯।৯৬ সূক্ত ১০।৩১, ৮১, ৮২, ৮৯, ৯০, ১১৪, ১২৫, ১৭৭ ও ১৯০ সূক্ত সকলই অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারা উদ্ভাসিত। ১০।১২৯ সূক্ত কিছু অভিনব নহে। যদি বল অন্যান্য সূক্তগুলিও প্রক্ষিপ্ত, তবে জিজ্ঞাস্য কে কবে করিল ? ঋ. ১০।১১৪।৮ মন্ত্রে ঋগ্বেদের সূক্ত মন্ত্রাদির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছে। পবিত্রতম বেদের মন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করার প্রবৃত্তি শ্রদ্ধাশীল সত্যপ্রিয় শুদ্ধসত্ত্ব ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের থাকিতেই পারে না। মহাভারতাদি মহাকাব্যেরও শ্লোক সংখ্যা অধ্যায় আদি নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। বিশেষ উক্ত ঋক্‌মন্ত্রের কতকগুলি ব্রাহ্মণাদির নিত্য পাঠ্য। তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব। বেদের কতকাংশ রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব যুগবিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে তাহা জানা যায়। উপনিষদে উক্ত "ঋচাভ্যুক্তং" বলিয়া যেসব মন্ত্র উদ্ধৃত তাহার অনেক মন্ত্রই বর্ত্তমানে একমাত্র প্রাপ্ত শাকল শাখীয় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে এক অদ্বিতীয় সুপর্ণ, দ্বাসুপর্ণ, ত্রিসুপর্ণাদি মন্ত্র সকলে এক অদ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম ও জীব ; ব্রহ্ম, কার্য্য-ব্রহ্ম ও জীবভাব সহ মায়াবাদ অতীব পরিস্ফুট। এইজন্য নাসদীয় সূক্ত কিছু অভিনব বা অর্ব্বাচীন নহে। ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদখণ্ডনে অদ্বৈতবাদ স্থাপনের মূল ভূমিকা।

তম

যে তম কার্য্যব্রহ্মাদির উৎপত্তিহেতু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। "তম্ গ্লানৌ অস্থন্। তমাংসি গুণ তিমির সৈংহিকেযোঃ"। ইতি—ত্রিকাণ্ড শেষঃ। ধাতুগত অর্থ গ্লানিকর। তম অন্ধকার গ্লানিকর। তমের বিপরীত আলোক বা জ্যোতিঃ। উভয়ের একত্রাবস্থান সম্ভবে না। বৃহদারণ্যকে (১৩২৮) দেখিতে পাই শ্রুতি বলিতেছেন "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময় ইতি"। অসৎ তম মৃত্যু স্বরূপ এবং জ্যোতির্ম্ময় সৎ পুরুষ অমৃতস্বরূপ। পুরুষ "বরেণ্যং ভর্গঃ, জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি"। গীতায় বলে "দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদিভাঃ সদৃশীসাস্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।" বাইবেলেও বলে (14 John 5th ch. 35v.) He was a burning and shining light এবং তমকে darkness বলিয়াছে। (Romans 13ch. IIV.) Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armour of light. (Thassalians 5th ch. 5 v.) Ye are all children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. বাইবেল তমকে রাত্রি বলিয়াছে। ঋ. (১০।১৯০) সূক্তে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্র্যাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতোবশী।" চতুর্থ পংক্তির রাত্রি শব্দ দিবা রাত্রির রাত্রি থাকায় দ্বিতীয় পংক্তির রাত্রি তম হইতেছে এজন্য বাইবেলের ন্যায় তম বা রাত্রি সমাগমে সৃষ্টি কথিত। বেদ হইতে বাইবেল অর্ব্বাচীন বটে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাই—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্।" অন্ন মায়া বা তমেরই নামান্তর সুতরাং তম সমাগমে সৃষ্টি বলিয়াছে। প্রলয়ে সব গ্রাস করে অত্তি জন্য অন্ন বলে। ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপস স্তন্মহিনা জায়তৈকং।" এখানেও তম সমাগমে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রের শেষাংশে তম আবরণে আবৃত হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি কথিত। ইনিই প্রথমজ কার্য্যব্রহ্ম। তমই চর্ম্ম মাংসাদি আবরণ অর্থাৎ দেহ। বাইবেলেও এইরূপই বলে। (I John 2ch. 16v.) For all that is in the world the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the father, but is of the world. (I John

13v.) which were born, not of blood, not of the will of flesh, not of the will of man but of God. (I colossins 2ch. 5v.) Though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit. এই হিসাবে গীতায় সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না। ঋ. ১০।১৯০ সূক্তে রাত্রি হইতে অর্ণবসমুদ্র হয় বলিয়াছে। ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে "তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সর্ব্বমা ইদং" বাক্য রহিয়াছে। মনুতে "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। সলিলং অপ্রত্যর্ক্য মনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব্ সর্ব্বতঃ" বলিয়া প্রলয় বর্ণনান্তর "আপ-এব সসর্জ্জাদৌ" বলিয়াছেন। বৃঃ আঃ (৫।৫) "আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজত সত্যম্ ব্রহ্ম।" ঐতরেয় উপনিষদে "সোহদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্চ্ছয়ৎ।" অপ কর্ম্ম-ফলকেও বলে যেমন ঈশায় তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় শ্রদ্ধাং জুহ্বতি বাক্য আছে তাহার ভাষ্যে বলে শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ। আপ জলকেও বুঝায় ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তমের প্রথম পরিণতি আপ—কারণ-সলিল উহা পঞ্চীকৃত জল নহে। ঋক মন্ত্রের অর্ণব ও সলিল এই আপকেই বুঝাইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করতঃ মুণ্ডকে, ঐতরেয় ও বৃহদারণ্যকের ন্যায় অন্ন হইতে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি বলিয়াছে, তেজ হইতে যে জল হয় তাহা সাধারণ জল। মনুর ন্যায় প্রাচীন বাইবেলে জেনিসিসে বলে "And the Earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of Gód moved upon the face of the water." এই আপ অসাধারণ কারণ-সলিল, সাধারণ জল নহে। তম অব্যক্তা অলক্ষণা অক্রিয়া অবিদিতা অবস্থা তাহা যখন ক্ষোভিতা হয় প্রথম স্পন্দিতা বা ক্রিয়াশীলা হয় তাহাকে ব্যক্ত বিদিতা প্রকৃতি বলে। কেন উপনিষদ এইটি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"তৎ বিদিতাদ্ অথ অবিদিতাদ্ অধি"। ইহা ওঁকারে প্রকটিত। স্বস্তিক চিহ্নের ন্যায় ওঁকার ব্রহ্মলিঙ্গ। সর্ব্বোপরিস্থিত বিন্দু অস্তিতা জ্ঞাপক নিস্ত্রৈগুণ্যে অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং অস্তি বলে। তৎ নিম্নে বক্র রেখা ঐ বিন্দুর আবরক তম অলক্ষণা অনির্ব্বচনীয়া অক্রিয়া অব্যক্তা প্রকৃতি। তৎ নিম্নে ওকার ক্ষোভিতা প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। ওকারের উপরাংশ সত্ত্বগুণ মধ্যের গ্রন্থি রজ গুণ এবং সর্ব্বনিম্নে মোহাত্মক তম গুণ। শ্বেতাশ্বতরে (৪।১০) 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' বাক্য স্পষ্ট। Bible-এর world অর্থ প্রকৃতি বা মায়া অর্থাৎ তম darkness, night শ্রুতিতেও মায়াই প্রকৃতি। ভাগবতে ১২।১১।১১ "স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানা গুণময়ীং দধৎ।" গীতায় (৪।৬) "প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।"

ঋ. (৬।৪৭।১৮), ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। এই যে তমাবৃত হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি ইহাও নানা হওয়া সুতরাং মায়া ও তম এক। ঋ. (১০।১২৯) সূক্তে তমকে তুচ্ছ্যা অসৎ বলিয়াছে। মায়া ভেদ হয় ইহা ঋ. ১০।১৭৭ সূক্তের "মায়া-ভেদ" দেবতা বলায় জানা যায়। উহার প্রথম মন্ত্রে মায়া বশে পতঙ্গ অর্থাৎ জীবত্ব বলিয়াছে। গীতায় (৭।১৪) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ॥ মায়া চিরকাল থাকে না জন্য ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে তাহাকে অসৎ বলিয়াছে। বৃ, আ ও তমকে অসৎ বলিয়াছে। গীতায়ও ভগবান্ ২।১৬ শ্লোকে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো" বাক্যে অসৎ বলিয়াছেন। সৎ অর্থ অবাধিত সত্তাযুত। যাহার সত্তার কথনও কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। মায়ার বিদ্যমানতাই ঘটে না জন্য অসৎ। ভাগবত পুরাণে পুনঃপুনঃ বলিয়াছে—"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতেদ্বয়ঃ।" যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য সকল অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। তেমনি মায়ার সৃষ্টি। ভাগবত পুরাণে ২।৯।৪৪ মায়ার লক্ষণ বলিয়াছে—"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥" যাহা বিনা অর্থে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বগত আত্মায় প্রতীত হয় না তাহাই মায়া। যেমন আভাস বা তম (রাহুচ্ছায়া)। আভাস বা প্রতিচ্ছায়া কোন বস্তু নহে অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। রাহুচ্ছায়া না দৃশ্য সূর্য্যেস্থিত না দ্রষ্টার নেত্রেস্থিত অথচ ছায়াবৎ অবস্তু আসে যায়। না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয় এমন বহু দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। যেমন চন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্না। চন্দ্র আলোকবিহীন উপগ্রহ। অমার চন্দ্রে তাহা সুস্পষ্ট। সূর্য্যের অস্তগমন। চিরকালই সূর্য্য আকাশে উদিত থাকেন কিবা রাত্রি কিবা দিন। লোকে মনে করে কোন অস্তাচল নামা পর্ব্বত গহ্বরে স্বীয় কিরণজাল গুটাইয়া লইয়া প্রবেশ করেন। সমুদ্র নীলাম্বু বলিয়া অভিহিত হয়। অথচ তাহার জল শ্বেতবর্ণ। নীল তাহাতে আদৌ নাই। ইত্যাদি। যেমন অজ্ঞান আঁধারে রজ্জুতে লম্বত্ব থাকায় সাদৃশ্য জন্য তাহাতে সর্প ভ্রান্তি হয় তেমনি অজ্ঞান মায়া মোহে ব্রহ্মের অব্যক্ততা ব্যাপকতার সাদৃশ্যে আকাশ ভ্রান্তি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি কল্পিত হয়। গীতায় বলে (১১।১৫) পুরুষ যে মায়া আবরণে দেহবান বলিয়া উক্ত হন সেই আবরণ বা দেহে, দেব যক্ষ কিন্নর নর তির্য্যগাদি ভুতগণ পরিদৃষ্ট হন। "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।" যেমন

তাপাভাব শৈত্য-সংযোগে বায়ুতে লীন অদৃশ্য জলীয় বাষ্প কৃষ্ণবর্ণ মেঘাকার দৃশ্য বাষ্পভাব ধারণ করে। পুনঃ শৈত্য সংযোগে বারিধারা হয়। পুনঃ শৈত্য-সংযোগে শ্বেতবর্ণ শিলা হয়। জলত্বের হানি ঘটেনা কিন্তু নানাত্ব ঘটে। তাপাভাব শৈত্য কিছু বস্তু নহে। তেমনি তম আলোকাভাব মাত্র। শৈত্য জন্য সম্রাট্ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ২॥ লক্ষ সৈন্য রুশ দেশে মৃত্যু পথের পথিক হয়। শৈত্য তমবৎ মৃত্যু সদৃশ। এ জন্য শৈত্য প্রযুক্ত মেরুপ্রদেশ তৃণ গুল্ম প্রাণিহীন অর্থাৎ মৃত্যুর কবলগত। বর্ত্তমান যুগে নব বিজ্ঞান বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে। নব বিজ্ঞান মায়াদেবের সমর্থক বলা যাইতে পারে। নব বিজ্ঞান বলে Matter is a stage of motion. জগৎ matter সুতরাং ইহাও কাহারও stage of motion হইবে। বিজ্ঞান protyle এর motion তারতম্যে সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি বলেন। গতিশীলা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি, অতীব প্রাচীন সাংখ্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যদি কেহ প্রটাইল স্থলে মনের ক্রিয়াশীলতায় জগৎ বলেন তবে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কারণ যখন যখন মন স্পন্দিত বা গতিশীল তখন তখন জগৎ ভাসে। যেমন স্বপ্ন ও জাগ্রতে। আর যখন মন নিষ্পন্দ তখন জগৎ ভাসেনা। যেমন সুষুপ্তিকালে, সমাধিদশায়, মূর্চ্ছাকালে এবং ডাক্তার ক্লোরফরম্ করিলে। মনবুদ্ধি অন্তঃকরণ দেহ খোলের ভিতরেই তাহাদের অবস্থিতি স্থান। স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় কালেই মনঃস্পন্দন দেহের অভ্যন্তরেই ঘটিয়া থাকে। কুহকে মনে হয় বাহিরে ঘটনা ঘটিতেছে। বিজ্ঞান বলেন, সূর্য্যাভাস দাহ্য বস্তু (যেমন খড়, ছন, বস্ত্র, তুলা ইত্যাদি) দহনের হেতু হয়। সাধারণ সূর্য্যকিরণ দাহ্য বস্তু দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। নতুবা খড়ের ঘরে বা তাম্বুতে বাস অসম্ভব ব্যাপার হইত। Magnifying glass ধরিলে যে সূর্য্যাভাস পাত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ দাহ্য বস্তু দহনের কারণ হয়। তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস মনাদির ক্রিয়াশীলতার কারণ। চিৎ স্বতঃ নিষ্ক্রিয় মনস্পন্দনে জগৎ ভাসে। মন মায়া বা তম বা ক্ষেত্রের বিকার মাত্র। অতএব মনঃস্পন্দন তম বা মায়ার খেলা একই কথা।

'বাদ'

"যং শৈবাঃসমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

বদতি ইতি বাদঃ। কোন বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণার্থ যে শ্রুতিযুক্ত্যাদির অবতারণা করা হয় তাহাকে বাদ বলে। বাদ বিষয়ে উভয়পক্ষ সত্য নির্দ্ধারণ প্রয়াসী হইয়া থাকেন। জল্প বিতণ্ডাকালে সেরূপ বুদ্ধি থাকে না। বাদকারীকে বাদী বলে ? সত্য কি ? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য। ভাগবত পুরাণের ১।১।১ শ্লোকে বলে "সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" যিনি সদা অর্থাৎ নিত্যকাল নিরস্ত কুহক তিনিই পরম সত্য ধ্যেয়। কুহক কপটমায়া। অর্থাৎ যেথানে মায়া কদাপি স্থান পায় না মায়ারহিত পুরুষ সত্য। সাধারণ লোকে ত্রিগুণা মায়াকৃত সর্গ-অমৃষা মনে করে। ত্রিগুণা মায়াকৃত সর্গ সম্বন্ধে ভাগ পু ১১।২৮।৪-৫ শ্লোকে বলে "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্থাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাতমেবচ ॥৪। ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতোভয়ম্ ॥৫।" ইহার অর্থ অবস্তু দ্বৈতে কিছু ভদ্রাভদ্র নাই, যাহা মনে চিন্তা করে বাক্যে প্রকাশ করে তাহা অনৃত। এখানে বাচশব্দ বাক্যাদি দশ ইন্দ্রিয় বুঝাইয়াছে। সুতরাং যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা মৃষা। ছায়া (প্রতিবিম্ব) প্রত্যাহ্বয় (প্রতিধ্বনিঃ) আভাস (শুক্তিতে রজত দর্শন) ইহারা যেমন অসৎ হইলেও অর্থকারি হয় তেমনি দেহাদি ভাবসকল অসৎ হইলেও মৃত্যুতে ভয়যুক্ত হয়। ভাঃ (১১।১৩।৩৪) "ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং, দৃষ্টং বিনষ্ট মতিলোল মলাতচক্রম্। বিজ্ঞানমেক মুরুধৈব বিভাতি মায়া, স্বপ্নস্ত্রিধাগুণ বিসর্গ কৃতোবিকল্পঃ।" এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাহা দৃষ্ট হয় তাহা বিভ্রম মাত্র, মনের বিলাস মনের স্পন্দনে উত্থিত হয় অতীব নশ্বর। অলাত চক্র বিঘূর্ণন করিলে অলাতের (মশালের) যে অগ্নি তাহা বিঘূর্ণিত হইয়া ঘূর্ণিত আকাশ স্থলে এক গোলাকার অগ্নি চক্র সৃষ্ট হয় তদ্বৎ এই ব্রহ্মচক্ররূপ জগৎ 'বিভাতি'। একই বিজ্ঞান মায়াচক্রে বহুবৎ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় ত্রিগুণামায়াময় মনের বিকল্পে কত কিছু সৃষ্ট হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন একই মনের স্পন্দন জাত।

ঋ. ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রেও বলে, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ; ভাগবত পুরাণে ৫।১২।৯ শ্লোকে—"এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দ বৃত্ত মসন্নিধানাৎপরমাণবোযে। অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে, যেষাং সমূহেনকৃতো বিশেষঃ ॥৯। এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্ যদসচ্চসজ্জীব মজীবমন্যৎ। দ্রব্য স্বভাবাশয় কালকর্ম্মনাম্নাজয়াবেহিকৃতং দ্বিতীয়ং ॥১০। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থ মেক মনন্তরস্ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যং"। ইত্যাদি, এমনি ক্ষিতিশব্দ যাহাকে লক্ষ্য করে তাহার বর্ত্তন (বিদ্যমানতা) তাহাও

মিথ্যাত্বে নিরূপিত। কেননা অসৎ অদৃশ্য পরমাণুতেই ক্ষিতির শেষ ঘটে। সুতরাং পরমাণু ব্যতীত ক্ষিতি বলিয়া কিছু নাই ; সেই পরমাণুও অবিদ্যা বশে মনঃ কল্পিত মাত্র। যে পরমাণু সমষ্টি দ্বারা বিশেষ রচিত, তাহা অবিভাজ্য জন্য সংযোগ অসম্ভব ও অদৃশ্য জন্য ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। ব্রহ্ম নির্বিশেষ। ক্ষিতির ন্যায় অন্য যে কৃশ স্থূল অণুবৃহদ্ অসৎ (কারণ) সৎ (কার্য্য) জীব অজীব (জড়) দ্রব্য (ভূত) স্বভাব (পরিমাণ হেতুক) আশয় (সংস্কার) কাল (গুণ ক্ষোভ হেতু) কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নামাদি দ্বিতীয় (ব্রহ্ম অদ্বিতীয়) যাহা তাহা অজয়া (প্রকৃতি দ্বারা) কৃত জানিবে। জ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধ পরমার্থ এক অনন্তর অবহি (অন্তর বাহির শূন্য) ব্রহ্মই সত্য। অস্তিত্বযুক্ত সর্ব্বব্যাপী যাহা হইতে বৃহত্তর কিছু নাই তাহাই ব্রহ্ম। সত্য শব্দের বিপরীত অসত্য। সৎ অস্ ধাতু শতৃ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন অর্থ যাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত। যাহার সত্ত্বা বাধিত হয় তাহা অসৎ। যেমন গীতায় যলিয়াছেন (২।১৬)—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" ব্রহ্ম সৎ। "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।" সৎ তৎ পদবাচ্য ইদং নহে। যাহা ইদং পদবাচ্য তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। তৎ ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সত্য ব্রহ্ম অস্তিতা ব্যতীত সর্ব্ব বিশেষণবিহীন অর্থাৎ নির্বিশেষ। যাহা বিশেষ তাহা জন্য বলিয়া নশ্বর। সব কিছু নেতি বিচারে নিষেধকরতঃ যাহা পরিশেষে অবশেষ থাকেন তাহাই তৎ সৎ। "ওঁ তৎ সৎ ইতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। গী. (১৭।২৩) যাহা নেতি করা হয় তাহা অসৎ বলিতে হয়। উহা সৎ কি অসৎ এই সন্দেহ স্বতঃ উপস্থিত হয়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা লইয়াই ব্যবহারিক সত্ত্বা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্ত বাক্যদ্বারা সর্ব্বদেশে সত্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। যদি এই প্রমাণ চতুষ্টয় নির্দ্ধারিত সত্য অসৎ হয় তবে কেবল ব্যবহারিক সত্যই অসৎ হইতেছে এমন নহে, প্রমাণ চতুষ্টয়ও ব্যর্থ হইতেছে। এই সৎ অসৎ লইয়া নানা মতবাদী দণ্ডায়মান। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), মীমাংসক, বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক, লোকায়ত, শৈব, পাশুপৎ, শাক্ত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি মতবাদিগণ আপন আপন দর্শনশাস্ত্র লইয়া যুঝিতে উদ্যত। ইহারা সকলেই দ্বৈতবাদ বলেন। অদ্বৈতবাদ বলেন এই সব মতবাদিগণের মত শ্রুতিবিরোধী অযৌক্তিক জন্য মৃষা। যাহা বাধিত তাহা সত্য বলিয়া বিতণ্ডা দ্বারা স্থাপন প্রয়াসী। শ্রুতিবাক্য অভ্রান্ত তাহা আপাততঃ মনোরম বাক্য ও তথাকথিত যুক্তি মূলে উড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর। শ্রুতি দুই ভাগ

বিশিষ্ট। কর্ম্ম ও জ্ঞানাত্মক। কর্ম্ম অর্থ যাহা কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এমন ব্যাপার। সৃষ্টিও কর্ম্ম। জীবজগৎ সবই কর্ম্মাত্মক। যদিচ সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে তথাপি দেবোদ্দেশে বিহিত যে কর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্ম বলা হয়। কর্ম্মমাত্রই উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও নাশযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মফলে স্বর্গাদিলোকে গমনকরতঃ স্বর্গের দেবাদিসহ সুখসম্পদ উপভোগ করা যায়। এই বিশ্বাসবাণী বাইবেল কোরানাদি সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড মতে সাধন ভজন করিলে অপূর্ব্বতা উৎপন্ন হয় এবং সেই অপূর্ব্ব ফল জন্য স্বর্গাদি শ্রেয়ঃ লাভ ঘটে। ইহাকে মানবজীবনের পরম উৎকর্ষতালাভ বলা হয়। অদ্বৈতবাদ স্তোকবাক্যমাত্র, উহাতে কোন সার নাই। অদ্বৈতবাদকেই জ্ঞানযোগ বলে। উহা কথার কথা। শ্রুতির কর্ম্মপর বাক্যরাশি অভ্রান্ত। জ্ঞানকাণ্ডরোচক অব্যবহার্য্য। শ্রুতির এক অংশ সত্য অপরাংশ সত্য নহে বলিলে শ্রুতি অভ্রান্ত থাকে না। শ্রুতির উভয়াংশই ক্ষীণ হয়। শ্রুতি বিভ্রম উৎপাদক হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদী বলেন উভয়কাণ্ডই সত্য বটে যুগপৎ ব্যবহার্য্য নহে। পর পর অবস্থায় উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এক অবস্থায় যাহা প্রয়োজনীয় উপকারক জন্য অভ্রান্ত উপদেশ যুক্ত তাহা পরবর্ত্তী অবস্থায় নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন দালান উত্তোলন সময় ইট, চুন, সুরকী লৌহজাত দ্রব্য ও তৎসহ মজুরাদি প্রয়োজন। দালান তৈয়ার হইলে ঐ সকলের প্রয়োজন থাকে না। যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রে সমান্তরাল রেখাদ্বয় কখন মিলিত হয় না স্বীকারে কত কিছু মীমাংসা করেন। আবার উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিলে উহারা অনন্তে মিলে এমন বলা হয়। বেদান্তবাদী বলেন প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান পথের পথিক হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলেন অবস্থা মতে তাহা সত্য ও উপকারক বটে। নীতি শাস্ত্রে দেখা যায় যে পুর্ব্ববর্ত্তী আদেশ পরবর্ত্তী আদেশ দ্বারা ক্ষীণ করা হয়। পরবর্ত্তীর প্রবলতা দৃষ্ট হয়। ব্যাকরণে প্রকৃতির (ধাতুর) উত্তর প্রত্যয় যোগে যে শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহাতে প্রকৃতি পুর্ব্বভাগ হইতে পরভাগ যে প্রত্যয় শব্দের অর্থ নির্ণয়ে তাহা বলবতী। তেমনি কর্ম্ম পুর্ব্বভাগ জন্য শ্রুতির পরবর্ত্তী জ্ঞানযোগের প্রাধান্য। যেমন ভেকেরা প্রথম লেজযুক্ত থাকে তখন উহারা জলেই থাকে যখন ভেকের লেজ খসিয়া যায় তখন প্রায়শঃ স্থলেই থাকে। কর্ম্মযোগী শ্রুতি অনুযায়ী কর্ম্মপর হইবেন ইহা বেদান্তবাদীর স্বীকৃত কথা।

জ্ঞানযোগে গেলে কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হইয়া যায়। এজন্য গী. ৩।১৭-১৮ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। নৈব তস্য কৃতে নার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ॥" পুনঃ গীতার ৬।৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—আরুরুক্ষুর পক্ষে কর্ম্মযোগ ও আরূঢ়ঃ পক্ষে শমঃ (কর্ম্মত্যাগ) ঘটিয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমাণু সৎ এবং তাহাদের পুঞ্জীকৃত অবস্থায় যে সকল পদার্থ জাত হয় তাহা অসৎ। পাতঞ্জল ও সাংখ্য বলেন, ত্রিগুণ সাম্যা প্রধানা সৎ তাহার বিপরিণতিতে যে প্রকৃতি বিকৃতি বা শুধু বিকৃতি উৎপন্ন হয় তাহারাও সৎ। এতন্মতে খপুষ্প বন্ধ্যাসুত ইহারা অসৎ। ন্যায় ও সাংখ্য উভয় মতে অসৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ সৎ। তজ্জাত পদার্থ ন্যায় মতে অসৎ সাংখ্য মতে সৎ। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি বলেন। তাহাদের মাধ্যমিক সম্প্রদায় অসৎ অর্থ শূন্য বলেন। চক্ষু বিস্তারিত করিলে যাহা চক্ষু গোচর হয় তাহা দুই প্রকার ধর্ম্ম বিশিষ্ট। এক চেতন অন্য অচেতন। সৃষ্টি এই উভয়াত্মিকা। সৃষ্টি কর্ত্তা দৃষ্ট হন না। এই চেতনকে কেহ পুরুষ ও অচেতনকে ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বলেন। যে অচেতন বা জড় তাহার নিজের কোন সংজ্ঞা নাই। আপনা আপনি কিছু করিবার যোগ্যতা নাই। এজন্য অচেতন সৃষ্টি করে বলা চলে না। সৃষ্টি চেতনেরই কার্য্য বলিতে হয়। স্বতন্ত্র উপাদান কারণ বলেন যাঁহারা তাঁহাদের উপাদান অচেতন থাকা স্বীকৃত। অচেতনের স্বতঃ ক্রিয়া করার দৃষ্টান্ত নাই। যাহার দৃষ্টান্তাভাব তাহাতে নির্ভর করতঃ অনুমান করা চলে না। উহা ন্যায়বিরুদ্ধ বটে। সাংখ্যকার যে প্রধানাকে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলেন সেই প্রধানা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত ভাবাপন্ন সংঘাত। ঐ প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হইলে তাহা হইতে সৃষ্টি ঘটে। প্রধানার কার্য্য ব্যাপার আরম্ভ কাল সাপেক্ষ হইতেছে। কাল প্রেরণায় প্রকৃতি ক্ষোভিতা হয়েন। সুতরাং কালকে ক্ষোভন ক্রিয়ার কর্ত্তা বলা যায়। এই কাল জড় কি চেতন? কাল অচেতন হইলে কাল ক্ষোভন ক্রিয়া করিতে পারে না। যদি কাল চেতন হয় সে প্রধানাকে ক্ষোভিতা করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। সাংখ্যমতে অনন্ত উদাসীন চেতন স্বীকৃত। আর এই কাল চেতন অনুদাসীন। সুতরাং উদাসীন ও অনুদাসীন দুই প্রকার চেতন স্বীকার্য্য হয়। জড়ের আকর্ষণ শক্তি দৃষ্ট হয়। আকর্ষণ শক্তি থাকিলেও

তাহা কর্ত্তৃত্বের হেতু হয় বলা দুরূহ। যেমন সূর্য্যপিণ্ডের আকর্ষণে পৃথ্বী আদি গ্রহগণ স্থিত হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে চন্দ্র আকর্ষিত হয়। বৃক্ষ হইতে ফল পৃথিবীতে পতিত হয়। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে। সূর্য্যাদির পরিচালক পুরুষই কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হয়েন। সুতরাং তাঁহাকে কৃষ্ণ বলে (কৃষ আকর্ষণে) উহারা জড় বলিয়াই কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হয় না। যেমন জড় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও মন দর্শনাদি করে। তত্রাচ উহাদিগকে করণ বলে কর্ত্তা বলে না। যেমন সূর্য্যে কোন বিক্রিয়া জন্য গ্রহগণ বিস্ফুলিঙ্গবৎ বহির্গত হয় তেমনি প্রধানার ক্ষোভনরূপ বিক্রিয়া জন্য মহদাদি বহির্গত হয়। বীজ বপন করিলে তেজ বায়ু জল মৃত্তিকাদির কার্য্যতায় বীজে বিক্রিয়া উপস্থিত হয় তজ্জন্য তাহা হইতে শিকড় ও অঙ্কুর উদ্গত হয় তাহাতে কেহ বীজকে কর্ত্তা বলে না। বরং বীজ বপনকারীকে কর্ত্তা বলে। কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদিত হয় কুঠারকে কেহ কর্ত্তা বলে না, কুঠার পরিচালয়িতাকেই কর্ত্তা বলে। হস্ত আপনাকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করে হস্তকে কর্ত্তা বলে না। মৃৎ উপাদানে দণ্ডচক্র সাহায্যে কুম্ভকার ঘট শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, মৃৎ দণ্ডচক্রকে কেহ কর্ত্তা বলে না। চেতন কুমারকেই কর্ত্তা বলে। গী. ১৮।১৪ শ্লোকে কর্ম্মের হেতু কি, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। তৎ যথা—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্"॥ অহঙ্কারাবিষ্ট চৈতন্যকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে। যেস্থানে কুম্ভকার কর্ত্তা মৃত্তিকা রাখে, ঘট শরাবাদি রাখে ও আপনি বসে তাহাকে অধিষ্ঠান বলে, যেস্থান অধিকার করিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। কুমারের হস্তাদি ইন্দ্রিয়, দণ্ডচক্রাদি উপকরণ সামগ্রী করণ, হস্তাদি সঞ্চালনের পার্থক্য জন্য পৃথক্ চেষ্টা। দৈব অনুকূল থাকা আবশ্যক। যদি দৈব অনুকূল না থাকে পণে পুড়িবার সময় যদি শিলাবৃষ্টি হয় তবে সব পণ্ড হয়। চাই কুম্ভকার করে, চাই উর্ণনাভ করে, চাই কোন দেবতা করেন কর্ম্ম করিতে এই পাঁচটির একান্ত উপস্থিতি প্রয়োজন। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ বলে। চক্ষুরাদিকে বহিস্করণ বলে। দেহ ইন্দ্রিয় মনযুক্ত চেতনকে জীব সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জীব মনাদিসহ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অবস্থিত। যেমন উষ্ণজলে জল ও অগ্নি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে স্থিত। উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে অগ্নি ও লৌহ তাদাত্ম্য ভাবে স্থিত হয়। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যেমন পালিশ বহিরাবরণ, ছোবড়া, মালাই, নারিকেল, জল মধ্যে প্রাণযুক্ত শাঁসটি থাকে তেমনি অন্নময় (স্থূলদেহ), প্রাণময় (বায়ুময়), মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—কোষ পঞ্চের ভিতরে জীব বাস করে। প্রাণ মন বিজ্ঞানময়

কোষত্রয় (সূক্ষ্ম দেহ) আনন্দময়কোষ কারণ শরীর। জীবের এক আবরণ মন। যেমন জল আবরণে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব থাকে সেই জলের চাঞ্চল্য হইলে চন্দ্রের চাঞ্চল্য বা নাচনি দেখে তেমনি মনের চাঞ্চল্য হইলে মনাবৃত জীবের চাঞ্চল্য বা কর্ম্ম বলে। গী. ৩।২৭ বলে, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অহঙ্কার আবৃত জীব মনে করেন আমি কর্ত্তা। যদ্যপি কর্ত্তা নহেন দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। যিনি দেহে অহং নামা ব্যক্তি তিনিই কর্ত্তা তিনিই জীব। ইনিই মনের ক্রুদ্ধভাব, কামভাব, আর্ত্তভাবাদির দর্শন কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সৃষ্টি জড় ও জীব লইয়া। জড় প্রকৃতি, জীব পুরুষ কর্ত্তা ভোক্তা। গীতায় ৯।৪-৫ শ্লোকে বলে—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্নচভূতস্থোমমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" ৫। ভূতসকল সর্ব্বব্যাপী পুরুষে স্থিত নহে, সর্ব্বব্যাপী পুরুষও ভূতসকলে স্থিত নহে, সুতরাং তিনি জগৎ ধারণ করেন না। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় তিনি জগৎ রচনা করেন না ধারণও করেন না। তবে জগৎ ধারণ কে করে? ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে বলে—"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।" গী. ৭।৫ বলে—"অপরেয়মিতি স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়। তন্মধ্যে অপরা প্রকৃতি পঞ্চভূত বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার। পরা জীব। এবং এই জীব জগৎ ধারণ করে। যেমন গ্রীক্ মিথলজিতে এট্‌লাস্ স্বীয় স্কন্ধে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন কিম্বা পুরাণে বর্ণিত বরাহ দন্তাগ্রে ভূধারণ করে বা বালরূপী ভগবান্ নখাগ্রে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেন জীব তেমন ভাবে তো ধারণ করেন না। জীব অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান, জগৎ ধারণ কি তার পক্ষে সম্ভবপর? জীব দেহান্তর্গত মন বটে। সেই মন বড় কর্ম্মপটু, সে যদি ধারণ করে? জীব জগৎ ধারণ করে কিরূপে? কেহ কেহ জীব ও অজীব বিভাগ করতঃ জীব দুই প্রকার বলেন। সমষ্টি চেতন ঈশ্বর জীবজগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা। ব্যষ্টিজীব অল্পজ্ঞ অনীশ। ঈশ্বর বিরাট দেহে জগৎ ধারণ করেন। জগৎ ত্রিভুবনব্যাপী। বিরাট দেহ ত্রিভুবনব্যাপী। দ্যৌ (স্বঃ) তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, অন্তরীক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ। ভাগবত পুরাণের ১২।১১।৫ শ্লোকে বলে—"মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবন ত্রয়ম্॥" গীতার ৭।৪ শ্লোকে অপরা প্রকৃতি পঞ্চভূত মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটাকে বলে।

প্রকৃতি লইয়া নয়টি হয়। এজন্য ভাগবতের শ্লোকে মায়াদি নব তত্ত্ব দ্বারা বিকারময় বিরাট দেহ রচিত বলিয়াছে। উহা ত্রিভুবনব্যাপী ও চিৎ অচিৎ যুত। পুরুষ চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ জন্য চিন্ময় বলে কিন্তু এখানে বিরাট পুরুষের দেহ মৃন্ময় (পঞ্চভৌতিক) বলিল। গীতা ১১।১৫ শ্লোকে বলে—"পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথাভুত বিশেষ সঙ্ঘান্। ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥" বিরাট দেহে দেবতা ভূতসকল ঋষিগণ সর্পাদি সব বাস করে। দেহে বাস করিলে তাহা দেহ হয় না যেমন বৃক্ষে পক্ষী বাস করে। তাহাতে পক্ষী বৃক্ষ দেহান্তর্গত হয় না। বিরাট পুরুষের মৃন্ময় দেহ কে সৃষ্টি করিল? সৃষ্টি কর্ত্তা কে? আর দেব নর সর্পাদি যে দেহে বাস করেন তাঁহাদেরই বা কে সৃষ্টি করিয়াছেন? গীতায় কথিত যে জীব জগৎ ধারণ করে তিনি পুরুষের পরা প্রকৃতি মাত্র। সুতরাং পুরুষ হইতে বিলক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী পুরুষের তুলনায় বিরাট দেহধারী সমষ্টিজীবে ও ব্যষ্টিজীবে জীবত্ব একই। আত্মা ইন্দ্রিয় মন রূপ দেহ ধারণেই জীবত্ব তাহা এতদুভয়ে তুল্যাতুল্য। এবং গী ১৫।১৮ শ্লোকে বলে—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।" ক্ষর ও অক্ষর, অপরা ও পরা প্রকৃতি, পুরুষোত্তম তাহা হইতে অন্য। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম জগৎ ধারণ করেন না। হীনবীর্য্য জীবই জগৎ ধারণ করেন। শ্রুতি বলেন—নেহনানাস্তিকিংশ্চন। সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পুরুষ সত্য। কেবল তিনিই আছেন তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু দ্বৈতে দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" (ভাঃ পুরাণ ১১।২৮।২২)। ঋ. ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে বলে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে।" নানাত্ব মায়া রচিত ইন্দ্রজালিকের খেলার ন্যায়। "য একো জালবান্ ঈশতঃ-ঈশনীভিঃ"। না থাকিলেও যেমন ইন্দ্রজালিক আছে বলিয়া দেখায় ইহা তেমনি (শ্বেত ৩.১)। যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য পদার্থ সকল অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে না থাকিলেও দেখা যায় তেমনি ব্রহ্মে জগৎ না থাকিলেও দেখা যায়। সিনেমা হলে আঁধারে বসিয়া দেখে, আঁধারে বসিয়াই রজ্জুতে সর্প দেখে। তেমনি অজ্ঞান আঁধারে জগৎ দেখে। জগৎটা মানসিক ব্যাপার, জীব মন দ্বারা ধারণ করে। জগৎ মায়াময় মিথ্যা? যখন যখন মন ক্রিয়াশীল স্পন্দনযুক্ত তখন তখন জগৎ ভাসে যেমন স্বপ্নে ও জাগ্রৎ কালে। যখন মন স্পন্দনহীন তখন জগৎ ভাসে না। যেমন সমাধি, সুষুপ্তি মূর্চ্ছাবস্থায় ও ডাক্তার ক্লোরফরম্ করিলে মন নিস্পন্দ বা ক্রিয়াহীন হয় তখন জগৎ ভাসে না। স্পন্দিত মনেই জগৎ ভাসে। জীব, তাহার

আবরক মন-স্পন্দনে যে জগৎ ভাসে তাহা ধারণ করে বলা হয়। তাহাই গীতার তাৎপর্য্য। "বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং। পশ্যন্নাত্মনিমায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথানিদ্রয়া।" এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্পণস্থ নগরীর ন্যায় জানিবে উহা অন্তঃকরণস্থিত মন স্পন্দন জন্য মাত্র। মায়াবশে বাহিরেই যেন দৃষ্ট হইতেছে মনে হয় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দৃষ্ট দৃশ্যগুলি যেমন বাহিরেই দেখিতেছি বলিয়া মনে করে। মন অন্তঃকরণ তার অফিস, শয়নঘর সব অন্তরে। অন্তরেই সে সব সৃজন করে। কুহকে মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি। লোকে স্বপ্নেও যাহা দেখে তাহা বাহিরে দেখে মনে করে। সিনেমা হলে যে সব দৃশ্য ভাসে তাহা যেমন প্রাতিভাসিক মাত্র তেমনি স্বপ্নে যে দৃশ্য ভাসে তাহাও প্রাতিভাসিক মাত্র। না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। জাগ্রতে যে দৃশ্য ভাসে তাহা কি সত্য না প্রাতিভাসিক? উভয়ের পার্থক্য কোথায়? মন স্পন্দনে স্বপ্ন, মন স্পন্দনেই জাগ্রত অবস্থা। একই মনের স্পন্দন। সুতরাং যদি ভেদ থাকে তাহা স্পন্দনের ভেদজনিত। যেমন নব বিজ্ঞানশাস্ত্রবলে চারকোল (কয়লা) ও হীরক একই কার্ব্বণ জাতীয় পদার্থ। কার্ব্বণের কাঁপ (কম্পন স্পন্দন) চাপ ও তাপ ভেদে একটি কয়লা অন্যটি হীরক। তেমনি একই মনের কাঁপ চাপ তাপভেদে জাগ্রত ও স্বপ্ন ঘটে। সুতরাং উভয়ই একজাতীয় বটে। অর্থাৎ উভয়ই প্রাতিভাসিক মাত্র যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য প্রাতিভাসিক। স্বপ্নে ও জাগ্রতে কার্য্য ব্যবহার যাহা ঘটে তাহাও একপ্রকারই বটে। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নে ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুঃখ বোধ হয় কিছু আহার করিলে তৃপ্তিলাভ হয়। স্ত্রী আদি উপভোগ করিলে সুখদায়ক হয় এবং সর্প ব্যাঘ্রাদি দর্শনে ভয় হয়। জাগ্রতে ও স্বপ্নে যাহা দেখে তাহা অন্তঃকরণের বাহিরেই দেখে বলিয়া মনে করে। জাগ্রৎ বলে স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্ন বলে জাগ্রৎ মিথ্যা। যেমন এক ধনী ব্যক্তি রাত্রিতে পোলাও কোর্ম্মাদি উপাদেয় খাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তে আপন প্রাসাদের দ্বিতলে শয়নাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে নদীতে তাহার গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে নিরাশ্রয়াবস্থায় বৃক্ষতলে শয়ান ছিল, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলে গৃহস্থ তাহাকে কিছু চিঁড়া খাইতে দিল সে চিপিটক ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া জলপান কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে দেখিল যে তাহার পেট পোলাও আদিতে ভর্ত্তি ক্ষুধার লেশ নাই দ্বিতল গৃহে শয়ান আছে। এখানে স্বপ্ন বলে সে গৃহহীন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক। জাগ্রৎ বলে সে ধনী ক্ষুধাহীন সুকোমল শয্যায় শায়িত। সুতরাং স্বপ্ন

জাগ্রৎকে মিথ্যা করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী সাজাইয়াছে। জাগ্রৎ বলে স্বপ্ন মিথ্যা। স্বপ্ন প্রাতিভাসিক জন্য জাগ্রৎও প্রাতিভাসিক হইতেছে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ লইয়া জগৎ। উহারা যদি প্রাতিভাসিক হয় তবে জগৎও প্রাতিভাসিক। স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক জগৎ অসৎ অর্থাৎ সত্য নহে। যাহারা জগৎকে স্বপ্নদৃশ্যবৎ হইলেও তৎকালিক সত্য মনে করেন তাঁহাদের ঐরূপ বলা আরোপ মাত্র। যদি সচেতন পুরুষই স্রষ্টা হন তবে তিনি উপাদানাদি সাপেক্ষ সৃষ্টি করেন, কি তৎ নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। যেমন কুম্ভকার ঘট শরাবাদি সৃষ্টি করে। পুরুষও কি তদ্বৎ সৃষ্টি করেন? কুম্ভকারের পিতা থাকার অভিমান করেন, বাহির হইতে মৃৎ উপাদান সংগ্রহ করে, দণ্ডচক্র সংগ্রহ করে। আপনি বসিবার ও দ্রব্য রক্ষার্থ স্থান নির্ণয় করে। নানাপ্রকার হস্তসঞ্চালনাদি ব্যাপার করে তবে ঘট হয়। যখন পিলু বা পিঠু পাকের জন্য ঘটসমূহ পোনে অগ্নিসাৎ করে তখন যদি শিলাবৃষ্টি হয় তবে সব শ্রম পণ্ড হয়, তজ্জন্য দৈব অনুকূল রাখিবার প্রযত্ন করে। অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে গীতার পাঁচহেতু চাই। সৃষ্টিকর্ত্তার পিতা কে? কোথায় অবস্থান করিয়া কর্ম্ম করেন? সৃষ্ট পদার্থ কোথায় রাখেন? করণ কি? কিরূপ হস্তাদির প্রচেষ্টার প্রয়োজন? দৈবই বা কি? উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? সর্ব্বব্যাপী পুরুষ কর্ত্তা তাঁহারই খবর নাই। আবার তাঁহার পিতা, সহায়ক দৈব, হস্তাদিকরণ, উপাদানাদি কারণ সন্ধান করিতে হইবে। এজন্য কেহ বলেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাকে কুম্ভকারের ন্যায় সৃষ্টি করিতে হইবে কেন? তিনি উর্ণনাভের ন্যায় সৃজন করেন। মাকড় নিজ হইতে উপাদান দিয়া আপনার বাহিরে সৃষ্টি করে জাল, যাহাতে সে বাস করে। ঈশ্বর নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ। বাহিরের অপেক্ষা নাই। তাহাতে প্রশ্ন উঠিতেছে যে মাকড় রস ছাড়িবার পূর্ব্বে যে পরিমাণ ওজন বিশিষ্ট থাকে রস ছাড়ার পর ওজনে কমে কি না? যদি ওজন কম হয় তবে ঐ মাকড়ের দেহ ব্যয় হইয়াছে। যাহা ব্যয়শীল তাহা বিনাশশীল হয়। যদি পুরুষ আপনার ভিতর হইতে উপাদান দিয়া সৃষ্টি করেন তবে তিনিও ব্যয়শীল জন্য অব্যয় অমর থাকেন না, বিনাশশীল হইয়া পড়েন। পুরুষ নিরবয়ব নিরিন্দ্রিয় তাহা হইতে অবয়ব বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সৃষ্টি হইতে পারে না, কারণ যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা আসিতে পারে না। চিন্ময় হইতে মৃন্ময় বাহির হয় না। সুতরাং জগতের পাঞ্চভৌতিক উপাদান তাঁহা হইতে আসা সম্ভবপর নয়। যদি বল নিরিন্দ্রিয় বিনা কারণে সৃষ্টি কার্য করেন কেমনে? তদুত্তরে

বলা যায় যে বায়ু নিরিন্দ্রিয় বৃক্ষাদি উৎপাটন করে বৃক্ষশাখাদি ভাঙ্গে। বিজলি দ্বারা কত মেসিন চলে, পাখা চলে, আলো তাপ দেয়, তাহা নিরিন্দ্রিয়। সুতরাং নিরিন্দ্রিয়ের সৃষ্টি কার্য্য করিতে বাধা নাই। জগৎ অচেতন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকৃত। সেই অচেতন পদার্থের যে দৃশ্যমান উপাদান তাহা তাহাতে নাই। অখণ্ডৈকরস সমনির্দ্দোষ ব্রহ্মে বিষম ভূত পঞ্চকের স্থান নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদ বর্জ্জিত। “নেহনানাস্তি কিংচন।” তিনি নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় পরিণতি তাঁহাতে সম্ভবে না। “যঃ করোতি স কর্ত্তা।” তিনি নিষ্ক্রিয় জন্য কর্ত্তা হইতে পারেন না। উত্তাপ ও শৈত্যের তারতম্য জন্য বায়ুচলনশীল হয়। কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যের ক্রিয়াশীলতায় বিজলী কর্ম্মপরায়ণ হয়। তেমনি বহিরাগত মায়াযোগে নিষ্ক্রিয় পুরুষ যেন সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা কার্য্যব্রহ্ম হয়েন। নিষ্ক্রিয়ের কর্ম্ম করা কল্পনা মাত্র। আরোপিত জন্য যেন কর্ত্তা হন বলিতে হয়, যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন “ধ্যায়তীবলেলায়তীব”। মাকড়ের ন্যায় সৃষ্টিতে সৃষ্টি সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বাহিরে স্থাপন করিতে হয় তাহাতে পুরুষ পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশশীল হইয়া পড়েন। এইজন্য কেহ বলেন, “হরিরেব জগৎ জগদেবহরিঃ। হরিতো জগতো নহিভিন্নতনু॥” ইহাতে নির্ব্বিকার দেহহীন হরির দেহে জগৎ ভাসে বলিতেছে। তাহা পরিণামবাদে সম্ভবপর নহে। এইজন্য বিবর্ত্তবাদের সাহায্য লইতে হয়। যেখানে বস্তুর স্বরূপচ্যুতি নাই অথচ তাহা অন্য বলিয়া গৃহীত হয় তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন আঁধারে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। রজ্জুর কোন বিকৃতি ঘটে না অথচ তাহাতে সর্পত্ব দর্শন ঘটিতেছে। ইহা পরিণাম জন্য নহে। তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। নির্ব্বিকার ব্রহ্মে কোন বিকৃতি ঘটে না অথচ জগৎও দেখা যায়। অর্থাৎ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। অজ্ঞান আঁধারেই জগৎ ভাসে। যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য বাতি জালাইলে অদৃশ্য হয় তেমনি জ্ঞানালোকে অজ্ঞানকালেদৃষ্ট জগৎ আর থাকে না। যেমন পীড়িত চক্ষে দ্বিচন্দ্র দর্শন ঘটে তেমনি ভবরোগে পীড়িতের পক্ষে অবিদ্যা আঁধারে জগৎ ভাসে। কেহ বলেন, প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, উপাদানের কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহার অমোঘ সংকল্পেই জগৎ ভাসে। তিনি সত্য সঙ্কল্প। এই মত বাইবেলেও আছে তাই বাইবেল বলে ; And things are not what they seem. জগৎ পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে হয় বস্তুতঃ তাহা নহে ঈশ্বরের মনঃ সংকল্পিত। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ “অপ্রাণোহ্যমনাঃ”। এই যা দুঃখ। মন দ্বারাই সঙ্কল্প সম্ভব। অমনা পুরুষ ইচ্ছা করিতে পারেন কি ?

“সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।” গীতায় (১৩।৬) ভগবান বলিয়াছেন, “ইচ্ছা দ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতি” এই সকল ক্ষেত্রের সম্পদ বিকার-ভাবাপন্ন। অবিকারী পুরুষে বিকার ইচ্ছাদি না থাকায় তৎ কর্ত্তৃক সৃষ্টি সম্ভবে না। ক্ষেত্র বা প্রকৃতির ইচ্ছা পুরুষে আরোপ করতঃ প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি বলিতে হয়। শ্রুতিতে বলে মন বাক্ প্রাণ ইহারা আত্মার অন্ন। বৃ. আ. ১।৫।৩॥ বলে, জীব যদি মন বাক্ প্রাণ রূপ অন্ন গ্রাস করে অর্থাৎ উহাদের ক্রিয়া রুদ্ধ করে তবে অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান জীব অনীশভাব ত্যাগ হইয়া আপনাকে ঈশ দেখেন। কঠ শ্রুতি বলেন, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাংগতিম্”। ক্ষেত্র বলিয়া যাহা গীতাতে উক্ত তাহাই শ্রুতিতে অন্ন। পুরাণে ইনি অন্নপূর্ণা। এই অন্নপূর্ণা হইতে মন বাক্ প্রাণরূপ অন্ন নির্গুণ পুরুষ ঋণ গ্রহণে “বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি”। সঙ্কল্পবান্ হইয়াছেন। অন্ন বা মায়া নিজ প্রদত্ত মন বাক্ প্রাণ লইয়া অপসৃতা হইলে সেই পুরুষ নির্গুণভাবে অবশেষিত হন। নির্গুণ পুরুষের ঋণ গ্রহণাদি কষ্টকল্পনা মাত্র। অজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক আরোপিত। অদ্বিতীয়ের নিকট দ্বিতীয়ের সমাগম বলিলে অদ্বিতীয়ত্ব কথার কথা হয় মাত্র। দ্বিতীয় কোথা হইতে আসিল? এ বিষয়ে ভাগবত পুরাণে ১১।২।৩৮ শ্লোকে আছে, “অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে হি দ্বয়ঃ।” ভাঃ ২।৯।৩—“ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েতচাত্মনি। তদ্‌বিদ্যাদাত্মনোমায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥” যাহা নিষ্প্রয়োজনে প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মায় প্রতীত হয় না তাহাকেই মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস সূর্য্য বা রাহুচ্ছায়া তদ্বৎ। যেমন রাহুচ্ছায়া সূর্য্যকে গ্রাস না করিলেও গ্রাস করে বলিয়া লোক-সমাজে গৃহীত হয়। তেমনি মায়া দ্বারা চৈতন্য অবচ্ছিন্ন হয় লোকে বলে। যেমন সূর্য্যাভাস যাহা আতস কাচ ব্যবধান জন্য উৎপন্ন হয় তাহা দাহ্য বস্তু দহনের কারণ হয়। প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নহে। তথাচ তাহার ক্রিয়া কথিত হয়। তেমনি মায়াসমাগম ও তজ্জন্য সৃষ্টি কল্পিত হইয়া থাকে। যে মনের স্পন্দনে জগৎ ভাসে তাহার অবস্থান ভূমি হৃদয়ে দেহাভ্যন্তরে। যেমন টেলিস্কোপের নলের ভিতরে স্থিত কাচখণ্ড তথায় থাকিয়াই শনৈশ্চরাদির অবস্থা প্রকাশ করে, তেমনি মন হৃদি মধ্যে থাকিয়াই জগতের বিষয় প্রকাশ করে। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিৎ ত্রিগুণা মায়াতে নানাত্ব দর্শন করে। যেমন একখণ্ড গ্লাস যাহার এক অংশ plain, এক অংশ convex অথবা এক অংশ concave, তাহাতে একই সময়ে একই ব্যক্তির নানা মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অদিতি অখণ্ডৈকরস পুরুষে

নানাত্ব নাই। ইনি স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদরহিত বটেন। প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় কেন? কি প্রয়োজন সিদ্ধার্থ তিনি সৃষ্টি করেন? নিস্পৃহ তিনি, তাঁহার কেন সৃজনস্পৃহা হইবে। যদি সৃজন করিতে সেই আনন্দস্বরূপের স্পৃহাই হয় তবে তাঁহাতে যে আনন্দ রস আছে তাহারই বিস্তার হওয়া উচিত। নির্দ্দোষ তিনি, দুঃখের বীজ তাঁহাতে নাই তবে তৎকৃত সৃষ্টি এমন দুঃখপূর্ণ হইল কেন? দুঃখ ভোগের স্পৃহায় সৃষ্টি করিয়াছেন কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু শঙ্কুল সৃষ্টি। অমৃত হইতে মৃত্যুর উদ্ভব। ইহা সম্ভবপর নহে। দুঃখ বহিরাগত তাহা ভগবান্ গীতায় ৬।২৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—"তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগ বিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্।" দুঃখের সংযোগে সংসার, তাহার বিয়োগে জীব ও পরমের ঐক্য রূপ যোগ ঘটে। এ সংসার দুঃখময় জানিয়া কোরাণওবালা বাইবেলওবালা সকলেই ইহা ত্যাগে স্বর্গে শান্তি সুখ ভোগার্থ আপনাকে উপযোগী করে। তিনি সম তাঁহার সৃষ্টি কেন বিষম—কেহ দেব, কেহ দৈত্য, কেহ নর, কেহ তির্য্যগাদি দেহ লাভ করিল কেন? যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি প্রয়াসীর বুদ্ধির বলিহারী যাই। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না যেহেতু কার্য্য কারণের সম্প্রসারণ মাত্র। বটবীজ সম্প্রসারিত হইয়া বটবৃক্ষে মহান্ মহীরুহে পরিণত হয়। যদি কার্য্যে কারণ হইতে গুণাধিক্য দৃষ্ট হয় তবে জানিতে হইবে তাহা বহিরাগত। যেমন দুগ্ধ কারণ, দধি তাহার কার্য্য। দধিতে যে ধবলতা মাখম বিদ্যমান তাহার কারণ দুগ্ধে আছে। দধিতে যে অম্লতা তাহা দুগ্ধে নাই সুতরাং বলিতেই হইবে যে উহা বহিরাগত। শ্বেতসর্ষপ পিশিলে তৈল মিলে কিন্তু সর্ষপাকার শ্বেতবর্ণ হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল পিশিলে তৈল মিলে না। যদি দুঃখময় সংসার বীজ (কারণ) পুরুষ হন তবে তাহাতে নিশ্চয় দুঃখ আছে। যিনি নিজে দুঃখী তিনি অন্যের দুঃখ কি দূর করিবেন? সৃষ্টি চিৎ পুরুষকৃত হইলে পুরুষের অস্তিতা কার্য্যে পাওয়া যাইবে। এতদধিক তাঁহাতে বিশেষ না থাকায় কার্য্যে অস্তিতাধিক কিছু থাকিতে পারে না। শ্রুতির সৃষ্টি তত্ত্বে বলে—"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" সুতরাং আকাশের অস্তিতা, কারণ আত্মা হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আকাশের গুণ শব্দ নির্গুণ পুরুষ হইতে আসে নাই, দধিতে অম্লবৎ বহিরাগত বলিতেই হইবে। তেমনি আকাশ কারণ হইতে বিকাশিত বায়ুরূপ কার্য্য—তাহাতে স্পর্শগুণ আছে, অথচ আকাশে তাহা নাই সুতরাং কার্য্যের

গুণাধিক্য বহিরাগত। তদ্রূপ বায়ু হইতে তেজ হয়। তেজে রূপ আছে বায়ুতে তাহা নাই সুতরাং তেজে যে রূপ তাহা বহিরাগত। তেজে রস নাই অথচ তেজ জাত অপে আছে সুতরাং অপরূপ কার্য্যস্থ রস বহিরাগত। তেমনি অপ কারণে গন্ধ নাই কার্য্য পৃথিবীতে আছে সুতরাং এই অধিক গুণ বহিরাগত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং সৃষ্টি পুরুষ একক করেন নাই, সঙ্গে বহিরাগত কিছু ছিল যাহার অংশ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রারূপে আকাশাদিতে দৃষ্ট হয়। উহার সাধারণ নাম মায়া। মায়া নানা গুণময়ী। এ কারণ গীতায় (৩৷২৭) ভগবান বলিয়াছেন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতিজাত জগৎ, পুরুষ তাহার সাক্ষী বা নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র। আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, অপের রস, ক্ষিতির গন্ধ ইহা ক্ষেত্রের সম্পদ—গীতায় ১৩৷৫-৬ শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে—"মহাভুতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ। ইন্দ্রিয়াণিদশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥৫৷ ইচ্ছাদ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ। এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥৬৷" ক্ষেত্র ও প্রকৃতির একতা গী. ৭৷৫ শ্লোক হইতে জানা যায়। তথায় পঞ্চ মহাভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কারকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং॥" সুতরাং ক্ষেত্র প্রকৃতি মায়া ও তমঃ এক পর্য্যায়ের শব্দ। নিরপেক্ষ দ্রষ্টা কর্ত্তা হয় না। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে ভিন্ন হয়। সৃষ্টির দ্রষ্টা পুরুষ সৃষ্টি হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ পুরুষ জগৎকর্ত্তা নহেন মায়া উপাধিবশে জগৎ ভাসে মনে, ইহাকে বিবর্ত্ত বলে। প্রকৃতি পুরুষের যুগলমিলনে প্রকৃতি গর্ভধারণ করতঃ জগৎ প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ২অ "অথ সা কৃষ্ণশক্তি স চ কৃষ্ণাদ্ গর্ভং দধার চ ।৪৭। সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধার লয়ং পরম্॥" এই যুগলমিলনের অর্থ কেহ কেহ বলেন যে—অন্নপূর্ণা হইতে পুরুষ যে মন বাক্ প্রাণ ঋণগ্রহণ করেন তাহার সুদ আদায়ের জন্য ত্রিগুণময়ী উত্তমর্ণ নির্গুণ অধমর্ণকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। তাহার ফলে নানাত্বের প্রসার। ঋ. ১০৷১২৯৷৫ মন্ত্রে বলে—"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।" Self supporting principle beneath and energy aloft. মায়া তাহার কর্ম্মজাল প্রসারিত করে পুরুষকে আড়াল করিয়া॥ বৃ. আ. ১৷৪৷৩ একটী আখ্যান দৃষ্ট হয় তাহা এই—"সবৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমেমবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাম্।" সেই অসঙ্গ

পুরুষ (অকর্ত্তা অভোক্তা) সুখী হইলেন না। একাকী সুখ হয় না। সঙ্গ সুখ সার সংসার। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। সে ইচ্ছার পুরণার্থ তিনি (সেই নিত্য পুরুষ) এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন যেমন যুবকযুবতী আলিঙ্গনকালে একত্রে হয়। তৎপর তিনি আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে পতি পত্নীর উদ্ভব হইল।

সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিত্য নির্ব্বিকার অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিহীন। এবং অকায়। তাহার দেহ বৃদ্ধি হইয়া দ্বিগুণ হইল ইহা অসম্ভব। সৃষ্টিবাদী অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে সাহসী। অথচ অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়াকে গ্রহণে অনিচ্ছুক। স্বপ্নে যেমন অঘটন দৃষ্ট হয়, তেমনি এই সৃষ্টি ব্যাপার যেন ঐন্দ্রজালিকের খেলা। এই যে তাঁহার একাধিক হওয়া তাহা মায়া যোগে, ইহা ঋ. ৬।৪৭।১৮ মন্ত্র বলে "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" মায়া সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্তাদি সকলই সম্ভবে, ইহাই বৃ. আ. শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতি অদ্বিতীয় অখণ্ডৈকরস সর্ব্বব্যাপী অপরিণামী পুরুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত বলায়, সৃষ্টি সম্ভবে না, হয় নাই, হইবে না, ইহাই শ্রুতির নির্ণয়। নিকষ সত্য। তবে শ্রুতি সৃষ্টি বলেন কেন? সৃষ্টিটা সত্যকার ঘটনা তাহার বর্ণনা আবশ্যক, এইজন্য শ্রুতি সৃষ্টিবাক্যের অবতারণা করেন নাই। যেমন অজ্ঞ বালককে পৃথিবীর গোলাকারত্ব বুঝাইবার জন্য গ্লোব বা কমলালেবু প্রতীকরূপে উপস্থিত করতঃ শিক্ষা দেওয়া হয় তেমনি মায়িক সৃষ্টিতত্ত্ব শিষ্যবুদ্ধি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বস্তুর ধারণা করার উপযোগী তীক্ষ্ণ করার জন্য উত্থাপন করিতে হয়। সৃষ্টি যদি সত্য হইত তবে তৎসম্বন্ধে মনীষীগণ অন্ধকারে রজ্জু দৃষ্টে যেমন নানামত হয়েন তেমন নানারূপ অনুমান করিতেন না। যেমন একদিন চারিজন বিদ্বান অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন, সামনে এক টুকরা রজ্জু পতিত ছিল, তাহা দেখিয়া একজন অনুমান করিলেন, উহা রাস্তা ফাটার দাগ। দ্বিতীয় বলিলেন, উহা জলধারা মাত্র। তৃতীয় বলিলেন, উহা পত্রহীন লতার টুকরা। চতুর্থজন অনুমান করিলেন, উহা সর্প। ইঁহারা এই সব অনুমান করিয়া দণ্ডায়মান আছেন এমন সময় এক ব্যক্তি লণ্ঠন হস্তে আগমন করিল, লণ্ঠনের আলোকে দেখা গেল উহা রজ্জুর টুকরা। এমনি সাংখ্য-ন্যায়াদি মতবাদীগণের সৃষ্টিবিষয়ক অনুমান। সবাই অজ্ঞান আঁধারে বসিয়া অনুমান করতঃ যুক্তিদ্বারা নিজমত সমর্থনে প্রয়াসী হইয়াছেন। অভ্রান্ত শ্রুতি গ্রহণে কুণ্ঠিতচিত্ত হইয়াছেন। সৃষ্টি দীর্ঘ স্বপ্ন হইলেও ইহাতে যে অত্যাশ্চর্য্য রচনা কৌশল দৃষ্ট হয় তাহাতে উহার রচয়িতা জড় প্রকৃতি না বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ চেতন পুরুষই

সৃষ্টিকর্ত্তা বলা সমীচীন। সৃষ্টিকর্ত্তা অনুমান করাও দুরূহ ব্যাপার। কারণ আমরা দেখি একটী তাজমহল বা বৃহদায়তন সরোবর খনন বহু ব্যক্তির কার্য্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। একটী তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে ইট পাথরের নির্ম্মাতা, ইট পাথর গাঁথার মিস্ত্রী, পালিসকার, মণিমুক্তাদি দ্বারা লতাপাতা রচনাকৌশলী স্বতন্ত্র; সুতরাং বিশাল জগৎ সৃষ্টি একজনের কাজ নয়, নানা জনের কর্ত্তৃত্বে হইয়াছে অনুমান করা অন্যায় হইবে না। অথচ বাইবেল, কোরাণ কি বেদ সবাই একেশ্বরবাদ বলেন। একই ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিনাশকর্ত্তা। বহু ঈশ্বর বা দেবতা অজ্ঞজনের স্বীকৃত হইলেও তাহা অযৌক্তিক। একই সময়ে একজন সুখী অন্যজন দুঃখী হয়। যেমন একজন বর্ষাকালে পিচ্ছল অঙ্গনে পড়িয়া গিয়া দুঃখী হইয়াছেন, সেই সময় বারান্দায় সুখাসীন জনেরা হাসিয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন সুখদুঃখভোক্তা গতাগতিকারী আত্মা বিরাজিত ইহা অনেকের স্বীকৃত। কিন্তু সর্ব্বদেহে একদেহী বা ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতায় (১৩।২) "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত", (২।৩০) "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্থ ভারত।" ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে দেখা যায় একদেহী বা জীব সর্ব্বঘটে বিরাজিত। যুক্তিমূলে একই সময়ে দেহদ্বয়স্থ দেহীর সুখদুঃখ ভেদকাল কেন তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বুঝাইয়াছে। সুখদুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে—মনের ব্যাপার। আত্মাতে আরোপিত মাত্র। বেদান্তেও অবচ্ছেদ বাদ ও প্রতিবিম্ববাদ আভাসবাদ আছে। অবচ্ছেদ বাদ স্বীকারে যে যে দোষ হয় তাহা এই—প্রতি দেহের হৃদয়ে অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলে। তিনিই কর্ত্তাভোক্তা ইহলোকে পরলোকে গতাগতি করেন। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অচল। ইহাতে হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও হৃদয় অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য এই দুই পৃথক ভাবের বস্তু হইয়া পড়েন। ইহাতে অখণ্ডৈকরস অদ্বৈততত্ত্বের হানি ঘটে।

জীব অবিদ্যা উপাধিক এবং ঈশ্বর মায়া উপাধিক অথচ একই চৈতন্য সর্ব্বত্রস্থিত। ইহাতে একই সময়ে একই অন্তঃকরণদেশে জীবচৈতন্য ও ঈশ্বর চৈতন্যের মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বয় হওয়ায় সাঙ্কর্য্য হইতেছে। যে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীব কর্ম্ম করে সে অচল স্বভাব জন্য তাহার কোন গতি হয় না। অথচ অন্তঃকরণ উৎক্রমণ করে। সুতরাং পরলোক প্রদেশে অন্তঃকরণ যে স্থান গ্রহণ করে তদবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই তথাকার ফলভোগ করে। কর্ম্ম করে একজন ফল ভোগ করে অন্যজন। সুতরাং কৃত বিপ্রনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটে।

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব হইলে ঈশ্বর অন্তর্যামী হন না। কারণ ঈশ্বর অন্তঃকরণ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অন্তঃকরণে অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রদেশে তাঁহার স্থান নাই। ঘটাকাশ ঘটবহিঃস্থ মহাকাশবৎ। পুরুষ অকর্ত্তা অভোক্তা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার স্বভাব। কোন বস্তু তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না সুতরাং জীবরূপেও তিনি অকর্ত্তা অভোক্তাই থাকেন। যেমন গ্যাস হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন কোন-কোন পরিমাণে মিলিয়া তরল জল হয়। সাধারণ মিশ্রণ নহে রাসায়নিক সংমিশ্রণ বলা যায়। কিন্তু সেই জলে ইলিক্‌ট্রিক প্রবাহ চালাইলে সেই অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন পুনঃ গ্যাসরূপে স্ব স্বরূপলাভ করে। অগ্নি তেজরূপে জলে প্রবেশ করিলে জল তাহার শৈত্যগুণ ত্যাগে অগ্নির দাহিকা শক্তি লাভ করে; উষ্ণজলে হাত দিলে হাতে ফোস্কা পড়ে। কিয়ৎকাল পর জল পুনঃ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অগ্নি জলে দাহিকাশক্তিসহ প্রবেশ করিয়াছিল জলের শৈত্যগুণে তাহা হারায় নাই। তেমনি জল আপাততঃ অগ্নিগুণযুক্ত হইলেও আপন শৈত্যগুণ হারায় নাই। তেমনি কোন বস্তু তাহার স্বভাবচ্যুত হয় না। সুখ দুঃখ মন দ্বারাই ভোগ হয়; যখন মন নাই তখন সুখ দুঃখ নাই যেমন সুষুপ্তিকালে, ডাক্তার ক্লোরফরম করিলে। জীব সুখদুঃখাত্মক মনের অবস্থার সাক্ষী, কর্ত্তা নহে। মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। যেমন লোকে জলে চাঁদের নাচনি দেখে। জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করিয়াই চাঁদের নাচনি দেখে। বেদান্ত মতে জীবভাব কভু ঘটে না, উহা অজ্ঞের আরোপ মাত্র। যেমন রাহুগ্রস্ত দিবাকর বলে ও যেমন অস্তমিত সূর্য্য তাহার কিরণাবলী সংগ্রহ করিয়া অস্তাচল পর্ব্বতে প্রবেশ করে মনে করে। ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তমাবৃত হিরণ্যগর্ভের (প্রথমজের) উৎপত্তি বলিয়াছে। পুনঃ চতুর্থ মন্ত্রে বলিয়াছে এই সৃষ্টি অসৎ কর্ত্তৃক সতের বন্ধন। এই বন্ধন প্রণালী বুদ্ধিভেদে ভেদপ্রাপ্ত হয়। কেহ ইহা হইতে যুগলমিলন দেখেন কেহ শিবগলে সর্প বা কৃষ্ণগলে বনমালার ন্যায় দেখেন কেহ বা তমকোষমধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভ দেখেন। কেহ অর্দ্ধনারীশ্বর দেখেন কেহ বা হরি বা হর বক্ষাশ্রয়া জগন্মাতাকে দেখেন। ঋ. ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে আছে—"স্বধা অবস্তাৎ প্রষতিঃপরস্তাৎ"। প্রকৃতিই দৃষ্ট হয়, পুরুষ হন না। যেমন শবাসনা দেবী মূর্ত্তিতে। "পুরুষ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।" তাঁহাকে কেহ পুংমূর্ত্তিতে কেহ স্ত্রীমূর্ত্তিতে কেহ অন্য কিছু কল্পনা করেন। ঋ. ১।৮৯।১০ মন্ত্রে—"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।" ন+দিতি=অদিতি অখণ্ড। তিনিই সবকিছু রূপে প্রকাশিত।

এই মন্ত্রে অদিতি তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত। যেমন পৌরাণিক শ্লোক অনেকে পাঠ করেন—"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥" গী. ৪।২৪ শ্লোকে "ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্" ইত্যাদি। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যদি বলে আছে তবে তাহা "মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্প কৃতশেখরঃ। এষবন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ ধনুর্ধরঃ" বাক্যে বর্ণিত বীরবৎ সত্য। ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে "আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥" ২। ব্যবহারিক জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বলে—"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো-অস্যাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমনৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥" ৭। এই সৃষ্টি কেহ ধারণ করে কি করে না ইহা কোথা হইতে আসিল তাহা পরমব্যোমে স্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ জানিতে পারেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। সেই পরম পুরুষের অজ্ঞাতে সৃষ্টি। নামরূপাদিত্যাগে অস্তিত্ব সাধারণ অবলম্বনে আত্মা চিন্তনীয়। ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রুতি বিরাট বৈশ্বানর সপ্তাঙ্গ পুরুষ প্রথম চিন্তনীয় করিয়াছেন, যেমন (গী. ১৫।১৪) বৈশ্বানর সর্ব্বদেহে বাস করেন এবং আহার্য্য পচাইয়া থাকেন। এইভাবে সর্ব্বভূতে বৈশ্বানর দর্শনকালে প্রাণীগণের নাম রূপাদি চিন্তা ত্যাগে কেবল তাহাতে বৈশ্বানরের অস্তিত্ব চিন্তা করিবার বিধি। বৈশ্বানরকে বলি প্রদান করিতে গো, শ্ব, কাক, কীট, ইতর দেবযোনি প্রভৃতিকে বলি প্রদান করে। সেই প্রাণীপ্রদত্ত বলি ভক্ষণ করে। দাতা চিন্তন করেন বৈশ্বানর নামা পুরুষ উহার ভিতরে আছেন, তিনিই বলি গ্রহীতা। প্রাণীর নাম রূপ চিন্তা না করায় বৈশ্বানরের অস্তিতাই উপলব্ধি করে। এইরূপ উপলব্ধি অভ্যস্ত হইলে বৈশ্বানরের স্থলে বিশ্বব্যাপী পুরুষের উপলব্ধি সহজসাধ্য হয় (সাধারণ লোকের বুদ্ধি একবারে পরম সূক্ষ্মে প্রবেশ করে না এইজন্য যেমন ভূগোল শিক্ষাদিতে কমলালেবু বা গ্লোব প্রতীক গ্রহণ করতঃ বুঝাইয়া থাকে তেমনি সূক্ষ্মতর আত্মা বুঝাইতে প্রতীক অবলম্বিত হয়)। রাম পূর্ব্ব তাপনী উপনিষদে বলে—"চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥" বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী পুরুষের নামান্তর—তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব ও অন্তর্যামীত্ব এই দুই ভাব জ্ঞাপনার্থ—শালগ্রাম শিলা গৃহীত হয় প্রতীকরূপে। উহাতে শিলা বুদ্ধিত্যাগে শিলার গোলাকৃতি দ্বারা অখণ্ডমণ্ডলাকার ভাবটী এবং চক্র ছিদ্র দ্বারা অন্তরে অন্তর্যামীরূপের বিকাশ করিতেছে ভাবটি গ্রহণ করিতে হইবে। কল্পিত নামরূপ যে অজ্ঞতা সৎসম্বন্ধে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যানীর্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দ্দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবন্ যত্তীর্থযাত্রাদীনা।
ক্ষন্তব্যো স্তদখিল গুরো মেহপরাধস্ত্রয়ং॥"

ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যাহা পুরাণে অর্চ্চনা ও ধ্যানার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কিরূপে কল্পিত হইয়াছে তাহা সবিশেষ বর্ণিত আছে। "কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্ম-জ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ। তৎ-প্রভাব্যাপিণী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসাবিভুঃ।১০॥ স্ব মায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ। বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্ ॥১১। বিভর্ত্তিসাংখ্যংযোগঞ্চ দেবোমকরকুণ্ডলে। মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥১২। অব্যাকৃত-মনন্তাখ্যমাসনংযদধিষ্ঠিতঃ। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বংপদ্মমিহোচ্যতে।১৩। ওজঃ সহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ। অপাংতত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনং" ॥১৪। তাঁহার বপুখানা চিন্ময় নহে মৃন্ময় তাহাও উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক পাঠে জানা যায়। "মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়োবিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্।" মায়া ও আট তত্ত্ব (৯) পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার বিকার নির্ম্মিত দেহ। চিত্রকারগণ রূপকল্পনা প্রণালী দেখাইয়া থাকেন। গীতায় ২।৭২ শ্লোক হইতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে তাহা দশ মহাবিদ্যার ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। তৎযথা "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি"। ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিটী এইরূপ বটে। পদ্মফুলের রচিত শয্যায় যুবক বক্ষে আলিঙ্গিতা যুবতী স্থিতা, তদুপরি দেবী দণ্ডায়মানা হইয়া কর্ত্তরি দ্বারা স্ব শির কর্ত্তনে উহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ ছিন্ন মস্তক ছিন্ন গলদেশোদ্ভূত ত্রিধারার এক ধারা পান করিতেছেন। দুটী ডাকিনী যোগিনী অন্য দুটী ধারা পানরতা। সমাজে গদিতোষকাদি কোমল শয্যার প্রচলন থাকিলেও পুষ্পশয্যা আদরণীয়; উপাদেয় বলিয়া যুবক যুবতীর আলিঙ্গন সুখের তুলনা নাই। এহেন উপাদেয় শয্যা ও তাহাতে আলিঙ্গিতাবস্থায় শায়িত যুবক যুবতীকে পদ-দলিত করিয়া দেবী দণ্ডায়মানা। ইহার অর্থ পার্থিব সমস্ত বাসনা কামনা পদদলিত করতঃ তুচ্ছজ্ঞানে তাহা ত্যাগ করিয়া অবস্থিত। জাগতিক পদার্থে আর স্পৃহা নাই। তৎপর মস্তক ছেদন। স্বমস্তকছেদনকারী নির্ম্মম বটেন। ছিন্নমস্তক মৃত দেহে থাকে না ভূমিতে গড়াগড়ি যায়। এখানে দেবীর হস্তে কেবল রক্ষিত নহে উহা পানরত সুতরাং মস্তকছেদন ব্যাপারটী রূপক কাটা, উহা অহঙ্কারের

মুণ্ডপাত বটে। সুতরাং নিরহঙ্কার। নিস্পৃহ নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইলে শান্তির ধারা চিত্তে বহে। এখানেও শান্তির ত্রিধারা নির্গত, তার এক ধারা আপনি পানে আত্মরতি আত্মাতে সন্তোষযুক্ত আত্মবিহ্বল ইহাই ব্যক্ত করিতেছে। এহেন শান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট যে ভক্তজন যায় তাহারাও কিছু শান্তি পায় তাহা ডাকিনী যোগিনী সহযোগিণীর শান্তি ধারা পান দ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছে। শ্রুতি বলেন "দেবোভূত্বাদেবানপ্যেতি।" যে যে দেবতার ধ্যান করে আপনি সেই মূর্ত্তি-স্বরূপ আপনাকে কল্পনা করে। এবং তৎ চিন্তার ফলে দেব সারূপ্য লাভ করে। সেই দেবতার মত রূপ প্রাপ্ত হয়। ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি ব্রাহ্মীস্থিতির মূর্ত্তি। যে ঐরূপ ত্যাগের অনুষ্ঠান করে সে ব্রহ্মই হইয়া যায়। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। কালী-মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভের প্রতীক। হিরণ্যগর্ভ অর্থ হিরণ্য বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মায়াকোষে বা গর্ভে স্থিত। ইনি সৃষ্টি স্থিতি নাশকর্ত্তা। মায়া আবরণে আবৃতা ইঁহাকে কার্য্য ব্রহ্মও বলে। অগ্নির্দেবোদ্বিজাতীনাম্। অগ্নি হিরণ্যগর্ভের প্রতীক। অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় ধূমাবৃত। সৃষ্টি স্থিতি নাশ কারক। অগ্নি সাহায্যে অন্ন অস্ত্রাদি সৃজিত হয়। তাপে বেদনা ও শীত উপশমিত হয়, চিতায় সব শেষ করে। এইজন্য হিরণ্যগর্ভের প্রতীক অগ্নি। বৌদ্ধ যুগে যখন রাজগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন হইলেন, "যদ্ যদ্ আচরতিশ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ" ন্যায়ানুসারে প্রজাগণ যজ্ঞাদি কার্য্যে অনাস্থাসম্পন্ন হইয়াছিল। গৃহে গৃহে অগ্নিতে অগ্নিহোত্র করা প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। কিয়ৎকালপর যখন বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তির উপাসনা ও অষ্ট সহস্র প্রাজ্ঞপরিমিতা দেবীর মূর্ত্তি পুজন আরম্ভ করিল তখন ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি রচনা করিলেন। ধূমাস্থানীয় কাল রঙ। অগ্নির লেলায়মান জিহ্বায় আহুতি দিবার বিধি। সপ্তজিহ্ব অগ্নির কালীনামা শিখার স্থলে পুরুষবিধদেবীর লেলায়মানা জিহ্বা। ধূমভেদে লাল অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয় এইজন্য কালী মূর্ত্তির গাত্রে লাল লাল ডোরা যেন অগ্নি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সৃষ্টি স্থিতি নাশের জন্য চারিখানি হাত। দেবীর প্রণাম মন্ত্রেও পাঠ করে 'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তি-ভূতে সনাতনী'। শাস্ত্র দেব ও দেবীতে কোন বিশেষ করে না। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যদ্ শরীরমাধত্তে তেন তেন স যুজ্যতে।"

অন্নপূর্ণা পূজার অন্নপূর্ণা প্রকৃতির প্রতীক, নির্গুণ পুরুষ শিব ভিখারি সাজে। প্রকৃতি তাঁহাকে মন, বাক্ ও প্রাণ ঋণ দিতেছেন। নতুবা সৃষ্টি হয় না। শিবলিঙ্গ শিশ্নদেব নহে। যেমন বিষ্ণুলিঙ্গ, যজ্ঞলিঙ্গ শব্দের চিহ্নার্থে প্রয়োগ তেমনি শিবলিঙ্গ শিবের চিহ্ন। যেমন জগন্নাথ বলরাম চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টা অন্য ইন্দ্রিয়হীন। তেমনি

শিবলিঙ্গ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিহীন। ঋ. ৭।২৭।৫ ও ১০।৯৯।৩ মন্ত্রে শিশ্নদেবগণের নিন্দা দৃষ্ট হয়। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, স্মারক্, প্রতীক। শিব শব্দে অদ্বৈত ব্রহ্মকে বুঝায়। যেমন মাণ্ডুক্যে—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" শ্বেতাশ্বতরে—(৪।১৮) "যদাতম স্তন্নদিবানরাত্রির্নসন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" যখন তম নাই দিন নাই রাত্রি নাই সৎ নাই অসৎ নাই তখন কেবল একক যিনি থাকেন তিনিই শিব! গী. (৮।২০) বলেন, "অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।" কঠ বলেন "ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ।" কেন বলেন "তদ্বিদিতাদথ অবিদিতাদধি।" অর্থাৎ নিরুপাধিক, এইজন্য পুরাণে বলেন—"আকাশং লিঙ্গামিত্যাহুঃ পৃথিবীতস্তপীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লায়নাৎ লিঙ্গমুচ্যতে।" আকাশই তাঁহার লিঙ্গ কেহ বলে। কেহ ত্রিভুবনব্যাপী পুরুষ যাঁহার মস্তকদ্যৌ অন্তরিক্ষ বপু ও পৃথিবীপাদ। যাঁহার দেব দেহে সব দেবতা বাস করেন। লয়ে তাঁহাতে সব লয় হয় এমন যে গ্রসিষ্ণু পুরুষ তাঁহারই লিঙ্গ বা প্রতীক। শিব লিঙ্গে গৌরীপট্টদেয়, এই গৌরীপট্ট অর্থ ঈশার ভাষায় হিরণ্ময় আবরণ। ঋগ্বেদের ভাষায় অসতের বন্ধন। প্রতীক, প্রতিমাকে অর্চ্চাও বলে। প্রতীক অজ্ঞের অবলম্বন। ভাগবত পুরাণে ৩।২৯।২১ ও ২২ শ্লোকে বলে—"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাংমর্ত্ত্যঃ কুরুতে-ঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥২১ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ ॥২২। অর্চ্চাদা বার্চ্চয়েৎতাবদীশ্বরং মাং সকর্ম্মকৃৎ। যাবন্নবেদ সহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥"২৫। আমি সদাকাল সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত সেই আমাকে অবজ্ঞা করতঃ মরণধর্ম্মশীল নর অর্চ্চা (প্রতিমা) পূজার বিড়ম্বনারত হয়। সর্ব্বভূতেস্থিত সর্ব্বব্যাপী আত্মাও ঈশ্বর আমাকে যে মূঢ় ত্যাগ করিয়া প্রতীকে ভজন করে সে ভস্মে আহুতি প্রদান করে অর্থাৎ তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা। কর্ম্মপথের পথিক যাহারা তাহারা আমার অর্চ্চায় অর্চ্চনা তাবৎকাল পর্য্যন্ত করে যাবৎ না জানে যে আপন হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে আমি স্থিত। এইটি ভগবান্ আপন আচরণে দেখাইয়াছেন। আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। ভাগ পুরাণে ১০।৮২ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—গোপীগণ তাঁহার ব্যক্তমধ্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ভজনা করিতেন। ভগবান্ তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়সে বৃন্দাবন ত্যাগ করতঃ যদুগণসহ মিলিত হন। আর বৃন্দাবনের গোপীগণসহ সাক্ষাৎ হয় নাই। বহুবর্ষপরে সূর্য্যগ্রহণ স্নান উপলক্ষে যদুগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন। বৃন্দাবন হইতে গোপ গোপীগণও কুরুক্ষেত্রে স্নান করিতে আইসেন। তথায় উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটে। সেই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্র তীর্থে ভগবান্

গোপীগণের মূর্ত্তিচিন্তার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া তাহাদিগকে দয়া পরবশে সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষের উপাসনা শিক্ষা দেন এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইয়া সেই গোপীগণ পঞ্চকোষাতীত পুরুষে লীন হন। ভাঃ ৫।৫।৫ বলে "যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনোবৈকর্ম্মাত্মকং যেন শরীর বন্ধঃ॥" ভাঃ ১১।২০।৯ "তাবৎ কর্ম্মাণিকুর্ব্বীতন-নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।" নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে আর কর্ম্ম থাকে না। বেঙাচির লেজচ্যুতিবৎ কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়। ইহাই বাদ বা সত্য নির্দ্ধারণ।

অহিংসা

কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর ক্লেশ উৎপাদন হিংসা শব্দবাচ্য। ক্লেশ উৎপাদন না করা অহিংসা। প্রকৃতির সৃষ্টিই এমন ধারায় ঘটে যে হিংসা অনিবার্য্য। প্রকৃতি ক্ষুধাদ্বারা প্রাণীমাত্রকে পীড়ন করেন তাহাতে প্রাণীগণ অন্য কাহাকেও পীড়ন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। জীবো জীবস্য জীবনং। শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং। বেসিলি, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকল দেহেই প্রাণ আছে। প্রাণ রক্ষার্থ দেহরক্ষার প্রয়োজন হয়। বেসিলিরা নাকি প্রটপ্লাজমগুলিকে ভক্ষণ করে। প্রটপ্লাজমও বেসিলিকে গ্রাস করে। কোন কোন বৃক্ষের পত্রে কীট পতঙ্গ বসিলে পত্র বেঁকিয়া গিয়া সেই কীটকে রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তাহার প্রাণ হননে আপন দেহ বৃদ্ধি করে। জলে মৎস্য কূর্ম্ম হাঙ্গর কুম্ভীরাদি অন্যকে গ্রাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আকাশে বিচরণশীল ঈগল, কুড়াল, বাজ, পেচকাদি অন্যকে বধ করিয়াই স্বদেহ পোষণ করে। বনচর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বলিয়া বিখ্যাত। টিক্‌টিকি, সর্পাদি ও ক্ষুদ্রপ্রাণীর হিংসনে স্বদেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র চড়াই, শালিকাদি পক্ষীরও কীট ভক্ষ্য। মনুষ্য প্রাণীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহারা হিংসা কেবল দেহরক্ষার জন্য নয় সখের জন্যও করিয়া থাকে। কোন কোন দেশের অবস্থা এমনি যে প্রাণী বধ ব্যতীত তাহাদের দেহরক্ষার উপায়ন্তর নাই, যেমন গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, আইস্‌ল্যাণ্ড, তথায় শস্য জন্মায় না। শিলমৎস্য ভক্ষণে ইস্কুইমকস্‌গণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইংলণ্ডে গবাদি পশু ও গম ধান্যাদির স্বল্পতা জন্য বিদেশ হইতে মৃত মাংস ও গোধুম আমদানী করতঃ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশের জল, বায়ু, জীব, জন্তু, ফুল ও ফলে সুশোভিত। এখানে এমন ফল কন্দাদির উৎপত্তি হয় যে কতক লোক হিংসা না করিয়াও জীবন যাপন করিতে পারে। সুপক্ক তরমুজ,

খরমুজা, ফুটি, বাঙ্গি, তাল, বেল, কলা, পাপিতা, জম্বুরা, আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বীজ যাহাতে প্রাণ থাকে তাহা ত্যাগে ফলাংশ গ্রহণে পূর্ণ অহিংসা ব্রত পালন করা যায়। কন্দ ওল, মান, মুলাদিও প্রাণ হানি না করিয়া গ্রহণ করা যায়। ধানের আয়ু ৩।৪ বর্ষ মাত্র। পুরাণ ধানের বীজ আপনি জীবহীন হয় তখন তাহা চাউল করিয়া ব্যবহার করিলে অহিংসা সহই অন্নভোজন চলিতে পারে। আমরা শুনি যে বর্ণভেদ করাই নাকি হিংসা। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (১৮।৪১) "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুনৈঃ॥" ভগবদ্‌বাক্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রযোজ্য। কোন জাতি চারিবর্ণ ব্যতীত উন্নতিলাভ করিতে পারে না। Missionary, Military, Merchant এবং Manual Labourer ব্যতীত কোন জাতি চলিতে পারে না। জাতীর সকলেই ওয়াশিংটন, নিউটন, নেপোলিয়ন, প্লেটো বা বার্ক হয় না। নায়ক স্বীকার করিলেই ছোট বড় হইবেই। সব সমান কথার কথা। অসম্ভব কথা। প্রকৃতির সৃষ্টি বৈষম্যে সে সমতা সহ্য করিতে পারে না। রাজার মাথা কাটিয়া সমতার চেষ্টা যখনই হইয়াছে প্রকৃতি তাহার ওলটপালট করিয়াছে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ইংলণ্ডে রিপাব্লিকের স্থাপয়িতা ওলিভার ক্রমওয়েলের মৃতদেহের ফাঁসীর প্রতিবাদ হয় নাই। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন সমতার নাশী হইলেও তাঁহার (বোনাপার্টির) মৃত্যুর দ্বাদশাব্দের পর সেণ্টহেলেনা হইতে ইংরেজের কয়েদখানায় মৃত সম্রাটদেহকে সম্রাট বলিয়াই ইনভেলাইডিজে সমাধি দিয়াছেন এবং এখনও তাহাতে হিটলারের ন্যায় যাত্রীগণ মাল্য প্রদান করেন। মার্কিন দেশের রুজভেণ্টের ক্রমাগত চারিবার প্রেসিডেণ্ট হওয়া এবং তাহারই ভাইসকে পুনঃ প্রেসিডেণ্ট করা কেন? না তাহারা মার্কিন ইম্পিরিয়ালিজমের প্রবর্ত্তয়িতা। One man rule one party rule ও জারের শাসনে পার্থক্য আছে কি? জার উপাধি না নেওয়াই বাহাদুরী। শ্রমিক খাদের কয়লা উত্তোলন বন্ধ করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে তাহা গতবর্ষ আমেরিকায় দেখা গিয়াছে। এ বর্ষে ইংলণ্ডেও দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধে কি ইংলণ্ডে কি আমেরিকায় বালককে ফৌজে নিলেও ৩০।৪০ বৎসর বয়স্ক Missionaryর স্কন্ধে বন্দুক দেয় নাই। Merchant রক্ষার্থ মিলিটারীর প্রেরণ করা হয় কেন? না চাতুবর্ণের প্রয়োজন আছে। চার্চ্চিল, পিট্ প্রভৃতি পরিবার মজুরের কাজ করে না মন্ত্রীত্বই করে। পারস্যের ইতিহাসে সাইরাস্ প্রভৃতি পাঁচ পুরুষ সবাই দিগ্‌বিজয়ী। তেমনি ভারতে মোগল বাবর হইতে

আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ছয় পুরুষ সব সেনাপতি ও সম্রাট। ইংলণ্ডের লর্ডরা ইংলণ্ডের পতনের কারণ হয় নাই। ঢাকাই মছলিন্, জঙ্গহীন লৌহ সামগ্রীর নির্ম্মাতাগণ বংশ পরম্পরায় স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়াছিলেন। সে জন্য বিদেশীরাজ হস্তাঙ্গুলি ছেদনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মিবারের রাজগণ বংশ পরম্পরা শৌর্য্যবীর্য্যে আপন দেশের সম্মান বজায় রাখেন নাই কি? ইংলণ্ডের প্রজা-কর্ত্তৃক যে চার্লসের মস্তক ছেদিত হইয়াছিল তাহারই বংশধরগণ অদ্যাপি ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন না কি? এড্মণ্ড বার্কের বেকেনস্-ফিল্ড খরিদ বংশ পরম্পরা রক্ষার্থই ঘটিয়াছিল। প্রকৃতির সৃষ্টিতে সিংহের বংশে শৃগাল হয় না। শৃগাল বংশে সিংহ হয় না। গোবংশে ঘোটক হয় না। মোরগ বংশে ঈগল হয় না। আম হইতে কাঁঠাল হয় না। জাম হইতে লিচু হয় না। প্রকৃতির রাজত্বে সর্ব্বত্র বংশধারা রক্ষিত, কেবল কি মানুষের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম করিয়া দিয়াছে? এরিয়ানের রক্ত কেবল ভারতে নহে জার্ম্মান্ আয়র্লণ্ড প্রভৃতির আর্য্যগণকে কি শৌর্য্যবীর্য্যে বলিয়ান করে নাই কি? প্রকৃতি সকলের মস্তিষ্ক সমান করে না এইজন্য বৈষম্য অনিবার্য্য। জিরোম, জোসেফ বোনাপার্টি বটে নেপোলিয়নের বীর্য্যের কণিকাও তো পায় নাই। সব সমান ধূয়া উঠাইয়া দু'চারজন দুঃস্থের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া নায়ক হইবার জন্য উচ্চাভিলাষীগণ চেষ্টান্বিত হন। ধূয়ার এই ব্যবহার। অস্মদ্দেশের পুরাণে, সৃষ্টি বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—যখন সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিদ্রিত তখন তাহার কর্ণমল হইতে দৈত্যদ্বয় ও নাভি-কমল হইতে এক দেবতার উৎপত্তি ঘটে, এবং দৈত্যদ্বয় দেবতাকে একক দেখিয়া মারিতে উদ্যত। অর্থাৎ পুরাণ বলিলেন যে সৃষ্টিতে $\frac{২}{৩}$ ভাগ দৈত্য প্রকৃতির লোক থাকিবে তাহারা সদাকাল $\frac{১}{৩}$ ভাগ নিরীহ জনকে প্রহার করিতে থাকিবে। এইজন্য যুদ্ধের বিরাম সম্ভবে না। বিনাকারণে হিংসাত্মক কার্য্য করাই $\frac{২}{৩}$ অংশের স্বভাব। দিগ্‌বিজয়ী শত শত নগর গ্রাম ধ্বংস করেন তাহা বীর্য্যের পরিচায়ক আর যদি একজন বুভূক্ষু একখানি গৃহ দাহ করে তবে ভীষণ পাপ জন্য ভয়ানক দণ্ডার্হ হয়। সেদিন /৪ সের চাউল বিক্রেতার একআনা জরিমানার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে গভর্ণমেণ্টের আপিল তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই সংসার হিংসাপূর্ণ। জাতিতে জাতিতে হিংসা যেমন বর্ত্তমানে মার্কিন ও রুশ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হিংসা যেমন বঙ্গের রাজনৈতিক পার্টির দল সকলে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ ঘরে ঘরে হয় কেন? প্রকৃতির প্রেরণায়। প্রকৃতি হিংসা দ্বারাই তাহার রাজ্য চালায়। হিংসা প্রকৃতির মহান অস্ত্র। এই প্রকৃতিকে জয়

করিলে অহিংসা ব্রত পালন সম্ভবপর, এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, যতক্ষণ সমাজে সংসারে জাতীয়তায় অবস্থিতি ততক্ষণ হিংসা অনিবার্য্য এবং যখন পঞ্চাশ পার হয় বনে যাও বানপ্রস্থী হও, অহিংসা ব্রতে জীবন যাপন কর। এই ব্যবস্থা। "মা হিংসাৎ সর্ব্বা ভূতানি" শ্রুতিবাক্য "অহিংসন্ অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" বাক্য দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। বনবাসী যতির অহিংসা সত্য মন্তেয় ব্রহ্মচর্য্য দয়ার্জ্জবম্ অবশ্য পালনীয়।

প্রতীক

প্রতিগতা ঈ লক্ষ্মীর্যেন যং বা। লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ শোভয়োঃ। শোভা নষ্ট হয় যাঁর তিনিই প্রতীক, অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত।

"প্রতীকোঽবয়বেঽপি স্যাৎ প্রতিকূলবিলোময়োঃ।" ইতি মেদিনী।

প্রতীক অবয়ব বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। পুরুষ নিরবয়র সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সেই স্বরূপ যেন চ্যুত হইয়া সাবয়ব পরিচ্ছিন্নভাবে স্থিতিকে প্রতীক বলে। ইহাই গীতার ভাষায় ব্যক্ত মধ্যাবস্থা বা জীবভাব।

রাম উত্তর তাপনীয়ে বলে, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" প্রতীকে "অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ" পুরুষের "ব্যক্তমধ্য" অবস্থা লাভ ঘটে। "অব্যক্তংব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" হস্তপদমস্তকাদিবিশিষ্ট পুরুষবিধ কায়াকে প্রতীক বলা যায়। যেমন গীতায় (১১।১৫) "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্।" ভাঃ পুঃ "মায়াগুণৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার ময়োবিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥ দ্যৌমস্তক অন্তরিক্ষবপু পৃথিবীপাদ।" ত্রিভুবনব্যাপী পরিচ্ছিন্ন দেহধারী বিরাট দেহে দেব যক্ষ নরাদি বিশিষ্ট বিশ্বজগৎ বিরাজিত। তমাবরণই দেহ। ঋক্ ১০।১২৯।৩ "তুচ্ছেনাভ্বপি হিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং॥"

হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যবর্ণজ্যোতির্ম্ময়পুরুষ মায়াগর্ভরূপ দেহে অবস্থিত। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী ইনি মায়া বা তমযোগে যেন পরিচ্ছিন্ন হন। পুরুষ অচল নিষ্ক্রিয় অপরিচ্ছিন্ন। ইনি সচল সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। এইজন্য হিরণ্যগর্ভ পুরুষের প্রতীক যেন স্বরূপচ্যুতাবস্থা। হিরণ্যগর্ভ ত্রিভুবনব্যাপী দেহজন্য হৃদ্‌বোধ হন না। এইকারণ দ্যৌলোকাগ্নি সূর্য্য তাঁহার প্রতীক। হিরণ্যগর্ভের লক্ষণ হইতেছে তিনি তমাবৃত, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা ও জ্যোতির্ম্ময়। হিরন্ময় পাত্ররূপী মায়া

বা বর্ণময়ী রশ্মী ও তেজোময় আবরণাবৃত সূর্য্য। যেমন ঈশা উপনিষদে বর্ণিত “ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো”বাক্যে ও “হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্” বাক্যে। সূর্য্য হইতে গ্রহগণ বিস্ফুলিঙ্গবৎ আগত। এইজন্য তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। ঋগ্বেদে পৃথিবী সূর্য্য হইতে জাত তাহা ঋক্ ১০।১১০।৯ মন্ত্রে বিবৃত। সূর্য্য মহাকর্ষণে গ্রহাদির প্রচ্যুতি নিবারণ করেন, ঋ ১।৩৫।৬, ঋ ১০।১৪৯।১-২ মন্ত্রে বর্ণিত। সূর্য্য বা সবিতা জগৎপ্রসবিতা। বিশ্ব ধারণ করেন। বৃষ্টি ও আলোক দ্বারা ধরাকে শস্যশালিনী করেন। এইজন্য সূর্য্য সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তার প্রতীক। পার্থিব অগ্নিও হিরণ্যগর্ভের অন্য প্রতীক। এইজন্য বলে “অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং।” অগ্নিতে সর্ব্বদেবতার উপাসনা হয়। ধূমাবরণ তমাবরণ স্থানীয়। অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়ই অগ্নি বটে। সাক্ষাতে হিংস্র জন্তু আসে না। এইজন্য হিংস্রপ্রাণী হইতে রক্ষক। শীত হইতে রক্ষা করে। আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধাস্ত্রাদি অগ্নি সাহায্যেই নির্ম্মিত হয়। প্রাণরক্ষক অন্ন অগ্নি সাহায্যেই উৎপন্ন হয়। অগ্নি সব ভস্মসাৎ করে। এইজন্য সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকর্ত্তার প্রতীক। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে ভারতে অগ্নি উপাসনার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ বুদ্ধ যজ্ঞবিধির নিন্দা করেন। রাজাগণ বৌদ্ধ হওয়ায় তদনুকরণে প্রজাগণও অগ্নিপূজার বিরোধী হয়। পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের পাষাণময় মূর্ত্তি, প্রাজ্ঞপরিমিতা দেবীর মূর্ত্তি পূজন আরম্ভ করিল। অগ্নিপূজকেরাও তাঁহাদের অগ্নির পাষাণ বা মৃন্ময়মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইলেন। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা—কালী, করালী ইত্যাদি নামক সপ্ত জিহ্বা। তাহা লেলায়মান হইলে আহুতি দিবার বিধি। অগ্নির কালী নামক লেলায়মান জিহ্বা মনুষ্যের লেলায়মান জিহ্বাবৎ কালীমূর্ত্তিতে কল্পিত হইল, ধূম্রাবরণ কৃষ্ণবর্ণদ্বারা প্রদর্শিত হইল। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ হস্তচতুষ্টয় দ্বারা দেখান হইল। মূর্ত্তিগাত্রে বিশেষ করিয়া লাল রংএর লম্বা দাগ দ্বারা ধূমাবরণ ভেদ করতঃ অগ্নিশিখার বিকাশ দেখাইল। যে অগ্নি উপাসক তাঁহাকে দেবী গলে ধারণ করেন, এটি মুণ্ডমালা দ্বারা প্রদর্শিত হইল। কালী অগ্নির প্রতীক হওয়ায় বস্তুতঃ হিরণ্যগর্ভের প্রতীক হইতেছেন। সাধক কি প্রণালীতে মূর্ত্তি করেন তাহা ভাগবতপুরাণে ১২।১১ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। স্বয়ং জ্যোতিঃ পুরুষের জ্যোতি কৌস্তুভরূপে কল্পিত, “কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।” সেই জ্যোতির ব্যাপিনীপ্রভা বক্ষের শ্রীবৎসলাঞ্ছন হইল। ‘যৎ প্রভাব্যাপিনী সাক্ষাৎ শ্রীবৎস মুরসা বিভোঃ। স্বামায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।” অসৎমায়ার বন্ধনকে বনমালা বলা হইল। ঋক্ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে “সতোবন্ধুমসতি” বাক্য

আছে। উহা বনফুলের মালা নহে। শিবের গলে সর্পও মায়াসর্পেরই বন্ধন। গোপাল তাপনীয়েও বলে "কণ্ঠংতু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে মায়য়াজয়া।" শাঁখিনী সর্প গলে বাঁধিলে দেব মূর্ত্তিতে যে বনমালা দেখায় তদ্বৎ সবুজ ও হলুদের ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পীতবসন বেদত্রয়, বাসচ্ছন্দোময়ং পীতং। তাঁহার কর্ণের মকর কুণ্ডল সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রদ্বয়। "বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।" শিখিপুচ্ছ মৌলি সর্ব্বলোকের অভয়প্রদ পারমেষ্ঠ্য পদ। "মৌলিং পদং পারমেষ্ঠং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্।' অব্যাকৃতা প্রকৃতিই তাঁহার অনন্তসর্পনামা অধিষ্ঠান। গীতায়ও বলে "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" "অব্যাকৃতানন্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ।" চতুর্ব্বাহুতে যে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম তাহা অপতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, মুখ্যপ্রাণতত্ত্ব ও সত্ত্বতত্ত্ব চতুষ্টয়। "ধর্ম্ম জ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে।"

"ওজঃ সহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।
অপাংতত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনং॥"

সাধক এইরূপে কল্পিত প্রতীক অবলম্বন করেন। বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রামশিলা। শিলা কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার চক্রছিদ্রযুক্ত হয়। ইহাতে বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অন্তর্যামীত্ব ও তমাবরণ প্রদশিত "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" গোলাকার দ্বারা প্রদর্শিত। ছিদ্রদ্বারা "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতি বাক্যানুসারে অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।" অন্তর্য্যামীভাব মায়িক। ব্যক্তমধ্যাবস্থা। যেমন শিলায় দুইটি ভাব প্রদর্শিত। তেমনি বিষ্ণুর ধ্যানেও দুই ভাগ দৃষ্ট হয়। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ" এবং "সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটীহারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রম্॥" সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অংশ সর্ব্বব্যাপিত্বের ও পরবর্ত্তী অংশে অন্তর্য্যামীত্বের বিষয় বলা হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তিতা দুই প্রকারে হয়। এক জলের দুগ্ধ মধ্যবর্ত্তিতা এবং অঙ্গুরীয় দুগ্ধে পতিত হইলে তাহার দুগ্ধমধ্যবর্ত্তিতা। মন্দিরস্থ দেবতাবৎ সূর্য্যস্থ দেবতা বলে নাই। দুগ্ধে জলের মধ্যবর্ত্তিতার ন্যায় স্থিতিউক্ত, নারায়ণ অর্থ সলিলশায়ী পুরুষ যিনি সর্ব্বব্যাপী। সূর্য্য নবগ্রহবেষ্টিত মণ্ডলযুক্ত, তাহাতে ব্যাপ্ত এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিতার অর্থ। বাণলিঙ্গে শিব "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং" নিরবয়ব নিরিন্দ্রিয় তাই প্রস্তরখণ্ড যাহাতে কোন অবয়ব অঙ্কিত নহে, তাহাই তাঁহার প্রতীক। "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ।" খং ব্রহ্ম। পুরীর মূর্ত্তিত্রয় মধ্যে বলরাম শুদ্ধ শুভ্র নিস্কল দ্রষ্টা। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

সুভদ্রা ঋক্ ১০।৭২।৫ মন্ত্রের "ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ" বাক্যের ভদ্রা। ঋ. ১০।১২৯।৪ "সতো বন্ধুমসতি" বাক্যের অসৎ মায়াই ভদ্রা বা সুভদ্রা, তদুপহিত মায়ার তম-আবরণে আবৃত জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা। বৃঃ আঃ সপ্তান্ন প্রকরণে (১।৫।৩) আছে "ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনোবাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত।" ইহা হইতে পুরাণে দেবী অন্নপূর্ণা ভিখারী নির্ব্বিশেষ শিবকে অন্নদান করিতেছেন এই প্রতীকের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। মন বাক্ প্রাণ স্থলে লুচি পায়স মণ্ডা প্রদান করতঃ অন্নকূট করা হয়। ভিখারীর পূজা হয় না। দেবীরই পূজা হয়। "সঐক্ষত বহুস্যাং" শ্রুতি বাক্য যে কামনার কথা বলেন তাহা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত পুরুষে সম্ভবে না। কারণ শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন —"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" (মু)। "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং।" (শ্বেতঃ)। প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বিকার প্রকৃতি বা ক্ষেত্রের সম্পদ ইহা গীতার ৭।৪ ও ১৩।৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বিকার পুরুষ ভিখারী মন বাক্ প্রাণ প্রকৃতি হইতে ধার লইয়া সৃষ্টি চিন্তা করিয়াছেন, বহু হইব বলিয়াছেন এবং বিনা উপাদানেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ চিন্ময়ে মৃদভাব জন্য মৃন্ময় জগৎ চিন্ময় হইতে ঘটে নাই। কারণ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি কাহারও ইষ্ট নহে। এইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবো।" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে।" যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। যেমন শ্বেতসর্ষপ গোলাকার শ্বেতবর্ণ, দুগ্ধ শর্করা জাত, হোমিওপ্যাথিক গুলিও শ্বেতবর্ণ গোল। শ্বেতসর্ষপ পিষিলে তৈল মিলে, হোমিও গুলি পিষিলে তৈল মিলে না। অমোঘবাক্ পুরুষ বলিলেন "ভূতজাত হউক", অমনি সৃষ্টি ঘটিল। বাইবেলেও এইরূপই বলে। কারণ বহিরাগত উপাদানে কুম্ভকারবৎ ঘটাদি রচনা ঈশ্বর করেন না, কেননা ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ কুম্ভকারের পিতা থাকা, বহিরাগত উপাদানের স্রষ্টার অনুসন্ধান, দৈব ও অধিষ্ঠানাদির প্রয়োজন হয়। ইহাতে কপিল কণাদ, গৌতম অপস্থত। কারণ তাঁহারা বহিরাগত স্থূল সূক্ষ্ম উপাদানে সৃষ্টি বলেন। উর্ণনাভবৎ নিজ হইতে উপাদান দিয়া আপনার বহির্ভাগে জীবজগত সৃষ্টিও করেন না। কেননা তাহাতে স্রষ্টা অব্যয় অক্ষয় থাকেন না, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ব্যয়শীল যাহা—মৃত্যুবশ তাহা। পরিচ্ছিন্ন যাহা মরণধর্ম্মশীল তাহা। বিশেষ সংসার দুঃখময়, যদি তাঁহাতে দুঃখের বীজ না থাকে তবে দুঃখময় জগৎ সুখস্বরূপ হইতে আসিয়াছে

বলা চলে না। অপিচ চিন্ময় হইতে মৃন্ময়ের উৎপত্তি হইলে যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তদুৎপত্তি বলিতে হয় ইহা বড় কষ্টকল্পনা। সর্ব্ব পুর্ণের এমন দুঃখময় বিশ্বরচনার স্পৃহা কেন হইবে? ভাগবতপুরাণে ব্রহ্মা গো ও রাখাল অপহরণ করিলে ভগবান্ গো ও রাখাল সৃষ্টি করেন। বর্ষকাল পরে ব্রহ্মা অপহৃত গবাদি প্রত্যর্পণ করিলে কৃষ্ণসৃষ্ট গো ও রাখাল উধাও হইল, তাহার কোন্ অবশেষ রহিল না। রাসলীলা কালেও তিনি সহস্র সহস্র গোপী ও কৃষ্ণ সৃষ্টি করেন, রাসরাত্রি শেষে উহা উধাও হয়, কোন অবশেষ থাকে নাই। সেই সত্যসঙ্কল্প কৃষ্ণই জগতের রচয়িতা। উপাদান ব্যতীতই সৃজন সক্ষম। কিন্তু সঙ্কল্পন, ও 'হউক্' এই বাক্য বলিতে মন বাক্ ইন্দ্রিয় চাই। তাহা প্রকৃতির হস্তগত সুতরাং প্রকৃতিই সৃজনকর্ত্রী। প্রকৃতিই মায়া শ্বেতাশ্বতরে বলে। এইজন্য সৃষ্টি মায়িক। নামরূপ কল্পিত। পুরুষ মায়ার আবরণাবৃত হইলেই উহা ব্রহ্মের প্রতীক হয়। ব্যক্তমধ্য অবস্থাই প্রতীক্। প্রতীক সৎ না হইলেও উপাসনার সহায়ক এবং উপাসনার ফলে রজঃ তমঃ গুণকে নিরস্ত করতঃ সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়। যেমন সিনেমায় দৃষ্ট মেম ও সাহেব জ্ঞান সত্যকার মেম ও সাহেব দেখিলে তাহার প্রকাশক হয়। সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে বিচার বুদ্ধির বিকাশ হয়। জাগতিক বস্তুর নশ্বরত্বদর্শী জ্ঞানযোগীর পার্থিব পদার্থে কোন বাসনা বা স্পৃহা থাকে না। এইরূপ নির্ব্বেদপ্রাপ্তে বিনাশশীলের ত্যাগে অবিনাশীবস্তুর স্বরূপ জানিতে বুদ্ধি ধাবিত হয়। সদ্গুরু কৃপায় জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে মায়া ও তৎকার্য্য উধাও হয়। সত্যবস্তু নির্ব্বিশেষের উপলব্ধি ঘটে। সুতরাং প্রতীক গৌণরূপে বস্তুলাভের কারণ হয়। যদি সত্যের উপলব্ধি কথার কথাও হয় তত্রাচ ঈশ্বরচিন্তনে চিত্তে শান্তি আসে। সেই শান্তিসুখ ও জাগতিক কোন পদার্থ হইতে লভ্য নহে। প্রতীকের উপাসনার দ্বারা শান্তিসুখ লভ্য জন্যই সর্ব্বদেশে সর্ব্বব্যক্তি উপাসনাপরায়ণ হয়। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী সবাই উপাসনারত। ঈশ্বর-উপাসনার ফলে স্বর্গে ঈশ্বরের সামীপ্য সালোক্য লাভ ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে ইহা হইতে অধিক সারূপ্য ও সাযুজ্য লাভ বলে। সারূপ্য অর্থ উপাস্যের মত আকৃতি বসন ভূষণাদি হওয়া। সাযুজ্য অর্থ ঈশ্বরদেহে লীন থাকা। কেহ কেহ প্রকৃতিলীন হইবার জন্য অসম্ভূতির উপাসনা করেন। সম্ভূতি উপাসনার অন্য অঙ্গ যোগশাস্ত্র, তাহার আচরণে লোকে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করেন। এই সাযুজ্যের দৃষ্টান্ত দেখি মহাভারতে চেদীরাজ শিশুপালের মস্তক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক চক্রদ্বারা ছিন্ন হইলে চেদীরাজের সূক্ষ্মদেহখানি

কৃষ্ণ দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা সাযুজ্য, সাযুজ্যমুক্তি মোক্ষ নহে। কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ সম্ভবে। উপাসনা দ্বৈতে। পরিচ্ছিন্ন উপাসকের পরিচ্ছিন্ন উপাস্যের চিন্তনরূপ ব্যাপারকে উপাসনা বলে। তাহার ফলও পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ক্ষয়শীল। ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ সবই সেই মায়ার আবরণযুক্ত বিরাট দেহে স্থিত। মায়া অঞ্চলে সব চিত্রিত ভাগঃ পুঃ (২।৫।৩৮) “ভূলোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। হৃদাস্বর্লোকউরসা মহর্লোকোমহাত্মনঃ॥ গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্যতপোলোকঃ স্তনদ্বয়ং। মূর্দ্ধাভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ। তৎকট্যাঞ্চাতলং ক্লপ্তমূরুভ্যাংবিতলং বিভোঃ॥” ইত্যাদি। মায়া তাহার অঞ্চল গুটাইলে আর কোন লোকই থাকে না। এই দ্বৈত-বুদ্ধি নাশে মায়িক দেহবুদ্ধি অপগত হইলে পুরুষের তত্ত্ব লাভ বা জ্ঞান হয়।

ভারত

ভারত+ষ্ণ=ভারত। ভারত সম্বন্ধীয়, ভরতস্য গোত্রাপত্যং বা ভারত। ভরতি ইতি ভরত আদিত্য, তেজ বৃষ্টি দ্বারা ভরণ পোষণকারী। নিরুক্ত ৮।১৩ দ্রষ্টব্য। ভরতস্য ইয়ং ইতি বা।

ভরত আদিত্য দিবি-লোকাগ্নি, পার্থিব লোকাগ্নি ও ভরত। ঋ. ২।৭।১ “শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমাভর।” ঋ. ১।২২।১০ “যবিষ্ঠ ভারতীং, ভরতনামা আদিত্য-পত্নী ভারতী”, ঋ. ২।১।১১ অগ্নিকেই ভারতী বলা হইয়াছে। ভর যুদ্ধ নাম ঋ. ৫।৪৮।৪ ও ৮।৫২।১২ (মতান্তরে ৮।৬৩।১) মন্ত্রে ভরহূতি war cry অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ভর অনুরক্ত জন্য ভরত অর্থ যোদ্ধা। ভর+তপ্ প্রত্যয়ে ভরত। অমরকোষে অতিশয়কে ভর বলে। ‘সততং ক্রিয়ান্তরৈঃ অব্যবধানম্।” ঋষিগণ সতত অগ্নিহোত্রাদি ত্রিসবন ক্রিয়া দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, এইজন্য অগ্নি ভরত। ভরতাগ্নি পরিচর্য্যাকারী ঋত্বিজ্ ও ভরত, ভারত বলিয়া অভিহিত হয়। নিঘণ্টে ৩।১৮ ঋত্বিজ্ ভরত। আর্য্যগণ সতত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন এজন্য ভরত যোদ্ধা। ভর বা পূর্ণতা লাভ ঘটে অগ্নির উপাসনায় এইজন্য অগ্নি ভরত। যোদ্ধগণের আশা পূর্ণ হয় অগ্নির পরিচর্য্যায় এইজন্য যোদ্ধা ভরত। দুষ্মন্ততনয় বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ ও যুপ প্রতিষ্ঠাতা। এইজন্য মহাভারত আদিপর্ব্বে ৭৩ অ “ভারতাদ্ভারতীকীর্ত্তি যেনেদং ভারতং কুলং। ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে॥” ঋগ্বেদে দুষ্মন্ততনয় ভরতের উল্লেখ ৬।১৬।৪ মন্ত্রে “ভরতো বাজিভিঃ শুনম্ ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্। শুনম্ ইন্দ্রং।” ঋ. ৭।৮।৪

"ভরতস্ত শৃন্বে"। চন্দ্রবংশীয় ভরতের পুত্র অশ্বমেধ ও সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার প্রপৌত্র ত্রসদস্যু ইহারা সমসাময়িক। কারণ উভয়ে ঋ. ৫।২৭ সূক্তের দ্রষ্টা এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। পুরাণাদিতে ভরত সম্বন্ধে যে আখ্যান দৃষ্ট হয় তাহা ঋগ্বেদের উক্তি বিরোধী। ভরতের মাতা শকুন্তলা কণ্বপালিতা দেবর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসজাতা। পুরাণে দৌষ্মন্তি ভরত যদু পুরু অনুদ্রুহ্যু ও তুর্ব্বশু হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষে স্থিত। অথচ ঋগ্বেদে দুষ্মন্তের পুত্র ভরত হইতে সুদাস অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, সুদাস যদু পুরু তুর্ব্বশাদিকে পরাজিত করিয়া সম্রাট হন। ঋ. ৭।১৯।৮, ৭।১৮।৬, ৭।১৮।১৩, ৭।১৮।১৪। বিশ্বামিত্র সুদাসের অশ্বমেধের ঘোটক ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। ঋ. ৩।৫৩।১১ ও ৩।৫৩।৯ বিশ্বামিত্র সুদাসের যজ্ঞ করেন। ঋ. ৭।১৯।৩ মন্ত্রে ঋষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সুদাস, পুরু কুৎসতনয় ত্রসদস্যু ও পুরুকে "রক্ষাকর" বলিয়া প্রার্থনা বাক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং সুদাসের পুরোহিতের কন্যা ভরতের পিতা বিবাহ করা এবং দুষ্মন্ত যদু পুরু হইতে অধস্তন থাকার উক্তি গোলযোগপূর্ণ। ঋগ্বেদে দুষ্মন্ত হইতে সুদাস পর্য্যন্ত রাজগণের ধারাবাহিক বিবরণ রহিয়াছে। ঋ. ৫।২৭।৭, ৮।৬৮।১৬, ৩।২৩।৩-৪, ৩।১৫।৪,৭,৯ ও ৬।২৭ দ্রষ্টব্য। বিশ্বামিত্রের নাম ভরত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়, ঋ. ৩।৫৩।২৪ মন্ত্রে কুশিকগণকে ভরতপুত্রা বলা হইয়াছে। ঋ. ২।৩৬।২ মন্ত্রে রুদ্রকে ভরত বলা হইয়াছে এবং মরুদ্‌গণকে ভরতপুত্র বলা হইয়াছে। পুরাণে ভূত্যা নামা মনুপুত্র ভরত বা ঋষভপুত্র ভরত হইতে ভারতবর্ষ নাম বলে। দশরথ ঔরসে কৈকেয়ীগর্ভজাত ভরত রামের ভ্রাতা নিজ হস্তে প্রাপ্ত সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার খড়ম সিংহাসনে রাখিয়া রাজ্য রক্ষা করেন। ভরত পক্ষী sky lark কে বলে। রাজা রহুগণের পাল্কির বেহারা এক জড়ভরত রহুগণকে উপদেশ করেন। দৌষ্মন্তি ভরতকে দীর্ঘতমা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন। দীর্ঘতমা আঙ্গিরস বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র। ব্যাসপ্রণীত ভরতবংশ ও বংশানুচরিত বিষয়ক গ্রন্থকে ভারত বা মহাভারত বলে। ভরত-শাসিত দেশ ভারত। সংবরণ মনু প্রজাপতির বংশে নহুষ যযাতি নাম ঋ. ৯।১০১ সূক্তের দ্রষ্টারূপে দৃষ্ট হয়। রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭০ সর্গে অম্বরিষপুত্র নহুষ তৎপুত্র যযাতি দৃষ্ট হয়। মহাভারতে চন্দ্র তনয় বুধ হইতে মনুপুত্রী ইলা গর্ভে ঐল পুরুরবা। তৎপুত্র আয়ু এবং আয়ুপুত্র নহুষ তৎপুত্র যযাতি। যযাতিপুত্র যদু, পুরু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বশ। ঋগ্বেদে দুষ্মন্ত হইতে অধস্তন ষষ্ঠ সম্রাট সুদাস যদু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বশকে জয় করেন বর্ণিত থাকায় এই যদু পুরুগণ কোন্

যযাতি পুত্র ? নহুষ চন্দ্র হইতে ষষ্ঠ, অতীব প্রাচীন। ভাগবত পুরাণে দুষ্মন্ত উক্ত নহুষ হইতে অধস্তন নবম। সুতরাং সুদাস্ ঐলপুরুরবার পৌত্র নহুষ, প্রপৌত্র যযাতি হইতে অধস্তন ১৫ স্থানে স্থিত হয়। অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতি তৎপুত্র ভরদ্বাজ ঋগ্বেদে ঋষি। ভরদ্বাজ ভরতের উপদেষ্টা, কোনমতে ভরদ্বাজ ভরতের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। দীর্ঘতমা ও ভরদ্বাজ সম্বন্ধীয় আখ্যানে দীর্ঘতমা বড়, ভরদ্বাজ ছোট। সুতরাং সুদাস যে যযাতিতনয়গণকে পরাস্ত করেন তাঁহারা সাম্বরণ মনুবংশীয় বলিতে হয়। ঋ. ১০।৬২।১০ মন্ত্রে যদু ও তুর্ব্বশ দাস জাতীয়, সাবর্ণি মনুর সেবা করে। ঋ. ৮।৬।৪৮ দদৎ শ্রবসা যাদ্বংজনম্। যদুবংশীয় পরিচয় প্রদান করে। মহাভারতে যযাতি অভিশাপে যদু ও তুর্ব্বশ পতিত হন বলে। আবার ঋ. ১।৩৬।১৮ ও ৬।৪৫।১ দূরদেশ হইতে যদুকে আনয়ন করে। ঋ. ৬।২০।১২ মন্ত্রে যদু ও তুর্ব্বশকে সমুদ্র পার করা হইয়াছে। ঋ. ৮।৪৫।২৭ যদুকে অভিষেকের যোগ্য কর। মহাভারতে যদুগণের সিংহাসনে অধিকার নাই জন্য কৃষ্ণ কংস বধ করিয়া সিংহাসন উগ্রসেনকে দেন, এমত উক্তি দৃষ্ট হয়।

ইহাতে ভারতবর্ষ যে ভরতের সাম্রাজ্য তাহা দৌষ্মন্তি ভরতকেই লক্ষ্য করে। ভাঃ দীপ্তিঃ অস্যাস্তি ইতি ভরত। সেই দীপ্তিমান পুরুষে, ভৈরবশাসন রুদ্র বা আদিত্যাগ্নিনামা ভরতে যাহার চিত্ত রত সেই ভারত ইহা বলা যায়। গীতা ১১।১২ “দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥” সেই মহান্ আত্মার ভাঃ সহস্র সূর্য্যতুল্য তাই শ্রুতি বলেন “ন তত্র সূর্য্যোভাতি।” “বরেণ্যং ভর্গঃ। উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুমমিতি”। ঋ. ১।৫০।১০ মনু বলেন “সরস্বতী দৃশদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরা। এযদেব নির্ম্মিতোদেশ ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।” তারসার, জাবাল, রামোত্তর তাপনী প্রভৃতি উপনিষদে পাওয়া যায় “কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং।” ঋ. ১।১৬৪।৫০ ও ১০।৯০।১৬ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় “যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।” লোক শিক্ষার্থ দেবগণ যজ্ঞপুরুষ সহিতে যজ্ঞ করেন, সৃষ্টিতে তাহাই প্রথম ধর্ম্মাচরণ। গীতা ৩।১০ “সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥” এই প্রথম দেবযজন ক্ষেত্র হইতেছে কুরুক্ষেত্র। এই দিল্লী সন্নিহিত কুরুক্ষেত্রই কি সেই কুরুক্ষেত্র কিংবা উত্তর কুরুতে স্থিত সেই কুরুক্ষেত্র, তাহা কে বলিবে ? দেবগণের নিবাস সুমেরু কল্পিত হয়। সেই সুমেরুর নিকটবর্ত্তী উত্তর কুরুতেই দেবগণ যজ্ঞ করিয়া থাকিবেন। মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯

শ্লোকে উত্তরকুরু সম্বন্ধে বলে "তত্র ব্রহ্মাচ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ। সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেকদক্ষিণৈঃ॥" আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণে আসেন কথাটি সত্য হইলে প্রথম বৈদিক যজ্ঞ মেরু সন্নিহিতেই হইয়াছিল বলিতে হয়। কারণ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে বিন্ধ্যপর্ব্বত খুব উচ্চ ছিল। বরফাবৃত থাকিত। তাহার চিহ্ন অদ্যাপি মিলে। সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে টাইথিস নাম্নী বিস্তীর্ণ সমুদ্র ছিল। বিন্ধ্যের দক্ষিণে স্থিতদেশ খুব প্রাচীন। উহা লঙ্কাদিদ্বীপসহ মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গণ্ডবন নামা মহাদেশ ছিল। ভূমিকম্প হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত নীচু হইয়া পড়িয়াছে। গণ্ডবন সমুদ্র গর্ভে গত হইয়াছে এবং হিমালয় পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, তখন বিন্ধ্য ও হিমালয় মধ্যস্থ আর্য্যাবর্ত্ত জন-নিবাস যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সিন্ধু শতদ্রু (সট্‌লেজ) ব্রহ্মপুত্রাদি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পুরাণে প্রবাদ যে মহর্ষি অগস্ত্য তিনটী আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত শিখর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে যাইবার পথে বিন্ধ্যসমীপে উপস্থিত হইলে, বিন্ধ্য ঋষিকে প্রণাম করিবার জন্য অবনত মস্তক হন। অগস্ত্য বলিলেন, এই অবস্থায় আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত অবস্থান কর। ঋষি প্রত্যাবর্ত্তন না করায় বিন্ধ্য অদ্যাপি অবনত অবস্থায় অবস্থিত আছেন। বাতাপি ইল্বলের উৎসাদন করেন। বাহুল্য তাপযুক্ত ইলা বা প্রদেশ জল নিম্নস্থ হয়। আর সমুদ্র জল শোষন করেন। বিন্ধ্য হিমালয় মধ্যস্থ সমুদ্রাংশের জল শোষিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহা ভূতত্ত্ববিদের সমর্থক বটে। "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষ তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সংততিঃ।" যে রুদ্রভরত মেরুসন্নিহিত জনগণের উপাস্য সেই ভরত আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণেরও উপাস্য। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর প্রবাহ বৈদিক যুগে প্রয়াগে মিলিত হইয়াছিল জন্য প্রয়াগক্ষেত্র ত্রিবেণী সঙ্গম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ওয়াডিয়ার জিওলজির ২৪৯।৫০ পৃষ্ঠায় ইহা এইরূপই বলিয়াছেন। এই তিন নদীকূলে কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেনাদি রাজ্যস্থিত ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত যখন জন্মায় নাই তখন বেদচর্চ্চাশীল ঋষিগণ মেরু ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন তাহা ঋগ্বেদে সপ্তগু, অষ্টগু, নবগু ও দশগু শব্দ হইতে জানা যায়, সপ্তমাস গো বা সূর্য্য দৃষ্ট হয় জন্য সপ্তগু। তেমনি অষ্ট সূর্য্যযুত দেশবাদী অষ্টগু, নবসূর্য্য যুতগণ নবগু এবং দশমাস সূর্য্য যে স্থানে তথায় দশগু জনগণ বাস করিতেন। সেই উত্তর দেশে উত্তর-কুরু—যেখানে ভদ্রানদী মেরু শিখর হইতে বাহির হইয়া

প্রবাহিত হয় (ভাঃ পুঃ ২৫।১৭।৮) তথায় দেবগণ প্রথম যজ্ঞ করিতে বাধা নাই। সপ্তদ্বীপা মেদিনীতে সুবৃহৎ জম্বুদ্বীপ নয়টীবর্ষে বিভক্ত। তাহা স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রত পুত্র অগ্নিধ্র নামা সম্রাটের নয়টী পুত্রের নামানুসারে হয়। জম্বুদ্বীপের এক নবমাংশ অগ্নিধ্রপুত্র নাভির নামানুসারে অজনাভবর্ষ নাম ছিল, এখন নাভির পৌত্র ঋষভপুত্র ভরতের নামানুসারে (ভাগ ৫।২।৪,৫।৪।১৯) ভারতবর্ষ বলে। কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃগ, বিদর্ভ ও কীকট এই নয় প্রদেশে বিভক্ত। অগ্নিধ্রের নয় পুত্র নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। কুরু হইতে উত্তরকুরু। পুরাণান্তরে দ্রষ্টব্য। ভরতস্য ইয়ং ইতি ভারত। যদি আর্য্যাবর্ত্তের উৎপত্তির পর মানবোৎপত্তি বলা যায়, তত্রাচ উত্তরমেরু যাঁহাদের দেবনিবাস এবং মেরুর চতুর্দ্দিকে মনু ও তৎপুত্রগণের রাজ্যবিস্তার যাহা পুরাণে বর্ণিত, তাহাতে উত্তরকুরু আদি-বাসভূমি হয়। শতপথের আখ্যানে দৃষ্ট হয়—বিদেহ মথব রহুগণ গোতম সহ অগ্নি লইয়া সদানীরা তীরে উপনীত হন ও তথায় অগ্নি স্থাপন করেন; তাহাই বিদেহ রাজ্য মিথিলা। তেমনি প্রাচীন ঋষিদের ভরতনামা অগ্নি বা রুদ্রদেবের আধিপত্য বিস্তারসহ আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করতঃ তৎপ্রধান পূজনস্থানকে ভারতবর্ষ বলে। ঋগ্বেদে রুদ্রের মহিমা অপার জন্য স্তোতা অর্থই রুদ্র (ঋ. ২।১১।৩)। (ঋ. ১।৭২।৪) সর্ব্বদেবগণ রুদ্রের স্তুতি করেন। নমস্তে রুদ্রমন্যবে। একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ। কেহ বলেন, রুদ্র অর্থ বজ্র। বজ্রধারী ইন্দ্রই জগতের ভার বহন করেন জন্য ভারত। অঙ্গিরাদি ঋত্বিক বা ভরতগণের ইন্দ্র পুজিত ভারত ও মহান্ অসুর বরুণ পূজিত ইরান। কীলকাক্ষর রচনাকারী সুমেরিয়গণ সুমেরু হইতে আগত বা জাত ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভাগবতপুরাণে (৫।১৭।১৫) বলে ইলাবৃত বর্ষ কেবল ভবানীও রুদ্রস্থান, তৎপরে স্থিত ভরতনামা অগ্নিরূপী রুদ্র উপাসকের বর্ষ ভারতবর্ষ। বিশ্বামিত্রের বংশীয় কুশিকগণ আপনাদিগকে ভরতপুত্র বলিয়াছেন, ইহা ভরতনামক অগ্নির উপাসকজন্য ভারত শব্দ ঋত্বিজগণকে লক্ষ্য করে। ইহাতে কুশিকগণ ক্ষত্রিয় ভরতবংশীয় থাকা বুঝায় না। ভরতবংশীয় দুষ্মন্ত হইতে অধস্তন ষষ্ঠ সুদাসের পুরোহিত বা ঋত্বিক বলিয়াই ভরতপুত্রা বলিয়াছে। ভাগবতপুরাণে ৯।১৫ অধ্যায়ে. পুরূরবা হইতে বিজয় ও তৎবংশে উমবাহু ও নবমে কুশ একাদশে গাধি ও দ্বাদশে বিশ্বামিত্র বলে। রামায়ণ বালকাণ্ডে ১২ সর্গে স্বয়ম্ভুপুত্র কুশ তাহার পৌত্র গাধি বলে। মহাভারতে দৌষ্মন্তিভরত হইতে চতুর্থ অজমীর তৎপুত্র জহ্নু তৎপুত্র

কুশিক। মহাভারতে পুরূরবা হইতে অধস্তন একবিংশ ভরত; পুরাণমতে জহ্নু বা কুশিকের অপত্য ভারত বলিতে বাধা নাই। তবে বিশ্বামিত্র ঋত্বিক জন্য ভরত যে ঋগ্বেদে বলিয়াছে, তাহাতে তাহারা ক্ষত্রিয় হয় না, ভরত নামাগ্নির ঋত্বিক ইহা জানা যায়। রামায়ণে স্বয়ম্ভূ জাত বলায় কৌশিকগণ ভরতের গোত্রাপত্য বলা চলে না। কারণ, রামায়ণ মহাভারত হইতে প্রাচীন বটে। রাম ও বাল্মীকি যুধিষ্ঠিরাদি হইতে প্রাচীন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাচীন দেবতা রুদ্র "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" তিনিই ভরতাখ্য একারণ তৎসম্বন্ধীয় জন্য ভরতাৎ ভারত। ভারতের নাম আদিতে ভরতনামা রাজা হইতে, নাও হইতে পারে। যেমন কুরুক্ষেত্র শব্দ। দেবালয় মেরু সন্নিহিত উত্তর ভাগে উত্তরকুরু ও দক্ষিণকুরু আর্য্যাবর্ত্তের কুরুক্ষেত্র। কুরুভীষ্মদেব হইতে উপরিতন ষষ্ঠ। যে কুরু উপরিতন ষষ্ঠ তার নাম হইতে হইয়াছে বলা ধৃষ্টতা মাত্র। ঋগ্বেদে রাজা কুরু শ্রবণের দানও কুরুক্ষেত্রে শর্যনাবতীতে জাত সোম অতীব প্রসিদ্ধ। তাহা উক্ত কুরুরাজা হইতে প্রাচীনকালের ঘটনা বলিতেই হইবে। কুরু শব্দার্থ কু শব্দে, রু প্রকাশে ধাতু নিষ্পন্ন। শব্দ ব্রহ্মবেদ যাহার প্রকাশে মহিমান্বিত তিনিই কুরু। কুরু ব্রহ্ম। ঋ. ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে বলে "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্তদ্‌বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥" সেই অক্ষর পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইহা শ্রুতি ভিন্ন অন্য কেহ বলে না। কুরু সেই অক্ষরপুরুষ। তাঁহারই উপাসক বা ঋত্বিক্ বাস করেন উত্তর কুরুতে যেখানে লোকশিক্ষার্থ প্রথম ধর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠান দেবগণ করেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তেমনি সেই কুরু বা ব্রহ্মের নামান্তর ভরত অগ্নি রুদ্র। সেই সর্ব্বদেবস্তুত দেবতারই নামানুসারে ভারত শব্দে ভারতবর্ষ হওয়া অসমীচীন নহে। ভাগবতপুরাণে ৪।১৯।১ শ্লোকে "ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী" বাক্য আছে। ইহা প্রথম রাজা পৃথুর অশ্বমেধযজ্ঞের যুপস্থান। উক্ত পুরাণের ৫।৪।১০ হইতে জানা যায় স্বায়ম্ভুব মনুর অপত্যগণের ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত। যখন কেহ মাতৃভূমি ত্যাগে নূতন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন পূর্ব্বস্থানের নামাদি নব নিবাস স্থানে প্রচার করে। যেমন মার্কিনে লণ্ডন ইয়র্কাদি নাম দৃষ্ট হয়।

দেবস্থান

দীব্যতি ইতি দেবঃ। দিব+অন্ প্রত্যয়ে দেবশব্দ নিষ্পন্ন হয়। দিব ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল। দীপ্তিমান্ ক্রিয়াশীল। দেবং হৃষীকে দেবস্তু নৃপতৌ তোয়দে

স্বরে। আদিতেয়া দিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনাঃ। লিখ্‌ অক্ষরবিন্যাসে। দিবি সীদন্তি বর্ত্তন্তে। ঋ. ১০।৩৪।১৩ মন্ত্রে "অক্ষৈর্মাদীব্যঃ" বাক্যে পাশাক্রীড়া। ঋ. ৪।২২।৩ "যো দেবো দেবতমো" ইন্দ্রকে বলিয়াছে। দেবতা ৩৩ জন। ঋ. ১।১৩৯।১১ "যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ, পৃথিব্যা মধ্যেকাদশস্থ। অপ্সু ক্ষিতো মহিনৈকা দশস্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্।" বৃ. আ. ৩।৯।২ "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিতি অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।" ঋ. ৩।৯।৯ ও ১০।৫২।৬ মন্ত্রে ৩৩৩৯ দেবতা বলে। ঋ. ১।৩৪।১১ "আনাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।" ঋ. ১।৪৫।২ "তনোহিদেশ্ব গির্বণ স্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ।" ঋ. ৩।৬।৯ "পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমাবহ।" দেবতার স্থান দেহে দেহে মন্দিরে মন্দিরে। "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীব এব কেবলঃ শিবঃ।" বিরাট দেহও দেবালয়। বিরাট দেহে সর্ব্ব-দেব যক্ষ ঋষি গন্ধর্ব্ব ভূতজাত উরগ সব বাস করে। গী. ১১।১৫ "পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥" দ্যৌ বা স্বর্লোক দেবস্থান। ঋগ্বেদে দ্যৌলোকে ১১, অন্তরীক্ষে ১১ ও মর্ত্ত্যে ১১ দেবতা বলিয়াছেন। তাহা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবনব্যাপী বিরাটদেহস্থ দেবস্থানকে লক্ষ্য করে। বিরাটের দ্যৌ মস্তক অন্তরিক্ষলোক বপু ও পৃথিবী পাদ। দ্যৌ মস্তক উত্তমাঙ্গ দেবস্থান। অন্তরিক্ষে দেবযোনি যক্ষগন্ধর্ব্বাদি ও ঋষিদের স্থান। মর্ত্ত্যে ভূদেব ব্রাহ্মণ ও রাজা রূপী দেব বাস করেন। যাঁহারা পুণ্য কর্ম্ম করেন, তাঁহারাও স্বর্লোকবাসী হন। পাঠাগারের গোলকে দৃষ্টিপাত করিলে উত্তরভাগ স্থলবহুল ও দক্ষিণভাগ জলবহুল দৃষ্ট হয়। জলভাগ তলভাগ তাহাই প্রতিষ্ঠা। "তলপ্রতিষ্ঠায়াম্"। পুরাণে বরাহ অবতার জল হইতে পৃথিবী দন্ত দ্বারা উত্তোলন করেন বর্ণিত হয়। জিওলজী বলে পূর্ব্বযুগে আর্য্যাবর্ত্তস্থানটি জলময় মহাসমুদ্র ছিল। তাহা হইতে ভূকম্পে হিমালয়ের উদ্ভব ও বিন্ধ্যের অবনতি ঘটে এবং বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যস্থ ভূভাগ উন্নমিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের উৎপত্তি ঘটে। এই তলভাগকে পাতাল বলে। শ্রুতি বলেন—সূর্য্য দক্ষিণায়নে গত হইলে বৃত্রমায়ায় জলপ্রবেশে অস্তমিত থাকেন। এই ধারণা তৎকালে প্রবল ছিল। সূর্য্য অস্তাচলে প্রবেশ করেন এখনও অনেকের ধারণা। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে উত্তরায়ণে সূর্য্য উদয় হয়। ছয়মাস উত্তরায়ণ, সেই ছয়মাসে ঋগ্বেদে ছয় সূর্য্যের বর্ণনা আছে। ঋ. ২।২৭।১

"ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নুঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি। শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমাভগো নস্তুবি জাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ।" ইহাতে উত্তরমেরু দেবস্থান বলিতে হয়। তৎদক্ষিণে সাতমাস দিবায় সাত সূর্য্য, তৎদক্ষিণে আটমাস দিবায় আট সূর্য্য ও তৎদক্ষিণে দ্বাদশমাসে দ্বাদশ আদিত্য নাম দৃষ্ট হয়। পাতাল সহ তুলনায় সুমেরু উর্দ্ধস্থান বটে। পুরাণেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমেরুর চারিদিকে যে সব বর্ষ থাকা বলে তাহা এইরূপ—সুমেরুর উত্তরে কুরু, দক্ষিণে জম্বু, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমাল। এই উত্তরকুরু সম্বন্ধে মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলে "তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ। সমেত্য বিবিধৈর্য্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেকদক্ষিণৈঃ ॥" গীতায় ৩।১০ ভগবান্ বলিয়াছেন—"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।" ঋ. ১।১৬৪।৫০ মন্ত্রে বলে—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন।" এ সম্বন্ধে বহু উপনিষদে একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়—"কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।" এই দেবযজন ক্ষেত্র উত্তর কুরুই মহাভারতে বলিতেছেন। ভাগবত পুরাণের ৪।১৯।১ শ্লোকে আছে—বেণপুত্র পৃথু যিনি প্রজাগণ হইতে প্রথম রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। (মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬৯ অঃ)। তিনি শত অশ্বমেধযজ্ঞ মনুরক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তে সরস্বতীর পশ্চিম তীরে নিষ্পন্ন করেন। "ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী।" ভাগ পু. ৪।১৯।১। ইহা উত্তর কুরু কি জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষে স্থিত? পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দেবযজ্ঞ উত্তর কুরুতে হয় বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের লক্ষণ মনুতে—"সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥" ভাঃ পুঃ ৫।১৬।২৮-২৯ ব্রহ্মার স্থান মেরুপর্ব্বত শিখরে, তাহার পূর্ব্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের স্থান। গঙ্গা চন্দ্রলোক প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মস্থানে পতিতা হন। তথায় চারিভাগে বিভক্তা হন—সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা। ভদ্রা উত্তরকুরু হইয়া উত্তরে লবণ সমুদ্রে পতিতা। নদীমাত্রই সরস্বতী জলবতী। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপা মেদিনী। তাহা স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রত ও তৎতনয়গণ শাসন করিতেন। মেরুর দক্ষিণে স্থিত জম্বুদ্বীপ, প্রিয়ব্রতপুত্র অগ্নিধ্র শাসন করিতেন। জম্বুদ্বীপ ৯ ভাগ করিয়া অগ্নিধ্র আপনার নয়পুত্রকে প্রদান করেন। নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। ইহারা অগ্নিধ্রের নয় পুত্র এবং তাহাদের নামানুসারে নয়টি বর্ষ নাম হইয়াছে। কুরুবর্ষের কুরুনাম এই স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের পৌত্র কুরু হইতে

হইয়াছে, তখন হয়ত আর্য্যাবর্ত্ত সমুদ্রগর্ভেই ছিল। সুতরাং মেরুসন্নিহিত দেশই মনুবংশের আদিস্থান বা বীজভূমি। সুমেরুর দক্ষিণে জম্বু, উত্তরে কুরু, পুর্ব্বে ভদ্রা, পশ্চিমে কেতুমাল। মহাঃ ভাঃ ভীষ্মপর্ব্বে ৬ঁ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ১ম অধ্যায়ে—"ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ। নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ।২১। মেরোঃ পুর্ব্বেণ যদ্‌বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্।" ২২। বায়ুপুরাণে ৩৪ অধ্যায় "ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ। উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ।" মৎস্যপুরাণে ১২ অ "ইক্ষ্বাকোঃ পুত্রতামাপ বিকুক্ষীর্নাম দেবরাট্। জ্যেষ্ঠপুত্রশতস্যাসীদ্দশ পঞ্চ চ তৎসুতাঃ।" ২৬। "মেরোরুত্তরতস্তে তু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ। চতুর্দ্দশোত্তরঞ্চান্যচ্ছ তমস্য তথাভবৎ।" ২৭। "মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থো নামাভূৎ তৎ সুতশ্চ সুযোধনঃ।" সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু বৈবস্বত নামা সপ্তম মনুর পুত্র। সুতরাং ছয় মনুর রাজত্ব উত্তর মেরু প্রদেশে পাওয়া যাইতেছে। আর্য্য রাজগণের রাজত্ব বিষয়ক এই ইতিবৃত্ত পুরাণে আখ্যাত। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও পুরাণ হইতে ইতিহাসে লইতেছেন। পুরাণের লক্ষণেও বলে। "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥" সুমেরু দেবস্থান হওয়ায় ও যজমান রাজগণ তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বর্ষে রাজত্ব করায় আর্য্যবীজস্থান—ভারতবর্ষে আর্য্যাবর্ত্তে হয় না। মনুর পৌত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নিধ্র স্বপুত্র নাভিকে যে জম্বুর একভাগ দেন, তাহার নাম অজনাভ ছিল। পশ্চাৎ নাভির পৌত্র অবতার ঋষভের পুত্র ভরতের নামানুসারে সর্ব্বদক্ষিণভাগ ভারতবর্ষ হইয়াছে। অগ্নিধ্রপুত্র কুরু যে কুরুবর্ষ বা রাজ্য শাসন করিতেন তাহা অজনাভ বা ভারতবর্ষ হইতে অন্য এবং উত্তরদিকে স্থিত। মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত জম্বু আদি শাসন করিতেন। সুমেরুর উত্তরে কুরু, দক্ষিণে জম্বু। কুরু মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের পৌত্র। অগ্নিধ্রের পুত্র কুরু শাসন করিতেন এইজন্য উক্ত বর্ষের নাম কুরুবর্ষ হয়। তাহাই মনুর ক্ষেত্র হইতে পারে। অগ্নিধ্রের অপর পুত্র নাভি অজনাভ (ভারতবর্ষ) শাসন করেন। ভারতের ব্রহ্মাবর্ত্ত মনুর ক্ষেত্র বলিতে বাধা নাই; কিন্তু বিবেচ্য। উত্তর কুরু মেরুর উত্তরে, আর দক্ষিণ কুরু অনেকটা দক্ষিণে, মধ্যে কত সমুদ্র নদী পর্ব্বতাদিযুক্ত দেশস্থিত। দক্ষিণ কুরু বরাবর দ্বাদশ সূর্য্যের দেশ, আর উত্তর কুরু ছয় সূর্য্যের দেশ। মধ্যে সাতমাসে সাত সূর্য্য, আটমাসে আট সূর্য্যের, নয় সূর্য্যাদির স্থান রহিয়াছে যাহার বর্ণনা ঋগ্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। জেন্দাবস্তও প্রাচীন আর্য্যগণের গ্রন্থ। অবস্তা নামক

ঋষির প্রণীত জেন্দ ভাষায় লিখিত। অবস্তানামা এক ঋষির নাম সামবেদে দৃষ্ট হয়। তাহাতে তুষারপাতের কথা আছে। তুষারপাত জিওলজিতে স্বীকৃত। সেই বিষম তুষারপাত জন্য মেরুপ্রদেশ বাসের অযোগ্য হওয়ায় পৈতৃক আবাস ত্যাগে দক্ষিণে আগমন সম্ভবপর ঘটনা। ঋগ্বেদে (ইভাকুই) দেশত্যাগী আর্য্যগণের গৃহলাভার্থ প্রার্থনা বহুৎ দৃষ্ট হয়। সরস্বতী নদীর নাম ঋগ্বেদে আছে। সপ্তস্রোতা সরস্বতী। এক সপ্তস্রোতা সরস্বতী আফগানিস্থানেও আছে। পুরাণে পুষ্করে ও শাঁল্মলি দ্বীপেও আর দুই সরস্বতী নদী থাকা বলে। সরস্বতী অর্থই নদী, সরস্+বতী জলবতী, সুতরাং পূর্ব্বোক্তা ভদ্রাকে সরস্বতী বলা দোষাবহ নহে। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ব্রহ্মলোকে সাত নদীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সরস্বতী ও গঙ্গানাম দৃষ্ট হয়। উত্তর ভারতবর্ষের নদীসকল দক্ষিণগামিনী। বিন্ধ্যপর্ব্বতোদ্ভব উত্তরবাহিনী নদী থাকিলেও তাহা গঙ্গার শাখা মাত্র। ঋগ্বেদে ২।১৫।৬ মন্ত্রে ইন্দ্র যে নদীকে উত্তরবাহিনী করেন বলে তাহা অকৃসাস্ হইলে উহা ভারতান্তর্গত নহে। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ৭।২৪ শ্লোকে জম্বুরসজাত রসনামক যে নদী মেরুপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া কেতুমাল অতিক্রম করতঃ সুমেরু প্রদক্ষিণে উত্তর কুরুতে গিয়াছে, তাহা উত্তর বাহিনী বটে। জম্বুরসে রসিত রসানদীরজল জীবন স্বরূপ যাঁহাদের তাঁহারা বিশ্বপ্রাণকে "রসো বৈ সঃ" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঋ. ৯।৪১।৬ মন্ত্রে "সরারসেব বিষ্টপং" (বিষ্টপ—বিশন্তি অস্মিন্ সুকৃতিনো ইতি)। ঋগ্বেদে রসানদী বিষ্টপ ব্যাপিয়া আছে পাওয়া যায়। জেন্দাবস্তেও রসানদীর নাম আছে, উহাও উত্তরবাহিনী। একই রসাকে লক্ষ্য করে। কারণ, উহাও এরিয়ানাবীজো বা আর্য্যবীজস্থানে প্রবাহিত। ঋ. ৮।৬।২৯ মন্ত্র হইতে "অতঃ সমুদ্রমুদ্বতশ্চিকিত্বাঁ অবপশ্যতি। যতো বিপান এজতি। যতঃ বিপানঃ (সর্ব্বব্যাপী) ইন্দ্রঃ উৎবতঃ" উর্দ্ধলোকে (সুমেরুতে) বিহার করেন। অতঃ (একারণ) চিকিত্বান্ বিদ্বান্ ইন্দ্র বৃত্রাচ্ছাদিত সূর্য্যোদ্দেশে সমুদ্রং পাতালপ্রদেশম্ অবপশ্যতি। দক্ষিণে গোলকের নিম্নদেশে সমুদ্রদেশে দেখিলেন। ইহাতে বৃত্রস্থান পাতালে দক্ষিণে কুমেরু ও দেবস্থান উর্দ্ধে বিষ্টপে সুমেরুতে জানা যায়। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে সুমেরু দেবনিবাস বলে। অতএব দেবস্থান ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তে বলা দুরূহ। ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতার পূর্ণবিকাশ হইলেও আদিস্থান নহে। ইরান্ এসেরিয়াদি আর্য্যনিবাস স্থান। আর্য্যগণের পূর্ব্বে একদল লোক যাহারা সুমেরিয়ান্ বলিয়া অভিহিত হয় দক্ষিণে আইসে। সুমেরু হইতে আগতজন্যই সুমেরিয়ান্ বলে। যেমন ইরান্ হইতে

আগতকে ইরানিয়ান্ বলে। সুমেরিয়ান্‌গণ দ্রাবিড় জাতিভুক্ত হইলেও সুমেরু প্রদেশ হইতে আসায়, মহান্ তুষারপাতে কেবল আর্য্যগণ দক্ষিণে আসেন নাই ইহা জানা যায়। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে মেরুই প্রথম শৈত্যপ্রযুক্ত ঠাণ্ডা হইয়া সর্ব্বপ্রাণী উৎপত্তির উপযোগী হয়। স্পিটস্ বার্জেন দ্বীপে খোদাই করতঃ হস্তীদেহ মিলিয়াছে। ইহাতে উত্তর মেরু কেবল মনুষ্যের নয়, সর্ব্বপ্রাণী ও বৃক্ষাদির আদিস্থান বলেন। পুরাণ হইতে উদ্ধৃত উক্তিসহ এই উক্তির একতা দৃষ্ট হয়। কেবল শ্বেতবর্ণই প্রথম হয়। কৃষ্ণবর্ণ মেরুসন্নিহিত আর্য্যস্থানে থাকিত না বলা চলে না; সুতরাং সুমেরু সর্ব্বপ্রাণীর আদিস্থান। আর্য্যজাতিরও আদিস্থান জন্য দেবস্থান ইহা নিঃসন্দেহ।

বিপ্লব

বি পূর্ব্বক প্লু ধাতুর অর্থ ঝম্প প্রদান।

প্লব অর্থ ভেলা। জলে প্লাবিত দেশে ভেলা আশ্রয়ে গতাগতি করিতে হয়। যেমন বাইবেলে নোয়া দেশ জলপ্লাবিত হইলে সর্ব্বপ্রাণী প্রভৃতির বীজ রক্ষার্থ ভেলা অবলম্বন করেন। পুরাণে মনুও সব জলপ্লাবিত হইলে ভেলা অবলম্বনে সব বীজরক্ষণ করেন। জলপ্লাবিত দেশে ভেলাই আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। সেই ভেলা হইতে ঝম্প প্রদান করতঃ জলে পতনকে বিপ্লব বলে। ভেলাহীন অবস্থাকেও বিহীন প্লব বলে বা বিপ্লব বলা হয়। ভেক কলহংস প্রভৃতি জলচরকে প্লব বলে। জলে অবস্থিতি করে জন্য প্লব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ভেলাও জলে অবস্থিতি করার জন্য প্লব। পুরুষ যখন কারণ সলিলশায়ী হন তখন বিপ্লব অবস্থা। কারণ, সলিলে প্রতিবিম্বরূপে পতনই ভেলা-রূপে আশ্রয় বা স্বরূপ ত্যাগে জলে ঝম্প প্রদান। তজ্জন্যই সংসার ও দুর্গতি, যাহা হইতে মুক্তিই মোক্ষ বলিয়া উক্ত হয়। ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে "পুরুষ স্ব স্বরূপে একাকী স্থিত।" ঐ তৃতীয় মন্ত্রে বলে "তম আসীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম।" পুরুষের এইরূপ সলিলে প্রবেশ জন্য স্পন্দিত কারণসলিল হইতে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে। "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ।" পুরুষের মায়া উপাধি যোগে ব্যক্তমধ্য অবস্থা ঘটে। ইনি তখন সৃষ্টিস্থিতিনাশকর্ত্তা হন। অল্প শক্তি জীবগণের সৃষ্টি করতঃ তাহাদের মঙ্গলদাতা বিধাতা পুরুষ হন। সেই জীবসকল সমাজবদ্ধ হইয়া শান্তিতে বাসার্থ কোন দলপতি করেন। যেমন মধু ও কৈটভ দ্বারা আক্রান্ত

দেবতা বিষ্ণুর সাহায্যে রক্ষিত হন। প্রথমেই দেব ও দৈত্য বিষম সৃষ্টি। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে ৫৯ অ এইরূপ বর্ণিত আছে। “নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো নদাণ্ডিকঃ। ধর্ম্মেণৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্॥ পাল্যমানাস্তথান্যোন্যং নরা ধর্ম্মেণ ভারত॥ খেদং পরমুপাজগ্মুস্ততস্তান্মোহ আবিশৎ। বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈবননাশহ। নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্ম্মো নাশমথাগমৎ।” মহা দ্রোণপর্ব্ব ৬৭ অ বর্ণিত আছে ঋষিগণ প্রথম বেণকে দলপতি করেন। বেণ অত্যাচারী হওয়ায় তাহার বধসাধনে তৎপুত্র পৃথুকে নিযুক্ত করেন। পৃথু অতি উত্তমভাবে শাসন করায় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া পৃথুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। এ বিষয়ে ভাঃ—৪।১৬ “রঞ্জয়তি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ। অথামুমাহু রাজানঃ মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ।” মহা আদি ২২০ অ দ্বারকায় যাদবগণের প্রজাসভার নাম “সুধর্ম্মা” ছিল বলে। মহা আশ্রমবাসিকপর্ব্বে ৯ অ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থী হইতে বনে যাইবার পূর্ব্বে প্রজাসভার আহ্বান করেন বর্ণিত আছে। রামায়ণে দাশরথী রামের যৌবরাজ্য গ্রহণের পূর্ব্বে প্রজাগণের অভিপ্রায় গৃহীত হয় দেখা যায়। ঋগ্বেদে স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টিবৃদ্ধি ও রক্ষার্থ আধিপত্যে নিযুক্ত করা দেখা যায়। তাঁহার সুশাসন জন্য ঋ. ১।১১৪।২ মন্ত্রে কুৎস আঙ্গিরস, ঋ. ১।৩০।১৬ মন্ত্রে রাহুগণ গৌতম, ঋ. ২।৩৩।১৩ মন্ত্রে গৃৎসমদ ভার্গব, ৮।৩০।৩ মন্ত্রে বৈবস্বতমনু, স্বায়ম্ভুব মনুকে পিতা বলিয়াছেন। দেবগণ মনুকে যজ্ঞকর্ম্ম পদ্ধতি করিয়া দেন। ঋ. ১।৩১।৪ মন্ত্রে অগ্নি মনুকে স্বর্গের কথা বলেন। ঋ. ১০।৪৯।১ মন্ত্রে ইন্দ্রযজ্ঞপদ্ধতি করিয়া দেন। ঋ. ১।৩১।১১ মন্ত্রে মনুষ্যশাসন জন্য ইলা (দেবযজনার্থ শাসনবাক্য) পদ্ধতি করেন। মনুর এই সকল পদ্ধতি লক্ষ্য করতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ২।২।১০।২ মন্ত্রে বলে—“যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজং।” ঋ. ৮।৩০।৩ মন্ত্রে বৈবস্বত মনু বলিয়াছেন, যেন পিতা মনু প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ১ অ—মহারাজ যযাতির পিতা নহুষ স্বর্গবাস করিতে থাকাবস্থায় স্বর্গরাজ ইন্দ্র তপস্যার্থ নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া গেলে, ঋষিগণ নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপিত করেন। পশ্চাৎ নহুষ মদমত্ততা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত করিয়া বনবাসী ইন্দ্রকে পুনঃ আনয়ন করতঃ ইন্দ্রপদে স্থাপিত করেন। ইনি কোন্ যযাতির পিতা নহুষ তাহা বলা দুষ্কর। কারণ, ঋগ্বেদে সম্বরণ মনুতনয় নহুষ ও তৎপুত্র যযাতি হয়। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৭০ সর্গে সূর্য্যবংশে অম্বরীশ পুত্র নহুষ বর্ণিত আছে, তাঁহার পুত্রের নামও যযাতি।

মহাভারতে চন্দ্রবংশে যযাতির পিতা নহুষ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রে ভেলাহীন অবস্থা বা ভেলা হইতে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানরূপ কার্য্য বিষম দশায় উপনীত করে। যেমন রোমের ইতিহাসে একুইগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোমান্‌গণ বিষম বিপদে পতিত হইয়া চাষকার্য্যে নিরত সিন্‌সিনেটাস্‌কে ডিক্টেটার করে, তিনি শত্রুগণকে দূরীভূত করিয়া পুনঃ আপন চাষ কার্য্যে রত হন। যেমন ৭৫ খৃঃ অরাজক মগধ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রজাগণ বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গোপালদেবকে রাজা করেন। সাধারণ প্রজা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। তাহাদিগকে উস্কাইলেই গোলযোগ ঘটে। সর্ব্বদেশেই দেখা যায়, কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ কতক প্রজা বা সৈন্য হস্তগত করিয়া আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য সমতাদি বুলি উঠাইয়া বিপ্লব ঘটাইয়া থাকেন।

ত্রিগুণা প্রকৃতির বৈষম্যে সৃষ্টি। বৈষম্য রক্ষার্থ প্রকৃতি সদাই ব্যস্ত। সমতার ঝঙ্কার প্রকৃতি সহিতে পারে না। প্রতিহিংসাপরায়ণা প্রকৃতি এইরূপ ঝঙ্কার উত্থিত হইলে খণ্ড প্রলয়ের সৃষ্টি করিয়া প্রজাগণকে বিষম দশায় পাতিত করতঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদির বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সে জিয়ান্‌জ্যাক্‌ রুশো নামক একব্যক্তি Equality, Liberty ও Fraternity সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। প্রবীণ সুলেখক ভল্‌টেয়ার তাহা উদ্ধৃতি করতঃ বহু প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। মিরাবোঁ নামা একজন পলিটিসিয়ান্‌ তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য উদ্‌যোগী হন। ফলে ১৭৮৯ খৃঃ রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজা লুইর মস্তক ছেদ হয়। তিন বৎসরব্যাপী অরাজকতায় বহু ব্যক্তি গিলোটিন যন্ত্রে মস্তকহীন হন। পশ্চাৎ ১৭৯২ খৃঃ এক ডিরেক্টরী গঠিত হয়। ১৭৯৯ খৃঃ কোর্সিকান নেপোলিয়ান ফার্ষ্ট কন্‌সাল হন, পরবর্ত্তীকালে সম্রাট্‌ হন। ফরাসীর ত্রয়োবিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড আদি সহ চলে। নেপোলিয়ান সম্রাট্‌ হইলে সমতাদি তাঁহার পকেটস্থ হয় সন্দেহ নাই। ১৯১৪ খৃঃ নেপোলিয়ানকে এল্‌বা দ্বীপে কয়েদী করিয়া রাখা হয়। ঐ বর্ষের শেষভাগে নেপোলিয়ান জেলে-ডিঙ্গিতে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ফরাসীদেশের নীস্‌ নগরে উপনীত হন। সেখানে প্রজাগণ তাঁহাকে Vive Le Empereur শব্দে সংবর্দ্ধনা করে এবং প্রজাগণ দলে দলে নেপোলিয়ানের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হন। কেহ সমতার চিন্তা করে নাই। প্যারিস হইতে মার্শাল নে সৈন্যসহ আসিয়া নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করেন। নেপোলিয়ান বুক পাতিয়া দিলে নের সৈন্যগণ ঘুরিয়া দাঁড়ায়। নেপোলিয়ান

সেই সৈন্যসহ প্যারিসে প্রবেশ করেন। পশ্চাৎ ওয়াটার্লুতে পরাস্ত হইলে নেপোলিয়ান ইংরেজদের বন্দী হন, এট্লাণ্টিকের সেণ্ট হেলেনায় বন্দী অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি সংস্থত হয়। তখন নেপোলিয়ানের মৃতদেহ ইংরেজ ফরাসীকে প্রদান করেন। সেই মৃত দেহকে লইয়া প্রজাগণ যে কবর দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়—তাহারা নেপোলিয়ানকে চায়। সমতা স্বাধীনতা কথার কথা।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজা চার্লস্ দি ফার্ষ্ট প্রজাগণ হইতে বেনেভোলেন্স আদায় করিতে থাকেন। তাহাতে হেম্পডেন, ক্রম্ওয়েল প্রভৃতি তাহার বিরোধী হন এবং বিপ্লবীগণ সৈন্য সংগ্রহান্তর রাজাসহ যুদ্ধ করতঃ রাজাকে পরাস্ত ও ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইংলণ্ডে রিপাব্লিক স্থাপিত হয়। ক্রম্ওয়েল একাদশ বর্ষ প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে ইংলণ্ড সুশাসিত করেন। তৎপর তাঁহার মৃত্যু হইলে কে তৎস্থলবর্ত্তী হইবে এ বিষয়টি ইংলণ্ডের প্রজাগণের বিচার্য্য বিষয় হয়। তৎপশ্চাৎ আমরা দেখি তৎস্থলে উক্ত চার্লস্ দি ফার্ষ্টের পুত্রকে চার্লস্ দি সেকেণ্ড নামকরণে রাজা করা হয়, যাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থিত আছেন! চার্লস্ দি সেকেণ্ড সিংহাসনে আরোহণের পর কবর হইতে ক্রম্ওয়েলের মৃতদেহ উঠাইয়া বিদ্রোহী বলিয়া সেই মৃতদেহের ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের প্রজাগণ মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই। প্রজাগণ রাজ্য বা রিপাব্লিক অধীনে বাস করে তাহাতে তাহাদের দৃক্পাত নাই। খাইতে পাইলেই হইল! খাইতে দিয়া ক্ষেপাইলেই ক্ষেপে। রোম রাজ্যে রিপাব্লিক ছিল। মরিয়াস্ দক্ষতার সহিত কন্সাল স্বরূপে রোমের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। বিরোধী দল পম্পিকে দাঁড় করাইলে পম্পির কর্ম্মদক্ষতায় মরিয়স্ পার্টি হীনবল হয়। পম্পি সৈন্য পরিচালনায় সাতিশয় প্রবল হইলে কেটো ব্রুটাস্ প্রভৃতি জুলিয়াস্ সিজারকে অগ্রণী করিয়া তাঁহাকে বাধা দেন। সিজার প্রবীন যোদ্ধা বহুদেশ জয়ে বহু অর্থ আনয়ন করতঃ রোমে প্রজাগণের জন্য লাইব্রেরী, টাউন হল, থিয়েটার হলাদি নানা প্রাসাদ উত্তোলন করিলে প্রজাগণ সব সিজার-প্রিয় হয়। তাহাতে কেটো, ব্রুটাস্, প্রভৃতি বৈপ্লবিক বুলি উঠাইলেন Ceaser may take the crown. The Republic is in danger. এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া সিজারকে বধ করেন, পশ্চাৎ আপনারা হত হন। তাহার দশবর্ষ পর রিপাবলিক বিনাশে অগষ্টাস সিজার এম্পারার বা সিজার হন। রোমের ইতিহাসে অগষ্টাস পিরিয়ডের মত

পিরিয়ড আর হয় নাই বলে। প্রজাগণ কিছু জানে না। লিডারগণ যাহা ইচ্ছা প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে চালান।

বর্ত্তমান কালেও ইঁহার সাক্ষ্য মিলে। সকল দলপতিগণেরই উদ্দেশ্য অভিপ্রায় এক। আপন জাতিকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন করান। অন্য সকল জাতি তাহারই প্রতাপে সুখশান্তিতে থাকিবে। এইজন্য প্রজার ভোটে প্রেসিডেণ্ট হইয়া হিটলার জার্ম্মাণ জাতিকে উঠাইবার জন্য প্রযত্নশীল হন। ইটালিতে মুসোলিনী যেমন পূর্ব্বকালে Rome mistress of the world হইয়াছিল এখনও পুনঃ হইবে ইহাই মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে চার্চ্চিল, যদ্যপি বৃটিশ রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না তত্রাচ, সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন। রুশ দেশের নব্য শাসয়িতাও প্রাচীন জারের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রসারী রুশ মহিমার স্বপ্নে বিভোর। ফ্রান্সও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদাভিলাষী। নিতান্ত একান্তপ্রিয় মার্কিন জাতি আমেরিকাদ্বয় লইয়া শান্তিতে থাকার প্রতিজ্ঞা ত্যাগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের নায়কত্বে সমস্ত পৃথিবী আহারে বিহারে সুখ শান্তির জন্য মার্কিন সরকারের মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন। হিটলার অটোক্রেট্, ষ্টেলিন্ কমিউনিষ্ট, রুজভেণ্ট ডিমোক্রেট, বিডণ্ট রিপাব্লিকান্, ইটালী প্রেসিডেণ্ট ফেসিষ্ট, চার্চ্চিল মনার্কিষ্ট, বর্ত্তমানে তৎস্থলাভিষিক্ত যিনি তিনি সোসিয়ালিষ্ট। নামের পটাপটি যতই হউক, উদ্দেশ্যও জীবনের ব্রত সর্ব্বত্র একরূপ। ভাষান্তরে রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া উদ্দেশ্য। একব্যক্তির স্থলে জাতি-ব্যক্তির নামে ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুত্থান। বুদ্ধির সমতা কেহ করিতে পারে না। বুদ্ধির বৈষম্য জন্য কেহ নেপোলিয়ান্, কেহ হিটলার, কেহ রুজভেণ্ট হয় অন্য সব হাঁ—জীর দলভুক্ত হয়েন।

রোম রিপাবলিক হইলেও Patrician ও Plebianগণ সম্মিলিতভাবে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে সমতার সুর যতই সপ্তমে উঠুক না কেন, নব্য রাশিয়ায়ও High & lowর স্থান হইয়াছে। মার্কিনে Republican হউক বা Democrat হউক কালচর্ম্ম নিগ্রো লিন্‌শ হওয়া সমানেই চলিয়াছে। এক হোটেলে কালা সাদা বাস করা চলে না। তবুও সব সমান বটে। সব প্রজাকে সম পরিমাণ ভূমি বাট করিয়া দিলেও দুচার বর্ষ মধ্যে কাহার ধন বৃদ্ধি জমি বৃদ্ধি ঘটিবে, কাহারও বাটী জমী মর্টগেজে যাইবে। প্রকৃতির গুণবৈষম্যে বুদ্ধির বৈষম্য জন্য কেহ পরিমিতব্যয়ী কেহ অপরিমিতব্যয়ী কেহ অনলস কেহ আলস্য-

পরতন্ত্র হইয়া থাকে। যদি সব সমান হইত, তবে মানব জীবনের একই উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্নতা আসে কেন? সবাই জানে পৃথিবীতে ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু জন্য দুঃখ অনিবার্য্য, স্বর্গে ক্ষুধাতৃষ্ণা জরামৃত্যু নাই; শান্তিতে সুখভোগ ঘটে এইজন্য, কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান স্বর্গলাভার্থ ভগবানের নাম মালায় জপ করে ও ভগবানের স্তবস্তুতি পাঠ করে। খৃষ্টান মুসলমান বা হিন্দু সবারই উদ্দেশ্য ও উপায় এক ঈশ্বর সমীপে স্বর্গে বাস। শান্তি সুখ লাভ। বাহিরের বিষয় লইয়া ও আচারব্যবহার লইয়া পার্থক্য তাহা বিদূরিত হইতে পারে না। দেশে দেশে শীতাতপ বৃষ্টি বায়ু প্রভৃতির বিভেদ জন্য এই সকল বিভেদ উৎপন্ন হয়। লোক সহসা প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারে না। উহাতে আবাল্য শ্রদ্ধা থাকায় তৎপ্রতি আকর্ষণ থাকে। নব্য ও প্রাচীনের ভেদ ও প্রকৃতির বৈষম্যের দৃষ্টান্তর মাত্র। এই যে ভারতে হিন্দুমুসলমান শান্তিতে বাস করিতেছিল; লড়কে লেঙ্গে আদি বুলির ফলে মহা অশান্তির কারণ হইয়াছে। বিপ্লব সর্ব্বদাই বিপরিণামী প্রকৃতির বিকারে ঘটিয়া থাকে ও ঘটিবে। ইহা অনিবার্য্য বিপরিবর্ত্তনমাত্রই বিপ্লব। ইতি।

দর্শন

সাধারণতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে দর্শন বলে। দর্শন অর্থ দেখা। জাগ্রতে চর্ম্মচক্ষে দৃশ্যপদার্থ নিচয়ের দর্শন হয়। স্বপ্নে ও বিনা চর্ম্মচক্ষে বহুদৃশ্যের দর্শন ঘটে। যাহাকে স্মরণ করা বলে তাহা মানসনেত্রে দর্শন। যাহাকে বিচার দ্বারা জানা হয়, তাহা বিজ্ঞাননেত্রে দর্শন বলিয়া উক্ত হয়। যেমন ধূমদৃষ্টে তথায় অগ্নি আছে ইহা বিচার জন্য সাব্যস্ত হয়। কোন দেবতা বা যোগীর যোগবলে যে সব অলৌকিক দর্শন ঘটে, তাহাকে দিব্য দর্শন বলে। যাহা অনুভব্য তাহাকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন বলে। যত দর্শন শাস্ত্র আছে সবই বিচারনেত্রে দর্শন। বুদ্ধিও বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ, এইজন্য বুদ্ধিবলে যে বিচার করা হয় তাহা পৌরুষেয় বৈকারিক জন্য নির্দ্দোষ হয় না, একজন বুদ্ধিবলে যাহা অকাট্য সত্য বলিয়া দাঁড় করান, হীনবুদ্ধি জনগণ তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। পশ্চাৎ যখন অন্য তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি উক্ত অকাট্য বাক্য দোষযুক্ত ইহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন, তখন তাহা ত্যাগে নবভাবটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। যেমন "নিউটন্‌স্ ল" অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহার দোষ প্রকট হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রে "এটমিক্ ল" উঠিয়া গিয়াছে। ভারতেও বৌদ্ধাদি মতের নিরসন

হইয়াছিল। এইজন্য ভারতে ঋষিগণ অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতি নিত্য সত্য অভ্রান্ত বাক্য তাহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের বুদ্ধিবলে নির্দ্ধারিত নহে। এইজন্য উহা সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দোষ অভ্রান্ত। বেদান্তদর্শন ব্যতীত অন্য সব দর্শনশাস্ত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত। যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইন্দ্রিয়গণ মনবুদ্ধি এ সকল বৈকারিক অচেতন ক্ষেত্রের সম্পদ বলিয়া গীতায় ১৩।৫-৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অব্যক্তা প্রকৃতিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে জন্য অবিদিতা বলিয়া অভিহিত হয়। এ কারণ অবিদিতা অব্যাক্তারও পরে পুরুষ। গীতার ভাষায় "অব্যক্তোহব্যক্তাৎ" সনাতন পুরুষকে অপ্রমেয় বলে। অনুমানাদি প্রমাণত্রয় প্রত্যক্ষমূলক। সুতরাং তাহাও সর্ব্বব্যাপী পুরুষের নির্ণয়ে অক্ষম। পুরুষ কেবল শ্রুতিপ্রমাণগম্য। এই শ্রুতিপ্রমাণ মূলক অপ্রমেয় পুরুষ বিষয়ক দর্শনকে বেদান্তদর্শন বলে। উহা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যে পুরুষই আছেন দ্বিতীয় নাই বলিয়া থাকেন। অন্য সব দর্শনশাস্ত্র দ্বৈত সত্য বলিয়া থাকেন। দ্বৈত অর্থ দুই বা ততোধিক পদার্থ স্বীকার। এক চিৎপুরুষ অন্য অচিৎ প্রকৃতি। যাহার বিকারে জীব জগতাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিদৃষ্ট হয়। এই বিশ্বে অচেতন কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। চেতনই কর্ত্তা হয়। অথচ শ্রুতি বলেন, চেতন পুরুষ অকর্ত্তা অভোক্তা। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থনিচয় দেখি, তাহার সকলেরই চেতন রচয়িতা দেখা যায়। অতএব অনুমান করিতে হয় জীবজগতেরও কোন চেতন রচয়িতা আছে। অমনি একদল বলিলেন, যদি বিশ্বের রচয়িতা অনুমান করিতে হয় তবে একজন রচয়িতা হইবে না। বহু রচয়িতা বলিতে হয়, কেন না আমরা দেখি একটী তাজমহল নির্ম্মাণে কত রকমের মিস্ত্রীর প্রয়োজন। একটি সরোবর সহস্র কুলিতে খনন করে। এমন বৃহৎ পর্ব্বত সাগর গ্রহ-নক্ষত্রাদিরও রচক বহু হইবেন সন্দেহ নাই। অথচ সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে একেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিনাশ কর্ত্তা বলেন, ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান। তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভবপর। আরও দেখি একা সাহজাহানই তাজমহল রচনের হেতু। সুতরাং একের প্রশাসনে সব কিছু ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতে বাধা নাই। চেতন পুরুষ সর্ব্বব্যাপী। যাহা ব্যাপক হয় তাহা নিষ্ক্রিয় হয়, কারণ ক্রিয়ার জন্য কর্ত্তার বাহিরে অবকাশ থাকা আবশ্যক। হস্তের বাহিরে অবকাশ না থাকিলে হস্তপ্রচলন সম্ভবপর নহে। ডাব নারিকেল জলপূর্ণ থাকায়

তাহা প্রচলিত করিলে উহার মধ্যস্থিত জল প্রচলিত হয় না। অবকাশ বা আকাশ না থাকায় তদ্‌গুণ শব্দও শ্রুত হয় না। ঝুনা নারিকেলে অবকাশ থাকায় তন্মধ্যস্থ জল প্রচলিত হয় এবং শব্দ শ্রুত হয়। সর্ব্বব্যাপী অবকাশাভাব জন্য অচল, অচল জন্য নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয় জন্য নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকার জন্য অক্ষয়, অক্ষয় জন্য অব্যয়, অব্যয় জন্য নিত্য, নিত্য জন্য সৎ সত্য। সৎ অস্তিতাজ্ঞাপক, অসৎ নাস্তিতাপ্রকাশক। সৎ অসৎ শব্দদ্বয় সর্ব্বদর্শনকারগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ এক নহে। শূন্যবাদী অসৎ অর্থ শূন্য করেন ও সৎ দৃশ্য প্রপঞ্চকে বলেন তাহা ক্ষণিককাল স্থায়ী মাত্র। সৎ মূর্ত্ত, অসৎ অমূর্ত্ত। সৎ ভাল, অসৎ মন্দ। সৎ অবিকারী, অসৎ বিকারী। সৎ ভাব, অসৎ অভাব। সাংখ্যকার কপিলের ত্রিগুণা প্রকৃতি সৎ এবং তাহার বিকৃতিসকলও সৎ। তন্মতে বন্ধ্যাপুত্র, খপুষ্প, শশশৃঙ্গাদি অসৎ। ন্যায়মতে অবিভাজ্য অদৃশ্য পরমাণু সৎ, তৎসমষ্টিতে উৎপন্ন পদার্থ অসৎ। বিচার করিলে জানা যায়, সৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হয় না। উৎপত্তি অর্থই বিকৃতি। নির্ব্বিকার সৎ, বিকার প্রাপ্ত হয় না জন্য তাহা হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। অসৎ অভাব জন্য, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিও সম্ভবে না। অসৎ অভাব হইতে অন্য অসৎ বা অভাবের উৎপত্তিও ঘটিতে পারে না। অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। মহামুনি কপিলের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বমধ্যে কালের স্থান নাই। অথচ তিনি প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধানা বলেন। প্রধানা অচেতনা। কালে প্রধানা ক্ষোভিতা হইলে সাম্যভাবলয়ে বৈষম্য জন্য সৃষ্টির আরম্ভন ঘটে। বৈষম্যে সৃষ্টি। বিকৃতি সৃষ্টির কারণ। ইহাতে প্রধানার ক্ষোভিতা বা ক্রিয়াশীলা হইয়া বিকৃতি প্রাপ্তি কাল সাপেক্ষ। কাল কি চেতন না অচেতন? অচেতন কাল অন্য অচেতনকে চালিত করিতে পারে না। চেতনই সর্ব্বত্র পরিচালয়িতা দৃষ্ট হয়। যেমন ইঞ্জিন, ক্লক্, লিফ্‌ট ইত্যাদির ক্রিয়াশীল হইতে চেতনের প্রচেষ্টাসাপেক্ষতা দৃষ্ট হয়। কাল যদি চেতন হয় তবে চেতন (আত্মা) পরিচালয়িতা কর্ত্তা হন, উদাসীন থাকেন না। সাংখ্যের চিৎপুরুষ অকর্ত্তা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বমতবিরোধী কথা হইতেছে।

ন্যায়শাস্ত্রে পরমাণু সৎ, অদৃশ্য, অবিভাজ্য। ইহাতে পাওয়া গেল যে, যাহা স্বভাবতঃ অদৃশ্য তাহার সহস্র একত্র হইলেও অদৃশ্যই থাকিবে। অবিভাজ্য জন্য পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ সম্ভবপর নয় কারণ যদি উভয়ের সংযোগের স্থান থাকে

তবে উহা অবিভাজ্য হয় না। পরমাণুসমষ্টির সংযোগাভাবে কোন পদার্থের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না বা তাহা দৃশ্যমান হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি কথার কথা হইল। সাংখ্য ও ন্যায় বহিরাগত উপাদান লইয়া সৃষ্টি বলেন। একজনের উপাদান ব্যাপক অন্যের উপাদান সূক্ষ্মতম, এইমাত্র বিশেষ। অন্যে বাহিরের উপাদান দ্বারা সৃষ্টিতে নানা দোষ দেখেন। উপাদানের স্রষ্টা স্বতন্ত্র হইতেছে। ঈশ্বরেরই বা স্রষ্টা কে? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলে তাহার বাহিরে উপাদান থাকা সম্ভবপর হয় না। কোথায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সৃষ্টি করেন? সে স্থান যদি তাঁহার বাহিরে হয় তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী থাকেন না। কুম্ভকার বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে। তাহার ঘটশরাবাদি পাককালে শিলাবৃষ্টি হইলে সব চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য অনুকূল দৈবের অপেক্ষা করে। ঈশ্বরেরও কি কোন অনুকূল দৈবের অপেক্ষা থাকে? ইত্যাদি দোষ দৃষ্টে এবং ক্ষুদ্র উর্ণনাভ (মাকড়সা) আপনা হইতে উপাদান দিয়া সূত্র নির্ম্মাণে তৎদ্বারা জাল নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বাস করে। বাহির হইতে উপাদান লইয়া সৃষ্টি বলায় যে ঝঞ্ঝাট আসে, তাহার ত্যাগ করাই সঙ্গত। উর্ণনাভের সৃষ্টিও কেহ দোষাবহ বলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, রস ত্যাগের পুর্ব্বে ও পরে উর্ণনাভকে ওজন করিলে তাহার ওজনের হ্রাস বা ব্যয় দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিজন্য ব্যয় হইলে ঈশ্বর অব্যয় থাকেন না। যাহা ব্যয়ধর্ম্মী তাহা মরণশীল হয় সুতরাং ঈশ্বর অমর হন না। উর্ণনাভের জাল তাহার বাহিরে হয়। সৃষ্টি ঈশ্বরের বাহিরে হইলে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন হন এবং যাহা যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা তাহা মরণধর্ম্মী হওয়ায় ঈশ্বর মরণশীল হন। মাকড়সার রস থাকে, তাই তাহা দ্বারা জাল হয়। “চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ” (রামতাপনী উক্ত) পুরুষ হইতে মৃণ্ময় দেহযুক্ত জগৎ বাহির হইয়া আসে বলায় যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা আসে বলা হয় অর্থাৎ অসৎ অভাব বা শূন্য হইতে ভাবোৎপত্তি বলা হয়। ইহা শূন্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন মতবাদীর স্বীকৃত নহে। অব্যক্তা প্রকৃতি অবিদিতা অলক্ষণাজন্য অচিন্ত্যা অনির্ব্বচনীয়া। ব্যক্তা প্রকৃতি ক্ষোভিতা, ক্রিয়াশীলা যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ব্যক্তাদৃষ্টে অব্যক্তার ধারণা হয়। যেমন ঝুনা নারিকেলে নারিকেল ও তাহার শাঁস দৃষ্টে ডাব নারিকেলের জলে নারিকেল ও শাঁস অব্যক্তভাবে থাকা অনুমিত হয়। বটবীজে বটবৃক্ষ অব্যক্ত ভাবে থাকে। নতুবা অভাব বা শূন্য হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। এইজন্য সকল কার্য্যেরই কারণ থাকা স্বীকৃত। কারণে যাহা সূক্ষ্মভাবে অলক্ষিতভাবে থাকে তাহাই কার্য্যে

প্রকটিত হয়। অব্যাকৃতা প্রকৃতি কারণ জগৎ কার্য্য। কেহ কেহ মন বুদ্ধি চেতন থাকা বলেন। মনবুদ্ধি গীতায় ক্ষেত্রের সম্পদ (১৩।৫,৬), প্রকৃতির সম্পদ (৭।৪)। অচেতন ক্ষেত্র সম্পদ বিকার যুক্ত নির্ব্বিকার পুরুষে তাহার স্থান নাই। গী. ১৩।৬ শ্লোকে "ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ" বাক্য আছে। তথায় চেতনা শব্দ চিৎ সংযোগে স্ফুরিত বুদ্ধিবৃত্তিকে চেতনবৎ জন্য চেতনা বলা হইয়াছে। মনবুদ্ধি যে অচেতন, তাহা বিচার দ্বারা জানিতে হয়। যাঁহারা শ্রুতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ জানেন তাঁহাদের "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ঋক্ মন্ত্র হইতে বুদ্ধি চিৎ (তৎ) দ্বারা প্রেরিত হয় ইহাই প্রমাণ। এবং কেন উপনিষদেও মন চক্ষুরাদির প্রেরয়িতা তৎ বলিয়াছেন। যাঁহারা যুক্তিবাদী তাঁহাদের মতে মন অন্যান্য অচেতনবৎ ক্ষণে লয় হয় যেমন সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদিকালে। পরিবর্ত্তনশীলতা অচেতনের ধর্ম্ম। মন এখন ক্রুদ্ধ, মন এখন হর্ষান্বিত, মন এখন কামান্বিত, মন এখন শোকগ্রস্ত, মন এখন লুব্ধ, মন এখন স্তব্ধ ইত্যাদি নানাভাব প্রাপ্ত হয়। মনের এই অবস্থান্তরের দ্রষ্টা আমি চেতন। দৃশ্য মাত্রই অচেতন হয়। এইজন্য মন অচেতন। মন ক্লোরফর্ম দ্বারা আক্রান্ত হইলে নিষ্ক্রিয় লুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহা নিত্য, তাহা চিরই একরূপ থাকে; তাহাতে বহিরাগত উপাধিযোগে কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার কদাপি আসে না। সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। মন ভৌতিক জন্যই তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। মন কখন কখন দুর্ব্বল হয়, বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে পারে না। স্মৃতি বিভ্রম হয়। তখন চিকিৎসকের নিকট যাইলে চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ ও পথ্যবিশেষ সেবন করিতে বলেন। সেই ঔষধ ও পথ্যের সূক্ষ্মাংশ দুর্ব্বল মনের সহ যুক্ত হইয়া মনকে সবল সুস্থ করে। ঔষধ ও পথ্যের সূক্ষ্মাংশ পাঞ্চভৌতিক জন্য মন পাঞ্চভৌতিক। যাহা পাঞ্চভৌতিক তাহা জড় অচেতন। একারণ মন বুদ্ধি অচেতন। ঊর্ণনাভবৎ সৃজনে দোষ দেখিয়া অপরে বলেন অমোঘবাক্ তিনি, তাই তাঁহার বাক্য দ্বারাই সৃষ্টি ঘটে। তিনি বলেন আলোক হউক, শুষ্ক ভূমি হউক, আর অমনি তাহার আবির্ভাব ঘটে যেমন বাইবেলে বর্ণিত। বাগিন্দ্রিয় বিকার, ক্ষেত্রের সম্পদ তাহার নির্ব্বিকার পুরুষে একান্তাভাব। ক্ষেত্র হইতে ধার করিলে পাইতে পারেন। যদি ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করেন তবে সৃজনে ক্ষেত্রের অপেক্ষা আছে। একারণ গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অন্যে বলেন, বাক্য শব্দ,

তাহার কোন রূপ রঙ নাই এইজন্য বিনা উপাদানে সৃষ্টি হয় বাইবেলও বলেন। অন্যে বলেন, না, শব্দ আকাশের গুণ। গুণ দ্রব্য সমবেত থাকে এবং দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ সহ গতাগতি করে। গুণ একাকী বিচরণে অসমর্থ। সুতরাং আকাশাদি পঞ্চভূত সৃষ্টির পর বাগিন্দ্রিয় সৃষ্ট হইলে ভগবান তাহা ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ বলেন, প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি ঘটে। ইচ্ছাও ক্ষেত্রের সম্পদ। মনক্রিয়া জন্য সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটে। মন সহকারী না হইলে ইন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটিতেই পারে না। ইচ্ছা মানসিক ব্যাপার, সুতরাং বৈকারিক মন নির্ব্বিকার প্রভুর সম্পদ না হওয়ায় উহা প্রভুকে প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিতে হইতেছে। শ্রুতিও বলেন "অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রঃ" পুরুষ প্রকৃতি সহকারে ইচ্ছা হইলে সৃজন করিতে পারেন। ইহাতে সৃজন কর্ত্তা প্রভু স্বতন্ত্র হন না। প্রকৃতি-পরতন্ত্র হন। এই দুঃখময় সৃষ্টি তিনি করিতে সঙ্কল্প করেন কেন? তাঁহার কিসের অভাব! পূর্ণ তিনি, নিস্পৃহ। যদি দুঃখময় সংসার তাঁহা হইতে হয় তবে দুঃখের বীজ নিশ্চয়ই তাঁহাতে নিহিত আছে অর্থাৎ তিনি দুঃখময়, আনন্দস্বরূপ নন। মনখানি প্রকৃতি হইতে ধার করায় পুরুষ অধমর্ণ ও প্রকৃতি উত্তমর্ণ ভাবাপন্ন হয়েন। প্রকৃতি এইরূপে পুরুষকে ঋণজালে বদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহাই অব্যক্ত পুরুষের ব্যক্তমধ্য অবস্থা। ইহা শিবগলে সর্প, কৃষ্ণগলে বনমালা, শিবের পট্টরূপ বন্ধনী গৌরীপট্ট। বৈষ্ণবগণের যুগলমিলন। প্রকৃতির আবরণে আর পুরুষ লক্ষিত হন না। প্রকৃতিই দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। ঋ. ১০।১২৯।৩,৪,৫ মন্ত্রে এইটী "তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ" "সতো বন্ধুমসতি" "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ"। Self supporting principle beneath and energy aloft, ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা গীতায় "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"; "প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত। গীতায় সৃষ্টি মায়া জন্য বলা হইয়াছে। উহা ঋগ্‌বেদের অনুসরণেই বলা হইয়াছে। ঋ. ১।৫১।৫ "ত্বংমায়াভিরপমায়িনোঽধমঃস্বধাভির্যেঅধিশুপ্তাবজুহ্বত" ঋ. ৩।৫৩।৮ "রূপং রূপং মঘবা বো ভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাৎ।" ঋ. ৬।৪৭।১৮ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং পরিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ।" ইত্যাদি মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। মায়াবাদ বৌদ্ধগণ হইতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করেন নাই। বেদ হইতেই বৌদ্ধগণ এবং শঙ্করাচার্য্য উভয়েই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদী নহেন। কারণ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত অপাপবিদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহাই

"বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া। যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে" বাক্যে শঙ্করাচার্য্য অনূদিত করিয়াছেন। অদ্বয় অর্থ বৌদ্ধগ্রন্থে গ্রাহ্যগ্রাহকদ্বয়বর্জ্জিতং বলিয়া থাকিলেও তাহা নির্ব্বিশেষকে বুঝায় নাই। ন দ্বয়ং অর্থ দ্বিতীয় রহিতে অদ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়দৃশ্য বস্তু না থাকিলেও অবিদিতা অব্যক্তা থাকেন। অদ্বিতীয় হয় না। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। মায়া থাকিলে অদ্বৈত ভাব থাকে না, দ্বৈত আসিয়া পড়ে। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো" বাক্য যাহা ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন তিনি তাহাতেই আস্থাসম্পন্ন অর্থাৎ মায়া খণ্ডন তৎপর স্থাপন বা মণ্ডন পরায়ণ নহেন। কেহ "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া মায়াবাদ স্থাপন প্রয়াসী বটেন এবং ঋ. ১০।১২৯ "স্বধয়া তদেকং" বাক্যেও মায়াশক্তির স্থিতি দেখেন এবং উক্ত সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে "তম আসীৎ" বাক্যদ্বারা তাহার পোষণ করিতে চাহেন, বলেন অন্য কিছু না থাকিলেও তম ছিল। গীতা যেমন সৎ অতিরিক্ত অসৎকে অভাব বলিয়াছেন (নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ)। তেমনি শঙ্করাচার্য্য জীব জগৎ ঈশ্বর অসৎ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঋ. ১০।১২৯ সূক্তে তমাবরণে আবৃত হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বলিয়া পুনঃ বলিয়াছেন পরমব্যোমস্থ পুরুষ এই বিসৃষ্টি ধারণ করেন না, ইহা তাঁহার অজ্ঞাতেই ঘটিয়া থাকিবে। যেমন চণ্ডীতে গাঢ় নিদ্রাগত বিষ্ণুর শ্রোত্র ও নাভি হইতে দৈত্যদ্বয় ও ব্রহ্মার উৎপত্তি বলিয়াছে অর্থাৎ মহামায়ার মায়ায় গাঢ়নিদ্রিত বিষ্ণু তাহাদের উৎপত্তি জানে না। এইজন্য ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" গীতায় সর্ব্বব্যাপী জগৎ ধারণ করেন না, ইহা ৯।৪-৫ শ্লোকে আছে এবং ৭।৫ শ্লোকে "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" বলিয়াছেন। অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান জগৎ ধারণ করে অজ্ঞান অহঙ্কার বশে। যেমন সিনেমা হলে নানা দৃশ্য দৃষ্ট হয় বস্তুতস্তু নাই তেমনি ব্রহ্মে জগৎ। শ্রুতি রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ।" যেমন রজ্জুসর্পের তনু ও রজ্জুর তনু এক অভিন্ন তেমনি জগতের তনু ও হরির তনু এক অভিন্ন। রজ্জুই যেমন সর্প সাজিয়া বসিয়া থাকে; হরিও তেমনি জগৎ সাজিয়া বসিয়া আছেন। তম বা আঁধারে সিনেমার খেলা ও রজ্জু সর্প দৃষ্ট হয়। তম আবৃত জীব অজ্ঞানবশে জগৎ

দেখিয়া থাকে। মায়াবাদাত্মক শ্রুতি বলেন সৃষ্টি অর্থ নানাত্ব "নেহনানাস্তি কিঞ্চন"। পুরুষ নির্ব্বিকার, তাহা হইতে নানাত্ব লাভ অসম্ভব ব্যাপার। মায়াযোগে নানাত্ব ঘটে। মায়াযোগে পুরুষের নানাত্ব ঘটিলেও স্বরূপের চ্যুতি ঘটে না। যেমন হেমন্তাদি কালে হ্রদ তড়াগাদির জল কমিয়া যায়। উহা অদৃশ্য বাষ্পরূপে বায়ুতে লীন হয়। ঐ বায়ু উপরআকাশে গেলে তথাকার শৈত্য-সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্য বাষ্প বা মেঘাকার হয়। ঐ মেঘে শৈত্যসংযোগে উহা তরল জলরূপে বৃষ্টিধারারূপে পতিত হয়। তৎকালে আরও শৈত্যসংযোগে শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলা হয়। ইহাতে জলের জলত্বের কোন হানি ঘটে না। অথচ নানাত্ব ঘটে। শৈত্য কি পদার্থ? তাপাভাবকে শৈত্য বলে। তাপাভাব কিছু বস্তু নহে, অসৎ অভাব। তেমনি তমসংযোগে পুরুষের নানাত্ব ঘটিলেও স্বরূপের চ্যুতি ঘটে না। তম অভাব জাতীয় "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো।" সৃষ্টি সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ প্রাতিভাসিক মাত্র হওয়ায় উহার নির্ণয় বিষয়ে নানা মতবাদ উক্ত হইয়াছে এবং ঐ সকল মতবাদ বাধিত, পরস্পর খণ্ডিত। যাহা আঁধারে কোন অবিদিত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা মাত্র। যেমন কতিপয় সহরবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি মফঃস্বলে কোন সভা করিতে গিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের রাস্তা বলিয়া সন্ধ্যার পর পদব্রজে আসিতেছিলেন। অগ্রবর্ত্তী যিনি ছিলেন তিনি একস্থানে বলিলেন "ওহে, সাপ সাপ, তোমরা থাম।" সবাই দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক একজন অগ্রসর হইয়া পদার্থটী বিশেষরূপে অন্ধকারেই লক্ষ্য করিয়া একজন বলিলেন, নিকটে পুকুর দেখা যাইতেছে; কেহ জল লইতে জলধারা পড়ায় তাহার একটি ধারার দাগ মাটিতে দেখা যাইতেছে। অপরে বলিলেন, নাহে, সভায় খুব মালার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, কেহ একটি ছিন্ন মালার অংশ ফেলিয়া গিয়াছে। অন্যে বলিলেন, রজ্জুখণ্ড বলিয়া প্রতীত হইতেছে। চতুর্থ বলিলেন, নাহে, উহা কোন ছিন্ন পত্রহীন লতাখণ্ড মাত্র। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আলোকসহ উপস্থিত হইলেন। তাহাতে দেখা গেল গ্রীষ্মে রাস্তা ফাটিয়া গিয়াছে সেই ফাটাল মাত্র। তেমনি দর্শনকার অবিদিতা প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া নানা কথা বলিয়াছেন, অন্য সব মতবাদ খণ্ডিত হওয়ায় শ্রুতির মায়াবাদে সৃষ্টি অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। আঁধারে রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তিবৎ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তি অজ্ঞান আঁধারে ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানালোক আবির্ভূত হইলে উহা লয় হইয়া যায় যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য আলোকসহ নহে। এবম্প্রকারের দর্শনকেই প্রকৃত দর্শন বলা যায়।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত

পুরুষ পুরতি অগ্রে গচ্ছতি ইতি পুর+কুষন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন। পিপর্ত্তি পুরয়তি বলং যঃ সেই পুরুষ। পুরি শয়নাৎ পুরুষঃ। পূর্ণম্ অনেন সর্ব্বম্ ইতি পুরুষঃ। শির পাণ্যাদি আকৃতিমান্ পুরুষঃ নরঃ। পঞ্চজন ও পুরুষ শব্দবাচ্য। নয়তি ইতি নৃ নরঃ। মনুসংহিতায় ১।৩২ বলে,

“দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥”

পুরুষ যিনি অগ্রে গমন করেন এ কথাটী ঈশা উপনিষদে এইরূপ দৃষ্ট হয়। “অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ।” মন ও ইন্দ্রিয়গণ অগ্রে ধাবিত হইয়া ও গিয়া দেখে যিনি চিরই স্থির অচঞ্চল একমেবাদ্বিতীয়ম্ তিনি ইহাদিগকে অতিক্রম করতঃ অগ্রেই যেন গমন করিয়া অবস্থিত আছেন। কেনও বলেন “তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি” বিদিতা প্রকৃতি হইতে অন্য অব্যক্তা অবিদিতা এবং তাহা হইতে অধি অগ্রে স্থিত পুরুষ। ছান্দোগ্য বলেন, সেই পুরাণপুরুষ “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।” চিৎ পুরুষ বল দিয়া পুরয়তি প্রকৃতিকে। চেতন কর্ত্তা হয়, অচেতন কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, অচেতন জড় যাহা তাহা আপনার বলে চলিতে পারে না, চেতনের বলে বলীয়ান হইয়া গমনশীল হয়। যেমন ইঞ্জিন, ঘড়ি, মটর, প্লেন ইত্যাদি। দেহ সংঘাত ও জড়, চেতনের বলেই পরিচালিত হয়। জড় মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ চেতন দ্বারাই চালিত হয়। কেন উপনিষদে এইটীই প্রশ্ন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রেও “ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ” বাক্যে পুরুষকেই বুদ্ধির পরিচালয়িতা বলিয়াছেন। নবদ্বারে পুরে দেহী অবস্থান করেন। মুণ্ডকে “দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।” সর্ব্বব্যাপী জন্য পুরুষ অচল। “ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।” যখন নিষ্কল অশরীর পুরুষ দেহবানিব অজ্ঞান জনগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হন, তখন নরাকার শিরপাণ্যাদি বিশিষ্টই যেন হন। যেমন তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে পঞ্চম অনুবাকে “স বা এষ পুরুষ বিধ এব।” বৃ. আ. ৪।২।৩ “অথৈতদ্ বামেঽক্ষণি পুরুষরূপং এযাস্য পত্নী বিরাট্।” ভাগবতপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে “মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥”৫ “এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূপাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ। নাভিঃ সূর্য্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণে দিশঃ

প্রভোঃ ॥”৬ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের নাম পুরুষসূক্ত। নারায়ণ ঋষি, পুরুষ দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২
এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরঃ ॥৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃসামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসিজজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়ত ॥৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরূপাদা উচ্যেতে ॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষংশীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহনাকং মহিমানঃ সচন্তযত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬

এই সূক্তে সৃষ্টি বর্ণিত। দ্বৈতবাদের ঘটনা কিম্প্রকারে ঘটে তাহাই সূচিত। বেদোক্ত অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার গন্ধ দ্বৈত বাদীর অসহ, অথচ স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার পুরুষের বিকার ঘটনরূপ অঘটন ব্যাপার ব্যতীত দ্বৈতস্থাপন সম্ভবে না। এই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তের দেহে বন্ধন ব্যাপার সম্পাদনই দ্বৈত বলিয়া অভিহিত। "সতো বন্ধুমসতি" ঋ. ১০।১২৯।৪ দ্রষ্টব্য। কি প্রকারে অসম্ভবের সম্ভব ঘটে, তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। এক স্থানে সংক্ষেপে বলিয়াছেন, একই প্রাণ বা ব্রহ্ম বা তৎ ছিলেন। তিনি অধ্যর্ধ হইলেন অর্থাৎ উপচীয়মানবৎ প্রতীত হইলেন। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম।" তৎপর প্রাণ ও অন্ন দুই দেবতা হইলেন। "ততোঽন্নমভিজায়তে।" তৎপর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন দেবতা হইলেন। প্রাণ ধামাচাপা পড়িলেন। যেমন ঋগ্বেদে বলিয়াছেন—"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ। Self supporting principle beneath and energy aloft. ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিনই অন্নের বিকার, ইহা গীতায় ১১।১৫ শ্লোকে দেবদেহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই তিন দেবতা ত্রিগুণা প্রকৃতিই বটে। পূর্ব্বমীমাংসা যেমন বলেন, কর্ম্মফলে অপূর্ব্বের সৃষ্টি হইয়া স্বর্গে মোদতে ইহাই কৃতকৃত্যতা। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোক। তমে মনুষ্যলোক (ইহলোক), রজে অন্তরিক্ষলোক ও সত্ত্বে দ্যোলোক। মনুষ্যলোক পুত্রদ্বারা জয় করিতে হয়। পিতৃলোক (অন্তরিক্ষ) কর্ম্মদ্বারা জয় করিতে হয় এবং দেবলোক (দ্যৌ) বিদ্যা (দেবতাবিষয়কজ্ঞান) দ্বারা লভ্য। গীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও বলে "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ॥ তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে। রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।" যাহা লভ্য তাহাই চিন্তনীয়, তাহারই ধ্যান, তাহাই জীবন। কপিল, গৌতমাদিও সৎ উপাদানে সৃষ্টিপ্রয়াসী, প্রকৃতিই তাঁহাদের সেব্য। ষট্ পদার্থ, ষোড়শপদার্থ বা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ব দুঃখের শান্তি ঘটে। পুরুষ অব্যবহার্য্য অকর্ত্তা তৎচিন্তনে ব্যর্থ সময় নষ্ট। তৎপর বৃ. আ. বলিলেন ছয় দেবতা। তিন লোক ও তিন অগ্নি। পার্থিব অগ্নি, অন্তরিক্ষে বায়ু অগ্নি ও দ্যৌ লোকে সূর্য্যাগ্নি। "একো

হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ” শ্রুত্যুক্ত যে ভরতাগ্নি (রুদ্র) তিনি লোক- ত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাত্রয়রূপে স্বীকৃত হইলেন। উক্ত উপনিষদের অন্যত্র আছে আত্মা একা ছিলেন তাঁহার ভয় হইল। অভয়ের ভয় বড় সুন্দর কথা। “দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।” দ্বৈতে ভয় অদ্বৈতে আনন্দ অভয় নিশ্চয় করিয়াও একাকী “ন রমতে স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।” ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ বিকার ক্ষেত্রের সম্পত্তি তাহার নির্ব্বিকার পুরুষে একান্তাভাব এইজন্য ক্ষেত্র হইতে ইচ্ছাটি ঋণ গ্রহণে ঋণজালে জড়িত হইয়া নিত্য মুক্ত পুরুষ বন্ধন দশা প্রাপ্তে দ্বিতীয়ার্থ ইচ্ছা করিলেন। “সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।” ইহাই অধ্যর্ধ অবস্থা বা অকায় নিত্য পুরুষের দেহের বৃদ্ধি প্রাপ্তি, নির্ব্বিকারের বিকার প্রাপ্তি ঘটন। “স আত্মানং দ্বেধা পতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।” তিনি আপনাকে দুই ভাগ করিলেন। পতি ও পত্নীরূপে বিরাজিত হইলেন। বৃ. আ. অন্যত্র আছে, ইন্দ্র দক্ষিণাক্ষি পুরুষ এবং বামাক্ষি পুরুষ রূপ বিরাট তাঁহার পত্নী। এখানে অর্দ্ধ নারীশ্বর অবস্থা একই দেহে দুই ভাগ। তাহাতে দ্বৈতবাদীর সর্ব্বপ্রকার ইষ্টসিদ্ধি ঘটে না এইজন্য শ্রুতি বলিলেন পতিপত্নীশ্চ অভবতাম্। এখন উভয়ের সংযোগে বিশ্বাণ্ড উৎপত্তির আর ব্যাঘাত নাই। অষ্টাদশ পুরাণমধ্যে কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই রাধার নাম মিলে। সেই রাধাকৃষ্ণের মিলনফলে রাধা এক বিশ্বডিম্ব প্রসব করেন। ব্র বৈঃ প্রকৃতি. খণ্ডে ২ অধ্যায়ে ৪৭-৫০ শ্লোক, “অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্‌গর্ভং দধার চ। সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্॥” প্রকৃতি সৃষ্টি করে রজোগুণে, রক্ষা করে সত্ত্বগুণে এবং ধ্বংস করে তমোগুণে। তিন গুণের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র। ভূঃ স্থুল ভূত মর্ত্ত্যলোক। ভুবঃ তৈজসসূক্ষ্মপিতৃঋষিগণের লোক। স্বঃ দেবস্থান। ইহার পর আর নাই। ইহা দ্বৈতবাদ। এইজন্য গীতায় “ভুতানি যান্তি ভূতেজ্যা পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্‌ভক্তা যান্তি মামপি॥” বলিয়া প্রকৃতি পুজনের নিন্দা করিয়াছেন। অসম্ভূতি (প্রকৃতি) ও প্রকৃতিজাত সম্ভূতি উপাসনার নিন্দা ঈশা উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। রাম পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে রাম পর ব্রহ্ম, “রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥” “চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা”॥৭ ঐ চতুর্থ খণ্ডে “উৎপন্নঃ সীতয়া ভাতি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া যথা। প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ॥” রাম উত্তরতাপনীয়ে “সা সীতা ভবতী জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।” শ্বেত ৪।১৮ “যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন

চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" (মাণ্ডূক্যে) "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। "জীব এব কেবলঃ শিবঃ" এই সকল শ্রুতিবাক্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বকেই শিব বলা হইয়াছে। এইজন্য রাম রহস্যোপনিষদে রামের রূপ বলিয়াছে "রামং ত্রিনেত্রং সোমার্দ্ধধারণিং শূলিনং পরম্। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দিনমুপাস্মহে।" ৩২। সীতা অব্যক্তা প্রকৃতি তাহা বর্জ্জনে রামস্বরূপে স্থিত হন ইহাই রামায়ণে বর্ণিত। রামায়ণ সীতাকে ভূজাতা বলিয়াছে। ভূজাত যাহা তাহা মায়িক জানিয়া ত্যাগযোগ্য হয়। যে জন্য ঈশা উপনিষদে "ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বলিয়া "তেন ত্যক্তেন (ব্রহ্মানন্দ) ভুঞ্জীথা" বলিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্তের অনুবাদ এই—

১। পুরুষ সহস্র মস্তক সহস্র চক্ষু সহস্র পদযুক্ত, ভূমি সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্থিত। যাহা দশ অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশিত দশদিশাস্থ তাহা অতিক্রমে স্থিত।১। এখানে সহস্র শব্দ অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে একটী মন্ত্র আছে ৩।৩৭।৯ "ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যাতে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে।" দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব নর ও তির্য্যগ্ আদি পঞ্চজনের যত ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ঐ সকলের ব্যবহার একা ইন্দ্রই করিয়া থাকেন। এইজন্য ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষও বলে। অনন্ত প্রাণী দেহে যত ইন্দ্রিয় হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ইন্দ্রেরই মস্তক হস্তপদাদি অর্থাৎ সর্ব্বদেহে একা ইন্দ্রেরই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা। তদ্ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বোদ্ধা নাই। বৃ. আ. ৩।৮।১১ ও ৩।৭।২৩ দ্রষ্টব্য। গীতায়ও বলে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অভেদ স্থাপিত।

২। পুরুষই এই বর্ত্তমানে কিংবা ভূত ভবিষ্যতে দৃষ্ট দৃশ্য প্রপঞ্চ, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। তিনি অমৃত (দেবগণের) নিয়ন্তা। অন্ন (মায়া) কে বশীকৃত্য জগৎরূপে ব্যক্ত হন। অথবা যজ্ঞীয় অন্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত দেবগণের শাসয়িতা। অথবা অব্যক্তা প্রকৃতির পর পুরুষ। অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ।

কঠ উপনিষদে বলে "অন্যত্র ধর্ম্মাদ্ অন্যত্র অধর্ম্মাদ্ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্ বদ॥" এবিষয়ে একটি শ্লোক আছে—"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ। ইতি যস্য মতিঃ পরমার্থগতিঃ। স নরো ভবসাগরাদুদ্ধরতি॥" ইহাতে রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের তনু ও রজ্জুর তনু যেমন অভিন্ন তেমনি হরিতে দৃষ্ট জগতের তনু ও হরির তনু অভিন্ন হওয়ায় সৃষ্টি বিবর্ত্তবাদে বলা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন "ইন্দ্রো

মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” (ঋ ৬।৪৭।১৮)। তেমনি মায়া যোগে জগৎ সংসার।
গীতায়ও বলে “তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।” মায়া বা দুঃখ-
সংযোগে জগৎ সংসার তার বিয়োগে জীব ও পরমের একতা সাধিত হয়।
নতুবা শ্রুতিবিরোধ অনিবার্য্য।

৩। তাহার এতাদৃশ মহিমা। ইহা হইতেও তিনি বৃহত্তর। অর্থাৎ তাঁহার
মহিমা অপার। তাঁহার তম আবৃত ব্যক্তমধ্য এক পাদে এই বিশ্বভুবন ও তৎস্থিত
জীবাদি, অন্য ত্রিপাদ যাহা অমৃতস্বরূপ তাহা দিব্-লোকে স্থিত। অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে
দৃষ্ট হয় না। ছান্দোগ্য ৭।২৪ “স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি
যদি বা ন মহিম্নীতি।” “ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ” তমাবৃত একপ্রদেশ। অর্থাৎ মায়া
দিতি খণ্ড, পুরুষ অদিতি অখণ্ড। সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ পুরুষ, তথায় তম প্রকাশের
একত্রাবস্থান অসম্ভব। ঋ. ১।৮৯।১০ “অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা
সপিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।”

৪। তাঁহার সেই ত্রিপাদ মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি মায়াস্পর্শের
বহির্ভূত উর্দ্ধে স্থিত। ইহাই অস্পর্শ যোগ বলিয়া মাণ্ডূক্যের কারিকায় উক্ত।
মায়া শবলিত একপাদ, ইহারই জন্য ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি ঘটে।
সেই মায়াক্রান্ত পাদেই দেব নর তির্য্যকাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হন। অশনা
(অন্নপানাদি ভোক্তা) যুক্তজীব ও অশনা রহিত (জড়রূপে) তিনিই সর্ব্বত্র
স্থিত। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। কেহ যদ্যপি
অশরীর ব্রহ্মদেহে অলক্ষিতভাবে মায়া থাকে বলেন, যেন তাহা ব্রণবৎ,
লোমকূপে মলবৎ বা সূক্ষ্মকণ্টকবিদ্ধবৎ। ইহা শ্রুতি অকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম-
পাপবিদ্ধং বাক্যে নিষেধ করতঃ বসিয়া আছেন।

৫। যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর হিরণ্যগর্ভরূপে স্থিত তিনিই সমষ্টি স্থূল দেহে
বিরাট রূপে প্রকট হন। ব্যষ্টি জীব পরিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়। ভূমি
সৃষ্টির পশ্চাৎ জীবদেহরূপ পুর উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তিনি
সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে ব্যক্ত হন। এখানে শুদ্ধ চৈতন্য, ঈশ্বর
চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য ও বিরাট চৈতন্য অবস্থা চতুষ্টয় দেখান হইয়াছে।

৬। দেবগণ পুরুষদ্বারা প্রেরিত হইয়া হবিদ্বারা যে যজ্ঞ বিস্তার করেন,
তাহাতে বসন্ত ঋতু আজ্য, গ্রীষ্ম ইধ্ম সমিধ, শরৎ হবি ছিল। হবি অর্থ মনু
বলেন, “গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গস্তিলাঃ যবাঃ। সামুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈব
প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে।”

৭। মায়ামল হইতে অগ্রে জাত পুরুষকে কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষিত করতঃ দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ সেই যজ্ঞ যজন করেন। সৃষ্টিযজ্ঞ, পালনযজ্ঞ, সংহারও যজ্ঞ।

৮। সেই যজ্ঞ হইতে সর্ব্বহুত সংভৃত সুরক্ষিত হইয়া আজ্য বায়ব্য আরণ্য ও গ্রাম্য পশু সব সৃজন করেন।

৯। সেই যজ্ঞ হইতে সর্ব্বহুত ঋক্, সাম, যজু ছন্দসকল উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

১০। তাহা হইতে অশ্ব, গো, অজ, বয় উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা উভয় হইতে অন্য, উদ্ভিজ্জ, তাহাও উৎপন্ন হয়।

১১। পুরুষ যে দেহ ধারণ করেন তাহা কি প্রকার কল্পনাপ্রসূত? তাঁহার মুখ কি? উরু কি? পাদ কি? ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানর বর্ণনায় কেকয়রাজ অশ্বপতি বলিয়াছেন আস্য আহবনীয়ঃ। পৃথিব্যেব পাদৌ। সংদেহো বহুলো আকাশ দেহ।

১২। ব্রাহ্মণ ইহার মুখ, রাজন্য বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পাদ হইয়াছিল। কেন এইরূপ বৈষম্য সমরস ব্রহ্ম হইতে আসিবে তাহার জবাব নাই। অগ্নি ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রাদি ক্ষত্র, গণদেবগণ বৈশ্য ও পুষণ শূদ্র এমন বৃ. আ. ১।৪।১১ মন্ত্রে আছে। অগ্নি মুখের, ইন্দ্র বাহুর দেবতা গণদেবগণ মধ্যে বিষ্ণু আদিত্যগণভুক্ত পাদের দেবতা।

১৩। চন্দ্রমা মন হইতে জাত। চক্ষু হইতে সূর্য্য হইল। মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিল।

১৪। নাভি অন্তরিক্ষ, শির দ্যৌ, পাদভূমি, দিক্ শ্রোত্র ও লোকসকল কল্পনা করিলেন। ভাগবতপুরাণে ২।৫।৩৮ বলে "ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ। গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ। মূর্দ্ধাভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ। তৎকট্যাঞ্চাতলং বিতলং বিভোঃ॥" ইত্যাদি

১৫। ইহাতে সপ্ত আস্য, ত্রি পরিধি ও সপ্ত সমিধা ছিল, সেই যজ্ঞে যাহাতে দেবগণ পুরুষ পশুকে বন্ধন করতঃ সৃষ্টি বিস্তার করেন। "জীব এব কেবলঃ পশুঃ। সতো বন্ধুমসতি।" জীবরূপী পশুকে সংসার অনলে আহুতি দেয়। সপ্ত আস্য উত্তমাঙ্গস্থ সপ্ত ছিদ্র। জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি বা। সাতজন ঋত্বিক্। যেমন বৃ. আরণ্যকে সপ্ত বিষয় সমিধঃ। ছান্দোগ্যে বিরাট বৈশ্বানর সপ্তাঙ্গ। ত্রিপরিধি তিন গুণ। তিনবেদী মু ২।১।৮ দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞপুরুষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবগণ যজ্ঞ করেন তাহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান ; তেমন যজ্ঞ করিলে পূর্ব্বে সাধ্যগণ যেমন স্বর্গে মহিমান্বিত ছিলেন, সেইরূপ মহিমা লাভ করে।

মানুষ কল্পনা করে তাহার দেবতা তাহারই মত হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইবে। তবে উপাসক অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ আর তার দেবতা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষণসমর্থ সেইজন্য পুরুষবিধাতা। দেবগণ সৃষ্ট হইলেও অমর বলিয়া গণ্য হন। যাহা উৎপত্তিমান তাহা বিনাশশীল হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদী তাহা মনে করেন না, করিলে দ্বৈত থাকে না। দ্বৈতবাদী মনে করেন, জগৎ সংসার নিত্য, জীব নিত্য দাস। দাসত্বেই তাহার বড়াই। অনাদি সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য। অনাদি বলা কেন? যদি আদি থাকে তবে বৈষম্য কর্ম্মফলে বলা চলে না। প্রথম সৃষ্টিকালে স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ না থাকায় কেহ দেব, কেহ দৈত্য, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইবে কেন? নির্দ্দোষ সম হইতে বৈষম্য আসিতে পারে না। বৈষম্যের বীজ তাঁহাতে নিহিত থাকিলে তিনি পরম কল্যাণাস্পদ হইতে পারেন না। স্বর্গ নরক, পৃথিবী ও বৈষম্য জন্যই ঘটে। ত্রিগুণা মায়াকৃত সৃষ্টি যাহা বেদ ভনে তাহা স্বীকার করিলে সৃষ্টি প্রতিভাসিক হয়। স্বপ্নরাজ্য কেহ চায় না। পুরুষের একপাদে বিশ্বভূতগণ অর্থাৎ তাহাতে দুঃখময় সংসার বীজ লুক্কায়িত থাকে। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্চতে" বলিয়া ব্যাখ্যান দিয়াছেন। সেইটি নরাকার পুরুষবিধ যাহাকে ক্ষেত্র বা দেহ বলা যায় তাহা যদি কূটমায়া হয় তবে তাহাতে স্থিত জীবাত্মা অক্ষর হয়। আত্মার কখন ক্ষরণ নাই। "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি"। ছা. ৩।১৭।৬। সুতরাং ক্ষর পঞ্চভূত ও তৎজাত করণগণ সংযুত সংঘাত হইবে। বিরাট দেহই ক্ষর যাহাতে বিশ্বস্থিত। যাহা "মায়াত্মৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ" নির্ম্মিত ভা. পু. ১২।১১। মূল প্রকৃতিই ক্ষর, যাহা গীতায় (৭।৪) অপরা প্রকৃতি বলিয়া উক্ত। আর পরা প্রকৃতি অক্ষর। এই ক্ষর নরাকার দেহে অক্ষর জীবাত্মা বাস করে। এইজন্য নরাকার দেহকে পুরুষবিধ বলা হয়, এইজন্য পুরুষ বলিয়াছে। এবং পুরী শয়নাৎ জীবাত্মা পুরুষ বটেন। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ পুরুষোত্তম। পুংকে পুরুষ বলে যেমন মনু বাক্যে উক্ত। "স্তনকেশবতী নারী লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। এতদুভয়ান্তরং যস্ত স নপুংসকম্ ইতি স্মৃতঃ॥" বৃহদারণ্যকে উক্ত পতিপত্নী ভাবেও এইটি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকের বাম অক্ষিস্থ পুরুষরূপ অস্ত

পত্নী বিরাট বাক্যে পুরুষ নরাকার মাত্র বুঝাইতেছে। কেবল নরাকারেই পুরুষ আছেন, খগ, ভূচর, জলচরাদি জন্তুগণে পুরুষ নাই ইহা তাৎপর্য্য নহে। নর জন্তু মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহার গ্রহণে সর্ব্বপ্রাণীজাত গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন কঠ উপনিষদে ইহা "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবতি ওদনঃ॥" বাক্যে সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহার ওদন ইহা গৃহীত হয়। যাঁহা দ্বারা সব পূর্ণ তিনিই আছেন তিনিই পুরুষ। অন্য সব পুরুষভাব চিরস্থিতিশীল হয় না। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতরে ৩।৬ প্রার্থনা রহিয়াছে "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।" এখানে পুরুষ জীবভাবস্থ কূটস্থ পুরুষ। জীবভাব নাশশীল। জীবাত্মা নাশবান নহে। দেহনাশে জীবভাবের অবসান ঘটে। দেহনাশ অর্থ মায়ার আবরণের অপসরণ। তাহা ছান্দোগ্যে ৬।১১।৩ "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।" বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে তাহারাও জীব। অন্তর্যামিত্ব চিন্তনে সর্ব্বপ্রাণী সাধারণেই উহার স্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। পুরুষ ও জীবাত্মার একতা বিধানই বেদান্তের বিষয়। "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" বাক্যে সর্ব্বব্যাপীই গৃহীত। অনীশ জীবভাব অজ্ঞান জন্য কল্পিত। জগৎও কল্পিত। ক্ষর পুরুষ জগৎ। জীবে অক্ষর পুরুষের পুরিশয়নের এবং পুরুষোত্তমে পূর্ণং অনেন সর্ব্বং ইতি বাক্যের সার্থকতা। পুরিশয়নে কূটস্থ পুরুষের অন্তর্যামিত্ব এবং পূর্ণতায় সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রদর্শিত। কূটমায়াতে স্থিত হইলে দ্বৈত। কূট অপগতে অদ্বৈত।

শক্তি

শক্+ক্তি প্রত্যয়ে শক্তি শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা গুণবাচক শব্দ। গুণ গুণীতে থাকে। শক্তি তেমনি শক্তিমানে থাকে। যাহাকে লৌকিক ভাষায় বল বা সামর্থ্য বলে তাহাই শক্তি। শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া শক্তি একাকী বিচরণশীলা হয় না। শক্তিমানের শক্তি ত্যাগ হইলে তাহার অস্তিত্বই থাকে না। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি বর্জ্জিত হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব লোপ হয় অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান সহ অভেদে থাকে। শ্বেতাশ্বতর ১।৩ মন্ত্রে "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ অর্থ ত্রিগুণা প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যভাব জন্য অবিদিতা অলক্ষণা অপ্রকেতাবস্থা। দেবতার আত্মশক্তি আপনার দেহস্থ শক্তি যাহা দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি নাশ ঘটে। কেহ কেহ বেদান্তসূত্রের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যানে জন্ম আদ্যস্য যতঃ বলিয়াছেন অর্থাৎ আদ্যাশক্তির জন্ম দেখিয়াছেন। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণের নাভিদেশ

হইতে রাধার উৎপত্তি বলিয়াছেন। নারদ পঞ্চরাত্র প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫৫-৬০ শ্লোকে পার্ব্বতী উবাচ—"তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে। মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা ॥ ৫৫ মহাদ্বিষ্ণোশ্চ মাতাহং বিশ্বানি যস্য লোমসু। রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী ॥"৬১ বলিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে" বাক্য দৃষ্ট হয়। এই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ও তাহা হইতে অন্নোৎপত্তি বেশ সহজলভ্য বটে। বৃ. আ. এই বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বা অধ্যর্ধ অবস্থায় কতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন "সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স্ব আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" এখানে শক্তির বৃদ্ধি হইয়া তাহার বহিরাগমনে দ্বৈত ঘটায় নাই। অকায় স্বেচ্ছায় কায়াদ্বয় হইলেন। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তদুৎপত্তি বলা আর শূন্য হইতে উৎপত্তি বলা একই কথা অর্থাৎ একটা অঘটন না ঘটিলে দ্বৈত দাঁড়ায় না। অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া যদি ঘটায় বল তাহাও দ্বৈতবাদী সহনসমর্থ নহেন। বৃ. আ. বলেন "একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ" "সহৈতাবানাস" ইত্যাদি। ইচ্ছা করিলেন দ্বিতীয় হউক, কেন না একাকী ন রমতে। একা রমণ হয় না। গীতায় ৩।৬ শ্লোকে ইচ্ছা বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ বলে অর্থাৎ ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হইয়া দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। শ্রুতিবাক্যই একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রমাণ। সেই শ্রুতিতেও বলেন "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্য ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" তাঁহার মন প্রাণ নাই। অথচ স ঐক্ষত বহুস্যাম্। মন প্রাণ বাক্ আদি প্রকৃতি বা ক্ষেত্রের সম্পদ। গী. ৭।৪ গী. ১৩।৫-৬। সুতরাং ইক্ষণ কার্য্য বিকার-প্রকৃতি হইতে মন বাক্ প্রাণগ্রহণান্তর বিকৃতি প্রাপ্তে ঘটিয়াছে, তৎপর বহু হইবার জন্য দ্বিতীয়ের ইচ্ছা করিলেন। গ্রহণ ব্যাপার দান গ্রহণে, ঋণগ্রহণে, বলপূর্ব্বক গ্রহণে বা বলবানের বলভয়ে গ্রহণে ঘটিতে পারে। প্রকৃতি কালীমূর্ত্তিতে যেমন উত্তমর্ণভাবে অধমর্ণ শুভ্র পুরুষকে পদানত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে অধমর্ণ আর দৃষ্টিপথে আইসে না। অন্নপূর্ণা অধমর্ণকে মন বাক্ প্রাণরূপ অন্ন দিতেছেন। ভিখারী তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এখানেও ভিখারীর পুজা হয় না, ভিখারী চিন্তার বিষয় নহে; সুতরাং অধমর্ণ ঋণপাশে জড়িত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত, যেমন শিবগলে বিকৃতিমায়া সর্পের বন্ধন দৃষ্ট হয়। তম সমাগমে নির্ব্বিকার সৎ এবংপ্রকারে বিকৃতিদশায় উপনীত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তের এই প্রকার অসম্ভব বিকারপ্রাপ্তি দ্বৈত্যবাদীর কাম্য। নতুবা দ্বৈত ঘটে না। ইচ্ছা শক্তি জন্য ক্রিয়াশক্তি বা সৃজন

পালন সংহার শক্তির বিকাশ ঘটিতেছে। বিজলী আলোক, উত্তাপ দেয় ও ক্রিয়াশীল হইয়া ইঞ্জিনাদি চালিত করিলেও অচেতন। চেতন ব্যতীত অচেতন কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। পরিচালয়িতা চেতন হইবেন। প্রকৃতি অচেতন। চেতন দ্বারা চালিত হইয়া ক্রিয়াশীলা হয়। যে চেতন চালায় তাহার পরিচালনা ব্যাপার শক্তিকৃত বলা হয়। সুতরাং চেতনে ক্রিয়াশক্তি নিহিত আছে। চেতন নিষ্ক্রিয় তাহাতে ক্রিয়াশক্তি থাকা বলা দুরূহ ব্যাপার। নিষ্ক্রিয় শবদেহ ক্রিয়াশীল হয় না। বাহির হইতে আগত উপাধিযোগে সক্রিয়তাবৎ প্রতীত হয়; যেমন মৃত মণ্ডূকে বিজলী প্রয়োগে ক্রিয়াশীলতা দৃষ্ট হয়। এইজন্য শবারূঢ়াং বলিয়া কালী বর্ণিতা। নিষ্ক্রিয় পুরুষ শবস্বরূপ নিষ্ক্রিয়। চণ্ডিতে উত্তম চরিত্রে অষ্টশক্তি ইন্দ্রাদি দেবদেহ হইতে পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইলেও মূলকারণ সর্ব্বদেবদেহাধার দেবী দেহে লীন হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দেবত্রয় কার্য্য ব্রহ্মের সৃজন পালন ও সংহার শক্তিত্রয়ের কল্পিত রূপ মাত্র। যেজন্য অজের অ, উপেন্দ্রের উ এবং মহেশ্বরের ম এই তিন আদ্যঅক্ষর মিলিত ওঁকার কার্য্য ব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ এই তিন দেবতা শক্তিত্রয় জন্য কার্য্য ব্রহ্মে একীভূত হয়। চণ্ডীর তৃতীয় চরিত্রে দেবীদেহ হইতে কৌষিকী বহির্গত হইলে দেবীদেহ কৃষ্ণবর্ণ কালিকারূপে হিমালয়ে রহিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শক্তির শক্তিমানের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতিই বিচিত্রতা, অঘটনঘটন। চণ্ডীতে দেবীকে মহামায়া বলিয়াছে। সুতরাং অঘটন ঘটনে আপত্তি নাই। দ্বৈতবাদপূর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ হইতে জাত এবং কৃষ্ণসঙ্গতা হওয়ায় বিশ্বাণ্ড প্রসব করেন এমত বর্ণিত আছে। রাধা হ্লাদিনী শক্তি। যেমন একই বিজলী light, heat, force, magnetism রূপে প্রকাশ পায় তেমনি একই শক্তি সর্ব্ব কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। ত্রিগুণা মায়াকে পুরুষ-শক্তিরূপে কল্পনা করতঃ তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি নাশ করিতে বাধা নাই। গীতায় ব্রহ্মার দিনে অব্যক্তা হইতে বিশ্বের ব্যক্ত হওয়া ও রাত্রিতে অব্যক্তায় লয় হওয়া বলিয়াছে। গীতা ৩।৩০, ৩।২৭ শ্লোকে বলে প্রকৃতি সব সৃষ্টি করে, সৎ পুরুষ অকর্ত্তা এবং প্রকৃতি অসৎ, "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" গী. ২।১৬ শ্লোকে "নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" বৃ. আ. ১।৩।২৮ মন্ত্রে "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়" বাক্য হইতে অসৎ, তম, মৃত্যু এককেই লক্ষ্য করিয়াছে। অব্যক্তায় লয় হয় জন্য অব্যক্তা মৃত্যুস্বরূপ। অসৎ জন্য অবিদ্যমান, তম জন্য প্রকৃতি বা মায়া। ঋ. ১০।১২।৯।৪ মন্ত্রে অসৎ তমাবরণে আবৃত হওয়ায়

সতের বন্ধন বলিয়া উক্ত। উহার দ্বিতীয় মন্ত্রে মহাপ্রলয় বর্ণনা করিতে গিয়া "ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ আসীৎ প্রকেতঃ" বাক্যে অসৎ তম বা মৃত্যু ছিল না, সুতরাং তমাচ্ছন্ন অমৃত দেবতাও ছিলেন না এবং কালও ছিল না বলিয়াছে। তম বা মৃত্যুর মৃত্যু হয়। গরলাশী মায়া ও তৎকার্য্যরূপ বিষ পান করেন। "মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" রাহুচ্ছায়াবৎ মায়া আসে যায়, থাকে না। জগৎও আসে যায়, থাকে না। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী জন্য ব্রহ্মাশ্রয়ে মায়ার স্থিতি বলিতে হয়। ব্রহ্মের বাহিরে স্থানাভাব। কোটীসূর্য্যসমপ্রভ স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্মেও তমপ্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নয়। মায়া অকায়ব্রহ্মদেহে অলক্ষিত ভাবে থাকেন, যেমন সূক্ষ্ম স্নায়ুতে ব্রণের স্থিতি বা লোমকূপে মলের স্থিতি বা পদনিম্নের পুরু চর্ম্মে সূক্ষ্ম কণ্টকের স্থিতি তদ্বৎ কেহ বলেন। "শ্রুতি অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" বাক্যে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বেদ বলিলে কি হয়? বেদবহির্ভূত সৃষ্টি নিত্য, জীব নিত্যদাস ইত্যাদি বাদের অবতারণা করিয়া দর্শনকর্ত্তারা আপনাদিগকেও বঞ্চনা করেন, অন্যকেও বঞ্চিত করেন। চণ্ডীতে ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাশক্তি মহামায়া নিদ্রারূপিণী বিষ্ণুর নেত্র ত্যাগে বাহিরে চলিয়া আসেন। অথচ "সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমস্ততে" বাক্যে এই শক্তিকে নারায়ণের শক্তি বলা হইয়াছে। শিবশক্তিও বলে। শক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়। শক্তিহীন ব্যক্তি কর্ম্মে অপারগ হয়। শক্তি মহামায়া হইলে পুরুষ হইতে অন্যও অসৎ হয়। মায়ার শক্তি পুরুষে প্রবিষ্ট ইব প্রতীত হয়। নিষ্ক্রিয় পুরুষে শক্তি থাকা নিষ্প্রয়োজন। মস্তিষ্কের শক্তি সব দেহে সমান নহে। উহা কর্ম্মফলে লভ্য। যেমন বোনাপার্টিরা তিন ভাই নেপোলিয়নের মত শক্তি অন্য ভ্রাতারা পান নাই কেন? কর্ম্মফলে শক্তি হইলে শক্তি কর্ম্মাত্মক, অচেতন। কেন না, কর্ম্ম অচেতন, তার ফলও অচেতন। ইহাতে প্রকৃতিই শক্তি হইতেছেন। চণ্ডীতে বিষ্ণু জগৎকারণ। তৎ দেহে মহামায়া প্রবিষ্ট হইলে সৃষ্টি বিষ্ণুর অজ্ঞাতে ঘটে। দৈত্য ও দেব মায়াশক্তি বা কারণসলিল যাহাতে বিষ্ণু শায়িত তাহা হইতে জাত। "সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং" পুরুষের কর্ণমল ও নাভিস্থ কমল বা জল মল বহিরাগত উপাধি বটে। মায়া শক্তিরই মল। তাহাতে শক্তি মায়িক। পুরুষ সহ সংস্রবশূন্য। যেজন্য গীতায় ১৩।৩০ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স

পশ্যতি ॥” শ্রুতি বলেন, পুরুষ “অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি।” তাহার চ্যুতি ঘটে না। নির্ব্বিকার চিরই নির্ব্বিকার। তমাবরণেই আবরণ শক্তিরূপ উপাদান ও বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়াফলে সৃষ্টি ঘটে। গী. ১১।১৫ শ্লোকে বিরাটদেহে বিশ্বজগৎ। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোকবাসিগণ সেই দেবদেহে দৃষ্ট হয়। দেহী সহ তাহার সংস্রব নাই। বড় জোর তিনি সাক্ষী মাত্র। “পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষ সঙ্ঘান্। ব্রহ্মানমীশংকমলাসনস্থংঋষিংশ্চ সর্ব্বানুরগাশ্চ দিব্যান্॥” মায়ার অবস্থিতি ব্রহ্মে হইতে পারে না। নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। তম, মায়া থাকিলে অখণ্ডৈকরস থাকেন না। ভেদযুক্ত হন। ব্রহ্মের বাহিরেও স্থান নাই। এইজন্য ভাগবতপুরাণে নানাস্থানে বলিয়াছে “অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো” সেই মায়া। “অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োঃ” ১১।২।৩৮। দ্বৈতস্থাপনার্থ শক্তি কল্পিত। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অচল নিষ্কল নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার সৎ। সৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে না বা হয় না। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এইজন্য শ্রুতি ঋ. ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” বলিয়াছেন। মায়া সম্বন্ধে ভাগবতপুরাণে ২।৯।৩৩ শ্লোকে বলে “ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥” যাহা নিষ্প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মায় থাকা প্রতীত হয় না, তাহাই আত্মার মায়া সূর্য্যাভাস বা তম সদৃশ আত্মায় না থাকিলেও আত্মার মায়া; বলা হইয়াছে, ইহা “দেবাত্মশক্তিস্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্” শ্রুতি অনুসরণে বলা হইয়াছে। ভাস অর্থ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত ছায়া। যেমন সূর্য্যাভাস। তম অর্থ রাহুচ্ছায়া। সূর্য্যাভাসটী সূর্য্যজাত হইলেও উহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। রাহুচ্ছায়া না সূর্য্যে থাকে, না দ্রষ্টার নেত্রে থাকে; আসে যায়। ছায়া কোন বস্তু নহে, আলোকরশ্মির অভাবকে ছায়া বলে। অর্থাৎ মায়া কোন বস্তু নহে অথচ আসে যায় এমন প্রতীত হয়। হিরণ্যগর্ভের যে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশাত্মক ঐশ্বর্য্য শক্তি তাহা যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য। গীতাও বলেন “পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।” নির্ব্বিশেষ পুরুষে কোন ঐশ্বর্য্য বা শক্তি নাই। মায়ার কুহকে প্রবিষ্টবৎ প্রতীত হয় মাত্র। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন “ধ্যায়তীব লেলায়তীব।” ভাগবতপুরাণের প্রথম শ্লোকেও বলে “সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।”

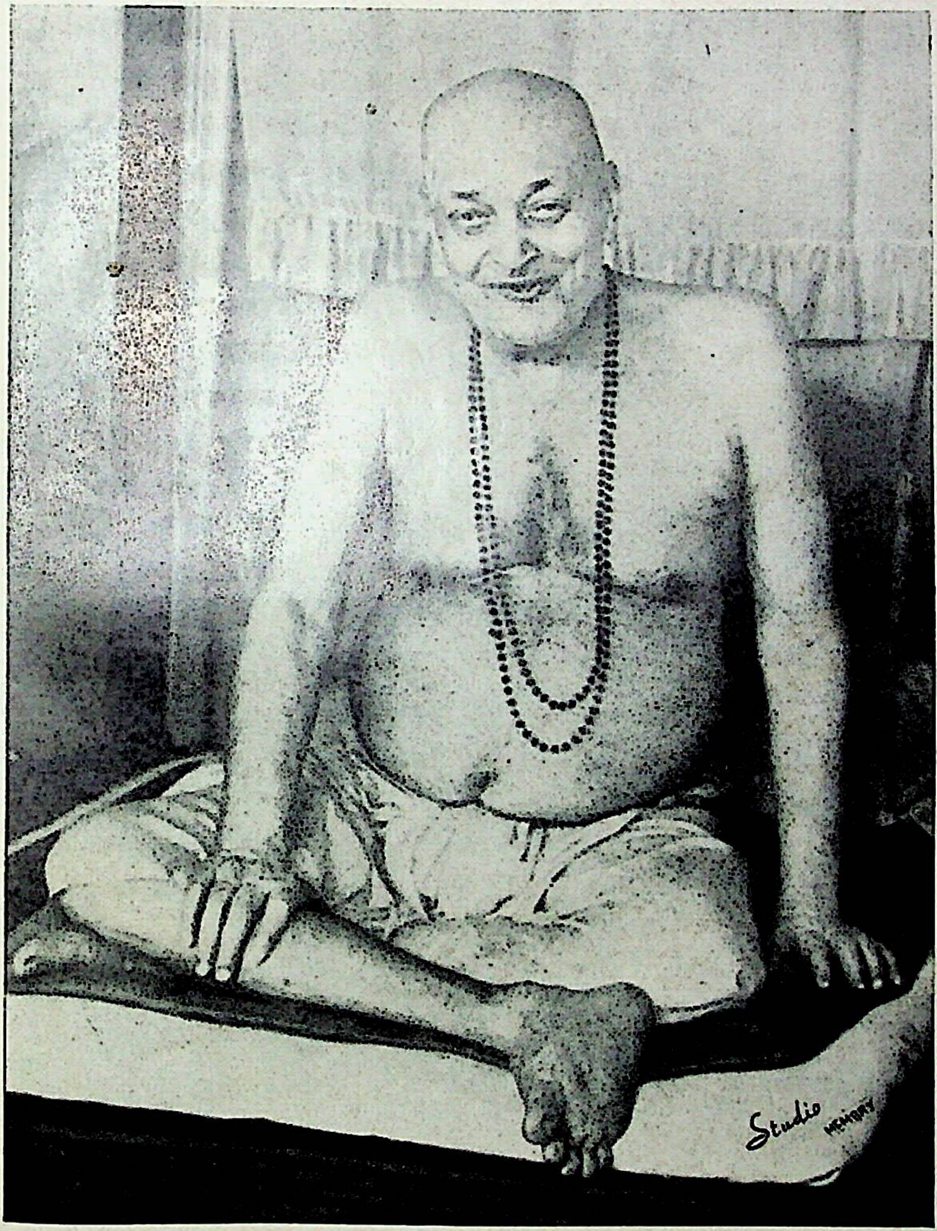
Studio
MEMORY

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়

ভূমিকা

রুদ্রাধ্যায়ী বলিতে রুদ্রদেবের উদ্দেশে যে সব মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদে আছে তাহা বিভিন্ন অধ্যায় হইতে একত্র সন্নিবেশিত মন্ত্রসমষ্টিকে বুঝায়। রুদ্র পরমাত্মা পরব্রহ্মের নামান্তর। "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকানীশ ঈশনীভিঃ।" "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র তাহার প্রমাণ। ইদানীন্তন কালে রুদ্র সাধারণতঃ ভীষণ অর্থে ধ্বংসের দেবতা বোধক। বেদে সে মত নহে, ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য সবই রুদ্র। রুদ্র সংসার দুঃখ-বিনাশক জ্ঞান-প্রদানে মুক্তির সেতু। ধাতুগত অর্থও রুদ্র কি তাহা লইয়া বৈদিক ও পৌরাণিক বহুরূপ যুক্তির অবতারণা দেখা যায়। রুৎ বা দুঃখের দ্রাবক অর্থাৎ নাশক তাই রুদ্র। "রু" তম তাহার বিনাশক অর্থাৎ মায়া ধ্বংসে মুক্তিদায়ক। রুধ্ বা লোহিত রক্তবৎ উজ্জ্বল অথবা লোহিত যেমন সার রস তদ্বৎ রস স্বরূপ সর্ব্ববস্তুর সর্ব্ব দেবের সার-স্বরূপ, তিনিই "রসো বৈ সঃ" ব্রহ্ম বাচক। অন্য মতে, যিনি পাপীকে দণ্ডদানে রোদন করান তিনিই রুদ্র। কেহ বলেন একাদশ রুদ্র, একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া তৎনিয়ন্তা রুদ্র। পুরাণে জন্মিয়াই রোদন করেন বা শব্দ করেন জন্য রুদ্র। তাহাতে শব্দরাশির প্রকাশক ওঁকার-গম্য পুরুষই রুদ্র বা শব্দায়মান মেঘযুক্ত প্রবল ঝঞ্ঝাবাতাদি উপদ্রব-কারক দেবতা রুদ্র। কেহ বৃধ্ হইতে রুদ্ লইয়া বলশ্রেষ্ঠ ও বলদাতা রুদ্র অর্থাৎ মায়াকে অতিক্রম জন্য বলদায়ক অথবা শত্রু আধি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার বলদায়ক বলেন। রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্র সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বদেবময় সর্ব্বজনময় (চোর সাধু সবরূপেই তিনি) সর্ব্ববস্তু-ময় অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"ই রুদ্র। বঙ্গদেশে রুদ্রাধ্যায়ের পঠন পাঠন বিরল। বৃষোৎসর্গাদি বৃহৎ ব্যাপারে কোথাও কোথাও পঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহার বহুল প্রচার, প্রায় নিত্যপাঠ্য। উপদ্রবাদি নিবারণ জন্যও পঠিত হয়। বঙ্গে বেদাদি শাস্ত্রের চর্চ্চার হ্রাস জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে। ইহা অতি উপাদেয় সংগ্রহ গ্রন্থ। শুক্লযজুর্ব্বেদের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। ইহার প্রথম অধ্যায় মাধ্যান্দিন শাখার শুক্লযজুর্ব্বেদের ২৩ অধ্যায়ের ১৯।৩৩।৩৪ মন্ত্র ও ৩৪ অধ্যায়ের ৪৯ মন্ত্র তৎপরে উক্ত অধ্যায়ের ১—৬ মন্ত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১ অধ্যায়ের ১—২২ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৭ অধ্যায় ৩৩—৪৯ মন্ত্র। চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৩ অধ্যায়ের ৩০—৩৩

মন্ত্র ও ৭ম অধ্যায়ের ১২।১৬।৪২ মন্ত্র এবং ৩৩ অধ্যায়ের ৩৪—৪৯ মন্ত্র। পঞ্চম অধ্যায়ে ১৬ অধ্যায়ের ১—৬৬ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩ অধ্যায়ের ৫৬—৬৩ মন্ত্র। সপ্তম অধ্যায়ে ৩৯ অধ্যায়ের ৭—১৩ মন্ত্র। অষ্টম অধ্যায়ে ১৮ অধ্যায়ের ১—২৯ মন্ত্র। নবম অধ্যায়ে ৩৬ অধ্যায়ের ১—২৪ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। দশম অধ্যায়ে ১ম ৪টি মন্ত্র—২৫ অধ্যায়ের ১৯ মন্ত্র, ১৮ অধ্যায়ের ৩৬ মন্ত্র, পঞ্চম অধ্যায়ের ২১ মন্ত্র, ১৪ অধ্যায়ের ২০ মন্ত্র। ৫—১০ মন্ত্র কলিকাতায় মুদ্রিত শুক্লযজুর্ব্বেদে পাওয়া যায় না। উহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় নারায়ণ উপনিষদের ১৭-২১ মন্ত্র। ১১—১৩ মন্ত্র শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় তৃতীয় অধ্যায়ের ৬৩, ৩০ অধ্যায়ের ৩ ও ৩৬ অধ্যায়ের ১৭ মন্ত্র। ইহার যে যে মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে, তাহা মন্ত্রের নীচে দেওয়া হইল। অনুবাদ মহীধর ভাষ্য অবলম্বনে লিখিত। যে সকল মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে তাহা সায়ণাদি ভাষ্য ও মহারাষ্ট্রীয় কুলতিলক মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক মতানুসারে লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

অনুবাদক

ওঁ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়

ন্যাস

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। অথ আচমন ও সংকল্প। অদ্য শ্রীভবানীশঙ্কর দেবতা-প্রীত্যর্থং রুদ্রাভিষেকমহং করিষ্যে। অথ ন্যাসঃ। ওঁ মনোজূতিরিতি মন্ত্রস্য বৃহস্পতি ঋষিঃ, বৃহস্পতির্দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ, হৃদয়ন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মনোজূতির্জ্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমন্তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমন্দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ।১

ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীগণেশ দেবকে নমস্কার। অনন্তর আচমন ও সংকল্প বাক্য—অদ্য শ্রীভবানীশঙ্কর দেবতার প্রীত্যর্থ রুদ্রাভিষেক করিতেছি। অতঃপর ন্যাস। "মনোজূতি" যে মন্ত্রের আদ্য শব্দ, তাহার বৃহস্পতি ঋষি, বৃহস্পতি দেবতা, বৃহতী ছন্দ, হৃদিন্যাস ও জপে প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রটী শুঃ যজু ২অ ১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তোমার ত্রিকালগত পদার্থসমূহে শীঘ্র গমনশীল মন, যজ্ঞ সম্পর্কিত আজ্য (ঘৃত) বিষয়ে স্থাপন কর। এই যজ্ঞ বৃহস্পতি বিস্তার করুন। তিনি ইহা অরিষ্ট অর্থাৎ হিংসা বিরহিত করতঃ ধারণ করুন। বিশ্বদেবগণ এই যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করুন। সবিতৃদেব ওম্ (এই হউক) বাক্যদ্বারা অনুজ্ঞা করুন যে বহিতে প্রয়াণ কর, প্রতিষ্ঠিত হও। এই মন্ত্রদ্বারা হৃদিস্থ দেবতাকে নমস্কার। ১

অবোধ্যগ্নিরিতি মন্ত্রস্য বুধগবিষ্ঠিরা ঋষিঃ অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শিরোন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অবোধ্যগ্নি সমিধা জনানাম্ প্রতি ধেনু মিবায়তি মুষাসম্। যহ্বা ইব প্রবয়া মুজ্জিহানাঃ প্রভানবঃ সিস্রতেনাকমচ্ছ॥ ওঁ শিরসে স্বাহা।২

"অবোধ্যগ্নি" এই শব্দ দ্বারা আরম্ভ মন্ত্রের বুধগবিষ্ঠিরা ঋষি, অগ্নিদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, শিরঃন্যাস ও জপে বিনিয়োগ। এই মন্ত্রটী শুঃ যজুর ১৫।২৪ মন্ত্র এবং ঋগ্বেদের অষ্টকের ৩।৮।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ধেনু সমাগমে বৎসরে ন্যায় অথবা উষার আগমনে প্রাণীগণের যেমন প্রতিবোধ (জাগরণ) হয় তেমনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঋত্বিক্ জনসমূহের সমিধ সংযোগে অগ্নি প্রতিবোধিত হন। যেমন জাতপক্ষ মহাপক্ষী বৃক্ষশাখা ত্যাগে আকাশে ধাবিত হয়, তেমনি উদীয়মান সূর্য্যের

রশ্মি স্বলোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। শিরস্থ দেবতা উদ্দেশে স্বাহা বাক্যে তর্পণ বা নমস্কার। ২

মূর্দ্ধানমিতি মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষি, অগ্নির্দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, শিখান্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবো অরতিম্ পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিঞ্জনানামাসন্নাপাত্রঞ্জনয়ন্তদেবাঃ ॥ ওঁ শিখায়ৈ বষট্। ৩

"মূর্দ্ধানং" এই মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি, অগ্নি দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, শিখান্যাস ও জপে বিনিয়োগ। ইহা শুঃ যজু ৭।২৪ ও ৩৩।৮ ও ঋকের ৪।৫।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবগণ ধ্রুব নক্ষত্রকে উৎপাদন করিয়াছেন যাহার পৃথিবী সহ অরতি অর্থাৎ অন্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে না, সর্ব্বদাই উচ্চে থাকে। দেবগণ বৈশ্বানর (জঠরস্থ অগ্নি) ঋত (যজ্ঞাগ্নি) কবি (ক্রান্তদর্শী) সম্রাট্ (গ্রহগণের) সূর্য্য, অতিথি, সোম ও যজ্ঞীয় পাত্র চমসাদি উৎপন্ন করিয়াছেন। শিখায় বষট্কার বাক্যে নমঃ। ৩

"মর্ম্মাণি" স্ত ইতি মন্ত্রস্য অপ্রতিরথ ঋষিঃ, মর্ম্মাণি দেবতা, বিরাট্ছন্দঃ, কবচন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বারাজা মৃতেনানুবস্তাম্। উরোর্ব্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তন্ত্বানুদেবামদন্ত ॥ ওঁ কবচায় হুম্। ৪

"মর্ম্মাণি" ইতি মন্ত্রের অপ্রতিরথ ঋষি, মর্ম্মাণি দেবতা, বিরাট্ছন্দ, কবচন্যাসে বিনিয়োগ। এই মন্ত্র শুঃ যজু ৭।২৪ ও ৩৩।৮ এবং ঋকের ৪।৫।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—[মহাব্রত নামক যাগে অধ্যর্য্যু যজমানকে পরিধানার্থ বর্ম্মপ্রদানকালে যে আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন তাহা] তোমার মর্ম্মস্থান বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। রাজা সোম অমৃত ধারায় তোমার জীবন আচ্ছাদিত করুন। বরুণদেব তোমাকে শ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য করুন। বিজয়লাভে কৃতকৃত্য তোমাকে দেবগণ অনুকূল হইয়া আনন্দবর্দ্ধন করুন। কবচে হুম্ বাক্যে নমস্কার। ৪

বিশ্বতশ্চক্ষুরিতি মন্ত্রস্য বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঋষিঃ, বিশ্বকর্ম্মা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ নেত্রন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাম্ ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমিজ্ঞনয়ন্দ্রেব একঃ ॥ ওঁ নেত্রায় বৌষট্। ৫

"বিশ্বতশ্চক্ষু" এই মন্ত্রের বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঋষি, বিশ্বকর্ম্মাদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, নেত্রন্যাসে ও জপে বিনিয়োগ। এই মন্ত্র শুঃ যজু ১৭।১৯ ও ঋকের ৮।৩।১৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই দেববিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার

বাহু ও পাদ্। তিনি একক (দ্বিতীয় রহিত) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুযুগলদ্বারা জীবকে সংযোজিত করিয়া থাকেন ও পতনশীল অনিত্য পঞ্চভূতরূপ উপাদানে দ্যাবা পৃথিবী (স্বর্গ, মর্ত্ত) সৃষ্টি করেন্; অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তিনিই। জীবও তিনিই নেত্রস্থ্ দেবকে বৌষট্ বাক্যের দ্বারা নমস্কার। ৫

মানস্তোক ইতি মন্ত্রস্থ পরমেষ্ঠীঋষিঃ, একরুদ্রো দেবতা, জগতীছন্দঃ অস্ত্রন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানো অশ্বেষুরীরিষঃ। মানোবীরান্ রুদ্রভামিনো, বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদামিত্বাহবামহে॥ ওঁ অস্ত্রায় ফট্। ৬

“মানস্তোক” এই মন্ত্রের পরমেষ্ঠী ঋষি একরুদ্র দেবতা, জগতীছন্দঃ অস্ত্রন্যাসে ও জপে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্র শুঃ যজু ১৬।১৬ ও ঋকের ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র, আমাদের পুত্রে পৌত্রে আয়ুতে গো পশুতে অশ্বে হিংসা করিও না। ক্রোধযুক্ত হইলেও আমাদের ভৃত্যাদি জনকে হিংসা করিও না। আমরা সর্ব্বদাই তোমার উদ্দেশে হবন করিতেছি। আমরা তদৈক শরণ। অস্ত্রে ফট্ বাক্যে নমস্কার। ৬

প্রথম অধ্যায়

শ্রীগণেশায় নমঃ। হরি ওঁ। ওঁ গণানাংত্বাগণপতিং হবামহে প্রিয়ানাংত্বা-প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাংত্বা নিধিপতিং হবামহে বসোমম। আহমজানি গর্ভধমাপত্বমজাসি গর্ভধম্। ১

এই মন্ত্র শুঃ যজু ২৩।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তুমি গণের গণপতি, প্রিয়জনের প্রিয়পতি, নিধিসমূহের নিধিপতি। তোমার উদ্দেশে হবন করিতেছি, আমার এই যজ্ঞস্থলে অবস্থান কর। গর্ভধারক বীজ আকর্ষণ করিয়া আমি নিক্ষেপ করিতেছি। হে দেব, তুমিও উৎপত্তিশীল বীজ আকর্ষণ করতঃ নিক্ষেপ কর। অর্থাৎ আমি পর্জ্জন্যার্থ যজ্ঞে হবি নিক্ষেপ করিতেছি তুমি ও দারা ক্ষেত্রাদিতে উত্তম বর্ষণদ্বারা প্রচুর শস্যাদি দাও। ১

গায়ত্রী ত্রিষ্টুব জগত্যনুষ্টুপ্ পঙ্‌ক্ত্যা সহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুপ্‌সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা। ২

এই মন্ত্র শুঃ যজু ২৩।৩৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ জগতী অনুষ্টুপ্ পংক্তি বৃহতী উষ্ণিষ ককুপ এই সকল ছন্দোরূপ সূচীদ্বারা তোমার স্তুতি বাক্যের সংস্কারসাধন হউক। ২

দ্বিপদা যা চতুষ্পদা ত্রিপদা যাশ্চ ষট্‌পদাঃ।
বিচ্ছন্দা যাশ্চ সচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা। ৩

এই মন্ত্র শুঃ যজু ২৩।৩৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দ্বিপদী, চতুষ্পদী, ত্রিপদী কি ষট্‌পদী শ্লোক ছন্দোহীন বা ছন্দো লক্ষণযুক্ত তববিষয়ক স্তুতি সংস্কৃত হউক। ৩

সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ।
পুর্ব্বেষাম্ পন্থামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরেরথ্যো ন রশ্মীন্ ॥ ৪

এই মন্ত্র শুঃ যজু ৩৪।৪৯ ও ঋকের ৮।৭।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ ধীর (প্রজাপতির মানসোৎপন্ন জন্য) দৈব্য সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি) পুর্ব্ব কল্পের ঋষিগণের পথ অনুসরণে রথী যেমন অশ্বরশ্মি ধারণ করে তেমনি স্তোম (স্তুতি) ছন্দ (গায়ত্রী আদি) ও প্রমাণাদি সহ সৃষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন। ৪

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবংতাদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকংতন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৫

এই মন্ত্র শুঃ যজু ৩৪।১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেববিষয় প্রকাশক আমার মন, জাগ্রত অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা দূরগামী, সুষুপ্তিকালে সর্ব্ববিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ে লয় হয়, যেমন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রৈকালিক বিষয়ের গ্রাহক, শব্দাদি বিষয় গ্রহণে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই মন শিব অর্থাৎ কল্যাণকর বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম্মে সংকল্পযুক্ত হউক। ৫

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপুর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাংতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৬

এই মন্ত্র শুঃ যজু ৩৪।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ যজ্ঞীয় হবিরাদি পদার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে মন সাহায্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন, ইন্দ্রিয়গণের পুর্ব্ব সৃষ্ট যজ্ঞপটু প্রজাগণের অন্তরস্থিত অন্তরিন্দ্রিয় সেই আমার মন, ধর্ম্ম বিষয়ে সংকল্পযুক্ত হউক। ৬

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্ প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিং চ ন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৭

এই মন্ত্র শুঃ যজু ৩৪।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যেমন প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চিৎরূপ সংজ্ঞান, ধৈর্য্যযুক্ত সর্ব্ব প্রাণীর অন্তঃকরণ রূপে প্রকাশক জ্যোতিঃ অমৃত অর্থাৎ দেহ মৃতেও মরে না, যেমন তদ্ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে, সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক। ৭

যেনেদম্ ভূতম্ ভুবনম্ ভবিষ্যৎপরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্ ।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৪ মন্ত্র । মন্ত্রার্থ—যে মন দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধি এই সকল বস্তু পরিগৃহীত হয় সেই শাশ্বত (মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী) কাজেই আপেক্ষিক অমৃত লাভ হয়, যৎ দ্বারা সপ্তহোতানিষ্পন্ন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তৃত হয়, সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক । ৮

যস্মিন্ ঋচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্ব্বমোতম্ প্রজানাং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৫ মন্ত্র । মন্ত্রার্থ—রথনাভিতে অরসমূহ যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ঋক্ সাম যজু যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত (মনের স্বাস্থ্য না থাকিলে বেদাদি প্রতিভাত হয় না), যে মনে প্রজাগণের জ্ঞান পটের সূতার ন্যায় গ্রথিত, সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক । ৯

সুসারথিরশ্বানিবয়ন মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব ।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরংজবিষ্টং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ১০

ইতি রুদ্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৬ মন্ত্র । মন্ত্রার্থ—সুসারথি যেমন অশ্বগণকে চালিত করে তেমন মনুষ্যগণকে ইতস্ততঃ সঞ্চালক যে মন, যাহা অশ্বগণকে প্রগ্রহ (লাগাম্) দ্বারা নিয়মিত করে তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইয়া যায়, যে মন হৃদিতে প্রতিষ্ঠিত জরা রহিত (বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যে একরূপ), অতিশয় বেগবান্ সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক । ১০

ইতি প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরিঃ ওঁ । সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১ এবং এই মন্ত্র ও পরবর্ত্তী কতিপয় মন্ত্র ঋকের পুরুষ সূক্তে ৮।৪।১৭ মন্ত্র । মন্ত্রার্থ—সেই পুরাণপুরুষ (অর্থাৎ প্রতি দেহরূপ পুরে শয়ান রহেন তাই পুরুষ) সহস্র শিরোযুক্ত (সহস্র শব্দ অনন্ত বাচী) অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী দেহবিশিষ্ট, সহস্রচক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত, সহস্রপাদ অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত ।

[যত প্রাণীতে যত শির যত চক্ষু যত পাদ আছে সব তাঁহারই]

গীতার ভাষায় সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। ভূমিসহ সর্ব্বত্র যেখানে যে স্থান কল্পিত হয় তথায়ই অর্থাৎ তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ মধ্য অধঃ সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া ও দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। নাভি হইতে দশাঙ্গুলি উর্দ্ধে হৃদিস্থ পুরীততে অবস্থিতি, তাই দশাঙ্গুল অতিক্রম। নাভি হইতে গণনা এইজন্য মাতৃগর্ভে নাভিতে নাড়ীদ্বারা গ্রথিত থাকায় ও ঐ নাড়ীদ্বারা মাতৃদেহ হইতে দেহপোষক পদার্থের আগম হয় এইজন্য। জীবমানেও যতক্ষণ নাভিতে শ্বাস থাকে সমান ব্যান বায়ুর ক্রিয়া চলে ততক্ষণ জীবিত থাকা গণ্য হয়, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও যদি কোন দিগ্ দেশ থাকে তাহারও দশদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ১

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই পুরুষ যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া তেমনি গত কল্পের জগৎব্যাপী ও ভবিষ্যৎ কল্পের জগৎব্যাপী ছিলেন ও থাকিবেন। অর্থাৎ যাহা ছিল, যাহা আছে ও যাহা হইবে তৎসমস্তই তিনি এবং তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের স্বামী অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। অন্ন বা প্রকৃতি পুরুষাধীন অস্বতন্ত্রা হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। এই প্রকৃতি বা মায়াকে তিনি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত এবং যে এই মায়া অতিক্রম করে সেও সেই পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। ২

এতাবানস্যমহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভুতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—এই নিয়ন্তৃত্বাদি তাঁহার মহিমা, সেই পরমপুরুষ ইহা (দৃশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) হইতে অতিশয় অধিক। ইহার একপাদ (চতুর্থাংশ) বিভূতিতে বিশ্ব প্রাণীজাত জাত। অপর ত্রিপাদ—অমৃতস্বরূপ দ্যোতনাত্মক স্বরূপে স্থিত। ৩

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—পুরুষ এই অজ্ঞানরূপ কার্য্য হইতে স্পর্শরহিত ত্রিপাদ উর্দ্ধে স্থিত। অর্থাৎ সংসারের সুখ দুঃখাদি তাঁহাতে স্পর্শে না। তিনি ইহার অতীত। এই মায়িক পাদ বা লেশমাত্র হইতে যে এই জগৎ

উদ্ভাসিত ও পুনঃ লয় হইতেছে, সেই সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে করতঃ ভোজনশীল ও অশনরহিত চেতনাচেতন এই সমস্তেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৪

ততো বিরাড্‌জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমি মথোপুরঃ॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন। বিবিধ রাজমান বিরাট্ দেহ আশ্রয় করতঃ, তাহাতে কোষে তরবারবৎ অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবরূপে অবস্থিত হইলেন। এইরূপে সৃষ্ট্যাত্মক জন্ম পরিগ্রহের পর, তিনি অতিরিক্ত হইলেন অর্থাৎ দেবতির্য্যগাদি রূপ ধারণ করিলেন। পরে ততোধিক ভূমি অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি করিয়াও পশ্চাৎ পুর বা সপ্তধাতু বা পঞ্চ কোষাত্মক শরীর রূপে পরিণত হইলেন। ৫

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতম্ পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই পুরুষ সৃষ্টিরূপ মেধাখ্য সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত সম্পাদন করিলেন। তিনি বায়ুদেবতাত্মক বন্য ও গ্রাম্য পশু সৃষ্টি করিলেন। ৬

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই সর্ব্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম যজু ও ছন্দ সকল আবির্ভূত হইল। ৭

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই যজ্ঞ হইতে অশ্ব ও উভয় পাটী দন্ত-যুক্ত পশু সকল (গর্দ্দভাদি) উৎপন্ন হইল। তাঁহা হইতে গো ও ছাগ মেষাদি জন্মিল। ৮

তং যজ্ঞম্ বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষংজাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই যিনি সর্ব্বাগ্রে জাত সেই পুরুষরূপীকে পশু কল্পনা করিয়া সৃষ্টিসাধন যোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ মানসযজ্ঞে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত ও যুপ-বদ্ধ করিয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ

করিলেন। অর্থাৎ বিরাটের মায়িক দেহে জীবত্ব ও মায়িক জানিয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হইলেন। ৯

যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখংকিমস্যাসীৎ কিম্ বাহু কিমুরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—প্রজাপতির প্রাণরূপা দেবতা যখন পুরুষরূপ ধারণ করেন, তখন তাহাতে কি কি প্রকার ভেদ কল্পনা করেন অর্থাৎ উঁহার মুখ কি? বাহু কি? উরু কি এবং পাদই বা কি হইল? ১০

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ; ক্ষত্রিয়—(রাজন্য) বাহু, বৈশ্য উরু ও পাদ হইতে শূদ্র জন্মিল। ১১

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। ১২

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পাদ হইতে ভূমি [ভূঃ ভুবঃ স্বঃ বেদে এই তিন ভাগ কল্পিত হয়, তন্মধ্যে ভুবঃ অন্তরিক্ষ লোক] কর্ণ হইতে দিক্ তথা লোক সকল কল্পিত হইল। ১৩

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যে পুরুষকে হবি কল্পনা করিয়া দেবতারা বিশ্বযজ্ঞ আরম্ভ করেন তাহাতে বসন্ত আজ্য, গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ ও শরৎ হবি (পুরোডাশ) কল্পিত হইল। ১৪

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবতারা যখন মানস যজ্ঞ আরম্ভ করতঃ সেই পুরুষকে পশু কল্পনায় বন্ধন করেন, তখন সপ্তসিন্ধু বা সপ্ত ছন্দোরূপ

সাত পরিধি বা বেদী ও ত্রিসপ্ত অর্থাৎ একুশটী সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইল অর্থাৎ দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, দুই অয়ন, দুই পক্ষ, এই একুশ উৎপন্ন হইল। ১৫

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবতারা মানস যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ করিলেন অর্থাৎ প্রজাপতির ধ্যান করিলেন। এই প্রথম (জগৎরূপ বিকার সকলের ধারক) ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গে ইন্দ্র বাস করেন, বিরাটরূপ উপাধি-সাধক দেবগণ থাকেন, মহিমান্বিত সেই দেবগণ, সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৬। [এই পর্য্যন্ত ১৬টী মন্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত ১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্ত হইতে গৃহীত।]

অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈরসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্যত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৭ মন্ত্র। ঋকে নাই। মন্ত্রার্থ—অপ্ হইতে সম্পাদিত পৃথিবী হইতে অর্থাৎ ভূতপঞ্চক হইতে গৃহীত রস (অর্থাৎ সারাংশ) হইতেও কালরূপী বিশ্বকর্ম্মার প্রীতিরূপ রস হইতে যিনি অগ্রে উৎপন্ন হন, ত্বষ্টা (আদিত্য) তাঁহার রূপ ধারণ করেন। এবং আজান দেবগণ অগ্রে উৎপন্ন ও শ্রেষ্ঠ। পশ্চাৎ মর্ত্ত্যগণ কর্ম্মফলে কর্ম্মদেবরূপ প্রাপ্ত হন। ১৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তম বা অবিদ্যার পারে অর্থাৎ তমোরহিত, মহৎ আদিত্যবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ পুরুষকে আমি (মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি) জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অর্থাৎ অমর হওয়া যায়। [আত্মা অজর অমর তাহাই জীবের স্ব স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তি হয়] এতদ্ ব্যতীত আর কল্যাণ-লাভের পথ নাই। ১৮

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্যযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ১৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি অন্তরে স্থিত হইয়া গর্ভমধ্যে বিচরণ করেন। তিনি অজায়মান অর্থাৎ স্বয়ম্ভু [জন্মগ্রহণ না করিলেও মায়া-বশে কার্য্যকারণ রূপে উৎপন্নের ন্যায় লৌকিক চক্ষে প্রতীয়মান হন। অর্থাৎ বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া ভয়ে লাফাইয়া হাত পা

ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমনি মায়া-মোহ-ভ্রান্ত-ব্যক্তি অখণ্ড সর্ব্বপ্রকার বিকারহীন পরমপুরুষেও বৈকারিক জগদাদি দর্শনে কত জাগতিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমস্থলে যেমন রজ্জু সর্পত্ব প্রাপ্ত হয় না, রজ্জু রজ্জুই থাকে। জগৎ ভ্রম স্থলেও ব্রহ্ম জগদাদির বহুরূপ প্রাপ্ত হন না, অখণ্ড অবিকারীই থাকেন] ধীরগণ তাঁহার যোনিস্থান অর্থাৎ স্বরূপ দেখিতে পান। অর্থাৎ আমি ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নই, ইহা বুঝিতে পারেন। এবং তাঁহাতেই বিশ্বভুবন অবস্থিত দেখেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইটী অনুভব করেন। ১৯

যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যিনি দেবগণের দ্যোতনাত্মক জ্যোতির অবভাসক। যিনি দেবগণের পুরোহিত। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রগণ্য নেতা। যিনি দেবগণের অগ্রে জাত অর্থাৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে কেবল একাই যিনি ছিলেন, সেই দীপ্তিশালী ব্রহ্মাবয়ব-ভূত দেবকে নমস্কার। ২০

রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ তস্য দেবা অসন্ বশে ॥ ২১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবতারা পুর্ব্ব দীপ্তিশালী ব্রাহ্ম সূর্য্যদেবকে উৎপন্ন করতঃ বলিলেন, হে সূর্য্য যিনি তোমাকে এইরূপে ব্রহ্মাবয়ব বলিয়া জানেন, দেবগণ তাঁহার বশীভূত হন। ২১

শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ ম ইষাণ ॥ ২২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে আদিত্য দেব! শ্রী (সম্পদ) ও লক্ষ্মী (সৌন্দর্য্য) তোমার পত্নীদ্বয় [পরে লক্ষ্মী ও শ্রী একবাচী হইয়াছে] অহোরাত্র তোমার পার্শ্বস্থানীয়। নক্ষত্রসমূহ তোমার রূপ অর্থাৎ তোমার ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল; অশ্বিনীযুগল অর্থাৎ দ্যাবা-পৃথিবী তোমার বিকসিত মুখপদ্ম। ইহলোকে যশস্কর কার্য্য, পরলোকে সদ্গতি ইচ্ছা করি। সর্ব্ব-লোকাত্মক যে আমি এই তত্ত্বজ্ঞান আমি ইচ্ছা করি। তুমি বাঞ্ছা পুর্ণ কর। ২২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ওঁ আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সঙ্ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতংসেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৩ ও ঋ ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শীঘ্রগামী বজ্রাস্ত্র তীক্ষ্ণকারী, বৃষভ-সদৃশ বলিষ্ঠ অথবা বৃষবৎ বহু মেঘবারি সেচন সমর্থ; অতিশয় শত্রু-ঘাতক অথবা মেঘ-বাহন বা মেঘ-হনন। মনুষ্যের ক্ষোভদায়ক অর্থাৎ চালক, শত্রুর ভয়োৎপাদক, ধ্বনিকারক অর্থাৎ সিংহনাদী, নিমেষহীন অর্থাৎ সদাজাগ্রত অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্র, শত শত্রুসেনা একত্রে বিনাশ করেন। ১

সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেন দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৪ ও ঋ ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে যোদ্ধা মনুষ্য! সিংহনাদকারী একাগ্রচিত্ত জয়শীল যুদ্ধকারী অজেয় ভয়রহিত কামবর্ষী, ইষুহস্ত সেই ইন্দ্র-সহায় সেই ইন্দ্রিয়-রূপী শত্রুকে বা শত্রুকে জয় কর, বিনাশ কর। ২

স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্ব্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টচিৎসোমপা বাহুশধ্র্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৫ ও ঋ ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই ইন্দ্র ইষুহস্ত তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী বহু শত্রুসহ যুদ্ধকর্ত্তা বশী (জিতেন্দ্রিয় বা স্বতন্ত্র) অবতাররূপে যুদ্ধকার্য্যে সংসর্গকর্ত্তা, যুদ্ধার্থ সঙ্গত শত্রুজেতা সোমপায়ী, বাহুবলে বলী, উগ্র ধন্বা, প্রেরিতাস্ত্র নিরাকরণ সমর্থ। ৩

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রা নপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জন্ সেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকমেদ্ধ্যবিতা রথানাম্ ॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৬ ও ঋ ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বাক্‌পতি বৃহস্পতি ইন্দ্র! তুমি রথদ্বারা সর্ব্বত্র গমনশীল, রাক্ষস-হন্তা, শত্রু পীড়ক শত্রুসেনা সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে হিংসকগণকে জয় করিয়া আমাদের রথ সকলের রক্ষক হও। ৪

বলবিজ্ঞায় স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজীসহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৭ ও ঋ ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র তুমি জয়শীল রথে আরোহণ কর। শত্রু বলবিজ্ঞাতা, স্থবির (পুরাতন) প্রকৃষ্ট বীর, বলবান, অন্নবান বা অশ্বযুক্ত শত্রুর অভিভবিতা উগ্র, বীরবেষ্টিত, পরিচারক সমন্বিত সহনশীল স্তত্যর্থবিৎ। ৫

গোত্রভিদংগোবিন্দং বজ্রবাহুঞ্জয়ন্তমজম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনুবীরয়ন্ধমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্ ॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৮ ও ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সজাতা (সমজন্মা) হে সখা! দেবগণ এই ইন্দ্রকে বীর কর্ম্ম দ্বারা প্রোৎসাহিত করুন। বেগবানের পশ্চাৎ বেগ সংযোগ কর। ইন্দ্র গোত্রাভিদ্ (পর্ব্বত বিদীর্ণকারী) পর্ব্বতরূপ মেঘ বা অসুর গোত্র ভেত্তা গোবিন্দ (বাচবেত্তা পণ্ডিত) বজ্র বাহু অজ্ম (সংগ্রাম জয়ী) বল দ্বারা শত্রু হন্তা। ৬

অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়োবীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দ্যুশ্চবনঃ পৃতনাষাড়যুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্রযুৎসু ॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৯ ও ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বলদ্বারা শত্রু গোত্রসকল বিলোড়নকারী অদয় (যুদ্ধে দয়াশূন্য) বীর শতমন্যু (বহু ক্রোধী) অথবা একক শত যজ্ঞভাগী [উত্তরমেরুতে আর্য্যনিবাস থাকা কালে শীত ঋতুর শতেক দিন সূর্য্যহীন আর্য্য ঋষিগণ বলাপহৃত সূর্য্য উদ্ধারার্থ নিযুক্ত ইন্দ্রের বলবিধান জন্য কেবল ইন্দ্রার্থে সোমাহুতি করিতেন তাই ইন্দ্র শতক্রতু বা শতমন্যু] দ্যুশ্চবন অর্থাৎ যুদ্ধে অপশ্চাৎপদ সংগ্রামসহ যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রদেব! যুদ্ধে আমাদের সেনা রক্ষা কর। ৭

ইন্দ্র আসাঽনেন্নেতা বৃহস্পতির্দ্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জনতীনাঞ্জয়ন্তীনাম্ মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪০ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র! বৃহৎ দেবপতি দেবসেনার নেতা, হে যজ্ঞপুরুষ! দক্ষিণ পথে গমন কর [দক্ষিণে অহি বৃত্র বা বল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ সূর্য্য উদ্ধারার্থ।] দেবসেনার শত্রুমর্দ্দনকারী বিজয়শীল মরুৎগণ সোমের পূর্ব্বে যাও। এই সৈন্যের অগ্রভাগে গমন করুন। ৮

ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাম্ মরুতাং শর্ধউগ্রম্।
মহামনসাং ভূবনচ্যবনাং ঘোষো দেবানাংজয়তামুদস্থাৎ ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪১ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—কামবর্ষী স্থিরচিত্ত মহামনা ভুবনচ্যবান সমর্থ বিজয়শীল ইন্দ্রের, রাজা বরুণের সপ্ত বা দ্বাদশ আদিত্যের [উত্তর মেরুতে ৭ মাসে সাত সূর্য্য এবং বিষুবাদি স্থানে ১২ সূর্য্য] উগ্র মরুদগণের চতুরঙ্গ বলের জয় জয় শব্দ কোলাহল উত্থিত। ৯

উদ্ধর্ষয় মঘন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাম্ মামকানাম্ মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাংজয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪২ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র! তুমি অস্ত্রসমূহের হর্ষবর্দ্ধন কর। আমাদের সৈন্যগণের মন হর্ষোৎফুল্ল কর। হে বৃত্রহন্তা! অশ্বগণের গতি উৎকৃষ্ট কর। রথসকল শব্দসহ গমনশীল হউক। ১০

অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৩ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শত্রুধ্বজের সহিত সংযুক্ত আমাদের ধ্বজরক্ষা কর। আমাদের ইষু সকল (শত্রু বধে) জয়যুক্ত হৌক। আমাদের সৈন্য শত্রু-সৈন্য হইতে উৎকৃষ্ট যুদ্ধ করুক। হে দেব! এই আহবে আমাদের রক্ষা কর। ১১

অমীষাঞ্চিত্তম্ প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বেপরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৪ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে অপে! (সুখ ও প্রাণের অপক্ষয়কারিণী) শত্রুগণের চিত্তসকল মোহিত করতঃ শত্রুগণের অঙ্গ গ্রহণ কর। এক শত্রুর পর অন্য শত্রুর প্রতিগমন কর ও তাহাদের হৃদয় পুত্রধনাদি বিয়োগাত্মক শোকদ্বারা নিঃশেষে দহন কর। শত্রুগণ অন্ধ তমসকে প্রাপ্ত হউক। [উত্তরমেরুবাসীর পক্ষে দক্ষিণমেরু পাতাল অসুর নাগাদির আবাস তাহারা সুমেরুর শীতকালে সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে] এইরূপ কল্পনায় বহু মন্ত্র রচিত দেখা যায়। ১২

অবসৃষ্টা পরাপত শরব্যে ব্রহ্ম সংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্রপদ্যস্ব মামীষাং কঞ্চনোচ্ছিষঃ॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৫ ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণীকৃতাকার! তুমি আমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পর সৈন্যে পতিত হও। এবং শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়া তৎশরীরে প্রবেশলাভ কর। শত্রুগণের মধ্যে কাহাকেও অবশেষ রাখিও না। অর্থাৎ সব বধ কর। ১৩

প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু।
উগ্রাবঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৬ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে নর! (মদীয় সৈন্যগণ) তোমরা পরসৈন্য প্রতি সর্ব্ব প্রকর্ষে গমন কর। জয়লাভ কর। ইন্দ্র তোমাদিগকে জয়-জনিত সুখ প্রদান করেন। তোমরা অধৃষ্য হও। অর্থাৎ কেহ যেন তোমাদিগকে তিরস্কার করিতে না পারে। তোমরা উদ্যতায়ুধ

হইয়া যুদ্ধরত হও। [এই সকল মন্ত্র উত্তরমেরু বরফাক্রান্ত হইলে (প্রায় ৮০০০ খৃঃ পূর্ব্ব কথা) আর্য্যগণ যখন দক্ষিণদিকে আসিয়া বসতি নির্ণয় করেন তৎকালের দৃষ্ট মন্ত্র]। ১৪

অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন ওজসা স্পর্দ্ধমানা।
তাং গৃহত তমসাপব্রতেন যথামী অন্যো অন্যং ন জানন্ ॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে মরুৎগণ! যে শত্রুসেনা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বল প্রকাশার্থ সম্মুখে আগত হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে কর্ম্মরহিত অন্ধকারে আবৃত কর, যেন উহারা একে অন্যকে না জানিতে পারে। [বালুময় তুফান বা কুয়াসা করতঃ]। ১৫

যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্র ইন্দ্রো বৃহস্পতিরদিতিঃ শর্ম্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম্ম যচ্ছতু ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৮ ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শিখারহিত কুমার অবস্থার চপল বালকের ন্যায় ইতস্ততঃ বাণবিক্ষেপকারী শত্রু যেখানে যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তথায় হে সর্ব্বশত্রুবিনাশক ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অদিতি জয়-সুখ প্রদান কর। সদা সুখ প্রদান কর। ১৬

মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণাচ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানুবস্তাম্।
উরোর্ব্বরীযো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১৭

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৯ ও ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—[এই শ্লোক ন্যাস মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] তোমার মর্ম্মস্থান বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। রাজা সোম অমৃতধারায় তোমার জীবন আচ্ছাদিত করুন। বরুণদেব তোমাকে শ্রেষ্ঠগণের অগ্রণী করুন। জয়শীল তোমাকে অনুকূল দেবগণ অভিনন্দিত করুন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

ওঁ বিভ্রাড্‌বৃহৎ পিবতু সোম্যম্ মধ্বায়ুর্দধদ্ যজ্ঞপতাববিতহ্রুম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতিত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বিরাজতি ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩০ ঋ ৮।৮।২৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বিবিধ দীপ্ত সূর্য্য, যিনি বায়ু (হিরণ্যগর্ভ) প্রেরিত হইয়া স্বয়ং প্রজারক্ষণ ও পোষণ করেন ও বিবিধ

রূপে শোভা পান তিনি এই বৃহৎ মধুর সোমরস পান করুন। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর অখণ্ড আয়ু বিধান করুন। ১

উদু ত্যংজাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম স্বাহা ॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩১ ঋ ১।৪।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বেদ (জ্ঞান বা ধন) উৎপাদক সূর্য্যদেবকে তৎকেতু-সদৃশ রশ্মিগণ, বিশ্বজগৎ পরিদর্শনার্থ উর্দ্ধে বহন করিতেছে। [উত্তরমেরুতে সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে মাসেক কাল অরুণ উদয় দেখা যায় এবং তথায় সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি কুমারের চাকার ন্যায় ভ্রমণ করে। সুতরাং অরুণবর্ণ রশ্মি সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে কুলাল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে বোধ হয়। তৎপরে সূর্য্যোদয়]। ২

য়েনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তঞ্জনাঁ। অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩২ ঋ ১।৪।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে পাবনকারী বরুণ! যে দর্শনদ্বারা তুমি ক্ষিপ্রগতি পক্ষীরূপে অগ্নিচয়নকারী জনকে স্বর্গগমনের সময় দেখিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখ। ৩

দৈব্যাবধ্বর্য্যূ আগতং রথেন সূর্য্যত্বচা। মধ্বা যজ্ঞং সমঞ্জাথে।
তম্ প্রত্নথাঅয়ং বেনঃ চিত্রং দেবানাম্ ॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে দৈব্য অধ্বর্য্যু অশ্বিনীদ্বয়! সূর্য্যবর্ণ রথে তোমরা আগমন কর, এবং আসিয়া মধুর হবিদ্বারা সোম [পুরোডাশ (পিঠা) মধু ইত্যাদি] যজ্ঞ সংরক্ষণ কর। অর্থাৎ বহু অন্ন প্রদান কর। ৪ "তং প্রত্নথা" (শু যজু ৭।১২) "অয়ং বেন" (৭।১৬) ও "চিত্রন্দেবানা" (৭।৪২) মন্ত্র পাঠ্য। ৪

তম্ প্রত্নথা পূর্ব্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম্।
প্রতীচীনং বৃজনংদোহসে ধুনিমাশুং জয়ন্ত মনু যাসু বর্দ্ধসে ॥৫

এই মন্ত্র শু যজু ৭।১২ ঋ ৪।২।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ভৃগু অঙ্গিরা মনু প্রভৃতি পূর্ব্বতন যজমানের ন্যায়, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায়, সর্ব্ব প্রাণীর ন্যায়, ইদানীং (বর্ত্তমানে) যজমানেরা যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তদ্বৎ আমরাও হে অন্তরাত্মন্ দেবগণের জ্যেষ্ঠ, যজ্ঞস্থ কুশাসনে গমনকারী সর্ব্বজ্ঞ অস্মদভিমুখে আগমনকারী, বলবন্ত শত্রুর কম্পয়িতা শীঘ্রগামী শত্রু বিজয়শীল ইন্দ্র! তুমি যে সকল স্তুতিদ্বারা প্রবৃদ্ধ হও সেইরূপ স্তুতি করিতেছি। আমাদের জন্য তুমি তদ্রূপ ফল দোহন কর। ৫

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ৭।১৬ ও ঋ ৮।৭।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—এই জ্যোতির্জরায়ু অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত থাকে, ইনিও তদ্রূপ জ্যোতিরূপ জরায়ু বেষ্টিত। [শুক্রগ্রহ সূর্য্যের সমীপস্থ গ্রহ। হয় শুকতারা, নয় সাঁঝ তারা রূপেই দৃষ্ট হন। কাজেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উষার অরুণ বর্ণ আলোক বেষ্টিত অথবা সন্ধ্যাবেলা গোধূলির অস্তগমনশীল সূর্য্যালোক বেষ্টিত হন] বেন দেবতা (Venus) অর্থাৎ শুক্র রজস বা অপ্-ব্যাপ্ত বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন। [আর্যগণ সমস্ত স্থান সূক্ষ্ম অপ্-ব্যাপ্ত মনে করিতেন। (Ether বৎ) এবং এই অপ্ প্রবাহ গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ মার্গে চলিয়া থাকেন। অপ্ প্রবাহ আকাশ ও পাতাল উভয়-লোক সঞ্চারী। উহা উক্ত উভয় লোক মধ্যে যে গয়শির ও মুজবান্ পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যস্থ সাতটী ছিদ্র বা দ্বার দ্বারা গতাগতি করে। অসুরগণ ঐ রন্ধ্রপথ বদ্ধ করিয়া উত্তর দক্ষিণ গমনশীল চন্দ্র সূর্য্যাদির গতিরোধ করে, তাহাতে দক্ষিণায়নে সূর্য্য সুমেরু প্রদেশে ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হন না, তৎপর ইন্দ্র ও দেবগণ অসুরগণসহ যুদ্ধ করিয়া সূর্য্যকে উদ্ধার করেন। এই দেবাসুর যুদ্ধ ঋগ্বেদের বহু স্থানে বহু ভাবে বিবৃত আছে, শুক্র উদয়ে সুদীর্ঘ রাত্রির পর সূর্য্যোদয়ের আশায় চিত্ত উৎফুল্ল হয়, তাই শুক্র সর্ব্বজন প্রিয় (Venus God of Love)] ইনি পৃশ্নিগর্ভাকে প্রেরণ করেন। (পৃশ্নি দ্যুলোক উহা যাঁহার গর্ভ বা অবস্থিতি স্থান সেই অপ্ ও মরুৎকে প্রেরণ করেন)। এই অপ্ সূর্য্য সঙ্গম হইলে শিশুকে যেমন মিষ্ট বচনে তুষ্ট করে, তদ্রূপ বিপ্রগণ বেনদেবকে যথামতি স্তুতি করেন। [বল বৃত্রাদি অসুর, অপ্ প্রবাহ দ্বার রুদ্ধ করিলে উত্তরস্থ দেবগণের আকাশস্থ অপ্ প্রবাহসহ সূর্য্যের সঙ্গম হয় না। শুক্র উদয়ে সেই সঙ্গম নিকটবর্ত্তী, তাই ঋষি প্রিয়া-আগমন সংবাদবাহককে যেমন আদর যত্ন করে, তদ্রূপ আদরপুর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন। ৬]

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা ॥৭

এই মন্ত্র শু যজু ৭।৪২ ও ১৩।৪৬ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বিচিত্র তেজঃ পুঞ্জময় মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক উদয় হইয়াছেন। দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্বীয় কিরণে পূর্ণ করিয়াছেন। সূর্য্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক

জগতের আত্মা স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী পরম ব্রহ্ম—[সূর্য্য না থাকিলে সব তুষারপাতে বিনষ্ট হইয়া যায়] তাই সূর্য্য জগৎপ্রাণ।

আ ন ইড়াভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এ তু।
অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষা ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৪ ঋ ২।৫।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বিশ্বনর হিতকারী সবিতা-দেব আমাদের স্তুতি নিমিত্ত আমাদের যজ্ঞ গৃহে ইলা (ভূদেবী) সহ আগমন করুন। হে যুবকগণ! (জরারহিত দেবগণ) আগমনকালে তোমরা যেমন হৃষ্ট চিত্ত হও, আমাদের গতিশীল প্রজাগণ যেন তেমনি হৃষ্ট চিত্ত হয়। ৮

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য্য।
সর্ব্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৫ ঋ ৬।৬।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বৃত্রহন্তা, হে সূর্য্য, হে ইন্দ্র! ঐশ্বর্য্যযুক্ত অদ্য প্রথম সূর্য্য উদয় দিবসে যে কোন স্থানে আপনি প্রাদুর্ভূত হন, অমনি সমস্ত আপনার বশীভূত হয় [অর্থাৎ সুমেরু প্রদেশে ৩।৪ মাস অসূর্য্য অবস্থার শীতের রাত্রি ছিল, তখন সব রাত্রির বশ ছিল এখন সূর্য্যোদয়ে রাত্রি দূরীকৃত হইয়া সব সূর্য্যের বশ হইল]।৯

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিস্কৃদসি সূর্য্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৬ ঋ ১।৪।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য তুমি জ্যোতির কর্ত্তা। দীপ্যমান বিশ্বের প্রকাশক অর্থাৎ চন্দ্র ও গ্রহাদি তোমারই তেজে দীপ্তিযুক্ত। তুমি নভোমার্গ অতিক্রমকারী ও বিশ্বের দর্শনীয়। [স্বীয় কক্ষায় উত্তর ও দক্ষিণে গমন কর] [চন্দ্র সূর্য্য তেজোদ্ভাসিত ও গ্রহাদি তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ নির্গত]। ১০

তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বম্ তন্ মহিত্বম্ মধ্যা কর্ত্তো বিততম্ সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৭ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব এরূপ মাহাত্ম্য যে কার্য্য শ্রেষ্ঠ জগৎ মধ্যে [জগৎ কার্য্য, ব্রহ্মতৎ কারণ] স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করেন, আবার তৎসংবরণ করেন, এমনি সমর্থ যুক্ত। যখন তিনি হরিৎ বর্ণ রশ্মিরূপ অশ্বগণকে স্বীয় রথ হইতে বিযুক্ত করেন তখন রাত্রি তিমিরময় বস্ত্রদ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করে। ১১

তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সম্ভরন্তি ॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৮ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্য দ্যুলোকের উৎসঙ্গে মিত্র ও বরুণের সেই সেই রূপ করেন, যে যে রূপে তাঁহারা প্রাণীজাতকে দেখেন [মিত্ররূপে সুকৃতকারীর প্রতি অনুগ্রহ ও বরুণরূপে দুষ্কৃতকারীর নিগ্রহ করেন]। তাঁহার অন্য এক শুক্লরূপ আছে, তাহা অনন্ত অর্থাৎ দেশকাল পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। উহা বিজ্ঞান ঘন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপ। অপরটী কৃষ্ণ অর্থাৎ তমোময় যাহা পূর্ব্বোক্ত বিলক্ষণ হরিৎরূপ অর্থাৎ দিক্‌কাল পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা ধারণ করে। ইহা দ্বৈতরূপ। ১২ [সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হইল এবং সেই সূর্য্যই এই ব্রহ্ম]

বন্‌মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্ততেইদ্ধাদেব মহাঁ অসি ॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৯ ঋ ৬।৭।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য! সুপ্রেরণে তিনি জগৎকে কার্য্যে প্রেরক) বন্ মহা (বট্ মহা সত্যই মহান্) তুমি মহান্ একথা সত্য। তুমি মহান্ তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে। হে দেব! তুমি মহান্ একথা সত্য। ১৩

বট্‌সূর্য্য শ্রবসামহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসূর্য্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪০ ঋ ৬।৭।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য! ধন বা যশে তুমি মহান্ দেবগণ মধ্যে মহিমায় মহান্ একথা সত্য। তুমি অসূর্য্য প্রাণীহিতকারী বা বলবান্। পুরোহিত-সর্ব্বকার্য্যে অগ্রে স্থাপিত বা হিতোপদেষ্টা [সূর্য্যার্ঘ্য দান করত, অন্য কার্য্য করা হয় তাই অগ্রে স্থাপিত] তুমি ব্যাপক অহিংসনীয় তেজোময়। ১৪

শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতিভাগং নদীধিম ॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪১ ঋ ৬।৭।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্যাশ্রয় রশ্মিসমূহ ইন্দ্রের সমস্ত বসু (ধন) ভক্ষণ করে অর্থাৎ সব প্রাণীজাত ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত হয়। [বৃষ্টিরূপে ধান্যাদি নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। বৃষ্টি ও সূর্য্য-কিরণ উভয়ই শস্যোৎপাদনে তুল্য প্রয়োজন] কিন্তু আমরা সেই সকল জাত ও জনিষ্যমান (যাহা হইবে) ধন, বিভজ্য পিতৃ ধনের ন্যায় স্তুতিরূপ তেজ বলে ধারণ করিব। ১৫

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতদ্যৌঃ ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪২ ঋকের ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে দ্যোতমান রশ্মি-সমূহ! আজ সূর্য্যোদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। অপযশঃ বিদূরিত কর। [ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনে মায়ারূপ পাপমুক্তি বা সুমেরুতে সুদীর্ঘ শীত রাত্রিরূপ পাপ হইতে মুক্ত] মিত্র বরুণ অদিতি, সিন্ধু (মুজবানাদি পর্ব্বত রন্ধ্রে নির্গত অপ্‌রূপা নদী) পৃথিবী এবং দ্যৌ (স্বর্গ) আমাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করুন। ১৬

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতম্ মর্ত্ত্যংচ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ১৭
ইতি চতুর্থোঽধ্যায়।

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪৩ ঋ ১।৩।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সবিতাদেব কৃষ্ণ (অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন) বিমান পথে আবর্ত্তন করিতে করিতে ত্রিভুবন দর্শন করিয়া আগমন করিতেছেন এবং অমর ও মর্ত্ত্যগণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিতেছেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

[অথ শতরুদ্রিয় হোম মন্ত্রাঃ উচ্যন্তে]

ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতো ত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুত তে নমঃ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! [যিনি রুৎ দুঃখ, দ্রাবণ বিনাশ করেন অথবা জ্ঞান-দাতা অথবা যিনি পাপীকে দণ্ডদানে রোদন করান] তোমার ক্রোধকে নমস্কার। তোমার বাণকে নমস্কার। তোমার বাহুদ্বয়কে নমস্কার। অর্থাৎ এই সকল আমাদের শত্রু প্রতি প্রযুক্ত হউক। ১

যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! তোমার ঈদৃশ মঙ্গলপ্রদ শান্ত অঘোর (ঘোর নহে) শরীর, হে প্রাণীগণের সুখবিস্তারক অথবা বাক্য বেদে স্থিতি মঙ্গলবিধায়ক গিরিশায়িন্। অর্থাৎ হে সৌম্য পুণ্যপ্রদ ঐ সুখতম তনু দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর। ২

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে গিরিশন্ত! তুমি শত্রুর প্রতিক্ষেপণ

জন্য যে বাণ হস্তে ধারণ কর, হে গিরিত্র (গিরি অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টিদ্বারা ত্রাণকারী) তুমি বাণকে মঙ্গলপ্রদ কর। পুরুষ (পুত্রাদি) বা গতিশীল গবাদি পশুকে হিংসা করিও না। ৩

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে গিরিশ! মঙ্গল স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা তোমাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমাদের সকল প্রকার গতিশীল প্রাণীজাত নীরোগ ও সুমনা হয়। ৪

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যোভিষক্।
অহীঁশ্চ সর্ব্বান্ জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব ॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র অধিবক্তা আমাকে সর্ব্বাধিক আশীর্ব্বাক্য বলুন যেন আমার সবচেয়ে অধিক হয়। তুমি প্রথম অর্থাৎ মুখ্য পুজ্য দেবহিতকারক। (স্মরণেই) রোগনাশক। সকল অধোদেশে গমনশীল যাতুধানা (রাক্ষসী) তুমি দূর কর। সকল অহি সর্প (নাগ) ব্যাঘ্রাদি বিনাশ কর। [সুমেরুর অধোদেশে কুমেরু স্থাপিত তাহাই পাতাল, তথায় দৈত্য দানব রক্ষ নাগ অহি সর্প প্রভৃতির বাসস্থান। ৫

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড ঈমহে ॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ঐ যে তাম্রবৎ রক্তবর্ণ (উদয় ও অস্তকালে) অন্য সময় পিঙ্গল বর্ণ সুমঙ্গল রবিরূপী রুদ্র, আর যে রুদ্রগণ ইঁহার সর্ব্বদিকে কিরণরূপে সহস্র-সংখ্যক তাহাদিগের আমাদের প্রতি অপরাধ জন্য যে ক্রোধ তাহা ভক্তিদ্বারা নিবারণ করিব। ৬

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।
উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ঐ যে দ্যাবাপৃথিবীদেহাত্মক রুদ্রের নীলাকাশরূপী গ্রীবাপ্রদেশে লোহিত-বর্ণ কিরণরাজি গমন করিতেছে, যাহাকে গোপালক রাখাল এবং জলাহরণকারিণী স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত দেখিতেছে, উহা দৃষ্টে আমাদের আহ্লাদ হইতেছে। [উত্তর মেরুতে ৪।৫ মাস শীত-রাত্র অপগতে সূর্য্যোদয়ে আহ্লাদ অনিবার্য্য। সেই সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে মাসেক কাল উষা বা অরুণ উদয় দৃষ্ট হয়। তৎদৃষ্টে এই মন্ত্র বিরচিত। ৭

নহোঽস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে।
অথো যে অস্ত সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৮ মন্ত্র ।৯ মন্ত্রার্থ—হে নীল গ্রীব সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র তুল্য) তরুণ বা বৃষ্টিবর্ষী রুদ্রদেব তোমাকে নমস্কার। এবং তোমার যে ভৃত্য বল বাহনাদি প্রাণিজাত তাহাদিগকেও নমস্কার করিতেছি ।৮

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরাস্ত্যোর্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ভগবন্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্) তুমি ধনুর উভয় কোটিস্থ জ্যা দূর কর। তোমার হস্তে যে বাণ আছে তাহা নিক্ষেপ কর। ৯

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত।
অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—কপর্দ্দীর (জটাযুক্ত স্বর্গঙ্গা বা ছায়াপথ বিরাটের জটা) ধনু জ্যা-রহিত ও বাণ বিশল্য (ফলাহীন) হউক। ইহার ইষুসকল নষ্ট হউক। তাঁহার কোশ খড়্গহীন হউক অর্থাৎ তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের হস্তে ন্যস্ত করুন অথবা গুণসকল খসিয়া গিয়া নিগুর্ণ হউন। ১০

যা তে হেতি মী ঢ়ুষ্টম হস্তে বভুব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভুজ ॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বর্ষক-শ্রেষ্ঠ! তোমার হাতে যে ধনুরূপ অস্ত্র আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শান্তিসহ পরিপালন কর। ১১

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ!
অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মিন্নিধেহি তম্ ॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! তোমার ধনুরূপ অস্ত্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। তোমার ইষুধি (বাণ রাখার কোশ) আমাদিগের নিকট হইতে দূরে রাখ। ১২

অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সহস্রাক্ষ! হে শত ইষুধারিন্! তুমি ধনুর জ্যা মোচন করিয়া বাণের ফলক শীর্ণ করতঃ আমাদের প্রতি শান্ত, শোভন-চিত্ত হও। ১৩

নমস্ত আয়ুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাংতব ধন্বনে ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! তোমার অনারোপিত আয়ুধকে নমস্কার। ধর্ষণশীল বাণকে নতি করি। তোমার উভয় বাহুকে নমস্কার, ধনুকে নমস্কার। ১৪

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥১৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৫ ঋ ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! আমাদের গুরু পিতামহ পিতৃব্যাদিকে, আমাদের বালক, গর্ভস্থ অণ্ড, বীর্য্য সেচনক্ষম যুবক, পিতা, মাতা, প্রিয়জনকে হিংসা করিও না। ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৬ ঋ ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—আমাদের পুত্র পৌত্র জীবন গো অশ্বাদি পশু ভৃত্যাদিকে হিংসা করিও না। তোমার উদ্দেশে সদা হবিযুক্ত যাগ করি। অর্থাৎ আমরা তোমার শরণাগত। ১৬

নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাংচপতয়ে নমো
নমো বৃক্ষভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাম্ পতয়ে নমো
নমো শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো,
নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৭

হিরণ্য-বাহু সেনানী দিক্‌পতিকে নমস্কার। পীতবর্ণ কেশরূপ পর্ণযুক্ত বৃক্ষরূপী রুদ্রকে নম। পশুপতিকে নম। দীপ্তিযুক্ত নবতৃণরূপীকে নম। পথে রক্ষককে নম। হরিকেশ (নীলকেশ) অর্থাৎ জরারহিত যজ্ঞোপবীতধারিকে নম। ধর্ম্মপুষ্ট ব্যক্তির পালককে নমস্কার। ১৭

নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাম্ পতয়ে নমো
নমোভবস্য হেত্যৈ জগতাম্ পতয়ে নমো
নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাম্ পতয়ে নমো
নমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ বনানাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ১৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বভ্‌লুশায় অর্থ কপিলবর্গ বা বৃষভ বাহন। ব্যাধিন্=মৃগ, ব্যাধ নক্ষত্রপুঞ্জরূপী [কোন সময় প্রজাপতি স্বীয় দুহিতায় গমন জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবন করেন, তৎদৃষ্টে রুদ্র তৎপ্রতি ধনু নিক্ষেপ করেন,

তাহাতে মৃগরূপী প্রজাপতির শির মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে ও লুব্ধকতারা মৃগব্যাধরূপে আকাশে দীপ্তমান্ আছেন] ভবস্যহেত্যৈ=ভবসংসার নিয়মনার্থ হেতি বা অস্ত্রধারী। আততায়ী=বিস্তৃত ধনু। সূত=সারথি। অহন্ত=যিনি হত হন না। ১৮

নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাম্ পতয়ে নমো
নমো ভূবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্ পতয়ে নমো
নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাম্ পতয়ে নমো
নম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ১৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—রোহিত=লোহিত (ক্রোধরূপী অথবা অগ্নিরূপী)। স্থপতি=বিশকর্ম্মা। ভুবন্ত=ভুবন বিস্তারক। বারিবস্কৃত=ধন বা স্থান ভোগ যে করায়। বাণিজ=বাণিজ্যের কর্ত্তা। কক্ষা=বন্যগুল্ম। আক্রন্দয়তে=শত্রুকে যিনি রোদন করান। পত্তী=সেনাসমূহ। ১৯

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাম্ পতয়ে নমো
নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো
নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাম্ পতয়ে নমো
নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ২০

শু যজু ১৬।২০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ধনু আকর্ণপূর্ণ বিস্তৃতকরতঃ যুদ্ধে ধাবনকারীকে নমস্কার। অথবা সর্ব্ব ইষ্ট লাভ করান যিনি তাঁহাকে নমস্কার। সাত্ত্বিক শরণাগত-পালক শত্রুর অভিভবকারী নিরন্তর শত্রু-বধকারী স্থর সেনার পালনকারীকে নমস্কার। মহান্ খড়্গধারী চোর-পালক, নিরন্তর বিচরণশীল অপহরণকারী অরণ্যপতিকে নমস্তার। ২০

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ুনাম্পতয়ে নমো
নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাম্ পতয়ে নমো
নমো স্বকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাম্ পতয়ে নমো
নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তংচরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ২১

শু যজু ১৬।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বঞ্চনকারী সর্ব্বতঃ বঞ্চক অহর্নিশা অজ্ঞাতভাবে পরধন গ্রহণকারীর পতিকে নমস্কার। চোরের পতি, বজ্রাদিসহ গমনশীল হিংসাপরায়ণ ক্ষেত্রের ধান্যাদি অপহর্ত্তার পালককে নমস্কার। খড়্গধারী রাত্রিচর ছেদন-কর্ত্তার পতিকে নমস্কার। ২১

নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাম্ পতয়ে নমো
নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমো
নম আতন্বানেভ্য প্রতিদধানেভ্যর্শ্চ বো নমো
নম আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২২

শু যজু্ ১৬।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—উষ্ণীষধারী গ্রাম্যচোর গিরিচর বস্ত্রচোর রূপীকে নমস্কার। কুলুঞ্চ অর্থাৎ ভূমি গৃহাদি চোরপালক ইষুমান্ ধনুকধারীকে নমস্কার। উদ্যত ধনুষ্ক, বাণযুক্ত ধনুকধারীকে, আকর্ষিত-ধনু, ক্ষিপৎ-ধনুস্ককে নমস্কার। ২২

নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো
নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো
নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো
নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৩

শু যজু্ ১৬।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বাণত্যাগকারী শত্রুতারণকারী রুদ্রগণকে নমস্কার। নিদ্রাবহু ও জাগ্রতবহু রুদ্রগণকে নমস্কার। শয়ান, আসীন, দণ্ডায়মান, ধাবমান রুদ্রকে নমস্কার। ২৩

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো শ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো আব্যাধিনাভ্যো বিবিদ্ধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো
নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমো ॥ ২৪

শু যজু্ ১৬।২৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সভারূপী রুদ্রগণকে, সভাপতিগণকে, অশ্ব ও অশ্বপতিকে নমস্কার। দেবসেনা ও বিবিধবিদ্ধকারীগণকে নমস্কার। ভৃত্যসমূহ দুর্গাদিস্থিত বধসমর্থগণকে নমস্কার।২৪

নমো গণেভ্যা গণপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো ॥ ২৫

শু যজু্ ১৬।২৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—গণ ও গণপতিসমূহকে নমস্কার। ব্রাত ও ব্রাতপতিকে নমস্কার। মেধাবী বিষয়-লম্পট ও তৎপালককে, বিরূপ ও বিশ্বরূপগণকে নমস্কার। ২৫

নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো
নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো
নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগৃহীতৃভ্যশ্চ বো নমো
নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৬

শু যজু ১৬।২৬ মন্ত্র। সেনা ও সেনাপতিগণকে নমস্কার ; রথযুক্ত ও রথহীনকে নমস্কার ; ক্ষত্তা (সারথি) মহৎ, ব্যক্তি ও ক্ষুদ্রকে নমস্কার। ২৬

নম স্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো
নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো
নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো
নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৭

শু যজু ১৬।২৭ মন্ত্র। তক্ষ (সুতার), রথনির্ম্মাতা, কুলাল (কুমার), কর্ম্মার (কামার), রূপীকে নম, নিষাদ, পুঞ্জিষ্ঠ (পুক্কস পক্ষীঘাতক), শ্বন্য (কুকুর-পালক), মৃগয়ু (ব্যাধ) রূপীকে নমস্কার। ২৭

নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ
শর্ব্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো
নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ ॥ ২৮

শু যজু ১৬।২৮ মন্ত্র। শ্ব ও শ্বপতি (Canis Major or Canis Minor) দুইটী তারা পুঞ্জ স্বর্গঙ্গা (ছায়াপথ) Milky Way এর দুই পার্শ্বে অবস্থিত, তৎপার্শ্বে লুব্ধক শ্বপতি (Sirius নামক বৃহৎ তারা যাহা আমাদের সূর্য্য হইতে ৬০০ গুণ বৃহৎ তাহা মৃগব্যাধ নামক রুদ্র মূর্ত্তি) অথবা কিরাতবেশী রুদ্রকে নমঃ। ভবায় (উৎপাদকায়) রুদ্রায় (দুঃখনাশকায়) শর্ব্বায় (পাপ-হন্তায়) পশুপতি (অজ্ঞ জনপালক), নীলগ্রীব (বিরাটরূপী পুরুষের দ্যৌ মস্তক চন্দ্র সূর্য্য নেত্র অন্তরীক্ষ দেহ, পৃথিবীপাদ, তাহার গ্রীবা নীলাকাশ) অথবা পৌরাণিক সমুদ্রোত্থ বিষ ভক্ষণে নীলকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ শ্বেতকণ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বগাত্র শ্বেতবর্ণ। ২৮

নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ
সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো
গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো
মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ ॥ ২৯

কপৰ্দী (জটাধারী) ব্যুপ্তকেশ (মুণ্ডিতকেশ) যতি, সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র), শত ধনুর্ধারী, গিরিবাসী বা মেঘশায়ী, শিপিবিষ্ট বিষ্ণুরূপী (বেদে শিপিবিষ্ট নাম কুৎসিত অর্থে প্রয়োগ করে, সূর্য্যরূপী বিষ্ণু অনন্তরূপী অহির ক্রোড়ে শয়ন থাকেন দক্ষিণায়নে তাই কুৎসিত-স্থায়ী বা শিপিবিষ্ট নাম) কে নমস্কার বা পশুতে প্রবিষ্ট অন্তর্যামী বা যজ্ঞে অধিদেবতা অথবা আদিত্য মণ্ডলাধিষ্টিত বা রশ্মি সমূহে প্রবিষ্ট মীঢ়ুষ্টম মেঘরূপে বহু-সেচন সমর্থ—ইষুমৎকে নমস্কার ॥ ২৯

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো
বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো
বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমো-
ঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ ॥ ৩০

শু যজু ১৬।৩০ মন্ত্র। হ্রস্ব অল্পশরীর, বামন সঙ্কুচিত-শরীর, বৃহৎ ও বৃদ্ধ, জ্যেষ্ঠ, সবিদ্বান্, অগ্রজন্মা, প্রথম অর্থাৎ মুখ্যকে নমস্কার। ৩০

নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ
শীঘ্র্যায় চ শীভ্যায় চ নম
উর্ম্ম্যায় চ বাস্বন্যায় চ নমো
নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ নমঃ ॥ ৩১

শু যজু ১৬।৩১ মন্ত্র। জগদ্ব্যাপীকে, অজিরায় (গতিশীলকে), শীঘ্র্যায় শীভ্যায় জল প্রবাহ ভবায়, উর্ম্ম্যায় (তরঙ্গান্বিত) অবস্বন্যায় (স্থির জলায়) নাদেয়ায় (নদী ভব) দ্বীপ্যায় (দ্বীপভবায়) নমস্কার। ৩১

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ
পুর্ব্বজায় চ পরজায় চ নমো
মধ্যমায় চ প্রগল্ভায় চ নমো
জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ ॥ ৩২

শু যজু ১৬।৩২ মন্ত্র। জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পুর্ব্বে, পরে, মধ্যে (সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি), প্রগল্ভ দেবরূপে, জঘন্য তির্যাগাদি রূপে, বুধ্ন্যায় বৃক্ষাদি রূপে অবস্থিত রুদ্রকে নমস্কার। ৩২

নমঃ সৌভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ নমো
যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নমঃ
শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নম
উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ ॥ ৩৩

শু যজু ১৬।৩৩ মন্ত্র। সৌভ গন্ধর্ব্ব নগর ভব অথবা উভয় পাপপুণ্যাত্মক মনুষ্য লোকভব, প্রতিসর=বিবাহ কালে পরিহিত হস্তসূত্র=অভিচার বা তত্রভব, যাম্য ক্ষেত্র শ্লোক্যায় যশ বা বেদমন্ত্র, অবসান্ত—অবসান সমাপ্তি বেদের অন্ত বেদান্ত, উর্ব্ব পৃথিবী, খল্য—কল্কভব ধানেভব বা নমঃ। ৩৩

নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ
শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নম
আশুষেনায় চাশুরথায় চ নমঃ
শূরায় চাবভেদিনে চ নমঃ ॥ ৩৪

শু যজু ১৬।৩৪ মন্ত্র। বন্য, কক্ষ্য (গুল্ম) শ্রব (শব্দ) প্রতিশ্রব (প্রতিশব্দ) আশু সেন—শীঘ্রগামী সেনা, আশুরথ, শূর, শত্রু-অবভেদককে নমস্কার। ৩৪

নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো
বর্ম্মিণে চ বরুথিনে চ নমঃ
শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো
দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চ ॥ ৩৫

শু যজু ১৬।৩৫ মন্ত্র। বিল্মিন=শিরস্ত্রাণ। বরুথিন=হাওদাস্থিত। শ্রুত=প্রসিদ্ধ। আহনন=রণবাদ্য বিশেষ। ৩৫

নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো
নিষঙ্গিনে চেষুধিমতে চ নম-
স্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ
স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ ॥ ৩৬

শু যজু ১৬।৩৬ মন্ত্র। ধৃষ্ণ=প্রগল্‌ভ। প্রমৃশ=পণ্ডিত। নিষঙ্গ=খড়্গ। ইষুধিমৎ=তীক্ষ্ণ ইষু, আয়ুধ-শোভন, ধনুস্ক। ৩৬

নমঃ শ্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ
কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ
কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো
নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ ॥ ৩৭

শু যজু ১৬।৩৭ মন্ত্র। শ্রুতি=ক্ষুদ্র স্রোতা, অশ্বাদি গমনযোগ্য পথযুক্ত বিষমমার্গ। নীপ=জলপতন স্থান, গিসিহুতে, কুল্যা=কৃত্রিম জল, সরসী, নদী, বৈশন্ত=অল্প জল (ডোবা)। ৩৭

নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো
বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো
মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো
বর্ষায় চাবর্ষায় চ ॥ ৩৮

শু যজু ১৬।৩৮ মন্ত্র। কূপ, অবট=গর্ত্ত, বীধ্র=নির্ম্মল (শরৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি); আতপ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষা, অনাবৃষ্টি এই সকলকে নমস্কার। ৩৮

নমো বাত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ
নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ
নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ
নম স্তাম্রায় চারুণায় চ ॥ ৩৯

শু যজু ১৬।৩৯ মন্ত্র। বাত=বাক্য, রেষ্ম=প্রলয়কাল। বাস্তু=গৃহ। সোম=উময়াসহিত। ৩৯

নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নম
উগ্রায় চ ভীমায় চ নমো
হগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো
হন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায় ॥ ৪০

শু যজু ১৬।৪০ মন্ত্র। শঙ্গব=শংগব=মঙ্গল প্রাপক। অথবা শং গাবো বাচো বেদরূপা যস্য অর্থাৎ বেদবক্তা। তারায় নিস্তার করায়। ৪০

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ ৪১

শু যজু ১৬।৪১ মন্ত্র। শংভবায়=মুক্তি করায়। ময়=সুখ (সাংসারিক)। ৪১

নমঃ পার্য্যায় চাবার্য্যায় চ নমঃ
প্রতরণায় চোত্তরণায় চ
নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ
শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ ॥ ৪২

শু যজু ১৬।৪২ মন্ত্র। পার্য্য=পারগত, মুক্ত। অবার্য্য=অর্বাক্ তীরে সংসারে (স্থিতায়), প্রতরণ=পাপ হইতে। কূল্য=তটস্থ। শষ্প=বালতৃণ, ফেন ভব। ৪২

নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ
কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় নমঃ
কপর্দ্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নম
ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ ॥ ৪৩

শু যজু ২৫।৪৩ মন্ত্র। কিংশিলা=ক্ষুদ্রশিলা। ক্ষয়না=স্থির-জল প্রদেশ। পুলস্ত=পুরে অগ্রে স্থিত। অথবা পুরে অস্তি=অন্তর্য্যামী। ইরিন্=মরু, প্রপথ্য=বহুজনসেবিত পথ। ৪৩

নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ নম
তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ নমো
হৃদয্যায় চ নিবেষ্যায় চ নমঃ
কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ ॥ ৪৪

শু যজু ১৬।৪৪ মন্ত্র। ব্রজ, গোষ্ঠ, তল্প=শয্যা, গেহ, নিবেষ্য=নীহারজল, বা আবর্ত্ত। কাট=দুর্গম অরণ্য। ৪৪

নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ নমঃ
পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ নমো
লোপ্যায় চোলপ্যায় চ নম
উর্ব্ব্যায় চ সূর্ব্ব্যায় চ ॥ ৪৫

শু যজু ১৬।৪৫ মন্ত্র। শুষ্ককাষ্ঠ, হরিত আর্দ্র কাষ্ঠ। পাংশুধুলি। রজঃ=গুণ বা পরাগ। লোপ্য=অগম্য দেশ বা সংহার। উলপ্য=গুল্ম। উর্ব্বা=বড়বা। সূর্ব্ব্য=কালানল। ৪৫

নমঃ পর্ণায় চ পর্ণশদায় চ নম উদ্গুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ নম
আখিদতে চ প্রখিদতে চ নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো
নমোবঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিচিন্বৎকেভ্যো
নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো নম আনির্হতেভ্যঃ ॥ ৪৬

শু যজু ১৬।৪৬ মন্ত্র। পর্ণশদ=পক্ক পত্রস্তুপ। উৎগুরমান, উদ্যমশীল। অভিঘ্নতে=শত্রুঘাতী। আখিদতে=ভক্তের দৈন্য উৎপাদক। প্রখিদ=পাপীর খেদ। কিরিক=বৃষ্টাদি সেচন দ্বারা জগৎকরা। বিচিন্বৎ=পাপপুণ্যের ভাগ করা। বিক্ষিণৎ=বিবিধ পাপকে হিংসা। অনির্হত=স্বর্গাদিলোক হইতে সম্পূর্ণ নিঃসৃত। ৪৬

দ্রাপে অন্ধসম্পতে দরিদ্র নীললোহিত
আসান্ প্রজানাম্ এষাম্
পশূনাম্ মা ভে র্মা রোঙ্মো চ-নঃ
কিং চনামমৎ ॥ ৪৭

শু যজু ১৬।৪৭ মন্ত্র। হে দ্রাপে=পাপীর কুৎসিৎগতি প্রাপণকারী। অন্ধসঃ=সোমপতি। দরিদ্র=নির্গুণ বা নিষ্পরিগ্রহ (কারণ অদ্বিতীয়, তাঁহার পরিগ্রহের স্থান নাই)। নীল লোহিত, নীলাকাশে লোহিত বর্ণ, সূর্য্যরূপী রুদ্র। বা কণ্ঠে নীল, অন্যত্র লোহিত বর্ণ। প্রজা=পুত্রাদি। ভে=ভয়। রোঙ্মো—রোক্ ভাঙ্গিও না। আমমৎ=রুগ্ন করিও না। ৪৭

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্নাতুরম ॥ ৪৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৪৮ ঋ ১।৮।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশন বা বীরগণের নিবাসভূত রুদ্রকে আমরা এই মননীয় স্তুতি অর্পণ করিতেছি। যেন দ্বিপদ, চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে। যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগ-শূন্য থাকে ॥ ৪৮

যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী।
শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে ॥ ৪৯

শু যজু ১৬।৪৯ মন্ত্র। হে রুদ্র! তোমার ঈদৃশ শান্ত সদা কল্যাণ-প্রদ তনু দ্বারা আমাদের জীবন সুখময় কর। ভেষজী=সংসাররূপ ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ এবং রুতস্য দেহজ ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ। ৪৯

পরি নো রুদ্রস্য হেতিবৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্ম্মতিরঘায়োঃ।
অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড় ॥ ৫০

শু যজু ১৬।৫০ মন্ত্র। রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করুক্। পাপে ক্রুদ্ধ হইতে পার এমন তোমাতে দ্রোহ বুদ্ধি বর্জ্জিত হউক। ৫০

মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি ॥ ৫১

শু যজু ১৬।৫১ মন্ত্র। হে শ্রেষ্ঠ কামবর্ষী কল্যাণ-তম! আমাদের প্রতি শান্ত সুমনা হও। পরমে (দূরস্থে) বৃক্ষে [পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধে সমুদ্র ও বরুণের রাজ্যে এক বৃক্ষ, উর্দ্ধমূল অবাকৃশাখ থাকা কল্পিত হয়, কারণ উত্তর মেরু সহ দক্ষিণ

মেরু সবই উলট পালট ভাবে স্থিত। তাহাদের রাত্র উত্তরে দিন তাহাদের শীত উত্তরে গ্রীষ্ম। উত্তরে শীত তাহাদের গ্রীষ্ম, উত্তরে দেব স্থান দক্ষিণে অসুর অহির স্থান ইত্যাদি] আয়ুধ রাখিয়া [অর্থাৎ তোমার অস্ত্র অসুরদের প্রতি বর্ষিত হউক মৃগব্যাধরূপীরুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জরূপে দক্ষিণ দেশেই স্থিত] কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম (হস্তী বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম) পরিধান করিয়া পিনাক হস্তে আইস। ৫১

বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ।
যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ॥ ৫২

শু যজু ১৬।৫২ মন্ত্র। বিবিধ কিরি ঘাতাদি উপদ্রব নাশ কর, বিলোহিত অর্থাৎ বিগত কল্মষ শুদ্ধ স্বরূপ। তোমার সহস্র অস্ত্র আমাদিগকে ত্যাগে অন্যকে, শত্রুকে হনন করুক। ৫২

সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ।
তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি॥ ৫৩

শু যজু ১৬।৫৩ মন্ত্র। হে ভগবন্ হে ঈশান (জগন্নাথ)! তোমার সহস্র আয়ুধ আছে, তাহাদের তীক্ষ্ণ মুখসকল শত্রু-উন্মুখী কর। ৫৩

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৪

শু যজু ১৬।৫৪ মন্ত্র। যে অসংখ্য রুদ্রগণ ভূমিতলে আছে তাহাদের অস্ত্র সকল সহস্র যোজন দূরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক। ৫৪

অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৫

শু যজু ১৬।৫৫ মন্ত্র। এই অন্তরীক্ষে মহাসমুদ্রে যে রুদ্রগণ আছেন তাঁহাদের অস্ত্র সহস্র যোজন দূরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক। ৫৫

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপাশ্রিতাঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৬

শু যজু ১৬।৫৬ মন্ত্র। দ্যোলোকে নীলগ্রীবা শিতিকণ্ঠা যে রুদ্রগণ আছেন, তাঁহাদের অস্ত্র সকল সহস্র যোজন দূরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক। ৫৬

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্ব্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৭

শু যজু ১৬।৫৭ মন্ত্র। অধোলোকে ক্ষমাতে অর্থাৎ পাতালে যে রুদ্রগণ আছেন তাহাদিগের ধনুর জ্যা সহস্র যোজন দূরে অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক। ৫৭

যে বৃক্ষেষু শস্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ।
তেষাং সহস্রযোজানেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৮

শু যজু ১৬।৫৮ মন্ত্র। অশ্বত্থাদি বৃক্ষে বা বনে যে সকল হরিৎবর্ণা নীলগ্রীবা বিশেষ-লোহিত বর্ণা অথবা রক্তাদি সপ্তধাতু-হীন তেজোময় দেহ রুদ্রগণ আছেন তাঁহাদের ধনুর জ্যা সহস্র যোজন দূরে অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক। ৫৮

যে ভূতানামধি পতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দ্দিনঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৯

শু যজু ১৬।৫৯ মন্ত্র। মুণ্ডিত-কেশ কি জটাধারী যে সকল ভূতের অধিপতি অর্থাৎ অন্তর্হিত দেহধারী রুদ্রগণ আছেন, তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন। ৫৯

যে পথাং পথিরক্ষস ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬০

শু যজু ১৬।৬০ মন্ত্র। যে সকল লৌকিক বৈদিক মার্গের অধিপতি, পথের রক্ষক, অন্নদ্বারা প্রাণীগণের পোষক, জীবন রক্ষক, যুদ্ধকারী সেই সকল ভূতগণের ধনু সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করুন। ৬০

যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬১

শু যজু ১৬।৬১ মন্ত্র। যে খড়্গ সৃকধারী তীর্থে বিচরণকারী রুদ্রগণ তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন। ৬১

যেঽন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬২

শু যজু ১৬।৬২ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ অন্নেস্থিত ও পাত্রস্থক্ষীরাদি পানীয় ধাতু-বৈষম্য জন্মায় অর্থাৎ ব্যারামের সৃষ্টি করে তাঁহাদের ধনু সহস্র যোজন দূরে ত্যাগ করুন। ৬২

য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬৩

শু যজু ১৬।৬৩ মন্ত্র। পূর্ব্বে বর্ণিত রুদ্রগণ ব্যতীত দশদিশা আশ্রয় করতঃ যে সকল রুদ্রগণ আছেন, তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন। ৬৩

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু।
তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৪

শু যজু ১৬।৬৪ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ দ্যুলোকে থাকেন, বৃষ্টি যাঁহাদের অস্ত্র অর্থাৎ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দ্বারা উপদ্রব উপস্থিত করে তাঁহাদিগকে নমস্কার। তাঁহাদের উদ্দেশে দশ অঙ্গুলী পূর্ব্বে, দশ দক্ষিণে, দশ পশ্চিমে, দশ অঙ্গুলি উত্তরে জুড়িতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, সুখ দিউন্। যাহাদিগকে দ্বেষ করি, যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের রুদ্রের করাল দ্রংষ্ট্রা মধ্যে স্থাপন করি। ৬৪

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাং বাত ইষবঃ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং
দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৫

শু যজু ১৬।৬৫ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ অন্তরীক্ষে বাস করেন, যাঁহাদের অস্ত্র বাত (বায়ু) অর্থাৎ ঝড় বা নির্ব্বাত দ্বারা উপদ্রব সৃষ্টি করে, তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার। পূর্ব্বদিকে দশ অঙ্গুলি, দক্ষিণে দশ, পশ্চিমে দশ, উত্তরে দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ বদ্ধকৃতাঞ্জলি হইতেছি, তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ও সুখ দিউন। যাহাদিগকে দ্বেষ করি যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে তাহাদিগকে রুদ্রের করাল দংষ্ট্রামধ্যে স্থাপন করি। ৬৫

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবঃ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু
তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৬

শু যজু ১৬।৬৬ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অন্ন যাঁহাদের অস্ত্র অর্থাৎ কোথাও অন্নাভাবে হাহাকার কোথাও অত্যধিক শস্যোৎপন্নে মূল্য হ্রাস দ্বারা উপদ্রব সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পূর্ব্বে দশ অঙ্গুলি, দক্ষিণে

পশ্চিমে, উত্তরে দশ অঙ্গুলি জুড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইতেছি। [উৰ্দ্ধ উত্তর অর্থে এই তিন মন্ত্রে ব্যবহৃত, কেন না সুমেরুবাসী ঋষিগণের উত্তর উর্দ্ধ ছিল] তাঁহারা রক্ষা করুন সুখ দিন, শত্রুকে দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করুন (রুদ্রই কালরূপী সংহারকর্ত্তা)। ৬৬

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওঁ বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।
প্রজাবন্তঃ সচমেহি ॥ ১

শু যজু ৩।৫৬ ও ঋ ৮।১।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সোম! আমরা যেন তোমার কর্ম্মে তোমার দেহে মন সমাধান করি। তোমার কৃপায় প্রজাবন্ত হই। ১

এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহাস্বস্রাম্বিকয়া তং
জুষস্ব স্বাহৈ স তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুঃ ॥ ২

শু যজু ৩।৫৭ মন্ত্র। হে রুদ্র! (বিরোধীকে বহু রোদন করান যিনি) স্বস্থ (ভগিনী) অম্বিকাসহ আমাদের প্রদত্ত পুরোডাশাদি যজ্ঞ ভাগ স্বীকার কর। [শরদ্ রূপিণী জরাদি উৎপাদকরূপে শত্রুহননকারিনী] হে রুদ্র! যে আখু মূষিকবৎ পরানিষ্টপরায়ণ সেই পশু যজ্ঞাদি ইষ্টাচরণ ত্যাগী হয়। ২

অব রুদ্র মদীমহ্যবদেবং ত্র্যম্বকং।
যথা নো বস্যসস্করদ্ যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্ যথানো ব্যবসায়য়াৎ ॥৩

শু যজু ৩।৫৮ মন্ত্র। রুদ্রকে, দেব ত্র্যম্বক (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালদর্শী চক্ষুত্রয়), সূর্য্য সোমাগ্নিরূপ চক্ষুত্রয় অথবা কেহ কেহ মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জস্থ ঘন সন্নিবেশিত নক্ষত্রত্রয়কে তিন চক্ষু, কেহ বা ঔদিচীপ্রভা (aurora borealis), উত্তর-মুখ-সূর্য্য, দক্ষিণমুখ-ধ্রুবাদি নক্ষত্র তৃতীয় মুখ, হৃদয়ে জানিয়া ভোজন করাইব, [অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার রুদ্রের ভোগস্থানীয় হইয়া লোপ পাইবে] যাহাতে আমরা বিশেষরূপ স্বস্থান (ব্রহ্মপদ) পরম শ্রেয়স্কর মুক্তিতে নিশ্চলতা লাভ করি। অথবা ইহা আর্য্যগণ যৎকালীন তুষারপাত জন্য মেরুত্যাগে বাসস্থান অন্বেষণে দক্ষিণে আসিতেছিলেন তৎকালে উত্তম বাসস্থান সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও ঈশ্বরে নিশ্চলা বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩

ভেষজমসি ভেষজং
গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজং
সুগ্নং মেষায় মেষ্যৈ ॥ ৪

শু যজু ৩।৫৯ মন্ত্র। হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারক ঔষধ স্বরূপ। আমাদের গো অশ্ব পুরুষের পক্ষে ঔষধস্বরূপ হও। আমাদের মেষ ভেড়াদিকে সুখী কর। অর্থাৎ তোমার স্মরণই ঔষধবৎ উপদ্রব নিবারক। ৪

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ ॥ ৫

শু যজু ৩।৬০ ও ঋ ৫।৪।৩০ মন্ত্র। [এই মন্ত্রের দুই ভাগ। প্রথম ভাগ "মামৃতাৎ" বাক্যে শেষ হইয়াছে। এই মন্ত্রকে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র বলে, ইহা সর্ব্বপ্রকার বিপদ্‌নাশক ও শতবর্ষ পরমায়ু ও সর্ব্ব সম্পদ্ প্রাপক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ কুমারী অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতা কন্যার প্রার্থনাবাক্য]। প্রথমার্দ্ধ মন্ত্রার্থ—ত্রিঅম্বক অর্থাৎ তিন চক্ষুর ন্যায় তিন রূপে প্রকাশধর্ম্মী ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবরূপে প্রকাশক অথবা ত্রিকালদর্শী সুগন্ধি দুঃখাত্মক মর্ত্ত্য ধর্ম্মহীন পুষ্টিবর্দ্ধনক্ষীণ জীবত্ব হইতে বৃহৎ ব্রহ্মৈক্যতা সম্পাদক, উর্ব্বারুক ফল যেমন পক্ক হইলে বৃক্ষচ্যুত হয়, তেমনি আমরাও যেন মৃত্যুর বন্ধন অর্থাৎ সংসার বৃক্ষ হইতে কর্ম্মফল পক্কে চ্যুত হই অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম না হইয়া মুক্তিলাভ করি।

দ্বিতীয়াংশার্থ পতিবেদন=পতিলাভ করান। ইতোমুক্ষীয়=মাতা-পিতাভ্রাতৃবর্গ হইতে মুক্ত কর। কিন্তু উতোমামুক্ষীয় বিবাহের পর ভবিষ্যৎ পতি হইতে মুক্ত অর্থাৎ বিযুক্ত করিও না। ৫

এতত্তে রুদ্রাবসন্তেন পরোমুজা বতোঽতীহি।
অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি ॥ ৬

শু যজু ৩।৬১ মন্ত্র। হে রুদ্র! এই তোমার অবসান অর্থাৎ অন্তকালীন ভোজ্য (পুরোডাস) তৎসহিত তুমি মুজাবৎ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পরভাগবর্ত্তী দেশে আরোপিত ধনু ও সর্ব্বত্রাচ্ছাদক পিনাক দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, চর্ম্মাম্বরে আমাদের হিংসা না করিয়া শান্তচিত্তে গমন কর। [এই মন্ত্রে উত্তর মেরুস্থ ঋষি ৬ মাস দিবসের পর সূর্য্যরূপী রুদ্র অস্তাচল পর্ব্বতের অপরপারে গমনশীল জন্য উত্তর মেরুপক্ষে আবৃত তনু এমন আবৃত যেন চর্ম্মাম্বরে ঢাকা তৎবিবৃতি মাত্র]। ৬

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।
যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং ॥ ৭

শু যজু ৩।৬২ মন্ত্র। জমদগ্নির, কশ্যপের ও দেবগণের তিনগুণ আয়ু ও চরিত্রাদি আমাদের হৌক। ৭

শিবোনামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায় ॥ ৮

শু যজু ৩।৬৩ মন্ত্র। হে ক্ষুরাভিমানী দেবতা! তুমি নামতঃ শান্ত হও। বজ্র তোমার পিতা, তোমাকে নমস্কার, হিংসা করিও না। জীবনের জন্য, অন্ন ভক্ষণের জন্য, সন্তান ও ধনবৃদ্ধির জন্য, সুপুত্র সুবীর্য্য লাভার্থ মুণ্ডন করিতেছি। ৮

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ওঁ উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বান্তশ্চ ধুনিশ্চ।
সা সহ্বাঁশ্চাভিযুগ্বা চ বিক্ষিপঃ স্বাহা ॥ ১

শু যজু ১৭।৮৬ ও ৩৯।৭ মন্ত্র। উগ্রাদি সপ্তমরুৎ। উগ্র (উৎকৃষ্ট) ভীম (ভীষ্ম) ধ্বান্ত (শব্দ যুক্ত) ধুনি (কম্পনকারী) সাসহ্বান্ (শত্রুদমন) অভিযুগ্বা (শ্বাস প্রশ্বাসরূপে সম্মুখবর্ত্তী) বিক্ষিপ (বিক্ষেপযুক্ত)। স্বাহা বাক্যে অর্চ্চনা। ১

অগ্নিং হৃদয়েনাশনিং হৃদয়াগ্রেণ পশুপতিং
কৃৎস্নহৃদয়েন ভবং যক্না শর্ব্বং মতস্নাভ্যামীশানং
মন্যুনা মহাদেবমন্তঃপর্শব্যেনোগ্রং দেবং
বনিষ্ঠুনা বসিষ্ঠহনুঃ শিঙ্গীনি কোশ্যাভ্যাম্ ॥ ২

শু যজু ৩৯।৮ মন্ত্র। হৃদয় অর্থাৎ অঙ্গ দ্বারা অগ্নিকে, হৃদয়াগ্রভাগ দ্বারা অশনিদেবকে সমগ্র হৃদয় দ্বারা পশুপতিকে, যকৃৎ দিয়া ভবকে, হৃদয়াস্থি দ্বারা শর্ব্বকে মন্যু (মন) দ্বারা ঈশানকে, পার্শ্বাস্থি মাংস দ্বারা মহাদেবকে, স্থূলাগ্র দ্বারা উগ্রকে প্রীতি করি। বসিষ্ঠ হনু=কপালের অধোভাগস্থ ও হৃৎকোশের মাংস দ্বারা শিঙ্গিদেবকে প্রীত করি। ২

উগ্রং লোহিতেন মিত্রং সৌব্রত্যেন রুদ্রং
দৌব্রত্যেনেন্দ্রং প্রক্রীড়েন মরুতো বলেন সাধ্যান্ প্রমুদা।
ভবস্য কণ্ঠ্যং রুদ্রস্যান্তঃ পার্শ্ব্যং
য মহাদেবস্য য কৃচ্ছর্ব্বস্য বনিষ্ঠুঃ পশুপতেঃ পুরীতৎ ॥ ৩

শু যজু ৩৯।৯ মন্ত্র। লোহিত (রক্ত) দ্বারা উগ্রকে, শোভন ব্রত দ্বারা মিত্রকে, দুষ্টকর্ম্ম (যেমন ছাত্রভৃত্যাদিকে তাড়ন) দ্বারা রুদ্রের (যুদ্ধাদিতে প্রকৃষ্ট ক্রীড়ন দ্বারা ইন্দ্রের, বলদ্বারা মরুৎগণকে, প্রকৃষ্ট হর্ষদ্বারা সাধ্যগণকে, কণ্ঠস্থ স্তুতিধারী বা মাংসধারী ভবকে, পার্শ্বমাংসদ্বারা রুদ্রকে, যকৃৎদ্বারা মহাদেবকে স্থূলান্ত্রদ্বারা শর্ব্বকে হৃদয়াচ্ছাদকত্বক্ দ্বারা পশুপতিকে প্রীত করি। ৩

লোমভ্যঃস্বাহা লোমভ্যস্বাহা ত্বচে ত্বচে স্বাহা লোহিতায় স্বাহা
মেদোভ্যঃ স্বাহা।
মেদোভ্যঃ স্বাহা মাংসেভ্যঃ স্বাহা মাংসেভ্যঃ স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহা
স্নাবভ্যঃ স্বাহা অস্থাভ্যঃ স্বাহা হস্থাভ্য স্বাহা মজ্জভ্য স্বাহা মজ্জভঃস্বাহা
রেতসে স্বাহা স্বাহা পায়বে স্বাহা॥ ৪

শু যজু ৩৯।১০ মন্ত্র। লোম, ত্বক, লোহিত, মেদ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, রেত, পায়ু দ্বারা আহুতি দেই। ৪

আয়াসায় স্বাহা প্রয়াসায় স্বাহা।
সংযাসায় স্বাহা বিয়াসায় স্বাহোত্থাসায় স্বাহা॥
শুচে স্বাহা শোচতে স্বাহা।
শোচমানায় স্বাহা শোকায় স্বাহা॥ ৫

শু যজু ৩৯।১১ মন্ত্র। আয়াস (দৈহিক শ্রম) প্রয়াস (ইন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রম) সংযাস (মানস) বিয়াস (বুদ্ধি) উদয়াস (প্রাণ বিষয়ক শ্রম) শুচে (শোক) শোচত (শোককারী) শোচমান (শোকযুক্ত)। ৫

তপসে স্বাহা তপ্যতে স্বাহা তপ্যমানায় স্বাহা।
তপ্তায় স্বাহা ঘর্ম্মায় স্বাহা। নিষ্কৃত্যৈ স্বাহা
প্রায়শ্চিত্যৈ স্বাহা ভেষজায় স্বাহা॥ ৬

শু যজু ৩৯।১২ মন্ত্র। ঘর্ম্ম=রৌদ্র, নিষ্কৃতি=মুক্তি। ৬

যমায় স্বাহান্তকায় স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা।
ব্রহ্মণে স্বাহা ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা।
বিশ্বেভ্যো স্বাহা দেবেভ্যো স্বাহা॥
দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং স্বাহা॥ ৭

ইতি সপ্তমোধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

ওঁ বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রযতিশ্চ মে
প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুঙ্চ মে স্বরশ্চ
মে শ্লোকশ্চ মে শ্রবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ
মে জ্যোতিশ্চ মে স্বশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১

শু যজু ১৮।১ মন্ত্র। বাজাদি দ্বারায় যে যজ্ঞ করিতেছি, তাহাদ্বারা অগ্ন্যাদি দেবগণ পরিতৃপ্ত হউন। এবং ঐ সকল পদার্থ, দাতার জন্য কল্পনা কর। বীজ—অন্ন। প্রসব—অন্নদানে অনুজ্ঞা অর্থাৎ দীয়তাং ভূজ্যতাং। প্রযতি—শুদ্ধি। প্রসিতি—বন্ধন অর্থাৎ অন্নবিষয়ক ঔৎসুক্য। ধীতি—ধ্যান। ক্রতু—সঙ্কল্প বা যজ্ঞ কর্ম্ম। স্বর—সাধুশব্দ। শ্লোক—পদ্যবন্ধ বা স্তুতি। শ্রব—বেদ মন্ত্র বা শ্রবণ সামর্থ্য। শ্রুতি—ব্রাহ্মণ বা শ্রবণ সামর্থ্য। জ্যোতি—প্রকাশ। স্ব—স্বর্গ। ১

প্রাণশ্চ মে ঽপানশ্চ মে ব্যানশ্চ মে
ঽসুশ্চ মে চিত্তঞ্চ মে আধীতঞ্চ মে
বাক্ চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রঞ্চ মে
দক্ষশ্চ মে বলঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২

শু যজু ১৮।২ মন্ত্র। আমার প্রাণ—উর্দ্ধ সঞ্চারী বায়ু, অপান—অধো সঞ্চারী বায়ু, ব্যান—সর্ব্বশরীর ব্যাপী বায়ু, অসু—প্রবৃত্তিমান্ বায়ু, চিত্ত—মানস সঙ্কল্প, আধীত—অধ্যয়নজন্য বাহ্য জ্ঞান, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, দক্ষ—জ্ঞানেন্দ্রিয় কৌশল, বল—কর্ম্মেন্দ্রিয় কৌশল, যজ্ঞে কল্পিত হউক। ২

ওজশ্চ মে সহশ্চ মে আত্মাচ মে তনূশ্চ মে
শর্ম্মচ মে বর্ম্ম চ মে ঽঙ্গানি চ মে
অস্থীনি চ মে পরূংষি চ মে শরীরাণি চ মে
আয়ুশ্চ মে জরা চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৩

শু যজু ১৮।৩ মন্ত্র। ওজ—প্রাণবল (অষ্টম ধাতু)। সহ—দেহ বল বা শত্রু অভিভব করার শক্তি। আত্মা, তনু—দেহ, শর্ম্ম—সুখ, বর্ম্ম—কবচ, অঙ্গ—হস্তাদি অবয়ব, অস্থি, পরূংষি—অঙ্গুলির পর্ব্ব (সন্ধি)। শরীরাণি—স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপ দেহত্রয়। আয়ু—জীবন, জরা—বার্দ্ধক্যে শেষ আয়ু, যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্তি হউক। ৩

জ্যৈষ্ঠঞ্চ মে আধিপত্যঞ্চ মে মন্যুশ্চ মে
ভামশ্চ মেঽমশ্চ মেঽম্ভশ্চ মে জেমা চ মে
মহিমা চ মে বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষিমা চ মে
দ্রাঘিমা চ বৃদ্ধঞ্চ মে বৃদ্ধিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৪

শু যজু ১৮।৪ মন্ত্র। জ্যৈষ্ঠ—প্রশস্তত্ব, আধিপত্য—স্বামিত্ব, মন্যু—মানস কোপ, ভাম—বাহ্যকোপ, অম—অপরিমেয়ত্ব [অন্যের ইয়ত্তায় পরিচ্ছেদ করিতে অশক্য] অম্ভঃ—শীত মধুর জল, জেমা=জয় সামর্থ্য, মহিমা=মহত্ব, বরিমা=প্রজাদির বিশালতা, প্রথিমা=গৃহ ক্ষেত্রাদির বিস্তার, বর্ষিমা=দীর্ঘ জীবন, দ্রাঘিমা=বংশের অবিচ্ছিন্নত্ব, বৃদ্ধ=প্রভুত অন্নধনাদি, বৃদ্ধি=বিদ্যাদি গুণের উৎকর্ষ। ৪

সত্যঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনঞ্চ মে
বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে
জাতঞ্চ মে জনিষ্যমানং চ মে সূক্তঞ্চ মে
সুকৃতঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৫

শু যজু ১৮।৫ মন্ত্র। সত্য=যথার্থ ভাষিত্ব। শ্রদ্ধা=গুরু, বেদান্ত বাক্য ও পর লোকাদিতে বিশ্বাস, জগৎ=জঙ্গম প্রাণী, ধন=কনকাদি, বিশ্ব=স্থাবর, মহ=দীপ্তি, ক্রীড়া=অক্ষদ্যূতাদি, মোদ=ক্রীড়াদি দর্শনজনিত হর্ষ, জাত=পুত্রোৎপন্ন অপত্য, জনিষ্যমান=ভবিষ্যৎ অপত্য, সূক্ত=ঋক্ সমুহ, সুকৃত=ঋগাদি পাঠ জন্য শুভাদৃষ্ট অথবা যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত সুফল। ৫

ঋতঞ্চ মেঽমৃতঞ্চ মেঽযক্ষ্মঞ্চ মেঽনাময় মে
জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বঞ্চ মেঽনমিত্রঞ্চ মে
অভয়ঞ্চ মে সুখঞ্চ মে শয়নঞ্চ মে
সূষাশ্চ মে সুদিনঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৬

শু যজু ১৮।৬ মন্ত্র। ঋত=যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অমৃত=স্বর্গাদিফল, অযক্ষ্ম=ধাতুক্ষয়াদি রোগ শূন্য, অনাময়=ব্যাধিহীন, জীবাতু=ব্যাধি নাশক ঔষধ, দীর্ঘায়ুত্ব, অনমিত্র=শত্রুহীন, অভয়=সুখ, শয়ন=শয্যা, সূষা—সু+উষা=শোভন প্রাতঃকৃত্যাদি (সন্ধ্যা উপাসনা), সুদিন=যজ্ঞদান অধ্যয়নযুক্ত। ৬

যন্তা চ মে ধর্ত্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে
বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে
জ্ঞাত্রঞ্চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরঞ্চ মে
লয়শ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৭

শু যজু ১৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যন্তা=অশ্বাদির নিয়ন্তা, ধর্ত্তা=পোষক, ক্ষেম=বিত্তাধনাদি রক্ষণ-শক্তি, ধৃতি=ধৈর্য্য আপদে স্থির-চিত্ততা, বিশ্ব—সর্ব্ব-আনুকূল্য, মহ=পূজা, সংবিদ্=বেদজ্ঞান, জ্ঞাত্র=বিজ্ঞান সামর্থ্য, সূ=পুত্রাদি প্রেরণ সামর্থ্য, প্রসূ=পুত্রোৎপাদন সামর্থ্য, সীর=হল কৃষি নিমিত্ত ধনাদি, লয়=কৃষি ব্যাঘাতক নিবৃত্তি। ৭

শংচ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ঞ্চ মেঽনুকামশ্চ মে
কামশ্চ মে সৌমনমশ্চ মে
ভগশ্চ মে দ্রবিণঞ্চ মে ভদ্রঞ্চ মে শ্রেয়শ্চ মে
বসীরশ্চ মে যশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৮

শু যজু ১৮।৮ মন্ত্র। শং=ঐহিকসুখ, ময়=আমুষ্মিকসুখ, প্রিয়=প্রীতি উৎপাদক বস্তু, অনুকাম=অনুকূল যত্ন সাধ্য পদার্থ, কাম=বিষয় ভোগ জনিত সুখ, সৌমনস—মনের স্বাস্থ্য সম্পাদক বস্তুজাত, ভগ=সৌভাগ্য, দ্রবিণ=ধন, ভদ্র=ঐহিক কল্যাণ, শ্রেয়ঃ=পারলৌকিক কল্যাণ, বসীর=বসু যুক্ত গৃহাদি, যশঃ=কীর্ত্তি। ৮

উর্ক্‌চ মে সূনৃতাচ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে
ঘৃতঞ্চ মে মধু চ মে সগ্ধিশ্চ মে
সপীতিশ্চ মে কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ জৈত্রঞ্চ মে
ঔদ্ভিদ্যঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৯

শু যজু ১৮।৯ মন্ত্র। উর্ক্=অন্ন, সূনৃত=প্রিয় সত্যবাক্য, পয়ঃ=দুগ্ধ, রস=দ্রব্যের সারাংশ, ঘৃত=আজ্য, মধু=ক্ষৌদ্র, সগ্ধি=বন্ধুসহ ভোজন, সপীতি=বন্ধুজন সহ পান, কৃষি=ধান্যাদি উৎপাদন, বৃষ্টি=মেঘবর্ষণ, জৈত্র=জয় সামর্থ্য, ঔদ্ভিদ্য=আম্রবৃক্ষাদি। ৯

রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টঞ্চ মে পুষ্টিশ্চ মে
বিভু চ মে প্রভু চ মে পূর্ণঞ্চ মে
পূর্ণতরঞ্চ মে কুযবশ্চ মেঽক্ষিতঞ্চ মেঽন্নঞ্চ মে
ঽক্ষুচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১০

শু যজু ১৮।১০ মন্ত্র। রয়ি=সুবর্ণ, রায়=মণিমুক্তাদি, পুষ্ট=ধনপোষ, পুষ্টি=দেহ-পোষক, বিভূ=ব্যাপক, প্রভু=ঐশ্বর্য্য, পূর্ণ=ধনপুত্রাদি পূর্ণ, পূর্ণতর=গজ তুরগাদির বাহুল্য, কুযব=কুৎসিৎ ধান্য, অক্ষিত—ক্ষয়হীন ধান্যাদি, অন্ন=ওদনাদি, ক্ষুৎ=ভুক্তান্ন পরিপাক। ১০

বিত্তঞ্চ মে বেদ্যঞ্চ মে ভূতঞ্চ মে ভবিষ্যচ্চ মে
সুগঞ্চ মে সুপথ্যঞ্চ মে ঋদ্ধঞ্চ মে
ঋদ্ধিশ্চ মে ক্লৃপ্তঞ্চ সে ক্লৃপ্তিশ্চ মে মতিশ্চ মে
সুমতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১১

শু যজু ১৮।১১ মন্ত্র। বিত্ত=পূর্ব্বলব্ধ ধন, বেদ্য=লব্ধব্য, ভূত=পূর্ব্ব সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, ভবিষ্যৎ=সম্পৎস্যমান ক্ষেত্রাদি, সুগ=সুখগম্য দেশ, সুপথ্য=শোভনস্থিত, ঋদ্ধ=সমৃদ্ধ যজ্ঞফল, ঋদ্ধি=যজ্ঞাদি সমৃদ্ধি, ক্লৃপ্ত=কার্য্যক্ষেম দ্রব্যাদি, ক্লৃপ্তি=স্বকার্য্য সামর্থ্য, মতি=পদার্থ মাত্র নিশ্চয়, সুমতি=দুর্ঘট কার্য্যাদি নিশ্চয়। ১১

ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে
মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেঽণবশ্চ মে
শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে
মসূরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১২

শু যজু ১৮।১২ মন্ত্র। ব্রীহি, যব, মাষ, তিল, মুগ, খল্ব=চনক, লঙ্গ প্রিয়ঙ্গু—কঙ্গব শ্যামা, অণব—চীনক, শ্যামাকা—তৃণ ধান্য, নীবার—ধান্য, গোধুম, মসূর আমার যজ্ঞে কল্পিত হউক। ১২

অশ্মাচ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্ব্বতাশ্চ মে
সিকতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যঞ্চ মেঽয়শ্চ মে
শ্যামঞ্চ মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে
ত্রপু চ যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৩

শু যজু ১৮।১৩ মন্ত্র। অশ্মা—পাষাণ, মৃত্তিকা, গিরি (ক্ষুদ্র পর্ব্বত) পর্ব্বত, সিকতা (বালুময়), বনস্পতি—পুষ্পহীন ফলবন্ত (পনস, উডুম্বর ইত্যাদি), হিরণ্য—সুবর্ণ বা রজত, অয়—লৌহ, শ্যাম—তামা, কাঁসা ইত্যাদি, লোহ—পিত্তল, সীসা, ত্রপু—রাঙ্, যজ্ঞে কল্পিত হউক। ১৩

অগ্নিশ্চ মে আপশ্চ মে বীরুধশ্চ মে ঔষধয়শ্চ মে
কৃষ্টপচ্যাশ্চ মেঽকৃষ্টপচ্যাশ্চ মে গ্রাম্যাশ্চ মে
পশব আরণ্যাশ্চ মে বিত্তঞ্চ মে বিত্তিশ্চ মে
ভূতঞ্চ মে ভূতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১৪

শু যজু ১৮।১৪ মন্ত্র। অগ্নি—পৃথিবীস্থ বহ্নি, আপ=অন্তরিক্ষস্থ জল, বীরুধ=গুল্ম, ঔষধি=ফল পাকিলে শুকাইয়া যায় (ধান্যাদি), কৃষ্টপচ্যা=ভূমি কর্ষণ

দ্বারা উৎপাদ্য, অকৃষ্ট-পচ্যা=আপনি জন্মে, গ্রাম্যপশু=গো মহিষ অশ্বাদি, আরণ্য=সিংহ ব্যাঘ্রাদি, বিত্ত=পূর্ব্বলব্ধ, বিত্তি=ভাবিলাভ, ভূত=জাতপুত্রাদি, ভূতি=স্বোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য। ১৪

বসু চ মে বসতিশ্চ মে কর্ম্ম চ মে শক্তিশ্চ মে ঽর্থশ্চ মে
এমশ্চ ম ইত্যা চ মে গতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৫

শু যজু ১৮।১৫ মন্ত্র। বসু=ধন্য, বসতি, কর্ম্ম, শক্তি, অর্থ, এম=প্রাপ্তব্য, ইত্যা=ইষ্ট প্রাপ্তির উপায়, গতি=ইষ্ট প্রাপ্তি। ১৫

অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে
সবিতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতী চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে পুষা ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৬

শু যজু ১৮।১৬ মন্ত্র। অগ্নি আমার, ইন্দ্র আমার, সোম আমার, ইন্দ্র আমার, সবিতা আমার, ইন্দ্র আমার, সরস্বতী আমার, ইন্দ্র আমার, পুষা আমার, ইন্দ্র আমার, বৃহস্পতি আমার, ইন্দ্র আমার, যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৬

মিত্রশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে
ধাতাচ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে
মরুতশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বে চ মে
দেবা ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৭

শু যজু ১৮।১৭ মন্ত্র। মিত্র, বরুণ, ধাতা, ত্বষ্টা, মরুৎ বিশ্বদেব আমার ইন্দ্রই যজ্ঞে কল্পিত হউন্। ১৭

পৃথিবীচ ম ইন্দ্রশ্চ মে অন্তরিক্ষঞ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সমাশ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে নক্ষত্রাণি চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশাশ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৮

শু যজু ১৮।১৮ মন্ত্র। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, সমা (বর্ষ অধিপতি দেবতা) নক্ষত্র, দিশ্ সর্ব্বত্র যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৮

অংশুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মেঽদাভ্যশ্চ মেঽধিপতিশ্চ ম
উপাংশুশ্চ মেঽন্তর্যামশ্চ ম ঐন্দ্রবায়বশ্চ মে
মৈত্রাবরুণশ্চ ম আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে
শুক্রশ্চ মে মহীচ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৯

শু যজু ১৮।১৯ মন্ত্র। অংশু, রশ্মি, অদাভ্য=গ্রহ, অধিপতি গ্রহ, উপাংশু, অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, অশ্বিন্, প্রতিপ্রস্থান, শুক্র, মহী গ্রহগণ যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৯

আগ্রয়ণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম
ঐন্দ্রাগ্নিশ্চ মে মহাবৈশ্বদেবশ্চ মে মরুত্বতীয়াশ্চ মে
নিষ্কেবল্যশ্চ মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পাত্নীবতশ্চ মে
হারিযোজনশ্চ মে যজ্ঞেন মে কল্পন্তাম্ ॥ ২০

শু যজু ১৮।২০ মন্ত্র। আগ্রয়ণ, বৈশ্বদেব, ধ্রুব, বৈশ্বানর, ঐন্দ্রাগ্নি, মহাবৈশ্বদেব, মরুত্বতীয়া, নিষ্কেবল্য, সাবিত্র, সারস্বত, পাত্নীবত ও হারিযোজন মদীয় যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২০

স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে বায়ব্যানি চ মে দ্রোণ-
-কলশশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মেঽধিষবণে চ মে পূতভৃচ্চ মে
আধবনীয়শ্চ মে বেদিশ্চ মে বর্হিশ্চ মেঽবভৃথশ্চ মে।
স্বগাকারশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২১

শু যজু ১৮।২১ মন্ত্র। স্রুচ=শ্রুবপাত্র, চমস পাত্র, বায়ব্যপাত্র, দ্রোণ-কলশ, গ্রাবাণ=সোম-নিষ্পেষক প্রস্তর, অধিষবণ কাষ্ঠ ফলক, পূতভৃৎ=সোমপাত্র, অধবনীয় ঐ, বেদি, বর্হি, অবভৃথ, স্বগাকার পাত্রবিশেষ। ২১

অগ্নিশ্চ মে ধর্ম্মশ্চ মেঽর্কশ্চ মে সূর্য্যশ্চ মে প্রাণশ্চ মে
ঽশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবী চ মে ঽদিতিশ্চ মে দিতিশ্চ মে
দ্যৌশ্চ মেঽঙ্গুলয়ঃ শক্করয়ো দিশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২২

শু যজু ১৮।২২ মন্ত্র। অগ্নি, ধর্ম্ম, অর্ক (পুরোডাশ), সূর্য্য=চরু, প্রাণ=গবাময়ন, অশ্বমেধ, পৃথিবী, অদিতি (পুনর্ব্বসু বা স্বর্গঙ্গার অখণ্ডাংশ) দিতি (দক্ষিণ দিকস্থ খণ্ডিত স্বর্গঙ্গা), দ্যৌ=অঙ্গুলী (বিরাট পুরুষ অবয়ব) শক্কর (শক্তিগণ), দিক্ আমার যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২২

ব্রতঞ্চ মে ঋতবশ্চ মে তপশ্চ মে সংবৎসরশ্চ মে
ঽহোরাত্রে উর্ব্বষ্ঠীবে বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২৩

শু যজু ১৮।২৩ মন্ত্র। ব্রত=নিয়ম, ঋতু=বসন্তাদি, তপ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রয়নাদি, সংবৎসর প্রভবাদি উর্ব্বষ্ঠীব=জানু ইত্যাদি অঙ্গ, বৃহৎ রথন্তর=সাম। ২৩

একা চ মে তিশ্চ মে ২ পঞ্চ চ মে ২
সপ্ত চ মে ২ নব চ মে ২ একাদশ চ মে ২

ত্রয়োদশ চ মে ২ পঞ্চদশ চ মে ২
সপ্তদশ চ মে ২ নবদশ চ মে ২
একবিংশতিশ্চ মে ২ ত্রয়োবিংশতিশ্চ মে ২
পঞ্চবিংশতিশ্চ চ মে ২ সপ্তবিংশচ্চ মে ২
নববিংশতিশ্চ মে ২ একত্রিংশশ মে ২
ত্রয়স্ত্রিংচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। ২৪

শু যজু ১৮।২৪ মন্ত্র। ১।৩।৫।৭।৯।১১।১৩।১৫।১৭।১৯।২১।২৩।২৫।২৭।২৯।৩১। ৩৩ সংখ্যা যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২৪

চতস্রশ্চ মেঽষ্টৌচ মে ২ দ্বাদশ চ মে ২ ষোড়শ চ মে ২
বিংশতিশ্চ মে ২ চতুর্ব্বিংশতিশ্চ মে ২ অষ্টাবিংশতিশ্চ মে ২
দ্বাত্রিংশচ্চ মে ২ ষট্ত্রিংশচ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মে ২
চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মে অষ্টাচত্বারিংশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৫

শু যজু ১৮।২৫ মন্ত্র। ৪।৮।১২।১৬।২০।২৪।২৮।৩২।৩৬।৪০।৪৪।৪৮ সংখ্যা মম যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২৫

ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে
পঞ্চাবিশ্চ মে তুর্য্যবাট্ চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসাচ মে
তুর্য্যবাট্ চ মে তুর্যোহী চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৬

শু যজু ১৮।২৬ মন্ত্র। ত্র্যবি=ত্রি-অবি=তিন ছয় মাস বৎস ও বৎসা, দিত্যবাট্=দু বৎসরের ষাঁড়, দিত্যৌহি=দু বৎসরের বকনা। পঞ্চাবী=সার্দ্ধ দ্বি বৎসর গৌ ও ষাঁড়। ত্রিবৎস=তিন বৎসরের গো ষাঁড়। তুর্য্যবাট্=সাড়ে তিন বৎসরের ষাঁড় ও গো। যজ্ঞে কল্পিত হউক। ২৬

ষষ্ঠবাট্ চ মে ষষ্ঠৌহী চ মে উক্ষা চ মে বশা চ মে ঋষভশ্চ মে
বেহচ্চ মেঽনড্বাঁশ্চ মে ধেনুশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৭

শু যজু ৮।২৭ মন্ত্র। ষট্বাট্=চারিবৎসরের ষাঁড় ও গাভী। উক্ষা=বীর্য্য সেচন সমর্থ ষাঁড়। বশা=বন্ধ্যা গো। ঋষভ=অতি যুবা বৃষ। বেহৎ=গর্ভঘাতিনী গো। অনড্বাঁ=শকটবাহী বৃষ। ধেনু=নব প্রসূতা গো। ২৭

বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহা পিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা বসবে স্বাহা-
-হর্পতয়ে স্বাহাহ্নে মুগ্ধায় স্বাহামুগ্ধায় বৈনংশিনায় স্বাহা

বিনংশিন আন্ত্যায়নায় স্বাহান্ত্যায় ভৌবনায় স্বাহা ভুবনস্ত পতয়ে স্বাহা
ঽধিপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা ইয়ন্তে রাণ্মিত্রায় যন্তাসি
যমন উর্জ্জে ত্বা বৃষ্ট্যৈ ত্বা প্রজানান্ত্বাধিপত্যায় ॥ ২৮

অন্নপ্রাচুর্য্যাৎ চৈত্র অন্নরূপ। বাজ=অন্ন। প্রসব=বৈশাখ। অপিজ—জ্যৈষ্ঠ। ক্রতু=আষঢ় (চাতুর্ম্মাস যাগ প্রাচুর্য্য। বস্থ=শ্রাবণ (চাতুর্ম্মাস্থে যাত্রা নিষেধাৎ)। অহর্পতি=ভাদ্র (তাপ প্রাচুর্য্যাৎ)। মুগ্ধায় অহ্নে=আশ্বিন (তুষারপাতে)। অমুগ্ধায় বৈনংশিন=কার্ত্তিক (স্নান নিয়মাদি মোহনিবর্ত্তক)। অবিনংশি আন্ত্যায়নায়=অয়ন অন্ত হয় জন্য মার্গশীর্ষ। ভৌবন অন্ত্যায়=পৌষ। ভুবনস্তপতয়ে=মাঘ, অধিপতয়ে=ফাল্গুন, বর্ষ অন্ত হয় জন্য। রাণ্মিত্রায়=রাট্‌ +মিত্রায়। এই তোমার রাজ্য মিত্র যজমানের নিয়ামক হও। অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মে সকল নিয়মিত করিয়া বিশিষ্ট অন্নরসের দ্বারা তোমাকে বৃষ্টির জন্য প্রজার আধিপত্যলাভ জন্য “বসুধারা” দিয়া অভিসিঞ্চন করিতেছি। ২৮

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং
বাগ্‌ যজ্ঞেন কল্পতাম্ মনো যজ্ঞেন কল্পতাম
আত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং
জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাম্
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং
স্তোমশ্চ যজুশ্চ ঋক্ চ সাম চ বৃহচ্চ রথন্তরঞ্চ।
স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম বেট্‌ স্বাহা ॥ ২৯

ইতি অষ্টমোধ্যায়ঃ।

শু যজু ১৮।২৯ মন্ত্র। যজ্ঞ দ্বারা আয়ুলাভ হয়। প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র, বাক্, মন, আত্মা (দেহ) [আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহু মনীষিনঃ। ইতি], ব্রহ্মা, জ্যোতি, স্বঃ, পৃষ্ঠ=স্তোত্র বা স্বর্গস্থান কল্পনা কর। স্বর্গদেবতা হইয়া যাইতেছি। অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মী হইয়াছি। হিরণ্যগর্ভের প্রজা হইব। [বসোর্ধারা দ্বারা সর্ব্বকামনা প্রপ্তি হয়] বেট্‌কার বষট্‌কার স্বাহা দেবোদ্দেশে অর্পণ বাক্য। ২৯

ইতি অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং
প্রপদ্যে বাগোজঃ সহৌজোময়ি প্রাণাপানৌ ॥ ১

শু যজু ৩৬।১ মন্ত্র। ঋক্ রূপ বাক্যে প্রবেশ করি অর্থাৎ শরণ লই। যজুরূপ মনের শরণ লই। সামরূপী প্রাণের শরণ লই। চক্ষু ও শ্রোত্র দেবতার শরণ লই। অর্থাৎ সপ্তদশ কলাবিশিষ্ট প্রজাপতির শরণাগত হই। বাগ্ ওজ (মানস বল) সহ ওজ (দৈহিক বল) ও প্রাণাপান আমাতে স্থিত হউক। ১

যন্মোছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং
বৃহস্পতির্মেতদ্দধাতু শংনো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥ ২

শু যজু ৩৬।২ মন্ত্র। চক্ষু হৃদয় বা মনের যে ছিদ্র (অঙ্গহানি) হইয়াছে বৃহস্পতি তাহা দূর করুন। আমার মঙ্গল হউক হে ভুবনের পতি! ২

ভূর্ভূবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩

শু যজু ৩৬।৩ ও ৩।৩৫ মন্ত্র ঋকের ৩।৬।২৪ মন্ত্র [এই মন্ত্রকে গায়ত্রী বলে] মন্ত্রার্থ—সেই সবিতাদেবের ভূ, ভূব (অন্তরীক্ষ) স্ব (দ্যৌ) লোকত্রয়ব্যাপী সম্ভজনীয় জ্যোতির চিন্তা করি। যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা। ৩

কয়া নশ্চিত্র আভূবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়াবৃতা ॥ ৪

শু যজু ৩৬।৪ ও ২৭।৩৯ মন্ত্র ঋকের ৩।৬।২৪। বিচিত্র সর্ব্বদা বর্দ্ধমান ইন্দ্রকে তর্পণ বা প্রীণন দ্বারা আমাদের সখা বা সহায় হইবেন। ও সহায় হইয়া থাকিবেন। কি যাগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে? ৪

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ৫

শু যজু ৩৬।৫ ঋ ৩।৬।২৪। হে ইন্দ্র! সোমরূপ অন্নের কোন্ অংশ তোমার হর্ষবিধান করে। কীদৃশ মদজনক হবি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হর্ষজনক, যাহা পানে দৃঢ়বসু কনকাদি দানার্থ মণ্ডিত করে। ৫

অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্।
শতন্তবা স্যূতিভিঃ ॥ ৬

শু যজু ৩৬।৬ মন্ত্র। হে ইন্দ্র! তুমি পালনার্থ সম্যক্ শতরূপী হও। অর্থাৎ

নানারূপে দান কর। তুমি মিত্রের (যজমানের) ও স্তোতৃগণের ও আমাদের ঋত্বিকের পালয়িতা। ৬

কয়াত্বং ন উত্যাভি প্রমন্দসে বৃষন্।
কয়া স্তোতৃভ্য আভর ॥ ৭

শু যজু ৩৬।৭ মন্ত্র। ঋ ৬।৬।২৪ মন্ত্র। হে বৃষন্ (সেচনকারী) ইন্দ্র! তুমি কি হবিঃ প্রদানরূপ তর্পণ করিলে আমাদের হর্ষোৎপাদক দান করিবে? কিরূপ স্তুতি করিলে স্তোতৃগণকে (যজমানকে) ধনাদি প্রদান কর আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান করিব। ৭

ইন্দ্রোবিশ্বস্য রাজতি।
শংনো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৮

শু যজু ৩৬।৮ মন্ত্র। বিশ্ব-জগতের ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যবান্) বিরাজ করিতেছেন আমাদের মঙ্গল হোক। আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর মঙ্গল হউক। ৮

শংনোমিত্রঃ শং বরুণঃ শংনোভবত্বর্যমা
শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শংনোবিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯

শু যজু ৩৬।৯ ও ঋ ১।৬।১৮ মন্ত্র। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি বিস্তীর্ণ পাদন্যাস বিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গল করুন। ৯

শংনো বাতঃ পবতাং শংনস্তপতু সূর্য্যঃ।
শন্নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু ॥ ১০

শু যজু ৩৬।১০ মন্ত্র। বায়ু অব্যাধিজনক, সুখকর হইয়া প্রবাহিত হউন। (স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরক) সূর্য্য অদহন হইয়া ঔষধ-রূপ তাপ দান করুন। অত্যন্ত শব্দকারী পর্জ্জন্যদেব আমাদের সুখকর হইয়া অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি করিয়া বর্ষণ করুন। ১০

অহানি শং ভবন্তু নঃ শং.রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্।
শংনইন্দ্রাগ্নী ভবতাম বো ভিঃ শন্নইন্দ্রাবরুণারাতহব্যা।
শংনইন্দ্রাপুষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ ॥ ১১

শু যজু ৩৬।১১ মন্ত্র। 'দিবা (অহানি) সমুদয়, রাত্রি সকল সুখকর হউক্। ইন্দ্রাগ্নি পালক হইয়া সুখ দিউন। হবিঃ দ্বারা পরিতৃপ্ত ইন্দ্র বরুণ সুখ দিউন। অন্নদানার্থ ইন্দ্রপুষণ সুখকর হউন। ভয়রোগ আদি বারণে সাধু গমনার্থ বা উৎপাদনার্থ ইন্দ্রসোম সুখদায়ক হউন। ১১

শংনো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১২

শু যজু ৩৬৷১২ ঋ ৭৷৬৷৫ মন্ত্র। দীপ্যমান আপোদেবী আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ও পানার্থ সুখরূপ হউন। তিনি আমাদের ভয় ও রোগের প্রতিকার করতঃ সুখী করুন। ১২

স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ॥ ১৩

শু যজু ৩৬৷১৩ ও ৩৫৷২১ ঋ ১৷২৷৬ মন্ত্র। হে অকণ্টক বাসদায়িনী সর্ব্বতঃ বিস্তৃতা পৃথিবী! তুমি আমাদের সুখরূপা হও। আমাদিগকে শরণ দাও। ১৩

আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহেরণায় চক্ষসে॥ ১৪

শু যজু ৩৬৷১৪ ও ১১৷৫০ ঋ ৭৷৬৷৫ মন্ত্র। হে আপঃ সুখের প্রাপয়িতা! আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যরসের আধার বা আকর যে রসস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ (রসোবৈ সঃ) তৎভোগে সমর্থ করুন। মহৎ রমণীয় দর্শনে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে) যোগ্য কর। ১৪

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ১৫

শু যজু ৩৬৷১৫ ও ১১৷৫১ ঋ ৭৷৬৷৫ মন্ত্র। হে আপ! তোমাদের যে শিবতম অর্থাৎ শান্ততম সুখৈকহেতু রস আছে ইহলোকেই আমাদিগকে সেই রসের ভাগী কর। ১৫

তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনযথা চ নঃ॥ ১৬

শু যজু ৩৬৷১৬ ও ১১৷৫২ ঋ ৭৷৬৷৫ মন্ত্র। হে আপ! তোমাদের রস বিষয়ে যে বৈতৃপ্ত্য বা সদা তৃপ্তি আছে আমরা সেই পর্য্যাপ্তিতে গমন করিব। যে নিবাসের অর্থাৎ জগতের আধারভূতের যে পঞ্চ আহুতির পরিণাম ভূতরসের এক দেশ দ্বারা তোমরা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তর্পিত তৃপ্ত কর, আমাদিগকে সেই রসের ভোক্তারূপে উৎপাদন কর, অথবা যার নিবাস দ্বারা তোমরা প্রীত হও সেই রসের প্রাপ্তির জন্য আমরা তৎসমীপে গমন করি। হে আপ! আমাদিগকে প্রজা উৎপাদনে সমর্থ কর। ১৬

দ্যৌঃ শান্তিরন্ত রিক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধ শান্তিঃ ॥
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ১৭

শু যজু ৩৬।১৭ মন্ত্র। দ্যৌলোকরূপা যে শান্তি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, ঔষধি, বনস্পতিরূপা যে শান্তি বিশ্বদেব রূপা শান্তি ব্রহ্ম (বেদত্রয়) রূপা যে শান্তি, সর্ব্ব জগৎ রূপ যে শান্তি, যাহা স্বরূপতঃ শান্তি সেই শান্তি আমার প্রতি আসুক। অথবা দ্যুলোক প্রভৃতিতে শান্তি আছে তাহা আমাকে প্রাপ্ত হউক। ১৭

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য. মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহংচক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে ॥
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ১৮

শু যজু ৩৬।১৮ মন্ত্র। জরাজর্জ্জরিত দেহে তুমি আমাকে দৃঢ় কর অথবা ছিদ্রজীর্ণ কর্ম্ম অছিদ্র কর। .সর্ব্বভূত আমাকে মিত্রের চক্ষে দর্শন করুক। আমিও সর্ব্বভূতকে যেন মিত্রের চক্ষে দর্শন করি। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন ঘটুক। ১৮

দৃতে দৃংহ মা জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসং
জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসম্ ॥ ১৯

শু যজু ৩৬।১৯ মন্ত্র। হে মহাবীর! তুমি আমাকে দৃঢ়চিত্ত কর। তোমার সংদর্শনে আমার বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ ঘটিবে। ১৯

নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চ্চিষে।
অন্যাঁস্তে অস্মত্তপন্তুহেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব ॥ ২০

শু যজু ৩৬।২০ ও ১৭।১১ মন্ত্র। হে অগ্নে! তোমার সর্ব্বরস-হর সর্ব্বপ্রকাশক তেজকে নমস্কার। হে অগ্নে! তোমার জালা আমার নিকট হইতে বিরোধীকে তাপিত করুক। হে পাবক! আমাদের জন্য শান্ত হও। ২০

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্বঃ সমীহসে ॥ ২১

শু যজু ৩৬।২১ মন্ত্র। হে মহাবীর! বিদ্যুৎরূপী তোমাকে নমস্কার। গর্জ্জিত মেঘরূপী তোমাকে নমস্কার। যেহেতু তুমি স্বর্গ গমনে চেষ্টিত, এইজন্য তোমাকে নমস্কার।২১

যতোযতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।
শংনঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং পশুভ্যঃ ॥ ২২

শু যজু ৩৬।২২ মন্ত্র। হে মহাবীর! তুমি যে যে রূপে স্বর্গ গমনে চেষ্টা কর সেই সেই রূপেই আমাকে অভয় দাও। পুত্রাদির মঙ্গল ও পশুর অভয় কর। ২২

সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়
স্তস্মৈ সন্তুযোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যংচবয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২৩

শু যজু ৩৬।২৩ মন্ত্র। হে আপ ও ওষধি! আমাদের সহিত সুমিত্রভাবে অবস্থিত হউন। যাহারা আমাদের দ্বেষ করে আমাদের শত্রু তাহাদের প্রতি দুর্মিত্রাচরণ কর। ২৩

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্ছরৎ
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ
শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং অদীনাঃ স্যাম
শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ২৪

শু যজু ৩৬।২৪ ঋ ৫।৫।১১ মন্ত্র। হে মহাবীর! আমাদের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সেই জগতের নেত্রভূত সূর্য্যরূপ দেব প্রিয় অপাপ শুক্লবর্ণ দেবতা পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতেছেন। তৎপ্রসাদে শত শরৎ (বর্ষ) আমরা দেখিব। শতবর্ষকাল অপরাধীন জীবন যাপন করিব। শতবর্ষ স্পষ্ট শ্রোত্রেন্দ্রিয় যুক্ত হইব, শতবর্ষ অস্খলিত বাগ্ ইন্দ্রিয়যুক্ত রহিব। শতবর্ষ অদীনভাবে থাকিব। শতবর্ষাধিক দেখিব। ২৪

ইতি নবমোধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

অথ রুদ্রে স্বস্তি প্রার্থনা মন্ত্রাধ্যায় ॥

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তিন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ১

শু যজু ২৫।১৯ ঋ ১।৬।১৬ মন্ত্র। মহৎকীর্ত্তি ইন্দ্র আমাদিগের অবিনাশী শুভ প্রদান করুন। সর্ব্বধন-সম্পন্ন বা সর্ব্বজ্ঞ পুষা আমাদিগের স্বস্তি করুন। অনুপহিংসিত রথচক্র বা গরুড় আমাদের স্বস্তি করুন। বৃহস্পতি স্বস্তি বিধান করুন। ১

ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়োদিব্যন্তরীক্ষে
পয়ো ধাঃ পয়স্বতীঃ প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ ॥ ২

শু যজু ১৮।৩৬ মন্ত্র। হে অগ্নে! তুমি পৃথিবীতে রস স্থাপন কর ওষধিতে, দিবি (স্বর্গে) অন্তরীক্ষে যে পয়ঃ (রস) স্থাপন কর। আমার জন্য দিশা বিদিশা পয়োযুক্তা হউক। অর্থাৎ আহুতি পরিণামে পৃথিব্যাদি মম অভীষ্ট পুরণ করুন। ২

ওঁ বিষ্ণো রবাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রেস্থঃ বিষ্ণোঃ
স্যূরসি বিষ্ণো র্ধ্রুবোঽসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা ॥ ৩

শু যজু ৫।২১ মন্ত্র। হে হবির্ধান! তুমি বিষ্ণুর ললাট-স্থানীয়, তুমি ওষ্ঠ স্থানীয়, তুমি বৃহৎ সূচী স্থানীয়, তুমি গ্রন্থি স্থানীয়, তুমি বিষ্ণু সম্বন্ধীয় তোমাকে বিষ্ণু প্রীত্যর্থে স্পর্শ করি। ৩

ওঁ অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সূর্য্যোদেবতা।
চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রাদেবতা।
আদিত্যাদেবতা মরুতো দেবতা বিশ্বেদেবা দেবতা।
বৃহস্পতির্দেবতা ইন্দ্রোদেবতা বরুণো দেবতা ॥ ৪

শু যজু ১৪।২০ মন্ত্র। হে দেব! তুমিই অগ্ন্যাদি দেবতা। ৪

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমোনমঃ।
ভবে ভবে নাতি ভবে ভবস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥ ৫

নারায়ণোপনিষদ ১৭। সদ্যোজাতের (যিনি সদ্যই নিত্যই জাত হয়েন স্বয়ম্ভূ) শরণ লই। তাঁহাকে নমস্কার। ভব সংসারে অভিভূত আমাকে হে সংসারতারণ ভব! উদ্ধার কর। হে জগৎ-কারণ! তোমায় নমস্কার। ৫

ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নম শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ।
কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো ॥ ৬

নারায়ণোপনিষদ ১৮। সর্ব্বজনপ্রিয় বামদেবকে নমস্কার। জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে যিনি থাকেন) কে নমস্কার। (মহত্বে) শ্রেষ্ঠকে নমস্কার। রুদ্রকে নমস্কার। কালকে নমস্কার। কলবিকরণ (কলভাষণ শব্দে বেদ প্রকাশক) কে নমস্কার। বল বা শক্তির বিকাশককে নমস্কার। ৬

ওঁ বলায় নমো বল-প্রমথনায় নমঃ
সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥ ৭

নারায়ণোপনিষদ ১৯। সহজার্থ :—বলরূপী মহাদেবকে নমস্কার। ৭

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তুরুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ ৮

অঘোর=ঘোর নয় শান্ত শুক্লরূপী। ঘোর=ঘোরতর (ভীষণং ভীষণানাং) সর্ব্ব=বিশ্বরূপ। সর্ব্বভূতস্থিত। শর্ব্ব=ক্ষিতিমূর্ত্তি। ৮

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৯

নারায়ণোপনিষদ ২০। যিনি তৎপুরুষ ব্রহ্ম, যিনি সব পুরীতে শয়ান থাকেন, তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া মহাদেবকে ধ্যান করি, সেই রুদ্র আমার বুদ্ধিকে সেই তত্ত্বে প্রেরণ করুন। ৯

ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামিশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্।
ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবোমে অস্তু সদাশিবোম্ ॥ ১০

নারায়ণোপনিষদ ২১। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রভু সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, বেদের অধিপতি, কার্য্যব্রহ্মের অধিপতি, একাধারে সৃষ্টিসংহারকারী, আমার শরণদাতা হউন। সদাশিব (সদামুক্ত) ওঁকারগম্য। ১০

ওঁ শিবোনামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায় ॥ ১১

শু যজু ৩।৬৩ মন্ত্র। হে ক্ষুরাভিমানী দেবতা! তুমি নামতঃ শান্ত হও। বজ্র তোমার পিতা তোমায় নম। হিংসা করিও না। জীবনের জন্য অন্ন-ভক্ষণের জন্য, সন্তানের জন্য, ধর্ম্মার্থ সুপুত্র সুবীর্য্য লাভার্থ মুণ্ডন করিতেছি। ১১

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ ১২

শু যজু ৩০।৩ ও ঋ ৪।৪।২৫ মন্ত্র। হে দেব সবিতা! সর্ব্বপাপ দূর করিয়া দাও। যাহা কল্যাণকর তাহাই আমাদের প্রতি আসুক। ১২

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি
রূপঃ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্মশান্তিঃ
সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ১৩

শু যজু ৩৬।১৭ মন্ত্র। দৌলোকে যে শান্তি, অন্তরিক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীর শান্তি, আপ (জল) শান্তি, ওষধি (ধান্যাদি) শান্তি, বনস্পতির শান্তি, বিশ্বদেবে

যে শান্তি, ব্রহ্মে (বেদে) যে শান্তি, সর্ব্বজগতে যে শান্তি, শান্তিই শান্তি, সেই শান্তি আমাতে আসুক্। ১৩

ইতি স্বস্তি প্রার্থনা মন্ত্রাধ্যায়ঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ সুশান্তি র্ভবতু।
সর্ব্বারিষ্ট শান্তির্ভবতু ॥

সুশান্তি হউক। সর্ব্ব অনিষ্ট শান্ত হউক।

অনেন রুদ্রাভিষেক কর্ম্মণাকৃতেন শ্রীভবানী।
শঙ্কর মহারুদ্রঃ প্রীয়তাং নো নমঃ ॥
ওঁ সদাশিবার্পণমস্তু ॥

এই রুদ্রাভিষেক কর্ম্মদ্বারা ভবানী শঙ্কর মহারুদ্র প্রীত হউন। নমস্কার। এই কর্ম্ম সদাশিবে অর্পিত হউক।

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি

ওঁ তৎসৎ

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং ।
নমামি শিবমদ্বৈতং ব্রহ্মাণং বেদপুরুষং ॥
বশিষ্টাত্রি মথর্ব্বণিং সনৎ-কুমার নারদৌ ।
বিশ্বামিত্রং সুরগুরুং জমদগ্নিঞ্চ কশ্যপং ॥
ভৃগুঞ্চ শুনকং শুক্রং শাণ্ডিল্যঞ্চ মহামুনিং ।
নমাম্যহং ভরদ্বাজং বাগন্তৃনীং বাচক্নবীং ॥
নমামি মহর্ষিং বামদেবং বরেণ্যং ।
ক্বতেযোহংপশ্যদহং ব্রহ্মাস্মীতি তত্ত্বং ॥
নমাম্যারুণিং গোতমকুলতিলকং ।
উপদিষ্টং যেন তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং ॥
কার্য্যং মৃষা ভবতস্থবিবর্ত্ত মাত্রং ।
তৎ কারণং সত্যমেকমেবাদ্বিতীয়ং ॥
নমামি তৎশিষ্যং যাজ্ঞবল্ক্যং মহান্তং ।
প্রকটীক্বতং যেন বেদবেদান্তশাস্ত্রং ॥
নমাম্যহং দধিচীং তথাশ্বলায়ণং ।
ব্যাসং শুকং গৌড় গোবিন্দাচার্য্য শঙ্করং ॥
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ।

ভুমিকা

অপ্রমেয় পুরাণ পুরুষ স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদাম্বুজে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি। যাঁহার কৃপায় সাংসারিক দশাপগত হইয়া বেদপুরুষকে আশ্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই পুস্তকে যে মহাপুরুষের জীবনীর আলোচনা করা হইতেছে তাহা অতীব প্রাচীন সময়ের কথা। দুই চারিশত বৎসরের পুরাণ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই দুরূহ ব্যাপার। তাহার কারণ যে কোন দেশে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা লিপি করার পর যদি দেশে কোনরূপ বিপ্লবাদি না ঘটে তাহা হইলে লিপিকৃত বিষয় পাইবার যেমন সুযোগ থাকে, ভারতে তাহা নাই, কারণ বহু অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব সুচির কাল পর্য্যন্ত এই দেশের সমস্ত বিষয়ের উলট পালট ঘটিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ম্লেচ্ছ পদানত এই দেশে ম্লেচ্ছানুকারিণী আচার বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি ইহার শিরা মজ্জা পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে প্রাপ্তবিষয়ের মর্ম্মাবধারণেও বহু বাধা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যদি চ কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন মত অচ্যুত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যথাযথ ভাবে পরিগৃহীত হয় না। আর্য্যগণের জাতীয়তার গৌরব আর নাই। সুদীর্ঘ ম্লেচ্ছ শাসনে, ম্লেচ্ছানুকরণপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে পিতৃ পুরুষগণ রচিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা অধিকাংশ স্থলেই বর্জ্জিত হইয়াছে। ম্লেচ্ছাদির প্রতি দেববৎ প্রীতি ব্যবহার করা তাহাদিগের অসদ্গুণের অনুকরণ যাহা সহজসাধ্য, তাহা সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। উর্দ্দুভাষী জেতৃগণের গৌরব রবি বহুদিন কালের কুক্ষিগত হইলেও তাহাদিগের ভাষার প্রভাব অদ্যাপি দেদীপ্যমান। ইংরেজ শাসিত প্রদেশ বিশেষে এখনও গীতাদি-শাস্ত্র উর্দ্দু ভাষায় পঠিত হয়। পোষাক পরিচ্ছদাদি ও ব্যবহারে ম্লেচ্ছাদি ভাব বলবৎ রহিয়াছে। তদুপরি বৃটিশসিংহের পদলাঞ্ছনে আর্য্যধর্ম্ম রীতিনীতি ভূপ্রোথিত হইয়াছে। পাঠকগণের বিচারার্থ এই বিষয়টী একটু বিস্তৃত ভাবে নিম্নে আলোচনা করা গেল।

কুরুক্ষেত্রের ক্রূর যুদ্ধে মহারাজ দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজেরও উরুভঙ্গ হইয়া সমাজ পঙ্গুদশায় উপনীত হইয়াছে। সেই পঙ্গুত্ব বুঝি আর বিদূরিত হয় না। যাহাকে কেহ কেহ "ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন" বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ মৃত্যুদেবের রাজ্য স্থাপন বলিলেই সঙ্গত হয়। সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুরের রাজ-সিংহাসনে

সমাসীন থাকা অবস্থায়ই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রথম-অধ্যায়ে উক্ত বর্ণ সাঙ্কর্য্যের উৎপত্তি ও দেশ-কুল-জাতি-ধর্ম্মের উৎসাদন, যাহা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং যাহার আলোচনা করা তুচ্ছবিষয়ে সময়ক্ষেপ রোধে ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছিল, সেই পৃথিবীজয়ী গাণ্ডীবধন্বার জীবমানেই ঐ আশঙ্কা ধ্রুব সত্যে পরিণত হইয়াছিল। বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুরাদি যদুবংশ মদ্যপানোন্মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন বৃষ্ণি পত্নীগণের রক্ষক স্বরূপে হস্তিনাপুরাভিমুখে অগ্রসর হন। পথে অন্ত্যজ জাতিগণ ঐ সকল কুলস্ত্রীগণকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। সমাজে ক্ষত্রিয়াভাব বশতঃই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার হইয়া থাকিলেও বৃষ্ণিগণ, দ্বারকা হইতে মথুরা পর্য্যন্ত শাসন করিয়া থাকিলেও বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণ বৃষ্ণি বংশের একমাত্র বর্ত্তিকা বজ্রকে হস্তিনা নগরের সন্নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে রাখিয়া পালন করাই সমীচীন বোধ করিয়া ছিলেন। শোকে ক্ষোভে বৃদ্ধাবস্থ পাণ্ডুনন্দনগণ শিশু পরীক্ষিতকে বৈশ্যপুত্র হস্তে সমর্পণ করতঃ হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে স্থাপন পুর্ব্বক দেহত্যাগার্থ মহাপ্রস্থান করেন। ইহার শোকাবহ বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে দ্রষ্টব্য।

তৎপর ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাদা। ভারত দুর্ভেদ্য অন্ধ তমসাবৃত। তক্ষক, শক, হূন, চীন, মিশরীয়, পারসীক, গ্রীক, লিচ্ছবী মগ, প্রভৃতি ম্লেচ্ছযবনাদি জাতির আগমনে আলোড়িত। লুণ্ঠনকারীর হস্তস্থিত মশাল আলোকে মেঘাবৃত গগনে বিদ্যুৎ রেখাবৎ কখনও ক্বচিৎ আলোকিত ও মেঘনিনাদবৎ তাহাদিগের হুঙ্কার গর্জ্জনে ভীত চকিত ও সন্ত্রস্ত। বিপর্য্যস্ত ভারতে শত্রু পদাঘাত ব্যথিত ভারতবাসীর করুণ বিলাপ সব বিজেতার পাদসংবাহন ব্যতিরিক্ত গত্যন্তরের একান্তাভাব লক্ষিত হয়। অতুলিত ধনরত্ন নিঃশেষিত দারিদ্র্যবিষ্ট ভারত সাঙ্কর্য্যজাতি সমূহে পরিপ্লুষ্ট। এই মহান্ দীর্ঘকালের তুলনায় ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধযুগকে, ক্ষণিক বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না। প্রাচীন বৈদিক ভারতের অর্চিত অশ্বিনী যুগল পঙ্গুকে লৌহ বিনির্মিত পদযুক্ত করিয়া কর্ম্মক্ষম করার ইতিবৃত্ত আছে। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, ভারতীয় যুদ্ধে পঙ্গুতাপন্ন আর্য্য সমাজ দেববৈদ্যসদৃশ বুদ্ধি বিজ্ঞান সম্পন্ন নেতার অভাবে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্রপরতা বা স্বকার্যক্ষমতা লাভ করিতে পারিল না।

দগ্ধপক্ষ সম্পাতির ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া আছে মাত্র। ব্রহ্ম ও ক্ষত্ররূপ পক্ষদ্বয়ের উদ্গম কি হইবে? সে যাহাই হউক ম্লেচ্ছশাসিত ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন

হইলেও ভারতক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মভূমি ভারত হইতে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মকে স্থিতিস্থিরা করিয়া দেন। কলিতেও একপাদ ধর্ম্ম আছে। মহা-জল-প্লাবনে বীজরক্ষক মনু বা নোয়ার ন্যায় নির্জনারণ্যে পর্ব্বত গহ্বরে অদ্যাপি ধর্ম্মধন আগলাইয়া কতক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন এই যা ভরসা। ভাগবতাদি পুরাণে ঋষিগণের যে সকল ভবিষ্যতুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছভাব বিদূরিত করার জন্য ভগবান পুনঃ যোদ্ধভাবে অবতীর্ণ হইবেন। সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইবে এইরূপ আশ্বাস বাণী বিবৃত আছে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই দেবগণ ধরাধামে ভগবৎ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। সমাজের আবহাওয়া বদলাইতে থাকে। এই যে সেদিন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাপেক্ষাও ভীষণ এবং বিস্তৃতাকারের ধ্বংস-সাধক জার্ম্মণ যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইয়াছে ও তাহাতে যে বিপ্লব তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে তাহা বিশ্বব্যাপী। সে তরঙ্গের আঘাতে ভারতক্ষেত্রও আন্দোলিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই বিপ্লব উপস্থিত। ব্যবহারিক জগতে এক উলট পালট আরম্ভ হইয়াছে। তাই বর্ত্তমান এক বিষম সমস্যার সময়। এই সময়ে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য একান্ত আবশ্যক। শম দম তিতিক্ষাদি না থাকিলে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিবে। সুখের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দজী পাশ্চাত্ত্য জগতে যে বেদান্তের ঝঙ্কার দিয়াছেন তৎকালে স্বারাজ্য-হীন পাশ্চাত্ত্য মতাবলম্বী জাতীয়তা-পরিভ্রষ্ট, গতানুগতিক ন্যায়াচারী দুর্ব্বলচিত্ত ভারতবাসী, ও তাহাদিগের পাশ্চাত্ত্য গুরুগণের মতি, ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মের মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠতার আলোচনায় নিযুক্ত দেওয়া স্বকীয় পিতৃপুরুষাচরিত ধর্ম্ম ও আচারাদির প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়াছেন। জনৈক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিলেন, "বেদ চাষার গান" অমনি হেথায় প্রতিধ্বনি উঠিল, "বেদ চাষার গান"। ম্যাক্সমূলার বলিলেন, "ঋগ্বেদের সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণ মেষাদি চরাইয়া বেড়াইতেন ও তজ্জন্য তৃণ জলযুক্ত স্থানের অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া তাহাই দেবতাজ্ঞানে তদ্বিষয়ে কবিতা বা মন্ত্র রচনা করিতেন। লিপি প্রচলন ছিল না, লোকপরম্পরায় তাহা শুনিয়াই মুখস্থ রাখিতেন।" তদীয় ভারতীয় শিষ্যগণ তাহা ধ্রুবসত্য মানিয়া লইলেন। ধাই মা বলিয়াছে, "জুজু আছে" আর কি জুজু না থাকিয়া পারে? কেহ কেহ বেদের অনুবাদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত রহিলেন। অনুবাদে সহস্র স্তম্ভ-গৃহ, লৌহ

স্তম্ভোপরিস্থিত গৃহ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, হাতী, ঘোড়া, রথ, রথী, চর্ম্ম, বর্ম্ম, নৌকা, সমুদ্রগামী জাহাজ, জাহাজ ডুবী ও তাহা হইতে উদ্ধার, কত কত শিল্প, সুবর্ণের কাজ করা পরিধেয় বস্ত্রদি, পঙ্গুর জন্য লৌহ কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পদ ইত্যাদি জ্যোতিষ, রাজনীতি, বার্ত্তা, ধনুর্বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ছিল এরূপ অনুবাদে লিপি করা সত্ত্বেও "বেদ চাষার গান" থাকারূপ চিত্ত বিভ্রম অপনোদিত হয় নাই। বরং ফুটনোটে মাঝে মাঝে এরূপ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে (বিংশতি বারের কম নয়) মনুর উল্লেখ আছে। সেই মনুস্মৃতি যাহার উক্তির শিষ্টতা তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র প্রভৃতি অতীব প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় "যন্মনুনা প্রোক্তং তদ্ ভেষজং" অর্থাৎ যাহা মনু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ গণ্য করিবে। মনু স্মৃতি একখানি পূর্ণগ্রন্থ, অর্থাৎ ইংরেজীতে তাহাকে Complete Code বলে। Napoleon অর্থাৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কৃত ব্যবহার শাস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ব্যবহারিক শাস্ত্র। তাহা দেখিয়াও পাশ্চাত্ত্য গুরুমন্ত্র হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অন্ধকুসংস্কার-মূলক বলিলেন, অমনি ভারতীয় শিষ্যগণ তাহা মহানর্থকর কুসংস্কার সাব্যস্তে দলে দলে খৃষ্টানাদি ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। বৈদিক দেবার্চ্চনাদি পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইল। অথচ ঋগ্বেদের সংহিতা বা কর্ম্মকাণ্ডই দীর্ঘতমা, বামদেব, গৃহসমদ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ ও বাগম্ভৃণী, রাত্রি প্রভৃতি ঋষিকাগণদৃষ্ট মন্ত্রসকল জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ স্তর স্বরূপ অদ্বৈতবাদে পূর্ণ, এতদ্ব্যতীত বেদের উপনিষদ্ ভাগ অদ্বৈত-বাদ-পূর্ণ, যাহার তুল্য জ্ঞান জগতে আর নাই। উহা ব্রহ্মচর্য্যাদি-হীন পাশ্চাত্ত্যগণের ধারণাতীত বিধায় সমস্ত গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের জীবন স্বদেশের স্বাধীনতার গর্ব্বে গর্ব্বিত। জাতীয় কোন বস্তু অপর জাতির কোন বস্তু হইতে হীন, ইহা তাহাদের স্বপ্নেও মনে আসে না। তৎপর ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের বর্ত্তমান অভিভাবকগণ পরাধীন "কালা আদমী।" তাহাদের শাস্ত্র উচ্চাঙ্গের বিষয় পূর্ণ হইতেই পারে না। ঘোরতর শ্বেত বর্ণাভিমান ইহা স্বীকারের পথে কণ্টকস্বরূপ। তাঁহারা তাহাদিগের অসভ্যাভ্যস্ত পুর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে সব দেবতা ও তৎসংক্রান্ত গল্পাদি প্রচলিত, তৎসাদৃশ্য বা তত্তুল্য কথাই বরং ভারতীয় আর্য্যগণের শাস্ত্রে থাকিতে পারে, এই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া বেদের ব্যাখ্যা করিলেন। আর তাহাদিগের ভারতীয় শিষ্যবর্গ উহা অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। যেমন, তাঁহারা

বিশেষ গবেষণা করিয়া বলিলেন, ভারতের আর্য্যগণ ও পারসীকগণের পুর্ব্বপুরুষ ইরাণীয়গণ একই আর্য্য বংশ। উভয় দলের কার্য্যতার পার্থক্য বশতঃ কালে, ভাবের ও দেবতার্চ্চন প্রণালী ও দেবতার নাম লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাই ভারতে দেবাসুর যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভারতীয় আর্য্যগণ Shepherd বা মেষপালক ছিলেন। এবং ইরাণীয়গণ Agriculturist অর্থাৎ কৃষিজীবী ছিলেন। মেষপালকগণ কৃষিশিল্পে অপটুতা নিবন্ধন, মদ মাংস ব্যবহার করিতেন ও যেখানে মেষ-চারণের উপযুক্ত জঙ্গল পাইতেন তথায় বিচরণ করিতেন। নিরীহ কৃষকবৃন্দ তাহাদের উৎপাদিত শস্যাদি দ্বারা জীবিকা ও যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতেন। সেই যুদ্ধে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের পুর্ব্বপুরুষগণ পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের দিকে পলাইয়া আসেন ইত্যাদি। অমনি তাহাদিগের ভারতীয় শিষ্যগণ কলম ধরিলেন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ আরম্ভ হইল। ম্লেচ্ছরাজ মুখাপেক্ষী ডাক্তার ও রাজা উপাধিমণ্ডিত কোন সুশিক্ষিত প্রধান ব্যক্তি লিখিয়াছেন :

"The relation of the agriculturists with the shepherds was not always of the most peaceful kind.........Their differences were hightened by priests and reformers until they cultivated in a religious schism of a most sanguinary character......... It may offend the self love of the Bramhans to be told that the celestial wars resulted in the final overthrow of Indra or in other words that their ancestors were expelled from their ancient home by the followers of the Asuras".

অর্থাৎ কৃষক ও মেষপালক দলদ্বয় মধ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত না। তাহাদের মনোবাদ, পুরোহিত ও সংস্কারকগণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে উহা এক বিষম ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। একথা বলিলে ব্রাহ্মণগণের আত্মপ্রীতি অর্থাৎ গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে যে, ঐ দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হয়। অর্থাৎ অন্যভাষায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণগণের পুর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের প্রাচীন নিবাস স্থান হইতে অসুরারাধক কৃষকগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

পরের মুখে ঝাল খাইলে যেরূপ হয় ইহাও তাহাই। এইস্থলে মনে পড়ে ইংরেজ কবি Goldsmithএর তৎকালিক ইটালীর বর্ণনা। অষ্ট্রীয়াদি রাজ্যের

পদানত হৃত-সর্ব্বস্ব, ইটালীয়গণ প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। পরাধীন অশিক্ষিত ঐসব দরিদ্র কৃষকগণ বুঝিতে পারিত না যে ধ্বংসাবশেষের স্থানে স্থানে যে সব প্রস্তর বিনির্ম্মিত অতি উচ্চ প্রাচীরাংশ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও বিবেকহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী আলস্যপরতন্ত্র পরাধীন লেখক, বেদ বেদান্তাদি উচ্চ বিদ্যার মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা নিবন্ধন সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই পাশ্চাত্যগণের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়াছেন। জেন্দাবস্থার বর্ণনা ও ঋগ্বেদে বর্ণিতাংশ পাঠে উপরিধৃত ইংরেজী বাক্যের বিপরীত সিদ্ধান্তই যুক্তিমূলক ও সত্য বলিয়া বোধ হয়। জেন্দাবস্থে ও ঋগ্বেদে কতিপয় দেবতার নাম ও উচ্চারণ প্রায় একই। যথা বৃত্রঘ্ন=বেরেথেঘ্ন। বরুণ=বরুণ, অর্য্যমা-অর্জমন, অসুর=অহুর, ঋগ্বেদে বরুণার্থে প্রযোজিত "অসুরো মহদ্" বাক্য=অহুর মস্‌জদ্। জার (প্রিয়তম)= জারা। ত্বষ্টৃ=থুস্ত্র, দেব=দেব, অস্থিরামন্যু=অঙ্গরো মন্যুষ। নাসত্যা (অশ্বিনীযুগল)=নাশু। মিত্র=মিথ্র, যম=জীম্, আপ্ত্যন্ত্রিত বা ত্রিত=ত্রৈতন, বিরূপ=বিরূপ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে বরুণ সূর্য্যের নামভেদ মাত্র, জেন্দাবস্থেও তাহাই। এই বরুণকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে "অসুর" বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। অসুর শব্দের অর্থ বলবান্ এবং দেব শব্দের অর্থ দ্যোতমান বা দীপ্তিযুক্ত। ঋগ্বেদে অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে এমনকি যজ্ঞের ঋত্বিককেও প্রশংসার্থ অসুর শব্দের বর্ণিত করা হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থলে "বৃত্রকে"ও "দেব" বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র ভাঙ্গিয়াছিলেন ও ত্বষ্টার পুত্রকে বধ করিয়াছেন, এই কথা বহু স্থানে উক্ত আছে। জেন্দাবস্থে সূর্য্যাখ্য বরুণ অহুর—মসজদা সংজ্ঞক ও জারত্বষ্ট, জারাথুস্ত্র নামে সংজ্ঞিত হন। ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃ শব্দে অগ্নিকেও বুঝায়। এবং ত্বষ্টৃ শব্দেরও বিশেষণ অসুর শব্দের দ্বারা প্রয়োগও কতিপয় স্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদে দুই তিন স্থানে বরুণকে হিংসক বলা হইয়াছে। দুই স্থানে অগ্নির নিকট বরুণকে আনয়নের প্রার্থনা আছে। পারসীকগণের উপাস্য অহুর মস্‌জদ্ ও জারাথুস্ত্র সহ ইন্দ্রের শত্রুতা ভাব জানা যায়। এই দুই জনের উপাসক মধ্যে মনোবিবাদ থাকা অসম্ভব নহে। ইন্দ্র ত্বষ্টার গৃহে বলপুর্ব্বক সোমপান করিয়াছিলেন ও ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ও বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা চমস তৈয়ার করেন। ঋভুগণ উক্ত চমস হইতে চারিটী চমস্ করিলেন, তজ্জন্য ইন্দ্র ঋভুগণকে যজ্ঞভাগী করিলেন, ত্বষ্টা দুঃখিতমনা হইয়া গেলেন, ঋগ্বেদে এরূপ বর্ণনা

আছে। ত্বষ্ট্রা অপমানিত হইয়া ভীষণ যোদ্ধা পুত্রের জন্য প্রযত্ন করেন, এরূপ মহাভারতেও বর্ণিত আছে। জেন্দাবস্থেও এরূপ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কি ঋগ্বেদে কি জেন্দাবস্থে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রীহিযবাদি উৎপাদন করিতে জানিতেন না, ইহার সাক্ষ্য দেয় না। বরং ঋগ্বেদের বহু স্থানে ব্রীহি যজ্ঞাদি দ্বারা পুরোডাস দেওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ নানা স্থান ভ্রমণ করিলেও মেষপালকরূপে ভ্রমণশীল থাকা বা পরাজিত হইয়া পৈতৃক বাস পরিত্যাগে পলায়নপর হওয়ার প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে সর্ব্বত্রই অসুরতেজা বলিয়া ইন্দ্রের প্রাধান্য। ইন্দ্রের বিজয় যশোগান কত স্থলে কত ভাবে বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যের রথচক্র ছিন্ন করিয়া আনয়ন ও ত্বষ্ট্রপুত্রাদির বধ বিষয়িকা উক্তি সমস্তই ইন্দ্রের বিজয়সূচক বটে। জেন্দাবস্থা এ বিষয়ে কি বলেন তাহার কিঞ্চিৎ পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ জেন্দাবস্থের বিদ্বজ্জন সমাদৃত কোন ইংরেজী অনুবাদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"When the barley is coming forth, the Devas start up, when corn is growing ripe, then faint the Deva's heart when the corn is being ground the Devas groan—"

অর্থাৎ যবের যখন ছড়া বাহির হইতে থাকে তখন দেবতারা ক্ষুভিত হয়। যখন উহা পাকিতে থাকে তখন দেবতার দুর্ব্বলহৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে থাকে। এবং যখন শস্য পিষ্ট হয় তখন দেবতারা গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। ইহা দেবদ্বেষক হইলেও পরাজয় বা পলায়ন প্রবণতার প্রকাশক নহে। এই সঙ্গে জেন্দাবস্থের অপরাংশ যোজিত করিলে উহার অর্থ সহজে বোধগম্য হয়। যথা—

"Perish O world of the fiends, Perish away to the regions of the North".

অর্থাৎ ক্রূরগণের লোক ধ্বংস হউক, উত্তরপ্রদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, ইহা হইতে বুঝা যায়—ইরাণীয়গণই প্রথমে দক্ষিণ দেশে আসেন এবং তখন পর্য্যন্তও দেবগণ উত্তরপ্রদেশেই ছিলেন। তুষারপাত নিবন্ধন পূর্ব্ব নিবাসে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িলে (দেবগণ) আর্য্যগণ উত্তরপ্রদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহাই এই অভিশাপ। জয় তবে কাহার ? যে পূর্ব্ব নিবাসে ছিল, না যে পূর্ব্ব নিবাস ত্যাগে দক্ষিণ দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল ? এই উক্তি দুর্ব্বলের, সবলের সঙ্গে না পারিয়া খেদ-সূচক অভিশাপ বৈ আর কি হইতে পারে? ইরাণীয়গণ

যথায় পলাইয়া আসেন, তথায় শান্তিতে যবোৎপাদন করিয়াছিলেন ও আপনাদের পূর্ব্ব পরাজয় ও শস্যের অপচয় ইত্যাদি স্মরণ করিয়া প্রথমে বর্ণিত উক্তি করিয়াছেন, ইহা সহজে বোধগম্য। শীতপ্রধান উত্তরদেশে দেবপক্ষ আর্য্যগণের এইরূপ যব উৎপন্ন হইতেছে না তাই তাঁহারা ক্ষোভিত ও পরিতপ্ত হইবে নিশ্চয়ে এরূপ উক্তি করা হইয়াছে। জেন্দাবস্থায় অন্য এক অংশে আছে যে: "Zarathustra asked Ahurmazda O! thou all knowst Ahurmazda should I urge upon the godly man should I urge upon the wicked Deva worshipper who lives in sin that they have once to leave behind the earth made by Ahurmazda and Ahurmazda answered—Thou shouldst, O holy Zarathustra."

অর্থাৎ জারাথুষ্ট্র (প্রিয়তম ত্বষ্ট্রা—যিনি অসুর বরুণের পূজক দল পুষ্ট করতঃ মহিমান্বিত হইতে যত্নশীল) অহুরমজদ্‌কে ("অসুরো মহদ্‌", বরুণ যাহাকে অসুরোপাসকগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া জানিত) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সর্ব্বজ্ঞ. অহুরমজদ্‌, আমি কি ঈশ্বরপরায়ণ মনুষ্যকে বলিব, আমি কি পাপরত দুষ্ট দেবোপাসকদিগকে বলিব যে, তাহাদিগকে একবার অসুরসৃষ্ট পৃথিবী পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে ? অহুরমজদ্‌ বলিলেন, "হে পবিত্র জরাথুষ্ট্র, ইহা তোমার কর্ত্তব্য।" এই উক্তিতে দেবদ্বেষ প্রকাশ থাকিলেও ইহা ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যুর পর পরলোক স্মরণ করাইয়া ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করাইবার উক্তি মাত্র। জেন্দাবস্থের দশম ফারগার্ড-এ আর একটী উক্তি আছে তাহার অনুবাদ—

"আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে নাঙ্গতাকে এই গৃহ হইতে, এই গ্রাম হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে, এই পবিত্র অখণ্ড পৃথিবী হইতে, দূর করিয়া দেই।" অন্য এক অংশে আছে—

"Thus Zarathustra answered Angro Manyus. I will smite the creation of the Devas I will smite the Nasu a creature of the Deva. Zarathustra chanted aloud—They run away, the wicked, evil doing Devas, they run away casting evil eye, the wicked evil-doing Devas. Down are the Deva worshippers the Nasu made by the Deva".

অর্থাৎ জরাথুষ্ট্র আঙ্গিরামন্যু (বা পাপ আঙ্গিরা)—কে উত্তর দান করিলেন, হে পাপকারিন্‌ আমি দেবতার সৃষ্টি হনন করিব। আমি সেই দেবতাপালিত

পশু নাশু (নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিনীযুগল)-কে হনন করিব। জারাথুষ্ট্র উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন ক্রূর অনিষ্টকারী দেবতারা পলায়ন করুক, ক্রূর অনিষ্টকারী দেবতাগণ কুদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পলায়ন করুক। দেবোপাসকেরাও দেবতাগণের স্থাপিত নাশু নিরস্ত হউক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে দেখা যায় অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অন্ন-সম্পাদনে ইন্দ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরস কুৎস, ইন্দ্র সাহায্যে শত্রুগণ সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ মণ্ডলের ৬২ সূক্তে অঙ্গিরা ঋষি ও তৎপুত্র বৃহস্পতির সাহায্যে ইন্দ্র অসুরকে বধ করেন। ১০০ সূক্তে ইন্দ্রকে "আঙ্গিরসতম" অঙ্গিরাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা বলা হইয়াছে। কাজেই অসুরচক্ষে অঙ্গিরা মনু্য যে পাপরূপে কল্পিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। জেন্দাবস্থে অন্যত্র মজদ উপাসক দলভুক্ত হইতে প্রবেশকালে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত তাহার মর্ম্ম এই :

"Confession of the Mazdayasnious I drive the Devas hence I confess as a Mazda-worshipper of the order of Zarathustra, estranged from the Devas devoted to the Ahurmazda. I am wholly without doubt in the annihilation of Hell and Ahriman and the Devas that Ahurmazad will at last be victorious and Ahriman will perish together with Devas and the offshoots of Darkness".

অর্থাৎ জরাথুষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত মাজদা পুজকস্বরূপ দেবগণের সংশ্রব রহিতে অসুরমজদে ভক্তিমান্ হইতে স্বীকার করি। আমি নরকের অহিমনের (ইন্দ্র বা তৎপক্ষীয় অর্য্যমা) ও দেবগণের বিনাশ সম্বন্ধে কোন সংশয় করি না। এবং পরিশেষে অহুরমজদ জয়লাভ করিবেন এবং অহিমন দেবগণসহ অজ্ঞান তিমিরান্ধ-কুল বিনষ্ট হইবে। এই অংশ স্কটলণ্ডের রবার্ট ব্রুসের ন্যায় বা রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় ক্ষুদ্র পরাজিত সম্প্রদায়ের বিপক্ষ নাশের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বাক্য। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকিলে সম্প্রদায়ে প্রবেশের সময় উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন থাকিত না। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় অসুরোপাসক ইরাণীয়গণই দেবোপাসক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়েন। পরে অতিরিক্ত তুষারপাত জন্যই অট্টালিকাদি ঐশ্বর্য্যত্যাগে সুসভ্য আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে মধ্য এশিয়া হইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হন। এবং তদ্ধেতুই ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে সর্ব্ববিজয়ী ইন্দ্রকে নিবাসদাতা ইন্দ্র বলা হইয়াছে। কোন

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অনুমান করিলেন যে মহাদেব ও কালী অনার্য্যের দেবতা ছিলেন। আর্য্যগণ নিজ সুখ সুবিধার জন্য বীর অনার্য্যগণকে সমাজের অংশ স্বরূপে গ্রহণকালে তাহাদিগের দেবতাকে আর্য্যদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়েন। অমনি শিক্ষিত ডেপুটী সাহেব তান ধরিলেন "অনার্য্যের মহাদেব অনার্য্যের কালী"। গোলামখানায় শিক্ষিত গোলামী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির পুর্ব্বপুরুষের পুরাতন পুস্তকাদি পাঠে এ বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণে অবসর বা শক্তি কোথায়? বেদে নানাস্থানে যে বিরাট পুরুষের দ্বৌমস্তক, চন্দ্র, সূর্য্য, চক্ষু, অন্তরীক্ষ লোকদেহ, ও পৃথিবীপদবিশিষ্ট শুভ্র, শুদ্ধ, বুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় বিরাট বৈশ্বানরের বর্ণনা আছে, তিনি যে দেবাদিদেব মহাদেব পাশ্চাত্যমতে তাহা কুসংস্কারমূলক লিপিবদ্ধ থাকায় স্বাধীন উপলব্ধির প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। মহাদেবের শরীর সর্পভূষিত ও নীলকণ্ঠ ইহাই অনার্য্যতেবর বিশেষ পরিচায়ক। ঐ বিরাট পুরুষের কণ্ঠের স্থান দ্যৌ লোকের নীচে অবস্থিত। আকাশের নীলিমা উক্ত বিরাটের কণ্ঠস্থ নীলিমা, সর্প বা অহি মেঘ বাচক। তাহা বেদের বহুস্থানে প্রয়োগ আছে, এবং যাস্কের নিরুক্ততে লিখিত আছে। অন্তরীক্ষস্থ অহি বাচক বিচিত্র মেঘরাশি উক্ত বিরাটের অঙ্গের ভূষণ। ইহা অনুধাবন করিলে মহাদেবকে অনার্য্যের বলা চলে না। অপর কালী বিষয়ে সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া কালীতে সমাবিষ্ট। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শুভ্র, নিষ্ক্রিয় শববৎ মহাদেব বা ব্রহ্মের সংস্পর্শে তমোময়ী মায়া জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী।

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" তাহা ব্রহ্ম সংস্পর্শে। "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং" বাক্যে গীতায় প্রকাশিত। গীতার এই প্রকৃতিপুরুষ বাদ সহ "অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং" সেই অগ্নি, যাহার সপ্ত জিহ্বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ আছে এবং তন্মধ্যে কালী ও করালী জিহ্বাদ্বয় প্রথমেই উক্ত বটে (শ্রুতিতে বলে লেলায়মান-জিহ্ব-অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিলে ঐ আহুতি ফলপ্রসূ হয় না)। কালীর রক্তবর্ণ লোলরসনা ঐ অগ্নির দ্যোতক বটে। ইহাতে কালী যে বৈদিক দেবতা অনার্য্যের নহে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য গুরু ভক্তির মায়া মোহাবৃত শিক্ষিত জনগণ এই সকল কুসংস্কারমূলক বাক্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার কারণ বেদ যে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় আপ্ত বাক্য, তাহাতে ইঁহাদের কোন আস্থা নাই। যুক্তিমূলক অন্যান্য স্মৃতি-শাস্ত্রবৎ বেদকেও যুক্তিমূলক দৃষ্টিতে দেখা তাঁহাদিগের পণ। পাশ্চাত্ত্যগণ বলিলেন আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করয়াছেন। মধ্য এশিয়া

তাঁহাদের আদিম নিবাস, অমনি তাহা ভারতের নব্যসমাজে সমস্বরে গৃহীত হইল।

ঋগ্বেদের নানা স্থানে সমুদ্র যাত্রী ও সমুদ্রে নৌকাডুবি এবং সপ্তসিন্ধু প্রভৃতির বর্ণনা আছে। মধ্য এশিয়ায় তাহার একান্ত অভাব জানিয়াও গুরুবাক্যে আস্থাবশতঃ কেহ তত্ত্বানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন নাই। ব্রাহ্মণকুলতিলক, পুরুষসিংহ স্বনামধন্য মহারাষ্ট্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া Orion and Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থদ্বয়ে মেরু দেশে বেদের জন্ম বিষয়ে সুযুক্তিপুর্ণ পুস্তকদ্বয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পুর্ব্ববর্ণিত পাশ্চাত্ত্যমত অশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষয়ে Geology অর্থাৎ ভূতত্ত্ব এবং জ্যোতিষ, ঋগ্বেদ ও পারসিকদিগের জেন্দাবস্থ প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ের সাহায্যে সুমেরু প্রদেশে মনুষ্যগণের আদিম আবাস থাকা এবং আর্য্যগণ সেই আদিম অধিবাসী থাকা সুপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সহজলভ্য নহে জানিয়া তাঁহার যুক্তির সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল। "এই পৃথিবী সূর্য্যের একটী গ্রহ। উহা বৃহস্পতি ও শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাকেই নিজ নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, উহা ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ বহির্গত হইয়া সূর্য্য মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। সূর্য্য বর্ত্তমান কালেও বায়বীয় পদার্থে পরিপুর্ণ। যখন পৃথিবী সূর্য্য হইতে চ্যুত হন তখন উহাও উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থে পুর্ণ ছিল। তাহা হইতে কাল বিপর্য্যয়ে শীতল হইতে হইতে বায়ুমণ্ডলও তরল পদার্থে পরিণত হয়। ক্রমে আরও শীতল হইলে তরল পদার্থের কতকাংশ পুনরায় কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। পুনরায় ঐ কর্দ্দমাক্ত পদার্থ কঠিনাকারে পরিণত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে কঠিনা পৃথিবী ক্রম পরিণতিতে উৎপন্ন হয় এরূপ জানা যায়। তাহা ও পাশ্চাত্ত্য মতে প্রায় সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। পুরাণাদি বর্ণিত অবতারবাদেও ইহা কতকাংশ অনুমিত হয়। যেমন বায়বীয় অবস্থায় কোন প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু তরল বা জলাবস্থায় মৎস্যাবতার কল্পিত হন। কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় কুর্ম্ম অবতার ও প্রথম কাঠিন্যাবস্থায় বরাহাবতার ও চরম কাঠিন্যাবস্থায় নৃসিংহাদি অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ব শাস্ত্রানুসারে পৃথিবী প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত জীবগণের বসতি স্থানের উপযুক্ত হন। এবং

তথায় নরজন্ম প্রথম সংঘটিত হয়। তাঁহারা উত্তর মেরুর সন্নিহিত স্পিজবার্গেন দ্বীপ ও সাইবিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া স্তরে স্তরে যে সমস্ত সামগ্রী পাইয়াছেন, তাহা উত্তর মেরুতে নরের আদি নিবাস মতবাদের সমর্থক। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি; বহুদিন ব্যাপিনী বিচিত্রা উষা। সূর্য্যাদির মেরুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন; এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান যাহা বর্ণিত আছে, তাহা মেরু সন্নিহিত প্রদেশের বসতকারী ব্যক্তিগণের উক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। ঋগ্বেদের সকল শাখার পুস্তকাদি পাওয়া যায় না, এইজন্য তুষারপাতাদির বিশেষ বিবরণ দেখা যায় না, কিন্তু জেন্দাবস্থে উত্তরদিকে তুষারপাতের বর্ণনা আছে। সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রে জাহাজ ডুবি, এবং বহু নদীর বিদ্যমানতা, যাহা পাওয়া যায় তাহা উত্তর মেরুতেই সম্ভবপর। পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকিলে নাতিশীতোষ্ণ মেরুদেশ ক্রমে শীতলতর হইয়া তুষারাবৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব শাস্ত্রে এইরূপ দুইবার তুষারপাতের বিবরণ পাওয়া যায়। জেন্দাবস্থে মেরুদেশেরও তুষারপাতের যে বিবরণ আছে তাহা ইংরেজী অনুবাদ হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"Who spread the Aurorus, the noon tides and midnight monitor to the discerning man.

And Ahurmazda spoke unto Yim saying—O fair Yima son of Vivanghata upon the material world, the fatal winters are going to fall that shall bring the fierce, foul frost, that shall make snow flakes fall thick even an arduous deep on the highest tops of mountains. And all the three sorts of beasts shall perish; those that live in the wilderness and those that live on tops of mountains and those that live on the bosom of the dale under the shelter of stables."

অর্থাৎ এই উষা সকলকে মধ্যাহ্নের জোয়ার ভাঁটা, মধ্য রাত্রি (ছয় মাস রাত্রি জন্য মধ্য রাত্রির উল্লেখ দেখা যায়) প্রভৃতি যাহা ধীরগণের উপদেশক তাহাকে বিস্তার করিল। অহুরমজদা আরও যমকে বলিলেন, "হে বিভঙ্গত (বিবস্বত) পুত্র, রূপবান জীন! এই পার্থিব জগতে ভয়াবহ দুরন্ত তুষারপাত সমন্বিত হইয়া সাংঘাতিক শীত ঋতু সকল আসিতেছে, যাহাতে এক আড়ি পরিমাণ

গভীর তুষার দ্বারা পর্ব্বতশিখরাদি সমাচ্ছন্ন হইবে, এবং তজ্জন্য অরণ্যে কি উষরক্ষেত্রে, পর্ব্বতশিখরে, বা উপত্যকা ভূমিতে গৃহপালিত যে তিন প্রকার জন্তু আছে সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।” পারসীকগণের জেন্দাবস্থ গ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রায় সমসাময়িক বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কি ভারতবর্ষ, কি ইরানদেশ অন্তঃশত্রুর আক্রমণে পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হওয়ায় বহুশাস্ত্রগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। আর্য্যগণের মেরুবাসের একটী প্রমাণ—“রুদ্রযত্তে দক্ষিণ মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।” এই মন্ত্র। অর্থাৎ দীর্ঘ ছয় মাস রাত্রিতে অবস্থিত আর্য্যগণ উত্তর মেরুতে দৃশ্যমান উদীচ্য প্রভার (Aurora borealis) আলোকে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া দক্ষিণ দিকে স্থিত সূর্য্যের আলোকের জন্য ত্রিনেত্র রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। রুদ্রের এই দক্ষিণ চক্ষুই জগতের স্থিতি কারণ। এইরূপ বহু বহু প্রমাণের উপর তিলক মহারাজ তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। রাজ্যবিপ্লবাদিজনিত উৎপাতে শাস্ত্রাদিতে পর্য্যন্ত কিরূপ গোলযোগ বাধিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া সঙ্গত বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বৃহদারণ্যকে অগ্নি পৃথিবী বায়ু অন্তরীক্ষ আদিত্য দ্যৌ চন্দ্রমা ও নক্ষত্রকে অষ্টবসু বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিলোক ও তদধিষ্ঠিত দেবতাত্রয় এবং তৎসমজ্যোতিষ্ক চন্দ্রমা ও নক্ষত্ররাজি বসুগণ।

মহাভারতে এক স্থানে—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রভুষ ও প্রভব, অন্য স্থানে ভব, বিষ্ণু, প্রভুষ ও প্রভব স্থানে ধর, অহঃ, প্রত্যুষ ও প্রভাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ একাদশ রুদ্র সম্বন্ধে দেখা যায়—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দশপ্রাণ অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় ও আত্মা অর্থাৎ মন এই একাদশ রুদ্র বলিয়াছেন। এবং তাহাতে যুক্তি দেওয়া আছে এই সকলের উৎক্রমণে আত্মীয় স্বজনের রোদনের কারণ হয় তাই রুদ্র। মহাভারতে অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। পুরাণান্তরে অন্য প্রকার নাম দেখা যায়। ঋষি ও রাজগণের নামে গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি। ব্রাহ্মণ ভাগে বশিষ্ঠ অত্রি ভরদ্বাজ জমদগ্নি বিশ্বামিত্র গৌতম কশ্যপ বিরাটের অঙ্গরূপে বর্ণিত। অজাস্য, আঙ্গিরস বৃহস্পতি ঋষিগণ প্রাণাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাভারতে সপ্তর্ষি তারাপুঞ্জে পরিণত এবং তাহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। ঋগ্বেদে সপ্তর্ষির প্রত্যেকেই এক এক মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং গোত্রপতি। পুরাণাদিতে

বশিষ্ঠ ও নারদের দুই তিন জন্ম স্বীকৃত। যোগবাশিষ্ঠে বহু বশিষ্ঠ ও ৩ জন ব্যাসের নামোল্লেখ আছে। বিষ্ণু পুরাণেও বহুব্যাসের উল্লেখ আছে। গোতম অপত্য গৌতম বহু ব্যক্তির নাম দেখা যায়। যেমন বামদেব ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি গৌতম। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা গৌতম। স্মৃতিকার গৌতম। গৌতম-বুদ্ধ, গৌতম কৃপাচার্য্য ইত্যাদি। কপিল প্রাচীন ঋষি সাংখ্যসূত্রকার, তাঁহার বিষয় মহাভারতে বনপর্ব্বে অগ্নি অবতার কপিল, সগর বংশ ধ্বংস করেন। কর্দ্দম পুত্র কপিল বিষ্ণুর অবতার। উদ্‌যোগ পর্ব্বে মহর্ষি চক্রধনু সূর্য্যপুত্র তিনি সগর বংশ ধ্বংসী কপিল বলিয়া বর্ণিত। মনুবিষয়ে স্বায়ম্ভব, বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনুর বিষয় বহু শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে নবম মণ্ডলের এক সূক্তে মহারাজ সম্বরণ-তনয় মনু, তিনি নহুষের পিতা ও যযাতির পিতামহ। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৭৫ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনু, নহুষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে সম্বরণ যযাতি হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তরে স্থিত, তিনি কুরুর পিতা। যযাতির পিতামহ পুরুরবাপুত্র আয়ু মনু নহেন। ৯৫ অধ্যায়ে সম্বরণ যযাতি হইতে ২৭ পুরুষ নীচে অবস্থিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে নহুষ বা যযাতি সূর্য্যবংশীয় নহেন, তাঁহারা অত্রি তনয় সোম বা চন্দ্রবংশজাত। সম্বরণ কুরুর পিতা যযাতির অধস্তন ২৪ পুরুষে স্থাপিত। পরীক্ষিত নামা বহু নরপতি সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে আছেন। ব্রাহ্মণাংশে যে অশ্বমেধযাজী পরীক্ষিতের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে অভিমন্যু তনয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য। কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ তৎপুত্র জনমেজয়। ব্রাহ্মণাংশে এক কৃষ্ণ দেবকীপুত্র তিনি মহর্ষি কণ্বের পিতা ঘোর-শিষ্য। এই ঘোর মহর্ষি আঙ্গিরস তনয় ঋগ্বেদের অষ্টম ও দশম মণ্ডলের ঋষি। সর্ব্বস্বীকৃত মতে কৃতযুগেজাত, ইনি মহাভারতের দেবকীপুত্র নহেন। কারণ উক্ত কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বক্ অষ্টমমণ্ডলের ঋষি। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামে এক দস্যু আর্য্যগণের সহিত দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন দেখা যায়। অত্রি বংশেও এক কৃষ্ণ পাওয়া যায়। অনেকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মহাভারতের পার্থ সারথি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে মহর্ষি উদ্দালকারুণির শিষ্য বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং যাঁহাকে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দৈবরাতি বলিয়া লিখিয়াছেন তিনি খৃষ্টের ২৫০০ বৎসর পুর্ব্বের। কারণ শুনঃশেফ যিনি দেবরাত রূপে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে গৃহীত হন, তিনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক, কৃত যুগের লোক।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের পুত্র গণনায় দেবরাতের ভ্রাতা বলিয়া যাজ্ঞবাল্ক্য বর্ণিত হইয়াছেন—"যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাত স্তথাস্থূনো মহাব্রতঃ।" জন্মেজয়ের সর্পসত্রে মহর্ষি মহাভারত-বক্তা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মাত্র খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পুর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। উহা কলিকালের ঘটনা। উভয়ের মধ্যে ২০০০ বৎসর অন্তর। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে ৩২ অধ্যায়ে এক যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অধ্বর্য্যু ছিলেন বর্ণিত আছে। ইহাকে সর্পসত্রের বক্তা বলা সুকঠিন। কারণ শ্রুতিতে "শরদং শতম্," "শতং হিমঃ" ইত্যাদি বাক্যে মনুষ্যের আয়ুঃ শত বৎসর নির্ণয় করায় কথক কথিত পুরাণাদি বর্ণিত দীর্ঘায়ু বিশ্বাসযোগ্য নহে। উহা শ্রুতিবিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্য যিনি যোগশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তিনি কোন্ যাজ্ঞবল্ক্য তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

স্মৃতিকার যে অর্ব্বাচীন, তাহা উক্ত স্মৃতিই প্রমাণ দেয়। উক্ত গ্রন্থে ২০ জন স্মৃতিকর্ত্তার নাম থাকা ও উহাতে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ভায্যের উল্লেখ থাকায় এবং পৌরাণিক দেবতা বিনায়ক অম্বিকা গ্রহাদি পূজন গজচ্ছায়া ইত্যাদির বিধি থাকায়; উহার অর্ব্বাচীনত্ব অবধারিত হয়। মহাভারতের আস্তিক পর্ব্বে ৫৩ অধ্যায়ে মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম বিষ্ণুরাত থাকা দৃষ্ট হয়। শাঙ্করভায্যে দৈবরাতি থাকায় পিতার নামে পার্থক্য দেখা যাইতেছে। ঋগ্বেদে বাদরি বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বা ব্যাস এমন কোন নামেরই উল্লেখ নাই। এ সমস্ত পৌরাণিক যুগের কথা। কালক্রমে শৃঙ্খলসূত্র বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, বর্ত্তমানে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল নামাদি বিষয়ে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা নহে, শব্দার্থেও বহু গোলযোগ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে গোশব্দের যেরূপ অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল। গম্+ডোস্=গোশব্দ নিষ্পন্ন। যাহা গমন করে তাহাই গোশব্দ বাচ্য। উহা কেবল প্রাণীমাত্রকেই বুঝাইত এমন নহে, গমনশীলতা জন্য সচলা পৃথিবী, সূর্য্য-রশ্মি ব্রহ্মে গমনশীল, বেদান্ত মহাবাক্য ইত্যাদিরও বাচক বটে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে "গবাম্" এই শব্দের অর্থ উদকানাং ৬।৩৫।২ "গোষু" এই শব্দের অর্থ অভিগন্তৃষু শত্রুষু ১।১৯।১ গোপীথায়=সোমপানায়। ৭।১৮।১০ পৃষ্ণিগাবঃ পৃষ্ণিবর্ণ মরুদ্‌গণের অশ্বগণ। ৬।২৭।৭ গাবৌ=অশ্বৌ। ৮।২০।৮ গোমাতৃক=রুদ্রপত্নী পৃশ্নি। ৫।৬২।৩ গাঃ পিন্বতম্=গবাশ্বাদীন্ বর্দ্ধয়ত। গো পৃথিবী, তাহাকে চতুর্থাশ্রমী সর্ব্বদা পদ দ্বারা হনন করিয়া অনিকেত অবস্থায়

ভ্রমণশীল থাকিতেন এইজন্য তাঁহারা গোঘ্ন বলিয়া অভিহিত। অতিথি শব্দও, ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথি, সঃ অতিথিঃ অর্থাৎ ভ্রমণশীল সাধু এই ব্যুৎপত্তিতে গোঘ্ন শব্দের প্রতিশব্দ অতিথি রমতা সাধু বাচক। ইদানীন্তন কালে অনেকে গোঘ্ন শব্দের কদর্থ করিতেছেন। তাঁহারা এই শব্দ দ্বারা হিন্দুগণের গো বধের নিয়ম ছিল বলিতে চাহেন। উহা যে ঠিক নহে তাহা ঋ ১০।৮৭।১৬ অঘ্ন্যা শব্দ গো অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ যাহা হননের অযোগ্যা। ঋ ১।৬৪।১০ বৃষখাদয়ে=সোমপানায় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতির উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ করিলে তৎ তৎ স্থানে অর্থ অসংলগ্ন হইবে। গোভির্ব্বেদান্তবাক্যৈ বিন্দতে ইতি গোবিন্দঃ মুক্তিদায়কঃ। গো শব্দ পরে পশুবাচক হইয়াছিল, ইদানীং উহা "গোত্বং গলকম্বলত্বং" চিহ্নিত গো জাতিতে রূঢ়ি হইয়াছে। অসুর শব্দেরও এইরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মেঘবাচী অহি শব্দে এখন সর্পমাত্রই বুঝায়। এইরূপ বহু শব্দ অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষীসহ মিশ্রন, বিভিন্ন দেশীর আগমন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে। শব্দ বিকৃত অপেক্ষা ইতিবৃত্তাদি আরও বেশী বিকৃতি ঘটিয়াছে। উপমা, রূপক, অলঙ্কার, প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি সূচক বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবার সত্য ঘটনাও রূপকাদিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাত্য ও স্ত্রী শূদ্রাদির বেদে অধিকার না থাকায়, তাহারা কথক মুখে শাস্ত্রীয় শাসন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইত। কথকতা সূতাদি নিম্নস্তরের ব্যক্তিরাও বাচন করিত। তাহাতে এরূপ বিষম পরিণতি ঘটিয়াছে। যেমন উপনিষদে দেহকে রথ, তাহাতে আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন রশ্মি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল রথ পন্থা বলা হইয়াছে এবং আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হ্রস্ব বা বামন বলা হইয়াছে। এই রথস্থ বামনরূপী আত্মাকে দর্শন করিলে যে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা শ্রুতিসম্মত। অস্মদ্দেশে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বাক্যটী আবালবৃদ্ধবনিতা মুখে শ্রুত হয় এবং তজ্জন্যই কাষ্ঠময় রথে কাষ্ঠময় দেববিগ্রহ দর্শনের জন্য শত সহস্র লোকে রথের মেলায় উপস্থিত থাকেন। ইঁহাদের বিশ্বাস এইরূপে বামন দর্শনে পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ইহা পৌরাণিক কথকতার ফল। আত্মদর্শনই যে ঐ বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনের রাসলীলা সম্বন্ধে কেহ বলেন উহা রূপক। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কৃত্তিকা অনুরাধা বিশাখা ইত্যাদি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিবেষ্টিত হন, তাহাই রাসলীলা।

অন্যে হৃদি বৃন্দাবনে, ভক্তি রাধা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মন বুদ্ধ্যাদি সহকার জীব রূপ রাধাও পরমাত্মার মিলন বই আর কিছু নহে। বেদে আত্মাকে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। কারণ তিনি বিবেক বৈরাগ্য পক্ষভরে পরমাত্মায় গমন করেন। শ্রুতিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে দেব বলা হয়। সংসারে জীব আত্মার ব্রহ্মরূপ অমৃত লাভে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়রূপী দেবগণই বিরোধী। সে ইন্দ্রিয় দেবগণের বাধা অতিক্রম করিয়া সুপর্ণ জীবাত্মা ব্রহ্মামৃত লাভ করেন। ইহার স্থানে সূত কথিত গরুড়ের অমৃতহরণ গল্প সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে মহাভারত ও পুরাণাদি প্রচলিত আছে তৎসমস্তই সূত নামক কথক শ্রেণীয় লোকের উক্তি। কথকগণ নিজ স্মৃতি বুদ্ধি অনুযায়ী উহা বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের কাশীরাম দাসের উক্তি ও রামায়ণের কৃত্তিবাসের বা তুলসীদাসের উক্তির সহিত মূলে যে অনেক অনৈক্য আছে তাহা পাঠকবর্গের সুবিদিত। শ্রীমদ্ ভাগবতের ১।৩।৪৪ শ্লোকে লিখিত আছে—"তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ। অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ। সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথা মতি।" অর্থাৎ সূত জাতীয় লোমহর্ষণ বলিতেছেন যখন অমিয় তেজ সম্পন্ন শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তখন আমি তাঁহার অনুগ্রহে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অবহিত মনে সমস্ত শুনিয়াছিলাম, সেই শ্রুতি বিষয় নিজ বুদ্ধি অনুসারে বর্ণন করিতেছি। উক্ত গ্রন্থে উক্ত স্কন্দে ৪।২৫ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—

"স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ। কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥ ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।" অর্থাৎ নিন্দিত, ব্রাত্য দ্বিজ, শূদ্র ও স্ত্রীজাতির বেদ শ্রবণে অধিকার নাই এই বিবেচনায় মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের হিতসাধনায় মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

যাহা বেদানভিজ্ঞ মূর্খ ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীশূদ্রাদির জন্য প্রণীত, তাহাতে বর্ত্তমান আকারের বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সমন্বিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান মহাভারত প্রভৃতিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী বিদ্বন্মণ্ডলীর কেহ কেহ ইহাকে সার্ব্বজনীন করিবার জন্য ইহাতে নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। মহাভারতকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রথম ইহা ২৪০০০ শ্লোকময় ছিল। বর্ত্তমানে উহাতে ৮৪৮১১ শ্লোক পাওয়া যায়।

মহাভারতের এক শ্লোকে মহাভারত কোন সময়ে লক্ষ শ্লোকময় হইয়াছিল বুঝা যায়। বর্ত্তমানে তাহা হইতে কম পাওয়া যায়। তাহাও মূলের তিনগুণ অধিক। মহাভারতের অনুক্রমিকা নামে এক অধ্যায় আছে। তাহাতে কোন্ পর্ব্বে কত অধ্যায় ও শ্লোক আছে তাহা নির্দ্দেশিত আছে। ঐ অধ্যায় লিপি হওয়ার পর মহাভারতের কলেবর কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা এইরূপ :—আদি পর্ব্বে ২২৭ অধ্যায় স্থলে ২৩৪ অধ্যায় অর্থাৎ ৭টী অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সভাপর্ব্বে এক অধ্যায়, বনপর্ব্বে ৪৫ অধ্যায়, বিরাট পর্ব্বে ৭ অধ্যায়, উদ্‌যোগ পর্ব্বে ৯ অধ্যায়, ভীষ্মপর্ব্বে ৫ অধ্যায়, দ্রোণপর্ব্বে ৩১ অধ্যায়, কর্ণপর্ব্বে ২৭ অধ্যায়, শল্যপর্ব্বে ৬ অধ্যায়, শান্তিপর্ব্বে ২৬ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্বে ২২ অধ্যায় অতিরিক্ত পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কেহ কেহ মহাভারতের ১৮ অধ্যায়াত্মক কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ নামক গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলেন। তাঁহাদের উক্তির সমর্থন জন্য তাঁহারা এই সকল যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন।

আচার্য্য দ্রোণের প্রিয়শিষ্য ও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রাদি বিশারদ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যূন ছয় বৎসর পুর্ব্বে বিনা যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন হইতে রাজ্য ফিরাইয়া পাইবেন না এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগে তপস্যা দ্বারা অমোঘাস্ত্র লাভার্থ নিবিড় বনে গমন করেন। এবং পাঁচ বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ ব্যতীত তপস্যায় যাইবার পুর্ব্বে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। ইহাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হইবে জানিয়াই এই কঠোর তপশ্চর্য্যা। তখনও গুরুবধে অনুৎসুক নহেন। বিরাটের গোগৃহ লুণ্ঠন ব্যাপারে গুরুগণ সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যুদ্ধার্থ সমস্ত ভারতীয় রাজন্যের সহায়তা প্রার্থী হন। যদুগণ উভয় পক্ষ তুল্যবোধ করেন জানিয়া নিজে তথায় গমন পুর্ব্বক সাত্যকি ও কৃষ্ণকে পক্ষ করিয়া লইয়া আসেন। কৃষ্ণের দৌত্য অসফল হইলে গুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হইবে এবং উভয় পক্ষীয় আত্মীয়স্বজনের হানি ঘটিবে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। তাহাদিগের মাতা কুন্তী "বিদুলাসৃঞ্জয়সংবাদ" নামক সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা শুনাইয়া কৃষ্ণমুখে পুত্রগণকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণমুখে মাতৃ আজ্ঞা শ্রবণ ও কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা জানিয়া ভীম অর্জ্জুনাদি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অবধ্য গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধ করিয়া কি প্রকারে রাজ্য লাভ হইবে

এবং যুদ্ধের ফলেরই বা নিশ্চয়তা কি, এই প্রশ্নোত্তোলন করেন। তদুত্তরে অর্জ্জুন অতঃপর সমরে নিবৃত্ত থাকা কাপুরুষতা ইত্যাদি ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করেন ও বাসুদেব কৃষ্ণ স্মিত মুখে অর্জ্জুনের বাক্য সমর্থন করেন ইত্যাদি উদ্‌যোগ পর্ব্বে ১৫১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তৎপর ১৫৫ অধ্যায়ে ভীষ্মকপুত্র রুক্মি তপস্যা দ্বারা "বিজয়" নামক অস্ত্র লাভ করিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ পাণ্ডবশিবিরে আগমন করত পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন এবং তাঁহার সহায়তা ব্যতীতই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন এমন কথা প্রকাশ করেন। তাহাতে রুক্মি সৈন্য সহ চলিয়া যান। মহারাজ দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বিরুদ্ধে সপ্ত অক্ষৌহিণী মাত্র সেনা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে এক অক্ষৌহিণী সেনার সাহায্য পরিত্যাগে যুদ্ধে অর্জ্জুনের কৃতনিশ্চয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং স্মরণ রাখিতেই হইবে যে এই অক্ষৌহিণী অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। অন্য ভ্রাতৃগণের নীরবতা ভেদ করিয়া যে অর্জ্জুন উক্ত তর্জ্জনবাক্যে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রত্যাখ্যান করেন, সেই গাণ্ডীবধন্বী অর্জ্জুন পরদিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে গলদঘর্ম্ম হওয়া সম্ভবপর কিনা বিবেচ্য। তৎপর ১৫৯ অধ্যায়ে মহারাজ দুর্য্যোধন প্রেরিত উলুক সংবাদেও আমরা দেখি অর্জ্জুন বলিতেছেন "যাও—বলিও, কল্য যুদ্ধ উপস্থিত করিতে বিলক্ষণ সম্মত আছি।" অতঃপর গীতায় রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ সমীপে উভয়পক্ষীয় যোদ্ধার নাম করিতেছেন। যখন ১৬২ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে দুর্য্যোধন স্বয়ং উহা ভীষ্মের নিকট শুনিতেছেন, তখন তুল্য যোদ্ধা বৃদ্ধ দ্রোণের ঐ সকল জানা থাকা অনুমিত হয়। তৎপর ভীষ্মপর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিপক্ষ সৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র স্মরণ করাইয়া অর্জ্জুনকে নিজ সৈন্য ব্যূহিত করিতে বলিলে অর্জ্জুনও নিজ সৈন্য ব্যূহিত করিলেন। উদ্‌যোগ পর্ব্বের ২১ অধ্যায়ে দেখা যায়—সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া আশ্বাস বাণী বলিতেছেন—ভয় কি যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়ী হইব ইত্যাদি। তৎপর ২৩ অধ্যায়ে অর্জ্জুন দেবীর স্তুতি করিলেন ও দেবী প্রত্যক্ষভূতা হইয়া যুদ্ধে জয় হইবে এই বর দিয়া অদৃশ্যা হইলেন। তৎপর অর্জ্জুন যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথারোহণ করিলেন। আরও দেখা যায় অর্জ্জুনের রথারোহনের পর যুধিষ্ঠির যখন নগ্নপদে ভীষ্মকে অভিবাদন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুন মনে করিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয়ে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন—তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে দ্রুতপদে

অবতরণ করতঃ যুধিষ্ঠিরের বসন ধরিয়া কোথায় যইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মাদিকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা দেখা যায়। এত ঘটনার পর রথে উঠিয়াই চিত্ত বিভ্রম হওয়াটা কেমন কেমন বোধ হয় না কি? যুধিষ্ঠির হইলে কিছুই বলিবার ছিল না। সে যাহাই হউক প্রাচীন বিষয়ে বলিতে যাইলে অতিশয় সশঙ্কিত অবস্থায় বলিতে হয়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির জীবনী লিখিতে বহু ভ্রম হওয়া সম্ভব। এই সব বিবেচনায় সুধীগণ নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। যদি কাহারও এই পুস্তক পাঠে কিছু ফল হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থকার

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি

যে প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষির চরিত্র আলোচনা করিবার জন্য এই গ্রন্থের সূচনা, তাঁহার নাম মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম। যেমন অরুণ উদয়ের পর সূর্য্যোদয় হয় তেমনি অরুণ ঋষির ঔরসে জ্ঞানসূর্য্য আরুণি ভারত গগনে উদিত হন। ইনি যে গৌতম বংশ অলঙ্কৃত করেন আমরা সেই গৌতম বংশের নিকট বহু বিষয় লাভ করিয়াছি। মহর্ষি বামদেব যিনি ঋগ্বেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাকাব্যেরও দ্রষ্টা তিনিও গৌতম। ন্যায়দর্শন প্রণেতা অক্ষপাদ গৌতম। সুপ্রসিদ্ধ সত্যকাম জাবালের গুরু হরিদ্রুমত্ব গৌতম। সুবিখ্যাত স্মৃতিকারও গৌতম। অহল্যাপতিও গৌতম। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অন্যতম মহারথী শারদ্বান কৃপাচার্য্য গৌতম। কঠোপনিষদের শ্রোতা নচিকেতাও গৌতম। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের শ্রোতা শ্বেতকেতু গৌতম। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আলোচনা করিলে আমরা দেখতে পাই বহুস্থানে এই মহামুনি উদ্দালকারুণির বিষয় বর্ণিত আছে। তাহা ক্রমে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল। ইঁহার পিতা অরুণ বীতহব্য তনয় ঋগ্বেদের ১০।৯১ সূক্তের ঋষি। তিনি যে ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাহা আমরা ছান্দোগ্যে ৩।১১।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"তদ্‌হ এতদ্‌ উদ্দালকায় আরুণায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ" অর্থাৎ সেই এই ব্রহ্ম উপনিষৎ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালককে পিতা প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, তাহা বৃহদারণ্যকে ৬।২।৬, ৭ মন্ত্রে শ্বেতকেতু-পাঞ্চালরাজ জৈবলি-প্রবাহন-সংবাদে পাওয়া যায়। যথা—

"স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্‌ বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি। স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্থা পাওং গো অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য।"

অর্থাৎ পাঞ্চালরাজ বলিলেন, দৈবী ধন বিত্তাবর না চাহিয়া মানুষী ধনাদি বর প্রার্থনা করুন। তদুত্তরে ঋষি বলিলেন, "আপনি ত জানেন মানুষীবরে আমার প্রয়োজন নাই ; কারণ সুবর্ণ গো অশ্ব দাসী পরিবার ও পরিধেয় বস্ত্রাদি

আমার যথেষ্টই আছে।" ইহাতে বোধ হয় ইঁহার নিবাস পাঞ্চালদেশেই ছিল। নতুবা রাজার জানা সম্ভবপর হয় না। বিশেষ, পরের মন্ত্রে রাজা বলিতেছেন, "স হোবাচ তথা ন স্তং গৌতমমাপরাধাস্তব চ পিতামহাঃ।" অর্থাৎ আপনার পিতৃ পিতামহগণ যেমন আমার পিতৃপিতামহের অপরাধ গণ্য না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন আপনিও সেইরূপ আমার অপরাধ লইবেন না। ইহাতে মুনির নিবাস পাঞ্চালরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান স্পষ্টীকৃত হয়। মহাভারতের আদি পর্ব্বে তৃতীয়াধ্যায়ে পৌষ্যপর্ব্বে আয়োদ ধৌম্য শিষ্য আরুণি পাঞ্চাল দেশীয় বলিয়া অভিহিত হন। কঠোপনিষদেও দেখা যায় নচিকেতার পিতা উদ্দালকি আরুণি সর্ব্বদক্ষিণ বাজশ্রবা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। বহুধন না হইলে সর্ব্বস্বদক্ষিণ বাজপেয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। "উশন্ হবৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ।" অর্থাৎ বাজশ্রবা বা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বধন বিতরণ করেন। উক্ত কঠশ্রুতির ১।১।১১ মন্ত্র হইতে নচিকেতার পিতা যে উদ্দালক আরুণি তাহা সুস্পষ্ট। "যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা প্রতীতঃ ঔদ্দালকি রারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ" অর্থাৎ যম কহিলেন, "হে নচিকেতা তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত তোমাকে দেখিয়া প্রতীত হইবেন ইত্যাদি। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্বেতকেতু উদ্দালক সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বমসি মহাবাক্য বিষয়ক মন্ত্র সংযুক্ত। এই শ্বেতকেতুর বিষয় মহাভারতে আদি পর্ব্বে ১২২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বকালে শ্বেতকেতু স্ত্রীগণের স্বামি ব্যতীত অপর পুরুষ গমন বিষয়ক নিষেধ বাক্য উপদেশ করেন ও তদবধি উহা প্রকৃষ্ট আচার স্বরূপে স্মৃতিতে ও সমাজে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে ৬।৩ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। মহর্ষি অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকের দৌহিত্র, ইনি মৈথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞে শ্বেতকেতু সহ উপস্থিত হইয়া বন্দীকর্ত্তাকে পরাস্ত করতঃ পিতার উদ্ধার করেন। তদ্ যথা—"তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচ।" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ উদ্দালক আরুণি নিজ শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা উপদেশ করেন। ইঁহার জন্মকাল নিরূপণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সূচনা পাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ বেদের সময় নির্ণয় এমন কি মহাভারতাদির সময়-নির্ণয় বিষয়েও ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময় নির্দ্দেশ করেন। সুখের বিষয় মহারাষ্ট্রদেশ নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্র অনুসারে গ্রহাদির সমাবেশ হইতে বেদাদির

সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—খৃঃ পূঃ ৬০০০ ছয় হাজার বৎসর হইতে ৪০০০ বৎসর পুর্ব্ব পর্য্যন্ত নিবিদাদি প্রাচীন মন্ত্র কাল। ৪০০০ হাজার বর্ষ পুর্ব্ব হইতে ২৫০০ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের কাল। খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণাদির কাল। খৃঃ পূঃ ১৪০০ হইতে ৫০০ পুর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রাদির কাল। মহাভারতাদি তৎপর লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে খৃঃ পূঃ ২৫০০ ব্রাহ্মণকাল নিরূপিত গণ্য করিলে মহর্ষি উদ্দালকারুণি উক্ত ২৫০০ ও বর্ত্তমানের খৃঃ ১৯২৫ একত্রে ৪৪২৫ বৎসর পুর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেন খৃঃ পূঃ ২৫০০ গ্রহণ করা যায়—তদুত্তরে বলা যাইতে পারে উদ্দালক আরুণির পিতা ঋগ্বেদের ১০।৯১ সূক্তের ঋষি। ১০ম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডল হইতে নব্য, ইহা পণ্ডিতগণের ধারণা মহর্ষি অরুণকে ঋগ্বেদকালের শেষ সময়ে ধরিয়া লওয়া গেল। যে সকল উপনিষদ্ বর্ত্তমানে বেদের কোন না কোন শাখার অন্তর্গত তৎসৃষ্ট ঋষিগণের মধ্যে মহর্ষি উদ্দালক প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকালের প্রথম ভাগে তাঁহাকে স্থাপন করা যাইতে পারে। কারণ শুক্ল যজুর্ব্বেদ যাহা বাজসনীয় সংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আখ্যাত। তদ্ যথা বৃহদারণ্যকে ৬।৫।৩ ব্রাহ্মণ "ইমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে" মহর্ষি উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু, কাজেই তাঁহা হইতে প্রাচীন। মহর্ষির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১৬১ অধ্যায় বর্ণিত লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু সহ বিবাহের প্রস্তাবে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে অলক্ষ্মী জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে লক্ষ্মীর বিবাহ হইতে পারে না বলায় বিষ্ণু দীর্ঘতপা মহর্ষি উদ্দালককে অনুরোধ করেন ও তদানুসারে উদ্দালক অলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন ও পশ্চাৎ অশ্বত্থবৃক্ষের আশ্রয়ে রাখিয়া চলিয়া যান বর্ণিত আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অতি প্রাচীন বলিয়া ইতিহাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। পিপ্পলাদ, আশ্বলায়ন, জাবাল প্রভৃতি যে সমস্ত ঋষিগণের নাম অন্যান্য উপনিষদে পাওয়া যায় তাঁহারা কেহই যাজ্ঞবল্ক্য হইতে প্রাচীন এইরূপ বুঝা যায় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাত তনয়। এই দেবরাতের অপর নাম শুনঃশেফ। ইনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ঋষি। বৃহদারণ্যকের ৪।৩ মন্ত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "যাজ্ঞবল্ক্যো দৈবরাতিঃ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তাহা প্রদত্ত হইল।

কৌষিতকি উপনিষদের প্রথম ভাগে দেখা যায় গর্গ্যায়ণ বংশীয় চিত্র নামক

রাজা মহর্ষি উদ্দালক আরুণিকে যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। আরুণি নিজে গমন না করিয়া নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ পাঠাইয়া দেন। শ্বেতকেতু উপস্থিত হইলে রাজাসহ কথোপকথন কালে চিত্র জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি সর্ব্বজগতাত্মভূত আমাকে কোন্ পরিচ্ছিন্ন লোকে স্থাপন করিবেন। অথবা জগৎ হইতে ভিন্ন আমাকে বন্ধন করিয়া কোন্ লোকে স্থাপন করিবেন, অথবা কোথায় কোন্ অপরিচ্ছন্ন স্থান আছে যথায় আমাকে স্থাপন করিতে চাহেন ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিনা, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব। তদনুসারে তিনি গিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি আরুণি বলিলেন, "আমিও জানিনা, চল সমিৎপাণি হইয়া সেই জ্ঞানী চিত্রনামা রাজাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ বিষয় জ্ঞাত হইব।" তৎপর মহর্ষি আরুণি রাজা চিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন ও মৃত্যুর পর কাহার কি কি গতি হয় এবং ব্রহ্মলোকগামীর তত্র গমন কি প্রকারে হয় তদ্বিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইলেন। ছান্দোগ্যে ৫।১১ খণ্ডে দেখা যায় উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পৌলুষিতনয় সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিনন্দন ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাখ্যপুত্র জন ও অশ্বতরাশ্বি পুত্র বুড়িল এই পাঁচজন গৃহী একত্র হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া মীমাংসার্থ অরুণের পুত্র মহর্ষি উদ্দালক আত্মার বিষয় জানেন, চল তাঁহার নিকট গমন করি এই পরামর্শ করিয়া মহর্ষি সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক এই সকল অধ্যয়নশীল সচ্চরিত্র গৃহীগণকে দেখিয়াই তাঁহাদের আগমণের কারণ বুঝিতে পারিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি ইঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইব কিনা সাহস হইতেছে না, ইঁহাদিগকে অন্য কাহারও নিকট উপদেশ লাভ করিতে বলিয়া দেই। এই সাব্যস্ত করতঃ ঋষি আরুণি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কেকয়রাজ অশ্বপতি ব্রহ্মবিষয়ে ভালরূপ জানেন, চলুন তাঁহার নিকটেই গমন করি, এইরূপে স্থির করিয়া তাঁহারা অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন ও তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করেন। ছান্দোগ্যের ৫।৩ খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকে ৬।২ ব্রাহ্মণেও মহর্ষি উদ্দালকের পঞ্চাগ্নি বিদ্যালাভের বিবরণ বিবৃত আছে। পূর্ব্বে এই বিদ্যা রাজর্ষিগণেরই আয়ত্ত ছিল। রাজগণ পরম্পরায় উহা জ্ঞাত হইতেন, ব্রাহ্মণগণ উহা জ্ঞাত ছিলেন না। মহর্ষি উদ্দালকের প্রবল জ্ঞানপিপাসা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ মধ্যে তিনি উহা প্রথম প্রাপ্ত হন। লিখিত আছে, একদা কুমার শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের সভায় গমন করেন। রাজা প্রবাহণ জৈবালি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কুমার তোমার পিতা

আমাকে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন কি ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “হাঁ ! দেব ! পিতাই উপদেশ দিয়াছেন।” তখন রাজা শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি—

১। প্রাণীগণ মৃত্যুর পর এই পৃথিবী হইতে উর্দ্ধ কোন্ লোকে প্রস্থান করে ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “তাহা আমি অবগত নহি।”

২। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “জান কি তাঁহারা কিরূপে পুনঃ এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “ভগবন্ তাহাও আমি জানি না।”

৩। রাজা প্রবাহণ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবযান ও পিতৃযান নামক পথদ্বয় কোথায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “না, ভগবন্ আমি জানি না।”

৪। তখন প্রবাহণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জান পিতৃযান দ্বারা নিত্য বহুলোক চন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাহা কেন পুর্ণ হইতেছে না ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “ভগবন্ তাহা আমি জানি না।”

৫। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “পঞ্চ সংখ্যক আহুতি দ্বারা আহুত সোম ঘৃতাদি দ্রব্য কেমন করিয়া জীবরূপে পরিণত হয় ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “না ভগবন্ তাহার আমি কিছুই জানি না।”

তখন পাঞ্চালরাজ বলিলেন, “যদি কিছুই জাননা তবে কেন পণ্ডিত সভায় আসিয়া বলিলে, আমি সব জানি, পিতা আমাকে সব শিখাইয়াছেন ? যে লোক আমার এ কয়টী প্রশ্নের উত্তরও জানে না সে কেমন করিয়া আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে ?” রাজার এই কথায় শ্বেতকেতু বড়ই ব্যথিত হইয়া গৃহে পিতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে সব বিদ্যা দান না করিয়াই কেন বলিয়াছিলেন তোমাকে সব বিদ্যা দিয়াছি ?” তুমি বেশ শিক্ষিত হইয়াছ ইত্যাদি বলিয়া পিতার নিকট পাঞ্চালরাজার বাক্যে যে ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলেন এবং পাঞ্চালরাজ পৃষ্ট সেই পাঁচটী প্রশ্নও বলিলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালক বলিলেন, “আমি ইহার একটী প্রশ্নেরও উত্তর জানি না। তোমাকে কি করিয়া শিখাইব ? আচ্ছা অদ্যই আমি পাঞ্চালরাজ সমীপে গিয়া ঐ বিদ্যা শিখিয়া আসিব।” এই বলিয়া তিনি রাজার নিকট গমন করিলেন ও সমিৎপাণি হইয়া রাজা প্রবাহণের সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রবাহণ মহর্ষি গৌতমকে উপস্থিত দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার পুজা করিলেন ও পরদিন প্রভাতে রাজসভায়

উপস্থিত হইতে বলিলেন। মহর্ষি গৌতম পরদিন প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে দেব! আপনাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" তখন মহর্ষি গৌতম বলিলেন, "আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আপনি আমার পুত্রের নিকট যে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছেন ঐ পাঁচটী প্রশ্নের উত্তরই বর স্বরূপে প্রদান করুন।" রাজা বলিলেন, "উহা দৈবী বর। আপনি কোন মানুষী বর প্রার্থনা করুন।" মহর্ষি গৌতম বলিলেন, "আমার পার্থিব কোন বস্তুরই অভাব নাই—সুবর্ণ, গো, অশ্ব, দাসী, পরিজন, পরিধেয় বস্ত্রাদি আমার যথেষ্টই আছে, আপনিও প্রভূত পরিমাণ দান করিয়া অনন্ত ফললাভ করিয়াছেন, অতএব আমাকে বিমুখ করিয়া অদাতা হইবেন না।" রাজা বিদ্যাদানে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "যদি বিদ্যাগ্রহণ করিতে হয় তবে শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।" রাজা মনে করিলেন, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শিষ্যত্ব স্বীকারে বিদ্যা গ্রহণে স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু মহর্ষি উদ্দালকের অভিমান আদৌ ছিল না, তিনি সমিৎপাণি হইয়াই গিয়াছিলেন তাহা তিনি রাজাকে দেখাইলেন ও বলিলেন, "আমি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই বিদ্যাগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছি।" তখন রাজা বলিলেন, "হে গৌতম আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অপরাধ গ্রহণ করিতেন না, সেরূপে আপনিও আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইহার পূর্ব্বে কেহই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অবগত ছিলেন না, আমি আপনাকে সেই বিদ্যা উপদেশ দিতেছি। আর আপনি যে ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিতে পারে?" তৎপর রাজা প্রবাহণ জৈবলি সরলচিত্তে প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা উপদেশ করেন।

এই মহর্ষি উদ্দালকই মহাভারতের আদিপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পৌষ্যপর্ব্বে বর্ণিত আয়োদধৌম্য শিষ্য আরুণি। যিনি গুরুশুশ্রূষাকালীন গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের আল বাঁধিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নিজেই জল রোধ করিবার জন্য আলপার্শ্বে শয়ান রহিয়াছিলেন, এবং কিয়ৎকালান্তর গুরু শিষ্যগণের নিকটে জিজ্ঞাসাকরতঃ পাঞ্চালদেশীয় আরুণির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শিষ্যগণসহ ক্ষেত্র সন্নিকটে উপস্থিত হয়েন। ক্ষেত্রে শিষ্যকে না দেখিয়া আয়োদধৌম্য নামগ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বৎস আরুণি কোথায়? সত্বর আইস।" গুরুবাক্য শ্রবণে শিষ্য কেদারখণ্ড বিদারণ করতঃ গুরুচরণে প্রণত হইলে, গুরু বলিলেন, "অদ্য হইতে কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হওয়ায় তুমি উদ্দালক নামে

বিখ্যাত হইবে, ও সর্ব্বশাস্ত্র তোমার প্রতিভাত হইবে।" মহর্ষি বাল্যে যেমন কেদারখণ্ড বিদারণে উত্থিত হন তেমনি জগৎবাসীকে সংসাররূপ কেদারখণ্ড বিদারণ করতঃ উত্থিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশে নামের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে গুরুশুশ্রূষাব্রত সমাপণ পূর্ব্বক গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন সংস্কার করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি পুত্র ও শিষ্যগণকে যথোচিত শিক্ষা দান করিতেন এবং শেষে বাণপ্রস্থাশ্রমী হন। যথা সময়ে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালে যে তপস্যাদি করিয়াছিলেন তজ্জন্যই সরস্বতী নদীতীরে তাঁহার পবিত্র আশ্রম, পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমেও গুণিগণ গণনার স্থান প্রাপ্ত হন—তাহা জাবাল উপনিষদে ষষ্ঠ মন্ত্রে আছে—"তত্র পরহংসানাম সংবর্ত্তকারুণি শ্বেতকেতু দুর্ব্বাসঋভু নিদাঘ জড়ভরত দত্তাত্রেয় রৈবতক প্রভৃতয়ঃ" ; বৃহজ্জাবালেও ঐ সমস্ত নাম আছে। মহাভারতে বনপর্ব্বে ৮৪ অধ্যায়ে সরস্বতী তীরে উদ্দালকতীর্থ বর্ণিত আছে। বশিষ্ঠ সংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্রে একাদশ অধ্যায়ে উপনয়ন সংস্কার যথা সময়ে না হইলে "উদ্দালকব্রত" আচরণ করিয়া উপনীত হইবার ব্যবস্থা আছে। মহর্ষি উদ্দালকের তপোবলের বিবরণ কথঞ্চিৎ মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ৩৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। তাহাতে দেখা যায় সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বীগণ যে-যে স্থানে সরস্বতীকে আবাহন করিয়াছেন সেই সেই স্থানে তিনি আবির্ভূতা হন। পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করেন এবং সরস্বতীও ব্রহ্মার যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূতা হন। নৈমিষেও গয়রাজের যজ্ঞে আহূত হইয়া সরস্বতী প্রকাশমানা হন। মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলের উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করেন, তথায় বহু ঋষি সমবেত হন। তথায় ঋষিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া মনোরমা নামে সরস্বতী আবির্ভূতা হন। "উদ্দালকেন যজতী পুর্ব্বং ধ্যাতা সরস্বতী, আজগাম সরঃ শ্রেষ্ঠা তং দেশমৃষিকারণাৎ", শল্যপর্ব্ব ৩৮ অধ্যায় বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ৬।৪ ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই, মহর্ষি বলিয়াছেন—স্ত্রীগমন একটী পবিত্র যজ্ঞ, যে উহা বাজপেয়বৎ যজ্ঞ জ্ঞানে স্ত্রীগমন করে, সে বাজপেয় ফল প্রাপ্ত হয়। বীর্য্য অতীব মূল্যবান পদার্থ, তাহা অযথা ব্যয় নরকের কারণ। ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্রাহ্মণেরা পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হন। স্বপ্নাদি অবস্থায় বীর্য্য স্খলনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৃহদারণ্যকের ৩ অধ্যায়ে মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ আহূত হন। জনক ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠের সম্মনার্থ স্বর্ণশৃঙ্গাদিবিশিষ্ট গোসহস্র যূপবদ্ধ রাখেন। বিদ্বন্মণ্ডলী

সভাগত হইলে রাজা, "ঐ গোসহস্র ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠের সম্মানার্থ যূপে আবদ্ধ আছে, আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ তিনি উহা গ্রহণ করুন" এইরূপ বলেন। বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে কেহই ঐ বদ্ধ গো গ্রহণে চেষ্টান্বিত না হওয়ায় কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় শিষ্যকে ঐ গো গ্রহণের আদেশ করেন। তাহাতে সভ্যগণের অধিকাংশ ক্রুদ্ধ হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করার জন্য কর্ম্মকাণ্ডাদি হইতে নানারূপ প্রশ্ন করিতে থাকেন। ঐ সভায় উপস্থিত মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বীয় শিষ্যের গৌরব বর্দ্ধনার্থ ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন দেখা যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিষয়ে মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে বিপ্রগণ সহ মিথ্যা ব্যবহার জন্য তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে ত্যাগ করেন এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ের নারদ বর্ণিত ইন্দ্র সভায় মহর্ষি উদ্দালক ও শ্বেতকেতু সভ্যরূপে বিরাজমান এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুনির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যে প্রবল ছিল তাহা আমরা তৎপুত্র শ্বেতকেতুর গুরুগৃহবাসে অনিচ্ছা দৃষ্টে তাহাকে যে ভর্ৎসনা করেন তাহা হইতে বুঝিতে পারি। ছান্দোগ্যের ৬৷১ মন্ত্রে "শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সৌম্য অস্মৎ কুলীনেঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি।" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতু তুমি আমাদের বংশের যোগ্য। কোন গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যাচরণে গুরুশুশ্রূষানিরত হইয়া বেদাধ্যয়ন জন্য বাস কর; আমাদের বংশে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ বেদবিহীন ও আচারাদি বর্জ্জিত ভ্রষ্ট ব্রহ্মসূত্রমাত্রধারী হইয়া কদাপি রহে নাই। পিতা কর্ত্তৃক এরূপ ভর্ৎসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গমন করেন, ও তথায় দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাচরণে গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানবশতঃ উদ্ধত স্বভাব হইয়াছিলেন। পিতা উদ্দালক দেখিলেন যে বিদ্যা অধ্যয়নে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয় ও অহংকার বিনষ্ট হইয়া বিনয় বিভূষিত হয় ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। পুত্রের ব্যবহার তদ্বিপরীত। তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পুত্র! তুমি কি গুরুসমীপে আদেশ প্রশ্ন কর নাই?" (অর্থাৎ যাহা সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মবস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এমন বস্তু যাহা জানিলে সব জানা হয় ও যাহা শুনিলে সব শুনা হয়, যাহা বুঝিলে সব বুঝা হয় এরূপ যে আদেশ তাহা কি তুমি প্রাপ্ত হও নাই?) শ্বেতকেতু এমন বস্তুর কথা আর পূর্ব্বে শুনেন নাই। পিতৃবাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পুনশ্চ বা গুরুগৃহে যাইতে হয় তাই ভীত হইয়া বলিলেন, "হে পিতৃদেব! আমি

গুরুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। যদি তিনি জানিতেন তবে আমাকে না বলিবার কোন কারণ ছিল না। অতএব আপনি আমাকে এ বিষয় উপদেশ করুন।” তৎপর মহর্ষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন (যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট হন তাহাই আদেশ)। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম যে বাক্য বলেন—“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।” অর্থাৎ যাহা শুনিলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয় অমনিত বিষয় মনন হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয় ইতি। বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যাদিতে এই বাক্যটী প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাহা এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বিরোধী তাহা বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্তেরও বিরোধী বলিয়া তাঁহারা ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার উপরেই নির্ভর করিয়া বেদান্তসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন মহর্ষি উদ্দালক আরুণির বাক্য সামান্য ঋষি-বাক্য নহে উহা দিব্যদর্শনদৃষ্ট ব্রাহ্মণোপনিষৎ নামক বেদবাক্য। যেমন ঋক সংহিতার বাক্য অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত তেমনই ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের বাক্যও অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। ইহা লইয়া যথেষ্ট কূটতর্ক বা বুদ্ধি পরিচালনা চলে না। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বদা আপ্তবাক্য অভ্রান্ত প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়। যখনই উপনিষদের বাক্য উপস্থিত করা হইবে তদ্বিরুদ্ধে শতযুক্তি বা বেদবহির্ভূত ঋষিগণের স্মৃতি প্রভৃতি বাক্য থাকিলেও ঐ সকল বাক্য কার্য্যকরী প্রমাণ হইবে না। এই দৃষ্টিতে ঋষিগণ ও ভাষ্যকার প্রভৃতি আর্য্যগণ হেতু-বাক্য-ত্যাগে বেদবাক্যের সমাদর করিয়াছেন। ছান্দোগ্যের এই পিতা-পুত্র-সংবাদ হইতে আমরা কি কি বিষয় জানিতে পারি তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। ষড়দর্শন ও বৌদ্ধাদি প্রস্থানে আত্মা ও জগৎ বিষয়ে যে সকল মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সৎ ও অসৎ এই দুইটী শব্দ দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। সকল মতেই সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার্য্য। প্রলয়ের পর সৃষ্টি ও সৃষ্টির পর প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ এক প্রলয়ের পর সৃষ্টির পুর্ব্বে যে অবস্থা তাহাকে কেহ কেহ প্রাগ্‌ভাব বলেন। বৌদ্ধগণ এই প্রাগ্‌ভাব অবস্থাকে শূন্য বা অসৎ অবস্থা বলেন। এই শূন্যই তন্মতে অসৎ আত্মা। তাই “অসদেবেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত” এই বাক্যের উপর তাঁহারা স্বীয় মত পোষণ করেন। অগ্র=সৃষ্টির অগ্রে। অসৎমাত্র ইদং (জগৎ) আসীৎ এক অদ্বিতীয় সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে। কেহ কেহ এই অসৎ অবস্থাকে নাম উপাধিহীন এবং সৎকে নামরূপযুক্ত সোপাধিক বলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে নামরূপহীন একাকার

অবস্থায় ছিল, পরে নামরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সাংখ্যকার বলেন, “সতো সজ্জায়ত” সৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে। অর্থাৎ সৎ প্রকৃতি হইতে এই উৎপন্ন জগৎ ও সৎ ; “সতোঽসজ্জায়ত” এইটী ন্যায় ও বৈশেষিক মত। অর্থাৎ সৎ-পরমাণু হইতে অসৎ অর্থাৎ বিনাশশীল এই জগৎ জন্মিয়াছে। অসতোসজ্জায়ত এইটী বৌদ্ধমত পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অপরমতে অসতোঽসজ্জায়ত অর্থাৎ অসৎ মায়া হইতে অসৎ জগৎ জন্মিয়াছে। সৎ ও অসৎ শব্দের দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সাংখ্যকার যে সৎ হইতে সৎ সৃষ্টি বলেন সেই সৎ বা প্রকৃতি প্রধানা। গীতা সাংখ্যের ঐ মত “কার্য্য কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে” এই বাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। প্রধানা অনাদি ও অবিনাশিনী। প্রধানা স্বতন্ত্রা পরতন্ত্রা নহে। অসৎ হইতে সৎ ও সৎ হইতে অসৎ এই দুইমত একই দোষদুষ্ট। যাহা সৎ তাহা অসৎ হয় না ও যাহা অসৎ তাহা সৎ হইতে পারে না। ইহাতে দুই বিরুদ্ধ পদার্থের একাধিকরণে বৃত্তিত্ব স্বীকার করা হয়। গীতাতে এইটী “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” এই বাক্যে মীমাংসিত হইয়াছে। অসৎ অনির্ব্বচনীয়া ধ্বংসশীলা অনাদি ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া হইতে এই ধ্বংসশীল জগতের উৎপত্তি অনেকের স্বীকার্য্য। কপিলমতের প্রধানা জগৎকর্ত্রী স্বীকৃত হইতে পারে না এইটি বেদান্ত দর্শনে বহুসূত্রে বহুভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। মোট কথায়, জগৎ সৎ নহে, বিনাশশীল অসৎ। কাজেই ‘সতোসজ্জায়তে’ কথাটী বাধিত হয়। এই প্রধানা প্রকৃতিকে নিরাকরণের জন্যই বেদান্ত দর্শনের ২য় সূত্রে “জন্মাদ্ যস্য যতঃ” এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি জন্ম, স্থিতি ও লয় যাহা হইতে, তিনি ব্রহ্ম। এইক্ষণ ব্রহ্ম সৎ তাহা হইতে এই অসৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে স্থিত হইতেছে ও প্রলয়ে লয় হইতেছে বলিলে নিরবয়ব নিষ্কল শুদ্ধ ব্রহ্মে অসতের জন্য এতটুকু স্থান রাখিতে হয়। যেমন নরশরীরে ব্রণাদি। কিন্তু ঈশোপনিষদে ব্রহ্ম “অকার ও অব্রণ” বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অথবা বায়ু সঞ্চালিত “তরঙ্গায়িত সমুদ্রবৎ অবস্থা জগৎ” কেহ কেহ বলেন তাহাতেও নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার ব্রহ্মে ক্রিয়ার আরোপ করা হয়। এ সমস্যার একমাত্র পুরণ যে উপায়ে সম্ভব তাহাই বিবর্ত্তবাদ নামে অভিহিত হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম, আকাশে নীলিমাভ্রম, স্থানুতে পুরুষভ্রম, সূক্তিতে রজতভ্রম, তেমনি এইব্রহ্মে জগৎভ্রম। ইহার তাৎপর্য্য এই রজ্জুতে সর্প ভ্রম স্থলে রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত। উহাতে যেমন রজ্জুতে সর্প হয় না, তেমনই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম স্থলে

ব্রহ্ম জগৎ হয়েন না। রজ্জুতে সর্পের মস্তকাদি যেমন মনঃ কল্পিত, জগৎও তদ্রূপ কল্পিত। যেমন কোন ইন্দ্রজালিক, স্বীয়বিদ্যা প্রভাবে নানা প্রকার জীবন্ত জীব জন্তু উদ্ভিদ্ ফল ফুল ইত্যাদি দেখায়, তখন দর্শকেরা ঐ সকল প্রকৃত বলিয়া প্রথমে মনে করেন অবশেষে ঐ সকল দ্রব্যের স্থায়িত্ব না দেখিয়া এই সকল ইন্দ্রজাল বিদ্যার বিভূতি মাত্র এরূপ জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবর্ত্তবাদটী কি তাহা বুঝিতে হইলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের দৃষ্টান্তটী অতি উপাদেয়। যেমন একই স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলাদি নানা প্রকার আভরণ প্রস্তুত হয় এবং সাধারণতঃ স্ত্রীলোক যাহারা ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে তাহাদের স্বর্ণজ্ঞান থাকে না বিভিন্ন অলঙ্কারের বিভিন্ন পদার্থ জ্ঞানই থাকে। কিন্তু স্বর্ণকারের নিকট সকলই সুবর্ণ-সংজ্ঞক। এখানে ঐ সকল অলঙ্কারের বিভিন্ন নাম ও রূপ সুবর্ণের বিবর্ত্তমাত্র। এই বিবর্ত্তবাদ যাহা বেদান্ত দর্শন ও গৌড় পাদের কারিকা ও পরিশেষে ভগবান্ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়া অদ্বৈতবাদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা মহর্ষি উদ্দালক আরুণির দৃষ্ট এই অধ্যায়ের মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ঋষি সর্ব্বপ্রথমে এই বিবর্ত্তবাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যথা "সৌম্যেকেন মৃতপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্। মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন এক মৃৎ পিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের জ্ঞান হয়, নাম রূপাদি নিমিত্ত যে বাক্যের আরম্ভণ তাহা মায়িক বিকার মাত্র। ঘটের পূর্ব্বেও মৃত্তিকা, ঘট অবস্থায়ও মৃত্তিকা ঘটনাশেও মৃৎ, মৃত্তিকাই সত্য। সেইরূপ মায়িক নামরূপাত্মক জগৎ বিকার মাত্র। এই সদাত্মক বস্তুই সত্য। অবিদ্যা রূপ ব্যাধিগ্রস্ত জীব, নেত্ররোগ গ্রস্তের দ্বিচন্দ্র দর্শনবৎ ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করে। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন যথা "সৌম্য একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন এক লোহমণি বা সুবর্ণ জ্ঞান হইলে লোহ বা স্বর্ণ ইত্যাদি নির্মিত দ্রব্য মাত্রই জ্ঞাত হওয়া যায়, বাক্যের আরম্ভণ নাম রূপাদি নিমিত্ত বিকার মাত্র, এক লোহ বা সুবর্ণই সত্য। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন যথা "সৌম্য একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ত্তার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবং সৌম্য স আদেশো ভবতি।" অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন এক লোহ নির্মিত নখনিকৃন্তন বা নরুণ জানিলে সর্ব্বপ্রকার লৌহময় পদার্থ জানা হয়, পৃথক পৃথক নাম রূপাদির জন্য বাক্যারম্ভ বিকার মাত্র, এক কৃষ্ণায়স অর্থাৎ লৌহই সত্য এইরূপ আদেশও

জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই কার্য্য, কারণে স্থিত হয়। কারণ সত্য। কিন্তু নাম রূপাত্মক কার্য্য বৈকারিক। ঘটাদি কার্য্য বৈকারিক, মৃত্তিকাই সত্য। তদ্রূপ জগৎ কারণ ব্রহ্ম সত্য, কার্য্য জগৎ বৈকারিক। কারণ জ্ঞানে কার্য্য জ্ঞান হয়। এই সকল দৃষ্টান্তের সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই, যেমন সুবর্ণের দ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিলে সুবর্ণ সুবর্ণই থাকে। ঐ অলঙ্কার ভগ্ন করিলেও সুবর্ণই থাকে। কুণ্ডল কেয়ূর ইত্যাদির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তেমন এই জগতেরও স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। একই সুবর্ণপিণ্ড হইতে যে কুণ্ডল নির্ম্মিত হয় তাহা ভাঙ্গিয়া আবার বালা তৈয়ার হইলে কুণ্ডলত্ব ত্যাগ হইলেও সুবর্ণত্ব ত্যাগ হয় না। বালাকে পুনঃ কঙ্কণে পরিণত করা যায়। কুণ্ডল, বালা কঙ্কণাদি কোন রূপ না রাখিয়া আবার সুবর্ণকে পিণ্ডে পরিণত করা যায়। তখন কুণ্ডলত্ব, বালাত্ব, কঙ্কণত্বাদি কথার কথা হইল কিন্তু সুবর্ণের সুবর্ণত্ব চিরকালই অটুট থাকে। তেমন ব্রহ্মে বিচিত্র জগৎ ভ্রম হয় তাহাতে ব্রহ্ম অটুট থাকেন। যে সুবর্ণ চিনিয়াছে সে বালা রূপে বা কঙ্কণাদি যে কোন রূপেই হোউক্‌না সুবর্ণ চিনিতে পারে, তেমনি সৎ বস্তুকে জানিলে তাহাতে দৃষ্ট যে কোন বস্তু যে কোন অভিনব আকারে উপস্থিত হোউকনা সে জানে উহা সতের বিবর্ত্ত মাত্র। এই এক সৎকে জানিলেই সব জানা হয়। সমস্ত বেদের একমাত্র সিদ্ধান্ত যে সৎবস্তু, তাহাই বেদাদিষ্ট বলিয়া "আদেশ" শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে "কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" অর্থাৎ ভগবন্ কি সেই বস্তু যাহা জানিলে সব জাগতিক বিষয় জানা যায়? বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" অর্থাৎ আত্মাদৃষ্টে শ্রবণে মনন করিলে বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিষয় করিলে এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। এই এক ব্রহ্ম বা সৎ বস্তু জ্ঞানে সব জানা যায়, এইজন্যই উহা সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত। যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতে তৎ ধর্ম্মের আরোপ করাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্পত্ব আরোপে রজ্জু সর্প হয় না, সর্পের মস্তকাদি ভ্রমবশতঃ আরোপ করা হয়, আলোক আনিলে জ্ঞান হয় যে উহা রজ্জু, উহা সর্প নহে; এখানে সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত। এইরূপ বিচার-বৈরাগ্য পথে চলিলে এমন এক অবস্থা আইসে যখন এক আত্মারই সত্যতা ও অন্য সব ভ্রমাত্মক থাকা উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রজালকারীর কার্য্যবৎ মায়াকৃত কার্য্য (জগৎ) ভ্রম মাত্র উপলব্ধি হয়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্ট এই মন্ত্র বীজস্বরূপ, ইহা তৎপর পল্লবিত হইয়া বাদরায়ণ সূত্র, গৌড়পাদকারিকা, গীতা প্রভৃতির পর শঙ্করাচার্য্য

হস্তে মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তাই শঙ্করের অধ্যাসবাদ অদ্বৈতবাদ নামে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোন সংকীর্ণচেতা অসীম সাহসিক এই শঙ্কর মতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ দ্বারাই বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়া ভারতের বাহিরে মস্তক লুক্কায়িত করিয়াছে। এমন কি পাঁচ প্রকারের বৌদ্ধ প্রস্থানের কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, শঙ্কর ভাষ্য হইতে ঐ সকল মত কি ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদ অসতো সজ্জায়ত কথা মহর্ষি উদ্দালক আরুণির দৃষ্ট মন্ত্রেই খণ্ডিত হইয়াছে। বেদবিরোধী কোন মতাবলম্বী শঙ্কর আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ আংশিক সত্য বলিয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজী "Blowing hot and cold in the same breath" অর্থাৎ 'একই নিশ্বাসে গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ই বহন করান' উক্তির সমর্থক। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়াত্মক প্রচার করা তাঁহাদের প্রচেষ্টা। কেহ কেহ অদ্বৈতবাদ সাম্প্রদায়িক বা একদেশিক বলিতে চান। উহা সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর মাত্র—বলা তুল্য। এই বিবর্ত্তবাদ, জগতের জ্ঞান রাজ্যে সূর্য্যবৎ অতুলনীয় পদার্থ। তাহার দ্বিতীয় আর নাই। সিঁড়ীর সর্ব্বোচ্চ স্থান আরোহণবৎ। ইহাপেক্ষা আর নাই। ইহা বিচারবুদ্ধি সম্প্রসারণের চূড়ান্ত। ইহাতে সংকীর্ণতা মাত্র নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ সহজাধিগম্য জন্য, সাধারণে আদৃত হয়। অদ্বৈতবাদ বিশেষ বিজ্ঞানাধিগম্য ও সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারীর জন্য। এইজন্য উহার অনুসরণ করে এমত লোকসংখ্যা বিরল হইবে সন্দেহ নাই। তুমি ভগবান্ প্রভু, আমি তোমার দাস, এই ভাবের উপাসনা ঈসা মুসা করিয়া সর্ব্ব সম্প্রদায় আচরিত। উহা কিছু নূতন নহে। আমি দীন বা ক্ষুদ্র নহি, আমিই আত্মা, ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত, একথা বলিতেও অনেক দুর্ব্বলচিত্তের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সর্ব্বভূতে আমিই আত্মা বলাতো দূরে থাকুক, সামান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে, আমি স্বাধীন, পর পদানত কেন রহিব, এই কথা কোন যুবককে বলিতে শুনিলে অনেকে চমকিয়া উঠেন। এমনি সংস্কার-মাহাত্ম্য, পূর্ব্বসংস্কার, লোকের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইয়া লোককে কাপুরুষ করে। এই দীনভাব দূরীভূত করার জন্য মহাভারতে মহর্ষি সনৎসুজ্ঞাত গুরু গম্ভীর নাদে বলিয়াছেন—

"মাতে ব্রাহ্মী লঘুতা মাদধীত, প্রজ্ঞানং স্বন্নাম ধীরা লভন্তে" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে লঘু, আমি দাস, এমন বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ জ্ঞান-পরায়ণ ধীরগণ, প্রজ্ঞান ব্রহ্ম তৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম উপলব্ধি

করিতে নেতি নেতি বিচারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উচ্ছেদ। একাত্মতা জাতি-বিশেষের উচ্ছেদ বা সম্প্রদায় বিশেষের উচ্ছেদ নহে, এ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উচ্ছেদ। এ রাজনৈতিক জগতের সামান্য স্বরাজ্য লাভ নহে, এক অদ্বিতীয় অহং তত্ত্বরূপ স্বরাজ্য স্থাপন। ইহা পরমপুরুষকার, মনুষ্য জন্মের কৃতকৃত্যতা। এই সব ধারণা করা শক্তি ও সময় সাপেক্ষ, বহু জন্মের সাধনার ফলে এই ধারণা শক্তির উদ্ভব হয়। তাই বিচার চূড়ামণিতে বর্ণিত আছে—

"জন্তুনাং নরজন্ম দুর্ল্লভ মতঃ পুংস্ত্বং ততোবিপ্রতা।
তস্মাদ্ বৈদিকধর্ম্ম মার্গপরতা বিদ্বত্ব মস্মাৎপরং॥
আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি।
মুক্তির্নো শতজন্ম কোটি সুকৃতিঃ পুণ্যৈর্বিনালভ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রাণীগণের মনুষ্য জন্মলাভ দুর্ল্লভ। তাহা অপেক্ষা পুরুষ হওয়া, তাহা অপেক্ষা বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ, তাহা অপেক্ষা বৈদিকধর্ম্মের পথে চলা; তাহা হইতে দুষ্কর, বেদমন্ত্র ও কর্ম্মাদি মর্ম্মজ্ঞ হওয়া, ততোধিক দুষ্কর আত্মা বা বস্তু কে অনাত্ম বা অবস্তু কে, তাহা বিচার দ্বারা নির্ণয় করা, তাহার চেয়ে দুষ্কর আত্মোপলব্ধি, তাহার চেয়ে দুষ্কর, ব্রহ্ম ও আত্মা এক জানিয়া ব্রহ্মেই অবস্থিতি। শতকোটী জন্মের সুকৃত জন্মের যে পুণ্য তাহার সঞ্চিত ফলেই এইরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ সম্ভবপর। এই ভাব গুণাতীত অবস্থায় হয়। যতক্ষণ গুণাধীন ততক্ষণ উহা অলভ্য। সেইজন্যই রজোগুণ দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা তমোগুণকে অভিভূত করা প্রথম কার্য্য, তৎপর সত্ত্বগুণ দ্বারা রজকে পরাভব করা আবশ্যক, তৎপরে সত্ত্বেরও পরে গমন হয়। নিদ্রালস্য প্রমাদ ইত্যাদি তমোগুণলক্ষণ, ইহা বিদূরিত হইলে যখন রজোগুণে স্থিত হয় তখন চলন বলনাত্মক কর্ম্ম করিতে হয় ও ঈশ্বর জ্ঞান বিষয়ে নানা দেবতা নানা ভাবের ইত্যাদি জ্ঞান থাকে। সত্ত্বে আরূঢ় হইলে কর্ম্ম কমিয়া যায় ও জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয় তখন সেই ব্যক্তি "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।" গীতা ১৮।২০ অর্থাৎ সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিলে সর্ব্বভূতে বিভক্তবৎ পরিদৃশ্যমান যে এক অবিভক্ত অব্যয় আত্মা তাহার অনুভব হয়। এই সত্ত্বে স্থিত হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" অর্থাৎ 'সহস্র মানুষের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভে চেষ্টান্বিত হয় এবং সহস্র সিদ্ধ পথের পথিক মধ্যে একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারে।'

যতক্ষণ উপাস্য উপাসকভাব ততক্ষণ দ্বৈতবাদ। যেখানে উপাস্য উপাসক ভেদ রহিত, অহঙ্কার বৃত্তিতে স্থিতি তাহা অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবদ্বয় ইহাদের মধ্যে স্থিত। এ সম্বন্ধে মিস্ নিবেদিতার "My Master as I saw Him" নামক পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে যথা—

Hitherto, the three philosophic systems of unism, dualism and modified unism or Advaita, Dwaita and Vishitadwaita had been regarded as offering to the soul three different ideals of liberation. No attempt had ever been made to reconcile these schools. On reaching Madras, however, in 1897 Swami Vivekanand boldly claimed that even the utmost realisation of dualism and modified unism, were but stages in the way to unism itself; and the final bliss for all alike, was the mergence in one without a second. A member of his audience asked him why, if this was the truth, it had never before been mentioned by any of the Masters. The great gathering was startled, to hear the reply—Becuase I was born for this, and it was left for me to do! (page 303 and 4.)

অর্থাৎ এইকাল পর্য্যন্ত লোকে একব্রহ্মবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ, আত্মার মুক্তির তিনটী স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিত। ইহাদের সামঞ্জস্যের জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ন দেখা যায় নাই। ইং ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দজী যখন মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি এক সভায় জীমূত গর্জ্জনে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুযায়ী যে উপলব্ধি, তাহা অদ্বৈতবাদে পৌছিবার সোপানদ্বয় মাত্র। এবং সকলের পক্ষেই দ্বৈতের লেশ-হীন এক নির্ব্বাণই পরম শান্তি। শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে জনৈক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার উক্তি যদি সত্য হয় তবে পুর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ এমন কথা বলেন নাই কেন? তদুত্তরে স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে সেই সুবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলী চমকিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই এই সিদ্ধান্তটী প্রচারার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার উপরই এ বিষয়ের এইরূপ

মীমাংসা করিবার ভার অর্পিত রহিয়াছে। উপরে বর্ণিত স্বামিজীর উক্তি যে হঠাৎ উক্তি বা কথার কথা নয় তাহা উক্ত পুস্তকের ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ও অন্যান্য উক্তি হইতে জানা যায়—তৎ যথা—

Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the one as real, the many as unreal? He was asked. Yes—answered Swami Vivekanand. And what Ramkrishna Paramahansa and I have added to this is that the many and the one are the same reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes এবং উক্ত পুস্তকের ২৯১ পৃষ্ঠায়—

It had been this same life of Ramkrishna Paramahansa that had forced upon him the conviction that the theory of Advaita as propounded by Sankaracharya, the theory that all is one, there is no second—was ultimately the only truth. It was this life, re-enforced of course by his own experience, that had convinced him that even such philosophies as seemed to culminate at a point short of the absolute oneness, would prove in the end to be dealing with phases only of this supreme realisation.

অর্থাৎ জনৈক স্বামী বিবেকানন্দজীকে প্রশ্ন করেন যে বুদ্ধের উপদেশ এই নাকি যে বিশ্বজগৎ সত্য ও আত্মা অসৎ এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মমতে এক আত্মাই সত্য এবং বিশ্বজগৎ মিথ্যা—ইহা ঠিক কিনা ? তদুত্তরে স্বামিজী বলেন, হাঁ ইহা ঠিক্। তৎপর বলিয়াছেন যে ইহার সঙ্গে মৎগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও আমি এইটুকু অধিক যোগ করিতে চাই যে বিশ্বের ও একত্বের উপলব্ধিদ্বয় একই চিত্তের বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন ভাবের উপলব্ধি বটে।

সেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শনই, স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল। উহা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাহাই পারিশেষৎ সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এই মহাপুরুষের জীবনের জাজ্জ্বল্যমান অবস্থা ও স্বামিজীর স্বকীয় অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়াছিল এবং দ্বৈতবাদ ও

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ-রূপ-পূর্ণচন্দ্রের কলাত্মক বটে, তাহাও প্রতিভাত হইয়াছিল।

মৃত্তিকাদি সত্য ও ঘটাদি নাম রূপাত্মক পদার্থ মিথ্যা বলায় কারণরূপ মৃদাদি সৎ ও কার্য্যরূপ ঘটাদি অসৎ বলা হইয়াছে। এবং কার্য্য কারণে সূক্ষ্মরূপ থাকে ইহাও বলা হইল। এবং কারণ জ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয় ও কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন এশিক্ষাও দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম জগৎ-কারণ, জগৎ হইতে অভিন্ন, যেমন রজ্জুরূপী সর্প রজ্জু হইতে অভিন্ন তদ্বৎ। ইহা মহর্ষি দৃষ্টা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ হে সোম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক দ্বিতীয় রহিত সৎই মাত্র ছিলেন। সৎব্যতীত অন্য কিছু না থাকায়, সৎই জগৎ কারণ হইবে, অন্য কারণান্তরের একান্তাভাব অদ্বিতীয় শব্দে বলা হইয়াছে। ইহা বলিয়া ঋষি "কথমসতঃ সজ্জায়তেতি" অর্থাৎ কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে অর্থাৎ পারে না—এই মন্ত্র দ্বারা সৎ হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সৎ-বাদ নিরাকরণ করা হইয়াছে। তৎপর মহর্ষি "নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি" অর্থাৎ এই জগৎ মূলহীন হইবে না বলিয়াছেন। এই মন্ত্র দ্বারা শূন্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" অর্থাৎ এই সব সৎমূলক হে সৌম্য এই সকল প্রজা সৎআশ্রয় ও সতে প্রতিষ্ঠিত জানিবে। এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মই জগৎ কারণ, প্রধানা নহে তাহা প্রকাশিত হইল। এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়াই মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্র করিয়া তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ বলিয়াছেন এবং সাংখ্যের প্রধানা জগতের স্বতন্ত্রা কর্ত্রী থাকার নিষেধ করিয়াছেন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" অর্থাৎ এমন মুনি ছিলেন না যার মত অপর হইতে কিছু না কিছু বিভিন্ন না ছিল। এই বাক্যের সত্যতা অতীব প্রাচীনকাল হইতেই পাওয়া যায়। বেদের ব্রাহ্মণাংশে বিভিন্ন মতাবলম্বী স্বাধীন চিন্তাশীল মুনিগণ থাকা ধার্য্য হয়। পরে ঐ সকল মতবাদ ষড়দর্শনের ও লোকায়ত ও বৌদ্ধাদি প্রস্থানের সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। এই সকল মতবাদই গুরুশিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতে আসিতে পশ্চাৎ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবেনা যে শূন্যবাদের প্রস্থান লিপি হওয়ার পর এই শ্রুতি দৃষ্ট হইয়াছে। বরং শ্রুতি কৃপাপরবশে পূর্ব্ব হইতেই যে সব মতবাদ সম্ভব, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। অনেকে এই তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করেন—মহর্ষি কপিল বিষ্ণুর বা অগ্নির অবতার, তিনি কিরূপে বেদবিরোধী সাংখ্য-স্মৃতির সৃষ্টি

করিয়াছেন? মহাত্মা গৌতমই বা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি শ্রুতিবিরোধী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কি বেদ অমান্য করিয়া চলিতেন? এ সম্বন্ধের আলোচনাও প্রচীন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—কপিলাদি মহর্ষিগণ বেদের "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ ব্রহ্মই সৎ, জগৎ অসৎ, কারণ সত্য কার্য্য মিথ্যা, এই বাদের বিরোধী ছিলেন না। ইহা তাঁহাদের স্বীকৃতই ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাদের স্মৃতিবিরোধী মতযুক্ত হইলেও আস্তিকদর্শন বলিয়াই গৃহীত হয়। বৌদ্ধাদি দর্শন, নাস্তিকপ্রস্থান সংজ্ঞা পাইবার কারণ তাঁহারা বেদ মানিতেন না। কপিলাদি মহর্ষিগণের সাংখ্যাদি শাস্ত্র তবে কেন প্রণীত হইয়াছে? তাহার উত্তর এই যে ঐ সময় সমাজে বেদবিরোধী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া এবং সুসূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদ সহজে একবারেই সকলের হৃদ্‌বোধ হইতে পারে না জানিয়া, যুক্তিমূলে বিরোধী-দলের সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ দুরূহ, ন্যায় সাংখ্যাদি-বাদ ও বিরোধীপক্ষের মতবাদ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের উপলব্ধিতে আনয়ন করে, তৎপ্রদর্শন দ্বারা বিপক্ষকে নিরস্ত করার জন্য ঐসকল সুযুক্তিপুর্ণ দর্শনশাস্ত্রসকল প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন শিষ্যের বুদ্ধির বিস্ফুরণের তারতম্যভেদে উপদেশ ভেদ হইয়া থাকে। যেমন স্কুলে যাহা পড়ান হয় তাহা হইতে উচ্চাঙ্গের বিষয় কলেজে পড়ান হয়। ক্রমে ক্রমে আরও উচ্চাঙ্গের বিদ্যা অধীত হয়। তদ্বৎ পরমাণুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চতর সোপানের ন্যায় সাংখ্যাদি তত্ত্ব উপদিষ্ট হইত এবং তদ্দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বুদ্ধি শিষ্যকে পরিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা বা অদ্বৈততত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। যেমন প্রথম জ্যামিতিতে সমান্তরাল রেখাদ্বয় কখন একত্র হয়না, এমন শিক্ষা দেওয়া হয়, পশ্চাৎ উন্নত শিক্ষায় উহারা অনন্তে গিয়া মিলিত হয় এইরূপ বলা হয়। তদ্বৎ, ন্যায়ে লোকায়ত মতবাদে যে আত্মা নাই, দেহই আত্মা, কথাটী ভ্রমাত্মক তাহা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেহ ব্যতিরিক্ত কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা স্থাপিত হইয়াছে। কপিলসাংখ্যে আত্মা কর্ত্তা নহে ভোক্তামাত্র। আত্মা বহু ও প্রধান-সৃষ্টিকর্ত্তাবাদ স্থাপন করিয়া ন্যায় হইতে উচ্চস্তরে বুদ্ধির যোজনা করেন। উত্তর মীমাংসায় আত্মা ভোক্তাও নহে। এক এবং প্রধানা, স্বতন্ত্র নহে স্থাপন করিয়া সর্ব্বশ্রুতি সিদ্ধান্ত বেদান্ত বাক্য ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা কথাটী বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। অন্য কেহ মনে করেন সূত্রের সহজার্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত বিরোধ আদৌ হয় না। সামাজিক ও রাজবিপ্লবে

প্রাচীন গ্রন্থের শিষ্যপরম্পরা পঠন-পাঠনে বাধা পড়ায় সূত্রের প্রাচীন ও প্রকৃতভাব বিস্মৃত হইলে প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ প্রাচীন সূত্রস্থলে নূতন সূত্র বা নূতন পাঠ বা নূতন বাখ্যা দিয়া উহা বর্তমান আকারে দাঁড় করাইয়াছেন। স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শনার্থ দুরবগাহ বিষয় সকল উদ্ধারের প্রয়াসে এইরূপ বিষম পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অপর কাহারও মতে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব গোপনীয় বস্তু, তাহার সুরক্ষণার্থ বাদজল্পাদিমূলক শাস্ত্রসকল ঋষিগণ প্রণয়ন করেন। গীতাতেও আছে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" অর্থাৎ কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞজনের ভেদ বুদ্ধি জন্মাইবেনা। দর্শন গ্রন্থের অঙ্গবিপর্য্যয় বিষয়ে দেখা যায় "সাংখ্যতত্ত্বসমাস" নামক ২২ সূত্রের এক পুস্তিকা আছে। তৎপর সাংখ্য প্রবচন নামক অপর একখানি। তৃতীয় "সাংখ্য কারিকা" নামধেয় ৭২ শ্লোকময়ী; এই গ্রন্থ চীন দেশেও সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত। অস্মদ্দেশেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ষড়দর্শনের ব্যাখ্যাতা বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাংখ্যসূত্র বলিয়া যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহাতে বিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত সূত্রও আছে। ভাগবতে দেবহূতি কর্দ্দমপুত্র কপিল সংবাদে যে বিষয় সাংখ্য বলিয়া উক্ত তাহার সহিত এই সূত্রের অনেক বিষয়ে অমিল আছে, বিশেষ ভাগবতের সাংখ্য ও বেদান্ত মিশ্রিত। কণাদের বৈশেষিক দর্শনেও পদার্থাদি লইয়া গোলযোগ আছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আছে "অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতিজো বদেৎ। মহানিরয় জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥" অর্থাৎ অজ্ঞ ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সকলই ব্রহ্ম এই কথা যিনি বলেন তিনি তদ্বারা মহানরকে পতিত হন। মহর্ষি বশিষ্ঠোক্ত এই বাক্যও অনধিকারী হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব গোপন করার জন্যই ব্যবস্থা মাত্র। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থেও আছে "আত্মা নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈব। তথাপি কর্ম্মসঙ্গিনে ন তথা বাচ্যম্॥" অর্থাৎ আত্মা প্রপঞ্চহীন ব্রহ্মমাত্র এই কথা ধ্রুবসত্য হইলেও কর্ম্মাসক্ত মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিকে ইহা বলিবে না। শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গোপন করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া বলিতেছেন নতুবা মুর্খের প্রহার সহ্য করা অসম্ভব হইবে, ইত্যাদি এই সব কারণে গৌতম কপিলাদি মহর্ষিগণ শুধু যুক্তিমূলক গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া কাঁটার বেড়া দিয়া যেমন শস্য ক্ষেত্র রক্ষা করে তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষার প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহা জনৈক ন্যায়া চার্য্য নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"ইদন্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বং হি

বাদরায়নাৎ” অর্থাৎ এই ন্যায়গ্রন্থ কাঁটার বেড়াসদৃশ বাহিরাবরণ মাত্র, তত্ত্বজ্ঞান নহে। তত্ত্বজ্ঞান বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা সূত্রে প্রাপ্তব্য। ন্যায়, ব্যবহারিক সত্তায় বিশুদ্ধ প্রণালীতে বাক্য ব্যবহার নির্ণায়ক গ্রন্থ। গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন—“তত্ত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজ প্ররোহ সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখা-বরণবৎ” অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরিত নব শস্য রক্ষণার্থ যেমন কণ্টক্ শাখা দ্বারা ক্ষেত্র আবৃত করে সেইরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধ্যবসায় রক্ষার্থ জল্প ও বিতণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ সনৎকুমার সংবাদীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন “সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধি বিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দিদিক্ষতি।” অর্থাৎ এই অধ্যায়ে সোপান আরোহণে যেমন একস্তর হইতে উচ্চস্তরে গমন করে তদ্বৎ স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মের পর আরও সূক্ষ্মতর বিষয়ের জ্ঞাপন করতঃ সর্ব্বশেষ ঐ সকলের অতিরিক্ত স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মৈক্যতারূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিষয় অবতারণা করা হইবে। বিষয় এমনি সূক্ষ্ম যে সনৎকুমার নামাদি ব্রহ্ম বাক্, ব্রহ্ম প্রাণই ব্রহ্ম বলিলে নারদ এই শেষ মনে করিয়া চুপ করেন তৎপর সনৎকুমার অনুগ্রহ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। উক্ত উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ ও পরমেষ্টি প্রজাপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে পটুত্বের অভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ২৪ বৎসর করিয়া চারিবার ও শেষে আরও পাঁচ বৎসর মোট ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করাইয়া তৎপর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—“ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদি মাত্র বিবেকেনাত্মা প্রথম ভূমিকায়াং অনুমাপিতঃ। একদা পরম সূক্ষ্মে প্রবেশ অসম্ভবাৎ।” অর্থাৎ এক কালে পরম সূক্ষ্মে আত্মতত্ত্বে প্রবেশ সম্ভবপর নহে এইজন্য লোক প্রসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদির খণ্ডন না করিয়া লোক সিদ্ধ সুখ দুঃখাদির অনুবাদ পূর্ব্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দেহাদি হইতে পৃথক ভাবে আত্মার অনুমান করা হইয়াছে। এবিষয়ে ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তাদি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান কালে যে সকল সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত পুস্তক দুষ্প্রাপ্য স্মরণে, এখানে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমানে যাহা ন্যায়াদি দর্শনের মত বলিয়া সাধারণে স্বীকৃত তাহা এইরূপ—নৈয়ায়িকের ও বৈশেষিকের আরম্ভ

বাদে নিত্য পরমাণু সৎ হইতে অসৎ জগৎ উৎপন্ন, অর্থাৎ কারণ সৎ কার্য্য অসৎ এইজন্য ইহা অসৎ—কার্য্যবাদ নামে প্রচারিত। কারণ কার্য্যোৎপত্তির পুর্ব্বে বিদ্যমান কিন্তু উৎপত্তির পুর্ব্বে কার্য্যের কোন অস্তিত্ব নাই। দ্ব্যণুকাদি কার্য্য, উৎপত্তির পুর্ব্বে ছিলনা এবং উহা অসৎ। পরমাণু সকল নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট। অর্থাৎ সব পরমাণু সম ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে।

বৈশেষিক মতে জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। মন বিভু ও অণু। ন্যায় মতে পুর্ব্বাপর কালস্থায়ী সুখোপলব্ধি এবং সুখসাধন পদার্থ বিষয়িনী ইচ্ছার কর্ত্তা যে পদার্থ তাহাই আত্মা। মন অভৌতিক, সর্ব্ব বিষয়। আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা, সগুণ। আত্মাও মন জড়। মনঃ সংযোগে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয়।

সাংখ্যের পরিণামবাদ, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে মাখন ইত্যাদি। অচেতন প্রধানা নিত্যা। প্রকৃতি সৎ তাহার পরিণামে জগৎ। অসতের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির পুর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্ম রূপে কারণে বিদ্যমান থাকে। ইহার অপর নাম "সৎকার্য্যবাদ"। সাংখ্য মতে আত্মা অনন্ত নিষ্ক্রিয়। ভোক্তা বটে, কর্ত্তা নহে। অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। আত্মার কোন গুণ নাই। প্রধানাই সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি অচেতন হইলেও চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহবৎ ক্রীড়াশীলা। আত্মার সান্নিধ্য জন্য ক্রীড়াশীলা হইলেও তাহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই ভোক্তৃত্ব আছে।

বিবর্ত্তবাদে কারণ মাত্র সৎ কার্য্য অসৎ। কার্য্যস্বরূপ অসৎ হইলেও কারণ রূপে সৎ। কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য নাই। কারণ নির্ব্বাচন করা যায়। কার্য্য নির্ব্বাচন করা যায় না। উহা অনির্ব্বাচ্য এইজন্য ইহার নাম "অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি।" উপরোক্ত মতবাদ সকল যুক্তিমূলক স্মৃতি হইলেও ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যে শ্রুতিবিরোধী কথা আছে। উহা স্মৃতি, শ্রুতি নহে। কাজেই অভ্রান্তাদি উহাতে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু "বিবর্ত্তবাদ" শ্রুতিমূলক। উহা মহর্ষি উদ্দালক দৃষ্ট মন্ত্রের অনুবাদ মাত্র।

বৈশেষিক মত বলিয়া যাহা প্রচলিত, তন্মতে আত্মা প্রত্যক্ষ হন। কারণ মহর্ষি কণাদ মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত প্রমাণ স্বীকৃত নহে। অনুমান আবার পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ স্মৃতি সিদ্ধ। আত্মা সগুণ জড় কিন্তু ব্যাখ্যা কর্ত্তাদের মত

ছাড়িয়া দিয়া কেবল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে আত্মা অপ্রত্যক্ষ, ইহাই মহর্ষি কণাদের মত বলিয়া মনে হয়। যথা—

"তত্রাত্মামনশ্চাপ্রত্যক্ষে"

অর্থাৎ তত্র আত্মা মনও অপ্রত্যক্ষ, এরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ অন্যরূপ বলিয়াছেন—আত্মা এক কি অনেক? এ সম্বন্ধে কণাদের তিনটী সূত্র আছে যথা—

"সুখদুঃখজ্ঞান নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্"

অর্থাৎ সুখ দুঃখ জ্ঞান নিষ্পত্তির বিশেষ নাই। সকল আত্মার নির্ব্বিশেষে সুখ দুঃখ ও জ্ঞান হইতেছে, এইজন্য আত্মা এক। "ব্যবস্থাতোনানা" অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, অতএব আত্মা নানা। "শাস্ত্র সামর্থ্যাচ্চ" অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারেও এরূপ বুঝিতে হইবে। এই মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে কণাদের মত বেদান্তানুযায়ী হয়।

কিন্তু ব্যাখ্যাতৃগণ অনেক দূরে লইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত সহ বিরোধ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু "সদিতি লিঙ্গা বিশেষাদ্বিশেষ লিঙ্গাভাবাচ্চৈকো ভাবঃ।" "শব্দলিঙ্গা বিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ।" এই দুই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমোক্ত সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষপর হয় না। সৎ ইত্যাকার প্রতীতি বলে ভাব বা সত্তা জাতি সিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যাকার প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। ভাবের নানাত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতুও নাই, অতএব ভাবপদার্থ একমাত্র। শব্দলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে। শব্দ লিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। অথচ আকাশের নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এমন কোন বিশেষ হেতুও নাই। অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ ও আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব ইত্যাদি রূপে ভাব পদার্থের ও মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি রূপে আকাশের ঔপাধিক ভেদ নানাত্ব ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ব্যাখ্যাকারগণেরও অনুমত। তবে আত্মার সম্বন্ধেও এইরূপ উপাধি ভেদে নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন বাধা নাই। মহর্ষি কণাদের "দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বম্" সূত্র পঞ্চীকরণের বোধক হয়, কিন্তু ব্যাখ্যায় অন্য প্রকার পাওয়া যায়। "সাচ্চসৎ" সূত্র জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের ভাব স্বতন্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক মতেও তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয় না স্বীকার্য্য। ইহাই মোক্ষাবস্থা।

ব্যাখ্যাকারগণের ইহা স্বীকার্য্য। ইহাতে বেদান্ত সহ বিশেষ কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকে না।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায় দর্শনেরও কতিপয় সূত্র হইতেই এই অবিরুদ্ধ ভাব সংগৃহীত হয়। যথা—"দোষ নিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ" অর্থাৎ রূপাদি বিষয় দোষের অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত, কিনা হেতু। রূপাদি বিয়য় সঙ্কল্পকৃত।

"বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যথাত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্ত্বপকর্ষণে পট সদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ"। অর্থ=বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে পদার্থ সকলের যাথার্থ্যের উপলব্ধি হয় না। যে সকল তন্তু দ্বারা পট নির্ম্মিত হয়, ঐ তন্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ বহিষ্কৃত হইলে পটের সদ্ভাবের যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিলে প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সদ্ভাবেরও উপলব্ধি হয় না। অর্থাৎ কাপড়ের সূতা যদি টানিয়া বাহির করা যায়, তবে যেমন কাপড়ের আর উপলব্ধি হয় না, তেমনি পঞ্চীকৃত মহাভূত নির্ম্মিত জাগতিক পদার্থ মাত্র। পঞ্চ মহাভূত পৃথক্ করিয়া ফেলিলে ঐ পদার্থ সকলের আর উপলব্ধি হয় না।

"স্বপ্ন বিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ প্রমেয়াভিমানঃ।" অর্থ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ।

"মায়া গন্ধর্ব্ব নগর মৃগতৃষ্ণিকা বদ্বা" অর্থ মায়া গন্ধর্ব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমান। অর্থাৎ বস্তুগত্যা প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। "মিথ্যোপলব্ধি বিনাশ স্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্ন বিষয়াভিমান বিনাশবৎ প্রতিবোধে" অর্থ=প্রতিবোধ (জাগরণ) হইলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অভিমান বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলব্ধির বিনাশ হয়। এই সকল স্পষ্ট বেদান্তমতের অনুবাদ করিতেছে। কিন্তু ব্যাখ্যাতৃগণ অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"বিষ্টং হ্যপরং পরেণ" অর্থ=পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত অপর ভূতে সমাবিষ্ট। "তদ্ব্যবস্থানন্তুভূয়স্ত্বাৎ" অর্থ=এক ভূত ভূতান্তর সমাবিষ্ট হইলেও ভূয়স্ত (পরিমাণাধিক্য) অনুসারে তাহাদের নামের ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে জলাদি অপর ভূত থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশতঃ পৃথিবী শব্দে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। জল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইবে না। ইহা বেদান্ত সম্মত পঞ্চীকরণ বই আর কিছুই নহে। "নাসন্ন-সন্ন-সদ-সৎ সদসতো বৈধর্ম্মাৎ" অর্থ সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে যেহেতু সদসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

"বুদ্ধি সিদ্ধন্তু তদসৎ" অর্থ অসৎ ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ। ইহা বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যত্বের সমর্থক। "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগঞ্চাধাত্ম—বিধ্যুপায়ৈঃ জ্ঞান গ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিবেচক সহ সংবাদ" অর্থ=অপবর্গ লাভের জন্য যম নিয়ম দ্বারা আত্মসংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় পুণ্যোপচয় করিবে। যোগশাস্ত্র ও আধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিও উপায় দ্বারা আত্ম. সংস্কার করিবে। অপবর্গের জন্য আধ্যাত্মশাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে। ও তৎশাস্ত্রবেত্তার সহিত সংবাদ (আলাপ) করিবে। এইরূপ আরও বহু সূত্র আছে যাহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত পোষক, কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ মতান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন।

নৈয়ায়িকপ্রবর পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থে বলিয়াছেন "ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দূরুন্নীতিতো, মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধো-ভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।"

অর্থ—ঈশ্বর অদৃষ্টসহকারে জগৎ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। এই অদৃষ্টের নামান্তর "সহকারিশক্তি"। মায়ার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অদৃষ্টও দুর্জ্ঞেয়। এই জন্য মায়াশব্দ ও অদৃষ্টেরই নামান্তর মাত্র। জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি বলিয়া কথিত। বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট বিনষ্ট হয়, এইজন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর। উক্ত নৈয়ায়িক প্রবর তাঁহার "আত্মতত্ত্ব বিবেক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "তস্মাদভ্যাস কামোপ্যপ দ্বারাণি বিহার পুরদ্বারং প্রবিশৎ" অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষ ও অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়া পুরদ্বারে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ মোক্ষনগর প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন অপদ্বার আর বেদান্ত দর্শন পুরদ্বার। এবং তিনি ন্যায়দর্শনের উপসংহারে "অথ যো নিষ্কাম আত্মকামঃ আপ্তকামঃ সব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ন তস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থ—যিনি নিষ্কাম কেবল আত্মাকেই কামনা করেন, তাঁহার সমস্ত কামনাই পুর্ণ হয়, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার প্রাণাদি উৎক্রমণ করে না, এখানেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্তে পুর্ণ বিশ্বাসের পরিচায়ক।

সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে বলিয়াছেন যে "সাংখ্য সিদ্ধ পুরুষানামাত্মত্বন্তু ব্রহ্ম মীমাংসয়া বাধ্যত এব। আত্মেতিতূপষন্তি ইতি তৎসূত্রেণ পরমাত্মন এব পরার্থ ভূমাবাত্মত্বাবধারণাৎ। তথাপি চ সাংখ্যস্য নাপ্রামাণ্যম্। ব্যহারিকাত্মনো জীবস্য ইতর বিবেক জ্ঞানস্যমোক্ষ সাধনত্বে বিবক্ষিতার্থে

বাধাভাবাৎ। এতেন শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধায়ানানাত্বৈকাত্মত্বয়োর্ব্যবহারিকপারমার্থিক ভেদেনা বিরোধঃ।" অর্থ—সাংখ্য শাস্ত্র সিদ্ধ পুরুষের আত্মত্ব ব্রহ্ম মীমাংসা কর্ত্তৃক বাধিত হইবে। কেননা, "আত্মেতিতূপযন্তি" ব্রহ্ম মীমাংসার এই সূত্র দ্বারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধৃত হইয়াছে। তাহা হইলেও সাংখ্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। কারণ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যবহারিক জীবাত্মা বটে। অনাত্মা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষ সাধন, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোন বাধা হইতেছে না, সুতরাং অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। আত্মার একত্ব ও নানাত্ম এ উভয়ই শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধ বটে। তদুভয়ের অবিরোধ ও উক্ত রূপে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একত্ব পারমার্থিক ও নানাত্ব ব্যবহারিক। সেশ্বর সাংখ্য অর্থাৎ যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য বলেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টি পথ মৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্॥"

অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। দৃশ্য প্রধানাদি, মায়া অর্থাৎ মিথ্যা। তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ শশবিষাণাদির ন্যায় অলীক। অলমিতিবিস্তরেণ। এতদ্বারা মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্ট মন্ত্রে নিহিত মতবাদ অর্থাৎ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সর্ব্ববাদীসম্মত বলা যায়। মহর্ষি অতঃপর মায়োপাধিক সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। "তৎ তেজোঽসৃজত" "তদপোঽসৃজত" "তাঅন্নমসৃজন্ত"। অর্থাৎ মায়োপাধিতে ব্রহ্ম হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে অন্ন বা পৃথ্বীতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। যদি চ এখানে তেজের পূর্ব্বে বায়ু ও তৎপূর্ব্বে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত নাই, তথাপি উহা বেদের অন্যত্র তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লী রসমন্ত্রে উল্লিখিত থাকায় কোন দোষ ঘটে নাই। বায়ু ও আকাশ অরূপ ; নাম রূপ সম্বন্ধেই ঋষি শিষ্যকে বলিতেছিলেন তাই রূপযুক্ত অগ্নি হইতেই এখানে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন, এই পঞ্চভূত হইতে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জাদি দেহ সমুৎপন্ন হয়। এখানে স্বেদজ উল্লিখিত না হইলেও উহা অণ্ডজে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।

তৎপর মহর্ষি উদ্দালক আরুণি শিষ্যকে বলিলেন, কার্য্য-ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশিত হইবার সংকল্পও তেজাদিভূতের ত্রিবৃৎ করণ অর্থাৎ এক এক ভূতকে

দুইভাগ করিয়া একের একভাগ ও অপর দুই ভূতের এক এক ভাগ করিয়া দুই ভাগ এই তিনের মিশ্রণে মিশ্রিত তেজ জল ও ক্ষিতি উৎপন্নের ইচ্ছা করিয়া তেজ প্রভৃতি ভূত সকলে, আদর্শে সূর্য্য বিম্ববৎ, পুর্ব্ব সৃষ্টি অনুরূপ, স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন নাম ও বিবিধরূপে প্রকাশিত হইলেন। মিশ্রিত ত্রিবৃৎ কৃত ভূত সকল মধ্যে যে মিশ্রণে যে ভূতের আধিক্য সেই সেই মিশ্রণ সেই ভূতের নামে অভিহিত হইল।

মহর্ষি এখানে অগ্নি হইতে সৃষ্টি বলিতেছেন সুতরাং তিনি ভূতের বিষয়েই বলিলেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ ভূতের মিশ্রণ হয় ও তাহা পঞ্চীকরণ নামে কথিত হয়। পঞ্চীকরণে যে ভূতের আধিক্য হয় তাহার নামেই সে ভূত কথিত হয়। পঞ্চীকরণে প্রত্যেক ভূত প্রথম দুই ভাগ করিয়া ঐ দুই ভাগের একভাগ অটুট রাখিবে ও অপর ভাগ পুনঃ চারিভাগে বিভাগ করিবে। তৎপর কোন ভূতের অটুট অর্দ্ধভাগ সহ অপর চারি ভূতের অর্দ্ধেকের চারি ভাগের একভাগ অর্থাৎ অষ্টমাংশ মিলাইবে। তাহাতে অপর চারি ভূতের চারি অষ্টমাংশ ও এক ভূতের অর্দ্ধাংশ মিলিয়া যে মিশ্রিত ষোল আনা ভূত হইল, তাহা অটুট অর্দ্ধাংশের নামীয় ভূত বলিয়া কথিত হয়। তৎপর মহর্ষি ত্রিবৃৎ কৃত বা পঞ্চীকৃত মহাভূতের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন সাধারণে যাহা অগ্নি বলিয়া পরিচিত, তাহা পঞ্চীকৃত তেজ, উহাতে যে লোহিত রূপ দেখা যায় তাহা তেজের, যাহা শুক্লবর্ণ তাহা জলের, ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা অন্ন বা ক্ষিতির রূপ জানিবে। এই তিনের মিশ্রণে অগ্নির অগ্নিত্ব নতুবা ঐ তিনকে ছাড়িয়া অগ্নি-শব্দ মাত্র উহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কাজেই ঐ তিন রূপই সত্য। অগ্নি উহাদের বিকার নাম মাত্র, কথার কথা। এইরূপ সূর্য্য সম্পর্কেও জানিবে উহারও লোহিত শ্বেত কৃষ্ণ তিন ভাগ আছে। উহা ছাড়িয়া দিয়া সূর্য্যের আর শব্দ ব্যতীত কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই তিন পদার্থই সত্য (আপেক্ষিক)। বাক্যের আরম্ভণ বিকার মাত্র। ঋষি এইরূপে চন্দ্রের ও বিদ্যুতের তিনের মিশ্রণে সত্তা ও তৎ ব্যতীত ঐ সকল শব্দ মাত্র ইত্যাদি বলিয়া বলিয়াছেন এইরূপে জাগতিক পদার্থ মাত্রই তৃণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কৃত। সুতরাং সব জাগতিক পদার্থ মাত্রই বৈকারিক নাম মাত্রে পর্য্যবসিত কেবল পঞ্চ মহাভূতই সত্য। অবশ্য এই সত্যতাও আপেক্ষিক মাত্র।* মহর্ষি

---

*আপেক্ষিকত্ব এইরূপ, কারণ সত্য কার্য্য বৈকারিক মিথ্যা, অন্ন বা ক্ষিতি হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন তাহা কার্য্য অন্ন তথায় কারণ। অপের তুলনায় অপ কারণ অন্ন কার্য্য। তেজের তুলনায়

বলিয়াছেন, পুর্ব্বকালে মহাগৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই এই পঞ্চীকরণ রহস্য অবগত থাকায় বলিতেন, তাঁহাদের নিকট কেহ কোন অশ্রুত বা অজ্ঞাত পদার্থ দেখাইতে পারে নাই। কারণ যে পদার্থই হউক না পঞ্চীকৃত মহাভূতের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। উহাই পদার্থ মাত্রের আদি মূল। তৎপর মহর্ষি এই পুরুষ দেহে এই মহাভূত প্রবেশ করতঃ কিরূপে দেহ গড়িয়া তুলে তাহা বলিতেছেন। অন্ন আহার করিলে তাহা জঠরাগ্নিতে ক্বথিত হইয়া স্থূল মধ্যম ও সূক্ষ্ম তিন ভাগে বিভক্ত হয়। স্থূলভাগ মল রূপে বিনির্গত হয়। মধ্যমভাগ মাংসরূপে পরিণত হয়, সূক্ষ্ম বা অণিষ্ঠ ভাগ মন রূপে পরিণত হয়। অপ্ আহার করিলে তাহার স্থূলভাগ মূত্ররূপে, মধ্যম ভাগ লোহিতরূপে ও অণিষ্ঠ ভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়।

তেজ অর্থাৎ (তৈজস পদার্থ ঘৃতাদি) আহার করিলে তাহার স্থূলাংশ অস্থিরূপে, মধ্যম অংশ মজ্জা রূপে ও সূক্ষ্মাংশ বাক্‌রূপে পরিণত হয়, সুতরাং অন্নময় মন, অপময় প্রাণ ও তেজোময় বাক্ জানিবে। শিষ্য বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন, বৎস! দধি মন্থন করিলে যেমন সূক্ষ্মাংশে মাখন উর্দ্ধে ভাসিয়া উঠে, এইরূপ অন্ন ভোজন করিলে তাহার সূক্ষ্মাংশ উর্দ্ধগ হইয়া মন হয়।

তদ্রূপ অপের অণিমাংশ উর্দ্ধগ হইয়া প্রাণ ও তৈজস দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ উর্দ্ধগ হইয়া বাক্ হয়। শিষ্য পুনর্ব্বার বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন, বৎস! ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষ, তুমি পনর দিবস উপবাস কর কিন্তু যথেচ্ছ জলপান করিও কারণ প্রাণ অপময়, জলপান না করিলে প্রাণত্যাগ ঘটিবে। তদনুসারে শিষ্য পনর দিবস উপবাস করিয়া রহিলেন, তখন পিতা পুত্রকে বলিলেন, আমাকে বেদের কোন অংশ শুনাও। পুত্র বলিলেন, আমার উপবাসক্লিষ্ট চিত্তে কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না। তখন মহর্ষি বলিলেন, সোম্য! যেমন কোন বৃহৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে হইতে শেষে জোনাকির ন্যায় স্বল্প তেজ হইয়া ক্ষুদ্র অগ্নি কণায় পরিণত হয়, তখন তাহাতে প্রচুর ঘৃতাহুতি বা কাষ্ঠ দিলে আর দহন করিতে পারে না; তদ্বৎ তোমার দশা

তেজ কারণ অপ কার্য্য। বায়ুর তুলনায় বায়ু কারণ তেজ কার্য্য, আবার আকাশের তুলনায় বায়ু কার্য্য আকাশ কারণ, সতের তুলনায় সৎ কারণ আকাশ কার্য্য। প্রলয় কালে কার্য্য কারণে লয় হইতে হইতে সৎ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। সৃষ্টি কালে সৎ হইতে আকাশ, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে তেজ, তাহা হইতে অপ, তাহা হইতে অন্ন এইরূপ ক্রম বিকাশ বা পরিণতি হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের পর এই সকল থাকে না, সেইজন্য গীতায় ইহা "ব্যক্ত মধ্যানি ভারত" বাক্যে ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন।

হইয়াছে। ষোড়শকলা দেহের পনর কলা গত হইয়া কলামাত্র অবশেষ রহিয়াছে, তাই কিছু স্মরণ বা বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। যাও কিছু খাও আমার বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে। শিষ্য কিছু খাইলে পর গুরু সমীপে আসিলেন এবং তখন তৎকৃত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দানে সমর্থ হইলেন। তখন মহর্ষি বলিলেন, দেখ ক্ষুদ্র অগ্নিকণাতে শুষ্ক তৃণাদির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিলে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন সব দহন করিতে সমর্থ হয়, তেমনি তোমার উপবাস ক্ষীণ এক কলা মাত্র অবশিষ্ট মন ও বাক্ আহার্য্য গ্রহণে প্রবৃদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছে। কাজেই বুঝিলে অন্নময় মন, অপময় প্রাণ ও তেজোময় বাক্ কথাটী সত্য। ক্লোরোফরম করিলে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা থাকে না ইহাও মন অন্নময় বা ভৌতিক ইহার প্রমাণফল। তৎপর মহর্ষি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, আমার নিকট স্বপ্নান্ত অবস্থা অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার বিষয় শুন। জাগ্রৎ স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয় প্রাণ মন সব স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হয়, মন বুদ্ধিও হীনতেজ হইয়া পড়ে। সে অবস্থার অন্তে গাঢ় নিদ্রা হইলে ইন্দ্রিয় সহ মন বুদ্ধির কার্য্যও স্থগিত হয়, রোগ শোক জনিত ব্যথাও থাকে না। এই অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে সকলেই বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। রোগ শোকের জ্বালা যন্ত্রণাহীন সুখবিশেষ লাভ ঘটে নিশ্চিত। এত সুখ কোথা হইতে আসে? সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সর্ব্ব আনন্দের আধার, জাগতিক যত সুখ এই আনন্দের কণা জাত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ আপাততঃ মনোরম বিষয় সকলের দিকে ধাবিত হয়, সেইজন্য দুঃখময় বিষয়লিপ্ত লোকের সুষুপ্তি কালের ন্যায় বড় সুখ লাভ ঘটে না। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন বড় সুখ লাভ ঘটে। এই সুখ সমাধি দশায় ও সুষুপ্তি অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ থাকে তখনই সম্ভবপর। ইন্দ্রিয় ব্যাপার স্থগিত হইলেই জীব ব্রহ্মে বিচরণ করে, সর্ব্ব আলোকের আধার হ্রদে ডুবে, তাই বড় সুখ হয়। সমাধি দশা আনয়ন বহু আয়াসসাধ্য, সুষুপ্তি রূপ দৈনন্দিন প্রলয় নিত্যই উপস্থিত হয়, তাই সুষুপ্তির বিষয়ে শিষ্যকে বলিতেছেন। যখন লোকে সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে তখন সৎ সহ মিলিত বা একীভূত হয়। "স্বপিতি" নামে কথিত হয়। স্বং অপি ইতঃ গতঃ প্রাপ্তঃ অর্থাৎ স্বকে, নিজকেই প্রাপ্ত হয়। আত্মগত হয়। এইটী মহর্ষি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। হে সোম্য! যেমন কোন পক্ষী কোন ব্যাধ কর্ত্তৃক সূত্র দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সূত্র ধৃত ব্যাধ হস্তে না বসিয়া, প্রথম এদিক ওদিক্ উড়িতে থাকে, দিক্ দিক্ ঘুরিয়া যখন

অন্য কোন আশ্রয় পায় না, অথচ পরিশ্রান্ত হয় তখন সেই বদ্ধরজ্জুধৃত হস্তকেই আশ্রয় করে। এইরূপ মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইতে হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং মনের প্রাণই বন্ধন জানিবে।° অর্থাৎ মন উপাধিক জীব, সুষুপ্তিতে প্রাণ উপাধিক পরমাত্মাকে আশ্রয় করে।* মনের প্রাণই বন্ধন অর্থাৎ মন উপাধিক জীব, প্রাণ উপাধিক পরমাত্মার সহিত একসূত্রে গাঁথা অর্থাৎ জীব কিছু লঘু নহে। উপাধিযুক্ত আত্মাই। উপাধি বিদূরিত হইলেই যে আত্মা সেই আত্মা, আত্মাই আত্মা। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ঘট ভাঙ্গিলে বা লয়ে আকাশই আকাশ, তদ্বৎ। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি লয়, দেহাত্মক বুদ্ধি, রহিত হয় তাই তখন জীব স্বস্বরূপ লাভ করেন। ইহাতে "জীব ব্রহ্মৈব নাপর" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয় বলা হইল, সুতরাং জীব দাস বা অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি ইত্যাদি ভাব মায়িক। যতক্ষণ দ্বৈত ভাব ততক্ষণ মায়া উপাধি বিদূরিত হয় নাই বুঝা যায়। মায়ার সাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হইলেই "সর্ব্ব ভূতেষু যনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥" গীতার এই বাক্যে তাহা স্ফুট। মায়ার ঐ সাত্ত্বিক গুণটীও যখন থাকে না, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থায়, আমিই ব্রহ্ম ভাব। বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা—৪।৫।১৫,

"যত্র হি দ্বৈতমিবভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি,

---

* উপাধি ব্যাধিই। নেত্রে ব্যাধি হইলে যেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে তেমনি লোকে মায়া উপাধি বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিজস্বরূপ জানিতে পারে না, নানারূপ বিষয় দর্শনে মত্ত থাকে। মায়া হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব ও তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব ও তাহা হইতে মনাদি উপাধি সৃষ্ট হয়। যেমন নেত্র-রোগ বিদূরিত হইলে দৃষ্টিভ্রমও দূর হয় তদ্রূপ মায়া উপাধি দূর হইলে জগৎ ভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপ লাভ ঘটে। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়ের ফলে এই বিচিত্র জগৎ দৃষ্ট হয়। আবরণ শক্তি মুগ্ধ বা মোহযুক্ত করে, বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্রতার সৃষ্টি করে। এইটী আজকাল যে বায়স্কোপ দেখায়, তদ্দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়; ঐ খেলা আরম্ভের প্রথম ভাগে মঞ্চ বা গ্যালারি অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত থাকে ও সুশ্রাব্য ঐক্যতান বাদ্যাদি দ্বারা দ্রষ্টা আপ্যায়িত হয়েন। হঠাৎ অভিনয়-কর্ত্তা আলো নির্ব্বাপিত করিয়া দেন। দ্রষ্টা খেলার ঔৎসুক্যে এমনি মুগ্ধ হন যে আলোক নিবাইয়া দিলেও উত্তেজিত হন না বা কটু বাক্য প্রয়োগ করেন না। এই অন্ধকারেই বেশ আছি ভাব, আবরণ শক্তির মোহভাব তুল্য। এবং পশ্চাৎ পর্দ্দাতে খেলা ও বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া থাকেন। এই বিচিত্রতা, বিক্ষেপ শক্তির কার্য্যবৎ। দ্রষ্টা এইরূপ খেলায় যে কালক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহার খেয়ালই হয় না, তদ্বৎ সংসারের খেলায় জীবন কাটায়। যদি কেহ খেলা চলিতে থাকাবস্থায় তথায় আলো আনেন, খেলা বন্ধ হয়। এই ব্যক্তি গুরু, সংসারের খেলা জ্ঞানালোকে বন্ধ করিয়া দেন, আবরণ ভেদ হওয়ায় বিক্ষেপ আর ক্রিয়াশীল হয় না।

তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, 'যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ যে অবস্থায় অদ্বৈত ব্রহ্ম উপাধি বশে দ্বৈতের ন্যায় প্রতিভাত হন তখনই ইতর জীব, ইতর দৃশ্য পদার্থ চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, যাহা আঘ্রাণ যোগ্য তাহা আঘ্রাণ করেন, রসনা গ্রাহ্য পদার্থের রসাস্বাদন করেন বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করেন, শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করেন, মননীয় বিষয় মনন করেন, স্পর্শ যোগ্য বিষয় স্পর্শ করেন, বিজ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করেন আবার উপাধি লোপে দৃশ্য দর্শন দ্রষ্টা, জ্ঞেয় জ্ঞান জ্ঞাতা ইত্যাদি ভেদ অপনীত হয়, সব একীভূত হইয়া যায়, তখন আর কে কাহাকে দর্শন করে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করে, কে কাহার রস গ্রহণ করে, কে কাহাকে বলে, কে কি শুণে, কে কি মনন করে, কে কাহাকে স্পর্শ করে, কে কি জানে, যিনি এই সব জানেন তাঁহাকে কে জানিবে অর্থাৎ কেহই না। তখন দ্বিতীয় কোথায়? উক্ত উপনিষদে জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ৪।৪।২৩ মন্ত্রে—"তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো-ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি……বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়্" অর্থাৎ অতএব উক্ত পুরুষই শান্ত দান্ত তিতিক্ষু ও সমাহিতচিত্ত হইয়া আপনাতেই আত্মদর্শন করেন ও সর্ব্বভূতে আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে দেখেন, বিধৌত-পাপ, বিগত-কাম, ছিন্ন-সংশয়, ব্রহ্ম-দর্শন জন্য ব্রাহ্মণ হয়েন, ইহাই ব্রহ্মলোক। হে সম্রাট! তথা ৪।৪।১৯ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ যিনি এক অখণ্ড ব্রহ্মধারণা করিতে অক্ষম হইয়া নানা রূপভেদ দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে পতিত হন। এই মন্ত্রটি কঠ উপনিষদেও আছে ২।১।১০। তথা—৪।৪।২০ "এক ধৈবানুদ্রষ্টব্য মেতদপ্রময়ং ধ্রুবং" অর্থাৎ অপ্রমেয় (প্রমাণের অগম্য) ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে অখণ্ডৈক রস স্বরূপে দর্শন করিবে। তথা ৪।৪।৫ "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম" সেই এই সংসারী আত্মাই ব্রহ্ম। ঘনাচ্ছন্ন ও ঘন বিনির্ম্মুক্ত অর্কবৎ। তথা ১।৪।১০ "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমি এই দেহীই ব্রহ্ম! অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। উভয়ে বস্তু-গত কোন ভেদ নাই। উপাধি-গত ভেদ মাত্র। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। ইত্যাদি—

কঠ উপনিষদে ২।৩।১৪ মন্ত্রে "অথমর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" অর্থাৎ অনন্তর মরণধর্ম্মী জীব অমর হন এবং এই জীবনেই ব্রহ্ম হন। তথা ২।২।৯ "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপো বহিশ্চ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে একই অখণ্ড আত্মা রূপে রূপে আছেন ঘটাকাশ মঠাকাশাদিবৎ ঘটে ঘটে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন। কিন্তু তিনি মহাকাশবৎ স্বীয় অবিকৃত নিত্য অখণ্ডৈক রস স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না।

তথা কৈবাল্যোপনিষদে—

"জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে,
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহং।

অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, উৎক্রমণ ও মূর্চ্ছাদি অবস্থায় যে দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় তাহা আত্মারূপী আমি পদবাচ্য ব্রহ্মই—ইহা জ্ঞাত হইলে সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্তি হয়। পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক ত্রয়ে যে সব ভোগ্য পদার্থ, ভোগক্রিয়া ও ভোক্তা আছে আমি পদ বাচ্য আত্মা সেই সকল হইতে বিলক্ষণ তিনিই সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষীমাত্র এবং চিৎস্বরূপ সদাশিব। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যে আমি তাহা হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিতি লাভ করে এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অর্থাৎ জগতের জন্মাদির কারণ যে ব্রহ্ম, তাহাও আমি জীব একই বস্তু। যেমন পাথর, কয়লা ও হীরা একই পদার্থ তদ্বৎ। চাপ ও উত্তাপের তারতম্য বশতঃই ভেদ। জীব ও ব্রহ্মে তদ্রূপ উপাধি জন্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—"একোরুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" অর্থাৎ এক রুদ্র ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছু নাই। তথাচ "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভতান্তরাত্মা। সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পরিবার্পিতম্।"

অর্থাৎ একদেবতাই সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। দুগ্ধের প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে যেমন মাখন (মাখন নাই এমন সূচ্যগ্রস্থিত দুগ্ধও নাই) তেমনি আমিই জগতের অন্তর-আত্মা স্বরূপে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছি।

মুণ্ডকোপনিষদে—"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।" অর্থাৎ ব্রহ্মই এই অমৃত, সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, উত্তরে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উর্দ্ধে ব্রহ্ম, অধোতে ব্রহ্ম প্রসৃত অর্থাৎ নাম রূপে অবভাসিত। এই বৃহৎ বিশ্বজগৎ রূপে ব্রহ্মই রজ্জু সর্পবৎ বিত্তমান। এইরূপ মন্ত্র ছান্দ্যোগ্যের ৭ম অধ্যায়ে নারদ সনৎ কুমার সংবাদেও আছে।

তথাচ সযোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি অর্থাৎ যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, "তথাচ যথানদ্যঃ স্বন্দমানাঃ সমুদ্রেনাস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরংপুরুষমুপৈতি দিব্যম।" অর্থাৎ যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইলে নামরূপাত্মক নিজ অস্তিত্ব বিহীন হইয়া সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় (নদীর জলের মিষ্টত্ব, সম স্বচ্ছতা কূল, স্রোত মৎস্যাদির বিশেষত্ব লোপ হইয়া, লবণাক্ত, কুলহীন স্রোতোহীন সমুদ্রে লয় হয়) তেমন ব্রহ্মবিৎ যে বিদ্বান্, তিনিও নাম রূপের অতীত পরম পুরুষ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার আর পৃথক সংজ্ঞাদি থাকে না। ঈশ উপনিষদে "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মনং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজা মনতঃ। তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বং অনুপশ্যতঃ॥ যোহসাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি॥" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, তাঁহার দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে আর ঘৃণাদি প্রকাশের অবকাশ থাকে না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আনন্দময় হইয়া যান। যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপেই জানেন, একত্রদর্শী তাঁহার দ্বিতীয়-অভাবে শোক বা মোহকর কিছু থাকে না। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী যে পুরুষ তাহা আমি বটে। প্রশ্নোপনিষদে "স যথেমানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছতি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাশ্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্র্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদেতে চাসাং নানারূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোহকলোহমৃতো ভবতি।" অর্থাৎ যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মবিদের ষোড়শকলাত্মক পুরুষাকার নাম রূপাদি পরম পুরুষ (যিনি সর্ব্বপুরীতে বা শরীরে শয়ান আছেন তিনিই পুরুষ শব্দ বাচ্য) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল ভেদাত্মক উপাধি ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মে অস্তমিত হয়, তখন তিনি অকল (অবয়ব রহিত) অমৃতত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। নারদ

পঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায় "অয়ং প্রপঞ্চোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহ মদ্বয়দ্। তত্র প্রমাণং বেদান্তোগুরু স্বানুভবস্তথা ॥" অর্থাৎ এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যাই বটে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমি ইহাই সত্য, তাহা বেদান্ত গুরু ও স্বঅনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয়। তথাচ-

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষিকেন হৃষিকেশ পূজনং ভক্তিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হইলেই জীব, তৎ বিনির্ম্মুক্ত হইলে নির্ম্মল আত্মা ও পরমাত্মায় অপ্রভেদ। সেই পরম পুরুষ হৃষিকেশকে পাইবে। ইন্দ্রিয়গণকে বলি স্বরূপ দিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া যে তল্লাভ, তাহাই ভক্তি। ইহাই গীতায় "তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত এক ভক্তি র্বিশিষ্যতে" বাক্যে প্রকাশিত। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" বাক্যও তাহাই প্রকাশ করে। যখন কাহারও চিত্ত—বৃত্তি আর রূপ রসাদির দিকে যায় না, কেবল তৎসহ যোগ বা যুক্ত, তিনিই ব্রহ্মবিদ্।

এই সকল হইতে সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যতা প্রকাশক তাহা জানা যায়। এবং তাহাই মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্ট মন্ত্রে প্রকাশিত।

অতঃপর মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্টান্তাদি দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ-কারণ ইহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে সোম্য! অশনা (ক্ষুধা) পিপাসা (তৃষ্ণা) হইতেও সৎমূলক জগৎ, ইহা অবগত হওয়া যায়, ইহা শ্রবণ কর। যখন পুরুষ অন্নাদি কঠিন আহার্য্য গ্রহণ করে তখন জল সেই অন্নকে পচন করিয়া রসে পরিণত করে। এইজন্য জলের নাম অশনায়া অর্থাৎ যেমন গোনায় অর্থ গো চালক, অশ্বনায় অর্থ অশ্ব পরিচালক, পুরুষনায় অর্থ পুরুষের নায়ক বা পরিচালক, সেনাপতি। তদ্বৎ অশনায়া অর্থ অন্ন পরিচালক অর্থাৎ অন্নাদি রসে পরিণত করত সর্ব্বদিকে পরিচালিত করে। জল দ্বারা যেমন বট বীজাদি নরম করিয়া অঙ্কুর রূপে পরিণত ও বর্দ্ধিত করে তদ্বৎ অশিত অন্ন জল দ্বারা নরম হইয়া শরীরের নানা অঙ্গের বর্দ্ধন করে। অর্থাৎ বীজের অঙ্কুর আকারবৎ দেহাকার ঘটায়। বট বীজ যেমন অঙ্কুরের মূল কারণ, তেমনি ইহা (দেহ) অমূল নহে। এই দেহ অন্ন রস দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং অন্ন রস হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং দেহের মূল অন্ন বলা যায়, অন্নেরও মূল আছে এবং জলই ঐ মূল। জলহীন উষর ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। "পর্জ্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ" ইহা গীতার উক্তি। মহর্ষি উদ্দালক অপ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, ইহা দিব্য দৃষ্টিতে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। অপ আবার তেজমূলক। তেজ সৎমূলক। এই বিশ্বগজৎ সকল প্রজা সকলের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠাই সৎ। যখন কেহ পিপাসার্ত্ত হয় তখন জল পান করে জঠরাগ্নি হইতে তেজ নিঃসৃত হইয়া ঐ জলকে সূক্ষ্মাকারে পরিচালন

করে। যেমন গোনায়, অশ্বনায়, জননায় তদ্বৎ তেজ জলনায় তাই জলের মূল তেজ। ইহাই গীতায় "যজ্ঞাদ্ভবতিপর্জ্জন্য" যজ্ঞাগ্নি হইতে বৃষ্টিরূপ জল হয়, তেজের মূল সৎ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্ রুদ্ধ হইয়া মনে লয় হয় (এখানে বাক্ বলায় সব ইন্দ্রিয়ের কথা লক্ষণায় বলা হইয়াছে), মন প্রাণে ও প্রাণ তেজে মিলিত হয় তেজ পরম দেবতা ব্রহ্মে লয় হয়। এই যে লয়, ইহা সত্যভিসন্ধ ব্যক্তির পক্ষে জানিবে। অন্যের ইন্দ্রিয়াদি ইহলোকেই বিলীন হয় না তাহা উৎক্রমণ করতঃ দেহান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ—সৃষ্টির সময় যেমন অনুলোম ক্রমে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ হইতে অন্ন (পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত) উৎপন্ন হয় তদ্রূপ লয় কালে বিলোম ক্রমে অন্ন জলে জল তেজে তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে লয় হয় ও আকাশ ব্রহ্মে লয় হয়। স্থুল সূক্ষ্মে, ক্রমে সূক্ষ্মতরে লয় হয় "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং" অর্থাৎ ব্রহ্ম সবচেয়ে সূক্ষ্ম বা অণিমা। (অনুভাবাপন্ন) অতঃপর মহর্ষি "তত্ত্বমসি" বাক্যের অবতারণা করিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। তৎ যথা "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" অর্থাৎ এই যে পূর্ব্ব বর্ণিত অণিমা ভাবে অন্ন অপ তেজাদি কার্য্যের কারণ রূপে সদাখ্য আত্মার কথা বলিয়াছি তাহাই ইদং পদ বাচ্য। সর্ব্ব বিশ্বের আত্মভূত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা অন্য কোন পৃথক্ সংসারী আত্মা নাই, তাহাই সত্য, চির অবিতথ অর্থাৎ নির্ব্বিকার পরমার্থ সৎ। যেহেতু উহা মঠ পট ঘটাকাশাদি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর, অতএব শ্বেতকেতু তুমিও ঐ মহাকাশে ঘটাকাশবৎ উপাধি যুক্ত ঐ সদাখ্য পরম ব্রহ্মই বটে। অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি-রূপ দর্শনে সেই সর্ব্বান্তর চিত্তের প্রতিবিম্ব পাতে ঐ প্রতিবিম্বাখ্য জীব যে তুমি তাহা দর্পণাপসারিতে বিম্ববৎ, সেই সচ্চিদানন্দেই পরিণত হইবে। "তৎ" শব্দ বাচ্য সেই পরমাত্মাই "ত্বং" জীবাখ্য তুমি। "অসি" হও। জীবই শিব। অর্থাৎ তুমি উপাধি দূর করিলে, তোমাতে ও তৎপুরুষে কোন ভেদ নাই। শ্বেতকেতু বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলুন; তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন—হে সোম্য! দেখ মধুমক্ষিকা নানা বৃক্ষের নানারূপ পুষ্প হইতে বিবিধ রস সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে, তখন যেমন ঐ সব বিভিন্ন রস একরসতা প্রাপ্ত হয়, ঐ ঐ ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পরস যেমন আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস, এইরূপ স্বীয় স্বীয় পার্থক্য বা ভেদ জানিতে অক্ষম হয়, তদ্রূপ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়াদি জন্য মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি কৃত যে জগতের বৈচিত্র্য বা নানাত্ব ভাব, তাহা

সুষুপ্তি কালে বিলীন হইয়া, একরসতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান তিমিরাবৃত লোক সকল জানিতে পারেনা যে তাহারা সতের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। তাই নিদ্রিতাবস্থার পূর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্র মনুষ্য পতঙ্গাদি যে যেরূপ ছিল সুষুপ্তি অন্তেও (স্বীয় অমৃতত্বরূপ বিস্মরণে) সেই সেই অবস্থাকেই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পশুপক্ষী পতঙ্গাদি দেহ মধ্যে এক অব্যয় আনন্দময় আত্মা বিরাজিত। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি বিবর্জ্জিত হইয়া স্বভাবে বিরাজিত থাকেন, তাই সুষুপ্তিতে এত আনন্দ। পুনরায় জাগ্রত হইলে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি সহ যোগ হয় তখন স্বরূপ বিস্মরণ হয় এবং জীব সকলেই আপনাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ তাদাত্ম্য ভাবে অবলোকন করিতে থাকে। এই ইন্দ্রিয়াদি বিলীনে যে সূক্ষ্মাত্মা বিরাজমান থাকেন, হে শ্বেতকেতু। তুমিও সেই আত্মা অর্থাৎ তোমার দেহে যিনি দেহী, তাঁহাতে সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মাতে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয়াদি উপাধিই ভেদের কারণ।

শ্বেতকেতুর সন্দেহ বিদূরিত না হওয়ায় তিনি বলিলেন, আরও খুলিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন, এই যে সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, নর্ম্মদা প্রভৃতি সমুদ্রগামী নদী সকল চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত ভূখণ্ডে কেহ পুর্ব্বাভিমুখে কেহ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রেই পতিত হয়, সমুদ্রের জল সূর্য্য উত্তাপে বাষ্প হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া আকাশ পথে পর্ব্বতাদি ভূখণ্ডে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, ঐ সকল জল প্রবাহরূপে ঐ সকল নদীরূপে দেশ দেশান্তর মধ্য দিয়া প্রবহমান হইয়া পুনরায় সমুদ্রে গিয়া অস্তমিত হয়। সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিলাইয়া একীভূত হইয়া যায়। নদীজলের বিশেষত্ব নামরূপ উপাধি বেঙাচির লেজবৎ খসিয়া গিয়া, সমুদ্র হইয়া যায়। তখন সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী নাম কোথায়? তদ্বৎ এইসকল সত্যাভিসন্ধ প্রজা সৎকে প্রাপ্ত হইয়া সৎসহ একীভূত হইয়া যায়। অলীক নামরূপ কর্ম্মাত্মক সর্ব্ব উপাধি বিয়োজিত হইয়া নির্ম্মল তৎপরাখ্য জ্যোতি রূপ প্রাপ্ত হয়। এক অখণ্ড রস সহ অভেদ হইয়া যাওয়ায় আমি অমুক আমি অমুক এইরূপ ভেদাত্মক কোন কিছু থাকে না। সুষুপ্তি কালে এই রূপভেদ লোপ হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপে গত হয়। জাগ্রতাবস্থায় প্রজাগণ মায়ার আচরণ শক্তি আবৃত হইয়া জানিতে পারে না যে সে সৎ হইতে আসিতেছে। নিদ্রার পূর্ব্বে যে প্রজার যে নাম রূপ ছিল, নিদ্রান্তে সে আপনাকে সেই নাম রূপাত্মক মনে করে অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি পশু নিজেকে পশু, পক্ষী পক্ষী পতঙ্গ পতঙ্গ, এরূপ মনে করে। উপাধি বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত যে সূক্ষ্ম আত্মা তাহাই সত্য। হে শ্বেতকেতু! মায়ার শুদ্ধসত্ত্ব উপাধিক ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্ব উপাধিক জীব,

সেই একই আত্মা, জীব ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ, এক অখণ্ড সৎ বস্তুই সত্য, হে শ্বেতকেতু! তোমাতে যে আত্মা তৎ পদবাচ্য নির্ম্মল সূক্ষ্ম সদাখ্য আত্মা একই। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও বিশদ করুন। তখন মহর্ষি পুনরপি বলিলেন, এই যে মহান্ বৃক্ষটী দেখিতেছ ইহার মূলে যদি কেহ আঘাত্ত করে, রস স্রাবিত হয় বৃক্ষ মরে না, যদি মধ্যে আঘাত করে, রস স্রাবিত হয় কিন্তু মরে না। এই বৃক্ষ এইরূপে জীবভূত আত্মাদ্বারা অনুব্যাপ্ত হইয়া ভূম্যাদি হইতে রস আকর্ষণ করতঃ তাহা পান করিয়া যেন হর্ষভরে শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি ইহার একটী শাখা কেহ কর্ত্তন করে, উহা জীবত্যক্ত হয় অর্থাৎ জীবনীশক্তি বিহীন হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ দ্বিতীয় শাখা কর্ত্তন করিলে তাহাও জীবনীশক্তি অভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। তৃতীয় শাখা কর্ত্তন করিলে তাহাও ঐরূপ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার সব শাখা কর্ত্তন করিলে সব শাখাই জীববিহীন শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ এই দেহ সম্বন্ধেও জানিবে। জীব বা দেহী ও দেহ পৃথক্। দেহীর যে অংশ ত্যাগ করে, তাহা মৃত হয়, জীব কিন্তু মরে না। দেহের মরণ আছে, দেহীর নাই। দেহী অজর অমর অব্যয়। সুষুপ্তি অবস্থায়ও দেহীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ যে কার্য্য নিদ্রার পুর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, নিদ্রা অন্তে লোকে তাহা শেষ করে। ইহাতে উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীর জীবনীশক্তি বা আত্মা একই বলা হইল। মহর্ষি এই বলিয়া তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু অর্থাৎ তুমিও সেই আত্মাই অন্য নহ বলিয়া শেষ করিলেন। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও বলুন। মহর্ষি আবার বলিলেন, একটী বটের ফল আনয়ন কর। শ্বেতকেতু উহা আনয়ন করিলে মহর্ষি বলিলেন, ঐ ফল ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু ফল ভাঙ্গিলে, মহর্ষি বলিলেন কি দেখিতেছ, শ্বেতকেতু বলিলেন, ধানা অর্থাৎ বীজ ভগবান্। তখন মহর্ষি বলিলেন, একটী বীজ ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু বীজ ভাঙ্গিলেন, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, কিছুই দেখিতেছি না। তখন মহর্ষি বলিলেন, এই ভগ্ন বীজে কিছু না দেখিতে পাইলেও উহাতে সূক্ষ্মভাবে বটবৃক্ষের অঙ্কুর নিহিত আছে। ঐ অনুভাব অঙ্কুর হইতে কালে মহান্ ন্যাগ্রোধ জন্মিবে। অর্থাৎ বৃক্ষরূপ কার্য্য অনুভাবে কারণে অবস্থিতি করে। কারণ সত্য, কার্য্য নাম রূপাত্মক অসৎ। ঋষি আরও বলিলেন, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, কারণ গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত সংশয় ছিন্ন হইবার নহে। গীতাতেও আছে, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। এই যে অনুভাবে সৎ বিদ্যমান তাহাই সর্ব্বজগৎ কারণ, তাহাই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তোমাতেও

সেই আত্মা, শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও পরিষ্কারভাবে বলুন। মহর্ষি বলিলেন, এই যে সৈন্ধবখণ্ড ইহা তুমি কোন জলপুর্ণ পাত্রে অদ্য ফেলিয়া রাখ, কল্য সকালে উহা আমার নিকুট আনয়ন করিবে। শ্বেতকেতু মহর্ষির নিকট হইতে সেই সৈন্ধবখণ্ড লইয়া এক জলপুর্ণ পাত্রে রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে মহর্ষি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, বৎস, যাও সেই সৈন্ধবখণ্ড লইয়া আইস। শ্বেতকেতু যাইয়া সেই জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—সৈন্ধবখণ্ড তাহাতে নাই। তিনি আসিয়া মহর্ষিকে বলিলেন, তিনি যে জলপাত্রে সেই সৈন্ধবখণ্ড রাখিয়াছিলেন তাহাতে সেই সৈন্ধবখণ্ড আজ দেখিতেছেন না, হয়ত কেহ উঠাইয়া লইয়াছে। মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, উহা কেহ ওঠায় নাই, তুমি ঐ জলপাত্র লইয়া আইস। তদনুসারে শ্বেতকেতু সেই জল পুর্ণ পাত্র আনিলে মহর্ষি বলিলেন যে সেই সৈন্ধবখণ্ড জল অনুভাবে অণুপ্রবিষ্ট আছে। উহা দর্শনযোগ্য নাই কিন্তু উহার অস্তিত্ব তুমি এখনি বুঝিতে পারিবে। তুমি ঐ জল তিন ভাগ কর। এবং উহার উপরাংশ, মধ্যাংশ ও নীচের অংশ দ্বারা আচমন কর; দেখিবে, ঐ জলপাত্রে সৈন্ধবখণ্ড নিক্ষেপ করার পুর্ব্বে ঐ জলের যে স্বাদ ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া লবণাক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সৈন্ধবখণ্ড কঠিনীভাব ত্যাগে তরলাবস্থ হইয়া সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আছে। শ্বেতকেতু আচমন করতঃ বলিলেন, আপনার কথা ঠিক, জল লবণাক্ত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বলিলেন, ঐ জলের সহিত যেরূপ অনুভাবে সৈন্ধব অনুপ্রবিষ্ট পাইতেছ অমনি অনুভাবে সদাখ্য ব্রহ্ম সর্ব্বাভূতাত্মা দর্শন স্পর্শনযোগ্য না হইলেও সর্ব্বব্যাপী। তোমার তুমিত্ব বা তোমাতে যে আমিত্ব আছে তাহাও ঐ আত্মাই জান। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও বিশদভাবে বিজ্ঞাপন করুন। ক্ষণতঃ মহর্ষি পুনরপি বলিলেন, যদি কোন তস্কর গান্ধারদেশ হইতে কোন ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া তাহার ধন অপহরণার্থ পাঞ্চাল দেশে লইয়া আইসে এবং তথায় কোন নিবিড়বনে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া ধন লইয়া প্রস্থান করে, তখন সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—যে আমি হেথায় লুণ্ঠিতধন, বন্ধন দশায় পতিত, নিকটে কে আছ আইস আমাকে মুক্ত কর। তখন তাহার সেই করুণ নিনাদে কোন করুণ হৃদয় ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিয়া দেয়, ভাই তোমার বাটী গান্ধার দেশ, ঐ দিকে তুমি যাও। তখন সেই ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া দেশ অপরিচিত হইলেও যেমন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে গান্ধারদেশে উপনীত হয়, তদ্রূপ মায়ামোহাবরণে আবৃত স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অমূল্য

খন যে "তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং" তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সংসারারণ্যে দিশাহারা অন্ধবৎ অবস্থিতি করে। যদি কখন নিজ অবস্থা বুঝিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবেকবৈরাগ্য যুক্ত হইয়া রোদন করে, তখন করুণহৃদয় আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুর কৃপায় ভববন্ধন মুক্ত হইয়া মহাবাক্যাদি লক্ষিত পথে জিজ্ঞাসু, ক্রমে ক্রমে স্বদেশে স্বরাজ্যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদে উপনীত হয়। তৎপর মহর্ষি বলিতেছেন, আচার্য্যবান্ অর্থাৎ আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পুরুষ সেই সর্ব্বকারণ কারণ, সদাখ্য ব্রহ্মকে জানেন ও তাঁহার ব্রহ্মো নির্ব্বাণ মুক্তির "তাবৎএব চিরং" অর্থাৎ ততক্ষণ মাত্র গৌণ যতক্ষণ না প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের বিরাম হয়। অর্থাৎ জীবমুক্ত, পুরুষ, দেহপাত সহকারে বিদেহমুক্ত বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই ব্রহ্ম (তৎ+ত্বং+অসি)। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও অনুশাসন করুন। তখন মহর্ষি পুনঃ বলিলেন, হে সোম্য! জ্বরাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুমূর্ষু দশাপন্ন হইলে পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, "আমাকে চিনিতে পার"? তখন বাক্‌শক্তি রুদ্ধ না হইলে বলে, হাঁ। যখন বাক্‌রোধ হয়, তখন মনের অবস্থা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশের চেষ্টা করে, যখন রোগীর মানসিক ব্যাপারও স্থগিত দেখে, তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখে, শরীরে তাপ বা তেজ আছে কি না। এইরূপে তাহার বাক্ মনে, মন তেজে লয় হয়, তৎপর তেজও থাকে না, উহা পরম দেবতায় লয় হয় (উহা সত্যাভিসন্ধপক্ষে)। তখন পার্শ্ববর্ত্তীগণ তাহাকে মৃত কল্পনা করে, মনে করে এইক্ষণে এ আর কিছু জানিতে পারিবে না, যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সৎকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি আচার্য্যবান্ পুরুষ, মৃত্যুতেও সৎকেই প্রাপ্ত হন। অজ্ঞজন যেমন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নব উৎসাহে সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, মৃত্যুর পর তাহার দেহী, কর্ম্মফলে পুনঃ নবদেহ ধারণে নূতন কর্ম্ম সংস্কার সংগঠনে সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তির সূক্ষ্মাদি শরীর হেথাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, উৎক্রমণ করে না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপে জাগ্রত ও মৃত্যুর পরের অবস্থাদ্বয়ের তুল্যত্ব দেখাইয়া অপ্রমেয় (প্রমাণের অগম্য) ব্রহ্মে চিত্ত লীন করার জন্য মহর্ষি উপদেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্রহ্মবিদের দেহত্যাগে তদীয় প্রাণাদির উৎক্রমণ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনের পর ব্রহ্মত্বলাভ হয়, বলেন তাহা অসৎ। ইহা এই মন্ত্রে প্রকাশিত হইল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে জরৎকারব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও আছে—

"যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ

যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে" অর্থাৎ আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন, "যখন এই বিদ্বান্ পুরুষ মরেন, তখন মৃতদেহ হইতে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ দেহান্তর গ্রহণের জন্য উৎক্রমণ করে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না হে না, তাহার প্রাণাদি এখানেই সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। উৎক্রমণ করে না।" শ্বেতকেতু পুনরপি বলিলেন, হে ভগবন্! আরও স্পষ্ট করিয়া বলুন। তখন মহর্ষি বলিলেন, হে সোম্য! যেমন অপহরণকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সন্দিগ্ধ হইলে, উহাকে সুতপ্ত লৌহ ধারণ করিতে বলা হয়, ঐ ব্যক্তি সত্যসন্ধ হইলে সত্যের মহিমায় তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না, যদি দোষী হয় তাহার হস্ত দগ্ধ হয়। হস্ত দগ্ধ না হইলে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে সেই সত্যসন্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয় ও অনৃতাভিসন্ধের দণ্ডবিধান হয়। এইরূপ হে সোম্য! যিনি সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানেন, সেই সত্যাভিসন্ধের মুক্তি হয়, আর যিনি তাহা জানেন না তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই ভীষণ সংসাররূপ নরকে গতাগতি হইয়া বহু দুঃখ পাইয়া থাকেন; এইরূপ উপদেশ করিয়া মহর্ষি উদ্দালক পুনরায় বলিলেন, হে শ্বেতকেতু! এই সদাখ্য সূক্ষ্মতম যে আত্মা সর্ব্বজগত কারণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তুমি আপনাকে সেই পরমাত্মা বলিয়া জান। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া জান ও জানিয়া অভয় হও। শ্বেতকেতু এই পরমার্থ সত্য সদাখ্য ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন এবং আমরা এই শ্বেতকেতুর নাম পরমহংসগণ-শ্রেণীর অগ্রণীগণের তালিকাভুক্ত দেখি। এই পিতাপুত্র বা গুরুশিষ্য সংবাদ ভারতের ইতিহাসে, শুধু ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসে এক জলন্ত অধ্যায়। এই চিত্র যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সুধীজনের ধ্যেয় জ্ঞেয় রহিবে। বিবর্ত্তবাদের এইটী বীজাঙ্কুর। অদ্বৈতবাদরূপজ্ঞান সূর্যই ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। যে সদাখ্য জ্যোতি সকল জ্যোতিষ্কের প্রকাশ-কারণ, সেই জ্যোতিষাং জ্যোতির প্রকাশে ইহাই মূল সূত্র। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে যে আত্ম জ্যোতির প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারও ইহাই মূল। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির দিব্য দৃষ্টি ও সন্মূলক। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই ভূমা। "নাল্পে সুখমস্তি" এই মহাপুরুষের জীবনী সর্ব্বপূর্ণ সদাখ্যের পুর্ণতা উদ্বোধক।

"ওঁ পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে।
পুর্ণস্য পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ তৎ সৎ
নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ
পরম ঋষিভ্যঃ॥"

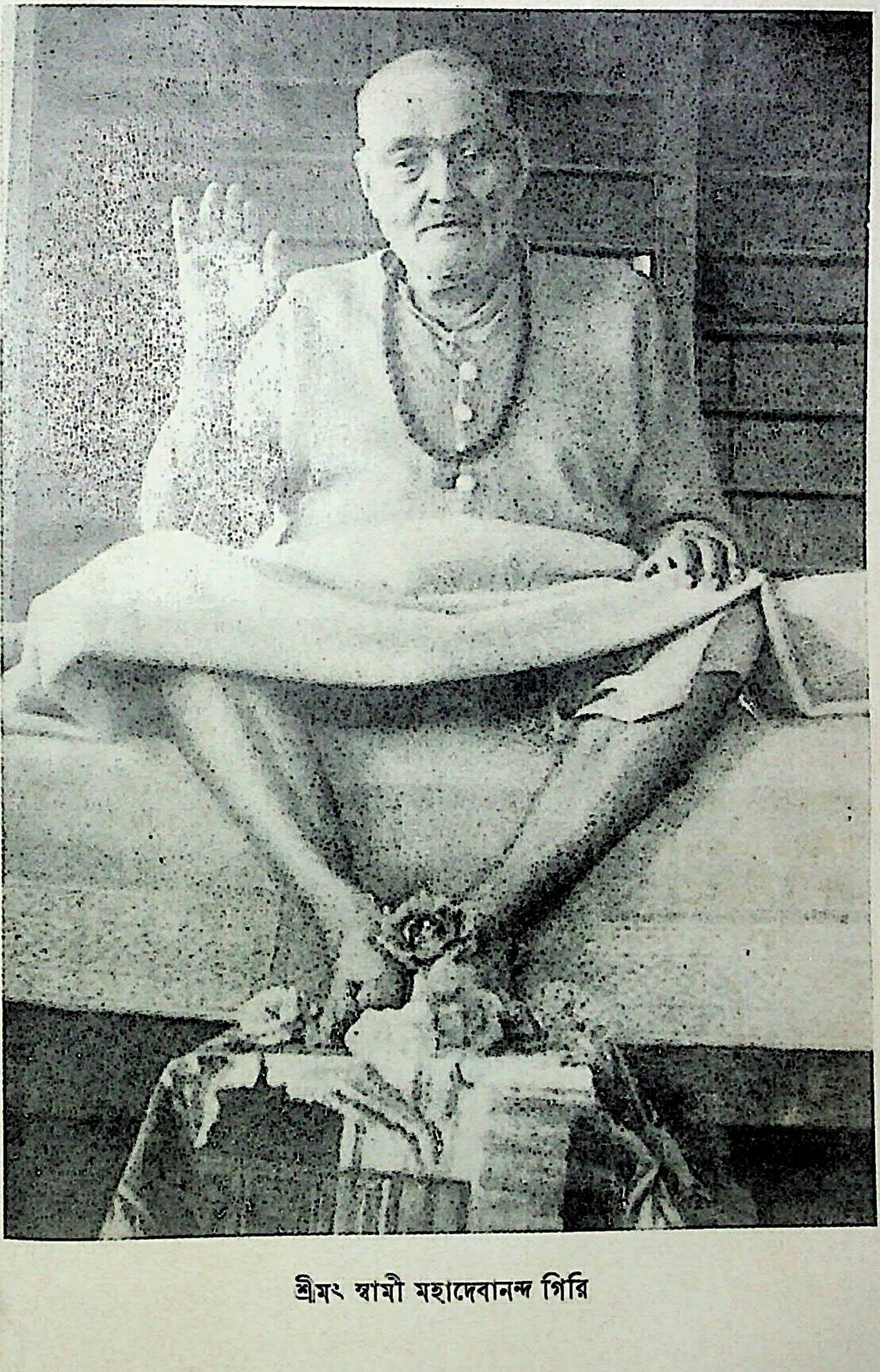

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

গীতা বোধিনী

ভূমিকা

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমৎ অর্থ কি? ভাষায় বিশ্রী শব্দ কুৎসিৎ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং শ্রীমৎ অর্থ নির্দ্দোষ অকুসিৎ বুঝাইতে দোষ নাই। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীকে "ভগ" বলে। ভগ শব্দে শ্রী অন্তর্ভূক্ত থাকায়, ষড়ৈশ্বর্য্যান্তর্গত শ্রী না লইয়া, নির্দ্দোষ অকুৎসিৎ অর্থ গ্রহণ করা বিধেয়। ভগবদ্গীতা অর্থ ভগবান কথিত গীতা। শ্রীমদ্ পুংলিঙ্গ, গীতা স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় শ্রীমদ্ ভগবানেরই বিশেষণ। নির্দ্দোষ ভগবান্ কথিত গীতা। ভগবান্ কি নির্দ্দোষ? পুরুষকে গীতায় (৫।১৯) "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" বলিয়াছে। এই নির্দ্দোষ অর্থ দোষ বা ত্রিগুণা মায়াহীন। গী ১৮।৪৮ শ্লোকে "সর্ব্বারম্ভাহিদোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" সর্ব্বত্র একরূপ সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহাতে ভগরূপ ভেদ ভাব যুক্ত হওয়া, অর্থাৎ উপাধি বিশেষ যুক্ত হওয়া দোষাবহ বটে। ভগবান স্বরূপতঃ নির্দ্দোষ। দ্বৈতে অধ্যস্ত শ্রী বা লক্ষ্মীযুক্ত ভগবান্ থাকা স্বীকৃত। সুতরাং শ্রীমদ্ নির্দ্দোষ অর্থে গ্রহণ যুক্তিযুক্ত। ইহাই গীতায় দেখান হইয়াছে, এইজন্য নাম হইয়াছে শ্রীমদ্ভগদ্বগীতা।

"গী" বাণী যাহা দ্বারা তৎনামা বস্তু "ইত" প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা গীতা। যে বাণী দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত 'তৎ'কে জানা যায় তাহাই গীতা। গীয়তে হরির্যত্র সা গীতা। হরি অর্থ পাপ তাপ হরণকারী। পাপ মায়া। ত্রিতাপ অর্থ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ তাহার নাশক যে আত্মতত্ত্ব তাহাই গীতায় বলা হইয়াছে। এইজন্য গীতা নির্দ্দোষ ইহা বলা যাইতে পারে। গীতা পাঠে চিত্ত নির্দ্দোষ হয়; জ্ঞান-যজ্ঞে সব পুত হইয়া যায়। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রব্যাপী, অখণ্ডৈকরস, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং দোষের আকরস্বরূপ-মায়া বিহীন। সেইজন্য ঈশোপনিষদে অপাপবিদ্ধম্ পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভগবান্ ঐশ্বর্য্যরূপ মায়াযুক্ত জন্য সদোষ। তাহা গীতায় ৯।৫ শ্লোকে "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ও ৭।২৫ শ্লোকে 'যোগমায়া সমাবৃতঃ' ও ৪।৬ শ্লোকে 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া' ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়। মায়ার আবরণই ভগ। ভগযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলে। যাঁহার দেবদেহে সব বাস করে তিনি বাসুদেব। অথবা যিনি সর্ব্বদেহে বাস করেন অন্তর্যামীরূপে, তিনিই বাসুদেব। গী ৭।১৯ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে 'বাসুদেব' স্থলে 'বাসব' শব্দ

ইন্দ্র উদ্দেশ্যে প্রয়োগ আছে। "বিশং বিশং মঘবা পর্য্যশায়ত" (ঋ ১০।৪৩।৬)। "যস্মাৎ ইন্দ্রাদ্ বৃহতঃ কিঞ্চনেমৃতে বিশ্বান্যস্মিন্‌ৎ সম্ভৃতাধি বীর্য্যা" (ঋ ২।১৬।২)। প্রতিজনের দেহপুরীতে প্রত্যগাত্মারূপে মঘবা শয়ন করিয়া আছেন। দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ যেহেতু ইন্দ্র হইতে বৃহৎ কিছু নাই অতএব ইন্দ্র বিশ্বজগৎ সবীর্য্যে নিজ দেহে ধারণ করেন। বেদে ইন্দ্র ব্রহ্ম।

গীতা, মহান্ ভারতযুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাগণ শস্ত্রসম্পাত আরম্ভের পর বলা হইয়াছে। গীতার বক্তা সারথ্যে নিযুক্ত ভগবান কৃষ্ণ, আর শ্রোতা কপিধ্বজ রথের রথী মহারথী অর্জ্জুন 'ধনুরুদ্যম্য' অবস্থায় স্থিত। এমন স্থানে এমন সময়ে এমন গুরুতর বিষয় বলা সম্ভবপর নহে। এই হেতুবাদে কেহ কেহ গীতা প্রক্ষিপ্ত বলেন। ভগবান্ সংস্কৃত শ্লোকাত্মক গীতা বলেন নাই। লৌকিক প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাহা ভগবান্ ব্যাস সপ্তশত শ্লোকে গ্রথিত করেন। এই সাত শত শ্লোক পাঠ করিতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লাগে। ইহার সারমর্ম্ম ভাষার বলিতে ঘণ্টাকাল যথেষ্ট সময়। যুদ্ধ প্রারম্ভে এইরূপ সময়প্রাপ্তি দুর্ঘট নয়। গীতা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করতঃ 'ধর্মস্থাপনার্থায়' 'সর্ব্বজন হিতায়' বলা হইয়াছে।

আমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ ইহাকে স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। মন্বাদি অষ্টাদশ স্মৃতিসংহিতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া গ্রহণে ইহা যে অমূল্য রত্ন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গীতার পঞ্চাশাধিক ব্যাখ্যান-গ্রন্থ পাওয়া যায়। এহেন অমূল্য গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। প্রক্ষিপ্ত শব্দে বুঝায় যে কোন ক্ষিপ্তবুদ্ধি দুর্ব্বলচেতা স্বমত প্রকাশ্যে বলিতে সাহসী না হইয়া কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের মুখে বলাইবার জন্য জুড়িয়া দেয়। গীতা সম্বন্ধে আচার্য্যগণ বলেন 'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।'

গীতা কখন প্রোক্ত? যখন বৈদিক আর্য্য সাম্রাজ্যের পতনকাল উপস্থিত তখন ভগবান্ বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার্থ গীতা বলিয়াছেন। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন মহান্ ভারতযুদ্ধের পর ভারতীয় আর্য্যগণের তীব্রবেগে পতন ঘটিবে। বেদের পঠন পাঠন রহিত হইবে, বৈদিক গ্রন্থ গৃহে গৃহে তো দূরের কথা, প্রদেশে প্রদেশেও পাওয়া দুর্ঘট হইবে। তাই তিনি বেদের সার সংকলন করতঃ বৈদিক ধর্ম্মরক্ষার পন্থা করিয়া গিয়াছেন। ভারতযুদ্ধের অন্ততঃ অষ্টাদশ বর্ষ পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দেহত্যাগ করেন। তৎপশ্চাৎ মহাভারত

গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মহাভারত আদিপর্ব্বে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় "তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্। অব্রবীৎ ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ॥" ১-১-৯৬। ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরাদির জন্ম, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ও পরমাগতিপ্রাপ্তির পর মহান্ ঋষি এই মনুষ্যলোকে মহাভারত বলেন। মহাভারতের পুর্ব্ববর্ত্তীকালে গীতা কথিত হইলেও উহা শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া মহাভারতান্তার্গত ভীষ্মপর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাভারতের উক্ত ভীষ্মপর্ব্বে ৪৩ অধ্যায়ে গীতার শ্লোকসংখ্যা দেওয়া আছে। কেশব ৬২০ শ্লোক, অর্জ্জুন ৫৭ শ্লোক, সঞ্জয় ৬৭ ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ১ শ্লোকের বক্তা বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাতে গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫ হয়। বর্ত্তমানে যে গীতা মুদ্রিত হইতেছে তাহাতে ভগবান্ ৫৭৫, অর্জ্জুন ৮৫, সঞ্জয় ৩৯ ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ১ শ্লোকের বক্তা দৃষ্ট হয়। ইহাতে গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭০০ হয়। এতদুভয় মতেই সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের শ্লোকসংখ্যার সমষ্টি ১২৪। সুতরাং ভগবানের উক্তিতেই ৪৫টি শ্লোক কম পড়িতেছে। কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতে ও বোম্বাই গোপাল নারায়ন কোংর মুদ্রিত মহাভারতে গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭০০ই পরিদৃষ্ট হয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ১৮টী শ্লোক বা প্রথম অধ্যায়ের ১৮টী শ্লোক অর্জ্জুনোক্ত না করিয়া সঞ্জয়োক্ত করিলে অর্জ্জুন-সঞ্জয়োক্ত শ্লোকসংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। উক্ত উভয় মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে উক্ত সংখ্যা হইতে ৫টী অধ্যায় অধিক দেখা যায়। অথচ মোটের উপর ১৫টী শ্লোক কম দেখা যায়। গীতা প্রথম স্বতন্ত্রভাবে প্রাকৃত ভাষায় কথিত হয় পশ্চাৎ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শ্লোকে গ্রথিত হইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে পুস্তকের প্রথম শ্লোকে ও গ্রন্থশেষে গ্রন্থের বিষয়াদি বর্ণনার রীতি ছিল। এইজন্য প্রাচীন সূচীপত্রহীন পুস্তকে বিষয়াদি কি তাহা উপক্রম, উপসংহার ও পুনরুক্তি দৃষ্টে নির্ণয়ের পদ্ধতি আছে। তদনুসারে গীতা গ্রন্থের বিষয়াদি অনুবন্ধ চতুষ্টয় পাওয়া যায়। বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী এই চারিটীকে অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলে। গ্রন্থে কি জাতীয়, কি বিষয়ের কথা বর্ণিত তাহাই বিষয়। ঐ গ্রন্থে যে বিষয় বর্ণিত তৎসহ শিষ্ট-শাস্ত্রাদির কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা সম্বন্ধ। শাস্ত্রে আছে তথাপি এই গ্রন্থ লেখার আবশ্যক কি তাহা বলা প্রয়োজন এবং এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী কে তাহা বলার রীতি আছে।

এই প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী গীতার প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ সহ অনুবন্ধ

চতুষ্টয় বলা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকটী এই "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥" ইহাতে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে ধর্ম্ম শব্দ দ্বারা। 'ধর্ম্ম' পুরুষ বিশেষ (দেবতা) যাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ যুধিষ্ঠির। গণপতি, সরস্বতী স্মরণের ন্যায় ধর্ম্মপুরুষের স্মরণ করা হইয়াছে। ধর্ম্মশব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আত্মা, জ্ঞান, পুণ্যকর্ম্ম, আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বভাব ও গুণ। পূর্ব্ব মীমাংসাকার চোদনা লক্ষণাযুক্ত অর্থকে 'ধর্ম্ম' কহিয়াছেন। চোদনা অর্থ প্রেরণা। বেদের বা আচার্য্যের প্রেরণায় যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা ধর্ম্ম। ন্যায় শাস্ত্রে স্বভাব বা গুণকে ধর্ম্ম বলিয়াছে যেমন অগ্নির দহন ধর্ম্ম। আগমাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম আত্মা ও জ্ঞান অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। গীতায় যেখানে ভগবৎবাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে তথায় "অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ" বলা হইয়াছে। এই যে ধর্ম্মসংবাদ বাক্যটী ইহার ধর্ম্ম্য শব্দটীর প্রতিশব্দ জ্ঞান বিষয়ক বলিতে হয়। কারণ এই গীতা পাঠ করিলে জ্ঞানযজ্ঞ সমাপ্ত হইবে ইহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এখানে 'ধর্ম্ম্য' শব্দ কর্ম্ম বিষয়ক বলিলে তাহা আমাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গে লইয়া যায়। জ্ঞান নিবৃত্তিমার্গের বিষয়। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগে ব্রহ্মচিন্তনের কথা এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে "ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া" এই বাক্যটী রহিয়াছে। ইহার কতিপয় পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কচ্চিদজ্ঞান সংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।" জ্ঞানই অজ্ঞাননাশী, সুতরাং কেশবার্জ্জুন সংবাদ জ্ঞান বিষয়ক হইলে ধর্ম্ম পদের জ্ঞানার্থে প্রয়োগ গীতাতেই পাওয়া গেল। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ" বাক্য আছে। ইহার অর্থ আমার জ্ঞান বুদ্ধি মোহযুক্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে কোন বাধা নাই। অর্জ্জুনকে তাহার স্বধর্ম্ম—ক্ষাত্রধর্ম্ম বলায় আশ্রমোচিত কর্ম্ম বুঝাইয়াছে। "ধর্ম্মক্ষেত্র" বাক্যের 'ধর্ম্ম' পুরুষ ও 'ক্ষেত্র' প্রকৃতি যে গীতার বিষয় তাহা বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মপুরুষ মঙ্গলাচরণ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহা পরমপুরুষ ব্রহ্মকে লক্ষ করিবে কেন? এইরূপ বলিলে কুরুক্ষেত্র শব্দ হইতে পুরুষ ও প্রকৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কুরু শব্দটী গুরু শব্দের ন্যায় কু ও রু দ্বারা গঠিত। 'কু' অর্থ বেদে, 'রু' প্রকাশে। শব্দ ব্রহ্ম বেদ যাঁহার প্রকাশে পর্য্যবসিত তিনিই কুরু। কুরুক্ষেত্র একটী স্থানের নাম। কুরু রাজার ক্ষেত্র বলিয়াই কুরুক্ষেত্র ইহা নাও

হইতে পারে। কারণ কুরু রাজা চন্দ্রবংশে ভীষ্মদেব হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ। ঋগ্বেদে কুরুশব্দ, কুরুরাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষ্মের পুর্ব্বপুরুষ কুরু ঋগ্বেদের উক্ত কুরু হইতে বহু অর্ব্বাচীন। জাবাল, তারসার, রামোত্তর, তাপসী-আদি উপনিষদে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে বলে "কুরুক্ষেত্রং-দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।" ঋগ্বেদের মন্ত্রে আছে (১।১৬৪।৫০) "যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্ম্মানি প্রথমানি আসন।" এই যে দেবগণের প্রথম যজ্ঞারম্ভের দেব যজন স্থান তাহা কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষেত্র ব্রহ্মসদন। এইজন্য মনু বলেন "সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরা এষ দেব নির্ম্মিতো দেশঃ ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।" সরস্বতী ও দৃষদ্বতী দেবনদীদ্বয়ের মধ্যে দেব নির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। যেমন আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের বাসস্থান তেমনি ব্রহ্মাবর্ত্ত ব্রহ্মার বাসস্থান। সুতরাং কুরু ব্রহ্ম ও তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র। অতএব কুরু ও ক্ষেত্র যে গীতার বিষয় তাহা বলিতে বাধা নাই। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার স্থান বটে তাহা অতি দূরে। মর্ত্ত্যগণের প্রতি দয়া পরবশে মর্ত্ত্যে অবিমুক্তক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র করিয়াছেন, এবং হৃদিগুহায় ঈশ্বর বাস করেন তাহা অতি নিকটে। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নাত্মা প্রতিষ্ঠিত—(মু)।

গীতা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ বলিয়া বেদান্তবাদীগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাদ্বর্ত্তী আচার্য্যগণ গীতাকে স্মৃতি প্রস্থান স্বীকার করায় ইহা যে ধর্ম্মশাস্ত্র সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধযুক্ত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

চিৎ অচিৎ বা জীব জগৎ ও ঈশ্বর এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ এতই সূক্ষ্ম ও দুরূহ যে তাহা প্রত্যেক গুরু প্রত্যেক শিষ্যকে বলিতে গেলে এক-একখানি নূতন গ্রন্থ হইয়া পড়ে। শিষ্যের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভাষা ও দৃষ্টান্তাদির নবীনতা কিছু না কিছু থাকিয়াই যায়। অর্জ্জুন শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ গুরুপদে বৃত হইয়া গীতা গ্রন্থ বলিয়াছেন। ইহাতে জীবজগৎ ও ঈশ্বর বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে ইহাই প্রয়োজন। যুগ পরিবর্তনকালে যখন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধার্ম্মিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তখন ধর্ম্ম রক্ষার্থ গীতা বলা প্রয়োজন হইয়াছিল।

সঞ্জয় বাক্যের অর্থ সম্যক্ প্রকারে জয় করিয়াছেন ইন্দ্রিয় বৃত্তি যিনি। ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবার জন্য তন্মন্ত্রী সঞ্জয়কে সংযমী জানিয়া ব্যাসদেব গীতা শুনিবার অধিকার দিয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে বলিবার সময় ব্যাস প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সঞ্জয় গীতা শুনিয়াছিলেন ইহাতে অধিকারী সংযতচিত্ত হইবেন বলা হইয়াছে।

এবং মামকাঃ, ও পাণ্ডবাঃ শব্দদ্বয় হইতেও অনুবন্ধ চতুষ্টয় জানা যাইতে পারে। মম শব্দ হইতে মামকাঃ পদ সিদ্ধ হইয়াছে এবং পণ্ড শব্দ হইতে পাণ্ডবাঃ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা অহঙ্কার ও মমতাপূর্ণ তাহারাই মামকাঃ; 'পণ্ডাঃ' 'বিচক্ষণাঃ' হইতে পাণ্ডা ও পণ্ডিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গীতায় ৪।১৯ শ্লোকে জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্ম লোককে পণ্ডিত বলা হইয়াছে। মামকাঃ প্রবৃত্তিমার্গী ও পাণ্ডবাঃ নিবৃত্তিমার্গী এই কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয় গীতার 'বিষয়' ও 'অধিকারী' নির্ণয় করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন গীতা কর্ম্মবিষয়ক। অর্জ্জুনকে যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত করার জন্য বলা হইয়াছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শ্রবণান্তর শোকগ্রস্ত অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিয়া যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইয়াছিল শোক অপগতে তিনি যুদ্ধ কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। অর্জ্জুন কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে আনুষঙ্গিক যে কিছু জ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে তাহাতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানপথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ভগবান্ কর্ম্মেই তোমার অধিকার আশু জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—একথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" সেই কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে নিষ্পন্ন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার উপজীব্য। অপর পক্ষ বলেন গীতা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ। বেদান্ত অর্থ ভাগবতপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে বলে "সর্ব্ব বেদান্ত সারংযদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্। বস্তদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।" ইহাতে জীব ব্রহ্মের একতালক্ষণ যে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই বেদান্তের বিষয়। সুতরাং গীতা ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ উক্ত হইয়াছে। তাহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক হইতে পাওয়া যায় "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে।" সাংখ্য অর্থ জ্ঞান। তৃতীয়ের ১৭ শ্লোকে "যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—ইহাতে কর্ম্মত্যাগ বলিতেছে। তৃতীয়ের ৪১ শ্লোকে জ্ঞান বিজ্ঞাননাশী জ্ঞানের আবরক পাপ কামকর্ম্ম বীজরূপা অবিদ্যাকে নাশ করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে। তাহা নিয়মিত করিলেই আবরণ বিদূরিত হয়। চতুর্থে ৩৩ ও ৩৮ শ্লোকে "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" উক্ত হইয়াছে। ৩৯ ও ৪০ শ্লোকে "জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।" এই দুই অধ্যায় শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের উপলব্ধি হইয়াছিল যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ। পঞ্চমে

সেইজন্য কর্ম্মসন্ন্যাস কি কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন করিয়াছেন। পঞ্চমে ১৩ হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে। ষষ্ঠে ৮, ১৫, ২৩, ২৭, ২৮ শ্লোকে জ্ঞানের কথাই দৃষ্ট হয়। সপ্তমের প্রথম শ্লোকে “সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি” বাক্য আছে। দ্বিতীয় শ্লোকে “জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।” সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞানই সপ্তমের বিষয়। অষ্টমের ২০, ২১, ২২ শ্লোকে অব্যক্ত অক্ষর পুরুষেরই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নবম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে “জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্ যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ” বাক্য আছে। সুতরাং ইহাতে সর্ব্বব্যাপী নিষ্কল পুরুষেরই বিষয় উক্ত। ইহাতে ভেদের কোনও স্থান নাই, ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। দশমে তৃতীয় শ্লোকে অজ অনাদি পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ে যে অধ্যাত্ম বিদ্যা বলা হইয়াছে তাহা একাদশের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত আছে। একাদশের বিরাটরূপ হইতে রূপ-ত্যাগে অপ্রমেয় পুরুষই বিদ্যমান থাকেন। যেমন “যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেদ্ জ্ঞানমাত্মনি। জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥” কঠ ১।৩।১৩। একাদশের পরিসমাপ্তিতে “জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ”! বাক্য আছে। সুতরাং ইহা জ্ঞান বিষয়ক। দ্বাদশে ব্যক্ত ও অব্যক্তের উপাসনা বিষয়ক প্রশ্ন। উহার ৩ হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান যোগেরই কথা বলা হইয়াছে। দ্বাদশে বর্ণিত উদাসীন ভাব, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, শুভাশুভ পরিত্যাগ, সঙ্গ বিবর্জ্জন, অনিকেত অবস্থায় স্থিতি এ সকলই কর্ম্ম সন্ন্যাসের কথা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সবিকার ক্ষেত্র অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া পশ্চাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা কথিত হইয়াছে। এবং শেষ শ্লোকে তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা জানিতে হইবে ইহা বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে “পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্” এবং ত্রিগুণাতীতে অবিদ্যা কামকর্ম্ম বীজের অতীতে “সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগরূপনৈষ্কর্ম্ম্য” সিদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইবার কথা বলিয়াছে। পঞ্চদশে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তৎপদ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশে ব্রহ্মবাদিগণের ওঁ তৎসৎ লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশের ৬৩ শ্লোক হইতে জানা যায় ইতি তে “জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতর” ময়া ও ৭০ শ্লোকের “অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।” ইহাতে গীতাতে জ্ঞানই আখ্যাত ইহা সুস্পষ্ট। ৭২ শ্লোকে ভগবান্

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়।" অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইখানে গীতা অর্থাৎ ভগবদ্‌বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

গীতাতে কর্ম্মযোগের উল্লেখ আছে, তাহা জ্ঞানউৎপাদক নহে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রভ স্বপ্রকাশ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই জ্ঞান হয় না। চিত্তশুদ্ধি লাভের পর সংসারের অসারতা উপলব্ধি হইলে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তখন সদ্‌গুরুর নিকট যাইয়া তত্ত্ব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতঃ জ্ঞান লাভ করে—যথা গীতার ৪।৩৮ শ্লোক "তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি," ১৮।৫০ শ্লোক "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধমে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্যযাপরা," ৫।১১ শ্লোক "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" ৬।১২ শ্লোক যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ইত্যাদি। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্ম হইয়া যায়। গী ৪।৩৮ "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" জ্ঞান কর্ম্মনাশী, সুতরাং সমুচ্চয় সম্ভবে না। অষ্টম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান, কর্ম্মের যে পুণ্যফল তাহা অতিক্রম করিয়া যোগী নিস্ত্রৈগুণ্যে পরমপদ নিত্য স্থানকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কর্ম্মের ফল ক্ষয়শীল, তৎত্যাগে জ্ঞানে ব্রহ্মসাযুজ্য বা মুক্তি যাহা নিত্য, তাহার লাভ হয়। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে দশম মন্ত্রে বলিয়াছে "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্ত বদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" কর্ম্ম অবিদ্যাজাত ত্রৈগুণ্যে হইয়া থাকে। জ্ঞান অবিদ্যানাশী তাহা নিস্ত্রৈগুণ্যে নৈষ্কর্ম্ম্যে; সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। কর্ম্মফল বিনাশশীল মোক্ষফল নিত্য। অনিত্য কর্ম্মদ্বারা নিত্য মোক্ষফল লাভ সম্ভবপর নহে; শ্রুতিবিরোধীও বটে। মুণ্ডকে বলে "নাস্ত্যকৃত কৃতেন" কঠতে বলে "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারে। এইজন্য উহা জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে গৌণরূপে সহায়ক। ভাগবতপুরাণে ১১শ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে "তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা" যেমন মুণ্ডকে "পরীক্ষ্যলোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃত কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥"

কেহ কেহ অষ্টাদশাধ্যায় গীতাকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখেন। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি, তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞান বলা হইয়াছে বলেন। দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ষষ্ঠাদি অধ্যায়ে জ্ঞানেরই কথা বলা হইয়াছে তাহা পুর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সপ্তম হইতে দ্বাদশে যে জ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহাও বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়াছেন। ভক্তি যে কোনওরূপ নিষ্ঠা তাহা গীতায় দৃষ্ট হয় না। ভাগবতপুরাণে ১১শ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগত্রয় বলিয়াছেন। "নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তি যোগাঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" ইহাতে পাওয়া যাইতেছে ভক্তি উভয়গা। এইজন্য গীতায় ভক্তি কোন স্বতন্ত্র যোগ বলিয়া উক্ত হয় নাই। গীতাতে ৯।২৬ শ্লোকে "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" এই যে পত্র পুষ্প ফল তোয় দ্বারা ভগবদর্চ্চনা—তাহা কর্ম্মাত্মক ভক্তি বটে। গীতায় দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।" এই শ্লোকে ভক্তিযুক্ত কর্ম্ম (ব্যক্ত) অক্ষরপরায়ণ জ্ঞান (অব্যক্ত) বিষয়ে প্রশ্ন বটে। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের ১৬-১৭ শ্লোকে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভজনকারীর কথা বলিয়াছে এবং একভক্তি জ্ঞানীর বিশেষ সম্পদ বলিয়া জ্ঞানী ভগবানের প্রিয় ইহা বলা হইয়াছে। অপর তিন তাহাতে অনধিকারী। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২১-২২ শ্লোকে সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ অনন্যভক্তিদ্বারা লভ্য। এই ভক্তি জ্ঞানাত্মক। নবম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপুর্ব্বকম্॥" অবিধিপুর্ব্বক ভজনাকারীও ভক্তিমান বটে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১০, এবং ১৪।২৬ শ্লোকে অব্যভিচারিণী ভক্তির উল্লেখ আছে। তাহা জ্ঞানীরই সম্পদ কারণ অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যে গুণাতীতে পাওয়া যায়। কর্ম্মে ও নৈষ্কর্ম্ম্যে সমুচ্চয় সম্ভবে না। অষ্টাদশাধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে পরাভক্তি লাভের পর তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় বলিয়াছে। ইহাতে জ্ঞান সূর্য্যোদয়বৎ ও পরাভক্তি অরুণোদয়বৎ জানা যায়। এইজন্য ভক্তিকে উভয়াত্মিকা বলিতে হয়। যে ভক্তি জ্ঞানের পুর্ব্বাভাস তাহা স্ব স্বরূপের অনুসন্ধানরূপ হইবে। ভক্তি অনুসন্ধানাত্মিকা। লোকে সুখ দুঃখ দাতা দেবতার অনুসন্ধান পুর্ব্বক ভক্তিসহ হুত প্রহুত অন্ন প্রদান করেন। ভক্ত শব্দের অর্থ অন্নপ্রদানকারী।

ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে ভক্তি বলে। কর্ম্মদ্বারা অধ্রুব দেবলোক ও জ্ঞান দ্বারা ধ্রুব মোক্ষফল লাভ হয়। তাই জ্ঞাননিষ্ঠ, আত্মার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া আত্মোদ্দেশে মন বাক্ প্রাণ এই অন্নত্রয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকের সপ্তান্ন প্রকরণে এই অন্নের বিষয় বর্ণিত আছে। মন, বাক্, প্রাণরূপ অন্ন ত্যাগের অর্থ উহাদের ব্যবহার ত্যাগ জন্য শম দমাদি সাধন চতুষ্টয় লাভ ঘটে। গীতাতেও ৭।২৩ ও ৯।২৫ শ্লোকে "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" বাক্য দৃষ্ট হয়। দেব ও দেবলোক উৎপত্তিমান্ জন্য নাশবান্। আত্মবান্ অবিনাশী আত্মায় মিলিয়া যায়। ভক্তির লক্ষণ নারদ সূত্রে "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।" ইহা বৃহদারণ্যকে এইরূপ বর্ণিত আছে, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা" অর্থাৎ প্রিয়তম প্রাণেশ্বর। কস্মৈ শব্দের অর্থ কং সুখস্বরূপং ব্রহ্ম তস্মৈ, তাহাতে, পরম প্রেম-ভাবই ভক্তি। অর্থাৎ আত্মবান হইতে যিনি ইচ্ছুক তিনিই ভক্তিমান। যেমন গীতার ৭।১৭ শ্লোকে একভক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠের আত্মাতে প্রিয়বুদ্ধি থাকার বিষয় বর্ণিত আছে। শাণ্ডিল্যসূত্রে "সা পরানুরক্তিঃ ঈশ্বরে।" পরাভক্তি তত্ত্ব-জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তংতৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশং পুজনম্ ভক্তিরুচ্যতে॥" সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত পরমাত্মা বা পরব্রহ্মকে হৃষীকদ্বারা পুজনকে ভক্তি বলে। ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেয়। গী ৪।২৭। গীতায় ৯।২৫ শ্লোকে "মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" বাক্যে পরপুজন ব্যক্ত করা হইয়াছে। আত্ম-পুজাকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বলে। সদ্‌গুরু হইতে শ্রুতিবাক্য শ্রবণ প্রয়োজন। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" বেদবাক্য গুরুমুখে শ্রবণ ও তাহার অর্থাদি নিরূপণ করিয়া লইতে হয় এইজন্য বেদকে শ্রুতি বলে। বৈদিক যুগে অক্ষর লিপিজ্ঞান না থাকায় কানে শুনিয়া মনে রাখিতে হয় সেইজন্য বেদকে শ্রুতি বলে, এমন কথা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত মন্যমানা কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুগণের শিক্ষানুসারে বলিয়া থাকেন। তাহাদের এইরূপ চিন্তাধারা যে অলীক তাহা ঋগ্বেদের ৬ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে ৭।৮ মন্ত্রে "আরিখকিকিরা কৃণু" বাক্যে রলয়োরভেদে আলিখ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। ঋ ১।১৬৪।২৪ মন্ত্রে "বাকেন বাকম্ দ্বিপদা চতুষ্পদা ক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ।" অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তছন্দ রচনা করা হয় জানা যাইতেছে। ঋ ১০।১৩।৩ মন্ত্রে "অক্ষরেণ প্রতিমিম" কথাটি আছে।

সুতরাং লিখন ও অক্ষরাদি বর্ণজ্ঞান ঋষিদিগের ছিল। প্রাকৃত ভাষা ও মার্জ্জিত ভাষার পার্থক্য ছিল তাহা ঋ ১০।৭১।৯ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। যাহারা মার্জ্জিত ভাষা জানে না তাহারা লাঙ্গল বা তাঁত চালায় ইহাও বিবৃত আছে।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বকে বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন পণ্ডিত শাঙ্কর দর্শন নামে অভিহিত করেন। শাঙ্কর দর্শন অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। তাহা বৌদ্ধযুগের ও গ্রীক্ সভ্যতার পশ্চাদ্ভাবী। যেন "চাষার গান" বেদে অদ্বৈতবাদের স্থান নাই। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত "বৈদিক যুগে" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা গেল না। ঋগ্বেদের একটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত হইল (১।১৬৪।৩৯) "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্ত দ্বিদুস্তইমে সমাসতে।" বাক্যার্থ ঃ—যাঁহার দেব দেহে দেব নর তির্যগাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ঋকের মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিলে কোন ফলোদয় হয় না। সেই অক্ষর পুরুষকে জানিয়া তাহাতে নির্ব্বাণ হওয়া মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা। এই মন্ত্রটি অনেক উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে। শাঙ্কর দর্শনের মায়াবাদ মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা, অচিন্ত্যনীয়তা বহু শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ঋ (৬।৪৭।১৮)। শাঙ্কর দর্শনে দ্বিতীয় রহিত অদ্বৈততত্ত্ব বলায় সৃষ্টি আদৌ স্বীকৃত হয় না। সুতরাং শাঙ্কর দর্শন মায়াবাদ খণ্ডনার্থ মণ্ডনার্থ নহে। সৃষ্টি অসৎ বিষয়ে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ নাসদীয় সূক্ত হইতে আভাষ পাওয়া যায়। তথায় সৃষ্টির বিষয় বলিতে গিয়া পরম ব্যোমস্থিত পরম পুরুষও জানেন না কোথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে—এমন কথা লিপিবদ্ধ আছে। যাহাদের বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চা নাই তাহারা অনেক কিছু বলিতে পারেন। ইংরেজ দার্শনিক সাভেজ লিণ্ডর বলিয়াছেন যে, যিনি যে বিষয় জানেন না তাহার পক্ষে সে বিষয়ে যা-তা বলিতে বাধে না। যে যে বিষয়ের কিছু জানে সে বিষয়ে তার শশঙ্কচিত্তে কলম চালাইতে হয়। বর্ত্তমান কালে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থই প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্যকারাদির গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য কতিপয় উপনিষদ্, বেদান্ত সূত্র ও গীতার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন; তাহাই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের উপজীব্য। তাঁহাদের গ্রন্থে তাহার কোন অংশ খণ্ডন, কোন অংশ মণ্ডন করা ব্যতীত বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না। তৎকৃত ভাষ্যে যে উপনিষদগুলি উল্লেখিত হইয়াছে তাহাদিগকে "শ্রুতি প্রস্থান" বলে। বেদান্ত সূত্রকে "ন্যায় প্রস্থান" এবং

গীতাকে "স্মৃতি প্রস্থান" বলে। শাঙ্কর দর্শনে জীব ব্রহ্মের ঐক্যতা বলিয়া দ্বৈতের বা নানাত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। ভাগবত পুরাণে এইটী পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের উপসংহারে ১২ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে আছে, "সর্ব্ব বেদান্ত সারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।" মায়াসম্বন্ধে উক্ত পুরাণে ২।৯।৩৩ শ্লোকে মায়ার লক্ষণ বর্ণিত দেখা যায়, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ।" ইহার অর্থ যাহা নিষ্প্রয়োজনে প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মাতে প্রতীত হয় না ; তাহাই মায়া যেমন ভাস অর্থাৎ সূর্য্যাভাস বা চন্দ্রাভাস অথবা যেমন তমঃ রাহুর ছায়া।

রাহুর ছায়া সূর্য্যে থাকে না। রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষেও থাকে না, অথচ আসে যায়, কিয়ৎ কাল দেখা যায়। ভাস অর্থ আভাস। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সূর্য্যের ছায়া, উহা স্বতন্ত্রবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার কোন বস্তুত্ব নাই। প্রতিবিম্ব বস্তু নহে। তেমনি মায়া। উক্ত পুরাণে ১১।২৮।২২, ১১।২।৩৮, ১০।৭০।৩৮ শ্লোকে "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো" মায়া সম্বন্ধে এই বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য প্রপঞ্চ "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" দৃশ্য প্রপঞ্চ সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে ৩।৭।১১ "যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎ কৃতোগুণঃ। দৃশ্যতে ঽসন্নপি দ্রষ্টু রাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ।" উক্ত পুরাণে ১১।১১।২ শ্লোকে আছে, "শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ণ তু বাস্তবী।" খ্যাতি শব্দের অর্থ বিবর্ত্ত। উক্ত পুরাণের ১১।২৮।৪-৫ শ্লোকে আছে "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ। ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা মৃত্যুতোভয়ং।" ঐ ১১।২৮।১৭ "অমূলমেতদ্বহুরূপ রূপিতং মনোবচঃ প্রাণ শরীর কর্ম্ম। জ্ঞানাসিনোপাসনয়াশিতেন ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ।" গীতায় মায়াও তৎকার্য্য সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব স্ফুটভাবে প্রতিপাদন না করায় এবং অবচ্ছেদবাদ বা প্রতিবিম্ববাদাদি বিষয়ে কোন উক্তি না থাকায় ইহা বেদান্তশাস্ত্রের প্রকরণ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রকরণ গ্রন্থে কোন বিষয়ের অংশবিশেষ বিবৃত হইয়া থাকে। অবচ্ছেদবাদে প্রতি জীব হৃদয়ে ব্রহ্মাংশ পরিচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয়। এই মতবাদ কেহ কেহ দোষযুক্ত মনে করেন। তাঁহাদের হেতু এই (১) অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য হইলে তদনবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চৈতন্য স্বতন্ত্র হওয়ায় দুইটী চৈতন্য পাওয়া

যাইতেছে, ইহাতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটে। (২) জীব অবিদ্যোপাধিক, ঈশ্বর মায়োপাধিক, অথচ একই চৈতন্য সর্ব্বত্র স্থিত। ইহাতে একই সময়ে একই অন্তঃকরণদেশে জীব ও ঈশ্বর চৈতন্যদ্বয়ের মায়া ও অবিদ্যা উপাধিদ্বয়ের ভিন্নতা হেতু সাঙ্কর্য্য হইতেছে। (৩) যে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীব কর্ম্ম করে সে অচল স্বভাব জন্য তাহার কোন গতি নাই, অথচ অন্তঃকরণ উৎক্রমণ করে। সুতরাং পরলোক প্রদেশে অন্তঃকরণ যে স্থান গ্রহণ করে তদবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই তথাকার ফল ভোগ করে। কর্ম্ম করে একজন ফল ভোগ করে অন্যজন, সুতরাং কৃত বিপ্রনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটিতেছে। (৪) অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব হইলে ঈশ্বর অন্তর্য্যামী হন না। কারণ তদনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর। তদনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রদেশে থাকেন না, ঘটাকাশ ও ঘটবহিস্থিত আকাশবৎ অবস্থা। (৫) একমাত্র চৈতন্য সকল দেহে হইলে সুখ দুঃখ ভোগ একই সময়ে সব জীবেরই সমান হইতে হয়। হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস গ্রহণ করিলে এই সকল দোষ ঘটে না। এজন্য প্রতিবিম্ববাদ আদরণীয়। এই স্থানে স্মরণ রাখা ভাল—সাবয়বেই প্রতিবিম্বপাত হয়, নিরবয়বে ঘটে না। অর্থাৎ মায়া, মন, বুদ্ধি সাবয়ব, চিৎ নিরবয়ব। নিরবয়বে প্রতিবিম্বপাত সম্ভবে না। উহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকিলে অনুমান চলে না। যথা জলাদিতে আকাশের প্রতিবিম্বপাত হয়। আকাশ নিরবয়ব বলিয়াই গণ্য। রূপের কোন রূপ নাই অর্থাৎ নিরবয়ব। দর্পণে রূপের প্রতিবিম্বপাত হয়। কোন বৃহৎ প্রাসাদ বা পর্ব্বত সন্নিধিতে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলে তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। প্রতিধ্বনি এক প্রকার প্রতিবিম্ব। স্থির জলে চন্দ্রের একটী প্রতিবিম্ব পাত হয়। উহাতে তরঙ্গ উঠাইয়া দিলে প্রতি তরঙ্গে একটি করিয়া প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ইহাই সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবভাবের দৃষ্টান্ত এবং স্থির চঞ্চল জলাবস্থা শুদ্ধ ও মলিন মায়াবস্থার দৃষ্টান্ত। নিরবয়বে প্রতিবিম্বপাতের দৃষ্টান্ত নাই। অদ্বৈত বেদান্তবাদে জগৎ রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ কদাপি সৃষ্ট হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ; মায়া বলিয়া কিছু নাই। তর্কস্থলে জগৎ আছে স্বীকার করিলে তাহার কোন অচেতন হইতে উৎপত্তি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। চেতন ব্রহ্মই জগৎ কারণ বলিতে হইবে। পরমাণু উপাদানে বা প্রধানা উপাদানে সৃষ্টি যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের উক্তি দোষযুক্ত। সৎ হইতে সৎ, অসৎ হইতে অসৎ, অসৎ হইতে সৎ, বা সৎ হইতে অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। জড় সংজ্ঞাহীন, আপন ও পর-জ্ঞানহীন, তাহার

কোন কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সর্ব্বত্রই চিৎকর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা অভোক্তা; তিনি কিছুই করেন না, তবে জড়প্রকৃতি বা তদ্‌বিপরিণতিতে উৎপন্ন জাত পদার্থকে কে চালায়? সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র বলে বুদ্ধিকে 'তৎ' চালায়। কেনোপনিষদে বলে, মন চক্ষুরাদিকে 'তৎ' চালায়। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত তাঁহাকে 'তৎ' বলে। এজন্য নিষ্ক্রিয় সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ কারণ; ইহা হেঁয়ালী বটে। নব্য বিজ্ঞান এ বিষয়ে বলে যে এক Protyle বা প্রকৃতির বিকারের অর্থাৎ কম্পন, চাপ ও তাপের বিভিন্নতায় নানাত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন Carbon gas, charcoal, graphite ও diamond একই কার্ব্বন। তাঁহারা কম্পনের কর্ত্তা (চেতয়িতার) চিন্তা করেন নাই। শ্রুতি বলেন, চিৎ-এর প্রেরণায় কম্পনাদি ঘটে। জড় মন চেতনের প্রেরণায় নানারূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। মন যখন নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, কম্পহীন তখন সুখ, দুঃখ, দেহ, গেহ, ধন, জন কিছুরই অনুভূতি থাকে না। যখন ডাক্তার ক্লোরফরম্ করে তখন ক্লোরফরম্ দ্বারা আক্রান্ত মন নিস্পন্দ হয়, সেই জন্য ছুরিকাঘাতের দুঃখবোধ বা স্বদেহ পরদেহবোধ রহিত হয়। পুনঃ যখন ক্লোরফরম্ গ্যাস শ্বাসপ্রশ্বাস সহ নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়, মনের স্পন্দন আরম্ভ হয়, তখন দুঃখবোধ, দেহাদিবোধ ঘটিয়া থাকে। মূর্চ্ছাকালে মন নিস্পন্দ হওয়ায় নিজ দেহ, প্রিয় পুত্রাদির দেহ, জগৎ দেহ-বোধ থাকে না, সুখ দুঃখ বোধ থাকে না। মূর্চ্ছাপগতে যখন মনের স্পন্দন আরম্ভ হয় তখন সুখ দুঃখ বোধ, নিজদেহ পরদেহ বোধ আরম্ভ হয়।

যখন কোন ব্যক্তি গাঢ় নিদ্রাগত হয় তখন মনের ক্রিয়া না থাকায় সুখ দুঃখ বোধ, স্বদেহ পরদেহবোধ থাকে না। যাঁহারা ধ্যান সমাধিতে পটু তাঁহারা বলেন, তৎকালে মন নিশ্চল হওয়ায় সুখ দুঃখ বোধ বা নিজদেহ পরদেহ বোধ থাকে না। তাহার অর্থ মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইলেই জগৎ থাকে না। অন্যদিকে যখনই মনের ক্রিয়া হয় তখনই জগৎ ভাসে, যেমন জাগ্রতে ও স্বপ্নে। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব মনের স্পন্দন ও নিস্পন্দন অবস্থাদ্বয়ের জন্য ঘটিয়া থাকে। নববিজ্ঞান বলে, matter is a stage of motion. আমাদের এই জগৎটী matter বা পদার্থ তাহাও একপ্রকার vibration বা গতিই হইবে। কম্পন, স্পন্দন, গতি, বেগ একই পর্য্যায়ের শব্দ। আমাদের এই জগৎ স্পন্দনাত্মক বলিলে স্বতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হয়—কিসের স্পন্দন? শ্রুতি বলেন, মনের স্পন্দন। এই যে মনের স্পন্দন ঘটে তাহা বুদ্ধিরূপ দর্পণে

প্রতিবিম্বিত চিৎ (বা চিদাভাস) জন্য ঘটে। বিজ্ঞানেও প্রতিবিম্বের জন্য ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যেমন সূর্য্যকিরণ প্রচণ্ড হইলে তৎফলে রৌদ্রে গমনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তির শরীরাবরক দাহ্য শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্রব্য বা পকেটে দিয়াশলাই থাকিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে না। কিন্তু বস্ত্র কাগজ কয়লা আদি দাহ্য পদার্থ সূর্য্যকিরণে আতসকাঁচ ধরিলে যে আভাস-সূর্য্য (সূর্য্য-প্রতিবিম্ব) উৎপন্ন হয় তাহাতে ঐ সকল দাহ্য বস্তুতে তৎক্ষণাৎ দহনক্রিয়ার উৎপত্তি করে। তেমনি চিদাভাসে মনাদিতে ক্রিয়াশীলতা উৎপাদন করে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে সূর্য্যাভাস দহনক্রিয়ার সাক্ষাৎ কারণ হইলেও গৌণরূপে নিষ্ক্রিয় সূর্য্যই কারণ বলা যায়; যেহেতু বিম্ব ব্যতিরেকে প্রতিবিম্বের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। তেমনি সর্ব্বব্যাপী চিতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সত্ত্বেও চিদাভাস প্রেরণায় মনস্পন্দন জন্য জগৎ ভাসে বা সৃষ্টি হয়, তাহার গৌণরূপে কারণ চিৎ (জীব) বটে। এইজন্য ব্রহ্ম জগৎকারণ। বেদান্তে মায়াসমাগমে চারিটী চৈতন্য কল্পিত হয়। (১) আবরণ বিক্ষেপশক্তিযুতা মূলা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত চিৎকে সাক্ষী চৈতন্য বলে। (২) সত্ত্বোদ্রিক্তা অব্যক্তাবরণ প্রতিবিম্বিত চিৎকে ঈশ্বর চৈতন্য বলে, যিনি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। (৩) রজোদ্রিক্তা মহদাখ্য বিক্ষেপ শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চিৎকে হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য বলে। (৪) তমোদ্রিক্তা অহঙ্কারনামা শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চিৎকে বিরাট চৈতন্য বলে। ব্যষ্টিতে বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞও তুরীয় চৈতন্য স্বীকৃত হয়। গীতার ১৫।১৮ "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" বাক্যে জীব ও ঈশ্বর চৈতন্যদ্বয়ই মাত্র উল্লিখিত। অদ্বৈতবাদে সৃষ্টির স্থান নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা গীতার ২।১৬ শ্লোকে 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' বাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন। ২।২৮ শ্লোকে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্তনিধনানি" বাক্যটী রহিয়াছে। তাহাতে "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"—ন্যায়েব্যক্তমধ্যঅবস্থা অবিদ্য-মানোঽপি অবভাসতে। এই ন্যায়ের অনুবাদ আমরা ভাগবত পুরাণের ১১শ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক হইতে পাই "ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।" ইহাতে অসতের বিদ্যমানতা নাই, সতের বিনাশ নাই, ইহাই ভগবানের মতবাদ জানা যায়। ত্রিগুণা প্রকৃতিরই কর্ম্ম; পুরুষ অকর্ত্তা (গী ৩।২৭) প্রকৃতি অসৎও পুরুষ সৎ। নাম রূপাত্মক কর্ম্ম প্রকৃতিজাত অসৎ। নাম রূপ লইয়াই ব্যক্ত মধ্য অবস্থা। বৃহদারণ্যকে এই ব্যক্ত মধ্য অবস্থা যাহাকে ব্যবহারিক সত্তা বলা যায়,

তাহা আপেক্ষিক সত্য। এই আপেক্ষিক সত্যের দ্বারা প্রকৃত সত্য আচ্ছন্ন। তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং। বৃ আ ১।৬।৩ তথা ২।১।২০ সত্যস্য সত্যমিতি। ছান্দোগ্য বলেন, "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" ব্যবহারিক সত্তা জল চন্দ্রবৎ আভাসমাত্র। উহা আপেক্ষিক সত্য বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ অনৃত। ভাগবত পুরাণে "দ্বৈতস্যা বস্তুনঃ কিয়ৎ।" নামরূপ যে কাল্পনিক তৎসম্বন্ধে গোপাল উত্তর তাপনী উপনিষদ্ ২১—৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য, এবং রাম পূর্ব্ব তাপনী উপনিষদে "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের যে রূপ বাণত আছে উহা কি প্রকারে কল্পিত হইয়াছে; তাহা উহার ১২শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। পাঠকের সুবিধার্থ কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকেভুবনত্রয়ম্ ॥৫
কৌস্তভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতি র্বিভর্ত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎস মুরসা বিভুঃ ॥১০
স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রংত্রিবৃৎস্বরম্ ॥১১
বিভর্ত্তি সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥১২
অব্যাকৃত মনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥১৩
ওজঃ সহো বলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।
অপাংতত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ॥১৩

ভগবানের দেব দেহ (যাহার বর্ণনা গীতার ১১শ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে) তাহা ত্রিভুবনব্যাপী, দ্যৌ মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, অন্তরীক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ সেই শরীরে দেব, যক্ষ, নর, কিন্নর, নাগ, অসুরাদি বাস করে। সেই দেহখানি মায়া, পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই বৈকারিক নবতত্ত্বে গঠিত। তাঁহার গলে কৌস্তভ মণি, শ্রীবৎসলাঞ্ছন ও বনমালা, শিরে শিখিপুচ্ছ, কর্ণে মকরকুণ্ডল, পরিধানে পীতবসন, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজিত। উপরোক্ত শ্লোকে সেই স্বয়ংজ্যোতি পুরুষের বরেণ্য ভর্গকে কৌস্তভ বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। সেই জ্যোতিষাং জ্যোতি পুরুষের (যত্র ন সূর্য্যো ভাতি)

ব্যাপিনী প্রভাকে শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলা হইয়াছে। তাঁহার গলে বিচিত্র বনমালা শোভিত তাহা নানাগুণময়ী মায়ার মালাকৃত বন্ধন। গোপাল তাপনীতেও "মাল্যতে আত্ময়াজয়া" বাক্য আছে। ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে "সতো বন্ধুমসতি" বলিয়াছে এবং ঋ ১০।৭২।৫ মন্ত্রে "ভদ্রাঃ অমৃতবন্ধবঃ" বাক্য রহিয়াছে। অসৎ-সুভদ্রা দেবতার বন্ধনের হেতু। বনমালা বনফুলের মালা নহে, মায়াসর্পের বন্ধনপাশ। (ইহাই শিবগলে সর্পদ্বারা দেখান হইয়া থাকে)। তাঁহার পরিধেয় পীতবস্ত্র ঋক, সাম, যজুর্বেদ। গীতার ১৫।১ শ্লোকে ও "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" বাক্যে শ্রুতিকেই আবরণ বলা হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রদুইটি তাঁহার কর্ণস্থিত মকর কুণ্ডলদ্বয়। সর্ব্বলোকের অভয়পদ পারমেষ্ঠী পদ মস্তকের চূড়া। অব্যাকৃতা প্রকৃতি যাহাকে অনন্ত নাগ বলে তাহাই তাঁহার আসন। গীতাতে ৪।৬ শ্লোকে "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ধর্ম্ম জ্ঞানাদিযুক্ত সত্বগুণ প্রভুর হস্তস্থিত পদ্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ওজঃ সহো বলযুত মুখ্য (প্রাণাখ্য) তত্ত্ব তাঁহার হাতের গদা বলিয়া কল্পিত। অপতত্ত্ব শঙ্খ এবং তেজতত্ত্ব সুদর্শন বলিয়া উক্ত হয়। ব্যক্ত মধ্য অবস্থা অনীশ সাধকের কপোল কল্পিত। গীতায় "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" বাক্যটী (১৩।২১) দৃষ্ট হয়। তাহা ঋ ৩।৩৭।৯ মন্ত্রে "ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে।" হে ইন্দ্র, দেব যক্ষ নর গন্ধর্ব্ব তির্য্যগাদির যত ইন্দ্রিয় তাহা তোমারই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারকর্ত্তা এক ইন্দ্রই বটেন। ইহা "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" বাক্যের ন্যায় একজীববাদের সূচক। বৃহদারণ্যকে ৩।৭ ও ৮ ব্রাহ্মণে "নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তিমন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" বাক্য দৃষ্ট হয় যাহা গীতাতে গৃহীত হইয়াছে।

মায়াকেই অসৎ ও তমঃ বলে। ঋ ১০।১২৯।৩-৪ মন্ত্রে তমঃ ও অসৎ শব্দ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকে ১।৩ ব্রাহ্মণের ২৮ মন্ত্রে "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়" এই বাক্যটীতে তমঃ অসৎ ও মৃত্যু মায়ার নামান্তর মাত্র ইহা পাওয়া যায়। গীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবো" শ্লোকে এই তমঃকেই অসৎ বলা হইয়াছে। এই সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় নানা দর্শনে নানারূপে বিবৃত আছে। নৈয়ায়িকের সৎ পরমাণু হইতে জাত কার্য্য অসৎ বলিয়া বর্ণিত। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যে প্রধানা উপাদানে জগৎ সৃষ্ট; সেই প্রধানা সৎ, কর্ম্মও সৎ। তন্মতে খপুষ্প বন্ধ্যাপুত্র অসৎ। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মতে অসৎ শূন্য হইতে সদুৎপত্তি। 'অসতো সদজায়ত, বাক্য ঋ ১০!৭২ সূক্তে

লৌক্য বৃহস্পতি দৃষ্টমন্ত্রে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়ে "অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত", এইসব স্থলে অসৎ—অব্যাকৃত, অমূর্ত্ত, অব্যক্ত অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। গীতার ৮।২০ শ্লোকে "অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ" বাক্যটী রহিয়াছে। সৎ মূর্ত্ত ও অসৎ অমূর্ত্ত। সৎ শুদ্ধ ও অসৎ অশুদ্ধ। সৎ নিত্য অসৎ অনিত্য। নিত্য বলিয়া ব্রহ্মকে সৎ এবং অবিদ্যমান বলিয়া তমকে অসৎ গীতার ২।১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তমঃ সমাগমে কার্য্য-ব্রহ্মোৎপত্তি বলিয়া ৪র্থ মন্ত্রে ঐ সৃষ্টিকে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়া শ্রুতি দয়াপরবশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ভাষান্তরে দাঁড়ায়, ব্রহ্ম সৃজন করেন অর্থ আপনাকে অসৎ দ্বারা বন্ধন করেন। শ্রুতিতে সৃষ্টি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বস্তুর দিকে বুদ্ধি পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত। যেমন Globe বা কমলালেবু প্রতীকে পৃথিবীর গোলাকারাদি বুঝান সহজ হয়, তেমনি হিরণ্যগর্ভরূপ প্রতীক গ্রহণে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত পুরুষকে লাভ করিবার উপায় সহজ হয়। সৃষ্টির সত্যতা নির্দ্ধারণ জন্য শ্রুতিতে সৃষ্টি বলা হয় নাই। "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ—" এই যে সৃষ্টিতে অনুপ্রাবিশৎ কথা ইহা চিদাভাসের (প্রতিবিম্বের) দর্পণ প্রবেশবৎ প্রবেশ মাত্র। নিষ্ক্রিয় পুরুষের মায়া বা কারণ সলিলে প্রতিবিম্বিত হওয়াই হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি। এইজন্য গীতা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে" (৩।২৭) বলিয়াছেন এবং উহার পুনরুক্তি ১৩।২৯, ১৪।১৯, ১৮।৬০ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। বিদ্বান্‌গণ বলেন, যেমন একটী চন্দ্রাতপ যাহাতে মণিমাণিক্য সুবর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা নানা কারুকার্য আছে তাহা বিস্তার করিলে ঐ সকল কারুকার্য্য দর্শনে চিত্ত মুগ্ধ হয় এবং তন্দ্রাতপ গুটাইয়া লইলে ঐ সকল দৃষ্টিগোচর হয় না। তদ্বৎ অঘটন ঘটনপটিয়সী মায়া আপনার মায়াজাল বিস্তার করিলে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় যাহা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়। মায়া তাহার জাল গুটাইয়া লইলে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ বলেন, সিনেমা হলে অন্ধকারে নানা প্রপঞ্চ দৃষ্টিগোচর হয়, আলো জ্বলিলে আর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি অজ্ঞান আঁধারে নানাত্ব দৃশ্যমান হয়, জ্ঞানের বাতি জ্বলিলে তাহা লোপ হয়। এই যে দৃশ্য প্রপঞ্চ তাহা অজ্ঞ লোকে সর্ব্বব্যাপী পুরুষে দেখে। যেমন আঁধারে রজ্জুতে সর্প দেখে। আলোক উপস্থিত হইলে সর্প থাকে না কেবলমাত্র রজ্জুই অবশেষে থাকে। তেমনি শ্রুতি দয়া করিয়া বলিয়াছেন "পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে পুর্ণস্থ পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে।" মায়া সমাগমে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা-

দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। জ্ঞানোদয়ে মায়া অপগমে, প্রপঞ্চ বিলয়ে, সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষই মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। ইহাতে নেতি বিচারে পরিশেষ্যাৎ ব্রহ্ম অবশেষ থাকা বলা হইল। দেহ ব্রহ্ম নহে, ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে, আনন্দময় কোষ বা অব্যক্তা প্রকৃতি ব্রহ্ম নহে, পরিশেষ্যাৎ যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহারই অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়; তাঁহাতে প্রিয়তা বুদ্ধি শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন। গীতায় ৫।১৯ "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" বলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিতজন্য সমসর্ব্বত্র একরস। মায়াই দোষ—নানাত্বের হেতু। তদ্বিমুক্ত নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষ, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত।

অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জন্য কর্ম্মযোগ গীতায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" বলিয়াছেন (৩।১৭)। গীতায় (১৪।২৫) "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে" বাক্য দৃষ্ট হয়। ১৮।৪৯ শ্লোকে "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" এবং চিত্তশুদ্ধির পরে গুরুকৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহা তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন, "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" গীতাতে ভূতযাজী পিতৃযাজী দেবযাজী ও আত্মযাজীগণের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ইহারা ঈশ উপনিষদের অবিদ্যা বিদ্যা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনারই তুল্যবিভাগ। ভূতযাজী ও পিতৃযাজী অবিদ্যা উপাসক, দেবযাজী বিদ্যা উপাসক। হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি উপাসনা বিদ্যারই অন্তর্গত। সাধারণ লোকে যাহাকে একেশ্বরবাদ বলে তাহাই হিরণ্যগর্ভোপাসনা। প্রকৃতি উপাসক দুই প্রকার দেখা যায়। এক প্রলয়ে প্রকৃতিলীন অবস্থা লাভের জন্য উপাসনা! অপর ঐশ্বর্য্যকামনায়। যেমন অন্নপূর্ণা পুজায় অন্নপূর্ণা ব্যতীত একটি ভিখারীমূর্ত্তি সঙ্গে জুড়িয়া দেয়। সেই ভিখারীর পুজা হয় না, সেই ভিখারীকে যিনি অন্ন দেন সেই অন্নপূর্ণারই পুজা হয়। ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের পুর্ব্বাভাষ বলিয়া কেহ কেহ বলেন। ঐ ভিখারী আর কেহ নহেন সমস্ত বিশেষণ বিহীন নির্গুণ পুরুষ যাঁহাকে শ্রুতি "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং" বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ সেই পুরুষ অন্নপূর্ণা হইতে অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। শ্রুতি বলেন "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি।" তবে এই নির্গুণ পুরুষ কি অন্ন গ্রহণ করিতেছেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১ম অধ্যায়ে ৫ম ব্রাহ্মণে সপ্তান্ন প্রকরণে শ্রুতি বলিয়াছেন—স্তন্যদুগ্ধ ও ব্রীহি আদি শস্য নরগণের অন্ন, হুত প্রহুত দেবগণের অন্ন, মন বাক্ প্রাণ আত্মার অন্ন।

"ত্রীণ্যাত্মনে কুরুতেতি। মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনে কুরুতে।" গীতার ১৩শ অধ্যায়ে ৫।৬ শ্লোকে ইহাদিগকে ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিকারী বলিয়াছে। পুরুষ ক্ষেত্রের দ্রষ্টা; ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে পৃথক্। নির্গুণ পুরুষ অন্নপূর্ণা হইতে মন বাক্ প্রাণ যাহা তাঁহার নাই তাহা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং গ্রহণান্তর "সোঽমন্যতে বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" সঃ তপোঽতপ্যত "স তপস্তপ্ত্বা ইদম্ সর্ব্বম্ অসৃজত।" এইখানে অন্নপূর্ণার ঋণপাশ শিবগলে নাগফাঁস হইয়া পড়িয়াছে, ভদ্রা (সুভদ্রা) মায়া, অমৃত স্বরূপ দেবগণের বন্ধনের হেতু ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে "সতো বন্ধুমসতি" বাক্য দ্বারা প্রকাশিত।

আত্মযাজী জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগী। কর্ম্ম শব্দ ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারকে বলে। ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার মধ্যে আহার, যৌন সম্বন্ধ, পুত্রাদি পালন, মূত্রাদিত্যাগ প্রাকৃতিক কর্ম্ম হইলেও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। বেদবিহিত কর্ম্ম দান ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতিকে গীতায় কর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়াছে। "যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ", "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" (গীতা ৩।১৪-১৫)। সুতরাং কর্ম্ম বলিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মই সূচিত হয়। কর্ম্ম পাপ-পুণ্যাত্মক বা ধর্ম্মধার্ম্মাত্মক হইয়া থাকে। কঠোপনিষদে "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসিতদ্বদ"। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ; কর্ম্ম, কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্মের করণ, কর্ম্মের কারণ হইতে বিলক্ষণ। তিনি নিষ্ক্রিয়, অকর্ম্মক। গীতায় ৪।১৮ শ্লোকে অকর্ম্ম কি তাহা বলিতে গিয়া ভগবান বলিয়াছেন, "কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, অকর্ম্ম কর্ত্তব্য।" শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।" সুতরাং যদি ব্রহ্মলাভ করিতে হয়, কর্ম্ম অকর্ত্তব্য এবং অকর্ম্ম ধ্যান সমাধি কর্ত্তব্য।

গীতার ২।১৬ শ্লোকে সৃষ্টি সম্বন্ধে অসৎ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে সৃষ্টি মৃষা, তাহার হেতুবাদ এই—সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কুম্ভকারের ন্যায় করেন তাহা হইলে কুম্ভকার যেমন উপাদান মৃত্তিকা সংগ্রহ করে, দণ্ডচক্র সংগ্রহ করে, পিতার পুত্র বলিয়া অভিমান করে, শিলাবৃষ্টি আদি যাহাতে না হয় সেইজন্য, দৈবের অপেক্ষা করে, কোন স্থানবিশেষে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করে, ভগবানেরও তদ্রূপ জন্মদাতা, উপাদানাদি সংগ্রহ ও অনুকূল দৈবের অপেক্ষা করিতে হয়। যদি কেহ বলেন যে মাকড়সার ন্যায় সৃষ্টি করেন তবে যেমন মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে রসাংশ ত্যাগে সূত্র নির্ম্মাণে নিজ দেহের

বাহিরে জাল সৃষ্টি করে, তেমনি তাঁহারও যে রসাংশ ব্যয়িত হইবে তজ্জন্য অব্যয়ত্ব তিরোহিত হইবে, সর্ব্বব্যাপকত্বের হানি হইবে এবং যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপাদন স্বীকৃত হইবে। চিতে জড়ত্ব নাই।

সেই চিৎ হইতে জড়ের উৎপত্তি অসম্ভব ঘটনা। যদি বিস্ফুলিঙ্গবৎ সৃষ্টি করেন তাহাও উর্ণনাভের দৃষ্টান্তের অনুরূপ। বিশেষ, প্রলয় স্বীকৃত থাকায় জড় জগৎ প্রলয়ে চিৎ হইয়া যায় বলিতে হয়। নিস্পৃহ পুরুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুসঙ্কুল এই দুঃখময় সংসার সৃষ্টির কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। নিষ্প্রয়োজনে লীলা বলিলেও নিজেই দুঃখের সৃষ্টি করিয়া দুঃখ ভোগ করেন বলিলে দুঃখের উপাদেয়তা আছে বলিতে হয়। এক ঈশ্বরই জগন্নির্ম্মাতা ইহা অনুমান দুরূহ, যেহেতু একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণে বা সরোবর খননে বহু নির্ম্মাতা দৃষ্ট হয় অথবা বাইবেলের ঈশ্বর যেমন বাগানের মালীর কার্য্যার্থ "এডামের" সৃষ্টি করেন তেমনি জীবরূপী দাসগণের সৃষ্টি করেন। যদি প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় বলা হয় তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইচ্ছা মানসিক ব্যাপার কিন্তু প্রভু মন কোথা হইতে লাভ করিলেন ? শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রঃ", "অপাপবিদ্ধম্।" গীতার ১৩।৫-৬ শ্লোকে মন ইচ্ছা দ্বেষ বিকারী ক্ষেত্রের সম্পদ বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টি কার্য্য করিলে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। গীতার ৭।৫ শ্লোকে মন বুদ্ধি অপরা প্রকৃতির অংশ বলা হইয়াছে তাহা শ্রুতি সঙ্গত বটে।

যদিও গীতা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ তত্রাচ উহা স্মৃতি প্রস্থান বলিয়া কেন গৃহীত তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ করিব। ব্যবহারিক সত্তায় স্থিতিশীল মানবগণের চাতুর্ব্বর্ণ্য বিশিষ্ট সমাজবদ্ধ ভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গীতা রচিত হইয়াছে। মনু বলেন, "আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ।" বর্ণ পৃথক পৃথক এবং তাহাদিগের আচারও পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। যেমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মদ্য মাংস নিষিদ্ধ, রাজসিক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহার ব্যবহার দোষাবহ নহে। এই প্রকার প্রত্যেক বর্ণেরই কার্য্যক্রম বিভিন্ন থাকায় কেহ উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বনে আপন স্বধর্ম্ম ত্যাগে পরধর্ম্মে দৃষ্টিপাত না করে তজ্জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" বর্ণের কর্ম্ম, গুণ ও প্রকৃতি (পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল) অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক বর্ণ অন্য বর্ণে যাইতে হইলে ইহলোকে "রমণীয়চরণা" অভ্যাসে রমণীয়া যোনি পরজন্মে প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ক্রমোন্নতি লাভ করে। এজন্য "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" বাক্য ভগবান বলিয়াছেন। কোন বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য হিংসাত্মক হইতে পারে সেজন্য ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে "স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্মাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥" "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।" ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশ আদেশ করিলেও অর্জ্জুন তদুত্তরে বলিয়াছেন, "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতাবুদ্ধির্জনার্দ্দন। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।" সাত্ত্বিক জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণের অবলম্বনীয় বৃত্তিতে অর্জ্জুনের দৃষ্টি দেখিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এবং ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে সময়ের অপেক্ষা আছে; তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" গী. ৪।৩৫। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে গী ২।৪৭।

জ্ঞাননিষ্ঠের অহিংসা ব্রত, তাহা ভগবান্ ১০।৫ শ্লোকে অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ, ১৬।২ শ্লোকে অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুণম্ ইত্যাদি বাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয় হিংসাত্মক হইলেও যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ব্রত অনুসরণ করিবে। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্" (গীতা, ৩।২৫-২৬)। শ্রুতি বলেন, আহারশুদ্ধৌ-সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। এই আহার শুদ্ধি বিষয়ে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ দেখাইয়া ভগবান্ সপ্তদশ অধ্যায়ে ৭ হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। অহিংসা যাহার ব্রত তাহার পক্ষে মৎস্য মাংসাদি দূরের কথা, উদ্ভিজ্জ ব্যবহারেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। যদ্যপি শাস্ত্র বলিয়াছেন, "জীবো জীবস্য জীবনম্" "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" বিচার করিলে তণ্ডুল দ্বিদলাদি ভক্ষণও সহজ লভ্য নহে। শ্রুতির আদেশ "অজৈর্যষ্টব্যম্।" ইহার ব্যাখ্যানে কেহ বলেন, অজতি তৃণভক্ষণায় ইতি অজঃ ছাগঃ। ছাগমাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিবে। গীতা বলিয়াছেন, "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ" (৩।১৩) এবং "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্" (৪।৩০)। অন্যে বলেন, "ন জায়তে অস্মাৎ ইতি অজঃ।" যে ব্রীহি বা যব পুরাতন হওয়ায় উৎপাদিকা

শক্তি রহিত হইয়াছে তাহাই অজ, তদ্দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে একটী শ্লোকে দৃষ্ট হয়, অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি যৎ বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হতঃ" (৩৩৮ অধ্যায়)। কারণ ধান্য বা কলাই বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। চাল দাল বপনে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ধান ও কলাইকে প্রাণে বধ করিলে তাহাদের মৃতদেহকেই চাল দাল বলে। প্রাণ বধ হিংসা। এইজন্য যে বীজ অজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহা চাল দালে পরিণত করিলে হিংসা হয় না। ইদানীং পাঞ্জাবে এই মতদ্বৈধ লইয়া আর্য্য সমাজে ঘাসপার্টি ও মাসপার্টিদ্বয় গঠিত হইয়াছে। তবে সুজলা সুফলা ভারতে অহিংসা ব্রত সহজ। বারমাস নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, যাহার বীজ ত্যাগে ফলাংশ গ্রহণে জীবন ধারণ সম্ভবপর; যথা তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, বেল, আম, কাঁঠাল, বাতাবি লেবু, জম্বুরা, ফুটি, বাঙ্গি, তাল, কলা, কামরাঙ্গা, জাম, লিচু প্রভৃতি।

স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবহার-তত্ত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। গীতাতে শাস্ত্রমূলক বাক্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এইজন্য ইহা স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি শ্রুতিমূলক হইয়া থাকে। গীতার বহু শ্লোক উপনিষদের অনুবাদ মাত্র, এইজন্য গীতামাহাত্ম্যে সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ বাক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে শ্রুতি বা তদঙ্গ পঠন পাঠন উঠিয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রাচুর্য্যে ঘরে ঘরে গীতা গ্রন্থ দেখা যায়। এ কারণ স্বাধ্যায় করিতে হইলে প্রতি দিবস নিয়মিতরূপে গীতাধ্যয়ন দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে। গীতাতে সঙ্গত্যাগ বা অসঙ্গ অবলম্বনের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ আছে। সাধারণতঃ সঙ্গ আসক্তি, অসঙ্গ অনাসক্তি বুঝায়, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, সঙ্গ দ্বৈত ও অসঙ্গ অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে। গীতার ১৫শ অধ্যায়ে সংসাররূপ বৃক্ষ অসঙ্গরূপ শস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করার পর "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং" বলিয়াছে। এখানে অসঙ্গ শস্ত্র ও চতুর্থ অধ্যায়ে "জ্ঞানাসিনাত্মনঃ" একই কথা বুঝায়। জ্ঞান অজ্ঞাননাশী। সংসাররূপ বৃক্ষ অজ্ঞানপ্রসূত; তাহা জ্ঞানাসি দ্বারাই ছেদন করিতে হয়, সুতরাং অসঙ্গ জ্ঞানস্বরূপকেই লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় ব্যতীত সঙ্গ হয় না। অদ্বিতীয় অসঙ্গ পুরুষ। সঙ্গ শব্দ দ্বারা তমঃ বা মায়াকে নির্দ্দেশ করিতেছে। মায়া আসক্তির হেতু। অর্জ্জুনের চিত্তে সঙ্গ-সুখ-সার সংসার, এমন বুদ্ধি ছিল। তাই তিনি পুত্র জ্ঞাতি গুরু আদি নানাত্বের সঙ্গ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে

চাহিতেছেন না। ভগবান একজীববাদ বলিয়া একেরই একত্ব স্থাপনে সঙ্গ বা সঙ্গসুখ বর্জ্জনের জন্য অর্থাৎ দ্বৈত বর্জ্জনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্বা স্বীকারে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" বলিয়া তাহার রক্ষণার্থ যুক্তি তর্কের অবতারণা করতঃ পুনঃ তাহা খণ্ডনে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিত্য বস্তু, তাহাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য বলায় অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম ভাল কি জ্ঞান ভাল একটি নিশ্চয় করিয়া বল—একথা বলিতে হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান সাংখ্য ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন। বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান প্রথম ভাগ পুস্তক স্থানীয়; নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বিতীয় ভাগ স্থানীয়। আত্মা ও অনাত্মা নিত্যানিত্য বিচারে বৈরাগ্যোদয় তৃতীয় ভাগ স্থানীয় এবং সদ্‌গুরু হইতে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণে মননাদি চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয় পুস্তক স্থানীয়।

অর্জ্জুন কর্ম্মে অধিকারী, প্রথম ভাগ পুস্তক পাঠের উপযোগী। জ্ঞাননিষ্ঠের বোধোদয় পুস্তক তাঁহার জন্য নহে, অথচ বোধোদয়ের শ্রেষ্ঠতা ভগবান্‌কে কহিতে হইবে। এইজন্য গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞান, পঞ্চমে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, দ্বাদশে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, অষ্টাদশে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্মফল ত্যাগ বিষয়ক প্রশ্ন দৃষ্ট হয়। বস্তুতস্ত কর্ম্ম ভাল, কি জ্ঞান ভাল এই প্রশ্নই রহিয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার প্রারম্ভে সপ্তাঙ্গ বিরাট বৈশ্বানরের আলোচনা দৃষ্ট হয়। গীতায় ভগবান্ বিরাট বৈশ্বানরের ত্রিভুবনব্যাপিত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিত্ব দেখাইয়া বৈশ্বানরের সর্ব্বদেহে স্থিতি জ্ঞানে পুরুষের অন্তর্য্যামীত্ব বুঝাইবার প্রযত্ন করিয়াছেন। গীতার ১৫।১৪ শ্লোক "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।"—ইহাতে নিত্য করণীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত ভূতযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে। এই ভূতযজ্ঞকে বৈশ্বানর বলিপ্রদানও বলে। প্রতি ভূতে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে ভোক্তা, এইরূপে পিপীলিকা, কাক, কুকুর, বিড়াল, গো, পক্ষী প্রভৃতিতে ভগবান্‌ই খাইতেছেন দেখিলে এক অন্তর্য্যামী ভোগকর্ত্তার ধারণা হয়। সত্ত্বগুণ বিকাশে একত্বের অনুভূতির জন্য ইহা একটি উপাদেয় উপায়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যতীত সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় না। এইজন্য ভগবান্ গীতায় পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়াছেন। গীতায় নানা স্থানে মাং শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহাতে ভগবান্ আপনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন কার্য্য ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মরূপে। গীতায় পুনর্জ্জন্মবাদ অতীব পরিস্ফুট। যথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বম্ নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ

সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ।” চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ বিবস্বান্‌কে এই যোগ বলিয়াছেন বলায় অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন—ইহা অসম্ভব। তোমার জন্ম পরে হইয়াছে, বিবস্বানের জন্ম তাহার বহু পূর্ব্বে হইয়াছে। তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন “বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের “প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে, ইত্যাদি বাক্যে পুনর্জ্জন্মবাদ সুস্পষ্ট।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৯।৯৬ সূক্তে যেমন সোমই ইন্দ্র, সোমই বিষ্ণু, সোমই ত্বোভৃ, সোমই ব্রহ্মা, সোমই ঋষি, সোমই বনচারী, সোমই পশুমধ্যে মহিষ, গৃধ্রমধ্যে পক্ষীরাজ, তেমনি গীতাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য সপ্তমে দশমে ও একাদশে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় অধ্যাত্মতত্ত্ব মধ্যে কঠোপনিষদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ত্রিগুণা প্রকৃতির গুণ তারতম্যে বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। এইটী ঈশ উপনিষদে যেমন স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছে, তদপেক্ষা সরলভাবে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ১৮।২০-২১ শ্লোকে “সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ পৃথক্তেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥” ইত্যাদি। ঈশ উপনিষদে গুণভেদ উপাসকভেদে দেখান হইয়াছে, যেমন “হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ পুষন্নেকর্ষে যমসূর্য্যপ্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্সমূহো তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।” প্রথম মন্ত্রে উপাসক, উপাস্য, সত্যবস্তু ও তাহার আবরণ উপাসকের নেত্রে ভাসিতেছে। সুতরাং ইনি রজোগুণে স্থিত। আপনাকে আবরণ উন্মোচনে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া সমর্থ উপাস্য দেবতাকে তাহা উন্মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রুতির ভাষায় “অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।” উপাসকের অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হয় উপাসক লোকৈষণাযুক্ত। তিনি আপন উপাস্য পুষনকে সর্ব্বাপদ্ বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ জানিয়াই পুষনের উপাসনাপরায়ণ হইয়াছেন। তিনি লোকৈষণাবশে কোন যজ্ঞাদিকর্ম্মে বহু পণ্ডিত আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের বিচার মুখে শুনিয়াছেন—পুষনাদি দেবতা হইতে অতিরিক্ত সত্যস্বরূপ পুরুষ আছেন। মায়ার হিরণ্ময় আবরণে আবৃত থাকায় তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। দেবতা আবরণ মোচন করেন নাই। উপাসকের সত্যবস্তু দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি

তখন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আহারাদি শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তদনুসারে উপাসক আহারাদি শুদ্ধি করতঃ সত্ত্বগুণে স্থিতিশীল হইয়াছেন। এইজন্য এখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বর একই মাত্র। অন্য দেবগণ তাঁহার নামান্তর বা বিভূতিমাত্র। এখনও উপাসকের আমি অসমর্থ এরূপ সংস্কার বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং প্রার্থনা করিয়াছেন সত্যস্বরূপের নিকট বর্ণ ও তেজোময় আবরণ উন্মোচনের জন্য। আবরণ উন্মোচনে ত্রিগুণাতীতের অবস্থা। আবরণ উন্মোচিত না হওয়ায় কোন সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ত্বং ও তৎ এর একতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুত গুরুবাক্যের মনন করিতে করিতে নিজ দেহস্থ পুরুষ ও সূর্য্য মণ্ডলস্থ পুরুষের একতা অনুভব হইয়াছে, তখন বলিয়াছেন, "সোঽহমস্মি"। এইজন্যই ভগবান্ গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

ঈশায় উল্লিখিত উপাসক রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে, সত্ত্বগুণ হইতে ত্রিগুণাতীতে যাইতে মননাদি নিমিত্ত যে কালক্ষয় হইয়াছে তাহা অতীব স্পষ্ট। এজন্য "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", শ্রুতি বলিয়াছেন এবং গীতাতে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" ইহাই গীতার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

এই ক্ষণে গীতাবক্তার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা সমীচীন। ভারতীয় আর্য্যগণ বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি আপনাদিগকে সনাতন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই মনে করেন। ভগবান বিষ্ণুর অনন্ত নাম, অনন্ত কাম ও অনন্ত ব্যবহার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে অনেকে নিত্য ভগবান্ বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিয়া থাকেন। সে অনন্ত নাম, কখনও বিভিন্ন দেবতার নামে কেহ কেহ বিনিয়োগ করেন। কাহারও ধারণা যে তাঁহারা পৌরাণিক দেবদেবী উপাসনাপরায়ণ। পৌরাণিক দেবতা কিছু স্বতন্ত্র নহে, সেই পুরাণ পুরুষের নামান্তরের প্রয়োগ মাত্র। পুরাণ শব্দের অর্থই যাহার পিতা মাতা নাই—স্বয়ম্ভু। কারণ পিতা মাতা থাকিলে তাঁহারা তাহা হইতে পুরাণ হইয়া থাকেন। সেই পুরাণ পুরুষের মহিমা ও কীর্তি প্রকাশই পুরাণের উদ্দেশ্য। যাহাকে গীতাতে পুরুষোত্তম বলেন তিনিই বেদ ও উপনিষদে ইন্ধমান্ ইন্দ্র, ইনি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র হইতে বিলক্ষণ। তাঁহারই নাম পরমব্রহ্ম। তিনিই

একা বহু নাম ধারণ করেন। ঋক্ বেদে ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স স্থপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" সেই বৈদিক ইন্দ্রই পুরাণে কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত। ঋগ্বেদে ইন্দ্র-সখা বিষ্ণু উপেন্দ্র ; (উপ+ইন্দ্র) যিনি ইন্দ্র সমীপে থাকেন। ঋ ৪।১৮।১১ মন্ত্রে "অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ত, সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব। হে সখে বিষ্ণো! যদি বৃত্র বধ করিতে চাও তবে বিক্রম প্রকাশ কর। ঋ ৯।৬৩।৩ মন্ত্রে "সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলসে অক্ষরৎ" ইহাতে ইন্দ্রই বিষ্ণু প্রতিপন্ন হয়। ঋ ৮।১০০।১২ "সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব।" একই কার্য-ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও বিষ্ণু নামদ্বয়ে অভিহিত গ্রহণ করিলেও বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ পৌরাণিক হইতেছেন না। পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান কল্পে বিষ্ণুকে ইন্দ্র বলিতে কোন বাধা নাই। মহাভারতে আদি পর্ব্বের ১ম অধ্যায়ে হরির কৃষ্ণবর্ণ কেশ যদুকুলে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করে। এজন্য কৃষ্ণকে কৃষ্ণ ও কেশব বলা হয়। কৃষ্ণো দ্বিতীয় কেশব সম্বভুব। কেশো যেহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ। ভাঃ পুঃ ২।৭।২৬ শ্লোকে কৃষ্ণ কেশের উল্লেখ আছে। ঐ পুরাণে ১১।৫।২১ শ্লোকে আদি বিষ্ণু "কৃতে শুক্ল চতুর্বাহু র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।" শিবের ধ্যানে শিবও শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ জটাধারী বিশ্বাত্ম বলিয়াই উক্ত হয়েন। এই শিব উপনিষদে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব। বিষ্ণু বা কৃষ্ণও অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্ব। রাম রহস্য উপনিষদে "রামং ত্রিনেত্রং সোমার্দ্ধধারিণং শূলিনং পরং। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দিনং উপাস্মহে।" বেদে ইন্দ্র বিষ্ণুর ন্যায়, গীতায় শিব বিষ্ণুর একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ; একাদশে কৃষ্ণই মহাকাল সংহর্ত্তা দেখান হইয়াছে। এই জন্য মহাভারতে কৃষি র্ভু বাচকো শব্দ ন তু নির্বৃতি বাচকঃ। "তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণমিত্যভিধীয়তে" বলা হইয়াছে। ঋ ১।৩২।১৫ মন্ত্রে ইন্দ্রই বিশ্বভুবনের ধারয়িতা। ঋ ৩।৩২।১১তে ইন্দ্রই জগতের গ্রাসকর্ত্তা। পুরাণে যে কৃষ্ণের চারি দেহ উক্ত হয় তাহারও আভাস আমরা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৫সূ ৪র্থ মন্ত্রে পাই। ঋ ১০।৫৪।৪ "চত্বারি তে অসূর্য্যানি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সন্তি।" কৃষ্ণদেহে সব বাস করে এই জন্য বাসু অথবা কৃষ্ণ সর্ব্বদেহে বাস করেন বলিয়া বাসু বলা হয়। উক্ত উভয় রূপে ইন্দ্রের স্থিতি জানিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে "বাসব" আখ্যা দিয়াছেন। তাহা ঋ ৩।৩৮।৪, ৩।৩২।৮, ৬।৪৭।১৮, ৮।৯৪।২, ৯।৯৬।১৮, ১০।৪৩।৬, ১০।৫৫।৩, ইত্যাদি মন্ত্রে জানা যায়। ঋ ৩।৫৩।৮ রূপং রূপং মঘবা বো ভবতীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাৎ।

ঋ. ৬।৪৭।১৮ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষনায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয় শতাদশ ॥" তেমনি ভগবান্ কৃষ্ণ মায়াযোগে সহস্র গোপী ও সহস্র কৃষ্ণ রূপে রাসলীলা করেন। ব্রহ্মাপহৃত গো ও রাখাল বালকগণের স্থলে মায়াদ্বারা গো ও রাখাল সৃজন করেন। এইরূপও পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরাণে ভগবান্ কৃষ্ণ অগ্নি বা রুদ্র হইতে চক্র প্রাপ্ত হন। তেমনি বেদে সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন, ইহা ঋ. ১।১৭৫।৪ ও ৪।২৮।২ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ. ৮।৯৬।৯ মন্ত্রে কৃষ্ণের শিশুপাল বধের ন্যায় চক্রদ্বারা অসুরের শিরশ্ছেদন বর্ণিত আছে। ঋ. ৪।৩০।১০ ও ১০।১৭।৬ মন্ত্রে শকট ভঙ্গের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে শকট ভঙ্গ কৃষ্ণের মহিমান্তর্গত। কৃষ্ণকৃত পুতনা বধের ন্যায় বধোদ্যতা স্ত্রী বধ ইন্দ্রকৃত বলিয়া ঋ ৪।৩০।৮ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ ৩।১৮।৮ মন্ত্রে ইন্দ্রকে কৃষবা গ্রাস করিলে ইন্দ্র তাহাকে বধ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। ইহা অঘাসুরের গ্রাসমুক্ত কৃষ্ণের কার্যের ন্যায়। কালীয়হ্রদে অহিদমনবৎ, জলাবৃত প্রদেশে বৃত্র রূপ অহিবধ ইন্দ্র করেন, এমত ঋ ২।১১।৯ ও ৮।৩৬।১, ৪ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। গোবর্দ্ধন ধারণ ভগবান্ কৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম। ঋ ২।১২।৯, ৪।১৬।৮, ৬।১৮।৫ মন্ত্রে ইন্দ্রকে পর্ব্বতধারী, পর্ব্বত সঞ্চালক রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের দুগ্ধ-ননীপ্রিয়তা ঋ ৯।৬৬।১৩ এবং ৯।৬৮।৯ মন্ত্রে ইন্দ্রতেও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ঋ ১।৬১।৪৬ মন্ত্রে ইন্দ্র গড়ুত্মান্, কৃষ্ণও গড়ুত্মান্ (ভাগ পুরাণ ৪।৯।১)। ঋ ৩।৪৪।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রকে হরি ঋ ১০।৮২।৬ মন্ত্রে অজনাভ যাহা হইতে বিশ্বভুবনের উৎপত্তি ঘটে। ঋ ১।৮২।৪ ও ১০।১০৩।৬ মন্ত্রে গোবিন্দ শব্দে ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে। এইরূপে বৈদিক দেবতারই পূজা কৃষ্ণ নামে পুরাণে বলা হইয়াছে। পুরাণে অন্যান্য অবতার অপেক্ষা কৃষ্ণের মহিমাদৃষ্টে কৃষ্ণকে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের অভ্যুদয় দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে ঘটিয়াছিল। তখন অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভযুক্ত পরস্বাপহরণকারীর সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে তাহাদের ভার বহন করা পৃথিবীর পক্ষে দুর্ব্বিসহ হইয়াছিল। পৃথিবীর করুণ প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। এই ভূভার হরণ উপলক্ষে গ্রসিষ্ণু দেবতারূপে ক্ষাত্রশক্তির বিলোপ সাধন আর্য্য সভ্যতার পতনের কারণ হইয়াছিল, তাহা গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠে জ্ঞাতব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণচরিত পাঠ করিয়া বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও দ্বারকার

কৃষ্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বয় বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বিভিন্ন প্রকারের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে অন্যান্য অবতারকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারই জীবনের শেষাংশে অর্থাৎ দ্বারকাবাসীরূপে তাঁহার কোন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখা যায় না। পুরাণ পাঠে (ভাগ ৩৷২৷২৬) জানা যায় ভগবান্ কৃষ্ণ গোকুল ও বৃন্দাবনে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিরাজমান ছিলেন। "একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে বাস করিয়াছিলেন। তৎপর মথুরাগমনে কংসবধ করিলে মগধাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধ, জামাতা কংসের মৃত্যু সংবাদে কুপিত হইয়া, অযুত সৈন্যসহ শূরসেনরাজ্য ও তাহার রাজধানী মথুরা আক্রমণ করেন। প্রবল আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া যাদবগণ কৃষ্ণ রামাদি সহ শূরসেনরাজ্য ও রাজধানী মথুরা ত্যাগ করিয়া রাজপুতনা ও সিন্ধুদেশের মরুভূমি অতিক্রমে সমুদ্রতটে কুশস্থলী দেশে গমন করিয়া দ্বারকা নগরী নির্ম্মাণে তথায় বাস করেন।

মরুভূমিতে অন্ন জলের অভাব থাকায় মহারাজ জরাসন্ধ নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। বর্ত্তমানে তীর্থযাত্রীগণ-দৃষ্ট গোমতি দ্বারকা, ভেট দ্বারকা ও মূল দ্বারকা যাহা পরস্পর ৬০।৭০ মাইল বিভিন্ন স্থানে স্থিত তাহাতে দ্বারকার আয়তন সম্বন্ধে আমরা কতক ধারণা করিতে পারি। এইখানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে কূটরাজনীতি পরিচালনে অনুগত করিয়াছিলেন এবং তৎকালে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে রাজচক্রবর্ত্তী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কংসবধে শূরসেন রাজ্য আপন হস্তে আসিলেও তিনি তাহা কংসের পিতা উগ্রসেনকে প্রদান করেন ও মহারাজ যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভারতের সামন্ত-রাজগণ কৃষ্ণানুগত হইলেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেই রাজচক্রবর্ত্তী করেন। এই ত্যাগের মহিমায় কৃষ্ণ মহিমান্বিত। শাস্ত্র বলেন, প্রলয়ান্তে সূক্ষ্মভাবেস্থিত কর্ম্ম সংস্কারানুযায়ী সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঋ ১০।১৯০ সূক্তে ঋতঞ্চ মন্ত্রে "যথাপূর্ব্বম-কল্পয়ৎ" বাক্য দৃষ্ট হয়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১৮-১৯ শ্লোকে "রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে" বাক্য আছে। অতীব প্রাচীন কালে ভগবান ইন্দ্র নাম ধারণে যে সমস্ত ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন, বর্ত্তমান কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই সমস্ত ক্রীড়ারই পুনরভিনয় পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের বাল্য লীলায় একাদশ বর্ষকাল মধ্যে কৃষ্ণ যে সব ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গো ও রাখাল বালক অপহরণ ঘটিলে তাহার পূরণার্থ যে গো ও রাখাল সৃষ্টি ঘটে তাহা এবং কৃষ্ণের

রাসলীলায় যে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন তাহা তাঁহার প্রদর্শিত অন্য ঐশ্বর্য্যকে অত্যধিক রূপে অতিক্রম করে। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এই রাসলীলাতে পরনারী-হরণাদিরূপ কুৎসিত ব্যাপার আরোপ করেন। শাস্ত্র পঠন পাঠনের অভাবই ইহার মূল কারণ এবং আর্য্যগণের আদর্শ ভাবধারা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না থাকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহা স্বরূপতঃ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন। তাহাদের পুস্তকের ভূমিকা পাঠে পণ্ডিতম্মন্যমানা তাহাদের শিষ্যগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই গতানুগতিক ন্যায় অনুসরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, রামাবতারে যখন ভগবান বনে গমন করেন তখন বনের অনেক মুনি ও তপস্বিগণ তাহার রূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের আলিঙ্গন-সুখ প্রার্থী হন। তখন ভগবান তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—এই লৌহ সদৃশ কঠিন অঙ্গস্পর্শের বিশেষতঃ পুরুষে-পুরুষে আলিঙ্গনের সুখ বস্তুতঃ সুখকর হয় না। আপনারা জীবনাবসান-কালে স্ত্রীরূপে ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থী হইয়া দেহত্যাগ করিবেন এবং তৎপরে আমার পরবর্ত্তী অবতার কালে স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহে আলিঙ্গন-প্রার্থী হইবেন, তখন কোমলাঙ্গে আপনাদের আলিঙ্গন-সুখ-স্পৃহার পরিতৃপ্তি সাধন করিব। তদনুসারে কৃষ্ণাবতারে সেই মুনি তপস্বিগণ ভগবানের আবির্ভাবের কিয়ৎকাল পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবদুক্ত "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।"—গী ৬।৪৩ বাক্য অনুসারে গোপীগণ কৃষ্ণের আলিঙ্গন-সুখ কামনায় কাত্যায়ণী দেবীর আরাধনা করেন। ভগবান তাঁহার পুর্ব্ব অবতারে প্রদত্ত বাক্য সত্যতায় পরিণতির জন্য চিন্তা করিলেন। গোপীগণ যৌবনপ্রাপ্তা উদ্বাহিতা হইয়া কেহ বা পুত্রান্বিতা। এমতাবস্থায় পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন-সুখ দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। ভগবান তাহাদিগকে আলিঙ্গন দিলে অসৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। সুতরাং তিনি সপ্তদশ হইতে একাদশ বর্ষীয় বালক অবস্থাযুক্ত হইলেও সমাজ উচ্ছৃঙ্খল না হয় এজন্য যত গোপীকে আলিঙ্গন দিতে হইবে বিনা উপাদানে সত্য সঙ্কল্প দ্বারা যোগমায়া ঐশ্বর্য্যে তত গোপী সৃজন করিলেন। কার্ত্তিক পৌর্ণমাসী রাত্রিতে গোপীরূপধারী তপস্বিগণকে আলিঙ্গন দেওয়ার ব্যবস্থা করতঃ তিনি মায়িক গোপীগণকে গোপগণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন, পতি পিতা ভ্রাতাগণ জানিতে পারিলেন না যে তাহাদের স্ত্রী কন্যা বা ভগিনী অভিসারে গিয়াছেন। এক রাত্রিতে একক এত গোপীকে আলিঙ্গন-সুখ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় যত সংখ্যক গোপী ছিল তিনি তত সংখ্যক কৃষ্ণ সৃষ্টি করিলেন। এই নব সৃজিত কৃষ্ণ ও গোপীগণের আলিঙ্গনাদি-

সুখ লাভে সত্য রক্ষা ঘটিলে রাত্রি অবসানে আসল গোপীগণ নিজ নিজ পতি পুত্রাদির গৃহাগত হইলে নকল গোপীগণ ও নকল কৃষ্ণগণ তিরোহিত হইলেন। অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসি বাক্যে যাঁহাকে প্রকাশ করে তাঁহার সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। তাঁহার অচ্যুত ভাবেরও চ্যুতি ঘটে নাই। কেহ কেহ বলেন যে যত দেহধারী সবই প্রকৃতি, কৃষ্ণ একাই পুরুষ, সর্ব্বঘটে রমণ করেন ইহাই নিত্য রাস লীলা। এইটি বৈদান্তিক সত্য। প্রকৃতির আবরণ-রূপ দেহ সকলে সেই একই পরম পুরুষ বিরাজিত। তিনিই সকল দেহে ভোক্তা, দেহ ভোগ্যা, গোপীস্থানীয়। গোপী অর্থ গো, অপি ; গো ক্ষিতিকে বলে, সুতরাং পঞ্চ মহাভূতকে লক্ষণায় লক্ষিত করে। অতএব গোপী অর্থ পাঞ্চভৌতিক সংঘাত। সংঘাত পরার্থা হইয়া থাকে, পরের অর্থ সাধন করে। বুদ্ধি-রূপ গুহায় অন্তর্য্যামীকে ধারণে পরম পুরুষের জ্ঞাপক হয়। মুনি তপস্বিগণ তপস্যার ফল স্বরূপে আলিঙ্গন-সুখ পান নাই ; ভগদ্বাক্যের জন্যই আলিঙ্গন-সুখ পাইয়াছেন। তাঁহাদের সেই তপস্যার ফলও ভগবান গোপীগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা ভগবত পুরাণের ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ের শেষ ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখে—

অধ্যাত্ম শিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীব কোশমজীজহৎ ॥ ৪৭।

কোন গ্রন্থে কোশাস্তমধ্যগন্ পাঠ দৃষ্ট হয়। কোশাঃ তম্ অধ্যগন্। তপস্বিগণ আত্মকৃপা করায় গুরুকৃপা ও ঈশ্বরকৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে কার্য্য করতঃ হীন যোনি লাভ করিলেও ঈশ্বরকৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ গুরু। ভাগবত পুরাণে ভগবান বলিয়াছেন—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কালে হলধর অবতার হইলেও কৃষ্ণের কি মহিমা লোককে জানাইবার জন্য একদিন বনে গোচারণ কালে ভগবান কৃষ্ণ আহারান্তে নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মা সব রাখাল ও গোগণকে অপহরণ করেন। কৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন রাখাল ও গোগণ নাই ; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতঃ গো ও রাখালগণকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া কোন সাড়া না পাইয়া বুঝিলেন ইহা দৈবকার্য্য, তখন যে বাটীর যেমন রাখাল ও যেমন গোগণ, বিনা উপাদানে অবিকল তেমন সকল সৃষ্টি করিয়া রাখাল ও গোগণকে লইয়া আপন আপন গৃহে পৌছাইয়া দেন। বর্ষ অতীতে এক দিবস বনে আহার করিয়া কৃষ্ণ নিদ্রাগত হইলে ব্রহ্মা

অপহৃত গো ও রাখালগণকে প্রত্যর্পণ করেন। কৃষ্ণ নিদ্রান্তে উঠিয়া দেখিলেন দুই দল রাখাল ও গো হইয়াছে, তখন তাঁহার ইঙ্গিতে বিনা উপাদানে নির্ম্মিত রাখাল ও গোগণ আকাশে মিলাইয়া গেল। এই সকল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে ভগ বা ঐশ্বর্য্যবান্ বলা হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য যতই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হউক না কেন, সজ্জন হিতায় ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ এইজন্য যে, যে ভগবান্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা তিনিই ব্রহ্মাপহৃত গোরাখালগণ এবং রাসলীলার কৃষ্ণ গোপীগণেরও রচয়িতা। উভয়ত্র একই মায়ার যোগৈশ্বর্য্যের বিকাশ। সুতরাং এই বিশ্ব উপাদানবিহীন কেবল ইচ্ছাপ্রসূত বলিতে হয়। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন যে কলিকালে বেদের বা বেদসম্মত শাস্ত্রের লোপ ঘটিবে, এইজন্য বৈদিক ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য গীতাশাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা অমৃততুল্য। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উত্থানে বৈদিককর্ম্ম অবসন্নতা প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই অমৃতময়ী গীতাকে অবলম্বন করিয়া ইহার ভাষ্য করতঃ, ইহার সহিত বেদের সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ বেদন্তসূত্রের ও দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করেন। এই তিন গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি আচার্য্যগণ এই প্রস্থানত্রয়ের উপরেই আপন আপন মতবাদের প্রচার করিয়াছেন; ইহা দ্বারাই গীতোক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে বাক্যের সার্থকতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ ॥

গ্রন্থকার

গীতা বোধিনী

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধর্ম্ম অর্থে পুণ্য কর্ম্ম, ধর্ম্মনামা দেবতা, জ্ঞান বা আত্মা, গুণ বা বিশেষণ হয়। কুরু ব্রহ্মা বা কোন রাজার নাম। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র (অন্ধ) তাঁহার মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন। ধর্ম্ম অর্থ পুণ্য গ্রহণে, ধর্ম্মক্ষেত্রে অর্থ হয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র নামক অবিমুক্ত ক্ষেত্রে—দেবগণের দেব যজনস্থানে ব্রহ্ম নিবাসভূমে—ব্রহ্মাবর্ত্তে। ইহা আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত। মামকাঃ—মমত্ববুদ্ধিযুক্ত সংসারী বা আমার পুত্রগণ। পাণ্ডবাঃ—বিচক্ষণ বিচারশীল সংসারে বিরক্ত বা পাণ্ডুপুত্রগণ। সঞ্জয়—যিনি সম্যকরূপে রাগদ্বেষাদি জয় করিয়াছেন, যুদ্ধেচ্ছায় সমবেত মম পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের রজোগুণাত্মক চিত্তবৃত্তি সত্ত্বগুণাধিক্য তীর্থবাসিগণের সংস্পর্শে যুদ্ধ হইতে বিরত হইল কি? অথবা পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত পক্ষদ্বয় এখন কি কার্য্যরত তাহা বল। ব্যাসদেব বর দেন যে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে কে কি করে বা বলে তাহা দর্শন শ্রবণ করিতে সমর্থ হইবে। এই জন্যই সঞ্জয়কে প্রশ্ন করা।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অনীকং—সৈন্য। ব্যূঢ়ং—সজ্জিত, (নীতি শাস্ত্রানুসারে কোন আকারবিশেষে)। আচার্য্য, গুরু। উপসঙ্গম্য—নিকটে গিয়া। সঞ্জয় উত্তরে বলিলেন, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমীপে গিয়া এই কথা বলিলেন। এখানে ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ দ্রোণকে আচার্য্য বলা ও দুর্য্যোধনকে রাজা বলা হইল কেন? ব্যাসদেব বড় কবি, তাঁহার পক্ষে শব্দ যোজনায় ব্যর্থ শব্দ ব্যবহার করা দোষাবহ। রাজা যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া রাজ্য শাসন করেন, তিনি বটেন। মহাভারতে পৃথু প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া রাজা

উপাধি লাভ করেন বর্ণিত আছে। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।" মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের দশম অধ্যায়ের ১৬, ২০ ও ২১ শ্লোকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বনে বনে যাইবার পূর্ব্বে হস্তিনাপুরের প্রজাগণের সভায় তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণকালে প্রজাগণ বলিয়াছে :—

"পিতৃবদ্‌ভ্রাতৃবচ্চৈব ভবন্তঃ পালয়ন্তি নঃ।
ন চ দুর্য্যোধনঃ কিঞ্চিদযুক্তং কৃতবান্নৃপ ॥ ১৬ ॥
ভবত্‌দ্বীক্ষণাচ্চৈব পাণ্ডুনা পৃথিবীক্ষিতা।
তথা দুর্য্যোধনেনাপি রাজ্ঞা সুপরিপালিতাঃ ॥ ২০ ॥
ন স্বল্পমপি পুত্রস্তে ব্যলীকং কৃতবান্নৃপ।
পিতরীব সুবিশ্বস্তাস্তস্মিন্নপি নরাধিপে ॥" ২১ ॥

পিতৃব্য-পুত্রগণসহ রাজ্য লইয়া গোলযোগ ঘটাইলেও প্রজাপালনব্রতে বা রাজন্যগণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা মহাভারত সাক্ষ্য দেয়। দ্রোণ আচার্য্য পদবীর লোক ছিলেন। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পারগ ছিলেন তাহা মহা, দ্রোণপর্ব্ব ১৮৯ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক "বেদ বেদাঙ্গ বিদুষঃ সত্যধর্ম্মরতস্ততে।" ঐ ১৯১ অধ্যায়ে ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। "দ্রোণোঽপি শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য পরমং সাম্যমাস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥ তথোক্তা যোগমাস্থায় জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ। পুরাণং পুরুষং বিষ্ণুং জগাম মনসা পরম্ ॥ ৫০ ॥ ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ। ব্রহ্মলোকে গতে দ্রোণে" ইত্যাদি। দুর্য্যোধনকে রাজা বলা কেন ? ইহার উত্তরে এমন বলা যাইতে পারে, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের পুত্র জন্মিতেই যেমন 'King of Rome' title হইয়াছিল তেমনি দুর্য্যোধন জন্মিতেই কুরুগণের রাজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ; কারণ পাণ্ডু সস্ত্রীক বনে যাইবার সময় সমস্ত রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব—১৪৮ অধ্যায়ের ৩-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। "তথা-পাণ্ডুনরপতিঃ সত্যসন্ধোজিতেন্দ্রিয়ঃ। রাজা কুরুণাং ধর্ম্মাত্মা সুব্রতঃ সুসমাহিতঃ ॥৩। জ্যেষ্ঠায় রাজ্যমদদদ্ধৃতরাষ্ট্রায় ধীমতে। যবীয়সে তথা ক্ষেত্রে কুরুবংশ-বিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪। ততঃ সিংহাসনে রাজন্ স্থাপয়িত্বৈনমচ্যুত। বনং জগাম কৌরব্যো ভার্য্যাভ্যাং সহিতোনৃপঃ ॥" ৫। মহা, আদিপর্ব্ব ১২৬অ—২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তাপসা উচুঃ 'হিত্বা রাজ্যঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ স মহাত্মা মহাযশঃ। অস্মিন্ স্থানে তপস্তপ্তুং তাপসান্ শরণং গতঃ ॥'২। বিশেষতঃ রাজা পাণ্ডু গন্ধমাদন (তিব্বত দেশে) থাকাকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করার পর তাঁহার হস্তিনাপুর সহ সর্ব্ব সম্পর্ক-ছেদন হওয়ায় দুর্য্যোধনই ভাবী রাজা। রাজা পাণ্ডু প্রব্রজ্যাবলম্বনের পর অর্থাৎ civil death হওয়ার পর স্ত্রীগণকে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে অনুমতি দেন। সে পুত্রগণও হিমালয়ে ১৫ বর্ষ থাকিয়া ষোড়শবর্ষে হস্তিনায় আগমন করেন। তৎ যথা—“পাণ্ডবা নামিহায়ুষ্য শৃণু কৌরবনন্দন। জগাম হস্তিনাপুরং ষোড়শাব্দা যুধিষ্ঠিরঃ। পঞ্চদশাব্দোভীমস্তু চতুর্দ্দশাব্দো ধনঞ্জয়ঃ। ত্রয়ো দশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতু র্নাগসাহ্বয়ম্।” মহাভারত আদি পর্ব্বের ১২৪অ ৩০-৩১ শ্লোকে—“সিংহদর্পামহেষ্বাসা সিংহ বিক্রান্তগামিনঃ। সিংহগ্রীবা মনুষ্যেন্দ্রোববৃধুর্দেববিক্রমঃ ॥৩০। বিবর্দ্ধমানাস্তেতত্র পুণ্যে হৈমবতে-গিরৌ। বিস্ময়ং জনয়ামাসুর্মহর্ষীনাং সমেয়ুষাম্ ॥”৩। এই গন্ধমাদনেই ইঁহাদের অধ্যয়নাদি লাভ ঘটে তাহা মহা, আদি, ১২৬অ “পুত্রাণাং জন্মবৃদ্ধিঞ্চ বৈদিকাধ্যয়নানিচ। পশ্যন্তঃ সততং পাণ্ডোঃ পরাং প্রীতিমবাপ্সথ ॥২৮। এ কারণ পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুর প্রবেশকালে প্রজাগণের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে ইহারা পাণ্ডুপুত্র নয়। তাহা নিরাকরণার্থ দৈববাণীর সাহায্য ঋষিকে লইতে হইয়াছে। মহা, আদিপর্ব্বের অনুক্রমণিকাপর্ব্বে ১ অ—১১৯ শ্লোক—“যদাচিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্যেতি চাপরে ॥১১৯। উচ্যতাং স্বাগতমিতি বাচোঽশ্রূয়ন্তসর্ব্বশঃ ॥”১২০। পাণ্ডুর পুত্রাদি থাকার সংবাদ হস্তিনাপুরবাসিগণ জানিত না। এইজন্য দুর্য্যোধন জন্ম হইতেই রাজা। ভীষ্মাদি শিশু রাজাকে কোলে করিয়া মানুষ করেন তাই তাঁহারা রাজা দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ॥
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

চমূ—সৈন্য। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনাপতি। ধীমান—বুদ্ধিমান। হে আচার্য্যদেব পাণ্ডুপুত্রগণের বৃহৎসেনা দেখুন। উহা আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সজ্জিত হইয়াছে।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য্য একই গুরুর সেবারত ছিলেন। একদা দ্রোণ দুঃস্থে পতিত হইয়া দ্রুপদরাজ সমীপে গমন করিলে রাজা তাহাকে অবহেলা করেন। দ্রোণ তৎপর হস্তিনাপুরে রাজকুমারগণের শিক্ষার ভার লয়েন এবং রাজকুমারেরা পাঠসাঙ্গে দক্ষিণা দিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আচার্য্য দ্রোণ রাজ্য দ্রুপদকে ধৃত করিয়া আনিতে বলেন। রাজকুমারগণ মিলিত হইয়া পাঞ্চালরাজকে পরাস্ত করতঃ ধৃত করিয়া আনয়ন করিলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দ্রুপদের বন্ধনমোচনে বলেন—অদ্যাবধি পাঞ্চালরাজ্য দুইভাগে

বিভক্ত হইল, উত্তর পাঞ্চাল আমার রহিল। রাজা দ্রুপদ এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া বনে তপস্যা করেন ও দেবতা হইতে বর প্রার্থনা করেন যে দ্রোণের বধ-সমর্থ পুত্র চাই। দেবতা এক যজ্ঞ করিতে বলেন্। তাঁহার যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্থিত হন। ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় যে এই যজ্ঞজাত পুত্র দ্রোণের বধ সাধক হইবে। কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন বয়স্থ হইলে দ্রোণ সমীপে আসিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নকে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি করিয়াছিলেন। আচার্য্য অর্জ্জুনপ্রিয় ছিলেন বলিয়া শ্লথহস্তে যুদ্ধ না করেন এই উদ্দেশ্যেই রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলেন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥

শূর—বীর। মহেষ্বাসা—ধনুর্বিদ্যায় ধুরন্ধর। এই পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ভীম ও অর্জ্জুনের মত শূরসকল আছেন। যুযুধান (ইহার প্রসিদ্ধ নাম সাত্যকি)। বিরাট—মৎস্য দেশের রাজা, দ্রুপদ পাঞ্চালরাজ, ইহারা মহারথ। "একাদশ সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্র-শাস্ত্র-প্রবীণশ্চ স বৈ প্রোক্তো মহারথঃ। অমিতান্ যোধয়েৎ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথস্ত্বেকেন যোদ্ধাস্যাৎ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ।"

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥

নরপুঙ্গব—পুং গোর ন্যায় উৎসাহ বীর্য্যসম্পন্ন নর। ধৃষ্টকেতু, চেকিতান্, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুঙ্গব শৈব্য।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

দশহাজার সহ যে রথী লড়িতে সমর্থ তাহাকে মহারথ বলে। বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, সৌভদ্র অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়াশ্চ—প্রতিবিন্ধ, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতকর্ম্মা। এরা সব মহারথ, দ্রৌপদীর গর্ভজাত।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

বিশিষ্ট—শ্রেষ্ঠ। নিবোধ—জান। আমাদের পক্ষে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন, হে দ্বিজোত্তম! তাহা আপনি শুনুন। আপনার অবগতির জন্য আমার সেনাপতিগণের নাম করিতেছি।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

সমিতিঞ্জয়—যুদ্ধবিজয়ী। আপনি, ভীষ্মদেব, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ (ধার্ত্তরাষ্ট্র), সৌমদত্তি (ভূরিশ্রবা), জয়দ্রথ।

অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

ত্যক্তজীবিতা—জীবন দান করিতে ইচ্ছুক। আরও আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নানাশস্ত্রাস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ যুদ্ধবিশারদ্ কৃতবর্ম্মাদি অন্যান্য বহু বীরগণ উপস্থিত আছেন।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

ভীষ্মরক্ষিত আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী ভীমরক্ষিত পাণ্ডবগণের সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরিবেষ্টনে সমর্থ। পাণ্ডবসৈন্য তাহাতে অসমর্থ। আপ্ত শব্দ আপ্লৃ ব্যাপ্তি ধাতু নিস্পন্ন পরি সমন্তাৎ আপ্তং ব্যাপনযোগ্যং। পর্য্যাপ্ত শব্দের কেহ কেহ সমর্থ অর্থ করেন। অপর্য্যাপ্ত অসমর্থ বলেন। অহঙ্কারী দুর্য্যোধন চির অভী—ভয় পাইবার লোক নয়, সুতরাং সপ্ত অক্ষৌহিণী একাদশ অক্ষৌহিণীকে পরাজিত করিবে এ ভয় না হওয়াই সম্ভব। মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্ব্বে ১অ ১৫ শ্লোকে—"স এষ ক্ষত্রধর্ম্মেণ স্থানমেতদবাপ্তবান্। ভয়ে মহতি যোঽভীতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥"১৫॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অয়ন—মার্গ, পথ। রবিমার্গকেও অয়ন বলে। ব্যূহ প্রবেশ মার্গে, স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। সেনাপতি মরিলে সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয় বলিয়া সেনাপতিরক্ষার্থ উপদেশ।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

পিতামহ পিতার পিতাকে বলে। ব্রহ্মাকে বলে পিতামহ। এখানে ভীষ্ম পিতামহ দুর্য্যোধনাদির, পিতার জ্যেষ্ঠতাত জন্য। দুর্য্যোধনকে খুসী করিবার জন্য কুরুকুলের বৃদ্ধ, দুর্য্যোধনাদির পিতামহ ভীষ্মদেব সিংহনাদ করতঃ শঙ্খ বাজাইলেন। ইহা যুদ্ধারম্ভের সূচক।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

তৎপর শঙ্খ, ভেরী, পনব (মাদল) আনক,(ঢাক) গোমুখ (সিঙ্গা) ইত্যাদি বাদ্য সহসা বাজিয়া উঠিল। তাহাতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

হয়—ঘোটক। স্যন্দন—রথ। মাধব—মা+ধব, মাধব যার ধব অর্থৎ পতি নাই তিনি জগৎপতি তাঁহার রক্ষক কেহ নাই, কৃষ্ণ। পাণ্ডব—পাণ্ডু-পুত্রগণ, এখানে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াছে, কারণ অর্জ্জুনের রথের সারথি কৃষ্ণ হইয়াছিলেন। দিব্য—দেব হইতে আগত। তৎপর শ্বেতবর্ণ ঘোটক যুক্ত মহান্ রথে স্থিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

পাঞ্চজন্য=পঞ্চজন সম্বন্ধিনী। পঞ্চজন দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নর। কেহ বলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শ্বপচ—এই পঞ্চ জাতীয় প্রজা বা পঞ্চনদ-তীরস্থ জন। অথবা পঞ্চজননামা কোন দৈত্য হইতে আগত। পঞ্চজন শব্দ হইতেই পঞ্চায়ৎ শব্দ হইয়াছে। হৃষীকেশ—হৃষীক ইন্দ্রিয় তাহার ঈশ নিয়ন্তা। দেবদত্তং—দেবতা প্রদত্ত শঙ্খ। ধনঞ্জয় অর্জ্জুনের নাম। অর্জ্জুনের দশ নাম, যথা—অর্জ্জুন, ফাল্গুনী, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বিভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়। পৌণ্ড্র—পুণ্ড্র দেশোদ্ভব। বৃকোদর—ভীমসেন। বৃকের ন্যায় বহুভোজী। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নামা শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামা শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীষণকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামা শঙ্খ বাদন করিলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমনিপুষ্পকৌ ॥১৬॥

কুন্তীর পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামা শঙ্খ ও নকুল সহদেব সুঘোষ ও মনিপুষ্পক নামা শঙ্খ বাদন করিলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥

মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী,ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

দ্রুপদরাজা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, সকল পৃথিবীপতিগণ, মহাবাহু সুভদ্রার পুত্র ইহারা পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ সকল বাজাইলেন। মহাবাহু (দীর্ঘবাহু) পৌরুষের লক্ষণ।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

ঘোষ—শব্দ। সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের ও তৎপক্ষীয়ের হৃদয় সকল (যেন) বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, আকাশ, পৃথিবী সেই তুমুলনাদে নাদিত হইল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

হে মহীপতে! অনন্তর শস্ত্র সম্পাত আরম্ভন হইলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সৈন্য সুসজ্জিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন করতঃ হৃষীকেশকে তখন এই বাক্য বলিলেন। অর্জ্জুনের রথের উপর কপি অঙ্কিত পতাকা থাকিত, এজন্য কপিধ্বজ বলে। হৃষীক—ইন্দ্রিয়, তাহার ঈশ—ইন্দ্রিয়গণের পরিচালয়িতা—কৃষ্ণ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥

অচ্যুত=যাঁহার চ্যুতি নাই। নিত্যই একরূপ নির্ব্বিকার, কৃষ্ণ। হে অচ্যুত! উভয় পক্ষের সেনা মধ্যে আমার রথ রাখুন।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥

যে পর্য্যন্ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কাহার সহিত যুদ্ধকর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় না হয় তাবৎ আমি যুদ্ধার্থিগণকে দেখিব। সমকক্ষ ব্যক্তিসহ যুদ্ধ করিতে হয়। অল্প বলবীর্য্যসম্পন্ন সহ মহাবলবান যুদ্ধ করেন না। যেমন হ্রদ-জলের নিম্নে যোগবলে বিশ্রামকারী রাজা দুর্য্যোধন হ্রদ-জল হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আহ্বানে উঠিয়াছিলেন যে পঞ্চপাণ্ডব মধ্যে যে কেহকে পরাস্ত করিলেই রাজ্য তাহার। রাজা দুর্য্যোধন তখন একাকী অসহায়, তিনি নকুল, সহদেব বা মহারাজ যুধিষ্ঠির বা অর্জ্জুন সহ গদাযুদ্ধ করিলে রাজ্য পাইতেন, কিন্তু তিনি ঐ সকল গদাযুদ্ধে অক্ষম ব্যক্তিকে ত্যাগে গদাযুদ্ধনিপুণ ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করেন।

যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

যোদ্ধাগণ যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়-কামনায় এখানে উপস্থিত তাহাদিগকে দেখিব।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥

গুড়াকেশ=গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ নিদ্রাজয়ী অথবা গুড়া ঢেউতোলা কেশ বাবরি চুল যাহার। হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জ্জুনের আদেশে হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে উত্তম রথখানি স্থাপন করিলেন।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

মহীক্ষিতাম্=রাজাগণ। পার্থকে কৃষ্ণ বলিলেন—এই যে ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ সব রাজাগণ ইহারা কৌরবপক্ষে সমবেত হইয়াছেন, ইহাদিগকে দেখ। এই শেষ দর্শন, পশ্চাৎ ইহারা আর থাকিবেন না। আমার কবলগত হইবেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

পিতৄন্=পিতার ভ্রাতা সম্পর্কিত পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিগণকে লক্ষ্য করে। যেমন ভূরিশ্রবা প্রভৃতি। পিতামহান্—ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিকাদি। মাতুলান্—শল্য, শকুনি প্রভৃতি। আচার্য্যান্—দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্যাদি। ভ্রাতৄন্—দুর্য্যোধনাদি। পুত্রান্—লক্ষ্মণ অভিমন্যু প্রতিবিন্ধ্যাদি। পৌত্রান্—লক্ষ্মণাদির পুত্রান্। সখীঃ—অশ্বত্থামাদি। শ্বশুরান্—দ্রুপদাদি। সুহৃদ্—অত্যাগসহনোবন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রীড়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন দেখিলেন পিতৃস্থানীয় পিতামহস্থানীয় আচার্য্যপদবীয়, মাতুলস্থানীয়, ভ্রাতৃস্থানীয়, পুত্রস্থানীয় পৌত্রস্থানীয়, সখা, সুহৃদ, শ্বশুরাদি সব উভয়পক্ষে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

বন্ধু বন্ধনে। যাহারা সংসারে বন্ধন করিয়া রাখেন। বন্ধবঃ পিতৃমাতৃতঃ অত্যাগসহনোবন্ধুঃ। যাহার ত্যাগ সহন করা যায় না। অর্জ্জুন এই সকল

বন্ধুজনকে উভয়পক্ষে সজ্জিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিষাদিতচিত্তে বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

কৃষ্ণ=কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥
মহা। উদ্যোগ।

অথবা কৃষি কর্ষণে, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করতঃ স্ব স্ব কক্ষে স্থিতিশীল করিয়াছেন। বা চিত্তাকর্ষক। হে কৃষ্ণ! এই সকল স্বজনকে যুদ্ধে সমবস্থিত দেখিয়া (ইহারা এখানেই সব হত হইবে আশঙ্কায়) আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। মুখ শুকাইয়া যাইতেছে।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

মহাভারতে উক্ত যে খাণ্ডবদাহন কালে অর্জ্জুন অগ্নি হইতে গাণ্ডীবধনু, অক্ষয় তূনীর, কপিধ্বজ রথ ও কৃষ্ণচক্র প্রাপ্ত হন। আমার শরীর কাঁপিতেছে রোম সব খাড়া হইতেছে, ত্বক্ যেন দগ্ধ হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীবধনু খসিয়া পড়িতেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

কেশব=কে কারণ সলিলে শববৎ ভাসমান জন্য কেশব। অথবা মহাভারতে আদিপর্ব্বে ১ম অধ্যায়ে বলে—স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হ শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ। তয়োরেকো বলদেবো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয় কেশব সম্বভূব। কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥ হরির কৃষ্ণকেশাৎজাত জন্য কেশব ও কৃষ্ণনাম। নিমিত্ত অর্থ হেতু, লক্ষণ। কোন কোন লক্ষণ শুভ হয় যেমন প্রসন্নদিক্, দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি; মলয় পবন। বামে শিবা ইত্যাদি। ধূমকেতু উদয়, ঝড় তুফান, ডাইনে শিবা, বামে সর্প ইত্যাদি দুর্লক্ষণ।

হে কেশব। আমি স্থির থাকিতে সক্ষম হইতেছি না, মন ঘুরিতেছে, বিপরীত দুর্লক্ষণ সব দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

আহব=যুদ্ধ। শ্রেয়ঃ=মঙ্গল। হে কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধে বিজয় কি রাজ্য বা তৎজনিত সুখ সকল চাই না। স্বজনগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া কোন শ্রেয় লাভ হইবে—এমন ভাব দৃষ্টিপথে আসিতেছে না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেবামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দ=গোভিঃ, বেদান্তবাক্যৈঃ বিন্দ্যতে ইতি গোবিন্দঃ। অথবা গোবিন্দ বেদনাদ্ গবাম্। হে গোবিন্দ! যাহাদের জন্য রাজ্যভোগ সকল ও সুখ সমুদয় লোকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা যদি না থাকে তবে তেমন রাজ্যভোগ ও জীবনে কি প্রয়োজন? শ্রাদ্ধে, বিবাহে ও শুভকার্য্যে জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া একত্র ভোগই আর্য্য পরিবারে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

এই সকল আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে ধনে প্রাণে মরিতেছে। আচার্য্যগণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রস্থানীয়গণ, পিতামহস্থানীয়গণ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাকে বধোদ্যত মধু কৈটভকে বিষ্ণু বধ করেন বলিয়া তাঁহাকে মধুসূদন বলা হয়। হে মধুসূদন! মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, শ্যালাসম্বন্ধিগণ (এই সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি) ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি হত হই তাহাও ভাল।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

জনার্দ্দন=জন সমূহের অর্দ্দনকারী গ্রসিষ্ণু দেবতা। এই ধরাতলের রাজ্য দূরে যাক্, ত্রিলোকের রাজত্ব পাইলেও এই ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যাদি বধে কি প্রীতি হইবে?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ॥
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

আততায়ী ৬ জন :—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

নাততায়িবধে দোষো হন্যেৎ তান্ অবিচারয়ন্॥ এই স্মৃতির ব্যবস্থা। তবে "মা হিংসাৎ সর্ব্বাভূতানি" শ্রুতিমতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। হিংসা অর্থ চৌর্য্যাদি ঘাতয়োঃ। আদিনা বন্ধন্ ত্রাসন্‌তাড়নাদি বুঝায়। চুরি, বধ, বন্ধন, ত্রাস উৎপাদন, তাড়ন এই সকল না করা অহিংসা।

যদিচ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিষাদি প্রয়োগ জন্য আততায়ী, তত্রাচ কুলক্ষয় জ্ঞাতিনিধনাদি মহাদোষ বলিয়া গৃহীত। সুতরাং সবান্ধবে তাদের বধ জন্য পাপ লাগিবে। এজন্য আমরা তাহাদের বধ করার যোগ্য নহি। হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥ ৩৭॥

যদিও ধৃতরাষ্ট্রের তনয়গণ কুলক্ষয়জনিত দোষ, মিত্রদ্রোহ জন্য পাপ লোভপরবশে দেখিতেছে না।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রশশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮॥

জ্ঞেয়=যাহা জানিবার বাকী আছে। জ্ঞাত=যাহা জানা হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতদোষ দেখিয়াও সেই পাপ কর্ম্ম হইতে আমরা পাপ জানিয়া নিবৃত্ত হইব না কেন?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯॥

বংশনাশে প্রাচীন কুলধর্ম্মও নাশ পায়। ধর্ম্মনাশে কুলে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম প্রবেশ করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০॥

হে কৃষ্ণ! কুলে অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষিত চরিত্রা হয়েন এবং হে বৃষ্ণিকুলসম্ভূত! স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। সাঙ্কর্য্য ইয়োরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

কুলে বর্ণ সাঙ্কর্য্য ঘটিলে তাহা কুলঘ্নদিগের ও কুলের নরকের হেতু হয়। তাহাদের পিতৃগণ পতিত হয়; জল, পিণ্ডি ও ক্রিঁয়া লোপ পায় বা পিণ্ড ও তর্পণ জল লোপ হয়।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৪২ ॥

এইরূপে কুলঘ্নদের বর্ণসঙ্করাদি দোষ জন্য শাশ্বত কালাগত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎসন্নপ্রাপ্ত হয়। জাতি কুলে প্রভেদ এই যেমন রঘুকুল, যদুকুল, ভরতকুল আদি সকল মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতি। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি লইয়া আর্য্যজাতি। বর্ত্তমানে আর্য্য অনার্য্য জাতি লইয়া হিন্দুজাতি গঠিত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি সহ ইণ্ডিয়ান্ নেশান্ হইতেছে।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যে কুলের ধর্ম্ম উৎসন্ন যায় সেই কুলের মনুষ্যদের চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো! আমরা কুলনাশরূপ মহৎপাপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। রাজ্যসুখলোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

এখন যদি নিরস্ত্র আমাকে কোন শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় যোদ্ধা যুদ্ধে বধ করে তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলকরই হইবে। কেননা, আমাকে কুলক্ষয় করিতে বা কুলক্ষয় দেখিতে হইবে না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শোকার্ত্তচিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনকে এইরূপ দুঃখিত, চক্ষুজলপূর্ণ বিষাদগ্রস্ত ও আকুল দেখিয়া মধুসূদন তাঁহাকে বলিলেন্ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

হে অর্জ্জুন ! এই বিষম সমর আরম্ভে তোমার এইরূপ মোহ কি হেতু উপস্থিত হইল ? এমন মোহপ্রাপ্তি আর্য্যের সেবনীয় নহে । ইহা অস্বর্গ্য স্বর্গ নিরোধক ও অকীর্ত্তিকরও বটে । অনার্য্য ও আর্য্য বর্ত্তমানে আদিবাসী ও আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণকে বুঝায় । আর্য্য কে ? কর্ত্তব্যমাচরন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্যমনাচরন্ । তিষ্ঠন্তি প্রকৃতাচারে স তু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ । আর্য্য সদাচারী আর্য্য শ্বেতবর্ণ অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ । Colour question । আর্য্য অর্থ পূজ্য যেমন স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলে ।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে পার্থ (পৃথার অপত্য) ! ক্লীবের ভাব প্রাপ্ত হইও না । ইহা তোমাকে শোভা পায় না । হে শত্রুতাপন ! হৃদয়ের ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য ত্যাগে উত্তিষ্ঠ, যুদ্ধ কর ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

হে মধুসূদন ! ভীষ্মদেব মদীয় প্রতিপালক বৃদ্ধ পিতামহ এবং আচার্য্য দ্রোণ মদীয় গুরুদেব ; হে অরিসূদন ! তাঁহারা কোমল কমলাদি দ্বারা পুজার যোগ্য ; প্রতিপক্ষরূপে তাঁহাদের গাত্রে বাণাঘাত করা কি সমীচীন ?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্, শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

গু=অন্ধকার, রু=প্রকাশে । গুরু । গৃ+কু । যাঁহার বাক্যে অজ্ঞান

আঁধার দূর হইয়া হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক প্রকাশ করে তিনিই গুরু। যিনি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই গুরু। মুণ্ডকে গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। শ্রোত্রিয়ং, শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড বিষয় অবগত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা নিপুণ—তিনিই গুরু। এখানে শ্রেষ্ঠ জন অর্থে গুরু গৃহীত। মহানুভব গুরুজনকে বধ না করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ইহলোকে শ্রেয়স্কর। এই যুদ্ধে গুরুগণকে বধ করিয়া তদীয় রক্তলিপ্ত অর্থ কামাদি উপভোগ করা অপেক্ষা অর্জ্জুনের এই ভিক্ষাবৃত্তি যাহা ব্রাহ্মণোচিত তাহাতে আসক্তি দেখিয়া স্বধর্ম্মে অধর্ম্ম বুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া ভগবান্ স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম বিষয় বলিয়াছেন।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

গুরুগণ বধে যুদ্ধে জয় লাভই শ্রেষ্ঠ, কি গুরুহত্যা না করিয়া পরাজয় স্বীকারই শ্রেষ্ঠ ইহাতে সন্দেহ হইতেছে। ইহা জানিবার বিষয়। গুরুজন ও জ্ঞাতিকুল যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারাই এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা দুর্য্যোধনের অভাবে ইঁহারা সকলেই আমাদের অনুগত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য কৃপণের ভাব, স্বস্বরূপ অবিদিত ব্যক্তিকে কৃপণ বলে। অজ্ঞানভাব। কৃপণ অর্থ কেহ বলেন, কৃ-ধাতুনিষ্পন্ন কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াতে যাহাদের চিত্ত স্থিত; উহা পণ্য (মূল্যবান) বলিয়া বিশ্বাস করেন সেই কৃ-ধাতু-পণ ব্যক্তিই কৃপণ। অকর্ত্তা, অভোক্তা, অকর্ম্মা, নিষ্ক্রিয়কে যে জানেনা তাহাকে কৃপণ বলে। বৃ আ ৩।৮।১০। বিনীত শিষ্যভাবে প্রশ্ন করিলে বিদ্বানেরা উপদেশ করিয়া থাকেন, ইহাই শিষ্টজনোচিত ব্যবহার। তাহা স্মরণে অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! আমি তোমার শরণাগত শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দোষরূপ অজ্ঞানভাব আসিয়া আমার জ্ঞানবুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিয়াছে, এজন্য শ্রেয়ঃ কি তাহা নিশ্চয় করিতে অক্ষম হইয়াছি। তুমি শ্রেয়ঃ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অসপত্ন=প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত। সপত্নী ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকে। বালক শোকার্ত্ত হইলে জননীরা মিষ্টাদি দ্রব্য দিয়া তাহার দুঃখ দূর করেন দেখা যায়।

এইটি স্মরণে অর্জ্জুন বলিতেছেন—আমাকে এই পৃথিবীর আধিপত্য দূরের কথা, দেবগণের আধিপত্য (ইন্দ্রত্ব) দিলেও আমার এই যে ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছ্বাসজনিত শোক উপস্থিত তাহা দূর হইবার নয়, সে জন্য তুমি উপদেশ দানে অজ্ঞানজনিত শোক দূর কর। মুণ্ডক উপনিষদে আছে “অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥” জীব আপনাকে অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্ জানিয়া অজ্ঞানজনিত শোকে মুহ্যমান হয়, পশ্চাৎ গুরু হইতে বিচারপথে অন্তরে নিহিত দৈবী সম্পদের বিষয় জানিয়া স্ব-মহিমা বা স্বরূপ জ্ঞাতে শোকহীন হইয়া থাকে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

গুড়া (ঢেউ তোলান) কেশ যাহার। অথবা গুড়াকা নিদ্রা তস্য ঈশ, নিদ্রাজয়ী।

শত্রুতাপন অর্জ্জুন হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এই বলিয়া ‘হে গোবিন্দ যুদ্ধ করিব না’ জ্ঞাপনে চুপ হইলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

হৃষীক ইন্দ্রিয় তাহার ঈশ নিয়ন্তা যিনি তিনি হৃষীকেশ জড় ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা বা পরিচালয়িতা অন্তর্য্যামী পুরুষ, ইহা কেন উপনিষদে বলা হইয়াছে।

হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! তখন হৃষীকেশ সেই উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে হাসিয়াই যেন বলিলেন। অতঃপর অর্জ্জুনের বাক্যে ভগবান্ স্বধর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, আত্মস্বরূপে অনাত্ম বুদ্ধি দৃষ্টে তাহা ত্যাগের জন্য প্রকৃতি পুরুষ বিবেক বিষয়ে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত গীতা। প্রাচীন ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একাদশ শ্লোক হইতে ব্যাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শোকের অযোগ্য যাঁহারা তাঁহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ; অথচ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির ন্যায় ভাষণ করিতেছ। যিনি পণ্ডিত তিনি বিশোক হয়েন, কি গতপ্রাণ কি অগত-প্রাণ, কাহারও জন্য তিনি শোক করেন না। তুমি কেমন

পণ্ডিত ? গত হইয়াছে অসু প্রাণ যাহাদের অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য বা নগত অসু যাহাদের অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না। ইহাতে বুঝাইতেছে যে পণ্ডিতের শোক হইতেই পারেনা। কারণ সাধারণ লোক মৃত বা মৃততুল্য পুত্রাদির জন্য শোকগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ গী ৪।১৯ শ্লোকে পণ্ডিতের লক্ষণ দিয়াছেন—"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" জীবের জগৎ রূপ কর্ম্ম ধার্য্য বটে (গী ৭।৫) তাহাও ত্যাজ্য যাঁহার পক্ষে তিনিই পণ্ডিত। জীবভাব অজ্ঞান জনিত, তৎত্যাগেই জ্ঞানের স্থান।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মাদি বিষয়ে বহু কথা বলিয়াছেন। সে সব পণ্ডিতের মত কথা, প্রজ্ঞাবাদ। বেদে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বাক্য আছে। এইজন্য প্রজ্ঞাবাদ জ্ঞানীর উক্তি। জ্ঞানী বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম মাত্র আছেন বলেন; আর সব অলীক। সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৎ ব্যতীত অন্য যাহা দৃষ্ট হয় তাহা সিনেমা হলে দৃষ্ট হাতী ঘোড়ার ন্যায় প্রতিভাত হয় মাত্র। এইজন্য তন্মতে জীব জগৎ অলীক। যাহা অলীক তাহার জন্য শোক হয় না। কি জীবিত কি মৃত উভয়ই মায়িক। জীবন মরণ উভয়ই মায়ার খেলা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" স্বপ্নদৃশ্যও যে মনের স্পন্দন জন্য ঘটে, জাগ্রত দৃশ্যও সেই মনের স্পন্দনে ঘটে। মন যখন নিস্পন্দ তখন জীব জগৎ থাকে না, যেমন মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি, সমাধি বা ক্লোরোফরম্ কৃত অবস্থায়। জাগ্রত ও স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থায় একইরূপ ভোগ ভয়াদি ঘটে। এইজন্য স্বপ্ন ও জাগরণে বিশেষ ভেদ না থাকায় শোকের সম্ভাবনা কোথায় ?

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২ ॥

ন তু এব অহং জাতু ন আসং ন ত্বং ন ইমে জনাধিপা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়ং অতঃপরম্।

আমি বক্তা কদাপি ছিলাম না বা তুমি শ্রোতা ছিলে না বা এই সকল জনাধিপগণ যাঁহারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষে সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা ছিলেন না এমন নহে অথবা ভবিষ্যতে থাকিবেন না এমন নহে। অর্থাৎ পুর্ব্বেও ছিলাম এখনও আছি, পশ্চাতেও থাকিব। ইহাকে পুনর্জন্মবাদ বলে। বেদে ও গীতায় পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত কেন ? ইহা চর্চ্চা করিলে

দেখা যায় একই পিতামাতা হইতে জাত এক পুত্র সম্রাটপদে আরূঢ় হয় (যেমন নেপোলিয়ন), অন্যে হয় না। কোন পুত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে অথচ পিতামাতা মিতাচারী। বৎসগণ জন্মিয়াই মাতৃস্তন্য চিনিয়া লয়, কে শিক্ষা দিল? পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে ইহার উত্তর পাওয়া যায় নতুবা অকারণ বলিতে হয়। পুনঃ, গীতা ৪।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!" অর্জ্জুনের ধারণা দেহ গেলেই সব গেল, সব ফুরাইল। এইজন্য যুদ্ধে জ্ঞাতি কুলক্ষয় হইবে জানিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন। আর এদের সঙ্গসুখ পাইব না এই যে ভ্রান্তিমূলক ধারণা তাহা বিদূরিত করিবার জন্য ভগবান্ গীতায় উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেন না তাহাদের মতবাদ দোষযুক্ত বলিয়া মনে হয়। যে যাহা করিবে তজ্জন্য সে হয় স্বর্গে নতুবা নরকে যাইবে, তাহাতে অল্প অপরাধ ও বহু অপরাধের তারতম্য নাই। এই নরলোকে প্রথম বয়সে প্রথম অপরাধী যাহারা তাহাদিগকে সংশোধক স্কুলে পাঠান হয়। সাধারণ কয়েদিগণ সহ একত্র রাখা হয় না। সেইস্থানে তাহাদিগকে শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি বুঝিতে পারা যায় যে যুবক শুধরাইয়াছে তাহা হইলে মিয়াদকাল অতীতের অপেক্ষা না করিয়া শিল্পাদি কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য কিছু মূলধন পুরস্কার প্রদানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা ঐ অর্থদ্বারা শিল্পী হইয়া অর্থ উপার্জ্জনে সদ্ভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন করে। তেমনি ভগবানের রাজ্যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে ইহলোকে পুনরায় চরিত্র শোধরাইবার জন্য ব্যবস্থা থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যে বেদান্ত শাস্ত্রে সৃষ্টি ও লয় স্বীকৃত হয় না তথায় জীবজগৎও থাকে না, সুতরাং গতাগতি ঘটে না। দ্বৈতবাদেই পুনর্জন্মবাদ স্বীকার্য্য; অদ্বৈতবাদে নহে। দ্বৈতেই গুরুশিষ্য সংবাদ। অদ্বৈতে বাক্যের স্থান নাই। মন বাক্ প্রাণ আত্মার অন্ন। সে সব গ্রাসান্তর অর্থাৎ মায়া বিদূরিতে একাই থাকেন।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

যেমন গৃহস্থিতকে গৃহী বলে তেমনি দেহস্থিত পুরুষকে দেহী বলে। দেহের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যে যেমন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও দেহীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিতে দেহের একটি পরিবর্ত্তন মাত্র ঘটে, এইজন্য ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলে যে ১২ বৎসরে দেহের

চর্ম্ম মাংসাদি সব কিছুর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা স্থূল দেহের পরিবর্ত্তন মাত্র, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের পরিবর্ত্তন হয় না। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের আবরক মাত্র। মৃত্যু জন্য সেই আবরণ অংশেরই পরিবর্ত্তন হয়। সূক্ষ্ম-কারণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জ্ঞান হইলে সূক্ষ্ম ও কারণ নাশ পায়।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

মাত্রাস্পর্শ=ইন্দ্রিয় ও তদ্‌বিষয় সকল। অথবা মাত্রা পঞ্চতন্মাত্রা ও স্পর্শা ইন্দ্রিয়গণ। তাহারা শীত উষ্ণাদি সুখ, দুঃখপ্রদ হয়। উহারা উৎপত্তি ও বিনাশ হেতু অনিত্য। উহাদের বিক্রিয়া সহ্য করতঃ উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ইহাকে তিতিক্ষা বলে। তিতিক্ষা ষট্ সম্পত্তির মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় একটি সম্পদ।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! এই সকল মাত্রাস্পর্শাদি যাহাকে ব্যথা দেয় না সেই ধীর ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমবুদ্ধি, তিনিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। সুখ ও দুঃখ মানসিক ব্যাপার। একই বিষয় মন বলে ত সুখ, মন বলে ত দুঃখ। যেমন কোন ব্যক্তির পুত্র বিদেশে থাকে। উক্ত পুত্রের কর্ম্মস্থলে তাহাদের গ্রামের কেহ গিয়াছিল, তাহার সহিত পুত্র পিতার জন্য কোন কোন উপাদেয় পদার্থ পাঠাইয়াছে। ঐ গ্রামিণ গৃহে গিয়া পর দিবস ঐ সকল দ্রব্য পিতাকে বুঝাইয়া দিল। পুত্র হইতে আগত ঐ সকল উপাদেয় দ্রব্যদৃষ্টে পিতার মনে সুখ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, এমন সময় তারবার্ত্তা আসিল যে পুত্র হঠাৎ মারা গিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র ঐ সকল মনোহর দ্রব্যই দুঃখ উৎপাদন করে। সুস্থ অবস্থায় অর্দ্ধসের ওজনের মিষ্টি খাইলে বেশ হজম হয়, সুখদায়ক হয়। পেটের অসুখ অবস্থায় সেই অর্দ্ধ সের পরিমিত মিষ্টি জিনিস খাইয়া তাহা অজীর্ণ হওয়ায় দুঃখদায়ক হয়। কুইনাইন তিক্ত কিন্তু জ্বরের রোগীর তাহা সুখসেব্য হইয়া থাকে। জাগ্রত ও স্বপ্ন সুখ-দুঃখ ভোগস্থান। উভয়ত্র ইহা মনস্পন্দন নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে। যেখানে মন নিস্পন্দ, সেখানে সুখ দুঃখ নাই, যেমন ডাক্তার ক্লোরোফরম্ করতঃ কাটে তখন দুঃখবোধ নাই। হিষ্টিরিয়ার ফিট্‌কালে আদরের ধন পুত্র কোলে গেলে সুখবোধ হয় না। গাঢ় নিদ্রা ও সমাধিকালে মন স্পন্দনহীন থাকে, তজ্জন্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভাসে না। এইজন্য জাগ্রত স্বপ্ন একই মনের স্পন্দনাত্মক ব্যাপার মাত্র, এই বুদ্ধি জাগাইলে সুখে দুঃখে সমবুদ্ধি ঘটে।

সমবুদ্ধি হইলে সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া থাকে। তাহাতে স্থিতিই স্ব-স্বরূপে অবস্থান, তাহাই অমৃতোপম।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

না অসতের ভাব কখন বিদ্যমান থাকে, না সতের অভাব কদাপি ঘটে। ইহাদের উভয়ের অন্ত পর্য্যন্ত তত্ত্বদর্শীগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। সতের বিনাশ নাই, অসতের স্থিতি নাই, অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহা অনিত্য, অন্ধকারে সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ অবিদ্যানোঽপি অবভাসতে, না থাকিলেও দেখা যায়। এই সৎ ও অসৎ শব্দ নানা দর্শনশাস্ত্রে নানা প্রকারে প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়। মহর্ষি কপিল বলেন, সৎ প্রকৃতিজাত মহদাদিও সৎ। শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি অসৎ। মহর্ষি কনাদ ও গৌতম যথাক্রমে বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্র কর্ত্তা। তাঁহাদের অদৃশ্য অবিভাজ্য পরমাণু সৎ। সৎ পরমাণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যজাত অসৎ। তীক্ষ্ণধী শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসৎ বা শূন্য হইতে সৎ জগৎ উৎপন্ন হয় বলেন। বেদান্ত দর্শনে জীব জগৎ অসৎ অলীক ও তন্মতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা সৎ। ভাগবত ৪।১১।২৯ "যস্মিন্নিদং ভেদমসৎ প্রতীয়তে।" সৎ অসৎ শব্দ ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হয়, তথায় কুত্রাপি সৎ মূর্ত্ত অসৎ অমূর্ত্ত বা অব্যাকৃতাকে বলিয়াছে। কোথাও তম বা মায়াকে অসৎ ও অদ্বিতীয় বস্তুকে সৎ বলিয়াছে। যেমন দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে প্রথম মন্ত্রে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত অর্থে সৎ অসৎ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে এবং চতুর্থ মন্ত্রে তমকে অসৎ বলিয়া তদ্দ্বারা অদ্বিতীয় সতের বন্ধনই সৃষ্টি বলিয়াছে। মায়াবৃত হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা, এই মায়া অপগতে হিরণ্যগর্ভ শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে অবশিষ্ট রহেন। ঋ ১০।৭১ সূক্তে অসৎ অব্যক্ত অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেখানে তিনি অদ্বিতীয়, সেখানে দ্বিতীয় বা সৃষ্টির স্থান কোথায়? সৎ হইতে অসৎ বা অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না. কারণ যাহাতে যে পদার্থ নাই তাহা হইতে সে পদার্থ উৎপন্ন হইবে কিরূপে? যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে থাকিবে কি প্রকারে? যেমন শ্বেতবর্ণ সর্ষপ ও হোমিওপ্যাথিক গ্লবিউলস্। এতদুভয়ই শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি; কিন্তু সর্ষপ পিষিলে তৈল মিলে, গ্লবিউলস্ পিষিলে তৈল মিলে না। আম্র বীজে কাঁটাল গাছ উৎপন্ন হয় না। লিচু বীজে আম হয় না দেখা যায়। দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ ও মাখনযুক্ত জন্য তৎকার্য্য দধিতে শ্বেতবর্ণ ও মাখন মিলে। যাহা কারণে থাকে তাহাই কার্য্যে মিলে। সৎকে গীতায় ২।২৪-২৫ "অচ্ছেদ্যোঽয়ম-

দাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥” ২।২০ শ্লোকে “ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥” সৎ অচ্যুত তার বিক্রিয়া বা পরিণতি সম্ভবে না। অসৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায় ?

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যাঁহা দ্বারা এইসব ব্যাপ্ত, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয় পুরুষের বিনাশ কেহ করিতে সক্ষম নহে। তত ও অব্যয় শব্দ প্রয়োগে সৎপুরুষ হইতে সৃষ্টি নিষেধিত হইল। কারণ যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহা অচল হইবে। চলিতে যে অবকাশ প্রয়োজন তাহার পক্ষে তাহা না থাকায় অচল। অচলের কোন অংশ চল হইতে পারে না। এইজন্য অবিকারী বলা হয়। বিক্রিয়া না থাকায় সৃজন অসম্ভব, কারণ সৃষ্টি বিকার। মাকড়সার দৃষ্টান্তে মাকড়সা যখন সূতার জন্য রস ত্যাগ করে তাহা হইতে যে রস বাহিরে চলিয়া গেল তৎপরিমাণ ওজনে হ্রাস হইবে। ওজনে হ্রাস হওয়াই ব্যয় হওয়া। ব্যয়শীল মাকড়সা হইতে সৃজন সম্ভব। অব্যয় পুরুষ হইতে সৃজন সম্ভব নহে। সৎ অব্যয় অবিকারী জন্য তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। বিকার অসম্ভব জন্য নাশও অসম্ভব।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

এই সকল স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয় সকলই অন্তবন্ত অনিত্য, বিনাশী। দেহত্রয় মধ্যস্থিত অপ্রমেয় পুরুষ নিত্য, নাশবান নহে বলিয়া শ্রুতি বলেন। ইনি অবিনাশী। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ অনধিগম্য জন্য অপ্রমেয়। হে ভারত ! (ভরত বংশীয় অর্জ্জুন) দেহাদি প্রমাণগম্য হইলেও বিনাশশীল অনিত্য, তাহার জন্য শোক বৃথা। এইজন্য শোক ত্যাগে যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যিনি এই আত্মাকে হত্যকারী বলিয়া জানেন বা ইনি হত হন এমন মনে করেন তাঁহারা উভয়েই ইহার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়াই এইরূপ বলেন। সত্যকথা, ইনি হনন করেন না বা হত হন না। ইনি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদিরূপ কৃত ধাতুর সর্ব্ব

সংশ্রব বর্জ্জিত; বাগাতীত, নিষ্ক্রিয়। যঃ করোতি স কর্ত্তা। নিষ্ক্রিয় কর্ত্তা হয় না। কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া যোজনা দ্বারা বিশুদ্ধ বাক্য হয়, কিন্তু তিনি অবাক্। কর্ত্তা যে কর্ম্ম করেন তাহাকে ক্রিয়া বলে। তিনি কর্ত্তা বা কর্ম্ম হন না। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। গীতা ৩।২৭।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

এই আত্মা কখন জন্মেন না বা মরেন না। একবার উৎপন্ন হইয়াও মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না। ইহা অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতে এমন নয়। জন্ম স্বীকারে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার অনিবার্য্য। অথবা অনুৎপাদ্য ইনি—ইহা হইতে (মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটবৎ) কিছু জন্মায় না। ইনি অজ, জন্মরহিত—বা ইহা হইতে জন্মায় না। নিত্য সর্ব্বদাই একরূপ, শাশ্বত উপচয় অপায় রহিত। পুরাণ—পুরা আকাশাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেও নব অথবা প্রাচীনতম। ইহার পিতা-মাতা নাই। দেহনাশে দেহীর নাশ হয় না। সাধারণতঃ যাহাকে মৃত্যু বলে তাহাতে বহিরাবরণ মাত্র নষ্ট হয়। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরদ্বয় মরে না। উহারা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মাত্র দগ্ধ হয়। ইহাদেরই ইহলোক পরলোকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রবিষ্ট ইনি প্রতিবিম্ব মাত্র। বুদ্ধ্যাদি সহ গতাগতি করেন। সর্ব্বব্যাপী চিতের গতাগতি সম্ভবে না। কঠ উপনিষদেও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

যিনি অজ-অব্যয়-নিত্য অবিনাশী এই পুরুষকে জানেন, হে পার্থ! তিনি সেই পুরুষ কাহাকে বধ করেন বা করান ইহা কিরূপে বলিবেন? বধ ক্রিয়া—তিনি নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়া করেন না সুতরাং বধ বা কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয়েন না। কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া দ্বৈত জগতেই সম্ভবে। অদ্বৈতে তাহার স্থান নাই। কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়া যোজনা দ্বারা বাক্য হয়। বাক্য তাহাকে প্রকাশ করেনা। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। অস্তি এই অনুভব-গোচর। দ্বৈতে বা ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম্ম কর্ত্তাদি ব্যবহার। নিস্ত্রৈগুণ্যে—প্রকৃতির পরে অকর্ম্ম বা নিষ্ক্রিয় পুরুষ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগে অপর নূতনবস্ত্র পরিধান করে তেমনি জীর্ণদেহ ত্যাগে দেহী নব দেহ গ্রহণ করে। বস্ত্র যেমন দেহের আবরক তেমনি দেহ দেহীর আবরক। দেহীর দেহরূপ আবরণ উপাধিমাত্র। উপাধি বহিরাগত হইয়া থাকে। মায়াই সেই আবরণ (মায়াই গর্ভ যাহাতে হিরণ্যগর্ভ আবৃত)। মায়া-আবরণ ত্যাগে দেহীর স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটে। গীতা ৪।৬ শ্লোকে সম্ভবামি আত্মমায়য়া। ইহা শ্রুতির "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"—বাক্যের ধারা লইয়া বলা হইয়াছে। সর্ব্বত্র পূর্ণ বা ব্যাপ্ত পুরুষ অচল নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, তিনি মায়ার আবরণ শক্তিতে আবৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভ হয়েন ও মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রেরণায় সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী পূর্ণ শক্তিমান পূর্ণ ভগবান যেন হয়েন।

এই শ্লোকে শরীরাণি শব্দ হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরত্রয় আবরণরূপে পাওয়া যায়, সুতরাং লক্ষণায় পঞ্চকোষাত্মকজীব বলা হইতেছে।

মায়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয়সহ অপসারিত হইলে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ স্বস্বরূপে অবশেষ থাকেন। মায়ার আবরণই বিশেষ। সেই বিশেষ ত্যাগে নির্ব্বিশেষ। তাহাই স্বরূপ অবস্থা যাহা অবশেষ থাকে, আর যদি পুনঃ মায়ার আবরণ রূপ নববস্ত্র পরিধান করে তবে নবজন্ম লাভ ঘটে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩ ॥

এই আত্মাকে শস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, অগ্নিদ্বারা পোড়ান যায় না, জলদ্বারা আর্দ্র করা যায় না বা বাতাসে ইনি শুষ্ক হন না। অর্থাৎ ইনি নিত্য অবিকারী।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫ ॥

ইনি অচ্ছেদ্য অখণ্ডনীয়, অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য অবিকারী, অপরিণামী অবিনাশী নিত্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একরূপ অপরিবর্ত্তনীয় সম স্বভাবাপন্ন। সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী স্থাণুবৎ অচঞ্চল অচল স্থির, সনাতন চিরন্তন, অনাদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে তজ্জন্য অব্যক্ত, মনের অগোচর সুতরাং অচিন্ত্য অবিকারী অচ্যুত-স্বভাব বিশিষ্ট। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিকার, সংস্কার আছে, নাশও আছে।

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া শোক করিতে পার না।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

যদি তুমি ইহাকে নিত্যই উৎপন্ন ও মৃত হন এরূপ জান তাহাতেও হে মহাবাহো! তুমি শোক করিতে পার না।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু নিশ্চয় আছে এবং মৃতের পুনর্জন্ম লাভও ধ্রুব বিষয়, অতএব যাহা পরিত্যাগ করাই যাইবে না তৎ বিষয় শোকের যোগ্য নহে। প্রলয় হইলে কর্ম্মফল অব্যাকৃতা প্রকৃতিতে সুপ্তবৎ থাকে। আবার সৃষ্টিকালে কার্য্যকরী হয়। যেমন কাশ্মীরাদি দেশে বরফপাতের পূর্ব্বে রোপিত বীজ দুইমাস কাল বরফের নীচে থাকে, যেই বরফ গলে তেমনি বীজ অঙ্কুর উদ্গম হইতে থাকে। জ্ঞানীর দেহত্রয় এখানেই লয় হয়। তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। কেন? তাহার কারণ এই কার্য্য লয়ে কারণ লয় হয় না। কারণ লয়ে কার্য্য নাশ পায়। কারণ শরীর অবিদ্যা নাশে আর স্থূল সূক্ষ্মের উৎপত্তি সম্ভবে না। প্রলয়ে কারণরূপ অব্যক্তা প্রকৃতি বা অবিদ্যার নাশ হয় না। সৃষ্টিকার্য্য মাত্রের নাশ ঘটে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবগণ আদিতেও অব্যক্ত থাকে নিধনেও অব্যক্ত হইয়া থাকে, মধ্যে (মায়া উপাধি যোগে) ব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং পরিতাপের কি আছে? এই অব্যক্ত সম্বন্ধে গীতা ৮।১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮ ॥

গীতা ৭।২৪ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
" ৯।১০ - ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥
" ৯।১১ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

গীতা ৪।৬ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
" ৯।৮ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

রজ্জু সর্প স্থলে আঁধারে যেমন সর্প ব্যক্ত হয়, পূর্ব্বে ও পরে থাকে না মধ্যে দৃষ্ট হয় মাত্র, বস্তুতস্তু নাই ; তদ্বৎ মায়াকৃত ব্যক্ত মধ্য ভাব। ইহা পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—শ্রুতির ব্যাখ্যান মাত্র। সর্ব্বব্যাপী পুরুষে মায়া সংযোগে সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি পূর্ণশক্তিমত্বা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পূর্ণ ঐশ্বর্য্য উপস্থিত হয় তখন তাহাকে ভগবান্ বলে। মায়া অপগতে ঐশ্বর্য্যাদি বিহীন হইয়া নির্ব্বিশেষ পুরুষ অবশেষ থাকেন। ভগবৎ ভাব ব্যক্ত মধ্যভাব। নির্ব্বিশেষ ভাব অব্যক্ত ভাব। আদাবন্তে যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎতথা। যাহা আদিতে নাই, অন্তে নাই তাহা মধ্যেও নাই। যেমন সিনেমা হলে দৃশ্যসকল না থাকিলেও আঁধারে দৃষ্ট হয় ; অব্যক্ত ভাব তাহার স্বরূপ। ব্যক্ত ভাব মায়াবৃতে অজ্ঞান আঁধারে বিকার জন্য বিভ্রমমাত্র।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য বলিয়া বলেন, কেহ আশ্চর্য্য বলিয়া শুনেন এবং শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না। ইহাও আশ্চর্য্য।

ইন্দ্রিয়াতীতকে দেখা ইহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার, জ্ঞান-নেত্রে দর্শনীয় অব্যক্তের ব্যক্তভাব গ্রহণ আশ্চর্য্য বলিতে হয়। অকর্ত্তৃত্বের কর্ত্তৃত্ব অভোক্তার ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি শুনিতে আশ্চর্য্য বটে। শুদ্ধচিত্তে গুরু ও শ্রুতি হইতে শুনিয়া মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বনে তিনি অনুভবগম্য হন।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সর্ব্বদেহে স্থিত দেহী নিত্য অবধ্য সুতরাং তুমি সর্ব্বভূতেরই জন্য শোক করিবার যোগ্য নহ। সর্ব্ব দেহে একদেহী বলায় একজীববাদ গৃহীত হইয়াছে।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্ম্ম (এখানে স্ব—আপন) আপন বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম। যাহার যাহা

স্বধর্ম্ম তাহা যতই কঠোর হউক না কেন তাহাতে কম্পিত হইতে নাই। ভয়েই কম্পিত হয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাপেক্ষা অন্য শ্রেয়স্পদ কিছু কর্ত্তব্য নাই। গীতা ১৮।৪৩—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ক্ষত্রিয় শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষতাৎ বিপদাৎ নিরস্ত্রং ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ। অন্যকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিতে গেলে নিজের বিপদগ্রস্ত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২॥

এই যুদ্ধ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণের মহাসুযোগ এই যুদ্ধযজ্ঞে দেহ আহুতি দিয়া স্বর্গে যাইবার। স্বর্গদ্বার আপনি খোলা। যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে অনায়াসে স্বর্গ-প্রবেশ ঘটিবে যেমন দুর্য্যোধনের স্বর্গলাভ, ভীষ্মাদির অস্বর্গ গতি ঘটিয়াছিল। যে সব ক্ষত্রিয়েরা এহেন সুযোগ লাভ করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় মধ্যে সুখী।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩॥

যদি তুমি এই ধর্ম্ম যুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগরূপ পাপযুক্ত হইবে ও যশ কীর্ত্তি লোপ পাইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥

লোকে তোমার অব্যয়কীর্ত্তি স্থলে অপযশ চিরকাল বলিবে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অধিক গণ্য হয়।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥

উপস্থিত মহারথগণ তোমাকে ভয়ে ভীত জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে এবং যে সকল লোক তোমাকে বহুমান্য করে তাহাদের নিকট তুমি লঘু হইয়া যাইবে।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬॥

তোমার অহিতকারিগণ তোমার বহু অপবাদ রটনা করিবে। তোমার সামর্থ্যের নিন্দা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

যদি যুদ্ধে হত হও স্বর্গলাভ ঘটিবে, আর যদি জয়লাভ কর তবে মহী ভোগ করিবে। হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধ বিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চয় করতঃ উঠিয়া পড়।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

এই শাস্ত্র বাক্যের প্রেরণায় যুদ্ধ কর ফলাফল জয়পরাজয় সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি হও তবে কোন পাপ লাগিবে না।

সকাম কর্ম্মেই কর্ম্ম জন্য পাপ লাগে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে পাপ লাগে না, উহা চিত্ত শুদ্ধির হেতু হয়।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

সম্যক খ্যায়তে অনেন ইতি সাংখ্য, উপনিষৎ। চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব বলায় সংখ্যা শব্দ হইতেও সাংখ্য শব্দ হয়। কোন কোন স্থলে সাংখ্য শব্দ কপিলের সাংখ্য বুঝায় বটে ; এখানে "বেদান্ত" গৃহীত হইয়াছে। এই তোমাকে সাংখ্য জ্ঞান বলিলাম, এখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কর্ম্মযোগের বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজন্য বন্ধন দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি কারক নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের পথে লইয়া যায়। সেই জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎকারী হয়। কর্ম্মরূপ কারণ নষ্টে কর্ম্মফলরূপ কার্য্যও নষ্ট হইয়া যায়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভণে ফলনাশের ভয় নাই। কারণ ফল কামনা নাই। কাম্যকর্ম্মে নৈরাশ্যাদি জন্য নানাবিধ বিঘ্ন ঘটে। নিষ্কাম কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটে না। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করায় তাহা কর্ত্তার বিঘ্নকারক হয় না। এ বিষয়ে বলা যায়, চাষ করিলে অনাবৃষ্টি আদি জন্য ফল না মিলিতে পারে। চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে ঔষধের নির্ণয়ে গোল হইলে রোগ বৃদ্ধি বা মৃত্যু ঘটিতে পারে। তেমন সম্ভাবনা নিষ্কাম কর্ম্মযোগে নাই। ইহার অল্প আচরণ করিলেও সংসাররূপ মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ পায়। কারণ নিষ্কাম কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।

চিত্তশুদ্ধি হইলে জীব জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সত্ত্ব, রজ তমঃকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে। সত্ত্বগুণের উদ্রেক পথে অগ্রসর হইলে রাজস ও তামসাত্মক অহঙ্কারাদি নাশ হয়। কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধি থাকে না। কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিই বন্ধনের হেতু হয়। (গী ১৮।১৭) গীতা ১৮।২০ শ্লোকে বলে—সাত্ত্বিক জ্ঞান উপস্থিত হইলে সর্ব্বভূতে বিভক্ত বা ভেদভাব দূরীভূত হইয়া এক অবিভক্ত অব্যয় অদ্বয় ভাব উপস্থিত হয়, দ্বৈতবুদ্ধি নাশ পায়। সুতরাং কর্ম্মবন্ধন হইতেই পারে না।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন! যাহার নিষ্কাম সাত্ত্বিক বুদ্ধি তাহার অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বুদ্ধি নিশ্চিত হয়। অসাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্পন্নের কখন এটা কখন ওটা, কখন সেটা ইত্যাদি বহুপ্রকার বুদ্ধি এবং বহু কর্ম্মানুষ্ঠানবান্ হওয়ার অস্থির বুদ্ধিতে কাল যাপন হয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

হে পার্থ! অবিপশ্চিৎ (অজ্ঞানী) বলেন পুষ্পবৎ রমণীয় বাক্যে বেদে যে সকল যজ্ঞাদিকর্ম্ম বিহিত আছে তাহা অপেক্ষা আর শ্রেয় কিছুই নাই। পুর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারাই মনুষ্য জীবনের শ্রেয় লাভ ঘটে বলেন। শ্রুতির অদ্বৈতবিষয়ক ব্রহ্মবাদ অর্থবাদ মাত্র উহা অব্যবহার্য্য, উহা বুদ্ধি তীক্ষ্ণী করার জন্য মাত্র ইহাই তাঁহাদের অভিমত। বেদবাক্যে কর্ম্মের প্রকারভেদের অন্ত নাই। স্বর্গ কামো যজেত বলে। সেই স্বর্গেরও উচ্চনীচ স্থান ভেদ, কার্যভেদে ভোগকালভেদ ভোগভেদ আছে, এইজন্য কর্ম্মের শেষ নাই। কোনটা ধরি কোনটা না ধরি। শ্রুতিতে দুই বিষয়—কর্ম্ম ও জ্ঞান। বেদান্তবাদী বলেন, শ্রুতি সত্য। উভয় কাণ্ডই সত্য। এককাণ্ড সত্য অন্যকাণ্ড মিথ্যা বলায় উভয় কাণ্ডই মিথ্যা হইয়া পড়ে। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে চলা ভাল (শুদ্ধচিত্ত হইলে জ্ঞানকাণ্ড অনুসরণ করিতে হয়)। অবস্থানুসারে ইষ্টসাধন হইয়া থাকে।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

অত+মন্‌ট্ করিয়া আত্মা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থ সর্ব্বগত। আত্মা শব্দ দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা, পরমাত্মা বাচক হয়। মন কামনাকুলিত, স্বর্গপরায়ণ যাহা জন্মকর্ম্ম ফল প্রদানকারক, এমন বহুপ্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়ারত করে, যাহা ভোগ

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রতি চিত্ত আকর্ষিত করে। গীতা ৯।২০-২১ দ্রষ্টব্য, "এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

সমাধি—ধ্যান, নীবক, নিয়ম ইত্যাদি বুঝায়, হৃদয়ও হয়। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের দিকে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির মন বিষয়েই লিপ্ত থাকে, ঈশ্বরের দিকে যায় না। তাহাদের সমাধিতে নিশ্চয় বুদ্ধি লাভ ঘটে না।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

বেদত্রয় যে কর্ম্মানুষ্ঠেয় বলেন তাহা ত্রৈগুণ্যে, সত্ত্ব রজ ও তমঃ গুণাত্মক। হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্বসুখ দুঃখ, মান অপমান, শীত গ্রীষ্মাদিতে সমবুদ্ধি হও। নিত্যই সত্ত্বগুণে স্থিত হও। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে অনিবিষ্টচিত্ত হও। আত্মবান্ হও। প্রাকৃত মন যাহার বশে তাহাকেও আত্মবান্ বলা যায় অথবা আত্মচিন্তাপরায়ণ হও। আত্মবানের অর্থ আমিই আত্মা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, এটী জানা। যেমন ধনবান্ আমি ধনী বলে জানা। একজনের পিতা ঘরের ভিতর মেঝে খুড়িয়া তাহাতে ঘড়াভরা সোনা রাখিয়াছিল। পুত্রকে তাহা বলিতে পারে নাই, হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় পুত্র আপনাকে নির্ধন জানিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ আরম্ভ করিল। এক জ্যোতিষী তাহার কপাল রেখা দেখিয়া বলিল, 'তোর ঘর খুড়িয়া দেখ বহুধন তোর আছে।' তাহাতে সে ঘরের মেঝে খুড়িলে বহু ঘড়াভরা সোনা পাইল। সোনা তাহার গৃহে থাকিলেও এতদিন আপনাকে নির্ধন জানিয়াও এখন সে আপনাকে ধনবান্ মনে করিল। তেমনি আত্মাকে জানিয়া সাধক আত্মবান্ হন।

কেহ কেহ ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য বিভাগ ওঁ কারে দেখেন। ওঁ কারের ওকার ভাগ ত্রৈগুণ্য, অর্দ্ধচন্দ্রসীমারেখা অব্যক্তা ও বিন্দু নিস্ত্রৈগুণ্য। ওঁকারের সর্ব্ব নিম্নে তমঃ, মধ্যে রজগুণের গ্রন্থি ও উপরে সত্ত্বগুণ। কর্ম্মপথে রাখে অবিদ্যাকাম কর্ম্মবীজ তাহার সীমার বাহিরে বিন্দু দ্বারা নির্দ্দেশিত নিস্ত্রৈগুণ্যে অকর্ম্ম; নিষ্ক্রিয় পুরুষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রকাশিত। বিন্দু নির্দ্দেশ করে অস্তি—আছে। কি আছে? অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং আছে। গী ১৪।২৬—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ত্রিগুণাতীতে যাইবার উপায় তাঁহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥

সর্ব্বত্র জলপ্লাবন হইলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না, তেমনি বিদ্বান ব্রাহ্মণের সর্ব্ব ত্রয়ী ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। গীতা ৩।১৮—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

যিনি আপনাতেই সন্তুষ্ট তাঁহার কোন কার্য্য করিবার নাই। ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির এই জগতে কর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম না করার জন্য কোন প্রত্যব্যয়ের আশঙ্কাও নাই। সর্ব্বভূতের (ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্তের) সহিত কোন অর্থ সম্পর্ক প্রয়োজনাপেক্ষা নাই। যেমন এক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি কাশীতে গিয়াছে। শরীর তত সুবিধার নয়। তাহার তিন প্রকারের তিন কলসী জলের প্রয়োজন হয়। এক কলসী গঙ্গাজল, সন্ধ্যাবন্দনাদি করার জন্য; এক কলসী গৈবী কূপের জল, পানের জন্য ও এক কলসী পুকুরের জল, বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া ধুইবার জন্য। যদি কাশী সহর জলপ্লাবিত হইয়া যায় তবে গঙ্গা, কূপ বা পুকুর সব একাকার হওয়ায় ক্ষুদ্র উদপানের জলের প্রয়োজন থাকে না। তেমনি যতক্ষণ সূক্ষ্ম শরীরখানি সুবিধাজনক নহে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই ততক্ষণ শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞাননিষ্ঠের কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন থাকে না। কারণ যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ গীতা (৫।১১) চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধিলাভ করিলে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে। সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। গীতা (১৮।৫০)

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭॥

হে অর্জ্জুন! বর্ত্তমানে তোমার যে অবস্থা (অশুদ্ধ চিত্ত) তাহাতে তোমার কর্ম্মেই অধিকার। কর্ম্ম সকাম করিলে চিত্তশুদ্ধি দুরূহ, এইজন্য কর্ম্মফলে কদাচ আকাঙ্ক্ষা করিও না। নিষ্কাম কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। কর্ম্মফল হেতু তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠান না হউক, কারণ কর্ম্মফলে ইহলোকে ও পরলোকে গতাগতি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানলাভও সুদুরূহ। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় যেন অকর্ম্মরূপ কর্ম্ম-সন্ন্যাসে কিম্বা নিদ্রালস্য পথে আসক্তি না হয়। কারণ অনধিকার

চর্চ্চা পতনের হেতু হয়। এইজন্য গীতা ৩।২৪-২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তথায় সকাম কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

সঙ্গ=আসক্তি। হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে স্থিত হইয়া কর্ম্মসকল কর। সিদ্ধি অসিদ্ধি লাভ বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখিবে। সমত্বকেই যোগ বলে। বিষয়ের নানাত্বরূপ ভেদবুদ্ধিতে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ সমাধি হয় না। ইহা গী ২।৫৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে। একে নিশ্চয় বুদ্ধিতে সমাধি হয়। ইহা ২।৪৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই সম বা অভেদ বুদ্ধিকে যোগ বলে। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ॥" গীতা (৫।২৯) সেই ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত (একাগ্র) করাই যোগ। সম একত্ব বুদ্ধিকে বলে। কর্ম্ম মাত্রই বৈষম্য, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকৃত, এই দেহ কর্ম্ম; ইহাতে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, দন্ত, নখ, চুল, প্লীহা, যকৃত, মূত্রাশয়, পাকস্থলী ইত্যাদি কত ভেদ! অভেদে পরমাত্মনি। জগৎ কর্ম্ম, তাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, ধরা, তারা ইত্যাদি কত ভেদ! আম এক ফল, তাহাতে চোঁচ, আম, আটী বোটা ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়। ভেদ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় হয়। কোন ভেদ ব্রহ্মে নাই জন্য তিনি সম। অখণ্ডৈকবরস একমেব নির্ব্বিশেষ ওই অভেদ ঋ ১।৮৯।১০ মন্ত্রে "অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।" অদিতি অখণ্ড ব্রহ্মই সবরূপে বিরাজমান। বিশেষ অর্থই ভেদ। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে ভেদভাব ত্যাগ কর্ত্তব্য। ভেদবুদ্ধি মায়িক রজগুণাত্মক।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয়—বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম বহুল পরিমাণে অবর (নিকৃষ্ট)। (সাংখ্য) বুদ্ধির শরণ ইচ্ছা কর। ফলহেতু কর্ম্মকারী কৃপণ (দীন)। গীতা ৩।১ "কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি"—স্থলে বুদ্ধি সাংখ্যযোগকে বুঝায়। ২।৩৯—সাংখ্যে বুদ্ধি বাক্যই প্রয়োগ আছে। বুদ্ধির শরণ অর্থ সাংখ্যে বুদ্ধি লওয়া—শ্রুতিসম্মত মনে হয়। বৃহদারণ্যকে ব্রাহ্মণ ও কৃপণ কে তাহা বলিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন (৩।৮।১০ মন্ত্র)—"যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মিন্‌ল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবৎ এব অস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ অথ য এতৎ অক্ষরং গার্গি

বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" বুদ্ধির শরণ সাংখ্যে, বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্ম আশ্রয় করা, তবে ব্রাহ্মণ, নতুবা অসংখ্য কর্ম্ম করিলেও সে কৃপণ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ চিত্ত শুদ্ধির জন্য; শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানযোগনিষ্ঠ হইবার জন্য।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

সাংখ্যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সুকৃত দুষ্কৃত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। গীতা ৪।৩৮, ৩৪, ১৯ দ্রষ্টব্য। এ কারণ সেই জ্ঞান লাভার্থ চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আচরণ কর। সকাম কর্ম্ম অকৌশল নিষ্কাম কর্ম্ম কৌশল বা মঙ্গলজনক। মঙ্গল নিঃশ্রেয়স্ আনয়ন করে। চিত্তের একাগ্রতাই যোগ। গী ৬।২৩ দুঃখের সহিত সংযোগের যে বিয়োগ তাহাকে যোগ বলিয়াছে। ব্রহ্মে চিত্ত লীন করা যোগ। কঠশ্রুতি বলেন—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্ বদ।" ব্রহ্ম সুকৃত দুষ্কৃত হইতে অন্য।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

সাংখ্যে বুদ্ধিযুক্ত মনীষীগণ কর্ম্মজাত ফলত্যাগে জন্মমৃত্যুরূপ কর্ম্মবন্ধন বা পাশ হইতে মুক্ত হন ও অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৪ সতোবন্ধুমসতি বাক্যে অসৎ মায়ার বন্ধনে বদ্ধ সতের (যেন) কাম কর্ম্ম মৃত্যু ইত্যাদি ঘটে। সৎ স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তাঁহার কাম কর্ম্ম মৃত্যু সম্ভবে না। অজ্ঞ লোকে অবিদ্যাবশে এরূপ আরোপ করে।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মায়া মোহরূপ কালুষ্য অতিক্রম করিবে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন শাস্ত্র বিচার যাহা শুনিয়াছ বা শুনিতে বাকী আছে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সক্ষম হইবে এবং নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবেই। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, ইতি মুণ্ডক। ভালমন্দ পছন্দ করিবার সামর্থ্য হইলে নির্ব্বেদ বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। যাহা শুনিয়াছ তাহা কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ক। আর যাহা শ্রোতব্য তাহা জ্ঞান বিষয়ক। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। প্রথম কাম্যকর্ম্ম, তৎপর নিষ্কাম কর্ম্ম তৎপর বৈরাগ্য উদয় এবং তৎপর গুরু কৃপায় বোধোদয় ঘটিয়া থাকে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

কর্ম্মকাণ্ডে নানারূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়াছে, কোনটা করি কোনটা না করি সন্দেহ যায় না, এইজন্য মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। বুদ্ধি বহুবিপথগামী হওয়ায় একাগ্রতা লাভ ঘটে না। যখন একে নিশ্চয় বুদ্ধি হয় তখন যোগ লাভ ঘটে, বুদ্ধি স্থিত হয়।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

হে কেশব! সমাধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়। তিনি কিরূপ বলেন, কেমন আসন করেন, কিরূপে গমন করেন। যাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্মে স্থিরভাবে অবস্থিত সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার অবস্থার বর্ণনা অর্জ্জুন চাহিতেছেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

হে পার্থ! মনের সর্ব্বপ্রকার কামনা ত্যাগে যখন আপনাতেই (আত্মাতেই) আপনি সন্তোষলাভ করে তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, আসক্তি ভয় ক্রোধ যাহার দূর হইয়াছে এমন মননশীল মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্ব্বত্র (ধন, জন, জীবন, যৌবন, পুত্র, দারা আত্মীয় স্বজনে) স্নেহশূন্য, মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য (স্নেহঞ্চ পাপং), কোন শুভ বিষয়ে প্রীতি বা অশুভ বিষয়ে যাঁহার দ্বেষ বুদ্ধি নাই তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গাদি সঙ্কুচিত করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট করে, তেমনি

যিনি ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের অর্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বহির্ব্যাপার হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

রস=রাগ, কামনা, বাসনা, মধুরাদি রস, পারদ ও পুরুষকেও (রসো বৈ সঃ কে) বুঝায়। নিরাহার অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয়ে যায় না বটে কিন্তু রস মরে না। পরমাত্মার দর্শন পাইলে রসও মরে। অন্ন-পানাদি স্থূলদেহের আহার্য্য, শব্দ-স্পর্শাদি সূক্ষ্মদেহের আহার্য্য, শব্দস্পর্শাদি ব্যবহার ত্যাগ করিলে ইন্দ্রিয়গণ সহসা শব্দাদি উপভোগার্থ ধাবিত হয় না, কিন্তু রস মরে না; সুযোগ পাইলেই কামনা বাসনা ফুটিয়া উঠে। সিংহাসন ত্যাগে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য সহস্রবর্ষ তপস্যা করেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, তত্রাচ শকুন্তলার জন্ম।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

হে কৌন্তেয়! বিচারশীল পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযমনে যত্নশীল হইলেও ইন্দ্রিয়গণ মনকে বলপুর্ব্বক বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ বিনা মনসহকারে কোন বিষয় উপভোগ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দমন কঠিন ব্যাপার, সুতরাং খুব প্রযত্ন আবশ্যক। মন-দমনে ইন্দ্রিয় দমন হয়।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

এইজন্য সব ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া আসনে আসীন হইবে। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ববশে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥

কোন বিষয় (শব্দ স্পর্শাদি) পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি হয়। আসক্তি বাড়িয়া গেলে সেই কাম্য বিষয় পাইবার কামনা জাগে। সেই কামনায় যদি কেহ বাধা দেয় তবে ক্রোধের উদ্রেক হয়।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

ক্রোধ হইলে লঘু গুরু বিচারবুদ্ধি মোহ দ্বারা অভিভূত হয়। মোহ হওয়ায়

স্মৃতি লোপ হয়, স্মৃতি লোপে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশ পায় অর্থাৎ অধঃপাতে যায়।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪ ॥

প্রীতি ও দ্বেষবিমুক্ত ব্যক্তি মনকে বশ করতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে বিচরণশীল হইলেও প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ প্রসন্নতা।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

চিত্ত প্রসন্ন হইলে তাহার সর্ব্বদুঃখের হানি হয় অর্থাৎ দুঃখ দূর হয়। প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি অল্পেই আত্মায় স্থিতি লাভ করে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্ত (অসমাহিত) ব্যক্তির বুদ্ধি নাই বলিতে হয়। অযুক্তের ভাবনা (ধ্যান ধারণা) হয় না। ধ্যানধারণা ব্যতীত শান্তি হয় না, অশান্তের সুখ কোথায়? এ স্থলে সুখ শব্দ ভূমাখ্য সুখ ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে বিচরণকালে মন যে ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে সেই ইন্দ্রিয় ব্যাপারই সেই পুরুষের প্রজ্ঞা হরণ করে এবং তখন তাহার অবস্থা আরব সমুদ্রে বায়ু প্রকোপযুক্ত নৌকার অবস্থা তুল্য হয়। ঈশ্বরপরায়ণ রাজা ভরত হরিণে প্রীতিবশতঃ মৃত্যুকালে রাগমোহে ঈশ্বরকে ভুলিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত (বশীকৃত) হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিবে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

মননাৎ=মুনিঃ। নিশা নিদ্রাকাল। জাগরণ কাল দিবা! দিবাতে মন কাজ করে, নিশাতে মন প্রাণে লয় হইয়া থাকে। মনের লয়ে বিষয়ও ভাসে না। যে বিষয়ে সর্ব্বভূত নিদ্রিত তাহাতেই সংযমীর জাগরণ অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা। আর

যে বিষয়ে সর্ব্বভূত জাগ্রত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল তাহাতে তিনি নিদ্রিত। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা বিষয়ে সংসারীলোক নিদ্রিত আর সংযমী জাগ্রত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সংসারীলোক জাগ্রত আর সংযমী নিদ্রিত।

কর্ম্ম ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার তাহাতে সংসারী জাগ্রত ক্রিয়াশীল। নিষ্ক্রিয় আত্মচিন্তনে সংযমী জাগ্রত, সংসারী নিদ্রিত; অর্থাৎ অনাত্মবিদের কর্ম্মে অধিকার ও আত্মবিদের কর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া থাকে। যত কর্ম্ম অজ্ঞানীর। জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই। অকর্ম্মভাব নিষ্ক্রিয় ভাব। নিশায় অজ্ঞান আঁধারে কর্ম্ম, আলোকে জ্ঞানে কর্ম্মনাশ। সংযমী নিবৃত্তি মার্গী, সংসারীগণ প্রবৃত্তিমার্গী।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

যেমন স্রোতস্বতীগণ সবেগে জলপূর্ণ অচলবৎ প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রশান্ত গম্ভীর সাগরে প্রবেশ করিলেও সমুদ্রে চঞ্চলতা ঘটে না তেমনি কামনাসকল যাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হয় তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না। সেই কামনাশূন্য ব্যক্তিই শান্তি লাভ করে। কামনাযুক্ত ব্যক্তি কদাপি শান্তি পায় না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যে পুরুষ সর্ব্ব কামনা ত্যাগে নিস্পৃহভাবে বিচরণ করে—নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার সেই পুরুষ শান্তি লাভ করে ইহা কঠোপনিষদে ২।৬।১৪ মন্ত্রের অনুবাদ। শাস্ত্রে বলে সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা। অব্যক্ত পুরুষের রূপ কি প্রকারে কল্পিত হয় তাহা এই শ্লোকের দ্বারা বুঝান যায়। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তিমধ্যে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি কালিকা হইতেও ভীষণ মূর্ত্তি বটে। ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপ—পদ্মফুলের শয্যায় যুবক-যুবতী আলিঙ্গনযুক্ত অবস্থায় স্থিত। তদুপরি দেবী দণ্ডায়মানা। তাঁহার দুই হস্তের একহস্তে অসি, তদ্দ্বারা নিজ মস্তক ছিন্ন করতঃ ঐ ছিন্ন মস্তক অপর হস্তে রাখিয়াছেন। ছিন্ন গলদেশ হইতে ত্রিধারা উত্থিত হইয়াছে। তাহার এক ধারা ঐ ছিন্ন মস্তক পান করিতেছে। অপর দুই ধারা দুইটী ডাকিনী পানে রত। ইহলোকে কুসুমশয্যা অতি আদরণীয়। যুবক-যুবতীর আলিঙ্গনসুখ সংসারীর অতীব প্রিয়। এতদুভয়ই পদদলিত করিয়া দেবী দণ্ডায়মানা। যে যে দেবতার পুজা করে সে সেই দেবস্বরূপ বা সারূপ্য লাভের জন্য করে। যে সাধক এমন জাগতিক সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ কামনা পদদলিত করিয়া দাঁড়ায় সেই জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে পারে। দেবী নিজহস্তে নিজমুণ্ড

ছেদন করেন জন্য নির্ম্মম বটেন। আর এই যে মুণ্ড ছেদন তাহা প্রকৃত মস্তকছেদন হইতে পারে না কারণ মৃত মস্তক পান করে না। কোন বস্তু ছিন্ন শিরের হস্তেও থাকে না, মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যায়। এখানে পান করিতেছে সুতরাং শির-কর্ত্তন রূপক মাত্র। ইহাতে অহঙ্কারের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে। যে কামনাত্যাগে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হয়, সে শান্তি পায়। ঐ স্কন্ধদেশ হইতে যে শান্তির ত্রিধারা বহিতেছে তাহা নিজে পান করিয়া (আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ গী ৩।১৭) সে শান্তি পায়। আর এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট যে যায় সেও শান্তি পায় ইহাই দেখাইতেছে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইহাই ব্রহ্মে স্থিতি বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া। হে পার্থ! ব্রহ্ম লাভের পর আর মায়া মোহ থাকে না। অন্তকালে এই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা থাকিলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ ঘটে।

কেহ কেহ মনে করেন নির্ব্বাণ কথাটা বৌদ্ধযুগের সৃষ্টি। গীতা বৌদ্ধযুগের আরম্ভনের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। খৃঃ পূঃ ৫৪৭-৪৭৭ বুদ্ধের জীবিতাবস্থা আর ৩১০২ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধে গীতা কথিত। ইহার ২৫।৩০ বর্ষ পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে ও গীতা শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। এইজন্য বৌদ্ধগণাগত কথাটী বাধিত সুতরাং বৌদ্ধগণ গীতা হইতে নির্ব্বাণ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত। এখানে মনে রাখা ভাল যে বৌদ্ধের নির্ব্বাণ বাতি নির্ব্বাণবৎ। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ জ্যোতিষাং জ্যোতিতে জ্যোতির প্রবেশবৎ।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

হে জনার্দ্দন! যদি বুদ্ধি কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার মত, তবে, হে কেশব! কেন এই ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিতেছ? এই প্রশ্ন হইতে জানা যাইতেছে যে ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিষ্ঠাদ্বয় সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্তির কোন উল্লেখই নাই। গীতায় ভক্তি কোন নিষ্ঠা নহে। ভক্তি নিষ্ঠা হইলে নিষ্ঠাত্রয় উল্লিখিত হইত।

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

কখন জ্ঞান কখন কর্ম্মের প্রশংসা করতঃ আমার বুদ্ধি মোহযুক্ত করিতেছ কেন? যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইতে পারি তজ্জন্য, একটি, নিশ্চয় করিয়া বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

হে অনঘ! (অপাপ)! এই লোকে দুই নিষ্ঠা তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। সাংখ্যানাং উপনিষদবোদীগণের জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মপথের পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গদ্বয়ই কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয় বলিয়া উক্ত। জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় বলেন নাই। বক্তা কৃষ্ণ আর শ্রোতা অর্জ্জুন উভয়েই নিষ্ঠাদ্বয় পৃথক্ তাহা জানিয়াই কথা বলিয়াছেন। ভাগবত পুরাণের ১১ স্কন্ধে ২০ অ ভগবান্ উদ্ধবকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি নিষ্ঠাত্রয় বলিয়াছেন। "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অস্বতন্ত্রা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়াত্মিকা জন্য স্বতন্ত্ররূপে গীতায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভক্তি নিষ্ঠা—বলিবার হইলে এখানে ভগবান্ তাহা বলিতেন। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

কেহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম লাভ করে না বা সন্ন্যাস লইলেই সিদ্ধিলাভ করে না। গীতা ১৮।৪৯ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি বাক্য রহিয়াছে এবং এই অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে যিনি আত্মরতি আত্মতৃপ্ত তাঁহার কোন কার্য্য নাই ইত্যাদি রহিয়াছে। এইজন্য জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ ভগবানের অনুমোদিত। ইহা জানা যায়। তবে এ শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাস সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছেন কেন? রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় কর্ম্ম করে না তাহাতে তাহার নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ হয় কি? সন্ন্যাস লইলেই ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ ঘটে না। এইজন্য ৭।১৯ শ্লোকে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" ও ১২।৫ শ্লোকে "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত

চেতসাম্” ইত্যাদি বাক্য রহিয়াছে। কঠোর সাধন সময়সাপেক্ষ। অর্জ্জুনের বুদ্ধি কর্ম্মে নিয়োজিত করার জন্য কর্ম্ম-প্রশংসা করা হইয়াছে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কেহ কদাচিৎ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ত্রিগুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। গীতা ৫।৮-৯ শ্লোকে উক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস নিমেষাদি কর্ম্ম অন্ততঃ সকলেরই করিতে হয়। জ্ঞানীকেও আহার করিতে, মল মূত্র ত্যাগ করিতে হয়। এই যে প্রকৃতি পরবশতা ইহা গীতায় পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য গীতা ৩।২৭, ২৯, ৩৩; ১৩।২১, ২৯; ১৮।৪০, ৫৯, ৬০; ৯।৮; ৭।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই প্রকৃতিকে জয় করার নাম সাধন। ইহা দ্বারা নিস্ত্রৈগুণ্যে যাওয়া যায়। তাহাকেই মোক্ষ বলে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদাদি) সংযত করিয়া যে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে (শব্দ স্পর্শাদি) মনে মনে স্মরণ করে সে ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা হয়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে নিয়মিত করিয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মযোগ আরম্ভন করেন তিনি শ্রেষ্ঠ (কর্ম্মী)। এই যে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বলা হইল ইহা অর্থবাদ বটে। যেমন এক ব্যক্তির দুই পুত্র একজনের বয়স ১৮ বৎসর অন্যমাত্র ৫ বৎসরের বালক। শারদীয় পূজা উপলক্ষে জ্যেষ্ঠকে একটী সিল্কের জামা ও বালককে একটী দেশী ছিটের জামা দিল। ছোট ছেলে বলিল, তাহার জামা সে লইবে না, দাদার জামা ভাল। তখন তাহাকে প্রবোধ দেয় যে ঐ সিল্ক বিদেশী জাপানি নকল সিল্ক এক রঙ্গা আর তোমার জামা একটী দেশীয় মিলের ছিটে তৈয়ারী, নানারঙ্গা। স্বদেশীর ও রঙের প্রশংসায় সে জামা গ্রহণ করিল। তেমনি যে যেরূপ অধিকারী তাহার নিকট সেই বিষয়ের প্রশংসা করিতে হয়। নতুবা সে গ্রহণ করিবে না। এই নীতি অনুসরণে গীতায় কর্ম্মের প্রশংসা দৃষ্ট হয় কারণ অর্জ্জুন কর্ম্মের অধিকারী। এবং মোটের উপর জ্ঞানযোগের অধিকারী মুষ্টিমেয় মাত্র।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। অকর্ম্মে শরীরও চলিতে পারে না। জীবনযাত্রার জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। তজ্জন্য লোকে রাত্রি জাগিয়া চুরি করে। ভিক্ষা করে। অকর্ম্ম নিদ্রা, আলস্য তন্দ্রাভাবেও ঘটে। কর্ম্ম যে করে সে পশ্চাৎ কর্ম্ম ত্যাগের অধিকারী হয়। যতক্ষণ কর্ম্মত্যাগের অধিকারী না হয়, নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ কর্ম্মই ভাল। ইহাতে সন্দেহ নাই। অকর্ম্ম দুই প্রকার—এক আলস্য জন্য, অন্য মন ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযম জন্য।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

জ্ঞান-যজ্ঞার্থে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। অন্য সব কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। হে কৌন্তেয়! সেই জ্ঞানপথের পথিক হইবার জন্য আসক্তি ত্যাগে কর্ম্ম কর। চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ। চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রবণ মননাদি করিবে। ইহা গীতা ১৮।৫০ শ্লোকে সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। ৪।৩৯ তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি বাক্যে বলে। কেহ বলেন যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ তদর্থে কর্ম্ম করিলে বন্ধনের হেতু হয় না আর সব কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। গীতা ১৮।৪৮ সর্ব্বরম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। বিষ্ণুই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনি।" বিষ্ণুই পরমাত্মা।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বকালে প্রজাসহ যজ্ঞ সৃষ্টিকরতঃ প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞদ্বারা ধনে জনে বৃদ্ধি লাভ কর। ইহা তোমাদের অভিলষিত বস্তু দোহনার্থ কামধেনুতুল্যহউক। ঋ ১০।৪৯।১ মন্ত্রে আছে, ইন্দ্র যজ্ঞপদ্ধতি করিয়াছেন ঋ ১।১৬৪।৫০ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। জীবের শিক্ষার জন্য দেবতা যজ্ঞ করেন। তাহাই প্রথম ধর্ম্ম আচরণ। যজ্ঞ সকাম হইলেও ত্যাগ শিক্ষা দেয়। দেবতার জন্য ঘৃতাদি আহুতি দান, ব্রাহ্মণাদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দান, ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দান করিতে করিতে ত্যাগে চিত্ত নিরত হইলে সৎসঙ্গের ফলে সংসার ত্যাগ করা কঠিন হয় না। পার্থিব সম্পদ ত্যাগে অলৌকিক পরমপদে চিত্ত স্থির করা যায়।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

এই যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতার চিন্তা করিলে দেবতা তোমাদের হিত চিন্তা করিবেন। যজ্ঞ করিলে দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরস্পরের চিন্তায় ক্রমে একদেবযাজী হইয়া বৈরাগ্যোদয়ে গুরুগৃহে গমন করতঃ শ্রবণ মননাদি দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ করিবে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

দেবারাধনা করিলে দেবতাসকল তোমাদের অভিলষিত ভোগসকল দিবেন। দেবদত্ত অন্ন দেবোদ্দেশে নিবেদন না করিয়া যে আহার করে সে চোর। যজ্ঞ-ভাবিতা যজ্ঞদ্বারা চিন্তিত (উপাসিত)।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা যজ্ঞের অবশেষ ভোজন করেন তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হয়েন। যে পাপাত্মা নিজ উদর পুর্ত্তির জন্য পাক করে সে পাপই ভক্ষণ করে। এই কথা ঋ ১০।১১৭।৬ মন্ত্রেও আছে।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন খাইলে প্রাণী জন্মে, বৃষ্টি হইলে সেই অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ করিলে পর্জ্জন্যদেব বারি বর্ষণ করেন। কর্ম্মজাত যজ্ঞ ব্যাপার। ভবন্তি অর্থ বাঁচিয়া থাকেও হয়। অন্ন খাইলে ভূতসকল জীবিত থাকে। অন্ন খাইলে তাহার সারাংশ বীর্য্যে পরিণত হয়, তাহা যোষিৎ যোনি গত হইলে প্রাণী উৎপন্ন হয়। যথাকালে বৃষ্টি হইলে ভোগ্য শস্য উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিবর্ষণ পর্জ্জন্য নামক দেবতার হস্তে। তিনি যজ্ঞাহুতি দ্বারা তৃপ্ত হইলে বারিবর্ষণ করেন, ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের প্রণালী ভেদকে যজ্ঞ বলে। শাস্ত্রে বলে অগ্নৌপ্রাস্তাহুতিঃ সম্যক আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।

কর্ম্ম গ্রহণাত্মক ও ত্যাগাত্মক হয়। ত্যাগাত্মক কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। গী ৮।৩

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞ-কর্ম্ম শব্দব্রহ্ম বেদজাত্। বেদবিহিত কর্ম্ম যজ্ঞ। শব্দব্রহ্ম অক্ষর সেই পরব্রহ্ম হইতে জাত। অতএব নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম মন্ত্ররূপে যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। দেবদেহ মন্ত্রাত্মক। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বাসিতমেতদ্ ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃসামবেদ ইতি। বৃ আ ৪।৫।১১। প্রতিষ্ঠিত অর্থ তাৎপর্য্যেন পর্য্যবসন্নম্, পরিসমাপ্তি প্রতিষ্ঠা। কেহ বলেন সর্ব্বগত সর্ব্ববিষয় প্রকাশক, সর্ব্বদেশে প্রচলিত শব্দব্রহ্ম নিয়তরূপে প্রতিষ্ঠিত। কেহ বলেন ব্রহ্ম জ্ঞানযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশক বেদ। পরব্রহ্ম আছেন ইহার বেদই একমাত্র প্রমাণ। স্থতরাং বেদের প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন। শাস্ত্র যোনি ব্রহ্ম। সর্ব্ববেদের সমন্বয় ব্রহ্মের জ্ঞাপনে। ইহাতে কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্ম মিলে বলা হয় নাই। জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্ম মিলে। জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। গৌণভাবে কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভের সহায়ক হয় বটে। কেহ বা যজ্ঞে অর্থ প্রলয় যজ্ঞে বলেন। প্রলয়ে পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজ বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেন, ঋ ১০।৮১।১ যইমা বিশ্বভূবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎপিতানঃ। তাহা সর্ব্ব যজ্ঞের পরিসমাপ্তি। যুদ্ধযজ্ঞে যেমন ক্ষত্রিয় সৈনিক নিজদেহ আহুতি দেয়, তেমনি অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজকে আহুতি দেয়। পূর্ণাহুতিতে যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হয়। গীতায় জ্ঞানযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্ব কর্ম্ম আহুতি দেওয়া হয়। তথায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬॥

(নবরূপ) ভূতগণের বেদপাঠ, বেদপাঠান্তে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবগণের তৃপ্তি—ততো বৃষ্টি ততো অন্ন, ততো ভূতানি, তাহাদের বেদ অধ্যয়নরূপ এই চক্র। ভগবানের প্রবর্ত্তিত এই চক্রের যে অনুবর্ত্তন করেন না তাহার আয়ু পাপযুক্ত, যে ইন্দ্রিয়ের আরামপ্রিয় শিশ্নোদরপরায়ণ সে ব্যর্থ জীবন যাপন করে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ '
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

ছা উপনিষদ ৭।২৫।২ মন্ত্রে আত্মরতি বিষয়ে আছে—"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি তস্য সর্ব্বেযু লোকেযু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।"

যিনি আত্মাতেই প্রীতি করেন আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ করেন, আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার কিছু কার্য্য নাই। এই সম্বন্ধে বৃ আ ১।৪।৮ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" আত্মরতি সম্বন্ধে বৃ আ ৪।৩।২১ মন্ত্রে যথা "প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চনবেদনান্তরং।" মু উপনিষদ্ ৩।২।৩ "যং এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" যিনি সেই পুরুষকেই বরণ করেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন, যেমন কোন কন্যাকে স্ত্রীত্বে বরণ করিলে সেই নারী আবরণ উন্মোচনে বরণকারী পুরুষের নিকট স্বরূপে প্রকাশ পান।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার (এইরূপ আত্মরতিকারীর) ইহলোকে কৃতকর্ম্ম দ্বারা কোন (অর্থ) প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতে কিছু আশ্রয় করিবার প্রয়োজনও নাই। অসঙ্গ পুরুষের সহিত একতালাভে মায়িক জগতের সহিত কি আর সম্পর্ক থাকিবে? অথবা তখন জগৎ থাকে না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব অনাসক্ত হইয়া সতত কর্ম্ম করিতে থাক। আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিলে পুরুষ পরমব্রহ্মকে পায় বা পরমশ্রেয়ঃ (মোক্ষ) লাভ করে।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করেন। লোক সংগ্রহ করার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। লোক সংগ্রহ অর্থ লোক যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকে। যেন উশৃঙ্খলতাবশতঃ উন্মার্গগামী না হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হয়, তাহার জন্য যে কর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্টান্ত স্বরূপে; সংসিদ্ধি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্য হওয়া। মহাভারত শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্মপর্ব্বে ১৮অ বিদেহ রাজ্ঞঃ সংবাদ—রাজ্ঞি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কিমর্থমভিসন্ত্যজ্যপরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ।" ইহাতে জনক কর্ম্মত্যাগে নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসী হন জানা যায়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন বলিতে হয়।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠগণ যেমন যেমন আচরণ করেন ইতর ব্যক্তি তেমন তেমন ব্যবহার করে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যা প্রমাণ মনে করেন অন্যে তাহারই অনুসরণ করে। ইংরেজকে শ্রেষ্ঠ বোধে তাঁহার পেণ্টুলন, হ্যাট্, নেক্‌টাই এদেশীগণ ব্যবহার করে। তাহাদের ডাইভোর্স প্রথাটা চায়, তাহাদের মত খানা খায়, মদ্যপান করে। মাইকেল মধুসূদনাদি খৃষ্টান্ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! এ ত্রিভুবনের কোন বস্তু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই। আমার কোন কর্ত্তব্য নাই তথাপি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি। কৃষ্ণ ঈশ্বর স্বরূপে বলিতেছেন, ঈশ্বরের কোন অভাব নাই তিনি নিস্পৃহ। অভাব বোধ যখন, কর্ম্ম করে তখন। তর্কস্থলে বলা চলে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করার কার্য্য, অতীব গুরুতর কার্য্য তাঁহার রহিয়াছে ও করিতেছেন। মায়ার বশ না হইলেও মায়ার কার্য্যতা তাঁহাতে আরোপিত হইলেও যতক্ষণ মায়াসহ যোগ আছে ততক্ষণ কর্ম্ম অনিবার্য্য। যত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয় সবই তাঁহার ইন্দ্রিয়। অতএব ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার চলিতেছে। কোন প্রাণী দিবাচর কেহ কেহ রাত্রিচর সুতরাং তিনি চির অনিদ্রিত, তাঁহার কর্ম্ম অহর্নিশ লাগিয়াই থাকিবে।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! যদি আমি অনলসভাবে কর্ম্মে লাগিয়া না থাকি তবে আমার দেখাদেখি সর্ব্বলোক আমার অনুসরণ করিয়া তন্দ্রালস্য পরায়ণ হইবে।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা। তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্। লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য। এখানে কর্ম্ম বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম। বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ হইলে অধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া বর্ণ সঙ্কর দোষ ঘটিবে তাহার উল্লেখ গী ১।৪০-৪৩ শ্লোকে অর্জ্জুন করিয়াছেন। যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে লোকে কর্ম্ম করিবে না উচ্ছৃঙ্খল হইবে। অধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটিবে। বর্ণসঙ্কর হইয়া রাজ্য উৎসন্ন হইবে। শুনা যায় এক ইংরেজ I. C. S জজ,

Dr. P. K. Roy এর বিলাতে শিক্ষিতা কন্যা বিবাহ করায় U. S. Club সভ্যগণের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিয়াছিল। সাঙ্কর্য্য কেহ চায় না।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

হে ভারত! কর্ম্মে আসক্তচিত্ত অবিদ্বান্ ব্যক্তি যেমন কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করেন বিদ্বান (অসক্ত ব্যক্তি) লোকসংগ্রহার্থ তেমনি অনুষ্ঠান করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞান জনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। বিদ্বান নিষ্কাম কর্ম্মযোগযুক্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম আচরণ করতঃ অজ্ঞান ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন। কর্ম্ম হইতে সাংখ্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি জাগাইবে না, চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত। 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা'। ভাগ পু ১১।২০।৯। নৈয়ায়িক সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থানকালে, বাঙ্গালী যাত্রীগণ রথযাত্রা উপলক্ষে তথায় গেলে, তিনি তাহাদের সঙ্গে গুণ্ডিচা মার্জ্জন, নর্ত্তন, কীর্ত্তন করিয়াই বিদায় দেন—ভেদবুদ্ধি জন্মান নাই।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

যদিও সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারাই ঘটে তত্রাচ অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ত্তা এমন মনে করেন। গী ১৩।২৯ এবং ৩৫ দ্রষ্টব্য। পুরুষ নিষ্ক্রিয় স্বভাব। সে কর্ত্তা হয় না অজ্ঞানী কর্ত্তৃক উহা আরোপিত হয়। যেমন চাঁদের নাচুনি জলে দেখে। জলের নাচুনি চাঁদে আরোপ করে। তেমনি অন্তর্য্যামী পুরুষের আবরণ (কোষ) মনাদির স্পন্দন, পুরুষের স্পন্দন বলিয়া আরোপ করে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮॥

হে মহাবাহো! যিনি আপন স্বরূপ সহ গুণকর্ম্মের বিভাগ জানেন সেই তত্ত্ববিৎ, গুণের কর্ম্ম গুণই করে জানিয়া আসক্তচিত্ত হন না। বা গুণাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগ করে করুক তৎসহ আমার কোন সম্পর্ক নাই।

গী ১৩।৫-৬ শ্লোকে ক্ষেত্র কি বলিয়াছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

৭।৪-৫ শ্লোকে অপরা ও পরাপ্রকৃতি বলিতে গিয়া অপরা কি তাহা বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা ॥

ত্রিগুণা প্রকৃতিই এই অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্র। মনোবুদ্ধির ও তাহাদের কার্য্যের দ্রষ্টা, আমিনামা ব্যক্তি, তাহাদের হইতে (দৃশ্য হইতে) পৃথক। মন এখন কামার্ত্ত, এখন শোকার্ত্ত, এখন দুঃখার্ত্ত, এখন হর্ষিত, এখন ক্রুদ্ধ এই সব মনের অবস্থার দ্রষ্টা আমি ঐ সকল হইতে পৃথক। তেমনি ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় হইতে আমি পৃথক্। এই আমিনামা ব্যক্তিই জীবাত্মা, যিনি জগৎ ধারণ করেন। সুতরাং জগৎ দর্শন করেন। ইন্দ্রিয়গণ আমা হইতে পৃথক্, তাহাদের কার্য্য তাহারা করে, তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি অকর্ত্তা, তাহাদের কার্য্য আমি করিতেছি এমন মিথ্যা ধারণা করিব কেন?

প্রকৃতের্গুণ-সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা প্রকৃতির তিনগুণ দ্বারা মোহিত হইয়া গুণকর্ম্মে আসক্ত হন সেই অসম্যক্‌দর্শী অজ্ঞান ব্যক্তিদের মন্দবুদ্ধিকে, সকলার্থবেত্তা ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না। ইহা ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ পুর্ব্ববর্ত্তী ২৬ শ্লোকে যে উক্তি তাহারই পুনরুক্তি। দার্ঢ্যার্থ।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ আত্মবিচারে চিত্ত স্থাপন করিয়া শোক ত্যাগে, ফলে আশা ত্যাগে, মমতাহীন হইয়া যুদ্ধ কর। তাঁহারই প্রেরণায় ভৃত্যবৎ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করতঃ আমি কর্ত্তা এই অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নশ্বর জাগতিক দেহাদিতে মমতাত্যাগে কর্ম্ম কর। কর্ম্মসন্ন্যাসে নির্ম্মম নিস্পৃহের যুদ্ধ করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা চলে।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপিকর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মানব সদাই আমার এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বনে আমাতে শ্রদ্ধারত ও অসূয়াহীন হইবে সে উক্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা অসূয়াবশে আমার এই মতানুযায়ী অনুষ্ঠানপরায়ণ না হইবে সেই সকল বিমূঢ় নষ্টবুদ্ধিকে সর্ব্বজ্ঞানরহিত জানিবে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপন আপন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে দেহাদিচেষ্টারত হয়, "প্রকৃতির বশীভূত হয়"। এমতস্থলে দণ্ডজনিত নিগ্রহের ভয় কি বাধক হইতে পারে? গী ৭।২০ ও গী ১৮।৫৯-৬০ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানাভাবে বলিয়াছেন, "প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি"। প্রকৃতি যে বলবতী তাহাই ভাষান্তরে গী ৭।১৪ "মম মায়া দুরত্যয়া" বাক্যে বলিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" তাহাও বলিয়াছেন। প্রকৃতিই মায়া, (শ্বেত ৪।১০)। প্রকৃতি যতই বলবতী হউক প্রকৃতিকে জয় করা যায়। যদিও স্থানান্তরে উহার নাম অজয়া দৃষ্ট হয়। ইহলোকে রাজদণ্ডের ভয়, সামাজিক দণ্ডের ভয়, পরলোকে নরক ভয় থাকিলেও প্রবল রজোগুণে বিস্মৃত হইয়া পড়ে। গী ৬।৩৫ "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দাদিতে রাগদ্বেষবৃত্তিদ্বয় হইয়া থাকে, যেমন সুদৃশ্য ও কুদৃশ্য, সুশ্রাব্য ও অশ্রাব্য, কোমল ও কঠিন ইত্যাদি। তাহাদের বশীভূত হইবে না। তাহারা মোক্ষপথের ব্যাঘাতক।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

সুষ্ঠু প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানো প্রাণ যায় তাহাও ভাল। পরধর্ম্ম সদাই ভয়প্রদ জানিবে। এই জন্যই কর্ম্মনিষ্ঠ যাহার স্বধর্ম্ম, জ্ঞাননিষ্ঠা তাহার পরধর্ম্ম। কর্ম্মনিষ্ঠার চরমফল চিত্তশুদ্ধি বা দেবযানে

স্বর্গে কি ব্রহ্মলোকাদি গমন। চিত্তশুদ্ধি লাভের পুর্ব্বে যদি কেহ জ্ঞানের পথে চলে তবে অনধিকার চর্চ্চায় কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য ভয়াবহ। স্বকর্ম্মদ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহা গী ১৮।৪৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হন সে জন্য তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভয়াবহ। অর্জ্জুনের কর্ম্মনিষ্ঠায় অধিকার সুতরাং কর্ম্মত্যাগ তাহার পক্ষে অনুচিত। কেহ কেহ বলেন গীতার অন্যত্র স্বধর্ম্ম শব্দ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আশ্রম ধর্ম্মে ব্যবহৃত হইলেও একশব্দ নানার্থে প্রয়োগ হয় সে জন্য স্বধর্ম্ম স্ব বিষয়ক ধর্ম্ম। সু+অ=স্ব। সুষ্ঠু প্রকারে যাঁহার অস্তিত্ব অবাধিত তিনিই স্ব=আত্মা। তৎ বিষয়ক জ্ঞানই স্বধর্ম্ম আর সব পরধর্ম্ম। ('পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু'—কঠ।) বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গণই পর বা শত্রু, তাহাদের কর্ম্ম বা চেষ্টাই পরধর্ম্ম। অন্তরস্থ পুরুষকে তাহারা জানে না ও জানিতে দেয় না। আত্মবিষয়ক জ্ঞান সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত না হইলেও জ্ঞানের পথে মোক্ষের পথের পথিক হওয়া ভাল। "অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিং। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" ইন্দ্রিয়জকর্ম্ম স্বর্গার্থে বা ভোগবিলাসার্থের প্রবৃত্তি-মার্গের চিহ্ন। কর্ম্ম সদাই বন্ধনের হেতু, সেজন্য বড়ই ভয়াবহ। এ বিষয়ে বাঙ্গালাতে একটি গান আছে। "বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সবাই তোর পর, কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হয়ে নিমগন ভুলিছ আপনা জনে।"

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

হে বার্ষ্ণেয়! লোক কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে? ইচ্ছা না থাকিলেও যেন বলপুর্ব্বক নিযুক্ত করে। এই শ্লোকের উত্তরে যদি কেহ বলে ঈশ্বরই করান। এইজন্য পরশ্লোকে রজোগুণাত্মক কাম ক্রোধের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে এবং গীতা ৫।১৫ "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" এই অজ্ঞান কাম কর্ম্মবীজ অবিদ্যা রজোগুণ বাহুল্যে সৃষ্টি করে। সেই অবিদ্যা বা প্রকৃতি পরবশে লোকে পাপ পুণ্য করে। জীব স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নিষ্ক্রিয়। কৌষীতকী উপনিষদে আছে— "এষ হি এব এনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যোঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীক্ষতে। এষউহি এব এনং অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যোঃ লোকেভ্যঃ নুনুৎসত। এষ লোক-পাল এষ লোকাধিপতিরেষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি।" গী ১৮।৬১

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" এই যে মায়য়া শব্দটী আছে তাহাই অবিদ্যা কামকর্ম্ম বীজরূপা রজঃ প্রধানা প্রকৃতি। গী ৩।৫, ৬।৪৪, ৮।১৯, ৯।৮, ১৮।৬০ (অবশং প্রকৃতের্বশাৎ), জীবগণ প্রকৃতির বশ নিজের আয়ত্ব নয় বাক্য আছে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি সহযোগে কর্ম্মপরায়ণ হয়। জড় প্রকৃতি চিন্তনে অসমর্থ এইজন্য ঈশ্বর করেন বলা হয় এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষ কর্ম্মে অযোগ্য এইজন্য প্রকৃতি করে বলা হয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

এই কাম এই ক্রোধ রজোগুণ হইতে জাত। ইহারা মহাক্ষুধাযুক্ত, এই মহাপাপকে মহাবৈরী বলিয়াই জানিবে। ইহাদের দ্বারা চালিত হইয়াই লোক পাপরত হয়। লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে। গী ১৪।১২। গীতা ২।৬২ শ্লোকে কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে বাক্য আছে। সে মহাক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। যতই কামনা চরিতার্থ কর তাহার শেষ নাই। সেইজন্য মহারাজ যযাতি ভোগে অতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছেন, ন জাতু কামং কামানামুপভোগেন সাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োরেবাভিবর্দ্ধতে। বৈরী এই জন্য, যে ইহা মোক্ষপথের বাধক।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

যেমন অগ্নি উজ্জ্বল হইলেও ধূমাবৃত হইলে দৃষ্ট হয় না, যেমন ময়লাবৃত হইলে দর্পণ দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন গর্ভবেষ্টনী চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকা জন্য দেখা যায় না, তেমনি কামদ্বারা (মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা) এই হৃদয়স্থ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষটীকে আবৃত রাখায় ইঁহাকে জানা যায় না। বাঙ্গালার কবি গাহিয়াছেন—"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।"

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ॥ ৩৯॥

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। হে কৌন্তেয় জ্ঞানীগণের নিত্যশত্রু এই দুষ্পুরণীয় অগ্নিসদৃশ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ঘনাচ্ছন্নঅর্কবৎ অদৃশ্য।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥

এই কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইহাদের দ্বারা জ্ঞান আবৃত করতঃ দেহিকে মোহিত করে। অন্তর্য্যামী পুরুষ মনোময় বিকারময় মায়াবৃত হন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষাবৃত জীব চৈতন্য। এখানে প্রাণ মন বুদ্ধি কোষত্রয়ের স্থলে মনের কার্য্য কামের দ্বারা সর্ব্ব আবরণকে লক্ষ্য করিয়াছে। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ক্ষেত্রের সম্পদ তাহা গীতা ১৩।৫-৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। উহারা সূক্ষ্মদেহান্তর্গত। সূক্ষ্মদেহ কারণদেহ জাত। কারণ শরীর ত্রিগুণা মায়া স্বয়ং। ইহাতে কাম মায়ার কার্য্য ইহা বলা হইল। মায়ার আবরণ বিক্ষেপ শক্তিদ্বয়ের আবরণ মোহ করে ও বিক্ষেপ অঘটন সৃষ্টি ঘটায়।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

হে ভরতর্ষভ ভরতপুংগব! এইজন্য কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নিয়মিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক এই পাপকে জয় কর। জ্ঞান শাস্ত্রীয় পরোক্ষ জ্ঞান। বিজ্ঞান অপরোক্ষানুভূতি।

কেহ বলেন জ্ঞানই নির্ব্বিশেষ পুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতি। বিজ্ঞান বিশেষের জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়গণ (দেহ হইতে) শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে সে শ্রেষ্ঠ। 'সে' অর্থ 'কাম' বা 'ব্রহ্ম' কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহা কঠ উপনিষদে এইরূপ আছে :—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ।১।৩ বল্লী।

এখানে সংক্ষেপে বুদ্ধির পরে পুরুষ বলা হইয়াছে। বুদ্ধি কার্য্য তৎকারণ মহৎ ও অব্যক্তা। কারণ ও কার্য্য একীভূত করিয়া বলা হইয়াছে। স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ কারণ বিনা মনসংযোগে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় জানিতে পারে না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কারণ মন সঙ্কল্প বিকল্প করে বুদ্ধির পরামর্শ গ্রহণে তাহাতে নিশ্চয়তা ঘটে। বুদ্ধি হইতে

আত্মা শ্রেষ্ঠ কারণ বুদ্ধি জড়। বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মার প্রতিবিম্বপাতে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হয়।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মনমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

হে মহাবাহো! তুমি পুরুষকে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিয়া এবং মনকে বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চল করতঃ কামরূপী দুরন্ত শত্রুকে জয় কর (বধ কর)। আত্মনাং (মনকে) আত্মনা (বুদ্ধিদ্বারা), অর্থাৎ বিচার ও মনন দ্বারাই কামনা জয় হয়। গীতার ভাষায় (৬।৩৫) অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি মনুর পিতা বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে ও মনু নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ছাঃ উপনিষদের ৩।১১।৪ মন্ত্রে "তৎ হ এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈত-দুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ।" উদ্দালক আরুণি ব্রাহ্মণ যিনি তত্ত্বমসি মহাবাক্যের দ্রষ্টা। যাঁহারা প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মপর বলেন তাঁহারা ভ্রমেই বলেন।

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

পরন্তপ=শত্রুকে তাপদাতা। রাজর্ষি=ঋষিতুল্য রাজা বা রাজতুল্য ঋষি। হে পরন্তপ! রাজর্ষিগণ এমনই পরম্পরা প্রাপ্ত জ্ঞানযোগ জানিতেন। সেই যোগ মহৎকালবশে নষ্ট হইয়া যায়। কুলক্ষয় বা রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব বা রাজগণের মূঢ়তা প্রযুক্ত লোপ পাইয়াছিল।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা এইজন্য সেই পুরাতন যোগ তোমাকে বলিলাম, যেহেতু ইহা উত্তম রহস্যজনক গোপনীয় বিষয়। গী ৯।২৯ শ্লোকে—"ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" বাক্য আছে। সুতরাং ইহা অর্থবাদ মাত্র।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

তোমার জন্ম দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে; মনুর পিতা বিবস্বতের সময় সত্যযুগের আদিতে। তুমি তাঁহাকে এই যোগ প্রথম উপদেশ করিয়াছিলে তাহা কেমনে বুঝি। গী ২।১২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥" সেখানেই শ্রীভগবানকে এ প্রশ্ন করা উচিৎ ছিল।

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

হে পরন্তপ! তোমারও বহুজন্ম গত হইয়াছে আমারও বহুজন্ম গত হইয়াছে। আমি সর্ব্বজ্ঞ বা জাতিস্মর জন্য যাহা জানি তুমি তাহা জান না। তীব্র তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি জন্য জাতিস্মর হয়। ইহজন্মে পূর্ব্বজন্মে বা।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

প্রকৃতি ও মায়া দুই নহে। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্বেত ৪।১০। ঐন্দ্রজালিকের খেলার ন্যায়, প্রহেলিকা মায়া, পুরুষ জালবান। অবিনাশী ভূত সকলের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া অব্যক্ত পুরুষ আমি নিজ মায়া দ্বারা (ব্যক্ত মধ্য) দেহবান্ সদৃশ হইয়া থাকি। মায়ার আবরণরূপ দেবগ্রহণে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হই। যেমন তম আবরণে আবৃত রজ্জু সর্পভাব ধারণ করে। ঋগ্বেদে ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে বাক্য আছে। সুতরাং মায়াবাদ অর্ব্বাচীন নহে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

যখন মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধিলাভ ঘটে তখন আপনি দেহধারী হইয়া অবতীর্ণ হই। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম সমাগমে তমাক্রান্ত হইয়া প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ তমদেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিনাশ কর্ত্তা হন। অধর্ম্ম পাপতম বলায় বাধা নাই। রাহুগ্রস্ত দিবাকরবৎ তমাক্রান্তে ধর্ম্ম বা জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ ম্লানতাপন্ন হয়েন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

সাধুর রক্ষণ ও অসাধুর বিনাশকরতঃ ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হই।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই মায়া অবলম্বনে জন্ম ও দেহধারী হইয়া যে সব কর্ম্ম করি তাহা তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁহার পুনরায় জন্ম হয় না; আমাতেই প্রবেশ করেন। অর্থাৎ অবিকারী অজের জন্ম মৃত্যুরূপ অঘটনঘটন ঘটে। তাহা মায়াকৃত তাই মায়াকে অঘটন ঘটন পটিয়সী বলা হয়। মায়া সৎ অসৎ বিলক্ষণ জন্য অনির্ব্বচনীয়া। ভাগবত পুরাণে মায়া অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে বলে। আত্মা নিষ্ক্রিয় অচ্যুত। সে তার স্বভাব ত্যাগে সক্রিয় কখনও হয় না। তথাচ যে ভ্রান্তিবশে লোকে এইরূপ দেহ ধারণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাই মায়ার কার্য্য। ইহা যে জানে সে তত্ত্বজ্ঞ। অবস্তুতে বস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বা অধ্যাস যার হয় না সেই তত্ত্বতঃ জানে।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বিষয়ে রাগ (আসক্তি) ভয় ও ক্রোধরহিত হইয়া আমার শরণাগত হইয়া আমাতেই সমাহিতচিত্ত বহু ব্যক্তি জ্ঞানতপস্যাপূত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন—মৎস্বরূপ লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়াছেন। এবিষয়ে ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্র বলে—ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥" যে দেবদেহে বিশ্বদেবগণ আশ্রয় করে সেই অক্ষয় পুরুষকে যে জানে না তাঁহার ঋক্ মন্ত্র মুখস্থ করায় কি ফল? যে ইহা জানে সে তাঁহাতেই প্রবেশ করে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

হে পার্থ! আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে তদনুসারে ফল প্রতিদান করি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার নির্দ্দিষ্ট পথেরই অনুবর্ত্তন করে। গী ৭।২২ "স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।" গী ৭।১২ যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে মত্ত

এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি। মায়া অধিষ্ঠানে এই সকল কর্ম্ম (ব্যাপার) তাঁহারই বিধান। ক্ষুধার্ত্ত, দেহ রক্ষার্থ কাহাকেও প্রাণে বধ করিলে তাহাতে দেহ রক্ষা হইবে ও দেহে বীর্য্য উৎপন্ন হইবে ও তাহাতে পুত্রকন্যাদি জন্মিবে; এইরূপে গ্রাস, স্থিতি ও উৎপত্তিরূপ ব্রহ্মচক্র চলিয়াছে। প্রলয়ে সব গ্রাস করেন পুনঃ সৃষ্টি করেন তাহাতে কিছুকাল জগত ব্যক্ত মধ্যভাবে স্থিতিলাভ করে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

কর্ম্মদ্বারা ফলরূপ সিদ্ধিলাভার্থ ইহলোকে দেবগণের পুজা করে ও এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি ক্ষিপ্রই পাইয়া থাকে। দেবলোক ভোগপ্রধান, তথায় কর্ম্মফলে যাইয়া থাকে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। অদ্বিতীয় পুরুষ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অব্যয়; তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং জগৎ জীবের সৃজনকর্ত্তা না হইলেও তাঁহাতে যে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা হয় তাহা অবিদ্যাবশে। যেমন চাঁদের নাচুনি জলে দেখে। চাঁদ জলে নাই বা আকাশের চাঁদও নাচে নাই তত্রাচ চাঁদ নাচনির কর্ত্তা। প্রকৃতপক্ষে জলের নাচনি চাঁদে আরোপিত। গী ৩।২৭ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সর্ব্বত্রই চেতনকর্ত্তা দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রকৃতি সৃষ্টিরূপ কর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা হইলেও জড় প্রকৃতিকে চালিত করায় এমন কোন চেতনের সাপেক্ষতা আছে এই অনুমানে চেতনকেই গৌণভাবে কর্ত্তা বলে। মায়া=মা+আয়া=যা আসেনি। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব অপ্রতিহত। যেমন রাহুছায়া আসে যায় তেমনি মায়া আসে যায়। চারিবর্ণ সর্ব্বদেশেই দৃষ্ট হয়। যাহাকে ইংরাজিতে missionary, military, merchant and manual labourer বলে। ব্রাহ্মণ (ঈশ্বরচিন্তক) ক্ষত্রিয় (অন্তঃ ও বহিঃ শত্রুনাশক শস্ত্রধারী) বৈশ্য (কৃষিবাণিজ্যকারী) ও শূদ্র (সেবাকারী দৈহিক শ্রমদ্বারা) ইহা সকল উন্নতিশীল জাতিতেই ঘটিয়া থাকে। কোন বর্ণের অভাব ঘটিলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, কর্ম্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, ইহা যে জানে সে কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় না। নিষ্ক্রিয় পুরুষ কর্ম্ম করেন না, সুতরাং কর্ম্মের বন্ধন বা লেপ লাগে না। ত্রিগুণা মায়া বা প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যে কর্ম্ম করে। সান্নিধ্যবশতঃ কর্ত্তৃত্ব পুরুষে আরোপিত হয়। যদি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া থাকিত তবে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম না হইয়া সদোষ ও বিষম হইতেন। এইজন্য গী ৭।৫ শ্লোকে "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" বাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না। গী ৯।৫। জীবভাবে দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রকৃতি হইতে কর্জ্জ লইয়া মন স্পন্দনে উৎপন্ন জগৎ ধারণ করেন। একারণ ভাগবত পুরাণে (২।৯।৩৩) মায়ার লক্ষণ দিয়াছেন। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্ বিদ্যাদাত্মনোমায়াং যথা ভাসো তথা তমঃ।" ব্রহ্মের দেহ নাই তাহাতে মায়া থাকিবে কেমন করিয়া? সর্ব্বব্যাপীত্ব হেতু মায়া তাঁহার বাহিরে থাকিবার আশঙ্কা নাই। পুর্ণ তিনি তাঁহার অভাব নাই। স্পৃহা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি জন্য হয়। তাহা এখানে সম্ভবে না। জড় প্রকৃতি সৃষ্টি করে না, চিৎপুরুষ নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি করে না, তত্রাচ সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ জগৎ প্রতীত হয়। ইহাই মায়া।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পুর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পুর্ব্বৈঃ পুর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

পুর্ব্বকালে মুমুক্ষুগণ এইরূপ আত্মা ও মায়ার স্বরূপ জানিয়া কর্ম্ম করিতেন। পুর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় তুমিও জানিয়া কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

দেহ ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টাকে কর্ম্ম বলে। সেই কর্ম্মমধ্যে যাহা বেদে কর্ত্তব্য বলিয়া বলে রূঢ়ীভাবে তাহা কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। গী ৩।১৫ "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" বলিয়াছেন। অকর্ম্ম তুষ্ণিভাব। যখন ইন্দ্রিয়চেষ্টা নাই তখন অকর্ম্ম, তুষ্ণিভাব। সুষুপ্তি, সমাধি, মূর্চ্ছা, অকর্ম্ম অবস্থা। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা কেহ চাহে না, সমাধি চাহে। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ কঠ ২।৩।১০ সুষুপ্তিতে বড় সুখ লাভ হয়, সবাই এই কথা নিদ্রোত্থিত হইয়া বলে। তবে সুষুপ্তি চাহিব না কেন? আর তাহা হইলে কুম্ভকর্ণ বড়

সাধক হইবে না। কেন? এই সন্দেহ জন্য বলিয়াছেন কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এবিষয়ে কবিগণও মোহযুক্ত। তোমাকে কর্ম্ম কি তাহা বলিব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ করিবে। অশুভ সংসার বা মায়াপাশ। মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ বাক্যটী গী ৯৩ শ্লোকেও আছে।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

বৈদিক কর্ম্মের বহুলতা জন্য কখন কাহার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা জানিতে হয়। বিকর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের কখন কোনটী নিষিদ্ধ তাহা জানিতে হয়। অকর্ম্ম কর্ম্মসন্ন্যাস বা তমবশে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য আছে। কর্ম্মের গতি অতীব দুর্ব্বোধ্য।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বৈশ্য নিরস্ত্র হয়। কিন্তু আপৎকালে তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে শাস্ত্রে বিধি আছে। কিরূপ আপদে কিভাবে যুদ্ধ করিবে তাহা জানিতে হয়। হিংসা-নিষিদ্ধ, অহিংসা ব্রত অবলম্বনীয়, আবার শ্রুতি বলেন, অহিংসন্ অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। কোন কোন স্থলে মিথ্যা বলিবারও বিধি আছে। এই সব কারণে কর্ম্মের গতি (যথার্থ তত্ত্ব) অতীব গহন বলিয়াছে। কর্ম্মের গতি এইজন্য উত্তম, অধম স্বর্গাদি, দেবযান, পিতৃযান পথাদি, জায়স্ব ম্রিয়স্ব তীর্য্যগাদি গতি, নরকাদিতে গতি হইয়া থাকে। স্বর্গে নরকে বহু যোনি ভেদও আছে। অতএব কর্ম্মের গতি গহন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী সর্ব্বকর্ম্মকারী। কেহ বলেন কর্ম্ম করিতে অকর্ম্ম (কর্ম্মফল-হীন নিত্য কর্ম্ম) কে শ্রেয় দেখেন এবং নিত্যকর্ম্মরূপ অকর্ম্মে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে এরূপ দেখেন। আর কেহ বলেন, কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতেছে আত্মজ্ঞান। ক্রিয়মান কর্ম্মে যিনি আত্মজ্ঞান দেখেন এবং জ্ঞানরূপ অকর্ম্ম যিনি নিষ্কাম কর্ম্মান্তর্গত দেখেন, এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। অন্যে বলেন, ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মে—অকর্ম্ম দেখেন অর্থাৎ উহা কর্ম্ম নহে, সুতরাং বন্ধনকারক নহে মনে করেন। অকর্ম্মবিহিত কর্ম্মের অকরণ তাহা যিনি কর্ম্ম দেখেন, তিনি বন্ধন হেতু মনে করেন। এই মতে কর্ম্ম অর্থে বন্ধন। অন্যে বলেন, কর্ম্ম কর্ত্তব্য, অকর্ম্ম অর্থ অকর্ত্তব্য, কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা অর্থ কর্ম্মমাত্র বন্ধন-

জনক এইজন্য কর্ম্মে অকর্ত্তব্যতা দেখা ও অকর্ম্মে নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় ব্যাপারে কার্য কর্ত্তব্যতা দেখেন অর্থাৎ বন্ধন হইতে মোক্ষার্থ অকর্ম্মই কর্ত্তব্য। এমন দ্রষ্টা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

ইহা শ্রুতিসম্মত কারণ—কঠ শ্রুতি—"যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং" (২।৩।১০) বলিয়াছেন। নিশ্চেষ্ট তুষ্ণীভাবে স্থিতি ব্রাহ্মী স্থিতি। আর ত্রৈগুণ্যে কর্ম্ম, কর্ম্মমাত্রই সদোষজন্য, বন্ধন হেতু। বিহিত কর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম একই কথা। উহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। করিলে পঞ্চসূনাকৃত পাপ নাশ হয় ইত্যাদি ফলশ্রুতি আছে। যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি। স্বর্গকামো যজেত। নিত্যকর্ম্ম ফলহীন নহে। সুতরাং অকর্ম্ম বলা চলে না। প্রত্যবায় নিবারণ ও ফল বটে। কাত্যায়নশ্রৌত সূত্রে বলে নিত্যকর্ম্মাণি অশক্যাদির্বৈগুণ্যেঽপি ফলনিষ্পত্তির্ভবতি। বৈষ্ণব বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, যদ্যপি ফলশ্রুতি বিষয় উল্লেখ না থাকে, তথাপি বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ফলশ্রুতি না থাকিলেও যেমন ফল স্বীকার্য্য তেমনি নিত্যকর্ম্মের ফল স্বীকার্য্য।

গীতায় (১৮।৪৮)—সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। কর্ম্মমাত্রই সদোষ বলিয়াছে। এই কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ভাষান্তরে গীতায় ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য শব্দদ্বয় দ্বারা বলা হইয়াছে। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ গী ৩।২৭। কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। গী ১৩।২০। নিষ্ক্রিয়, অচল, নির্ব্বিকার, অব্যক্তা হইতেও অব্যক্ত, পুরুষ কর্ত্তা হইতে পারেন না। তিনি নিস্ত্রৈগুণ্যে নির্গুণ সুতরাং অকর্ম্ম স্বরূপ। ওঁকারে এইটী দেখান হইয়াছে, বিন্দু নির্দ্দেশ করে অস্তি নির্ব্বিশেষ, অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং অস্তি। অর্দ্ধ চন্দ্র রেখা অব্যক্তা প্রকৃতি। অনুমানে প্রকৃতি আছে বলা হয়। তার রেখামাত্র পাওয়া যায় কোন লক্ষণাদি নাই। এইজন্য প্রকৃতিকে অবিদিতা, অনির্ব্বচনীয়া, অচিন্তনীয়া আদি বাক্যে প্রকাশ করা হয়। তন্নিম্নে ওকার ত্রিগুণের বিকাশ দেখাইতেছে। হাল্কা সত্যগুণ উপরে, মধ্যে রজগুণের গ্রন্থি, সর্ব্বনিম্নে গুরুতমঃ স্থিত। বিন্দু যে অস্তিত্বের কথা বলে তাহা সৎ তাহাই মূল। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন (ছা ৬।৮।৪) "সন্মূলং অন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ", যেমন 'নেবুলা ষ্টেজ' অলক্ষণা ; তাহা হইতে সূর্য্যাদি বাহির হইয়া আসে, যেমন অনাকার মেঘ হইতে বজ্রনাদের পর বৃষ্টিধারা শিলাদি নিম্নাভিমুখে পতিত হয়। তেমনি অব্যাকৃতা প্রকৃতি হইতে ত্রিভুবনব্যাপী বিরাট দেহ বা জগৎরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ উর্দ্ধমূল অধঃ শাখ বাহির হইয়া থাকে।

এখানেও শব্দ বা নাদই মূল ও তন্মাত্রা নামে অভিহিত। যেমন ডিম ফাটিলে ফট্ শব্দ হয়, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শব্দ সহ অব্যাকৃতা হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ নির্গত হয়। এই নাদই ওঁকার। জীব বক্র রেখাত্মক অব্যাকৃতাকে অধিষ্ঠান করিয়া সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলে এক দিকে নানাত্মক জগৎ দেখে অন্য দিকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয়াত্মক পুরুষকে দেখে। কর্ম্মমাত্রই ত্রিগুণা জন্য প্রকৃতিজাত। প্রকৃতি অর্থই প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্ম যাহার। জগৎ জীব কর্ম্ম। নিস্ত্রৈগুণ্যে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ অকর্ম্ম। এইজন্য কর্ম্ম ও অকর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। অকর্ম্মভাব জীবের স্বরূপাবস্থা, কর্ম্মভাব বিকারাবস্থা। প্রকৃতি পরবশে মায়ার বন্ধনপাশে বদ্ধ জীবভাব। তাহা হইতে মুক্তিই মোক্ষ। জ্ঞানদ্বারা এই মায়া ও তৎপাশরূপ কর্ম্ম জলিয়া যায়। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা গী ৪।৩৭। জ্ঞান অকর্ম্মে মিলে যেমন কঠ শ্রুতি বলিয়াছেন—যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্। (২।৩।১০)। নিত্য নৈমিত্তিকাদি সর্ব্ব কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়। তবে নিষ্কামকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে নিস্ত্রৈগুণ্যে পৌছিবার সুযোগ মিলে। নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম জ্বালাইয়া দেয়; যেমন অন্য ধাতু মিশ্রিত স্বর্ণ অগ্নিতে বিশুদ্ধ করে, তেমনি অবিশুদ্ধ জীবভাবকে জ্ঞানাগ্নি বিশুদ্ধ করে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥

যাঁহার কর্ম্মসকল কামনা সঙ্কল্পরহিত অর্থাৎ নিষ্কাম, জ্ঞানাগ্নি তাঁহার পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মসকল দহন করে; তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদেরা পণ্ডিত বলেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি হইলে বৈরাগ্যোদয়ে জ্ঞান-নিষ্ঠাপরায়ণ হইলে পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মেকৃত পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মফল জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগে যিনি নিত্যই তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছু করেন না। প্রারব্ধবশে দেহ ইন্দ্রিয়াদি কর্ম্ম করে। যাহার কোন আশ্রয় আছে, তিনি সেই গৃহাদি আশ্রয় চিন্তারত হইতে বাধ্য হন। এইজন্য নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মকারা বৃত্তিলাভ ঘটে না। নিত্যতৃপ্ত নিত্য-আত্মাতেই তৃপ্ত বাহিরের কিছু আশ্রয়ে তৃপ্তিলাভে প্রযত্নশীল নহেন। তিনি কর্ম্ম করিলেও তাহাও জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ হওয়ায় করা না করা তুল্য হয়।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

যিনি কোন আশা রাখেন না অর্থাৎ নিষ্কাম, সংযতচিত্ত সর্ব্বপ্রকার ভোগাদি গ্রহণে বিমুখ, তিনি শরীর রক্ষার্থ ভিক্ষানটনাদি দৈহিক্ কর্ম্ম করিলেও কিল্বিষ প্রাপ্ত হন না। সে কর্ম্ম বন্ধন হেতু হয় না।

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যাহা আপনা আপনি আসে, অযাচিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণ মান অপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু বিমৎসর, (শত্রুরহিত) কর্ম্মসিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। বন্ধন তাঁহারই হয় যিনি নিজ অক্রিয়-স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অহঙ্কারাবিষ্ট।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

যিনি সঙ্গসুখ বিরত অর্থাৎ আসক্তি রহিত, অজ্ঞানমুক্ত, জ্ঞান বা ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত। যজ্ঞপুরুষের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম আচরণ করিলেও তাহা সমগ্র জ্ঞানাগ্নিতে বিলীন হয়। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ॥ গী ৩।৯। যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। জ্ঞান লাভার্থ মননাদি বন্ধনের হেতু হয় না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

তিনি ব্রহ্মকারা চিত্তবৃত্তি নিবন্ধন যজ্ঞীয় উপকরণ সামগ্রী সকলে ব্রহ্মই দেখেন। ঘৃত উত্তোলনের শ্রুব বা চামচ, ঘৃত, অগ্নি, হোতা, সব ব্রহ্মময় দেখেন। তিনি ব্রহ্মকর্ম্ম যে সমাধি তদবলম্বনে ব্রহ্মেই গত হন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। সমাধি বস্তুতস্ত অকর্ম্ম। ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিনিরোধ অবস্থা। সমাধি অবলম্বন করে। লোকে বলে করে এইজন্য সমাধি অবলম্বন করাকেও কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্য কেহ কর্ম্মযোগী দৈবযজ্ঞ দ্বারা দেবগণের উপাসনা করে। অপরে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞরূপ কর্ম্মকে আহুতি দেয়। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও দৈহিক শান্তির জন্যও যজ্ঞ হয়। দেবতার আশীষ বা দর্শনাভিলাষে দৈবযজ্ঞ হয়। গীতা ৩।১৪ শ্লোকে "যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ" বলিয়াছে। যজ্ঞ অগ্নিমুখে দেবজ্ঞানরূপ কর্ম্ম যাহা

বেদবিহিত। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দেয়, তাই গীতা ৪।৩৭ শ্লোকে জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা, বাক্য বলা হইয়াছে।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

প্রাণিগণ ইন্দ্রিয় সংযম করেন তাই সংযমকে অগ্নি কল্পনায় তাহাতে আহুতি বলা হইয়াছে। শব্দাদি বিষয় সংযত ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে না। শব্দ বধিরবৎ শৃণু। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে না। শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ে গিয়া বিলয় হয় সে জন্য ইন্দ্রিয়ে অগ্নিভাবনা।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞান উদ্দীপিত হইলে আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও পঞ্চপ্রাণের কর্ম্ম আহুতি দেয়। প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাকালে ইন্দ্রিয় ও প্রাণব্যাপার নিরুদ্ধ থাকে। এইজন্য বলে 'যোগঃ চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ'।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

কর্ম্মসকল যজ্ঞ। যেমন রাজসূয় যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধযজ্ঞ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ। সোমযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ। তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ। স্বাধ্যায় (বেদ পাঠ) যজ্ঞ। স্ত্রীগমনকেও যোষিৎ অগ্নিতে যজ্ঞ বলে, বীর্য্যের আহুতি। আহার্য্যকে জঠরাগ্নিতে (বৈশ্বানর অগ্নিতে) আহুতি রূপ যজ্ঞ বলে। ইহার নামান্তর প্রাণাগ্নিহোত্র। দানযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি। দ্রব্যযজ্ঞ ব্রীহি আদি দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দ্বারা যজ্ঞ। তপস্যা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি আহার সংযমনরূপ যজ্ঞ, যোগ (প্রাণায়াম ধ্যান সমাধি) যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ঋষি যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ বেদান্ত শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনরূপ যজ্ঞ, সংশিত তীক্ষ্ণীকৃত ব্রতচারী যতিগণ অনুষ্ঠান করেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

প্রাণায়ামকালে পুরকে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক অপানবায়ু স্থান পর্য্যন্ত নেয়। রেচকে অপানবায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রাণবায়ুসহ মিলায়। প্রাণ ও অপানক্রিয়া রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক করে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

কেহ আহার নিয়তকরতঃ বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ক্রিয়া প্রাণে লয় করেন। যেমন সুষুপ্তিকালে ঘটে। নিয়তহার আহার্য্য সঙ্কোচ অর্থাৎ শব্দাদি সূক্ষ্ম দেহের আহার্য্য তাহার সঙ্কোচ করিলে মন স্ববশ হয় তখন তাহা প্রাণে নিয়োজিত করেন। ছা ৭।২৬ মন্ত্রে বলে, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ছা ৬।৮।২ প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃত ভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

এই সকল যজ্ঞকারী যজ্ঞবিদ্‌গণ যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয়ে শুদ্ধচিত্ত হইয়া যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজনে সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। জ্ঞানযজ্ঞের অবশেষ জ্ঞানামৃত ভোজনে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। নেতি বিচারে পারিশেষ্যাৎ যাহা থাকে তাহা যজ্ঞাগ্নিতে ভূর্ভুবঃ স্বাদি সর্ব্ব পদার্থ জ্ঞানাগ্নিতে আহুতিরূপে ত্যাগ করিলে পুরুষই যজ্ঞাবশেষ।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৩১ ॥ -

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে যজ্ঞ করে না তাহার ইহকাল ও পরকাল নাই, অর্থাৎ ইহলোকে দুঃখী হয় পরলোকেও তাই।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মমুখে শব্দব্রহ্ম (বেদমুখে) এইরূপ বহুযজ্ঞ বিহিত বলিয়া কথিত হয়। তাহা সবই কর্ম্মজাত জানিবে। কর্ম্মজ অর্থাৎ অবিদ্যাকাম কর্ম্মবীজ জাত এইজন্য তাহা বন্ধনের হেতু জানিয়া তৎ ত্যাগে মোক্ষলাভ করিবে। ব্রহ্মা প্রথম উপদেষ্টা তাঁহা হইতে জ্ঞান পরম্পরা আসিয়াছে।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

হে পরন্তপ ! দ্রব্যযজ্ঞ যাহা দেবতা উদ্দেশ্যে কৃত হয় তাহা অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ ! অখিল কর্ম্ম সমুদয় জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। অর্থাৎ কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। অথবা কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞানলাভের উপযোগী করে। যেমন গী ১৮।৫০ সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। গী ৪।৩৮ তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। গী ৭।২৩ দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তাঃ যান্তি মামপি।

দেবযজনাদি কর্ম্ম; শ্রবণ মননাদি কর্ম্ম হইলেও সমাহিত করে বলিয়া অকর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

সেই জ্ঞাননিষ্ঠা গুরু অধিগম্য। গুরুগৃহে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন। জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুই প্রকার। তত্ত্বশ্রবণে পরোক্ষ জ্ঞান। স্বানুভূতি অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। ছা ৬।১৪।২।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ হইলে এইরূপ মোহ আর হইবে না। যে জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বভূত আপনাতে ও আপনাকে (ময়ি) ব্রহ্মে একীভূত দেখিবে। আমিই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সব আমাতেই স্থিত এমন ভাব আসিবে। "যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।" ঈশ ৬।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যদি তুমি সর্ব্বপাপী হইতে মহাপাপকারী হও তথাপি সেই পাপসাগর জ্ঞানরূপ ভেলা যোগে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যেমন সমিদ্ধঅগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্ম করে, তেমনি জ্ঞানাগ্নি পাপ পুণ্যাত্মক সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্ম করে। মুণ্ডক শ্রুতি বলে, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে"। যদি অন্ন বা তম ব্রহ্ম হইতে জাত হয় তবে তাহাও কর্ম্ম সন্দেহ নাই। সর্ব্বকর্ম্মদগ্ধকারী জ্ঞানাগ্নি এই তম বা অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজরূপিনী তাহাকে দগ্ধ করে, জ্ঞান অজ্ঞাননাশী। কারণ নষ্টে কার্য্য নষ্ট হয়। অবিদ্যা নষ্টে অবিদ্যাজাত জীব জগৎও নাশ পায়। "সর্ব্ব কর্ম্মাণি" বাক্য থাকিলেও জানিতে হইবে প্রারব্ধকার্য্য ব্যতীত সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মসকল দগ্ধ করে। নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ও ত্রৈগুণ্যে রজোগুণই কর্ম্ম করায়, গী ১৪।৯ রজঃ কর্ম্মণি ভারত। কাম কর্ম্মবীজ অবিদ্যা।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছু নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নির্বেদ উপস্থিত হয় তখন গুরু কৃপায় শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা কালে আত্মাকে (আপনাকে আপনি) জানেন। চিত্তশুদ্ধি করিতে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার লোপ জ্ঞানই নাশ করে—যেমন অগ্নি সুবর্ণের মল নাশ করে। এইজন্য জ্ঞান পবিত্রকারী। জ্ঞান স্বসংবেদ্য। স্বপ্রকাশ। অপরোক্ষ অনুভূতি আপনি আপনারই হয়। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥'

যিনি ইন্দ্রিয় সংযমে তৎপর, ব্রহ্মপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান্ (গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসী) এমন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞান লাভে পরম শান্তি লাভ ঘটে যাহা গী ২।৭১ শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। মু ১ কঠ উপ ১।৩।১৩ ব্রহ্মকে শান্ত আত্মা বলিয়াছেন। তৎপর অর্থ তৎপরায়ণ। 'তাহার পর' নহে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

যে অজ্ঞ অশ্রদ্ধাবান্ সেই সংশয়াত্মা হয় এবং বিনাশ পায় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ঘটে। সংশয়াত্মা (ঈশ্বর আছে কি নাই সগুণ কি নির্গুণ ইত্যাদি সংশয়যুক্ত) ব্যক্তির ইহকাল পরকালে কোন সুখ লাভ ঘটে না। ছা ৬।১২।৩ শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য ইতি, ছা ৬।১৪।২ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

যোগ সংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

হে ধনঞ্জয়! সাংখ্যযোগ অবলম্বনে যিনি কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া জ্ঞান লাভে ছিন্নসংশয় হইয়াছেন সেই আত্মবান্ ব্যক্তির কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হয় না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

হে ভারত! অতএব আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে অজ্ঞান জন্য যে তোমার সংশয় হৃদয়ে জাগে তাহা জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করতঃ (কর্ম্ম) যোগ আশ্রয় কর।

যুদ্ধার্থ নিশ্চয়বুদ্ধিতে উত্তিষ্ঠত। কঠ শ্রুতিতে আছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্‌ নিবোধত।" এখানে সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধার্থ উত্তিষ্ঠত বলা হইয়াছে কারণ অর্জ্জুনের কর্ম্মেই অধিকার।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌॥ ১॥

ভগবান্‌ চতুর্থের ৪১ শ্লোকে এবং ৪২ শ্লোকে যোগমাতিষ্ঠ বাক্য বলিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় সম্ভবে না এই সংশয় হওয়ায় প্রশ্ন—হে কৃষ্ণ! তুমি যে কর্ম্মসন্ন্যাস বলিয়া পুনঃ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছ ইহাদের সমুচ্চয় সম্ভবে না, অতএব তুমি ইহার মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই আমাকে বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২॥

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিশ্রেয়সরূপে শ্রেয়স্কর তন্মধ্যে অবিরক্ত তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ ভাল। ভাগবতে ১১।২০।৭ শ্লোকে "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্‌।"

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

সুখ অনায়াসকে বলে, কর্ম্ম আয়াসসাধ্য, অনায়াস=কর্ম্ম না করা। কর্ম্মে যাহার দ্বেষ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, মানাপমানাদি বোধ নাই, যিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু তিনিই নিত্য সদাকাল সন্ন্যাসী। তিনি কর্ম্ম করিলেও সুখে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। কেহ দ্বন্দ্ব শব্দের মিথুন অর্থও করেন, সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব অর্থে স্ত্রী-ত্যাগী, স্ত্রী-ত্যাগই জগৎ ত্যাগ।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥ ৪॥

সাংখ্য ও যোগ পৃথক ইহা বালকের উক্তি, পণ্ডিতের নহে। ইহাদের

একটিতে সম্যক আস্থিত হইলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়। মোক্ষ তুই জনেরই ইষ্ট। মোক্ষ ইচ্ছা কামনা নহে। নিষ্কামীরও কালে মোক্ষ হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধারণ দৃষ্টিতে পৃথক মনে হয় কিন্তু উহারা এক বলা যায়, কারণ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিলে বৈরাগ্য উদয়ে জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া যায়। মোক্ষের দিকে যাওয়ার পথ একই। যেমন তুইজন মেট্রিক পাশ করিতে চায়। একজন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে সেও কালে মেট্রিক পাশ করিবে। যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সে সেই বৎসরেই পাশ করিবে। তুইজনেই 'হাই' স্কুলের ছাত্র। সে জন্য গীতায় ৪।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছে, "তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

কর্ম্মসন্ন্যাসীগণ সাংখ্য অবলম্বনে যে মোক্ষলাভ করেন কর্ম্মযোগীও সেই স্থানে (কালে) যান। অঙ্গাঙ্গিরূপে যোগসাংখ্য একই যিনি দেখেন তিনিই বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডদ্বয়ের সত্যতা উপলব্ধি করেন। জ্ঞানকর্ম্মে বিরোধ দেখেন না।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো! তুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

কর্ম্মযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি না করিয়া যিনি সন্ন্যাস করেন তাঁহার বহু তুঃখে মোক্ষ লাভ ঘটে। আর যিনি যোগযুক্ত সেই মননকারী মুনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। গী ১২।৫ শ্লোকে ভগবান্ এইরূপ বলেন—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম-ব্যক্তাসক্ত চেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ইহা "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন নহ্যধ্রুবৈপ্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ"। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধী। কর্ম্ম প্রশংসার্থ বলা। গী ৯।২৮ সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যসহ সামঞ্জস্য হয় না।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

কর্ম্মযোগযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত, স্ববশীকৃত মন, জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতস্থ আত্মা, আপনাতেও আপনাকে পরমাত্মার দর্শনকারী যে জীব, তাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না। এতৎ অন্যথায় লেপ লাগে। গী ৬।২৯ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।"

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) (ব্রহ্মে) যুক্ত (চিত্ত) হওয়ায় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না, যেমন "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" (গী ৪।২৪) ইত্যাদি তদবস্থায় প্রাণ ব্যাপার ইন্দ্রিয় ব্যাপার প্রাণ ইন্দ্রিয় করে। আমি নামা ব্যক্তি তাহার দ্রষ্টা তাহা হইতে ভিন্ন (ঘট-দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন) ইহা নিশ্চয় জানিয়া (সাক্ষী) আমি, নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা অভোক্তা, কিছু করিনা ইহাই মনে করেন, সুতরাং অভিমান থাকে না, সেই জন্য ঐ ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ঘটে ঘটে ঘটাকাশ মহাকাশ একই তদ্রূপামায়িক বহুজীব সেই পুরুষ যিনি নিষ্ক্রিয় তিনি তাহার নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগে সক্রিয় হন না কিম্বা নিষ্ক্রিয়ের প্রতিবিম্ব সচল হয় না।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

যিনি কর্ম্মযোগী তিনি যদি কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করতঃ কার্য্য ও কর্ম্মফলে সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ করেন তবে পদ্ম পাতায় যেমন জলের লেপ লাগে না তেমনি সেই কর্ম্মযোগীতে কৃতকর্ম্মের লেপ লাগে না। আচার্য্য রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম শব্দ এখানে মহৎ-ব্রহ্ম প্রকৃতি। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" এই বাক্যানুসারে আমি কর্ত্তা নই, প্রকৃতি কর্ত্রী, তাঁহার কর্ম্ম তিনি করেন। আমি অসঙ্গ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য সঙ্গ ত্যাগে কেবল দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করেন। সকলেই দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারাই কর্ম্ম করে, যোগীও করেন তবে পার্থক্য কি ? পার্থক্য কেবল শব্দে নহে, তিনি জানেন কর্ম্ম কেবল ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার, আত্মা ঐ সকল কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, দ্রষ্টা মাত্র ; অথবা চিত্তশুদ্ধিই লক্ষ্য করতঃ কর্ম্ম করেন। অন্যে তাহা করে না।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

কর্ম্মযোগযুক্ত কর্ম্মফল ত্যাগে নৈষ্ঠিক (নিষ্ঠাজাত) শান্তি লাভ করে। যে কর্ম্মযোগে অযুক্ত কামনাপুর্ব্বক ফলার্থ কর্ম্ম করে ও আসক্তচিত্ত সে কর্ম্মফল জন্য বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩॥

বশী (যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন) ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন। নবদ্বারযুক্ত (মুখে সাতটি ছিদ্র ও মলমূত্রদ্বার দুই) দেহরূপ পুরে (নগরে) দেহী (বশী) স্বয়ং কোন কর্ম্ম না করিয়া বা আদেশ দ্বারা না করাইয়া অকর্ত্তা হওয়ায় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনিই জীবাত্মারূপে দেহে দেহে স্থিত। দেহস্থিত পুরুষ কর্ত্তা ভোক্তা সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে। বিচার করিলে দেখা যায়, যখন কোন বস্তু তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না, তখনই সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষও আপন স্বভাব কদাপি ত্যাগ করেন না। তাহার কর্ত্তৃত্ব ভ্রমে আরোপিত। যেমন জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করে, এও তেমনি মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত মাত্র।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥

প্রভু (আত্মা) লোকের জীবের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃজন করেন না কিম্বা কর্ম্মফলসহ সংযোগ বিধানও করেন না। কিন্তু স্বভাব বা মায়া কর্ত্তৃত্বাদির প্রবর্ত্তক হয়। যেমন গী ১৮।৬০ শ্লোকে :—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
৩।২৭— প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
১৩।৩০— প্রকৃত্যৈব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥
৮।৩— স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ১৫॥

বিভু কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। বিভু যদি পাপ পুণ্য গ্রহণ না করেন তবে কর্ম্ম কর্ম্মফল সমর্পণ করা কাহাকে? যেমন সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না, জীব ধারণ করে, তেমনি বিভু সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়, তিনি গ্রহণ করেন না। যখন ভগবান্ হন, মায়া উপাধি অবলম্বনে স্থিত হন, তখন গ্রহণ করেন। যেমন, গী

৯।২৬ "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।" শ্রুতিও বলেন, "তস্মিন্ আপো মাতরিশ্বা দধাতি"। গী ৯।২৭ "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।" গী ১০।১০ "দদামি বুদ্ধিযোগং।" গী ৪।১১ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" গী ৭।২১, "তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।" জীবদাতাও মায়িক, গ্রহীতা ভগবান্ও মায়িক। মায়া ত্যাগে বিভু, তখন জীব ঈশ্বর ভেদ নাই, উপাস্য উপাসক এবং উপাসনাও নাই। ইহাই তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধন বলিয়া উক্ত হয়। ঈশ্বর 'তৎ' ও জীব 'ত্বং' পদবাচ্য। ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিনাশ কর্ত্তৃত্বাদিও মায়িক। জীবের অল্পজ্ঞত্ব কর্ত্তৃত্বাদিও মায়িক। মায়াযুতে জীব, মায়া ত্যাগে শিব।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬।

আত্মার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা যিনি অজ্ঞান নাশ করেন সেই আত্মজ্ঞান তাঁহার নিকট আদিত্যবৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন। কঠ ১।২।২২ যং এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্। যিনি তাঁহাকেই (বরেণ্যং ভর্গকেই) বরণ করেন সেই জ্ঞানস্বরূপ তখন তাঁহার নিকট পত্নীত্বে-স্বীকৃত কন্যার ন্যায় আপন স্বরূপ বিবৃত করিয়া দেন। তৎপরম্ অর্থ তৎ, সেই জ্ঞান পরম্, পরম-পুরুষকে প্রকাশ করেন।

তিনি স্বপ্রকাশ কোন কর্ম্ম দ্বারা প্রকাশ্য নহেন। জ্ঞান প্রকাশক ও প্রকাশ্য।

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥ ১৭॥

তাঁহাতেই যাঁহার বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে স্থাপিত, তাঁহাতেই মন নিয়োজিত, তাঁহাতে নিষ্ঠা চিত্তের স্থিতি তাঁহাকেই পরম আশ্রয় যে করে সে জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ অবিদ্যারূপ কল্মষ ধৌত করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হন, আর পুনরায় জন্ম হয় না। যং এব এষ বৃণুতে ব্যাখ্যাত।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতীতে, কুকুরে, চণ্ডালে সমদর্শীই হন। যেমন "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" দর্শনের কথা, গী ৪।২৪ শ্লোকে বর্ণিত। কুকুর চণ্ডালাদি ভেদবুদ্ধি রহিত হয়। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম

বিরাজমান দেখে। পরবর্ত্তী শ্লোকে বলে—নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। এক অখণ্ডৈকরস দেহ মাত্রই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক। সর্ব্বভূতস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ এক দেহী নিত্য বিদ্যমান সুতরাং সমদর্শন অনিবার্য্য। ইহাতে আধ্যাত্মিক; আধিভৌতিক ও আধিদৈব যে একই তাহা বলা হইয়াছে।

ইহেব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ, তাহাতে যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি)। ব্রহ্ম স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত—এইরূপ সাম্যে স্থিত ব্যক্তিই ইহ লোকেই সর্গ উৎপত্তি হেতু-ভূত মায়াকে জয় করেন। ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ বলায় স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদরহিত বলা হইয়াছে। বৃক্ষের মূল কাণ্ড, শাখা পল্লবে ভেদ স্বগত, বৃক্ষে বৃক্ষে ভেদ স্বজাতীয়, মনুষ্য ও বৃক্ষে ভেদ বিজাতীয়। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতাদি দ্বৈতগণের স্বগতাদি ভেদবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্মাশ্রয়মায়াশক্তিবাদও খণ্ডিত। মায়াই দোষ, অশুভ, পাপ, দুঃখ, মৃত্যু ইত্যাদি। মনের স্থিতি চঞ্চলতা।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

সাধারণ লোক যাহা প্রিয় মনে করেন তৎ প্রাপ্তে তিনি হর্ষিত হন না। লোকে যাহা অপ্রিয় মনে করে তৎ প্রাপ্তে উদ্বিগ্ন চিত্ত হন না। মোহ বিরহিত স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মে স্থিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মবিদ্ বলে। স্থির বুদ্ধি অর্থ "বুদ্ধির্নবিচেষ্টতি" নিশ্চলবুদ্ধি।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কঠ ২।১।১। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণের সংস্পর্শে অনাসক্ত চিত্ত আনন্দময় আত্মার আনন্দ লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মে বুদ্ধিযুক্ত (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মকারাবৃত্তি) হইয়া ভুমাখ্য অক্ষয় সুখ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। গী ৯।২৮ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বাক্য দৃষ্ট হয়।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণ সংস্পর্শে যে ভোগ সুখ তাহা দুঃখেরই

আলয়। দুঃখযোনি অর্থ দুঃখ মায়া তাহাই যোনি। অথবা দুঃখ সংসার, তাহার কারণ। পুনর্জন্মের হেতু হয়। আদি অন্ত যুক্ত অনিত্য তাহাতে বুধগণ রতিযুক্ত হয়েন না। শব্দের জন্য সর্প ধৃত হয়। স্পর্শের জন্য হস্তী বদ্ধ হয়। রূপের জন্য পতঙ্গাদি মরে। রসের জন্য মধুমক্ষিকা প্রাণ হারায়। গন্ধের জন্য মীন মারা পড়ে। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ত্যাগে সুষুপ্তি হয়। গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। ইহা হইতে জানা যায় ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ছোট। তাহা ত্যাগে যে সুখ তাহা বড়।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩ ॥

কঠ উপ ২।৩।৪ মন্ত্রে :—

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥

যিনি এই লোকেই শরীর ত্যাগের পুর্ব্বে কাম ক্রোধাদিজাত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি যোগযুক্ত, তিনিই সুখী। কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করা অর্থ বিরক্ত হওয়া, শুদ্ধচিত্ত হওয়া। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। ২৪ ॥

যিনি অন্তরস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সঙ্গ লাভেই সুখী, অন্তরেতেই আরাম প্রাপ্ত হয়েন, অন্তরে স্থিত পুরুষের জ্যোতিতেই জ্যোতিযুক্ত সেই যোগী ব্রহ্ম স্বরূপত্ব লাভে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন। যখন বাহিরের চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বাক্, আদি জ্যোতির আর প্রয়োজন থাকে না তখন "আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি।" বৃ আ ৪।৩।৬।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫ ॥

ঋষয়ঃ মন্ত্র দ্রষ্টারঃ। ক্ষীণ পাপ দ্বিধাশূন্য সংযতেন্দ্রিয় বুদ্ধি সর্ব্বভূতহিতে রত (অহিংসক) আত্মদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬ ॥

কামক্রোধবিহীন সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্নাসীগণের জীবনে মরণে

উভয়তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। জীবিতে জীবন্মুক্ত হন ও পশ্চাৎ মৃত্যুতে বিদেহ মুক্ত হন।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥

বাহ্যস্পর্শ বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহের চিন্তা চিত্ত হইতে দূর করিয়া ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ, নাসা দিয়া যে প্রাণ বায়ু চলাচল করে তাহার ও অপান বায়ুর সমতা অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া থাকেন।

যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮॥

সদা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করতঃ মোক্ষ পরায়ণ মুনি (মননকারী) ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ বিহীন হইলে সেই ব্যক্তিকে মুক্ত বলা হয়। বদ্ধ অবস্থা ত্যাগে মুক্ত। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি কোষই বদ্ধ রাখে তাহা হইতে মুক্তি জন্য মুক্তি।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

তপস্যা ও যজ্ঞাহুতি ভোক্তা সর্ব্বলোক মহেশ্বর সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ অন্তর্যামী আত্মাকে জানিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। গী ৯।২৯ "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" তবে সর্ব্বভূতে সম দৃষ্টি জন্য সুহৃদ্ হন কি? গী ৭।১৭ স চ মম প্রিয়ঃ। ১২।১৪ স মে প্রিয়ঃ। ১৮।৬৫ প্রিয়োঽসি মে ইত্যাদি বাক্য রহিয়াছে। বিভুর প্রিয় দ্বেষ্য নাই—দ্বিতীয় না থাকায়, কর্ত্তা ভোক্তা পরিচ্ছিন্ন দেহ ভগবানের প্রিয় অপ্রিয় আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া (নিষ্কাম ভাবে) বেদ বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি করেন তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী, কেবল নিরগ্নি বা অক্রিয় সন্ন্যাসী যোগী নহে। গী ১৮।২ "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" বলা হইয়াছে। এখানে কর্ম্মফল ত্যাগ সন্ন্যাস বলিলেন। বস্তুতঃ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উভয় ত্যাগে সন্ন্যাস। বেদে অগ্নিমুখ দেবগণ অগ্নিতে

প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন। সেই অগ্নিত্যাগীকে নিরগ্নি বলে। স্মৃতিতে পূর্ত্তাদি কর্ম্ম ত্যাগীকে অক্রিয় বলে। জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী কেহ কেহ বলেন নিরগ্নি ও অক্রিয় হইতে নাই। কারণ শ্রুতির উপদেশ হইতেছে :—

"যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোতি"। ইহা যে গীতায় ভগবানের অভিপ্রায় নয় তাহা নিম্নের ৩, ৪ শ্লোকে এবং গীতার অন্যান্য শ্লোক হইতে জানা যায়। তৃতীয় শ্লোকে আরুরুক্ষু ও আরূঢ় বিভাগ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। ভাগবতেও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—১১।২০।৯ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। গী ৪।৪১ "যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং। গী ৫।২ "সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ" বলিয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাস যে নিষ্প্রয়োজনীয় তাহা নহে। গী ৯।২৮ সন্ন্যাস যোগ যুক্তের ব্রহ্মলীন হওয়া উক্ত। গী ১৮।৪৯ বলিয়াছেন "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি"। সুতরাং এই শ্লোক কর্ম্মের প্রশংসাসূচক মাত্র।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব !
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে। সংকল্পের সন্ন্যাস না হইলে যোগী হওয়া যায় না। গী ৬।২৩ দুঃখ সংযোগের বিয়োগকে যোগ বলিয়াছেন। অবিদ্যা সংযোগে জীবভাবে কর্ম্ম করা তাহারই বিয়োগকে সন্ন্যাস যোগ বলে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

কর্ম্ম কতদিন করিতে হয় ? যাবজ্জীবন কি ? তাহারই উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, আরুরুক্ষু (জিজ্ঞাসু) অবস্থায় কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। আরূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মের শমতায় অর্থাৎ কর্ম্ম সন্ন্যাসেই মোক্ষের কারণ হয়। কর্ম্ম প্রবৃত্তি মার্গ। অকর্ম্ম বা কর্ম্ম ত্যাগ নিবৃত্তি মার্গে প্রয়োজন। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ত্যাগই সন্ন্যাস। কেবল কর্ম্মফল ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হইয়াছে, কর্ম্ম প্রশংসার্থ ইহা গীতা ১৮ অধ্যায়ের প্রশ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্মত্যাগ আলস্যদ্যোতক ও নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস সমাধির নামান্তর মাত্র। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যখন কেহ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কর্ম্মে আসক্ত হয় না, সর্ব্ব সংকল্প প্রভব কামনা ত্যাগ বা সন্ন্যাস করে তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মন অর্থাৎ বিচারাত্মক মননরত মনদ্বারা, আত্মন বিনা আপনাকে মায়ার সংসার হইতে উদ্ধার করিবে। কখনও আত্মাকে অনীশ চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত করিবে না। কারণ মনই আত্মার বন্ধু, মনই আত্মার রিপু। মন এব মনুষ্যান্যাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। বদ্ধতু বাসনা, বদ্ধঃ মুক্তস্তু বাসনাক্ষয়ে। মৈত্রী উপনিষদ্ অমৃত বিন্দু দ্রষ্টব্য। আত্মপরায়ণ মন বন্ধু, বহির্মুখী মন রিপু।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যাঁহার বুদ্ধিদ্বারা বিচারে মন সহ ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত অর্থাৎ বশীকৃত হইয়াছে তাঁহারই মন আপনার বন্ধু, আর যাহার মন অবশীভূত সেই মন শত্রু। মনের শত্রুবৎ ব্যবহার জন্য অধঃপতিত হইতে হয়।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

যিনি মনকে জয় করিয়া প্রশান্তচিত্তে পরমাত্মায় একাগ্র চিত্ত হন, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমানে তিনি সমদৃষ্টি হন অর্থাৎ উহা দ্বারা বিচলিত হন না।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত, যিনি কূটস্থ (নির্ব্বিকার) ইন্দ্রিয় জেতা মৃৎপিণ্ড প্রস্তর খণ্ড ও স্বর্ণ গোলকে সমবুদ্ধি, তিনিই যুক্ত যোগী পদবাচ্য। কূটস্থ অচলের কূটবৎ স্থিত বা মায়াতে স্থিত—জীব ভাবে। কোথাও পর্ব্বত কূটবৎ অচল কোথাও কর্ম্মকারের নেহাইবৎ নির্ব্বিকার।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

“অত্যাগসহনোবন্ধু সদৈবানুমতঃ সুহৃদ, একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখামতঃ।” উদাসীন উপেক্ষাকারী, মধ্যস্থ দুই পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী। সাধু ও পাপীতে সমবুদ্ধি যাহার তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি। সব দেহ পাঞ্চভৌতিক মায়িক

নশ্বর। সর্ব্বদেহে দেহী রূপে নিষ্ক্রিয় একই পরমাত্মা, এইজন্য সমবুদ্ধি। তোমায় কেহ ক্লেশ দিলে তাহা ভাল লাগে না। তুমি নিজের তুলনায় অন্যকে ক্লেশ দিবে না। তোমার নিন্দা করিলে তোমার ভাল লাগে না। তুমি অন্যের নিন্দা করিও না। ইহাও সমতা বুদ্ধি।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যিনি যোগী তিনি সতত নির্জ্জনেস্থিত হইয়া মনকে যোগে যুক্ত করেন। একাকী সংযত মন বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষা শূন্য হন। অপরিগ্রহ সন্ন্যাসী (পরিবার কলত্রাদি রহিত)। দান গ্রহণ বৃত্তি রহিত।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

পবিত্রদেশে, না অতি উচ্চ, না অতি নীচু স্থানে, কুশোপরি অজিন (মৃগচর্ম্ম) তদুপরি চেল (পশমী বস্ত্র) দিয়া আমাকে স্থিরভাবে চিন্তা করিবে।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযত করতঃ ব্রহ্মে মন একাগ্র করতঃ স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিয়া আত্ম বিশুদ্ধির জন্য যোগ করিবে। আত্মশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধি। সত্ত্ব গুণের প্রাবল্য জন্য বিরাগ হওয়া ও চিত্তশুদ্ধি একই কথা।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্যনাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

শির গ্রিবা ও কায় (শরীরের মধভাগ) সমভাবে যোজনা করিয়া মন অচলবৎ স্থির করতঃ স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া যোগ করিবে।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১২ ॥

প্রশান্তচিত্ত নির্ভয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণে মন সংযত করতঃ ঈশ্বরে চিত্ত যোগ করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ চিত্তে বসিবেন। ব্রহ্মচর্য্যে বিন্দু ধারণ, গুরু শুশ্রূষা, স্বাধ্যায়, স্বাবলম্বন, অহিংসা, আস্তেয়াদি যুক্ত হইতে হয়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নিয়ত মনোযোগী, সদা চিত্ত ব্রহ্মে যোগ করতঃ নির্ব্বাণলাভরূপ পরম শান্তি বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন! ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! অধিক ভোজনকারী অত্যন্ত অভোজনকারী অতিশয় নিদ্রালু, অতীব অনিদ্র ব্যক্তির যোগ সমাধি হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

নিয়মিত আহার বিহারকারী, কর্ম্মে সংযত ভাবে চেষ্টা, যথোচিত নিদ্রা ও জাগরণশীলের যোগ সংসারদুঃখ নাশক হয়।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যিনি চিত্তকে যখন বিশেষরূপে নিয়মিত করিয়া আত্মাতেই স্থির চিত্ত হন ও সর্ব্ব কামনার বিষয়ে নিস্পৃহ হন, তখন তাঁহাকেই যুক্ত (সমাধিপ্রাপ্ত) বলা হয়।

যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যোগীর স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহাদি কিরূপ স্থির হইবে তাহার উপমাস্থল হইতেছে "নির্ব্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং"। সংযতচিত্ত আত্মচিন্তক যোগীর যোগকালীন বায়ুহীন স্থানে প্রদীপশিখা যেমন স্থির থাকে তেমন স্থির ভাব হওয়া প্রয়োজন।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

যোগসেবায় নিরুদ্ধ চিত্ত যখন আত্মায় লীন হয় তখন আত্মা আপনাকে আপনি দেখিয়া আত্মাতেই তুষ্ট হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অস্তি এই উপলব্ধি মাত্র থাকে তাহাই স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থাকে ছাঃ উপনিষদে ৭।২৫ স্বরাট্ হওয়া বলিয়াছেন।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

এই অবস্থায় আত্যন্তিক সুখ হয় যাহাকে ছান্দোগ্য ৭।২০ "নাল্পে সুখমস্তিভূমৈব সুখং" বলিয়াছেন। এই সুখাবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। বিচার বুদ্ধিতে গ্রহণীয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর অবিদ্যা জন্য স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। তৎ

ও ত্বং বস্তুর একতা উপলব্ধিই তত্ত্ব বা স্বরূপ অবস্থা। তাহা হইতে আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। রস মরিয়া যায়।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যে অবস্থা (ব্রাহ্মী স্থিতি) লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু আছে মনে হয় না। যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও আর বিচলিত করিতে পারে না।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা ॥ ২৩ ॥

দুঃখের সংযোগে উৎপন্ন যে জীবভাব ও সংসারদশা হয়, তাহার বিয়োগে এই যোগ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীব ব্রহ্মের একতা বা যোগ ঘটে। নির্ব্বেদ-(খেদ) রহিত চিত্তে দৃঢ়তার সহিত এই যোগ অবলম্বনীয়। ইহাকে অস্পর্শ যোগ বলিয়া মাণ্ডুক্য কারিকায় বলিয়াছে। অর্থাৎ মায়ার স্পর্শরহিত অবস্থা। দুঃখ=মায়া।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

সংকল্পজাত সর্ব্বপ্রকার কামনা অশেষ প্রকারে ত্যাগ করতঃ সর্ব্বতঃ প্রসারী ইন্দ্রিয় সমূহকে মন দ্বারা নিয়মিত করতঃ যোগ করিবে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা আত্মানাত্ম বিচার করতঃ চিত্তের উপশম করিবে। মনকে আত্মাতে স্থাপন করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। সব ইন্দ্রিয় বুদ্ধির ক্রিয়া স্থগিত হইলে সমাধি বা অকর্ম্ম নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা হয়।

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

স্বতঃ চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় তাহা হইতে নিয়মিত করতঃ আপন বশে আনয়ন করিয়া আত্মজ্ঞান রত করিবে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

রজগুণ শান্ত হওয়ায় (বিরক্ত) সুতরাং প্রশান্তমন অকল্মষং বিগত পাপ পুণ্য

(ব্রহ্মভূতং) ব্রহ্মভাবাপন্ন এই যোগীকে উত্তম সুখ আশ্রয় করে। কল্মষ পাপ মায়া।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

এই প্রকারে সদা মন আত্মার যোজন করিয়া বিগত পাপ যোগী সুখে ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ যে অত্যন্ত সুখ তাহা প্রাপ্ত হন। স্বয়ং জ্যোতি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সেখানে তম প্রকাশের একত্রাবস্থান যেমন অসম্ভব তদ্বৎ তম তাঁহাতে নাই। ন তত্র সূর্য্যোভাতি এমন জ্যোতি তাঁহার। গী ১১।১২ সহস্র সূর্য্য তুল্য প্রভা যাঁহার। সেই জ্যোতি ভুমাখ্য আনন্দ উপলব্ধব্য।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যোগযুক্তাত্মা (যোগী) সর্ব্বত্র সমদর্শন হন আপনাকে সর্ব্বভূতে স্থিত দেখেন, সর্ব্বভূত আপনাতে স্থিত দেখেন। জীবমায়া মোহে আপনাকে পরিচ্ছিন্ন অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান মনে করে। মায়া অপগতে সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র এক মহানাত্মা বিরাজমান জানিয়া জ্ঞানাত্মা হইয়া যান। সেখানে সর্ব্ব ভেদাভাবে অখণ্ড এক রস রূপ সমত্ব লাভ ঘটে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন (যেমন ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্ গী ৪।২৪) এবং সব কিছু আত্মাতেই দেখেন (ঘটাকাশ মহাকাশবৎ) আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। একত্বং অনুপশ্যতঃ।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বভূতে স্থিত আমাকে ('তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্যের মর্ম্মানুসারে) আমিই তুমি, তুমিই আমি-ভাবে একত্ব বুদ্ধিতে যোগ যে করে, সেই যোগী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন আমাতেই অবস্থিত হন।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন!।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার সহিত তুলনা করতঃ সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সমদর্শী

হন তিনিই আমার মতে পরম যোগী। ইংরাজীতে "Do to others as you wish to be done by" বাক্যসহ এক নয়, কারণ আত্মচিন্তন সহ যোজিত। আত্মা সর্ব্বদেহে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" জানিয়া সকলকেই আত্মাসহ নির্দ্দোষ জ্ঞান করে। পাপী চোরের আত্মা পুণ্যবানের আত্মা একই আত্মা। এ সমত্ববুদ্ধি ইংরেজী প্রবাদে বর্ণে নাই। বাইবেলাদির একেশ্বরবাদ, পূর্ণ একাত্মবাদ তাহাতে নাই।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩॥

হে মধুসূদন! আত্মাকারা চিত্তবৃত্তিতে অবস্থানরূপ সাম্যভাবে যে যোগ হয় তুমি বলিলে, ইহা আমি বুঝিতেছি না। মন যেরূপ চঞ্চল তাহার এমন স্থিরভাবে একে স্থিতি কি সম্ভবপর?

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪॥

হে কৃষ্ণ! মন অতিশয় চঞ্চল বলবান ও দৃঢ় দেহ ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ উৎপাদক, তাহার নিগ্রহ বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর মনে হয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

হে মহাবাহো! তুমি যে বলিয়াছ চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা সুদুষ্কর তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায়। যেমন সার্কাসের সিংহাদি।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬॥

অসংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি উপায় অবলম্বনে যত্ন করিলে মনকে বশ করতঃ যোগ লাভ সম্ভবপর।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭॥

হে কৃষ্ণ! যিনি যোগ শ্রদ্ধাপুর্ব্বক অভ্যাস করিতে গিয়া যদি শিথিল প্রযত্ন ও অসংযত হন তবে তিনি যোগে সিদ্ধি লাভ না করিয়া কিরূপ গতি লাভ করেন?

কচ্চিন্নোভয় বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবাহো! (কৃষ্ণ) ব্রহ্মপ্রাপ্তি পথে অপ্রতিষ্ঠ (আশ্রয়হীন) কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় নিষ্ঠাচ্যুত হইয়া তিনি কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় নাশ হন?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষ প্রকারে ছেদন সমর্থ তুমিই আছ। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই সংশয় ছিন্ন করিতে পারে, ইহা সম্ভবপর নহে।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাহার নাশ ঘটে না। হে তাত! যে কল্যাণকারী ব্যক্তি তিনি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না।

প্রাপ্য পুণ্যাকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারী লোকদের যে লোক লাভ ঘটে, বহু কাল সেই পুণ্যলোক ভোগ করতঃ শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অথবা সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ধীমান যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহা অপেক্ষা দুর্লভতর জন্ম আর হয় না।

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

হে কুরুনন্দন! সেই ধীমান বংশে জন্মিয়া পুর্ব্বদেহে আচরিত যোগে বুদ্ধি লাভ করে। তৎপরে যোগসংসিদ্ধি লাভার্থ পুনঃ যত্নপরায়ণ হয়।

পুর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বদেহের অভ্যাসবশে তিনি প্রেরিত হইয়া বিষয়ে উদাসীন হন। যিনি জিজ্ঞাসু তিনি শব্দ ব্রহ্ম বিহিত কর্ম্মফল অতিক্রম করেন। কর্ম্মফলে গতাগতি। তাহার অতিক্রম। গী ৯।২১ দ্রষ্টব্য।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

সেই যোগী প্রযত্নপূর্ব্বক চেষ্টান্বিত হইয়া বিধূত-পাপ হন এবং অনেক জন্মে চিত্তশুদ্ধি রূপ সংসিদ্ধ লাভে পরাগতি প্রাপ্ত হন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার মত। অতএব তুমি যোগী হও। জ্ঞান যোগী।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মতগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭ ॥

যিনি মন বুদ্ধি দিয়া মদ্‌গতচিত্ত হন ও শ্রদ্ধাসহ আমায় ভজন করেন তিনি যোগিগণের শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার মত জানিবে।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জান্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

হে পার্থ! আমাতে আসক্তমনা আমাকে আশ্রয় করতঃ যে যোগ অভ্যাস করে সে ব্যক্তি সমগ্র (সগুণ নির্গুণাদি ভাবযুক্ত বা) চতুষ্পাদ আমাকে যে প্রকারে নিশ্চয় জানিতে পারে তাহা শ্রবণ কর। ঋ ১০।৯০।৩ "এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইতি।" এখানে চারিপাদ জানা সমগ্র জানা। এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে কেবল নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অভ্যাস দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। যোগ অভ্যাসে চিত্ত বা সত্ত্বশুদ্ধি ঘটে এইমাত্র। "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" ছা ৭।২৬।২। জানিবার প্রণালী কি তাহাই "যথাজ্ঞাস্যসি" বাক্যের অর্থ। প্রণালী পরের মন্ত্রে কথিত। গী ৯।১ জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। সম্পদ উপাসনা বা খণ্ড বিভুতি উপাসনা যাহাকে

বলে তাহাতে উপাসক বৈশ্বানরের মূর্দ্ধা, চক্ষু প্রাণাদি অঙ্গ বিশেষে উপাসনা রত দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে সমগ্র সর্ব্ব সম্পদ গ্রহণের উপদেশ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট রূপ চিন্তনে বিরাট বৈশ্বানরের সমগ্র উপদিষ্ট তাহাতেও পাদমাত্র চিন্তনীয় হয়। শ্রুতিতে সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা এক কার্য্য ব্রহ্ম। এক দেব স্থলে নানাত্ব তাহা গুণবিক্ষোভ জন্য ঘটে। বৈশ্বানর বিদ্যায় একপাদে সর্ব্বভূতের জ্ঞান মাত্র। দিব লোকের ত্রিপাদের জ্ঞান অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। চারিপাদে সমগ্র। এইজন্য বৈশ্বানর বিদ্যা ব্রহ্ম বিদ্যা নহে। নামরূপের অতীতে বস্তু, এইজন্য ব্রহ্ম বিদ্যা নয়।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

তোমাকে আমি জ্ঞান বিজ্ঞান এই অধ্যায়ে বলিব যাহা জানিলে পুনঃ অন্য কিছু জানিবার বাকী থাকে না। ইহা শ্রুতির একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। শ্রুতি বাক্যের অনুবাদ। ইহা জ্ঞানীর এক ভক্তি বিষয়ক হইলেও যাহারা ভক্তিষট্ক কল্পনা করেন, এই শ্লোক ও পূর্ব্বউদ্ধৃত ৯।১ শ্লোক তাহার বাধক বটে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কশ্চিৎ কেহ সিদ্ধি লাভার্থ যত্ন করে। সহস্র সিদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) প্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্যে কশ্চিৎ আমাকে তত্ত্বতঃ জানে। চিত্তশুদ্ধি অনেকেই পায় না। উহা সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধাবস্থা তাহাতে একেশ্বরবাদ জানে, নিস্ত্রৈগুণ্যের অদ্বৈতবাদ বা তত্ত্ব জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না। ব্যক্ত মধ্য সগুণ ভগবান্‌কে জানিতে চেষ্টা করে। অব্যক্তকে নির্গুণকে জানিতে কেহ কদাচিৎ প্রযত্নশীল হয়। তত্ত্বতঃ অর্থ তৎ ও ত্বং এতদুভয়ের একতা জ্ঞানযুক্ত স্বরূপতঃ। ভাগবত পুরাণে ১২।১৩।১২ বলে—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্। বস্ত্ব দ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।" এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে কদাচিৎ কেহ চেষ্টান্বিত হন। বাইবেলাদি শাস্ত্রে একেশ্বরবাদ মাত্র বলে। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিগম্য।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট ভাগে ভিন্ন আমার প্রকৃতি। গী ১৩।৫, ইহারা ক্ষেত্রের বিকার বলিয়া উক্ত।

৬ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো ! এই পূর্ব্বোক্ত আটটী আমার অপরা প্রকৃতি। আর জীব আমার পরা প্রকৃতি যাহা এই জগৎ ধারণ করে। প্রকৃতি বা মায়া জড়। অচেতন জন্য অপরা নিকৃষ্টা। জীব চেতন জন্য পরা, শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। গীতা ১৫।১৮ শ্লোকে ইহারাই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত। প্রকৃতি অর্থ প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্ম। মুণ্ডক উপনিষদে দেখা যায় "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে অন্নাৎ প্রাণঃ।" অন্ন অব্যাকৃতা প্রকৃতির নামান্তর। সে প্রলয়ে সব গ্রাস করে। অত্তি ইতি অন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম কারণ, অন্ন কার্য্য। জীব তাহার সৃষ্টি বা কৃতি অর্থাৎ কার্য্য। প্রকৃতি অর্থ স্বভাব বা ধর্ম্মও হয়। গী ৮।৩ "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।" মায়াকে গী ৭।১৪ শ্লোকে "মম মায়া দুরত্যয়া" বলা হইয়াছে, সুতরাং নাশশীলা। জীব জগৎ ধারণ করে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ ধারণ করেন না। তাহা গী ৯।৪-৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে। জীব না থাকিলে জগৎ আছে বলিবে কে ? অদ্বিতীয় পুরুষে দ্বিতীয় অভাবে বলাবলি সম্ভবপর নয়। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ গী ১৩।৫-৬ শ্লোকে ক্ষেত্রের সম্পত্তি। প্রভু নিরঞ্জন নিরিন্দ্রিয়। জীব মায়াকৃত মন বুদ্ধ্যাদির ব্যবহারে বলেন জগৎ আছে। জগৎ জীবের দেহ। তিনি ইহা দন্তে শিরে পৃষ্ঠে বা হস্তে ধারণ করেন না। বিচারেও জানা যায়, যখন মন নিষ্পন্দ নিষ্ক্রিয় তখন জগৎ ভাসে না। যেমন সুষুপ্তিতে, মূর্চ্ছায়, ক্লোরোফরমাদির ফলে ও সমাধি দশায়। মন যখন সক্রিয় তখন জগৎ ভাসে যেমন জাগ্রতে ও স্বপ্নে। স্বপ্ন দৃশ্য অন্তরেই ভাসে তাহা সহজবোধ্য। জাগ্রত দৃশ্যও অন্তরেই ভাসে। মন অন্তঃকরণান্তর্গত। মন অন্তর ত্যাগে বাহির হয় না। যেমন টেলিস্কোপের নলের ভিতরস্থ লেন্স ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের গ্রহাদির অবস্থা বলে, তেমনি মন দেহরূপ নলের ভিতরে থাকিয়াই সব বলে। যেমন স্বপ্নদৃশ্য স্বপ্ন দ্রষ্টা বাহিরে দেখিয়াছেন মনে করেন তেমনি জাগ্রৎদৃশ্য দ্রষ্টা বাহিরে দেখিতেছেন মনে করেন। মনের স্পন্দনে জগৎ, মন একটী মাত্র। স্পন্দনের তারতম্য থাকিলেও উভয় দৃশ্য এক জাতীয় হইবে। যেমন হীরক ও কয়লা একই কার্ব্বনের বিভিন্ন রূপ, স্পন্দন জন্য এক জাতীয়। তেমনি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই এক মনের স্পন্দন জন্য এক জাতীয়। স্বপ্ন দৃশ্য প্রাতিভাসিক। জাগ্রতের দৃশ্যও প্রাতিভাসিক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন জীবের কোষ বা দেহান্তর্গত। পঞ্চ কোষযুত জীব দেহ। জগৎ মনের স্পন্দনাত্মক, এ জন্য জীব জগৎ ধারণ করে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

এই পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় সর্ব্বভূতের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান, ইহা নিশ্চয় ধারণা কর সর্ব্বব্যাপী পুরুষ যোনি নহে। অহং নামা আত্মা সমগ্র জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। ইনিই জীবভাবে কর্ত্তা ভোক্তা হন। যতক্ষণ জীব ভাব ততক্ষণ জগৎ ভাসে। জীব ভাব অপগত হইলে জগৎও অপগত হয়। ক্ষুদ্র জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই জীব সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়। বিরাটের দেহই জগৎ।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। মালার সূত্রে যেমন মণিগণ আবদ্ধ থাকে তেমনি আত্মাতে এই সকল জাগতিক পদার্থ গ্রথিত আছে। কঠ শ্রুতিতে ১।৩।১০-১১ মন্ত্রে বলিয়াছে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" বৃঃ আঃ বলে ৩।৭।২, "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধাণি ভবন্তি।" হরির দেহ ও জগৎ পৃথক নয়। হরির দেহে জগৎ ভাসে। রজ্জুতে সর্পবৎ। হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ॥ হরি দেহে জগৎ বিপরিণামেনহে বিবর্ত্তে। হরি অচ্যুত, অক্ষয়।

যাহা নিত্য সত্য সর্ব্বব্যাপী, যাহার প্রলয় নাই সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই সব ঘটিবে। এইজন্য তিনি জগৎ কারণ। তাঁহার সন্নিহিতে ক্ষোভিতা প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করেন। গী ৯।১০ চর জীব। অচর অজীব অচেতন জড় জগৎ। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয়ের আবরণ শক্তিতে আবৃত করায় কার্য্যব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ বলে এবং বিক্ষেপশক্তি নানাত্ব ঘটন করায়। পৃথক পৃথক দ্রব্যসকল দৃষ্ট হয়। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" নানা নাই, একই আছেন তাহাতে মায়া মোহে বহুত্ব আরোপিত হয়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। ঋ ৬।৪৭।১৮। যোনি যাহা বীজ ধারণ পোষণ করে। বীজ কারণ আত্মা।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয় ! জলে আমি রসস্বরূপ, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা আমি। সর্ব্ব বেদে যে প্রণব মন্ত্র দৃষ্ট হয় তাহাও আমি। আকাশের গুণ শব্দও আমি। পুরুষের পৌরুষ বল বা উদ্যম আমি অর্থাৎ জলের জলত্ব রস জন্য তাহার অস্তিতা আমার অস্তিত্ব জন্য। চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভাজন্য অস্তিত্ব, সেই অস্তিতা স্বয়ং জ্যোতি আমারই প্রভায় প্রভাবিত। এইরূপ সর্ব্বত্র চিন্তনীয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টি তত্ত্ব বিচারে আকাশাদি পঞ্চভূতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি কারণে না থাকায়, কার্য্যে গুণাধিক্য দৃষ্ট হওয়ায়, উহা দধির অম্লত্ববৎ বহিরাগত মায়িক বলা যায়। এইখানে ভগবান্ ঐ সকল হইয়াছেন বলা হইয়াছে, ইহা "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ" বাক্য লক্ষ্যে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ রজ্জু সর্পবৎ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পুণ্যগন্ধ আমি, অগ্নির তেজ আমি, সর্ব্বভূতের জীবন প্রাণ বায়ু আমি, তপস্বীর তপ আমি।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! সনাতন আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ কারণ স্বরূপ জানিবে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ আমি জানিবে।

বলং বলবতাংমস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

যে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের (কাম রাগ বিবর্জ্জিত) বল। "ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং বলং বলং ব্রাহ্মবলং।" ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি। লোকে বলে জ্ঞানবল, ক্রিয়াবল, সাত্ত্বিকবল, তপোবল। নিত্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে সামর্থ্য।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিক শমদমাদি, রাজসিক দর্পাদি ও তামসিক শোকাদি তাহাও আমা হইতে জাত। কিন্তু আমি তাহাতে স্থিত নই। তাহারা আমার অধীন বটে। আমি তদধীন নহি।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

মায়ার গুণত্রয়ের দ্বারা মোহিত হইয়া এই সর্ব্বজগৎ অবস্থিত। মোহ হেতু আমাকে পরম অব্যয় বলিয়া জানে না। গম+অতিচ্ প্রত্যয়ে জগৎ। যাহা অহরহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণা মায়িক জগৎ দৃষ্টে মুগ্ধ হওয়ায় ত্রিগুণাতীতে মায়াতীতে যাহা তাঁহার বিষয় জানিতে পারে না, জগৎ বিরাট পুরুষের দেহ, দেব দেহ মধ্যস্থ পুরুষকে দেখেনা। ঋ ১০।১২৯।৫ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

এই ত্রিগুণা আমার দৈবী মায়া বহুকষ্টে দূর হয়। যে আমার শরণাগত হয় সেই এই মায়া হইতে ত্রাণ পায়। ইহা হইতে জানা যায় মায়া দূরীভূত হয়। সুতরাং আগমাপায়িনী। চিরকাল থাকে না সুতরাং বহিরাগত উপাধি। ব্রহ্মাশ্রয়া, ব্রহ্মশক্তি নহে। ব্রহ্ম নিত্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয়া শক্তিও অবিনাশী হইবে। বৃ আ ৪।৩।২৩ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।" ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার বাহিরেও স্থান নাই। এইজন্য অনির্ব্বচনীয়া মায়া সম্বন্ধে ভাগবতেও বলে "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥" ২।৯।৩৩। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। ভা গ—১১।১৮।২২।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

মূঢ়বুদ্ধি দুষ্কৃতকারী নরাধমেরা মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত জ্ঞান অসুরভাবাশ্রিত জনগণ আমার শরণ লাভ করে না। আসুরভাব—অসুরবৎ স্বভাব। অসু প্রাণ যাহার আছে সেই অসুর প্রাণী। প্রাণী সাধারণের উদরপূর্ত্তি, যৌন সম্বন্ধ, প্রজাপালনাদিস্বভাব।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চারি প্রকার সুকৃতিশালী জন আমার ভজনা করে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই সুকৃতি পূর্ব্বজন্মকৃত। আর্ত্ত, রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত। জিজ্ঞাসু আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ইহলোকে ও পরলোকে ভোগার্থ সম্পদ প্রার্থী। ইহাতে পাওয়া যাইতেছে যে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মী অপর তিনের (অর্থাৎ আর্ত্ত অর্থী ও জিজ্ঞাসু) অন্তর্গত। জ্ঞানী কর্ম্মী নহেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

এই চারি প্রকার ভজনকারী মধ্যে আমাতে নিত্যযুক্ত একভক্তিযুত জ্ঞানী বিশিষ্ট হন। আমি জ্ঞানিগণের অত্যন্ত প্রিয়, জ্ঞানীও আমার প্রিয়। জ্ঞানীর পক্ষে পরমপুরুষ কিরূপ প্রিয় তাহা বৃ আ ১।৪।৮ মন্ত্রে বর্ণিত এইরূপ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" এই শ্লোকে স চ মম প্রিয় বাক্যটি অর্থবাদ মাত্র। নিষ্ক্রিয় পুরুষের দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই বা হইতে পারে না। তাহা গী ৯।২৯ বলা হইয়াছে।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং ॥ ১৮ ॥

এই চারি প্রকার সাধকই উৎকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ। সেই জ্ঞানী আত্মা সহ সদাযুক্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে আমি সেই আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহু জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানী আমাতে প্রবিষ্ট হয়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই বাসুদেব। জ্ঞানীর ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ বটে। বাসুদেব শব্দার্থ— বসুদেবের পুত্রকেও বলে। বাসুদেব অর্থ যিনি বাসু ও দেব। দেব অর্থ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় তেজোময়। বাসু অর্থ বসতি ইতি বাসু—যিনি সর্ব্বদেহে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন। অথবা বাসয়তি ইতি বাসু যাঁহার দেবদেহে সব বাস করে যেমন গী ১১।১৫ "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥" ইত্যাদি। যেমন আমাদের ক্ষুদ্রদেহে লক্ষ লক্ষ জীবাণু কৃমি আদি বাস করে তেমনি। যিনি তাঁহার এই অন্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব জানেন তিনিই, বাসুদেবই সব, ইহা জানেন। তাঁহার এই স্বরূপ জানিয়া জ্ঞানস্বরূপ হন। যেমন গী ৪।২৪ "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি। যজ্ঞের হোতা, ঘৃত, অগ্নি, সবই ব্রহ্ম। তেমনি সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন করেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

উক্ত জ্ঞানী ব্যতীত অপর যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহারা কাম দ্বারা অপহৃত জ্ঞান জন্য অন্য দেবতার পুজন করে। স্বীয় প্রকৃতি প্রেরিত হইয়া পৃথক পৃথক

দেবতার পৃথক পৃথক নিয়মাদি অবলম্বনে পূজা করিয়া থাকে। কাম বাসনা বা অবিদ্যা। অন্য দেবতা অর্থ স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত পুরুষ ত্যাগে তাঁহার কোন বিভূতি বা সম্পদের উপাসনা করে। যেমনঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি। জ্বরের জন্য জ্বরাসুর, বসন্তের জন্য শীতলা, পুত্রের জন্য ষষ্ঠী, সর্প ভয়ে মনসা, কলেরায় কালিকা, অন্নের জন্য অন্নপূর্ণা ইত্যাদি নানাদেবতার পূজা করে। গী ১৮।৫৯ স্ব প্রকৃতি অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহাই স্ব-প্রকৃতি। প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি। প্র প্রকৃষ্ট কৃতি কর্ম্ম যাহার সেই প্রকৃতি। অথবা প্রকৃষ্ট কর্ম্মফল জাত প্রকৃতি।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১॥

যে যে ভক্ত যে যে দেব দেহ (মূর্ত্তি) শ্রদ্ধাসহ অর্চ্চনা করিতে চাহেন আমিও তাহার জন্য সেইরূপ অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি। পুরুষ অব্যক্ত নিরবয়ব নিষ্ক্রিয়, তাঁহাকে পুরুষাকার দেহবিশিষ্টরূপে ব্যক্ত মধ্যভাবে দ্বৈতাবলম্বী পূজন করিয়া থাকেন। অদ্বৈতে উপাসনা সম্ভবে না। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥

সেই ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাসহ সেই দেবতার পূজন করে এবং অর্চ্চনার ফলে যে কামনা লইয়া পূজা করে তাহা লাভ করে। আমি সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা সর্ব্বজ্ঞ হেতু পূর্ব্বেই যে যে ফল পাইবে তাহার বিধান করিয়াছি। তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি। ঈশ।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩॥

সেই অল্পমেধা জনগণের অন্ত বিশিষ্ট (নশ্বর) ফল লাভ ঘটে। দেবযাজী সেই আপেক্ষিক অমর দেবতাকে পায় আর আমার ভক্ত নিত্যস্বরূপ আমাকে পায়। বৃ আ ৩।৮।১০ মন্ত্রে আছে—"যো যা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মাৎল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥" কর্ম্ম ও কর্ম্মফল মাত্রই অন্তবৎ বিনাশী। দেবতা ও দেবলোকও উৎপত্তি ও বিনাশশীল। নরলোকের তুলনায় দেবতাকে আপেক্ষিক অজর অমর বলেন। যে যে দেবতার অর্চ্চনা করে সে

সেই দেব লোকে গিয়া সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে মৎভক্তা যারা ব্রহ্ম চিন্তনে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। তাহা মোক্ষ। তাহা অক্ষয় তাহা হইতে চ্যুতি নাই। দেব সাযুজ্য পাইলেও দেবাদি লোক হইতে চ্যুতি আছে। কারণ দেবগণ অচ্যুত নহেন। বৈকুণ্ঠ হইতে জয় বিজয়ের চ্যুতি পুরাণে বিবৃত আছে।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অল্পবুদ্ধি জনগণ অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত বলিয়া মনে করে। তারা আমার অব্যয় অনুত্তম পরমভাব জানে না। গী ২।২৮ শ্লোকে আদি অন্তে অব্যক্ত, মধ্যে মায়া মোহে ব্যক্তকে ব্যক্ত-মধ্যভাব বলেন। গী ৯।১১ মানুষীং তনুং ও পরংভাবমজানন্তো বাক্যটী আছে। গী ৮।২০ শ্লোকে “পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি” বলিয়াছেন। অব্যক্তভাবটী অবিনাশী ব্যক্ত-মধ্য ভাবটী বিনাশী। দেব যক্ষ নর তির্য্যকাদি দেহ ধারণ মায়িক ব্যাপার। মায়া অপগতে সে দেহ থাকে না। মায়াই দেহ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলতাপন্ন। বিরাট বৈশ্বানর দেহও নাশবান। আপেক্ষিক সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। গী ১২ শে ব্যক্ত ও অব্যক্ত পুরুষের চিন্তন বিষয়ক প্রশ্ন আছে। রামপূর্ব্বতাপনি উপনিষদে বলে—“চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥” রূপ যে কল্পিত মায়িক তাহা ভাগবত পুরাণের ১২।১১ অধ্যায়ে বর্ণিত দেখা যায়। কৃষ্ণের রূপে (আত্ম স্বরূপের স্বয়ং জ্যোতি পুরুষের) চতুর্ভূজ বনমালাদি কল্পিত মাত্র।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫ ॥

যোগ মায়াবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশ নহি। এই সব মূঢ় লোকেরা অজ অব্যক্ত আমাকে জানে না। ছা ৮।৩।২ অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। বৃ আ ১।৬।৩ “তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।” এই সত্যতা আপেক্ষিক। যোগমায়া মায়া যৎ যোগে সৃষ্টি,—যোগবিহীনে একমেবাদ্বিতীয়ম্। যেমন গী ৬।২৩ “তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।” যোগ দ্বিতীয় সহ হইয়া থাকে। সুতরাং যোগ দ্বৈতের সূচক। মায়াই দ্বিতীয়। গী ৯।৫ “পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।” মায়া যোগেই ঈশ্বরত্ব ঐশ্বর্য্য যুত বা ভগবান হন। যোগ করা বৃদ্ধি করা যার ধর্ম্ম সেই যোগমায়া। ঋ ৬।৪৭।১৮

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুবরূপ ঈয়তে।" অজ অর্থ যার জন্ম নাই বা যাহা হইতে কিছু জন্মায় না। অব্যয় অর্থ ব্যয় শূন্য। যেমন মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে রস ছাড়িয়া যে সূত্র তৈয়ার করে। যে পরিমাণ রস ছিন্ন হয়, সেই পরিমাণে সে ব্যয় বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অক্ষয় অব্যয় পুরুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি। পুরুষ সাক্ষী।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬॥

হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানি, আমাকে কেহ জানে না। পুরুষ স্বসংবেদ্য। সর্ব্ব প্রাণীতে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে তিনি একাই বিদ্যমান। তিনি সৎ আর সব অসৎ, চিৎই জানে অচিৎ কিছুই জানে না।

ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানিসংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭॥

হে ভারত, হে পরন্তপ! সৃষ্টিকালে সর্ব্বপ্রাণী ইচ্ছাদ্বেষ সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জনিত মোহে সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া মোহযুক্ত হয়। দেহই মায়ার আবরণ। পঞ্চকোষ মায়াত্মক।

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥

যে সকল ব্যক্তির পুণ্য কর্ম্মদ্বারা পাপের অবসান হইয়াছে তাহারা দ্বন্দ্বমোহ বিমুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজন করে। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত পবিত্র হইলে জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পাপ মায়া বিদূরীত হয়। মাং ভজন্তে অর্থ ব্রহ্ম চিন্তা-পরায়ণ হয়েন, দেবতা চিন্তারত নয়।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং॥ ২৯॥

জরামরণরূপ জীব ভাব হইতে মুক্তিলাভার্থ যিনি আমাকে আশ্রয় করতঃ যত্নপরায়ণ হন তিনি কৃৎস্ন অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিল কর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ হয়েন। একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে দৃশ্য পদার্থ ব্রহ্ম নহে বিচারে নেতি করিতে করিতে পরিশেষ্যাৎ ব্রহ্মকে জানেন। যাহা নেতি করে তাহার স্বরূপ না জানিলে নেতি করা যায় না। জরা মরণ বিকার। গী ১৩।৫ সবিকার ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অধিকারী।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০॥

যিনি আমাকে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞসহ জানেন, মৃত্যু কালেও সেই যুক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ আমাকে বিস্মৃত হন না। আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হন।

ওঁ

অষ্টম অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কি? অধিদৈব কাহাকে বলে? হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? কি প্রকারে এই দেহের প্রয়াণ কালে নিয়তাত্মা ব্যক্তির জ্ঞেয় হও।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥

অক্ষর অক্ষয় অপরিণামী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষই ব্রহ্ম। সেই পুরুষের আত্ম অর্থাৎ দেহ আশ্রয়রূপ ব্যাপারই অধ্যাত্ম ভবন্ যাহাকে স্বভাব বলে, ভূতগণের ভাব ও উদ্ভব কারক যজ্ঞাহুতিরূপ বিসর্গকে কর্ম্ম বলে। স্বভাব—স্বঃ সৎ পুরুষ তাহার (ভোক্তৃ বা জীবভাবকে) স্বভাব বলে। সু+অ=স্ব। সুষ্ঠু প্রকারে যাহার অস্তিত্ব অবাধিত তিনিই স্ব। স্ব যে ভাব অর্থাৎ অস্তিতা (তাহার ব্যক্ত হওয়া) তাহার জ্ঞাপক জীবভাবই স্বভাব। কেহ বলেন সু+অভাব—স্বভাব= সুষ্ঠ প্রকারে যিনি অভাবরূপ তিনিই স্বভাব। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। ভাগ পু ১১।২৮।২২ গী ২।১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ। সৎ-অস্তি। ন+সৎ অসৎ অভাব। অসতের বিদ্যমানতা নাই। ইহা উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সতোবন্ধুমসতি। কার্য্য ব্রহ্মের উৎপত্তি অসতের বন্ধন মাত্র। গী ৭।২৫ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। অসৎ স্বভাব সংযোগে অধ্যাত্মভাব দেহাশ্রয়। গী ৬।২৩ তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ ইত্যাদি। দুঃখ সহ

সংযোগই জীব জগৎভাবের কারণ। তৎ বিয়োগে পুরুষের স্বরূপে স্থিতি বলিয়াছেন। ভূতপ্রাণী জীব। তাহাদের কর্ম্মফলে দেহ উৎপন্ন হয়। সেই জীবভাবের উৎপত্তিকারী যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি বা দ্রব্য ত্যাগরূপ যে ব্যাপার তাহা বিসর্গ। তাহা কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। গী ৩।১৫ “কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি” বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় নিষ্পন্ন ব্যাপার মাত্রই কর্ম্ম কূট। তত্রাচ অন্য সব চেষ্টাকে না বুঝিয়াই বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে রূঢ়ী করা হইয়াছে। কেহ বলেন ভূতের ভাব স্থিতি, উদ্ভব, উৎপত্তি ও বিসর্গ (সৃষ্টির বিনাশ) ইহাই কর্ম্ম। সর্গ সৃষ্টি ও তৎ বিনাশকে বিসর্গ বলে। সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদিই কর্ম্ম। শ্বেতাশ্বতরের ৩।১ মন্ত্রে “য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ” বাক্য দৃষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম উক্ত সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় তিনের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কেহ বলেন, সর্গ ব্রহ্মার উৎপত্তি। বিসর্গ ব্রহ্মাকৃত বিশেষ সৃষ্টি। জীবের ভাব (উৎপত্তি), উদ্ভব কর (শ্রীবৃদ্ধিকর) যে কর্ম্ম এবং কার্য্য ব্রহ্মের বিশেষ সর্গ তাহা কর্ম্ম। এবং স্বভাব অর্থ প্রকৃতি। প্রকৃতি বা মায়া গর্ভস্থ হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা। বৃ আ ৪।২।২-৩ মন্ত্রে যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষণ্ পুরুষস্তং ইন্দ্র ইত্যাচক্ষতে অথৈতদ্ বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো ইত্যাদি। ঋ ১।১৬৪।৫০ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। গী ৩।১০ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ইত্যাদি বাক্য হইতে যজ্ঞ প্রথম ধর্ম্ম কর্ম্ম জানা যায়। যজ্ঞ শব্দ সৃষ্টি স্থিতি লয় সহ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন যুদ্ধ যজ্ঞ যাহাতে ক্ষত্রিয়গণ দেহ আহুতি দেয়। ঋ ১০।৮১।১ মন্ত্রে “য ইমা বিশ্বাভূবনানি জুহ্বদৃষির্হোতান্যসীদৎ পিতানঃ” বাক্যে প্রলয় যজ্ঞে গ্রসিষ্ণু রুদ্র হোতা প্রাণাগ্নিহোত্রবৎ সব আপনাতে আহুতি দেন। সৃষ্টি যজ্ঞ, স্থিতিও যজ্ঞ, পঞ্চমহাযজ্ঞও যজ্ঞ, যজ্ঞ অর্থ কর্ম্ম হইতেছে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় যোষিৎ অগ্নিতে বীর্য্যত্যাগরূপ যজ্ঞ জানা যায়। তাহাতে বিসর্গ অর্থ আহুতি ত্যাগ হইয়া ও সংহার অর্থে যজ্ঞাহুতি রূপে গ্রহণে সামঞ্জস্য হইতেছে। ভূতভাব ও ভূতের উদ্ভব যজ্ঞ হইতেই হয় ইহা গীতার ৩য় অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে “অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্” বাক্যে বলা হইয়াছে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

ক্ষরভাব দেহ বা ক্ষেত্র যাহা ক্ষয়শীল জনিমৎ পদার্থ ও তদুপলক্ষিত জীব প্রাণী। মায়া বা প্রকৃতি বশে অধিভূত। পুরুষ—ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবরূপে

অধিদৈব। কেহ অধিদৈবত আদিতান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। গী ১৫।১৬ “ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।” গী ১৫।১৮ “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম-ক্ষরাদপি চোত্তমঃ বাক্য হইতে ক্ষর প্রকৃতি বা জীব, অক্ষর ঈশ্বর ও পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম পাওয়া যাইতেছে। গী ৭।৪-৫ শ্লোকে, জীব পরা প্রকৃতি, ও প্রকৃতিকে অপরা বলা হইয়াছে। পুরি শয়নাৎ পুরুষঃ। বা পূর্ণং অনেন সর্ব্বং ইতি পুরুষঃ। প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠান, এইজন্য তিনিই অধিদেবতা। গী ৪।৬ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বাক্য রহিয়াছে। যেমন সংহারে গ্রসিষ্ণু দেবতা সব আপনাতে (বৈশ্বানর অগ্নিতে) আহুতি দেন তেমনি জীব আপন দেহস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে আহার্য্য আহুতি দেয় যাহাকে প্রাণাগ্নি হোত্র বলে। গী ১৫।১৪ “অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥” এই বৈশ্বানর অগ্নিকেই ছা উ (৫।১১-১৮) সম্পদ উপাসনা বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা বৈশ্বানর বিদ্যা বলিয়া অভিহিত। তথায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট বিরাট পুরুষ বৈশ্বানর, যাঁহার ১। দিবলোক মূর্দ্ধা, ২। অন্তরিক্ষ বপু, ৩। পৃথিবী পাদ, ৪। চক্ষু সূর্য্য, ৫। বায়ু প্রাণ, ৬। অপ্ বস্তি, ৭। দিশঃ শ্রোত্রঃ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। এই বৈশ্বানররূপী পুরুষই যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণু। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। অধিযজ্ঞ। অহংনামা। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ —গী ১৫।১৪। তিনিই অগ্নি যজ্ঞ। কেকয় রাজ প্রোক্ত এই বৈশ্বানর বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নহে। অর্চ্চার পূজন মাত্র।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণপুর্ব্বক দেহত্যাগ করেন তিনি মদ্ভাব (ব্রহ্মভাব নহে, সাযুজ্য ভাব) প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। যেমন বিদুরের সূক্ষ্মদেহ যুধিষ্ঠিরে প্রবিষ্ট হয়, মহাভারত আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ২৬ অ। শিশুপালের সূক্ষ্মদেহ কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হয় (মহা সভাপর্ব্ব ভাগ পু ৭।১।১৩) ইহা ব্রহ্মে নির্ব্বাণ নহে। হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্মদেহে আশ্রয় মিলে। শিশুপাল ও দন্তবক্র পুর্ব্বজন্মের জয় বিজয় তাহারা নিত্যদাস কৃষ্ণসহ একীভূত হইবে কি ? জ্ঞান ব্যতীত, কাম দ্বেষ দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না। ভা পু ৭।১।৩০ “গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ বাক্য আছে। ভা পু ১০।৮২।৪৭ বলে কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ কৃষ্ণ গোপীগণকে অব্যক্তচিন্তন শিক্ষা দেন এবং তৎফলে তাহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে। রাগ দ্বেষ ক্ষেত্রের সম্পদ তাহার ত্যাগেই বস্তুলাভ সম্ভবে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করেন পশ্চাৎ তিনি সেমন ভাবে ভাবিত দেহাদি লাভ করেন। অর্থাৎ পুনরাবর্ত্ততে, ব্রহ্মনির্ব্বাণে পুনরাবর্ত্তন নাই। পুরাণে বলে রাজা ভরত হরিণ চিন্তা করায় হরিণ দেহ লাভ করেন। বৃ আ ৪।৪।২ তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পুর্ব্ব প্রজ্ঞাচ। তথা গী ৬।৪৩ "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।"

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ং ॥ ৭ ॥

একারণ তুমি আমাকে সর্ব্বকাল স্মরণ করিবার অভ্যাস কর ও যুদ্ধ কর, আমাতে (ভগবানে) মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাতেই আসিতে পারিবে। অর্থাৎ সাযুজ্যলাভ করিবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

হে পার্থ! ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুতে যদি চিত্ত না যায় ভগবৎ স্মরণ অভ্যাস যোগ বলে তৎচিন্তন ফলে দিব্য পরম পুরুষকে পায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যেমন বজ্রকীটের (কাঁচপোকার) দ্বারা আক্রান্ত তৈল পায়িকা (তেলাপোকা) ভীত হইয়া অণুক্ষণ আক্রমণকারীর চিন্তায় বজ্রকীটে পরিণত হয়। ছা উপ (৭।২৬।২) আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি স্মৃতিলম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমনোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাস্তৎ ॥ ৯ ॥

সেই পুরাতন অনুশাসনকারী কবি, অণু হইতে অণু-তর সকলের বিধাতা, অচিন্ত্য রূপ তমের পরে স্থিত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। কবি, ক্রান্তদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরাণ, পিতৃমাতৃজাত নহেন—স্বয়ম্ভূ। কঠ শ্রুতিতে বলে, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, সকলের নিয়ন্তা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। অবক্তা প্রকৃতি অলক্ষণা-জন্য অবিদিতা অনির্ব্বচনীয়া তাহা হইতেও অব্যক্ত। গী ৮।২০ অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। এইজন্য অচিন্ত্যরূপ। গী ২।২৫ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽমবিকার্য্যোঽয়-মুচ্যতে। ধাতা পালক। আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ তম বা মায়ার পরে স্থিত। যেমন কঠ-শ্রুতিতে মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০ ॥

অন্তকালে মন বুদ্ধি নিশ্চল করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলে সুষুম্না-মার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করতঃ যে সেই পুরুষের চিন্তা করে সে সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ ক্ষত্রষ শ্চরণে হতঃ ইতি স্মৃতিঃ।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১ ॥

শেষ লাইনটি কঠ শ্রুতিতে এই প্রকারই দৃষ্ট হয়। যাহাকে বেদবিদেরা অক্ষর বলেন বৈরাগ্য অবলম্বনে যতিগণ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, যাঁহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করে সেই পরম পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ওমিত্যেতৎ।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২ ॥

সর্ব্বদ্বার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে হৃদিপদ্মে নিরুদ্ধ করতঃ মূর্দ্ধ্নি মস্তকে প্রাণ রাখিয়া আত্মবিষয়ক যোগ ধারণা করিতে হয়। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। ক ২।৬।১০। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণাম্।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

ওম্ এই একাক্ষর উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্ম চিন্তনে যে দেহ ত্যাগ করে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ওঁ (অ+উ+ম) অর্থ এক ব্রহ্ম অস্তি এই উপলব্ধি মোদ আনন্দপ্রদ, অস্তির অ উপলব্ধির উ+মোদের ম। নানাত্ব অলীক। অব রক্ষণে+মনট্=ওম্। যাহা জীবরূপে দেহে দেহে রক্ষিত বা স্থিত অথবা জীবজগৎ নেতি করিয়া অবশেষে যিনি রক্ষিত হন তাহাই ওঁ অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম। যাঁহার রক্ষণে স্থিতিতে সব রক্ষিত বা স্থিতিশীল হয় তিনিই ব্রহ্ম।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

হে পার্থ, অন্য সব ত্যাগে সতত যাঁহার চিত্ত আমাকেই নিত্যপ্রতি স্মরণ করে, তেমন নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। গী ১৮।৬৬ শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ আমাকে প্রাপ্ত হইলে দুঃখের আলয় অনিত্য সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না। সংসিদ্ধিযুত মহাত্মাগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন। ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং। ব্রহ্ম ব্যতীত সব শূন্য সব দুঃখ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে মহজনাদি যত লোক আছে সব হইতে পুনরাবর্ত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি বিনাশশীল হয়। হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ব্রহ্মলোক নাশে তথাকার নিবাসী কোথায় থাকেন? অব্যক্তা প্রকৃতিতেই লয় হয়েন। গী ৮।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। পিতৃযান ও দেবযান মার্গে কর্ম্মিগণের গতি হয়। দেবযানে ব্রহ্মলোকে যায়। কেবল জ্ঞানেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়েন। আর জন্ম মরণ নাই। বৈকুণ্ঠলোক হইতেও জয়-বিজয়ের পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার অহ বা এক দিন হয়। এক সহস্রযুগ ব্রহ্মার রাত্রি হয়। ইহা যিনি জানেন তিনি অহোরাত্রবিদ্ বটেন। ৩৬০ দিনে অয়নদ্বয়ে দেবগণের দিবারাত্রি হয়। ৩০ দিনে দুই পক্ষে পিতৃগণের অহোরাত্র হয়।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অব্যক্তা প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে ব্রহ্মার দিবাকালে সব প্রপঞ্চরূপ কার্য্য ব্যক্ত হয়, ও তাঁহার রাত্রে সেই অব্যক্তা প্রকৃতিতে সব লয় হয়। ব্রহ্মার দেহ অব্যক্ত। তাহা হইতে জগৎ ব্যক্ত হয়, পুনঃ তাহাতে লয় হয়। যেমন রাত্রিতে নিদ্রাকালে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও জগৎ লয় পায়। আবার দিবস হইলে জাগ্রতে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও জগৎ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মার যে অব্যক্ত দেহ তাহাই মায়ার আবরণ। ব্রহ্মার অব্যক্ত দেহ হইতে জগৎ ব্যক্ত হয় ও পশ্চাৎ তাহাতেই লয় হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প ব্যক্ত হয় ও লয় হয়, তেমনি

ব্রহ্মে জগৎ ব্যক্ত হয় ও লয় হয়। ইহা বিবর্ত্তবাদ। আর অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে জগৎ ব্যক্ত হয় ও লয় হয় বলা পরিণামবাদ। জড় প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যে ক্রীড়াশীল হয়। তবে জগৎ সৃজন রূপ কর্ম্ম ঘটে। মুণ্ডক উপনিষদে "অন্নাৎ প্রাণঃ" অন্ন বা প্রকৃতি হইতে প্রাণ হিরণ্যগর্ভাখ্য উৎপন্ন হন বলিয়াছে। অব্যক্তা প্রকৃতি প্রলয়ে সব গ্রাস করে বলিয়া তাহাকে অন্ন বলা হয়। আবার পুরুষকেও গ্রসিষ্ণু দেবতা বলা হয়। যিনি অদ্বিতীয়রূপে মায়াকেও গ্রাস করেন। পুরুষ নিরবয়ব, অব্যক্তা মায়াই তাহার অবয়ব বা কোষ হইতে ব্যক্ত হন। আনন্দময় কোষই হিরণ্যগর্ভের আবরণ। কার্য্য ব্রহ্মের দেহ। দেহ, কোষ, আবরণ, গর্ভ একই কথা। এইজন্য বৃ আ ৪।২।২ দক্ষিণাক্ষ পুরুষ ইন্দ্র ও বাম অক্ষনি পুরুষরূপ বিরাট তস্য পত্নী বলিয়াছে। ভা পু ২।১০।৩৬ নামরূপ ক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মা কর্ম্মকঃপরঃ। সেই পরপুরুষ অকর্ম্মক হইলেও মায়া দ্বারা সকর্ম্মা হইয়া নামরূপ ধারণ বা সৃজন করেন।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মার দিবাতে যে ভূতসকল ব্যক্ত হয় তাহারা রাত্রিতে প্রলয়ে অব্যক্তে লয় হয়। দেহ লয় হওয়ায় কর্ম্মফল লয় হয় না। কর্ম্মের সংস্কার থাকিয়া যায়। অন্য কল্পে ব্রহ্মার দিন উপস্থিত হইলে সেই সংস্কারবশে অবশভাবে কর্ম্মফলোচিত দেহাদি লাভে পুনঃ পুনঃ জন্ম নেয়। সৃষ্টি কর্ম্ম সাপেক্ষ বলা হইল। প্রথম সৃষ্টি কোন্ কর্ম্ম সাপেক্ষ তাহা বলা যায় না, এজন্য অনাদি শব্দের আশ্রয় লইতে হয়। কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা গী ৪।৩৭।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

এই সকল ভূতগ্রাম বীজভূত অবিদ্যা লক্ষণা অব্যক্তা হইতে অন্য, (তদতিরিক্ত) সনাতন অব্যক্তভাব (সদাখ্য) পুরুষ "অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো-ব্যাপকোঽ লিঙ্গ এবচ।" কঠ ২।৩।৮ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূত নাশ হইলেও সেই পুরুষ বিনষ্ট হন না। নিত্য সত্য। ভূতগ্রাম ও তাহার বীজভূত অবিদ্যা অব্যক্তা নাশশীল। শ্বেত ৩।৬ জীব জগতের নাশ—যেন না ঘটে এজন্য প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।" যখন জীব জগৎ নাশ হয় ব্রহ্ম একমাত্র থাকেন তখন সম্পদের স্থান কোথায়? ইহাতে বুঝা যায়, অনাদি অবিদ্যা অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অব্যক্ত (ইন্দ্রিয় অগোচর) অক্ষর সেই পুরুষকে পরমগতি বলে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর ইহলোকে ফিরিয়া আসে না (পুনর্জ্জন্ম হয় না।) তাহাই আমার পরম ধাম পরম স্বরূপ (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং)। দেহ ত্রয় এখানে লয় হইলে পরমাগতি মোক্ষ। জ্ঞানী ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ ব্রহ্মে লয় হন। যাহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। কর্ম্মীলোক সূক্ষ্ম দেহসহ লোকান্তরে গমনাগমন করে। "যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" কঠ ২।৩।১০।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যা ভক্তিযোগে লভ্য। যে কারণ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের অন্তরে ভূতজাত স্থিত। গী ৯।৪—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

পুরুষ কারণ, ইদং সর্ব্বং কার্য্য। কার্য্য কারণ রূপে সত্য। পুরুষের অস্তিতায় অস্তিত্বযুক্ত। যেমন রজ্জুতে সর্প থাকে। তেমনি পুরুষে 'জগৎ থাকে। কারণের অন্তরে কার্য্য থাকে। যেমন বট বীজে বট বৃক্ষ থাকে। তত্বজ্ঞেরই অনন্যাভক্তি গী ১১।৫৪ দ্রষ্টব্য। জ্ঞানীরই একভক্তি গী ৭।১৭। ব্রহ্মভূতজ্ঞানীরই পরাভক্তি গী ১৮।৫৪ অব্যভিচারিণী ভক্তি ব্রহ্মভূতেরই হয়। গীতা ১৪।২৬ দ্রষ্টব্য। পুরুষ পূর্ণং অনেন সর্ব্বং যিনি সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞানলভ্য। সেই জ্ঞান সূর্য্যোদয়বৎ আর তাহার পূর্ব্বাভাস পরাভক্তি অরুণোদয়বৎ। যে ভক্তিতে স্ব স্বরূপের অনুসন্ধান করা হয় তাহাই পরা, একা, অনন্যাদি সংজ্ঞাযুক্ত হয়।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

আচার্য্য রামানুজ বলেন, অত্র কালশব্দোমার্গস্থ অহঃ প্রভৃতি সংবৎসরান্তকালাভিমানিদেবতা ভুয়যস্ত্বয়া মার্গোপলক্ষণার্থঃ যে কালে (কালের পথে) যোগিগণ প্রয়াণ করিলে ফিরিয়া আসেন ও যে পথে গেলে আর ফিরিতে হয় না। হে ভরতর্ষভ! তাহা তোমাকে বলিব। দেবযান অর্চ্চিরাদি মার্গ বা উত্তরাপথ। আর পিতৃযান্ ধুমাদিমার্গ বা দক্ষিণাপথ। এই পথদ্বয় বৈদিক

কৰ্ম্মিগণের জন্য বিহিত। এতদ্ব্যতীত তৃতীয়গতি তির্য্যগাদি যোনিলাভ। জ্ঞানীর গতি নাই। এখানেই তাঁহার দেহত্রয় "সমবনীয়ন্তে" বিলয় হয়। বিদেহ মুক্ত হন। এই দুই পথে যাইতে স্থানে স্থানে বিশ্রাম স্থান আছে। তথায় অধিষ্ঠিত দেবতা সহ মিলিয়া পরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হয়। ছা ৪।১৫।৫ দেবযান পথে বৈদ্যুৎ লোক হইতে এক অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই শ্লোকের ভাষা পাঠে কোন্ সময়ে দেহত্যাগে কিরূপ ভালমন্দ গতি হয় তাহাই বলা হইয়াছে এমন মনে হয়। তাহা মহাভারতে ভীষ্মদেবের মাঘ মাসে উত্তরায়ণে দেহ ত্যাগের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদি আখ্যানমূলক বটে। পূর্ব্বোদ্ধৃত আচার্য্য রামানুজের বাক্য শ্রুতি সঙ্গতির জন্য বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে কৰ্ম্মফলে গতি হয় এবং অহঃ অভিমানী দেবতা শুক্লপক্ষাভিমানী, মাসাভিমানী, অয়নাভিমানী, সংবৎসরাভিমানী দেবতাদের স্থান হইয়া অগ্নি, বায়ু, বরুণ, আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি লোক হইয়া দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যায়। রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী মাসাভিমানী সংবৎসরাভিমানী দেবস্থান হইয়া চন্দ্রলোকে পিতৃযানমার্গে যাইয়া থাকে। উত্তর মেরুতে দেবস্থান তথায় উত্তরায়ণে দিবা ও দক্ষিণায়নে রাত্রি ঘটে। দিবাতে মৃত্যু সুবিধাজনক জন্য আচার পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে। আর্য্যগণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে থাকাকালীন আচার পদ্ধতি স্মরণে মাঘে মৃত্যু অপেক্ষা করেন।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অর্চ্চিরাদি মার্গে অগ্নিলোক, অহঃ শুক্লপক্ষ, উত্তর অয়ণ সংবৎসরাভিমানী দেবস্থান হইয়া ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এখানে ব্রহ্মবিদ্ (নিষ্কাম কৰ্ম্মী) ব্রহ্ম উপাসককে বলিয়াছে। যাহা ছা উপনিষদে ১।১০ বর্ণিত "খণ্ডে যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি ইতি।" অপরোক্ষজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। তাঁহার গতি নাই। তাঁহার দেহত্রয় নাশে স্বরূপে স্থিতি ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কারণ শরীর নষ্টে কাম কৰ্ম্ম বীজ নষ্ট হয়। যেমন ভ্রষ্ট বীজে অঙ্কুর হয় না, তেমনি কারণ শরীর কাম কর্ম্মের বীজ বা কারণ। বীজ নষ্টে কারণ নষ্টে কার্য্য নষ্ট হয়।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্য্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

আর যাহারা সকাম কৰ্ম্মী বা পিতৃযানে গমন করেন তাহাদের ধূমাদি মার্গে

রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ষণ্মাসা, দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতাদের স্থান হইয়া চন্দ্রলোকে গতি হয়।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

জগতের লোকের এই শুক্লকৃষ্ণ পথে গতি শাশ্বত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উহার এক পথে অনাবৃত্তি অন্য পথে পুনরাবর্ত্ততে। এই যে ব্রহ্মলোকে দেবযানে যাহাদের গতি হয় তাঁহারা ব্রহ্মলোকে বাস করেন। পশ্চাৎ ব্রহ্মার দেহান্তে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করেন সুতরাং তাহাদের ফিরিতে হয় না। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে (কৈবল্যোনিষদ)। যাঁহারা পিতৃযানে চন্দ্রলোকে যান তাঁহাদিগকে ফিরিতে হয়। পুরাণে জয় বিজয়ের বৈকুণ্ঠ লোক হইতে মর্ত্ত্যে তিন তিন বার আসার আখ্যান হইতে জানা যায় বৈকুণ্ঠলোক হইতেও পতন ঘটে। ঋগ্বেদে বহুস্থানে দেবযান ও পিতৃযান পথের উল্লেখ আছে। শুক্ল আর্চ্চিরাদিমার্গ বা দেবযান। কৃষ্ণ ধূমমার্গ বা পিতৃযান। উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথও বলে। যে ব্যক্তি উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নে গমন না করে সে তৃতীয় গতি তির্য্যগাদি যোনিতে জন্মে ও মরে এরূপ পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় বলে।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! এই মার্গদ্বয়ের বিষয় যিনি জানেন তাঁহার সংসারে মোহ হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

হে পার্থ! বেদবিহিত কর্ম্মে যজ্ঞে তপস্যায় দানে যে পুণ্য ফল সকল উক্ত হয় এই দেবযানাদির তত্ত্ব জানিয়া ঐ সকল পুণ্য কর্ম্ম ফল অতিক্রম করতঃ যোগী আদিপুরুষের উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে কর্ম্মনিষ্ঠের কর্ম্ম যজ্ঞ দান সবই রজঃ গুণাত্মক ব্যাপার। রজঃত্যাগে কর্ম্ম হয় না সুতরাং এই সকল কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না। ত্রৈগুণ্য কর্ম্মভূমি অতিক্রমে কিরূপ অবস্থায়—নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে বলা হইল। গী ১৮।৫-৬ শ্লোকে পাবন করী যজ্ঞ দান তপ ত্যাজ্য নহে চিরই কার্য্য, এমন বলা হইয়াছে। তাহা এ শ্লোকসহ সঙ্গত মনে হয় না। তবে জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানদান, জ্ঞানময় তপ, কার্য্য

তাহাতে সন্দেহ নাই। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে (গী ৪।৩৯) সুতরাং জ্ঞান যজ্ঞ, জ্ঞান-তপস্যায় জ্ঞানদান যে ভগবান পাবনানি বলিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে।

নবম অধ্যায়

শ্রীভগবান উবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

তুমি অসূয়াশূন্য এইজন্য এই গুহ্যতম ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত বলিব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞান অভেদদর্শনং জ্ঞানং। বিজ্ঞান বিশ্বমায়া বিষয়ক জ্ঞান। অশুভ মায়া অবিদ্যা বা মায়িক সংসার, মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ। ইত্যমরঃ। কেহ বলেন জ্ঞান শাস্ত্রজনিত। বিজ্ঞান আত্মদর্শন। মায়া বিনা জ্ঞান বিজ্ঞান।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

বিদ্যার রাজা গুহ্য বিষয়ের রাজা উত্তম পবিত্র প্রত্যক্ষফল প্রদ ধর্ম্ম-সঙ্গত সহজে করণীয় অব্যয়ফলপ্রদ। উহা যোগীরাজগণের সহজ লভ্য বিদ্যা হইলেও রাজসিক ব্যক্তিগণের নিকট গুহ্য বটে। মীমাংসাকারের অপূর্ব্বতা কি কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ দৃষ্টিগোচর নহে? জ্ঞানের ফল মোক্ষ প্রত্যক্ষ হয় জীবন্মুক্তের অবস্থা দৃষ্টে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন তাহারাই আত্মা বা জ্ঞান-স্বরূপ আমাকে না পাইয়া সংসারপথে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবশগ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে। কঠ। ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি জরা মৃত্যুরূপ নানা দুঃখ জর্জ্জরিত সংসার বা ভবকারাগারে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ হয়।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

এই সব দৃশ্য প্রপঞ্চ অব্যক্ত আমাদ্বারা ব্যাপ্ত। সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত আমি তাহাতে স্থিত নহি। সর্ব্বভূত অর্থ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সব কিছু।

যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জুতে সর্প অবস্থিত কিন্তু রজ্জু সর্প নহে। তদ্বৎ ব্যাপকোঽ-লিঙ্গ এবচ পুরুষে দ্বৈত জগৎ স্বীকারে সর্ব্বব্যাপী যিনি তদাশ্রয়া বলিতে বাধা নাই।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

ভূত সকল আমাতে স্থিত নহে, ইহা আমার যোগৈশ্বর্য্য (যোগ মায়া জন্য ঐশ্বর্য্য)। আমি ভূত সকলে না থাকিলেও আমার মন ভূতোৎপাদক ও ভূতভৃৎ (ধারক পোষক) অথবা আমি জীবাত্মা রূপ ভূতভৃৎ ও ভূতোৎপাদক কিন্তু ভূতে নাই। আঁধারে অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে সর্প দৃষ্ট হয়, সর্পত্ব রজ্জুতে নাই। রজ্জু সর্পের ধারক, রজ্জুতে সর্প নাই। রজ্জু সর্পের উৎপাদক। রজ্জুতে সর্প যেমন আঁধারে অজ্ঞান বশতঃ দেখে তেমনি অজ্ঞান আঁধারে ব্রহ্মে জগৎ দেখে। রজ্জুতে সর্প আরোপিত মাত্র তেমনি ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত মাত্র। রজ্জুর অস্তিতায় সর্পের অস্তিত্ব তেমনি ব্রহ্মের অস্তিতায় জগতের অস্তিত্ব। গী ৭।৫ জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। জীবরূপে জগৎধারণ, স্বরূপতঃ ধারণ করেন না। ঋ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে বলে 'যদি বা দধে যদি বা ন। যোঅস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।' সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্যবৎ জগৎ সত্য। স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক। সিনেমা হল হাতী ঘোড়া পর্ব্বতাদির আধার নহে অথচ আধারবৎ প্রতীয়মান হয়। তেমনি পুরুষ আধার বা আধেয় নহে। অনির্ব্বচনীয় যোগমায়ায় অঘটন ঘটায়।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

আকাশে সর্ব্বত্রগ মহান্ বায়ু যেমন নিত্যকালস্থিত, তেমনি সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত ইহা জানিবে। বহিরাগত শৈত্য ও উষ্ণতা নিবন্ধন ঝড় ঝঞ্ঝাবাত বায়ুতে দৃষ্ট হয়; আকাশ নির্লিপ্ত। তেমনি 'সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর' নির্লিপ্ত ব্রহ্মে দৃশ্য প্রপঞ্চ ক্রীড়াশীল হয়। মায়ার খেলা। অনির্ব্বচনীয়া। অচিন্ত্য। নিরবয়ব আকাশবৎ ব্রহ্মে সূত্রাত্মাখ্যমহান্ বায়ু ক্রিয়াশীল। মায়া উপাধি যোগে। "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।" মায়া উপাধি বিয়োগে "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত মায়াবী আমার প্রকৃতিতে লয় পায়;

কল্পাদিতে পুনঃ তাহাদের সৃষ্টি করি। ব্রহ্মার দিনে কল্প হয়, তাহাতে চৌদ্দ মন্বন্তর ঘটে, কার্য্য কারণে লয় হয়। শব্দাদি গুণযুত ভূতাদি পুরুষ সান্নিধ্যে ক্রিয়াশীল প্রকৃতিজাত, প্রকৃতিতম ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, প্রলয়ে সব অব্যাকৃতাতে লয় হয়, সৃষ্টি অনাদি নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে (৩।১) পুরুষ নিরুপাধিক, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ তাঁহাতে লয় হয় না, তাঁহাতে লয় পাইলে বিজাতীয় ভেদ ব্রহ্মে অনিবার্য্য হয়। "য একো জালবান্ ঈশতঃ ঈশনীভিঃ, সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ, (শ্বেত)," ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, ঋ ৬।৪৭।১৮। জড় কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই চেতন কর্ত্তা, এইজন্য পুরুষে সৃজন কর্ত্তৃত্ব আরোপিত। গী ৩।২৭ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুতি বলেন সন্মূলম্। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। পুরুষ জগৎ স্রষ্টা, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অব্যয়ও বটেন। পুরুষের অস্তিত্ব ব্যতীত কোন বিশেষ না থাকায় তিনি নির্ব্বিশেষ। সেই পুরুষ হইতে তৈত্তিরীয় শ্রুতি সৃষ্টি বলিয়াছেন। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন-আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পুরুষ কারণ, আকাশ কার্য্য। কারণের বিকাশ কার্য্যে দৃষ্ট হয়। যেমন দুগ্ধ কারণ, দধি কার্য্য। দুগ্ধের ধবলতা মাখন, দধিতে বিকাশ পায় কিন্তু দধিতে অম্লতা দৃষ্ট হয়, তাহা কারণ দুগ্ধে নাই, সুতরাং দধির (কার্য্যের) অম্লত্ব বহিরাগত ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যে গুণাধিক্য দৃষ্ট হইলে তাহা বহিরাগত হইয়া থাকে। আকাশ কার্য্য তাহাতে শব্দ গুণ আছে, উহা কারণ নির্গুণ পুরুষে নাই। অতএব আকাশরূপ কার্য্যের এই গুণাধিক্য বহিরাগত। কারণ পুরুষের অস্তিতার বিকাশ কার্য্য আকাশে আছে। শব্দগুণ বহিরাগত। তেমনি কার্য্য বায়ুতে স্পর্শগুণ আছে কারণ আকাশে তাহা নাই সুতরাং উহা বহিরাগত। কারণ বায়ুতে রূপ নাই, কার্য্য অগ্নিতে রূপ গুণাধিক্য থাকায় তাহা বহিরাগত। কারণ অগ্নিতে রস নাই, কার্য্য অপের রস বহিরাগত। কারণ অপে গন্ধ নাই, কার্য্য পৃথিবীতে গন্ধ আছে সুতরাং উহা বহিরাগত। অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণ বহিরাগত। গুণ গুণীতে অভেদ থাকে সুতরাং পঞ্চভূত বহিরাগত। অতএব বহিরাগত কোনও উপাধি পুরুষ সান্নিধ্যে ছিল যাহা হইতে পঞ্চভূত হইয়াছে। পুরুষ তাহার সাক্ষী। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। ভাষান্তরে

পুরুষসান্নিধ্যে কোন উপাধিজাত জগৎ। সৃষ্টি মায়ার বিপরিণামে উৎপন্ন হইলেও পুরুষে রজ্জু সর্পবৎ বিবর্ত্ত। বস্তুর স্বরূপচ্যুতি না হইয়া অন্যবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াকে বিবর্ত্ত বলে; যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শনকালে রজ্জুর কোন স্বরূপচ্যুতি নাই অথচ অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্প দৃষ্ট হইতেছে। এমন চিৎ পুরুষের স্বরূপ চ্যুতি নাই অথচ তাহা অচেতন জগৎরূপে দৃষ্ট হইতেছে। সেই উপাধিকে ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্র 'তম' বলিয়াছেন। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে অসৎ বলিয়াছেন। অসৎ তমকে প্রকৃতি, অব্যক্তা, অব্যাকৃতা, মায়া, দোষ, পাপ, মৃত্যু ইত্যাদি বলে। জড় প্রকৃতিকে কর্ত্তা না বলিয়া চেতনকে কর্ত্তা বলা এই জন্য, যে বিশ্বে চেতন কর্ত্তা দেখা যায়, জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সাক্ষী পুরুষে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত। যেমন জলে চাঁদের নাচনি আরোপিত। সৃষ্টজীব প্রকৃতি পরবশ। নিজ কর্ম্মফল বশ। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। গী ৩।২৭। এজন্য বলা হইয়াছে অবশং প্রকৃতের্বশাৎ। স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করতঃ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি, এই সমগ্র ভূতজাত প্রকৃতির বশতাপন্ন অবশ অর্থাৎ অস্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কর্ম্ম পরতন্ত্র ঋ ১০।১৯০—"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" কার্য্য ব্রহ্মের সৃষ্টি, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান না করিয়া পুরুষ "সৃষ্টি হউক" বলিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, কারণ মন বুদ্ধি ইচ্ছা প্রকৃতির সম্পদ, গী ৭।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সৃষ্টি কি নিমিত্ত করেন? অভোক্তা নিজ ভোগার্থ করেন না, দ্বিতীয় নাই যাহার জন্য করেন, জীবার্থ যদি বল, জীবও তিনিই। জড় অভোক্তা তত্রাচ সৃষ্টি জালবানের মায়ার খেলা, অবুধের বোধ।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করে না। কারণ আমি উদাসীনবৎ আসীন সাক্ষীমাত্র, সেই সকল কর্ম্মে আমার আসক্তি নাই। অহঙ্কার ও আসক্তিই বদ্ধ করে। বন্ধনের হেতু। গী ৩।২৭ "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" মন স্পন্দনে জীব জগৎ ভাসে, আমি তাহার দ্রষ্টা বা সাক্ষীমাত্র, কর্ত্তা নয়, প্রকৃতি কর্ত্রী—কর্ত্তার চেষ্টা থাকে। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, অচল।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি স্থাবর জঙ্গম সব প্রসব করে, সেই হেতু জগতে বিবিধ পরিবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি) দৃষ্ট হয়। অধ্যক্ষ

নিয়ামক, প্রবর্ত্তক সাক্ষী "চেতা" (চেতয়িতা) শ্বেতাশ্ব ৬।১১। যেমন চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহ ক্রিয়াশীল হয়। যেমনি আতস কাচ জনিত সূর্য্যাভাস দহন ক্রিয়ার কারণ হয় তেমনি, মায়ায় চিৎ প্রতিবিম্বপাত জন্য যে চিদাভাস হয় তাহা মন স্পন্দনাদির কারণ হয়। মন স্পন্দন জন্যই জগতের সৃষ্টি ঘটে। ঋ ১০।১২৯।৭ সূক্তে—কে বলিবে সৃষ্টি কোথা হইতে হয় ইত্যাদি—প্রশ্ন উত্থাপনে পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ ভগবান জানেন অথবা তিনিও জানেন না বলিয়াছে। চণ্ডীতে বিষ্ণু যখন তম বা নিদ্রায় অভিভূত তখন সৃষ্টি আরম্ভন বলিয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুর অজ্ঞাতে সৃষ্টি ঘটিয়াছে। ঋ ১০।১৯০ ঋতঞ্চ মন্ত্রে রাত্রির আবির্ভাবের পর অন্য সৃষ্টি বলিয়াছেন। যেমন সিনেমা হলে অন্ধকারের অবির্ভাব হইলে খেলা দেখা যায়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

স্বরূপতঃ আমার শ্রেষ্ঠভাব অব্যক্তভাব নিষ্ক্রিয়ভাব সর্ব্বভূত-মহেশ্বর-স্বরূপ, মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহা না জানিয়া আমার মানুষীতনু আশ্রয়ের ব্যক্তভাবের অবজ্ঞা করে। মানুষীতনু স্থূল ব্যক্তভাব। ঈশ্বরীয় তনু সূক্ষ্মব্যক্ত ভাব, বিরাট দেহ ও স্থূল-সমষ্টি ব্যক্তভাব। মহেশ্বর ভাব অব্যক্ত বটে, মানুষীতনু অর্থ নরবৎ দেহ পুরুষবিধ, মানুষাদি জীবদেহ ব্যষ্টি ও বিরাট দেহ সমষ্টি, মানুষীতনু সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, ধ্যায়তীব লেলায়তীব, বৃ আ ৪।৩।৭। পুরুষ যেন দেহ ধারণ করেন, বস্তুতস্তু দেহ ধারণ করেন না, যেমন স্বপ্নদৃশ্য, সিনেমা হলের দৃশ্য প্রাতিভাসিক মাত্র মনের বিকৃতি। তেমনি জাগ্রৎ দৃশ্যও মায়িক প্রতিভাসিক মনের বিকৃতি, কেন অবজ্ঞা করে তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

ত্রিগুণা প্রকৃতির মায়ামোহের আশ্রয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত রাক্ষসী ও আসুরীস্বভাব (রজ তম গুণ জন্য হিংসা প্রধান রাক্ষস ও বলদর্পান্বিত অসুর) জনগণের বৃথা শাস্ত্রজ্ঞান, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা আশা হইয়া থাকে। মায়ার আবরণ শক্তিতে বুদ্ধি মোহযুক্ত করে ও বিক্ষেপ শক্তিতে নানাত্বের সৃষ্টি করে। যদ্যপি "নেহ নানাস্তি কশ্চন", রজোগুণে আপনাকে ঈশ্বর মনে করে ও জগৎ অনীশ্বর মনে করে গী ১৮।৮-১৪ দ্রষ্টব্য। অসূর্য্যলোকে গমন করে এজন্য মোঘাশা বলিয়াছে।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা মহাত্মা, ক্ষুদ্র চিত্ত নহে, আমার দৈবী প্রকৃতি (শুদ্ধ সত্ত্বান্বিত) আশ্রয়ে অনন্যচিত্তে ব্রাহ্মীতনু করতঃ আমার ভজন করেন তাঁহারা জানেন যে আমি ভূতের আদি-কারণ, অব্যয়, অপরিণামী। প্রকৃতির পরিণামে জগৎ, আমি চেতা সাক্ষী।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

কেহ কেহ সতত নাম কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রযত্ন করেন, কেহ বা সভক্তি নমস্কারপুর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। নমস্ বাক্যই বাক্যপুষ্পোপহার, ঋ ১।৫৫।৪ সইদ্ বনেনমস্যুভির্বচস্যতে।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

কেহ জ্ঞানযজ্ঞে আমার যজন করতঃ উপাসনা করেন, ঋ ১।১৮।৭ যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। সধীনাং যোগমিন্বতি, জ্ঞানীর যজ্ঞ বুদ্ধি বৃত্তি ব্যাপক। কেহ উপাস্য উপাসকের একত্ব চিন্তনে "তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা" (কৈবল্য)। কেহ উহাদের পৃথক চিন্তনে সর্ব্বাত্মক আমাকে বহুরূপে (রুদ্র ব্রহ্মাদি) উপাসনা করেন, রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথযুষাং নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।

অহঃ ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

গী ৪।২৪ শ্লোকে ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবিরিত্যাদি বাক্যে ইহাই উক্ত, আমি ক্রতু অগ্নিষ্টোমাদি, যজ্ঞ পঞ্চমহাযজ্ঞ, স্বধা পিতৃগণোদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন, ঔষধি ব্রীহি যবাদি মনুষ্যান্ন। কাহারও মতে মন্থোঽহং পাঠ আছে তাহার অর্থ সর্ব্বৌষধিমন্থ যজ্ঞে প্রদত্ত হয় তাহাও আমি। আমি মন্ত্র ব্রহ্মবৈ মন্ত্রঃ শতপথ ৭।৬।১।৫। দেবগণ মন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হন ঋ ১।৩১।১৮। আমি আজ্য (ঘৃতাদি) অগ্নি হোমও আমি। পূর্ব্ব মীমাংসা দেবদেহ মন্ত্রাত্মক বলে। (ছা উ ৫।২।৪ বৃ আ ৬।৩।১) সর্ব্বৌষধির মন্থ দ্বারা হবনবিধি দৃষ্ট হয়। মহাদেব মন্ত্রমূর্ত্তি নাম ধারণ করেন।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, আমি জ্ঞেয় পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক, সাম যজু। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥ ঋ ১।৮৯।১০। পিতা মনু, ব্রহ্মা পিতামহ।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥

আমি গতি (কর্ম্মফলে দেবযান পিতৃযানাদি পথে গতাগতি অথবা অধোগতি আশ্রয়) ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (আধার) বা বাসয়তি জন্য বাসু বিরাটরূপ, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি কর্ত্তা, প্রলয় কর্ত্তা স্থিতির স্থান (আধার) নিধান প্রলয় স্থান বীজ (কারণ স্বরূপ) অব্যয় অবিনাশী। উর্ণনাভ সূত্র দ্বারা জাল সৃজন করে দেহস্থ রস ব্যয়ে। অব্যয়ের সৃষ্টি বন্ধ্যা পুত্রবৎ। ব্যয় বিকার না হইয়া সৃষ্টি বিবর্ত্তবাদেই সম্ভবে। বস্তুর স্বরূপচ্যুতি না হইয়া যে অন্যথা রূপে প্রতীয়মান হওয়া তাহা বিবর্ত্ত। পরিণামে বস্তুর স্বরূপের বিকৃতি ঘটে।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

হে অর্জ্জুন! আমিই তাপদাতা সূর্য্য, বর্ষণকারী পর্জ্জন্যরূপে, জল ত্যাগ ও আকর্ষণ করি। আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ অসৎ ব্যক্তাব্যক্তরূপে স্থিত। সৎ মূর্ত্ত জলাদি অসৎ অমূর্ত্ত আকাশাদি। সৎ কার্য্য অসৎ কারণ। কার্য্য কারণে অব্যক্তাবস্থায় থাকে অথবা সন্মূলম্ ঋ ৬।৮।৪। অসৎ বিনাশশীল কার্য্য। অর্থাৎ হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ। হরির বিরাট বৈশ্বানর দেহে সব অবস্থিতি করে, যেমন গী ১১।১৫ শ্লোকে বলে। যেমন রজ্জুতে সর্প দৃষ্ট হয় তেমনি বাসুদেবের দেহে সব দৃষ্ট হয়। উভয়তঃ অজ্ঞানই উক্ত প্রকার দৃষ্টির কারণ। ন্যায় ও সাংখ্যমতে সৎ-সূক্ষ্ম উপাদান হইতে অসৎ নশ্বর সংঘাতের উৎপত্তি হয়। শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎ হইতে উৎপত্তি ইহা হইতে পারে না।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মপরায়ণ সোমপায়ীগণ পাপ হইতে পবিত্র হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন এবং কর্ম্মফলে পুণ্য সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্ লোকে দিব্য

দেবভোগ সব ভোগ করেন। পুর্ব্বমীমাংসা মতে ইহাই নিঃশ্রেয়স। যাঁহারা পুর্ব্বমীমাংসা মতকে সত্য জানেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ইহা গী ২।৪২-৪৪ শ্লোকে বর্ণিত।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

সেই সোমপায়ীগণ বিশাল স্বর্গলোকে দেবভোগ্য ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে এই মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ প্রবেশ করেন। এই রূপে যাঁহারা বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মরত হন তাঁহারা ভোগসুখপরায়ণ হইয়া ইহলোক ও স্বর্গলোকে গতাগতি করেন। তাঁহাদের দশা পোষা বানর তুল্য দৃষ্ট হয়। যে বানর পোষে সে শৃগাল কুকুরাদির হস্ত হইতে বানরকে রক্ষার্থ গবাদি পশুকে যেমন অঙ্গনে খুঁটীবদ্ধ করে তেমন খুঁটীতে বাঁধিয়া রাখিতে সাহসী হয় না। এজন্য এক বংশদণ্ড উত্তোলন করে। উক্ত বংশ দণ্ডের উপরিভাগে কাঠের বাক্স বাঁধিয়া দেয় যাহাতে বানর তথায় সুখে নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে। বানরকে ঐ বংশদণ্ডে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা এমন ভাবে বাঁধিয়া দেয় যে সে অনায়াসে নীচ হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে যাতায়াত করিতে পারে। বানরগণ পেট ভরিয়া খায় এবং কতক খাদ্য গলদেশের থলিয়ায় রাখে, পরে অবসর মত খায়। এই গলে শৃঙ্খলবদ্ধ বানর নীচে নামিয়া আহারাদি করে পশ্চাৎ গলদেশে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করতঃ উপরে গিয়া বংশদণ্ডস্থিত বাক্সে সুখে বিশ্রাম করে। গলস্থ লৌহ শৃঙ্খল জনিত বন্ধন ছুটে না। তেমনি কর্ম্মী স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে উচ্চ নীচে গতাগতি করে, কর্ম্মের বন্ধন ছুটে না। পুরাণে জয় বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে চ্যুতি হইয়াছিল জানা যায়। নহুষ যযাতি প্রভৃতির স্বর্গচ্যুতিও বর্ণিত আছে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

যাঁহারা আমাকে অনন্য হইয়া চিন্তা উপাসনা করেন সেই রূপ, আমাতে নিত্যকাল চিত্ত নিরত, ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম আমি বহন করি। যোগ অর্থ অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও ক্ষেম প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। এই বিষয়ে যদি চিত্ত নিযুক্ত হয় তবে ভগবানের অনন্য চিন্তা হইতে পারে না। তাই ভগবান্ দয়া করিয়া আহারাদি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বর চিন্তার সুযোগ করিয়া দেন। কেহ বলেন যোগক্ষেম অর্থ অপ্রাপ্য মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু তাহার সংযোগ ভগবৎ কৃপায় লাভ হয়।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতাতে ভক্তিপূর্ব্বক যজন করেন, হে কৌন্তেয়, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপক বিধি বিনা) আমারই পূজন করেন। কারণ অন্য দেবতা আমারই বিভূতি মাত্র, ইহাকে সম্পদ উপাসনা বলে। জ্ঞানে বিধি নাই, উপাসনায় বিধি আছে। শ্রুতি বলেন, এক দেবতা সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী। সেই বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহু দেব যাজী হয়। যেমন ভাগবত পুরাণে ৪।৭।৫০-৫৪, অহং ব্রহ্মা চ সর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণম্ পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥ তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনাম্ ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ঈশ্বর, অন্য দেবতা উপাসক আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না সেইজন্য স্বর্গচ্যুত হন। পুনরায় সংসারে আসেন। পুরুষ স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইলেও অজ্ঞগণ তাঁহাকে ব্যক্তরূপে পৃথক্ মনে করিয়াই অর্চ্চনা করে। ভেদবুদ্ধি পতনের হেতু। অভেদবুদ্ধি তত্ত্বতঃ সত্য।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

যাঁহারা যে দেবযাজী তাঁহারা সেই দেবলোকে গমন করেন। পিতৃযাজী পিতৃলোকে গমন করেন, ভূতযাজী ভূতত্ব প্রাপ্ত হয়। সালোক্য সামীপ্য সারূপ্যাদি লাভ হয়। যাঁহারা মদ্‌যাজী ব্রহ্মচিন্তক তাঁহারা ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল জল আমাকে অর্পণ করেন সংযতমনা সেই ভক্তের ভক্তি উপহার আমি গ্রহণ করি। তুলসী, বিল্ব, আমলকী, অর্ক অপামার্গাদি পত্রদ্বারা ভগবানের পূজা হয়।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর্ম্ম কর, ভোজন কর, আহুতি দাও, দান কর, তপস্যা কর তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ কর। ভৃত্য যেমন প্রভুর জন্য করে তদ্বৎ। [ভোজন সামগ্রী বৈশ্বানর অগ্নিতে, জঠরাগ্নিতে প্রাণায় স্বাহাদি বলিয়া আহুতি দিতে হয়, ইহার নাম প্রাণাগ্নি হোত্র।]

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

যদি এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর তবে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জনিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগে যুক্ত চিত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত কর্ম্ম বন্ধন মুক্তে আমাকে (ব্রহ্মকে) লাভ করিবে। অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎতৎ পশ্যসি তদ্বদ (ক)।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বভূতে (দেব, নর, তির্য্যকে) আমার সমদৃষ্টি, কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে স্থিত জানিবে। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকলের অন্তর্য্যামী সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত এবং তিনি সর্ব্বভূতে স্থিত ইহা নিশ্চিত। তবে যিনি ভজন করেন তিনি তাঁহার প্রিয় দ্বেষ্য নাই ইহা জানেন। যে ভজন করে না সে ইহা না জানায় প্রিয় দ্বেষ্য বোধ করে। যেমন হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুর মর্ত্ত্যদেহ ভগবানের দেহে রাখিয়া দেহত্যাগ করায় মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ কি কম সৌভাগ্য? এজন্য ভাগবত পুরাণে (৭।১ অ) দ্বেষ বুদ্ধিতে ভক্তি অপেক্ষা তন্ময়তা অধিক হয় বলেন। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২৬ ॥ জানা ও না-জানাতে যে ভেদ তাহা এইরূপে বুঝা যায়। এক ব্যক্তির পিতা শয়নগৃহের ভিতের নীচে সোনাভরা কলসী সব পুতিয়া রাখিয়াছিলেন, পুত্রকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই—হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হওয়ায় পুত্র আপনাকে অর্থহীন জানিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। একদিন এক দৈবজ্ঞ তাহাকে বলেন, ওরে, তোর গৃহে ধন ভরা, তুই ভিক্ষা করিস্ কেন? ঘর খুঁড়িয়া দেখ। সে ঘর খুঁড়িয়া সোনা পাইল, তখন জানিল, আমি ধনবান্। তেমনি লোকে জানিয়া আত্মবান্ হয়, না-জানিয়া অনাত্মবান্ হয়। যেমন সূর্য্য

কিরণ দেন, পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন, কোন ভেদ করেন না। তেমন সমদৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি ভগবান্ কেবল ভক্তে থাকেন, তবে সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত বলা চলে না, এবং প্রিয় দ্বেষ্য ও দৃষ্টিতে ভক্ত প্রিয় হইয়া পড়েন। গী ৭।১৭ শ্লোকে জ্ঞানী আমার প্রিয় বলিয়াছেন, এখানে দ্বৈতে সম্বন্ধ দুই জনে হয়। দ্বেষ বা প্রিয়রূপ উপাস্য উপাসকের মধ্যে যদি উপাসক ভগবানকে প্রিয়তম মনে করেন, তবে তিনিও ভগবানের প্রিয় হইবেন ধারণাবশে লৌকিক দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে। যোগী আপনাকে জানিয়া আনন্দ স্বরূপতা লাভ করে, অজ্ঞান সে আনন্দ লাভ করে না, সেইজন্য আপনাকে অপ্রিয় মনে করে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যমনা হইয়া আমার ভজন করে, তবে সে সাধু বলিয়া গণ্য হয়। কারণ সে সম্যক্ প্রকারে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছে, যেমন বিল্বমঙ্গল।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

পাপিষ্ঠও আমাতে অনন্যভক্তি হইলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া চিরশান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়রূপে জানিবে যে আমার ভক্ত বিনাশ পায় না। কত বড় আশার বাণী!

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যাহারা পাপজন্মা, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রাদি তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। আমার প্রতি ভক্তি, দুষ্কুলজাত ও অনধিকারী ব্যক্তিকে কালে মুক্তি দান করে ইহাই বলিতেছেন।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩॥

যাঁহারা পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ রাজর্ষি আমার ভক্ত তাঁহারা মুক্ত হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব তুমি এই অনিত্য দুঃখময় সংসার প্রাপ্ত হইয়া ইহা হইতে মুক্তি লাভার্থ আমার ভজন কর। মোক্ষ নিত্য; স্বর্গাদি উৎপত্তিশীল তাহা অনিত্য। অনিত্য ত্যাগে নিত্য-স্থিত-চিত্ত হও।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণীনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥ মনু ১৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু॥
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪॥

তুমি মন্‌মনা হও, মদ্‌ভক্ত হও, মদ্‌ যজনকারী হও, আমাকে নমস্কার কর। ইহা দ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া মন আমাতে যুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোক পুনরায় ১৮।৬৫ তে বলা হইয়াছে। মন্‌মনা ভব। মৎ-ব্রহ্ম। তাঁহাতে মন স্থির কর, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি কর। রাজার মন্ত্রী রাজকার্য্যে মন দিলেও পুত্রাদিতে তাহার মন যায়। রাজমনা হয় না। সুতরাং সমগ্র মন দেওয়া সংসার ত্যাগেই সম্ভবে। এবং মাং এব এষ্যসি ব্রহ্মে লয় হইবে। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞান বিজ্ঞানাত্মক রাজগুহ্য রাজবিদ্যা বলিতে প্রতিজ্ঞা করেন এই শ্লোকে তাহার পরিসমাপ্তি। এই অধ্যায়ের ২০।২১ শ্লোকে কর্ম্মনিষ্ঠার গতাগতি বলা হইয়াছে। এখানেও ২৮ শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার চরম ফল বলা হইল। গী ৭।১৭ একাভক্তি ১৮।৫৪ পরাভক্তি জ্ঞানীর সম্পদ বলা হইয়াছে। মদ্‌ভক্তি অর্থ একভক্তি, একনিষ্ঠা ভক্তি।

দশম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মানায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

হে মহাবাহো! পুনঃ আমার পরমবাক্য শুন। যাহা আমি তোমার প্রীতি ও হিতের জন্য বলিব।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥

কি সুরগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি জানেন না, কারণ আমি দেবতা মহর্ষি সকলের আদি। পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে জানিতে পারিত। অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জনেন। দেবগণ এই সৃষ্টিতে পরভাবী (ঋ ১০।১২৯।৬) এইজন্য জানেন না।

যো মামজ-মনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যিনি আমাকে অজ অনাদি সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন তিনি মর্ত্ত্যগণ মধ্যে মোহশূন্য এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত। অজ=ন+জ। ন জায়তে অস্মাৎ বা ন জন্ম অস্য অস্তি অর্থাৎ যাহা হইতে জন্মায় না বা যাহার জন্ম নাই। এমন পুরুষকে বুঝায়। অনাদি পুরাণ পুরুষ হইতে জন্মায় নাই, জন্মিতে পারে না। যে মনে করে সৃষ্টি আছে সেই মোহযুক্ত।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাঽভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান (শাস্ত্রবিষয়ক বা আত্মজ্ঞান) অসম্মোহ (নিঃসংশয় জন্য ব্যাকুলতার অভাব) ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশঃ, অযশঃ ভূতগণের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাব আমা হইতে ঘটে। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা জন্মিতে পারে না। একারণ অজ নির্ব্বিশেষ আত্মা হইতে বিশেষ জন্মিতে পারে না। মায়া দেহ স্বীকারে হিরণ্যগর্ভ হইতে বিকার জন্মিতে বাধা নাই।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু সাতজন মহর্ষি। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার চারিজন চিরকুমার, মনু চতুর্দ্দশ জন আমা হইতে জাত ইঁহারা মানসপুত্র, যাহা হইতে এই সকল লোকে স্থিত প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 'চত্বারো মনবঃ' সাবর্ণিনামে চারিজন মনু। সাবর্ণিনামা সাতজন মনু দেখা যায়। সনকাদি চারিজন চিরব্রহ্মচারী তাহা হইতে প্রজাবৃদ্ধি হয় নাই। এইজন্য 'চত্বারঃ' মনুর বিশেষণ করা ভাল। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ ও গৌতমকে সপ্তর্ষি বলে। বৈবস্বত মন্বন্তরগতে প্রলয় তৎপর সাবর্ণিমনু চতুষ্টয়ের কালে প্রজা বৃদ্ধি ঘটে। কেহ স্বায়ম্ভুবাদি চারিজন মনু বলেন।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তর্ষি ও মনুগণ যে আমার বিভূতি ও মদীয় যোগ-মায়িক ঐশ্বর্য্য, ইহা তত্ত্বতঃ যিনি জানেন তিনি নিশ্চল যোগযুক্ত হন ইহাতে সন্দেহ নাই, তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। গী ৬।২৩। দুঃখ বা মায়ার বিয়োগে জীব পরমের যোগ বা একতা।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

আমি সকলের উৎপত্তির কারণ আমা হইতে সব প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা জানিয়া বুধগণ ভাবযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা করেন। যাহা হইতে জন্ম না হয় এমন অজ হইতে জাত নহে। তাৎপর্য্য এই যে গৃহীত মায়া আবরণ বা দেহ হইতে বিভূতির বিকাশ ঘটে। যদি সৃষ্টি ঘটে তবে চেতন পুরুষ হইতে হয় বলা সমীচীন, অচেতন অসৎ হইতে জাত বলা ঠিক হয় না। গী ৯।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

উপাসক চিত্ত আমাতে স্থিত করিয়া মদ্‌গত প্রাণ হইয়া নিত্য কাল পরস্পর আমার কথা আলোচনা ও প্রবোধ দিয়া তুষ্ট হন এবং আনন্দিত হন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে ॥ ১০ ॥

সতত প্রীতি পূর্ব্বক আমাতে যুক্তচিত্ত ও ভজনাকারিগণকে মৎ তত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধিযোগ দেই যাহাতে আমাকে পায়। গী ১২।১ সতত যুক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাগ ১০।৮২ অধ্যায়ে ভগবানে সততযুক্তমনা গোপীগণকে ভগবান স্বয়ং গুরু হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থ-মহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশে [আমি অজ্ঞানাবরণ রূপ আঁধার অর্থাৎ সংসার বন্ধন নাশ করি।] অন্তঃকরণে উজ্জ্বল জ্ঞানদীপরূপে স্থিত হইয়া, ঈশ্বর সকলের অন্তঃকরণে স্থিত ও ভাস্বর বটেন। তবে অজ্ঞান আবরণ জন্য প্রকাশ পায় না, যেমন কালি মাখা চিমনি দিয়া লণ্ঠনের আলো প্রকাশ পায় না।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম আশ্রয় বা পরম তেজ, পরম পবিত্র পুরুষ, শাশ্বত দিব্য আদিদেব অজ বিভু (ব্যাপক) এরূপ সব ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস ইঁহারা বলেন, আপনি নিজেও আমাকে বলিতেছেন। Holy of the holies. Purify your hearts. That ye may be perfect and entire, wanting nothing. James ch 4 v 8 and ch 1 v 4.

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সব ঋত (সত্য মনে করি) হে ভগবন্! দেব দানবেরা তোমার অভিব্যক্তি বা প্রভব জানে না। ঋ ১০।১২৯।৬ অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন। অথ কো বেদ যত আবভূব।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! স্বয়ং আপনিই আপনাকে জানেন। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা। শ্বেত ৩।১৯,

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয় ব্যাপিয়া আপনি অবস্থিত সেই সকল আপনার বিভূতি অশেষে বলুন এই নিবেদন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

হে যোগিন্! সদা চিন্তনদ্বারা আমি আপনাকে কি প্রকারে জানিব? হে ভগবন্! আমি কি কি ভাবে চিন্তা করিব? গী ২।২৪ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। মায়াকৃত ব্যক্তের চিন্তা সুতরাং অর্জ্জুন ব্যক্ত চিন্তনেরই অধিকারী, অব্যক্তের নহে।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃন্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

হে জনার্দ্দন! আপনার যোগ বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। আপনার কথামৃত শুনিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, পুনঃ বলুন।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! হাঁ, আমি আমার দিব্য বিভূতি সকলের প্রধান প্রধান যাহা তাহা বলিব কারণ আমার বিস্তারিত বিভূতির শেষ নাই।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

হে গুড়াকেশ ! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজিত এবং ব্যাপীত্ব হেতু ভূতগণের আদি মধ্য অন্ত সবই আমি। যেমন গী ৯।১৮ প্রভবঃ প্রলয়স্থানং ইত্যাদি। আমা হইতে উৎপত্তি, আমাতেই স্থিতি, পুনঃ আমাতেই লয় হয়। শ্রুতিতে কার্য্যব্রহ্ম একাধারে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে পৃথক্ চিন্তন অজ্ঞানবশে হয়, ইহা ভাগবত পুরাণের ৪।৭।৫০-৫৪ শ্লোকে ও পূর্ব্বে ৯।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

দ্বাদশ আদিত্যগণ মধ্যে আমি বিষ্ণুনামা আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ রশ্মিমান্ রবি (সূর্য্য)। মরুৎ সংখ্যা ৪৯ তন্মধ্যে মরীচি নামা মরুৎ আমি। নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি শশী। (শশী নক্ষত্র নহেন, নক্ষত্রেশ।)

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি সামবেদ (শ্রেষ্ঠত্ব গীত মাধুর্য্যে), দেবগণ মধ্যে বাসব (ইন্দ্র দেবরাজ), ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন, ভূতগণের মধ্যে চেতনা (বুদ্ধিবৃত্তি)। মন অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গণ বহিস্করণ। মন ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ বিষয় লিপ্ত হয়না এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয় বলা। ভূতগণের মধ্যে চেতনা বুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপ, বসতি ইতি বাসব, বাসয়তি ইতি বাসব, বাসব অর্থাৎ বাসুদেব।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসগণ মধ্যে বিত্তেশ কুবের। অষ্টবসু মধ্যে পাবকনামা বসু, শিখর বিশিষ্ট পর্ব্বত মধ্যে মেরু। মহাভারতের আদি

পর্ব্বে ৬৬ অধ্যায়ে—রুদ্রগণ মধ্যে শঙ্কর ও বসুগণ মধ্যে পাবক নাম দৃষ্ট হয় না। মেরুপর্ব্বত দেবগণের আবাস স্থান।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

হে পার্থ! পুরোহিতের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিবে (দেবগুরু), সেনাপতি মধ্যে কার্ত্তিকেয় (তারকাসুর বধকারী দেবসেনাপতি)। জলাশয় মধ্যে সাগর। শুক্রাচার্য্য, বিশ্বরূপ, অগ্নি, বশিষ্টাদি পুরোহিত ছিলেন।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরানাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগু, বাক্য মধ্যে একাক্ষর ওঁকার। যজ্ঞমধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণ মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত। জপ মানস আলোচন। ঋ ১।১৮।৭ জ্ঞানবানের যজ্ঞ মানস বৃত্তি ব্যাপক। যেমন বৃ আ ১।৩।২৮ জপেদসতোমা সদ্গময় ইত্যাদি।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদ ও গন্ধর্ব্বগণ মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। ভাগবত পুরাণে এক কর্দ্দম তনয় সাংখ্যবক্তা কপিল দৃষ্ট হন। মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ৩৪০ অধ্যায়ে সূর্য্য মণ্ডলস্থ কপিল দৃষ্ট হন, ব্রহ্মার মানস পুত্র কপিল (মহা শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অ) এক অগ্নি কপিল (মহা উদ্যো ১০৮ ও বনপর্ব্ব ১১৯ অধ্যায়), এক চক্রধনু পুত্র কপিল (মহা বন ১১৪ অ), এক সগরবংশ ধ্বংসকারী অবতার (মহা বন ৪৭ অধ্যায়)। এক (লিঙ্গপুরাণে) প্রিয়ব্রত পুত্র কপিল ; হরিবংশে কশ্যপতনয় কপিল ; এক বিতথ তনয় কপিল ; এক বিশ্বামিত্র তনয় কপিল (মহা অনু ৪৬); এক দধিবামন পুত্র কপিল (লিঙ্গপুরাণে) ও মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২১৮।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা (ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত), ঐরাবত গজশ্রেষ্ঠ মধ্যে (ইন্দ্রের হস্তী), নরগণের মধ্যে রাজা, অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতোনৃপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

আমি অস্ত্রের মধ্যে বজ্র (ইন্দ্রের, দধিচি অস্থি নির্ম্মিত), ধেনু মধ্যে কামধুক্ (কামনা মাত্র দোহন যোগ্য) সুরভি, প্রজননে কন্দর্পঃ, সর্প মধ্যে বাসুকি।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯॥

নাগগণের মধ্যে অনন্তনাগ, যাদস্ (জলচর) মধ্যে বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা, সংযমিগণ মধ্যে যম। [সম্রাট বরুণ জলাধিপতি, জলচর নয়।] অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ; সুভাস্বর, আজ্যপা উষ্মপা ক্রব্যাদি ও সুকালীন ইঁহারা পিতৃগণ। ঋগ্বেদে ভৃগু, অথর্ব্বা, অঙ্গিরাকে পিতৃগণ বলা হইয়াছে ঋ ১০।১৪।৬ অঙ্গিরসো নঃ পিতরোনবগ্বা অথর্ব্বাণ ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যাণাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০॥

দৈত্যগণ মধ্যে প্রহ্লাদ, গণণাকারিগণের মধ্যে কাল। মৃগ মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষিমধ্যে বিনতানন্দন গরুড়। ঋ ১।১৬৪।৪৬ গরুত্মান ইন্দ্রের নামান্তর। জেন্তাবস্তে গরুত্মান=স্বর্গ। গরুড়ের নাম গরুত্মান, ভাগ ৩।২১।১০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামাস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥

বেগবান্ পবিত্রকারিমধ্যে পবন (বায়ু), শস্ত্রধারিমধ্যে রাম (কেহ বলেন দাশরথি, কেহ ভার্গব) মৎস্য মধ্যে মকর, স্রোতস্বতী মধ্যে জাহ্নবী (গঙ্গা)। 'হলধর' রাম নয়, যেহেতু হল অস্ত্র নয়।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥

হে অর্জ্জুন! সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত আমি। বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) তর্ক মধ্যে বাদ আমি। ২০ শ্লোকে ভূতানাং আছে, এখানে সর্গাণাং পাঠ আছে, এইজন্য কেহ চেতন অচেতন সৃষ্টি বলেন। যেখানে উভয়পক্ষ সত্য নির্ণয়রত হইয়া আলাপ করেন তাহা বাদ। আর যেখানে একপক্ষ সত্য নির্ণয়েচ্ছু হইলে প্রতিপক্ষ কেবল খণ্ডনে নিজবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শনরত, তাহা বিতণ্ডা এবং যেখানে উভয়পক্ষ আপনমত স্থাপনে প্রয়াসী, সত্য নির্ণয়ের কথাই নাই তাহা জল্প।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩॥

অক্ষরের মধ্যে অকার, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস। অক্ষয় (প্রবাহরূপে) কাল আমি সর্ব্বতোমুখ ধাতা (কর্ম্মফল দাতা বিধাতা)। অকার প্রথমবর্ণ এবং অকারের সর্ব্ববাঙ্ময়ত্ব হেতু শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্, সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্বজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি।" আবার অকার যোগে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয়। দ্বন্দ্বসমাসে উভয় বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। দেশ কাল পরিচ্ছন্নতার কারণ। উহারও লয় ঘটে।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু আমি (গ্রসিষ্ণু) ভবিষ্যতে যাহারা হইবে তাহাদের অভ্যুদয় হেতু উদ্ভব। নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা আমি অর্থাৎ আমিই ইলা, ভারতী, সরস্বতী আদি সপ্তদেবরূপা নারী। এইসব সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

সামবেদে রথান্তর, বামদেব্য, বৈরাজ, শক্কর্য্য, রেবত্য, বৃহদ সামাদি ভেদ এবং ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী এই সকল প্রকার ভেদ আছে। সাম মধ্যে বৃহৎসাম, সপ্তচ্ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী ২৪ অক্ষর চারিপদা হইয়া থাকে। দ্বাদশ মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রয়ণ) ঋতুমধ্যে কুসুমাকর (বসন্ত)। অগ্রহায়ণ মাসে নবশস্য কর্ত্তনে গৃহস্থের আনন্দ হয়। বালগঙ্গাধর তিলক বলেন অগ্রহায়ণ ইহা ভুলে লিখা হইয়াছে। বর্ষারম্ভন বেদে, ব্রাহ্মণে, কোথাও মার্গশীর্ষ হইতে দৃষ্ট হয় না। এইজন্য ইংরাজীতে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার নাম ওরায়ণ। ওরায়ণ অগ্রয়ণ শব্দের গ ত্যাগে অপভ্রংশ মাত্র। মার্গশীর্ষকে আগ্রয়ণও বলে।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

বঞ্চনাকারিগণের মধ্যে দ্যূত ক্রীড়া আমি, তেজস্বিগণের তেজ, জেতার জয়, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় (উদ্যম) সাত্ত্বিকের সত্ত্ব শুদ্ধচিত্ত।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

আমি বৃষ্ণিগণের বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে বীর্য্যশালী ধনঞ্জয়, (অর্জ্জুন ! তুমিও আমারই বিভূতি) মুনিগণ মধ্যে ব্যাস, কবি মধ্যে উশনা (শুক্রাচার্য্য)।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

দমনকারীর দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, (শাম, দাম, ভেদাদি) গুহ্যগণের গোপনীয় মৌন, ও জ্ঞানীর জ্ঞান আমি। চিৎ আত্মাই জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বঘটে বিরাজমান, অজ্ঞানীর জ্ঞান তমাবৃত ; জ্ঞানীর তমাবরণ বিদূরিত। চণ্ডীতে বলে 'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।' গুহ্য রাজ বিদ্যা রহস্যজ্ঞপুরুষের গুহ্য বিষয়। মৌন মনন।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন ! সর্ব্বভূতের বীজ (কারণ) আমি, চরাচর ভূতমধ্যে এমন কিছু নাই যাহা আমি ব্যতীত আছে। সৎ (অস্তি) এইজন্য সর্ব্বভূতের অস্তিতার হেতু। যেমন রজ্জুর অস্তিত্ব সর্পের অস্তিত্বের হেতু। বীজ বিপরিণত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমন বীজ তিনি নহেন, কারণ তিনি অবিকারী তাঁহার পরিণতি ঘটে না সুতরাং বিবর্ত্ত। বস্তুর স্বরূপচ্যুতি না ঘটিলেও তাহাতে অন্যরূপ দর্শনকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন শুক্তিতে রজত দর্শন। রজ্জুতে সর্প দর্শন; স্বর্ণে বলয়াদি দর্শন ইত্যাদি।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। এই সংক্ষেপে আমার বিস্তার বিভূতি বলিলাম।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

এই সংসারে যে যে বিভূতিমৎ শ্রীমৎ উর্জ্জিত (বলযুক্ত) সত্ত্বা (বস্তু) আছে তাহা আমার তেজাংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে। তেজাংশ জাত অর্থ তম আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরেস্থিতের প্রকাশের বিকাশ হয় তাহাতে আবরণও তেজময় হয়। যেমনি লণ্ঠনের চিমনীতে ঘটে। ঋ ১০।১২৯।৫

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্ মহিমান্ আসন্ৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের

দেহরশ্মি সকল ঋজু বক্র ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইলে তাহা হইতে রেতঃ জাত চেতন প্রাণীজাত ও মহিমাজাত জড় পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন জড় প্রকৃতিই লোকনয়নগোচর রহিল পুরুষ অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। দেহ দৃশ্য হয় দেহী দেখা যায় না। এই যে দেহ যাহা দেহীকে আবৃত করিয়া স্থিত তৎসম্বন্ধে ঈশোপনিষদে বলিয়াছে "ব্যুহ রশ্মীন্ সমূহ ; তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।" "হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

হে অর্জ্জুন! অথবা তোমার বহু প্রকারে আমাকে জানার কি প্রয়োজন? আমিই একাংশে বিরাট জীবরূপে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। পুরুষ সূক্তে (ঋ ১০।৯০।৩) চতুষ্পাদ পুরুষের ত্রিপাদ দিবি লোকে স্থিত অদর্শনীয়, একপাদে বিশ্বভুবন দৃষ্ট হয়।

"পাদোঽস্যা বিশ্বাভুবনানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

একাংশে জীব ভাবে জগৎ ধারণের কথা গী ৭।৫ "জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥" জীব ভাব তাঁহার অংশ। পৃথক নহে। দশম অধ্যায়ে খণ্ড খণ্ড বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে। একাদশে সমস্ত সম্পদ একীভূতে বিরাট বৈশ্বানর বর্ণিত ; যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫।১১ খণ্ডে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। ঋষিগণ পৃথক্ পৃথক্ বিভূতির উপাসনা রত ছিলেন তাঁহাদিগকে সমস্ত সপ্তাঙ্গ একীভূতে বিরাট বৈশ্বানরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে। এই বৈশ্বানর বিদ্যা দ্বৈতের কথা বলে। ইহা কৈকয় রাজ কথিত।

একাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতোমম ॥ ১ ॥

আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াছেন তাহাতে আমার (দেহ দেহীতে একত্ববুদ্ধিজন্য) যে মোহ হইয়াছিল তাহা বিগত হইয়াছে। মোহ অজ্ঞানাবরণ আবৃত বিচারবুদ্ধি। ব্রহ্ম জ্ঞানই অধ্যাত্মবিদ্যা। দশম অধ্যায়ে যে বিভূতি বা বহিরঙ্গা বিষয় উক্ত তদন্তরালে

আমার অদ্বিতীয়ত্ব নিহিত আছে। জ্ঞান অজ্ঞান নাশী। সুতরাং দশম অধ্যায় ভক্তিষট্‌কান্তর্গত বলা চলে না।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ২ ॥

হে কমলপত্রাক্ষ! (কমল পত্রের যে পৃষ্ঠ জলে থাকে তাহাতে একটা পটলচেরা চক্ষু আঁকা থাকে,) আমি আপনার নিকট ভূতগণের ভব (উৎপত্তি) ও অপ্যয় (নাশ) বিষয়ে এবং আপনার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি।

এবমেতদ্‌ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

হে পরমেশ্বর! আপনি স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা ঠিক। হে পুরুষোত্তম! আপনার ঐশ্বররূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। গী ১৫।১৮ "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ", এইজন্য পুরুষোত্তম। ক্ষর ও অক্ষরই ভূতগণ, উহা সব বিনাশশীল, পুরুষ অবিনাশী। যোগমৈশ্বরং দর্শনের কথা (৯।৫ গী) আছে। যোগৈশ্বর্য্যবিশিষ্টরূপ, যাহাকে চণ্ডীতে যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য বলিয়াছে।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! যদি সেই রূপ দর্শন করিতে আমাকে সমর্থ মনে কর অর্থাৎ অধিকারী হই, তবে হে যোগেশ্বর! তোমার সেই অব্যয় পরমার্থরূপ আমাকে দেখাও।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

হে পার্থ! আমার শত শত সহস্ররূপ দেখ। নানাবিধ নানাবর্ণ দিব্য আকৃতি সকল দেখ।

পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

হে ভারত! আমার দেহে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীদ্বয়, মরুৎগণ এই সব গণ দেবগণ স্থিত। পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই এমন বহু আশ্চর্য্য সব দেখ। ইহা সংক্ষেপে পরে ১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে। দৃশ্যপ্রপঞ্চ মায়িক এবং মায়া

পুরুষের দেহ বা আবরণকারী কোষ। মায়া জন্যই নানাত্ব। যেমন শৈত্য যোগে জল অদৃশ্য বাষ্প—দৃশ্য বাষ্প বা মেঘ, বৃষ্টিধারা ও শিলা রূপে নানাত্ব হয়। তাপাভাবকে শৈত্য বলে। এমনি মায়া।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ! আমার দেহে সচরাচর সমগ্র জগৎ একস্থানে দেখ, আর অন্য যাহা কিছু দেখিতে চাহ তাহাও দেখ। যেমন চন্দ্রাতপ বিস্তার করিলে অনেক কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়, গুটাইলে আর দেখা যায় না। দেবদেহ যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য, সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ জ্ঞানালোকে উহার বিলোপ ঘটে।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দমামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

তোমার চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমার রূপ দেখিতে পারিবে না। এইজন্য দিব্য চক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বররূপের সহিত যোগ জনিত ঐশ্বর্য্য দেখ, দর্শন পাঁচ প্রকারে ঘটে। চর্ম্মচক্ষে দর্শন, মানসনেত্রে দর্শন, বিচারনেত্রে দর্শন, দিব্যনেত্রে দর্শন ও জ্ঞাননেত্রে দর্শন, ইহারা পর পর শ্রেষ্ঠ। চক্ষে দর্শন প্রত্যক্ষ, মানসনেত্রে দর্শন স্মৃতিরূপা। বিচারনেত্রে দর্শন অনুমান। যেমন রাত্রি দশটার সময় শয়ন কক্ষে যাইতে দেখিল আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্রময় মেঘহীন। রাত্রি ৪টায় ঘুম ভাঙ্গিলে গরম জন্য ছাদে গেল দেখিল আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্রময়, মেঘহীন; কিন্তু ছাদ ভিজা বৃক্ষাদি ভিজা, মাটিতে যেখানে গর্ত্ত সেখানে জল জমিয়াছে। কেহ জল ঢালে নাই, শিশিরেও এমনটা হয় না সুতরাং বিচারে পাওয়া গেল যে রাত্রি দশটা হইতে ৪টার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। দিব্য দর্শন কোন যোগী বা যোগেশ্বর হইতে তাৎকালিক কোন দিব্যবস্তুর দর্শন শক্তি লাভ হয়, যেমন ব্যাস হইতে সঞ্জয় ও কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন লাভ করেন। স্বানুভূতিকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন বলে। যেমন দশজন বালক একস্রোত পার হইয়া যাইতেছিল। একজন বলিল, দেখত সব ত আসিয়াছে? নেতা গণিয়া ৯ জন পাইল আপনাকে গনিল না, ৯ জন হওয়ায় একজনকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়াছে বুদ্ধিতে কান্না আরম্ভ হইল, একজন ভদ্রলোক দূর হইতে উহাদের কান্না দেখিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল—কাঁদ কেন? তাহারা বলিল, আমাদের দশজনের মধ্যে একজন নাই, স্রোতে ভাসাইয়া লইয়াছে। সে ভদ্রলোক দেখিল .য দশ জনই আছে, সে বলিল কাহাকেও

ভাসাইয়া লয় নাই দশজনই আছ। গণনা কর, নেতা গণনা করিল ৯ জন হইল। তখন ভদ্রলোক বলিলেন, এই তুমি দশম। এই যে আমি দশম অনুভূতি ইহা জ্ঞাননেত্রে দর্শন।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে এইরূপ বলিয়া পরম ঐশ্বর্য্য যুক্ত ঐশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক দিব্য অলঙ্কার, অনেক দিব্য অস্ত্রযুক্ত হস্ত।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

দিব্য মালাবস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধ অনুলেপিত দেহ, সব আশ্চর্য্যময়, সর্ব্বতোমুখী অনন্ত দেবতা।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্য্য উদয় হয় তাহা হইলে যেমন প্রভা হয় তেমনি প্রভাযুক্ত সেই মহান্ আত্মা। তবে দেখিনা কেন? চক্ষুর গঠন ভঙ্গী এমন যে আমরা এই এক সূর্য্যই দেখিতে পাই না। সূর্য্যের দিকে তাকাইলে আঁধার দেখি। যখন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন তখনও সূর্য্য দেখিতে কাচ খণ্ডে কালি মাখাইতে হয়। এইজন্য দেখিনা। এইজন্য শ্রুতি বলেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি," "বরেণ্যং ভর্গঃ," "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ," ইত্যাদি।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন সেই বিরাট দেবদেহে একস্থানে অনেক প্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগৎ দেখিলেন। যেমন ম্যাপে বা গ্লোবে দেখে।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

তখন ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হর্ষে রোমাঞ্চিত হইলেন ও দেবকে শিরদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

হে দেব! তব দেব দেহে সর্ব্বদেবগণকে এবং জরায়ুজ-অণ্ডজাদি ভূতজাত সমূহকে দেখিতেছি। কমলাসন ব্রহ্মা, ঈশ, দিব্য ঋষিগণ, সব উরগগণকে দেখিতেছি। ইহাই বিরাট বৈশ্বানর দর্শন। সমস্ত দেব নর তির্য্যগাদি তাঁহার দেহে স্থিত। কারণ ভূ র্ভুব স্বঃ এই ত্রিলোক ব্যাপী তাঁহার দেহ। দ্যৌ মস্তক, ভুব বপু, পৃথ্বি পাদ, জীব ব্যষ্টি বিরাট সমষ্টি। উরগ সর্প ও নাগ পাতালবাসী।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অনেক বাহু অনেক উদর অনেক মুখ অনেক নেত্র তোমাকে সর্ব্বতঃ অনন্তরূপ দেখিতেছি। অন্ত নাই, মধ্য নাই, আদি নাই হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ, তোমাকে দেখিতেছি। এই যে অন্ত নাই ইহা আপেক্ষিক। এই দেহও পরিচ্ছিন্ন। মায়াবৃত দেহ জন্য হিরণ্যগর্ভ পরিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ যেমন মেঘাচ্ছন্ন অর্ক তদ্বৎ আবৃত।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

কিরীটধারী গদা-চক্রহস্ত, সর্ব্বত্র তেজরাশি দীপ্তিমান, দুর্নিরীক্ষ্য তোমাকে দেখিতেছি। তুমি সূর্য্য অগ্নি সদৃশ সর্ব্ব প্রকারে দীপ্ত। ইনি অপ্রমেয়, প্রমাণ গম্য নহেন। প্রমাণ চতুষ্টয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য, যাহা দ্বারা ব্যবহারিক সত্তায় সত্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা দ্বারা নির্ণায়ক নহেন এইজন্য অপ্রমেয়।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

তুমি পরম অক্ষর (মুমুক্ষগণের) জ্ঞেয় তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয় শাশ্বত, ধর্ম্মের রক্ষক, তুমিই সনাতন পুরুষ ইহাই আমার মত।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসাবিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

আদি মধ্য অন্ত বিহীন (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় শূন্য অনন্ত বীর্য্য সম্পন্ন অনন্তবাহুযুক্ত ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষুদ্বয়, তোমার মুখ অগ্নি সদৃশ দ্রীপ্ত, তোমার তেজ বিশ্বকে তাপিত করিতেছে দেখিতেছি। "অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ।" মুঃ।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

হে মহাত্মন্! দ্যোলোক এই পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ এই অন্তরিক্ষলোক ও সর্ব্বদিক ব্যাপিয়া তুমি একাই অবস্থিত রহিয়াছ। তোমার উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিয়া লোকত্রয়বাসীগণ ভয়ে ব্যথিত চিত্ত হইয়াছে। এতদ্বৈ পৌরুষংরূপং ভূপাদৌ দ্যৌ শিরো নভঃ। ইত্যাদি। ভাগ ১২।১১।৬।

অমী হিত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

এই যে সুরগণ তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ ভীত হইয়া করজোড়ে স্তব করিতেছেন, স্বস্তি হউক বলিয়া মহর্ষি ও সিদ্ধগণ তোমাকে মনোহর স্তবদ্বারা স্তুতি করিতেছেন। কেহ বলেন, দেবগণ অর্থে যাঁহারা ভারতে অবতীর্ণ হইয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত, যেমন ভীষ্ম বসুদেবতা, অভিমন্যু চন্দ্রমা। কেহ বলেন, "স্বস্তি শরণং বিশন্তি" অর্থাৎ শরণাগত হইতেছেন। কেহ বলেন, অসুরগণ প্রবেশ করিতেছে। কেহ বলেন, যে দেবগণ দিব্‌লোকে প্রবেশ করিয়াও তোমার দেবদেহেই প্রবেশ করিতেছে। কারণ, দ্যৌ তোমার দেহান্তর্গত। দেবগণও কল্পান্তে গ্রাসিত হন। তাঁহাদের অমরত্বও আপেক্ষিক।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

একাদশ রুদ্র দ্বাদশ আদিত্য অষ্টবসু সাধ্যগণ বিশ্ব দেবগণ অশ্বিনীযুগল মরুৎগণ উষ্ণপায়ী (পিতৃগণ) গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমায় দেখিতেছেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক জন্য বিশ্বরূপ পরিচ্ছিন্ন। দৃশ্য দ্রষ্টার বাহিরে স্থিত।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

হে মহাবাহো! তোমার রূপ মহৎ, বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহু, বহু উরু,

বহু পাদ, বহু উদর ও করাল দংষ্ট্রা দেখিয়া লোক সকলে এবং আমিও ব্যাকুলিত হইয়াছি।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥ ২৪॥

হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী দীপ্ত অনেকবর্ণ বিশিষ্ট ব্যাদিত বদন, দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়াছে, চিত্তের সমতা রক্ষা ও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।

দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫॥

হে দেবেশ! প্রলয়ের কালাগ্নি সদৃশ মুখসমূহ করাল দংষ্ট্রাসমূহ দেখিয়া দিশাহারা হইতেছি। সুখলাভ হইতেছে না, হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হউন। জগন্নিবাস—জগৎ যাঁহার দেহে স্থিত বা যিনি সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া স্থিত। শর্ম্ম=সুখ।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬॥

এই যে তোমার করালবদনে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় অবনিপালগণ (রাজগণ) ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ তৎসহ এই যে আমাদের পক্ষের মুখ্য (প্রধান) যোদ্ধাগণও।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭॥

তোমার মুখে বেগের সহিত প্রবেশ করিতেছে। তোমার দাঁতগুলি করাল ভয়ানক তীক্ষ্ণধার। কেহ তোমার দন্তদ্বয়ের মধ্যে বিলগ্ন, কাহারও উত্তমাঙ্গ (মস্তক) দন্তদ্বারা চর্ব্বন করিয়া চুর্ণ করিতেছ দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণই সংহারকর্ত্তা মহাকাল। রুদ্র স্বতন্ত্র কেহ নহেন। এইজন্যই রাম রহস্য উপনিষদে—"রামং ত্রিনেত্রং সোমার্দ্ধধারিণং শূলিনং পরম্। ভস্মোদ্ধূলিত সর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দিনমুপাস্মহে।" —বাক্য দৃষ্ট হয়। গী ১১।৩২ শ্লোকে ভগবান্ আপনাকে "কালোঽস্মি" বলিয়াছেন, ভাগবত পুরাণে ৪।৭।৫০-৫৪ শ্লোকে নিজে কার্য্যভেদে নামভেদ প্রাপ্ত হন বলা হইয়াছে। গী ৯।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যদা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥২৮॥

যেমন নদীর স্রোত বেগে সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি ঐ সকল মর্ত্তলোকের বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ প্রজ্জ্বলিত মুখসমূহে বেগে প্রবিষ্ট হইতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯॥

পতঙ্গগণ যেমন বিনাশ পাইবার জন্যই জ্বলন্ত অগ্নির দিকে সমৃদ্ধ বেগে ধাবিত হয়, তেমনি এই সকল লোকেরা নাশের জন্য গ্রসিষ্ণু দেব তোমার মুখসকলে সবেগে প্রবেশ করিতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০॥

হে বিষ্ণো! সর্ব্বদিক হইতে আগত লোকসকলকে তোমার লেলিহমান্ জ্বলন্ত বদন সমূহদ্বারা গ্রাস করিতেছ, উহার উগ্র তেজ উদ্ভাসিত সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া লোকজনকে তাপিত করিতেছে।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১॥

হে দেববর! প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার করি। এই উগ্ররূপে তুমি কে তাহা আমাকে বল। আদি পুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। এই যে লোকগ্রাস রূপ তোমার প্রবৃত্তি (অভিপ্রায় বা চেষ্টা) কেন তাহা জানি না। অর্জ্জুনের সংস্কার যে সংহর্ত্তা রুদ্রদেব, স্রষ্টা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পালনকর্ত্তা স্বতন্ত্র। একই কার্য্যব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন। সেই শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ প্রদর্শন।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২॥

আমি লোকক্ষয়কারী কাল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লোক সংহারে এখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি (হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ না করিলেও) তুমি বিনাই অর্থাৎ তুমি না মারিলেও উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন তাহাদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কেহই জীবিত থাকিবে না। কালই কার্য্য করে। তাহাতে কাহারও অপেক্ষা নাই। তিনি সত্য সঙ্কল্প। ভারতে অহঙ্কার বলদর্পান্বিত পাপিগণের ভার ধরণী সহিতে অক্ষমা। এইজন্য দুষ্কৃতদের বিনাশ জন্য ভগবান্ দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশার্থ কুরুক্ষেত্রে কৌশলে সমাবেশ করাইয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ যুদ্ধ নহে। ভগবানের

ভূভার হরণার্থ যুদ্ধ উপলক্ষে আগমন। সুতরাং শান্তির জন্য দৌত্যকার্য্যাদি ভান মাত্র, সংহরণই তাঁহার অভিপ্রেত। কেহ প্রবৃদ্ধ শব্দের অর্থ অনাদি, নিত্য বলেন।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

হে সব্যসাচিন্! অতএব তুমি উঠ শত্রুবধ কর, সমৃদ্ধ রাজ্যসুখ ভোগ কর। আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়াছি, তুমি হননের নিমিত্তমাত্র হও। যেমন যোগে ত্যক্তদেহ দ্রোণের মস্তকচ্ছেদ ধৃষ্টদ্যুম্ন করেন। যিনি উভয় হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন তাঁহাকে সব্যসাচি বলে।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে আমি বধ করিয়াছি, তুমি আঘাত কর। ব্যথিত (পীড়িত) হইও না। যুদ্ধ কর, রণে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবে। মৃতদেহে আঘাত করিতে ব্যথিত হইবার কি আছে? ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু, দ্রোণের হস্তে ভরদ্বাজের ধনু থাকিতে দ্রোণ অবধ্য। সূর্য্য দত্ত বর্ম্ম ও কুণ্ডলধারী অবধ্য কর্ণ মহাবীর। তাহাদের বধ কিরূপে হইবে এইরূপ চিন্তা পাণ্ডবগণের ছিল। মহা উদ্যোঃ ১৫২অ।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং, সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

কেশবের এই বাক্য শ্রবণে কিরীটী (অর্জ্জুন) কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করতঃ গদ গদ ভাবে ভয়ে ভয়ে প্রণামান্তর বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ সংঙ্ঘাঃ। ৩৬ ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার কীর্ত্তি শ্রবণে যে লোক সকল হর্ষান্বিত হয় ও তোমাতে অনুরক্ত হয়, আর রাক্ষসগণ যে ভয়ে দূরে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ যে নমস্কার করে; ইহাই স্থানোচিত দেশকাল পাত্রোচিত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎতৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাত্মন্! তোমাকে কেন না নমস্কার করিবে—তুমি ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি অক্ষর, সৎ ও অসতের পরে যে পুরুষ তুমিই তাহা। সৎ মহৎ ব্যক্ত মূর্ত্তি, অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতি। "মহতঃপরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি কঠ শ্রুতিঃ। সৎ কায্য ও অসৎ কারণ, তদতীতে পুরুষ। অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। কঠ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

তুমি আদি দেব পুরাণ পুরুষ, বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয় পরমপদ—অনন্তরূপে তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ। জীবরূপে জ্ঞাতা এবং অল্পজ্ঞ—জীবের জ্ঞেয়। তিনি জ্ঞান স্বরূপ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। পিতামাতা পুত্র হইতে পুরাণ হন। যাঁহার পিতামাতা নাই তিনি সব চেয়ে পুরাণ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, প্রপিতামহ (ব্রহ্মা পিতামহ, তাঁহার পিতা) তোমাকে নমস্কার, সহস্রবার পুনঃ পুনঃ নমস্কার নমস্কার।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসিঃ সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

তুমি সকল দিকেই, সকল জনেস্থিত, তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পৃষ্ঠদেশে নমস্কার, তুমি অনন্তবীর্য্য অমিত বিক্রম, সর্ব্বব্যাপিয়া অবস্থিত তুমিই সব। "পুরস্তাদ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।" মু ২।২।১১।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ, হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসন ভোজনেষু।
একোঽথবাঽপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তোমার এহেন মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বশে, প্রণয়বশে সখা মনে করিয়া "হে কৃষ্ণ", "হে যাদব", "হে সখে" ইত্যাদি যে সব তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহারকালে শয্যাতে ভোজন বেলায় একক তোমাকে বা সেই সখিদের সাক্ষাতে উপহাস করতঃ যে অবজ্ঞা করিয়াছি, হে অপ্রমেয় পুরুষ! সেই সমুদয় অপরাধের জন্য তোমাকে আমার প্রতি ক্ষমা করাইতেছি।

(এখানে ভক্ত জোর করিয়া ক্ষমা করাইয়া লইতেছেন)। ১১।১৭ শ্লোকেও অপ্রমেয় বলিয়াছেন।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

হে অপ্রতিম প্রভাব কৃষ্ণ! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা পূজ্য ও শ্রেষ্ঠতম গুরু। এই লোকত্রয়ে তোমার সমান বা অধিক (অতিরিক্ত) অন্য কেহ নাই। শ্বেত ৬।৮ নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

অতএব সাষ্টাঙ্গ প্রনাম করতঃ ঈশ ঈড্য (বন্দনীয়) তোমার প্রসাদপ্রার্থী হইতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় পতি যেমন পত্নীর দোষ গ্রহণ না করিয়া সহিয়া থাকেন তেমনি তুমি আমার (সকল) অপরাধ সহ্য কর।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

যাহা পুর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই তেমন তোমার এই বিশ্বরূপ দেখিয়া তুষ্ট হইলেও ভয়ে মন ব্যথিত হইয়াছে। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও, তোমার পুর্ব্বরূপ আমাকে দেখাও। সেরূপ কি রূপ তাহা বলিতেছেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার গদাচক্রহস্ত কিরীটধারী সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে চাই সেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন দাও। (এই বিশ্বরূপ সম্বরণ করিয়া কৃষ্ণরূপে দেখা দাও)।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আত্মমায়াযোগে এই পরম রূপ দেখাইয়াছি, বিশ্বতেজোময় অনন্ত আদ্যরূপ যাহা তুমি ভিন্ন কেহ পুর্ব্বে দেখে নাই। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে ১২৯ অ দৌত্যকার্য্যকালে দুর্য্যোধনকেও আশ্বমেধিক পর্ব্বে ৫৫ অধ্যায়ে মহাত্মা উতঙ্ককে বিশ্বরূপ দেখান এমত বর্ণিত

আছে। দুর্য্যোধনকে অর্জ্জুনের পুর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। তবে এইরূপে ও সেইরূপে কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদ অধ্যয়ন, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়া, উগ্রতপ দ্বারা নরলোকে তুমি ভিন্ন আমার এই রূপ দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না। যজ্ঞ দান তপ পাবনকারী হইলেও বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য করে না। ব্রহ্ম স্বরূপ ত দূরের কথা।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়া ব্যথিত হইও না, বিমূঢ় হইও না, বিগতভয় ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখ।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনঃ আপন মানুষ রূপ দেখাইলেন ও ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদানার্থ মহাত্মা পুনঃ সৌম্য দেহ ধারণ করিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্ত্তি দেখিয়া এখন আমি শান্ত চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে উহা সুদুর্দ্দর্শ; দেবতারাও নিত্য ঐ রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

তুমি যে রূপ দেখিয়াছ তাহা বেদ অধ্যয়ন তপস্যা দান যজ্ঞ দ্বারা কেহ

দেখিতে সমর্থ হয় না। ইহা পুনরুক্তি ৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। গী ৮।২৮ যজ্ঞ দান তপাদির ফল অতিক্রমে "পরং স্থানং উপেতি" বলা হইয়াছে। গী ১৮।৫ যজ্ঞ দান তপের প্রশংসা দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে অধিক সাধন প্রয়োজন তবে বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। বিশ্বরূপ ব্যক্ত, অব্যক্তের দর্শন তাহা অপেক্ষাও দুরূহ কর্ম্মসন্ন্যাসে লভ্য।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

হে অর্জ্জুন, হে পরন্তপ! কেবল অনন্যাভক্তি দ্বারা আমাকে বিশ্বরূপে জানা যায়, এবং স্বরূপে প্রবেশ সমর্থ হয়, অনন্যাভক্তি গী ৮।২২ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে। ন অন্য অনন্য। কেবল একনিষ্ঠ। গী ৭।১৭ "একভক্তি" উক্ত, ইহারই নামান্তর। অব্যভিচারিণী ভক্তি যাহা ১৩।২০ ও ১৪।২৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এবং পরাভক্তি গী ১৮।৫৪। এই সকল ভক্তি জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস, জ্ঞানীর সম্পদ।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

হে পাণ্ডব! মদর্থে কর্ম্মকারী, মৎজ্ঞান পরম পুরুষার্থ যে জানে, মদ্ভক্ত অসঙ্গ সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর সে আমাকে পায়। অর্থাৎ সততই চিত্ত ভগবানে যুক্ত ব্যক্তি তৎস্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। গী ৭।২৩ দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ মৎ শব্দে (হিরণ্যগর্ভ) কার্য্য ব্রহ্ম বা পর ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। বহুদেবযাজী বা অন্য দেবযাজী উপাস্য দেবলোকে গমন করেন। কার্য্য ব্রহ্ম যাজী কার্য্য ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর অর্জ্জুন বলিলেন, অনন্যাভক্তি দ্বারা তদৈক শরণ যে ভক্ত বিশ্বরূপ দ্রষ্টা তোমাতে সতত যুক্তচিত্ত হইয়া উপাসনা রত হয় এবং যে অক্ষর অব্যক্ত চিন্তনরত ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? প্রকারান্তরে ইহা সগুণ ও নির্গুণ বিষয়ক কিংবা কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন। গী ৩।২৭ গুণৈঃ কর্ম্মাণিঃ সর্ব্বশঃ। গী ১৪।৯ রজঃ কর্ম্মণি ভারত। জ্ঞানে নিস্ত্রৈগুণ্যে কর্ম্ম ত্যাগে অগ্রসর হইতে হয়। সততযুক্ত কথাটী গী ১০।১০ শ্লোকে আছে। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং

প্রীতিপূর্ব্বকং। ভক্তি উভয়াত্মিকা। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় পথেই প্রযোজ্য। জ্ঞাননিষ্ঠের অব্যক্ত-চিন্তন ও কর্ম্মনিষ্ঠের ব্যক্ত চিন্তন। গী ২।২৮ ব্যক্ত মধ্য বর্ণিত। তাহা অনিত্য, কার্য্যব্রহ্ম মায়াদেহ অপগতে থাকেন না। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

আমাতে মন নিবিষ্ট করতঃ নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা পরমশ্রদ্ধাসহ যে করে সেই যুক্ততম, ইহাই আমার মত। অন্য প্রণালীর উপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিত্য যুক্ত কথাটি গী ৯।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ময়ি, মাং—ভগবানকে বুঝায়। হিরণ্যগর্ভের (কার্য্যব্রহ্মের) উপাসনা পরমব্রহ্ম ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা উদ্দেশ্য নয়। কর্ম্ম ও উপাসনা মধ্যে উপাসনা শ্রেষ্ঠ। "নেদং যদিদমুপাসতে" 'এই' কেন শ্রুতি মতে পরব্রহ্মের উপাসনা নাই। 'প্রশ্নে' উপাসনা বাক্য সতত যুক্তের বিষয়ে রহিয়াছে।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রিয় সকল সংযত করতঃ অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বত্রগ অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ধ্রুব অক্ষরকে (নির্গুণব্রহ্মকে) ধ্যান করেন সর্ব্বভূত-হিতে রত তাঁহারা আমাকেই অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। অক্ষর, যার ক্ষয় বা পরিণতি নাই। অনির্দ্দেশ্য প্রমাণ চতুষ্টয় দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, অপ্রমেয়। অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত অরূপ নিরবয়ব। সর্ব্বত্রগ—সর্ব্বব্যাপী। অচিন্ত্য—চিন্তাতীত হওয়ায় মনের অগোচর। কূটস্থ বঞ্চনাকারী মায়া তাহাতে স্থিত, অথবা নির্ব্বিকার, পর্ব্বতশিখরবৎ অটল, কম্পন-স্পন্দনাদি রহিত। ধ্রুব হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য। যাহা অক্ষর অপরিণামী অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্য তাহা স্বগত ভেদাদিযুত হইলে নির্দ্দেশ্যই হয়। ভেদ দৃশ্যত্ব হেতু চিন্তনীয় হয় তখন অচিন্ত্য থাকে না। সুতরাং এই শ্লোকে সগুণ ভেদবাদীর মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

সিদ্ধিলাভোপযোগী যোগের তুলনায় অধিকতর ক্লেশ হয় নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানচিন্তনে। দেহধারী অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি ব্যক্তির অব্যক্ত চিন্তন দুঃখদায়ক হয়। মনে রাখা ভাল ব্যক্ত মধ্য অবস্থা অর্থাৎ যাহা আদি বা অন্তে থাকে না যেমন রজ্জুতে সর্প।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আমাকে (কার্য্য ব্রহ্মকে) আশ্রয় করেন, অনন্যা ভক্তি যোগে আমার মনন ধ্যান যোগে উপাসনা করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম পরায়ণ হন।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥ ৭ ॥

হে পার্থ! আমি তাঁহাদের মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে আবেশিত চিত্ত অচিরেই মোক্ষ ফল লাভ করে। ছা ৬।১৪।২ তস্য তাবদেব চিরং। আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অতএব আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর তাহা হইলে 'অত উর্দ্ধে' অর্থাৎ দেহান্তে বাসুদেব রূপ আমাতে অবস্থান করিবে তাহাতে সংশয় নাই। শ্রুতি বলেন, "দেহান্তে দেবঃ পরংব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" ইহার অর্থ—দেহাবসানে তারকস্বরূপ পরমব্রহ্ম লাভ হয়।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার তবে প্রত্যাহারাদি অভ্যাসযোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মানি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

যদি প্রত্যাহারাদি অভ্যাসে সক্ষম না হও তবে আমার ভজনার্থ যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট তাহা আশ্রয় কর। আমার জন্য কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

যদি ভজন করিতেও অসমর্থ হও তবে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগ হইতে শান্তি লাভ ঘটে। ইহা অর্থবাদমাত্র। এখানে জ্ঞান শাস্ত্রীয় জ্ঞান। কর্ম্ম বন্ধনের হেতু। মনে ফল ত্যাগ করিলেও কর্ম্ম জন্য বন্ধন থাকিতেছে। কর্ম্ম মাত্রই রজোগুণাত্মক। বিরক্ত হইয়াই জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া যায়।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষ করেন না, মৈত্র ও করুণ যুক্ত নির্ম্মম নিরহঙ্কার সুখে দুঃখে সমবুদ্ধি ক্ষমাশীল। নির্ম্মম মম মাতা মম পিতা মমৈব গৃহিণীগৃহং ইত্যাকার চিত্তবৃত্তি রহিত।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্ত স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি সততই সন্তোষযুক্ত সংযতমন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যুক্ত, মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্‌বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

লোক যাহা হইতে ক্ষোভিত হয় না, লোক সকল যাহাকে উদ্বেজিত করে না, হর্ষ অমর্ষ ভয় ও দ্বেষহীন, সেই আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহার কোন কিছুর অপেক্ষা নাই, শুদ্ধচিত্ত, দক্ষ উদাসীন ব্যথাহীন সর্ব্ব আরম্ভ (কর্ম্ম) ত্যাগী সেই আমার প্রিয়। (ভজন করিলে ভোজনের বন্দোবস্ত তিনিই করিয়া থাকেন)।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি হর্ষ দ্বেষ শোক আকাঙ্ক্ষা রহিত, শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি শত্রু মিত্রে সমদৃষ্টি, মান অপমান শীত গ্রীষ্ম সুখদুঃখে সমবুদ্ধি আসক্তি-বর্জ্জিত অসঙ্গ।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি স্তুতি নিন্দায় তুল্যবুদ্ধি মৌনী (মননশীল সংযতবাক্) যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট, নিকেতন (গৃহ) হীন, স্থিরবুদ্ধি, ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সমূহ যথা, অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, উদাসীন, শুভাশুভত্যাগী, অসঙ্গ, তিতিক্ষু, অনিকেতঃ ইত্যাদিকে অমৃত স্বরূপ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, এই ধর্ম্ম যিনি পালন করেন, সেই মৎপরায়ণ, শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্ত আমার অতীব প্রিয়। যে সকল কর্ম্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসী, অদেষ্টৃত্বাদি অমৃত সদৃশ ধর্ম্মসমূহকে প্রযত্ন সহকারে অনুষ্ঠান করেন ও সতত শ্রদ্ধাবান হইয়া অক্ষরাত্মা আমাকে (বাসুদেবকে) একান্ত ভক্তি সহকারে পরম প্রাপ্তব্য মনে করেন তাঁহারাই আমার বিশিষ্টরূপ প্রিয়। এখানে অতীব প্রিয় কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাঁহারা কতিপয় সাধন করেন তাঁহারা মাত্র 'প্রিয়' কিন্তু যাঁহারা পুর্ব্বকথিত অদেষ্টৃত্বাদি অমৃতস্বরূপ সমুদয় ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে সম্যকরূপে পালন করেন তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর অক্ষর ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হইল। সুতরাং ২য় শ্লোকের নিত্যযুক্ত উপাসনার প্রশংসা যে অর্থবাদ তাহা সুনিশ্চিত। প্রিয়তা, অতীব প্রিয়তা রোচক মাত্র। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। গীতা ৯।২৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১ ॥

হে কেশব! প্রকৃতি কি, পুরুষ কি, ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কে, জ্ঞেয় কি, জ্ঞান কি তাহা জানিতে চাই। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ভাষ্যকার ও অপর

কেহ কেহ এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। টীকাকার এই শ্লোকের ভাষ্য বা টীকা রচনা করেন নাই। গীতার বহু সংস্করণে এই শ্লোক নাই।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র ও ইহার জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিদ্বান্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান ইহা আমার মত। অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞেয় তাহাদের স্বরূপ জানার নাম জ্ঞান। পরমপুরুষ জ্ঞানস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ন'ন। বৃ আ ৪।৩।৩০ মন্ত্রে "যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্‌বিজানীয়াৎ ॥" অদ্বিতীয় তিনি দ্বিতীয়াভাবে জানেন না জ্ঞাতা বা সাক্ষী হন না। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কে? গী ৭।৫ যাহা অপরা প্রকৃতি তাহা ক্ষেত্র ও যাহা পরা প্রকৃতি তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ। বিরাট দেহ ও ক্ষেত্র একটী জীবাণুদেহ ও ক্ষেত্র বিরাট দেহের দেহী ও জীবাণু দেহের দেহী উভয়েই. ক্ষেত্রজ্ঞ। বিরাট সমষ্টি, জীব ব্যষ্টি এই মাত্র ভেদ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কে? ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়েই মায়িক, মায়াবরণ উন্মোচিত হইলে পুরুষ কেবলী ভাবে একাই অবশেষ থাকেন।

রজ্জু সর্পবৎ জীব জগৎ ব্রহ্মে অজ্ঞান আঁধারে দৃষ্ট হয়। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মায়া আসে না বা আবৃতও করেনা। মায়া=মা+আয়া, যাহা আসেনা। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে ভাগ পুরাণ ১১।২৮।২২। যেমন সিনেমা হলে না থাকিলেও আঁধারে কত দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতস্তু আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই। যদি একই পুরুষ জীবভাবে সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বল তবে অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সদোষ নির্দ্দোষাদি ভাব যাহা সংসারে দৃষ্ট হয় তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? যদি ক্ষেত্র অলীক হয় তবে দেহধারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে তাহাও ব্যর্থ হয়। কেবল পুরুষই সত্য ইহা লৌকিক ব্যবহার বিরোধী। তদুত্তরে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে

(৫।১১)। অবিদ্যা বশে কর্ম্ম করা হইলেও সাধন দ্বারা রজোগুণের উপর সত্ত্বগুণকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। চিত্তশুদ্ধি, অনন্তর উপনিষদাদি বর্ণিত পুরুষ চিন্তার বিষয় হইলে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মকারাবৃত্তি যখন হয় তখন কর্ম্ম আপনি দূর হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞান আঁধার দূরীভূত হয়। "সর্ব্বংকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" গীতা ৪।৩৪। তখন সংসার থাকে না সংসারী জীবেরও জীবভাব ত্যাগ হইয়া অসংসারী ব্রহ্মভাব উপস্থিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের কোন অংশ ব্যর্থ নহে। শাস্ত্রের কোন অংশ ব্যর্থ হইলে সমগ্র শাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বেদ অভ্রান্ত একমাত্র প্রমাণ। বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিৎজীব ক্ষেত্রজ্ঞ। বুদ্ধিতে গুণ তারতম্যে তারতম্য বোধ হয়। আত্মার বৈষম্য নাই। সুখ দুঃখ ক্ষেত্রের সম্পদ, পুরুষে তাহা আরোপিত মাত্র।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪॥

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা যে ধর্ম্মবিশিষ্ট যে বিকার যুক্ত যাহা হইতে যেরূপে আগত আর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহার ঐশ্বর্য্য প্রভাব তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শুন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫॥

বশিষ্ট গৌতমাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে গীত, বিবিধপ্রকারে সকল বেদে উক্ত, ব্রহ্মসূত্রে শাস্ত্রও যুক্তিমূলে নিশ্চয় করিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈবনাপরঃ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৬॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৭॥

পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) অহঙ্কার, অব্যক্ত (প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, একমন, পঞ্চতন্মাত্রা ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ধৃতি এই সকল সংক্ষেপে সবিকার ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। তৈ, শ্রুতি বলেন, —তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। আত্মা হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি, উহারা

ক্ষেত্র অন্তর্গতা। ক্ষেত্র জড় আত্মা চেতন। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি। যাহা তাহাতে নাই তাহা হইতে তদুৎপত্তি কি সম্ভবে? বিচারে পাওয়া যায় নির্গুণ পুরুষ হইতে সগুণ সবিকার উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার। এইজন্য শ্রুতি দোষযুক্ত। কিন্তু শ্রুতি দোষযুক্ত নহে। শ্রুতি যখন বলিলেন তাঁহা হইতে আকাশ সম্ভূত, যাহা কারণে আছে তাহাই কার্য্যে থাকিতে পারে অর্থাৎ কারণ আত্মার অস্তিতা কার্য্য আকাশে আছে। শব্দ আকাশ-গুণ। অনাদি নির্গুণ পুরুষে শব্দগুণ নাই অথচ আকাশে আছে। অর্থাৎ কার্য্যে কারণ হইতে গুণাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে সুতরাং উহা বহিরাগত বলিতেই হইবে। যেমন শ্বেতবর্ণ মাখন যুক্ত দুগ্ধ হইতে শ্বেতবর্ণ মাখন যুক্ত দধি হয়। দধি কার্য্য, দুগ্ধ কারণ। অম্লত্ব দুগ্ধরূপ কারণে নাই কার্য্যে দধিতে আছে। অতএব উহা বহিরাগত উপাধিজাত হইবে সন্দেহ নাই। তেমনি আকাশের শব্দগুণ বহিরাগত উপাধি জাত। বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপগুণ, অপের রসগুণ ও ক্ষিতির গন্ধগুণ কারণে নাই এজন্য বহিরাগত বলিতেই হইবে। এই বহিরাগত উপাধিকে মায়া বলে। গুণ দ্রব্য সমবেত হইয়া থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য হইতে পৃথক ভাবে থাকে না। দধিতে বহিরাগত অম্লত্ব তেঁতুল নামক দ্রব্যের ক্ষুদ্রাংশ সহ আইসে। সুতরাং শব্দাদি গুণ দ্রব্য সমবেত অবস্থায় আসিয়াছে। অর্থাৎ পুরুষ সান্নিধ্যে বহিরাগত উপাধি হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে পুরুষ সাক্ষী মাত্র। পুরুষের বিপরিণামে পঞ্চভূত নহে। উহা পুরুষে রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত। উপাধির পরিণাম হইতে বাধা নাই। এক অদ্বিতীয় ইন্দ্র বা ব্রহ্ম হইতে মায়া যোগে নানাত্ব হয় ইহা ঋ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে বলে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। জলাশয়াদির জল তাপ জন্য অদৃশ্য বাষ্প রূপে বায়ুতে লীন থাকে। ঐ বায়ু উর্দ্ধগ হইলে তথাকার শৈত্য জন্য দৃশ্য বাষ্প বা মেঘরূপে দৃষ্ট হয়। মেঘ শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারা হয়। বারি বর্ষণকালে আরও শৈত্য প্রযুক্ত উহা শিলাকার প্রাপ্ত হয় এইরূপে জলের জলত্বের কোন হানি না ঘটিলেও জলের নানাত্ব ঘটে। শৈত্য তাপাভাব মাত্র! কোন বস্তু নহে। তেমনি মায়া যোগে পুরুষ সাক্ষী চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, বিরাট-চৈতন্যাদি ভাব প্রাপ্ত হন। স্বরূপচ্যুত হন না। তেমনি গীতায় বলে সম্ভবামি আত্মমায়য়া (৪।৬)। সুতরাং যদি পুরুষ, মন বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করেন তবে তাহা ক্ষেত্র হইতে ধার করিয়াই করিবেন। বৃ আ ১।৫।৩ মন্ত্রে মন বাক প্রাণ আত্মার অন্ন বলিয়াছেন। আত্মা উহা অন্নপূর্ণা প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করেন এমন পৌরাণিক অন্নপূর্ণা প্রতীকোপাসনা হইতে বুঝা যায়।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, (সরলতা), আচার্য্যের উপাসন, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ (ইন্দ্রিয় সংযম), ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে দুঃখ দোষ দর্শন জন্য আলোচনা, অসক্তি, অনভিষ্বঙ্গ (পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ) ইষ্ট অনিষ্টে নিত্যই সমবুদ্ধি, ভগবানে অব্যভিচারী (অনন্যা) ভক্তি, নির্জন দেশে বাস, জনগণের সভায় অরতি। নিত্যই আত্মজ্ঞান আলোচনা। তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজন এমন নিশ্চয় দৃষ্টি, এই সকল জ্ঞান সামগ্রী, এতদ্ব্যতীত আর সব অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান অর্থ তৎ ও ত্বং এই দুইয়ের একত্বজ্ঞান। তৎ সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ ব্রহ্ম। ত্বং শ্রোতা বা অহং পদবাচ্য শ্রোতা বা দেহী জীব। দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান (ব্রহ্ম) এক। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একতা নিশ্চয়াত্মিকা হইলে তাহাকে জ্ঞান বলে, জীব ব্রহ্মের একতা হইলে তখন জগৎ ও তৎকারণ মায়া অজ্ঞান অপগত হয়, গী ৬।২৩ তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্। জ্ঞান অবিদ্যানাশী।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিব। যাহা জানিলে অমৃত লাভ হয়। অনাদিমৎ (ন আদিমৎ) অর্থাৎ জন্মরহিত পরমব্রহ্ম না সৎ না অসৎ। গী ৯।১৯ সদসচ্চাহমর্জ্জুন বাক্য আছে। অনাদি—মৎপরং ব্রহ্ম কেহ পদ বিভাগ বলেন। মৎ শব্দে বক্তা কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। এখানে কৃষ্ণ কর্ত্তা ভোক্তা কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার পর অর্থাৎ তাঁহার উপরে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। কঠ ১।২।১১। শ্রুতিতে সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম ; সন্মুলম্, সদেব সোম্যেদমগ্র

আসীৎ, সতোবন্ধুমসতি (ঋ ১০।১২৯।৪) ইত্যাদি নানাস্থলে ব্রহ্মকে সৎ বলিয়াছে। তবে এখানে সৎ নয়—বলা কেন ? অশব্দ অবাক্ তিনি। সৎ শব্দ, শব্দ-স্বরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করেনা, শব্দ মাত্রই হয় জাতি, নয় গুণ, নয় ক্রিয়া, নতুবা সম্বন্ধ নির্ণায়ক হয়। এই চারিটীর একটীও ব্রহ্ম বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। একরূপ বহুপদার্থ থাকিলে তাহাকে জাতি বলে, যেমন মনুষ্য-জাতি, গো জাতি। (একমেবাদ্বিতীয়) পুরুষের জাতি হয় না। নির্গুণ পুরুষে গুণবাচক শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না। নিষ্ক্রিয় পুরুষে ক্রিয়া সম্ভবেনা। সম্বন্ধ দ্বিতীয় সহ ঘটে। অদ্বিতীয় জন্য সম্বন্ধ সম্ভবেনা। সুতরাং শব্দ স্বরূপে সৎ বা অসৎ বা কোন শব্দই তাঁহার বাচক নহে। চিহ্নস্বরূপে সৎ বা অসৎ বা অন্য কোন শব্দ ব্রহ্মে প্রয়োগ করা যায়। যেমন একজনের তিনটী ছেলে একজন ফিট্ গৌরবর্ণ, একজন কালরঙ্ অন্য চক্ষুহীন। যে গৌরবর্ণ তাহাকে কৃষ্ণনামে ডাকে। যে কালরঙ্ তাহাকে গৌরাঙ্গ নামে ডাকে। আর যে চক্ষুহীন তাহাকে পদ্মলোচন বলিয়া ডাকে। এখানে নামের শব্দার্থসহ ব্যক্তির বর্ণাদির সম্পর্ক নাই। নাম চিহ্নমাত্র সঙ্কেত মাত্র। অক্ষর নয় এমন চিহ্নেও দেবোদ্দেশে পূজন হয়। যেমন স্বস্তিক চিহ্নে বসুধারা দেয় মঙ্গলকার্য্যে। বাণলিঙ্গ শালগ্রাম শিলাও চিহ্নমাত্র। প্রতীক প্রতিমাও অব্যক্তের ব্যক্তমধ্য চিহ্নমাত্র। কেহ সৎ কার্য্য, অসৎ কারণ এই ভাবদ্বয় রহিত জন্য সৎ অসৎ নহেন এমন বলেন শ্রুতি অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। কঠ ১।২।১৪। যাহা জানা বাকী তাহাকে জ্ঞেয়, এই অর্থে প্রকৃতিও জ্ঞেয় হয় প্রকৃতির অনুমান সহজ সাধ্য। এজন্য ব্রহ্মই জ্ঞেয়। ব্রহ্মই জ্ঞান স্বরূপ। বস্তুতঃ শ্রুতিও বলেন, "একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদংবিজ্ঞাতংস্যাৎ" সুতরাং ব্রহ্মই জ্ঞেয়।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সেই ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়াতীত জন্য তৎশব্দ বাচ্য (যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহা ইদং পদবাচ্য) সেই তৎ সর্ব্বত্র পাণিপাদ বিশিষ্ট সর্ব্বত্রই তাঁহার অক্ষি শির সর্ব্বত্রই মুখ কর্ণ সর্ব্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা ঋ ১০।৯০।১ পুরুষসুক্ত মন্ত্রের অনুবাদ (সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) ঋ ৩।৩৭।৯ মন্ত্রে—"ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চযু"। দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর তির্য্যগ পঞ্চ জনের যত ইন্দ্রিয় সব ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্র বেদে ব্রহ্মবাচী, এই শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩।১৬ মন্ত্র।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ১৫ ॥

ইহার প্রথম পংক্তি শ্বেতাশ্বতরের ৩।১৭ মন্ত্র। শ্বেতাশ্বতরের ১ম অঃ ১৯ মন্ত্রে আছে "অপানিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" হস্তপদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল ও গ্রহণসমর্থ, চক্ষুকর্ণ না থাকিলেও তিনি দর্শন ও শ্রবণক্ষম; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও ইন্দ্রিয় সম্পন্ন সর্ব্ব পদার্থের তিনি নিয়ামক অথবা যাঁহার আভাসে ইন্দ্রিয় সকলের গুণবৃত্তি সমূহ আভাসিত। অথচ নির্গুণ পুরুষ করণ বিহীন। অসক্ত (অসঙ্গ) সকলকে পালন করেন। নির্গুণ অথচ গুণের ভোক্তা, কেন উপনিষদে যেমন "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণ চক্ষুষশ্চক্ষু" ইত্যাদি। কাহাকেও পালন করিতে গেলে তাঁহাতে প্রীতিবুদ্ধি হইতে পারে অথচ অসঙ্গ, এই যে বিপরীত ভাব সকল বুঝা আবশ্যক। পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। মায়াযোগে জীব ভাবে ভোক্তৃত্বাদি আরোপিত হয়, কারণ কোন বস্তু কখনও আপনার স্বভাব ত্যাগ করে না। যেমন "অক্‌সিজেন্" ও "হাইড্রোজেন" গ্যাসদ্বয় "কেমিক্যাল-কম্‌বিনেশানে" "লিকুইড্" জল হয়। কিন্তু আপনাদের স্বভাব ত্যাগ করে না; কারণ "ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট" "পাশ" করাইলে জলরূপ দূরীভূত হইয়া পুনঃ অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসরূপ ধারণ করে। তেমনি অজ্ঞান উপাধি দূরীভূতে পুরুষ জীবভাব ত্যাগে স্বরূপে স্থিত হয়। জীবভাবে করণ গণসহ তাদাত্ম্যে একীভূত ভাবে স্থিত হয়েন। যেমন চাঁদের নাচনি জলের নীচে দেখে, চাঁদ নাচে না। জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করে। তেমনি মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত করিয়া পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলা হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়ত্ব ত্যাগ করে না। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ গী ৫।১৩।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

চর ও অচর (সচল ও অচল) সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে তিনি আছেন। (শ্রুতি বলেন, "অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ") সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। তিনি সূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয় দূরে ও নিকটে তিনি। (কঠোপনিষদে ১।২।২১ বলিয়াছে "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র") ঈশঃ ৭ মন্ত্রে "তদেজতি, তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে" অজ্ঞের ঈশ্বর সপ্তম স্বর্গে অতি দূরে থাকেন আর জ্ঞানীর ঈশ্বর হৃদয়স্থ অতি নিকটেও থাকেন। জ্ঞানিনাং সর্ব্বতোহরিঃ। অথবা দূরে নিকটে সর্ব্বত্র নিরন্তর তিনি।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

তিনি অখণ্ডৈকরস হইলেও (অজ্ঞানহেতু) ঘটাকাশ মঠাকাশবৎ বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন। ভূতের ভরণকর্ত্তা পালনকর্ত্তা স্থিতির হেতু আবার গ্রাসকর্ত্তা, যেমন গীতার একাদশে বর্ণিত। প্রভবিষ্ণু সৃষ্টি কর্ত্তাও তিনি। গী ৩।২৭ শ্লোকে প্রকৃতি গুণত্রয় দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করেন। সৃষ্টি কর্ম্ম সুতরাং প্রকৃতি সৃজন কর্ত্রী হইলে পুনঃ প্রকৃতিতেই লয় হইবে, যেমন গী ৮।১৮ অব্যক্ত হইতে উদ্ভব ও তাহাতেই লয় বলে। তবে ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলা কেন? জড় প্রকৃতি চিৎ সহায়ে কর্ত্রী হন, ঈশ্বর সেই চিৎ বলিয়া গৌণ ভাবে কর্ত্তা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাদির জ্যোতিও তাঁহারই জ্যোতি। তিনি তম বা অব্যক্তা প্রকৃতির পরে স্থিত। তিনিই জ্ঞেয় জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞানগম্য (কর্ম্মগম্য নহেন) অন্তর্য্যামীরূপে সকলেরই হৃদয়ে স্থিত, জীব অজ্ঞান জন্য ব্রহ্ম জ্ঞেয়। তথায় জ্ঞাতৃ জ্ঞান, জ্ঞেয় একীভূতা গী ১১।১২ শ্লোকে "দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" শ্রুতি বলেন "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধস্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" অন্যত্র "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদ্" ইত্যাদি আবার কঠ উপনিষদে বলে "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" "তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তম মায়া, অব্যক্তা প্রকৃতিকে বলে। কেন উপনিষদে "অবিদিতাদধি" বাক্য দৃষ্ট হয়। কঠ "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর", এই পুরুষ কেবল শ্রুতি প্রমাণ মূলক। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ গম্য নহেন, শ্রুতি জ্ঞান গম্য।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

এই তোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয় বলিলাম, আমার ভক্তগণ ইহা জানিয়া ব্রহ্মভাব পায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। তিনগুণ ও বিকার সকল প্রকৃতি জাত জানিবে। অবিকারী অজ পুরুষ হইতে কিছু জন্মে না বা জন্মিতে পারে না। সৃষ্টির আদি থাকিলেও অনবস্থা দোষ নিবারণার্থ প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়। প্রকৃতি

ও জীবকে গী ৭।৫ শ্লোকে ঈশ্বরের অপরা ও পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে॥ জীব জগৎ ধারণ করে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, জগৎ ধারণ করেন না। ন চ মৎস্থানিভূতানি এবং ন চ ভূতস্থো গী ৯।৫। বিকারী মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতিজাত। গী ১৫।১৮ শ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। এই ক্ষর ও অক্ষর অপরা ও পরা প্রকৃতি। মুণ্ডক উপনিষদে ১।১।৮ মন্ত্রে বলে—তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণঃ। অন্ন অব্যক্তাকেই বলে। অত্তি ইতি অন্ন, প্রলয়ে সব গ্রাস করে এই কারণে 'অন্ন'। অন্নের উৎপত্তি ও জীব ভাবের উৎপত্তি আছে ইহা হইতে জানা যায়। যাহার উৎপত্তি আছে তাহা আদিমান ও বিনাশশীল হয়। আদিমান স্বীকারে অনবস্থাদোষ উৎপস্থিত হয়। তৎ নিবারণার্থ অনাদি বলে। কবে আদি হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাচন হয় না তাই অনাদি। প্রকৃতির পুরুষ হইতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কেহ ঈশ ছিলনা বলিলে সংসার নির্নিমিত্ত হয়। মোক্ষাদিও সম্ভবে না। প্রকৃতিই মায়া। যেমন জলের বহুরূপত্ব অদৃশ্য বাষ্প, মেঘ, বারিধারা, শীলাভাব শৈত্য জন্য ঘটে। শৈত্য তেজের অভাব কোন বস্তু নহে। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" যদি তম চিরই (নিত্যই) থাকে তবে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হয় না। অভেদও থাকে না, বিজাতীয় ভেদ থাকিয়া যায়। তম প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবে না, ন্যায়ে সহস্র সূর্য্যবৎ প্রদীপ্তমান্ পুরুষ ও তমের একত্রাবস্থান সম্ভবে না। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তমঃ মায়াকেই বলিয়াছে। পুরুষ জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমচ্যুতে (গী ১৩।১৭)। বৃ আ ১।৩।২৮—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়" বাক্যে অসৎ মায়াই তমঃ ও পুরুষ জ্যোতিস্বরূপ ইহা জানা যায়। কারণ ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে তমকে অসৎ বলিয়াছে। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভের তমাবরণে উৎপত্তি বলিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরাও জীব অজীব বিভেদ করিয়া হিরণ্যগর্ভকে জীব সংজ্ঞা দিয়াছেন, মায়ার আগমন ও অপায় স্বীকৃত। মম মায়া দুরত্যয়া…, মায়ামেতাং তরন্তি তে। গী ৭।১৪। জীবেরও উৎপত্তি বলেন, সুতরাং উৎপত্তিমান হইলেও আদি না বলিয়া অনাদি বলা। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে, জীব জগতের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার্য্য। শ্বে ৩।৬ মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ,…সুতরাং জীবভাব নিত্য নহে।

কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১॥

কার্য্য, করণ, কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি কারণ বলা হয়। জীব পুরুষ সুখ দুঃখের

ভোক্তা কপিলাদি বলেন। কার্য্য দেহ, করণ ইন্দ্রিয়গণ (১০) ও অন্তঃকরণ (৪)। কর্ত্তৃত্ব উহাদের ক্রিয়া কারিত্ব, ভোক্তৃত্ব সংসারিত্ব। পুরুষ নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি জড়। নিষ্ক্রিয় পুরুষের ভোগ ক্রিয়াসক্ততা বা জড় প্রকৃতির আপনা আপনি কর্ত্তৃত্ব করা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ব্বিকার তাহা হইতে সৃষ্টি হয় না নিশ্চিত। এজন্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব, তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন সৃষ্টি আদৌ হয় নাই ইহাই নিকষ সত্য। কেহ কেহ বলেন সৎ উপাদানে সৃষ্টি ঘটে। কেহ স্বভাব বশে সৃষ্টি বলেন। কেহ কাল বশে সৃষ্টি বলেন। অন্য কেহ বলেন যদি নেহাৎ সৃষ্টি তর্কস্থলে স্বীকার্য্য হয় তবে ব্রহ্মই জগৎ কারণ, বিবর্ত্তবাদে সৃষ্টি ঘটে—রজ্জু সর্পবৎ। শ্রুতি ও যুক্তিমূলে অন্যসব সৃষ্টিবাদ বাধিত হইয়া যায়। নিত্যসৎসর্ব্বব্যাপী যাহা আছে তাহা হইতেই উৎপত্তি বলিতে হয়। শূন্য হইতে উৎপত্তি ঘটে না। এখানে ভগবান তৈঃ শ্রুতি অনুসরণে প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যে সৃষ্টি কর্ত্রী বলেন। মহর্ষি কপিলের স্বতন্ত্রা প্রকৃতি সৎ, এ প্রকৃতি তেমন নহে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পুরুষ প্রকৃতি সহ তাদাত্ম্য বুদ্ধিতে প্রকৃতিজাত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন এবং গুণসঙ্গহেতু সৎ অসৎ দেব তির্য্যগাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। গুণসঙ্গ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি সঙ্গ। শ্রুতি বলেন "আত্মেন্দ্রিয় মনো যুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। (কঠ ১।৩।৪)। আত্মা (দেহ) ইন্দ্রিয় মন সহ আত্মার একত্ব বুদ্ধিতে ভোক্তা হন। প্রকৃতিস্থ হন কি প্রকারে? স্বরূপ জ্ঞানে। আলোচনা দ্বারা জানা যায় প্রকৃতি বা মায়াতে প্রতিবিম্ব পাতে জীবত্ব। যেমন আতস কাচে প্রতিবিম্ব পাতে যে সূর্য্যাভাস উৎপন্ন হয় তাহা দাহ্যবস্তু দহন ক্রিয়ার হেতু হয়। তেমনি মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস অচেতন মন বুদ্ধাদির চলন ক্রিয়ার (স্পন্দনের) হেতু হয়। তাহাতেই জড় প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা কর্ত্তৃত্বাদি। মন বুদ্ধিতে যে চিদাভাস হয় তাহার ক্রিয়াশীলতা জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বের নর্ত্তনবৎ। আবরক জল স্পন্দনের জন্য যে ক্রিয়া হইতেছে লোকে তাহা মনে করে না। আবৃত আভাস চন্দ্রেরই নাচন মনে করে। তেমনি অধ্যাসবশে আবরক মনাদির স্পন্দনই কোশাবদ্ধ বা মায়াবৃত নিষ্ক্রিয় পুরুষের ক্রিয়াশীলতা বলিয়া উক্ত হয়। সুখ দুঃখ মনের অবস্থা তাহা পুরুষে আরোপ করতঃ পুরুষের সুখ দুঃখ ভোগ পরিকল্পিত হয়।

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

উপদ্রষ্টা (নিকটে থাকিয়া দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী) মনাদির কার্য্যের অনুমোদিতা, ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর, পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন। দেহস্থ পুরুষ দেহাদি হইতে ভিন্ন, দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে ভিন্ন হয়। মনের সুখ দুঃখাদি ভাবের দ্রষ্টা কর্ত্তা নন। সাক্ষী মাত্র। বৃ আ ৩।৭।২৩ "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা ন্যান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা॥" বৃ আ ৩।৮।১২ দ্রষ্টব্য। ভোক্তা জীব ও পরমাত্মার একতা বলা হইল। জীব নিত্যদাস নয়।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যিনি সগুণ প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বরূপতঃ জানেন তিনি যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান হউন না কেন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। জানা অর্থ অনুভব করা জ্ঞানলাভ। জ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি দেহ ত্যাগে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

কেহ ধ্যানে মন স্থির করতঃ দেহস্থ আত্মাকে দেখেন, অন্যে সাংখ্য (বেদান্ত) জ্ঞান যোগে জানেন। কেহ কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি করতঃ লাভ করেন। কেহ অষ্টাঙ্গ যোগে ঈশ্বর প্রণিধান করেন। কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি লাভের পর জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে ব্রহ্মলাভ হয়—গী ১৮।৫০ ; ৪।৩৮ শ্লোকে বর্ণিত।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্য কেহ উপরোক্ত উপায় অভাবে আত্মাকে না জানিয়া আচার্য্যাদি হইতে শুনিয়া উপাসনা নিরত হন। কালে গুরু-উপদেশ-শ্রবণ-মনন-নিরত সেই সকল সাধকও মৃত্যুযুক্ত এই সংসারকে অতিক্রম করেন। "রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ" ঋজু কুটিল নানা "পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

হে ভরতর্ষভ! স্থাবর জঙ্গম যে কিছু বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে হয় জানিবে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃতি পুরুষ একই কথা। গী ১৪।৩-৪ শ্লোকে "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" ও "তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ অহং বীজপ্রদঃ

পিতা” বলা হইয়াছে। গী ৯।১০ “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।” গী ৭।৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। গী ১০।৪১ মম তেজোঽংশসম্ভবম্। জীব তাঁহার তেজাংশ তাহাই এখানে পুরুষ শব্দ বাচ্য।

সমং সর্ব্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ !
বিনস্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

ইহাতে জীব ব্রহ্মের একতা বলা হইয়াছে। জীব নিত্যদাস মতবাদ খণ্ডিত। পরবর্ত্তী শ্লোকেও দ্রষ্টব্য। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে বিনাশশীল দেহাদির মধ্যে অবিনাশিস্বরূপে দেখেন তিনিই বাস্তবিক দ্রষ্টা। ঋ ১।১৬৪।৩০ অমর্ত্ত্যোমর্ত্ত্যেনা সযোনি।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া মন বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হওয়ায় কেহ আত্মাকে হনন করে না অর্থাৎ আত্মচিন্তা ত্যাগ করে না তজ্জন্য পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আত্মবান হয়। যে আত্মহন্ সে অসূর্য্য তমলোকে যায়। ঈশ ৫ম। গী ৫।১৯ নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। অভেদে পরমাত্মনি। ইনি স্বরূপতঃই সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত। গী ১৮।২১ ভেদ বুদ্ধি রজোগুণাত্মক। গী ১৮।৫৪ সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তি লভতে পরাং।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মানি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম (সৃষ্টি স্থিতি নাশ) প্রকৃতিই করে ইহা যিনি দেখেন এবং আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন তিনিই বাস্তবিক দ্রষ্টা, “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥” গী ৩।২৭ শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে। গী ১৪।১৯ নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং ইত্যাদি। শ্রুতিও বলেন, সদেব…একমেবাদ্বিতীয়ম্ নেহ নানাস্তি কিংচন। দ্বৈত নানাত্ব বহুত্ব মায়িক। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ঋ ৬।৪৭।১৮। ইহা হইতে বুঝা যায় যে নিষ্ক্রিয়ের নিষ্ক্রিয়ত্ব সদাই অব্যাহত থাকে।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

যখন পৃথক পৃথক ভূতসকলকে যে আত্মাতে প্রলয়ে সমবেত দেখেন এবং সেই আত্মা হইতেই পুন মায়াযোগে ভূতগণের বিস্তার দেখেন তখনই ব্রহ্মলাভ

ঘটে। কেহ বলেন প্রকৃতিতে লীন দেখেন এবং প্রকৃতি হইতে পুনঃ উৎপত্তি দেখেন, যেমন গীতায় ৮।১৮ অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ ইত্যাদি। যেমন একটী চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপ গুটাইলে তৎস্থিত কারুকার্য্যসকল আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পুনঃ বিস্তার করিলে দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি মায়ার জাল সঙ্কোচন ও বিস্তার জানিবে। গীতী ১৩।১৬ তাঁহাকে গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণু বলিয়াছে। যাহা অসৎ অভাব তাহা হইতে ভাব বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা অস্তি তাহা হইতেই উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় বলিতে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পের উৎপত্তি পুনঃ রজ্জুতে লয় ঘটে। অজ্ঞান আঁধারে রজ্জুতে সর্পবৎ। অজ্ঞান আঁধারে ব্রহ্মে জগৎ দেখে। তমের আঁধারে উৎপন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, আঁধার হইতে উৎপন্ন হয় না। তমাবৃতে উৎপত্তি ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত। তিন গুণের সাম্যে অব্যাকৃতায় প্রলয়ে লয় হয় পুনঃ ক্ষোভিতা হইলে রজোগুণের বহুলতায় বিশ্বের উৎপত্তি ঘটে। রজোগুণই পৃথক দর্শনের হেতু। অব্যাকৃতায় অলক্ষণায় একীভূত থাকে। জ্ঞানাগ্নিতে মায়া লয়ে পুর্ব্বে যে সব ব্রহ্মে বিবর্ত্ত রূপে দেখা যাইত, তাহা অদৃশ্য হয়। অব্যাকৃতা যেন ব্রহ্মে লয় পায়।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ, অব্যয়, নির্ব্বিকার শরীরস্থ হইলেও হে কৌন্তেয়! কিছু করেন না, তাঁ'তে লেপও লাগে না। পদ্মপত্রমিবাম্ভসা (গী৫।১০)। ব্রহ্ম কারণ রহিত স্বয়ম্ভূ। যাহা আদিমৎ তাহা বিকারী হয়, বিনাশশীল হয়। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নির্গুণ। সগুণ যাহা তাহার বিকারে বিপরিণতি সম্ভবে। এজন্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে জন্মিতে পারে না। ব্রহ্ম অব্যয়, যাহা ব্যয় হয় তাহা বিনাশশীল হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্ম অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন। ত্রিভুবন ব্যাপী দেহ বিরাট পুরুষ ও পরিচ্ছিন্ন। উহা ব্রহ্মের পাদমাত্র পঞ্চকোষাবৃত। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি (ঋ১০।৯০।৩) জীব শরীরস্থ হইলেও ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মহাকাশবৎ নির্লেপ ও এক। অব্যয়, অচল ব্রহ্ম কিছু করে না।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্তরিক্ষে মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত হয়, ঝঞ্ঝাবাত বহে। সূক্ষ্মতা জন্য আকাশ তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না। তেমনি দেহে দেহে সর্ব্বত্র আত্মা সূক্ষ্মাৎ

সূক্ষ্মতর হেতু দেহাদির ক্রিয়া জন্য লিপ্ত হন না। স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কারণ বা প্রকৃতি জাত।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

হে ভারত! যেমন এক সূর্য্য সমস্ত জগৎ প্রকাশ করে তেমনি এক ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) সর্ব্ব ক্ষেত্রকে, (দেহকে) প্রকাশ করে। গৃহে গৃহী, দেহে দেহী যেমন তেমনি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রী অবস্থিত হন। ইহাকেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান বলে। জড় চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রকাশক নহে। প্রকাশের সহায়ক মাত্র। চিৎই প্রকাশক। ক্ষেত্রীই চিৎ। জীব ও পরমের একতা সুস্পষ্ট।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদকে জ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানেন এবং ভূতগণের প্রকৃতি ও মোক্ষ যিনি জানেন তিনি পরকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন। মোক্ষ লাভ করেন। ভূতগণের প্রাতিভাসিকতাই প্রকৃতি। যেমন সিনেমা হলের বৃক্ষলতা, পাহাড়, সাগর, রেল পুল প্রাতিভাসিক মাত্র, কোন অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ মায়িক দৃশ্য প্রপঞ্চ দীর্ঘ স্বপ্ন মাত্র। সৎ ব্রহ্ম নিত্য সত্য। যেমন তরঙ্গায়িত জলে বা আয়নায় একই সময় একই পুরুষের বহু প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় তেমনি তরঙ্গায়িত মায়ায় একই পুরুষের বহু রূপ দৃষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন—পুনরায় তোমাকে জ্ঞান মধ্যে উত্তম পরম ব্রহ্ম বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা বলিব যাহা জানিয়া মুনিগণ পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সুতরাং পরকে জানাই জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করতঃ আমার সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রলয়ে ব্যথিত হয় না। পুনঃ সৃষ্টি কালেও আর জন্মে না। কর্ম্ম-

পরায়ণ অজ্ঞান জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু দুঃখ ভোগ করিতে করিতে প্রলয়ে-অব্যাকৃতায় লয় হয় এবং পুনঃ সৃষ্টিকালে পুর্ব্বকৃত সংস্কারবশে পুনঃ দেহ লাভ করে। যেমন ভর্জ্জিত বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না তেমনি জ্ঞানাগ্নিভর্জ্জিত কর্ম্মফলে পুনঃ দেহ উদ্ভব ঘটে না।

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

মহদ্ ব্রহ্ম (মহৎ যেহেতু ত্রিভুবন ব্যাপী দেহ। বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্য সমূহের বৃদ্ধি হেতু ব্রহ্ম) আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান) তাহাতে (হিরণ্যগর্ভ রূপ বীজ) নিক্ষেপ করি। হে ভারত! তাহাতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ঘটে। শ্রীধর স্বামী বলেন প্রকৃতিতে চিদাভাস রূপে প্রবেশ করি! আনন্দময় কোশে আবৃত হই। প্রকৃতিরূপ যোনিতে বীর্য্যাধান লৌকিক ভাষায় বলিলেও উহার তাৎপর্য্য মায়ায় চিদাভাস পাতন। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিৎই হিরণ্যগর্ভ। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

হে কৌন্তেয়! দেব, যক্ষ, নর, পশু, পক্ষী তির্য্যগ্ এই সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি জন্মে তাহাদের সকলেরই যোনি মহদব্রহ্ম ও বীজ প্রদানকারী পিতা আমি। যেমন একখানি তরঙ্গায়িত দর্পণে কোন অংশ উচ্চ গোলাই, কোন অংশ নিম্ন গোলাই (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি) কোন অংশ সমান কোন ভাগ ত্রিকোন কাটা, যদি কেহ এই দর্পণ সমীপে দণ্ডায়মান হন তবে তাঁহার নানা-প্রকারের মূর্ত্তি যুগপৎ একই আয়নাতে দৃষ্ট হয়। তরঙ্গায়িত মায়াদর্পণেও তেমনি নানাত্বের উৎপত্তি ঘটে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

সত্ত্ব, রজ, তম গুণত্রয় প্রকৃতি জাত। হে মহাবাহো! ইহারা অব্যয় দেহীকে দেহে অবরুদ্ধ করে (দর্পণে প্রতিবিম্ব ধারণবৎ)। দর্পণের প্রকার ভেদবৎ গুণ ভেদে বুদ্ধি ভেদ ঘটে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

হে অনঘ! (অপাপ) সেই গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, প্রকাশক

ও নিরূপদ্রব। সুখ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে আসক্ত করিয়া বন্ধনের হেতু হয়। বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি যোগমায়ার ধর্ম্মে অভিমানের কারণ হয়। আমি জ্ঞানী পণ্ডিত এইরূপ ধারণা হয়। পণ্ডিতমন্যমানা। হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় অনিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। উপনিষদে শ্বেতকেতু, বালাকি গার্গ্য প্রভৃতি পণ্ডিতমন্যমানা দৃষ্ট হয়।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবিধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

রজোগুণ বিষয়ে অনুরাগ প্রীতিস্নেহ কারক। ধন পুত্রাদি জন্য তৃষ্ণা ও আসক্তি ইহা হইতে জাত। হে কৌন্তেয়! দেহীকে কর্ম্মাসক্ত করিয়া বন্ধনের হেতু হয়। যেমন রাবণ।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

তম অজ্ঞানপ্রসূত সর্ব্ব দেহীকে মোহযুক্ত করে। প্রমাদ (অনবধানতা) আলস্য নিদ্রা দ্বারা বন্ধনের হেতু হয়। যথা কুম্ভকর্ণ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখ জন্মায়, রজ কর্ম্ম করায়, তম অজ্ঞান দ্বারা বিবেক বিচার বুদ্ধি আবৃত করিয়া প্রমাদ জন্মায়। কর্ম্ম সকাম হউক বা নিষ্কাম হউক রজোগুণাত্মক। বিরজ অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইলে কর্ম্মত্যাগ অনিবার্য্য।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

রজঃ তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে। সত্ত্ব তমকে অভিভূত করিয়া রজঃ বৃদ্ধি করে এবং সত্ত্ব রজকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রসারিত করে। দেহ কেবল একগুণ যুক্ত কখনই হয় না। ত্রিগুণের সমাবেশ সদাই থাকে। কখন কোন গুণের প্রাবল্য ঘটে। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে চিত্তশুদ্ধি ঘটে।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

যখন এই দেহপুরের নবদ্বারে জ্ঞানের বিকাশ দৃষ্ট হয় তখন জানিবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা এই রূপে সর্ব্বত্রই তাঁহার

বিকাশ দেখে। বিভিন্নতার ভাব লোপে একত্বের বিকাশ হয়। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, তাহাতে সব ইন্দ্রিয়াদি নিয়োজিত করে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মনামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি (উদ্যম) কর্ম্মানুষ্ঠান রত হয়। কর্ম্ম আর শেষ হয় না। স্পৃহা (বিষয় তৃষ্ণা)। এই সব ভাবের উদয় উদ্ভব হয়। যেমন কেহ কেহ পেন্‌সান্ লইয়া অন্যত্র চাকরী করে। যত দিগ্‌বিজয়ী পররাজ্যে লোভবশতঃ যুদ্ধকর্ম্মে সদা রত। স্পৃহার শেষ নাই!

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন! ॥ ১৩ ॥

বিচার বুদ্ধির অপ্রকাশ, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ এই সকল উপস্থিত হয় তমোবাহুল্যে। যখন তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন, অবিবেক নিরুদ্যম্যতা, প্রমাদ এবং মূঢ়তা, আবির্ভূত হইয়া থাকে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

যদি দেহধারীর সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ থাকাকালে দেহ প্রলয় হয় তবে (হিরণ্যগর্ভের উপাসক) যিনি উত্তমবিদ্ তাঁহার অমল হিরণ্যগর্ভ লোক লাভ হয়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

রজোগুণ প্রবল কালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। তমঃ প্রাবল্যে মৃত্যু ঘটিলে মূঢ় (পশ্বাদি) যোনি লাভ হয়।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সাত্ত্বিক সুকৃত কর্ম্মের ফল নির্ম্মল। রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামস কর্ম্মফল অজ্ঞান (মূঢ়তা)।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে আত্মানাত্মবস্তু জ্ঞান হয়। রজোগুণে লোভ, তমোগুণে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান হইয়া থাকে।

ঊৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বগুণে স্থিতিশীল ব্যক্তি ঊর্দ্ধলোকে যায়। রজোগুণী মধ্য ইহলোকে থাকে এবং নিকৃষ্ট গুণশালী তামসগণ অধোলোকে, নরকে বা তির্য্যগযোনিতে গমন করে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

যখন দ্রষ্টা যথার্থদর্শী পুরুষ ত্রিগুণা প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কর্ত্তা নাই দেখেন, আত্মাকে অকর্ত্তা ত্রিগুণাতীত বলিয়া জানেন তখনি তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন। নিস্ত্রৈগুণ্যে ব্রহ্মলাভ। ত্রৈগুণ্যে ব্রহ্মাদিলোক লাভ ও গতাগতি হইয়া থাকে।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

দেহ উৎপাদক এই তিনগুণকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে অতিক্রম করতঃ দেহী জন্মমৃত্যু জরাদি দুঃখ বিমুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করে। ত্রৈগুণ্যে দেহীর সংসার কর্ম্ম, আর নিস্ত্রৈগুণ্যে সন্ন্যাসে নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্ম লাভ ঘটে। গী ২।৪৫ ত্রৈগুণ্য ত্যাগ নিস্ত্রৈগুণ্যে স্থিতির কথা আছে।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে প্রভো! দেহী ত্রিগুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার চিহ্ন কিরূপ হয়? কি প্রকার আচার এবং কি উপায়ে এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করে? [ওঁ—এই যন্ত্রের বিন্দু ত্রিগুণাতীত পুরুষকে লক্ষ্য করে। অব্যাকৃতা প্রকৃতি বক্ররেখার ন্যায় চিহ্নিত হন মাত্র, উহা ত্রিগুণের সীমা রেখা ; ও সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের লীলা খেলার স্থান, ক্ষোভিতা প্রকৃতি। উপরে সত্ত্বগুণ, মধ্যে রজঃ গ্রন্থি, নিম্নে তমঃ স্থিতি দেখায়]।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

হে পাণ্ডব! যিনি গুণাতীত তিনি সত্ত্ব গুণের প্রকাশভাব, রজোগুণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি বা তমোগুণের যে মোহরূপ দুঃখ আসে তাহাতে দ্বেষ করেন না বা নিবৃত্তি

হউক এ আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না। কারণ গুণের প্রভাব দেহে হয় দেহীর নয়। দেহী নিত্য শুদ্ধ মুক্ত। ত্রিগুণা প্রকৃতি মায়িক দেহে যা করে বা না করে তাহাতে কি আসে যায়? 'আমি' (এই আত্মা) তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩॥

যিনি উদাসীনবৎ আসীন হইয়া গুণগণের কার্য্যকারিতায় বিচলিত হন না, গুণসকল তাহাদের কার্য্যে স্থিত থাকে থাকুক বলিয়া যিনি অবিচলিত চিত্ত তিনি গুণাতীত। উদাসীন=নিরপেক্ষ, উৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া আসীন স্থিত। আত্মায় দৃষ্টি নিরুদ্ধ থাকায় পার্থিব বিষয়ে নিস্পৃহ; এজন্য দৃষ্টি হীন।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমালোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪॥

যিনি সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি অর্থাৎ সমান জ্ঞান করিয়া আপনাতেই (স্বরূপে) স্থিত এবং সুবর্ণ, প্রস্তর ও মৃৎ পিণ্ডে সমদৃষ্টি; প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্য দৃষ্টি, নিন্দা বা প্রশংসায় তুল্য বুদ্ধি, সেই ব্যক্তি ধীর। কয়লা ও হীরকে একই কার্ব্বন্ থাকার জন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি তুল্য। এতদুভয়ের প্রভেদ মাত্র স্পন্দনাদি ভেদ জন্য। জাগতিক পদার্থ ভেদ মনের স্পন্দন ভেদে ঘটে। জাগ্রতে মন স্পন্দনাধিক্য হইলেও স্বপ্ন দৃশ্য সহ এক জাতীয় এইজন্য প্রাতিভাসিক মাত্র।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫॥

মান অপমানে তুল্যজ্ঞান, মিত্রশত্রুতে সমবুদ্ধি, সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান যিনি ত্যাগ করিয়াছেন তিনি গুণাতীত। মিত্র শত্রুতে সমবুদ্ধি যেহেতু উভয়ের দেহই সপ্তধাতু নির্ম্মিত বা পাঞ্চভৌতিক। তাহাতেস্থিত দেহী একই আত্মা। গুণ জন্য ভেদ উপেক্ষণীয়। গুণ ত্যাগেই গুণাতীত।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬॥

যিনি আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা করেন তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। গী ২।৪৫ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!" উপদিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মসকল তিন গুণ সাধ্য। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মকারা চিত্ত বৃত্তি হইলে গুণাতীত হয়। নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাই অব্যভিচারীর লক্ষণ। তাহার বিচ্ছিন্নতাই ব্যভিচার।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

(পূর্ব্বশ্লোক বর্ণিত ব্রহ্মভাবের কথা বলিতেছেন) জীব ও কার্য্যব্রহ্মের মায়া আবরণ অপগতে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা ঘটে। যাহাতে কেহ প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি স্থান। অহং পরব্রহ্ম ছা ৭।২৫ কার্য্যব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ব্রহ্ম অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, জ্ঞানস্বরূপ, অথবা পরব্রহ্ম অহং বা দেহীরূপে দেহে দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার স্বরূপ অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, জ্ঞান, ঐকান্তিক বা ভূমাখ্য আনন্দ। সচ্চিদানন্দ। অথবা আমি ব্রহ্মের প্রতিমাস্বরূপ দেহধারীবৎ প্রতীয়মান হই। জীব ব্রহ্মের একত্ব লক্ষিত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

ঋগ্বেদ বলেন—ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। সেই বহুরূপতা একাদশে বিরাট বর্ণনে দেখান হইয়াছে। পুনঃ এস্থলে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণন করিতেছেন। "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ।" অজ্ঞান অন্ধকারে রজ্জুতে যেমন সর্প পরিদৃষ্ট হয় তেমনি তাঁহাতে এই বিশ্ব সংসার প্রতিভাত হয়। উর্দ্ধং=উত্তমঃ। পুরুষোত্তম, অব্যয় তিনিই মূল শাখা; জীবাদি অধোদিকে এইরূপ কেহ কেহ বলেন। বেদ সমূহ ইহার আবরক পত্র। ইহা যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ। পত্রদ্বারা বৃক্ষ আবৃত ও রক্ষিত হয়, তেমনি বেদাশ্রয়ে সংসার রক্ষিত হয়। অশ্বত্থ (ন+শ্বঃ+থ) যাহা আগামী কল্যও স্থিতিশীল নহে তাহা অশ্বত্থ। ব্রশ্চু ছেদনে বৃক্ষ যাহা ছেদন যোগ্য। বিনাশশীল জগৎ সংসারেরও ছেদন যোগ্যত্ব পরের তিন শ্লোকে বলিয়াছেন, ছা ৬।৮।৪ সন্মূলং। কঠ ২।৬।২ এই শ্লোক। মূল সৎপুরুষ দৃষ্টিগোচর হন না, তৎ উপরি বৃক্ষরূপে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।" ঋ ১০।১২৯।৫।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মুলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

এই বৃক্ষের শাখা উর্দ্ধে ও অধোদিকে বিস্তৃত। উর্দ্ধে দেব ও অধোতে পশ্বাদি কল্পিত। গুণদ্বারা শাখাগুলি প্রবৃদ্ধ। বিষয় সকল পল্লব স্বরূপ। কোন কোন মূল অধোদিকেও বিস্তার প্রাপ্ত, মনুষ্যলোকে বাসনাদি মূল যাহা কর্ম্মের হেতু (প্রবর্ত্তক) তাহা অধোমূল নিম্নদিকে প্রসৃত। যেমন বৃক্ষ ও শাখা পৃথক নহে তেমনি ব্রহ্ম ও জীব পৃথক নহে; পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

এই বৃক্ষের স্বরূপ ইহলোকে স্থিত প্রাণীগণ মায়া মোহে উপলব্ধি করে না। ইহার আদি অন্তস্থিতি স্বপ্ন, মরীচিউদক, মায়া-গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায়, সুতরাং জানিতে পারে না। এই সুপ্রোথিতমূল অশ্বত্থবৃক্ষকে, অসঙ্গরূপ অস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বনে ছেদন করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ জনিত সংস্কার জন্য সুদৃঢ়মূল বলা হইয়াছে। অসঙ্গ আসক্তি রহিত। অহমস্মি (কেবল আমিই আছি) আর সব সিনেমা হলের দৃশ্য স্বরূপ মৃষা জানিয়া অসঙ্গ হয়। জীব জগদাত্মক এই বৃক্ষ নাশশীল, শ্রুতি—(শ্বেত ৩।৬) মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥ প্রবাহরূপে নিত্যাদি কল্পনা জল্পনা মাত্র।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

এই সংসারবৃক্ষ ছেদনের পর তৎপদ অন্বেষণ করিবে। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। কঠ ১।৩।৯, গী ৮।২১ দ্রষ্টব্য, যে পদে গেলে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না। সেই আদ্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, যাঁহা হইতে উপাধি যোগে পুরাতন সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে। জড় প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ সান্নিধ্যে ক্রিয়াশীলা হয়। এজন্য পুরুষকে কারণ বলা যায়। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে তাহাকে তৎ বলে। ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মকেই বলে।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

যাঁহাদের মনে মোহ নাই, পুত্রাদি সঙ্গদোষ নাই, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে নিত্যরত, কামনা ত্যাগ হইয়াছে, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু সুতরাং অমূঢ় অর্থাৎ অজ্ঞান বিদূরিত, তাঁহারা সেই অব্যয় (বৈষ্ণব) পদ প্রাপ্ত হন। গী ২।৭১ দ্রষ্টব্য।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

সেই পুরুষ এতই জ্যোতির্ম্ময় যে সেখানে এই প্রচণ্ডাংশু সূর্য্য আভাহীন হইয়া যায়। এজন্য শশাঙ্ক ও অগ্নি তথায় আলো দিতে পারে না। সহস্রসূর্য্যপ্রভ গী ১১।১২ শ্লোকে বর্ণিত। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি (মু উপ), যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন নাই সেই আমার পরমপদ। যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বাংশ, জল বা দর্পণাভাবে বিম্বে লয় হয়। আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। অথবা ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ মহাকাশের লয় হয় প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তদ্বৎ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

সনাতন পুরুষ অবিদ্যাবশে জীবরূপে জীবলোকে আমার অংশ বলিয়া উক্ত হয়। ইনি সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে অব্যাকৃতা প্রকৃতিতে অবস্থান করেন। জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে আসিবার সময় মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া লয়েন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অবয়ব নাই, অংশও সম্ভবেনা। উহা অবিদ্যা জন্য বর্ণিত, আত্মা (দেহ) ইন্দ্রিয় মনযুক্ত জীবভাব, কঠ শ্রুতিতে উক্ত ১।৩।৪। পুরুষ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

জীবরূপী ঈশ্বর দেহ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা যখন নব কলেবর গ্রহণ করেন বা দেহত্যাগে উৎক্রমণ করেন তখন বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমন করে তেমনি জীব ইন্দ্রিয়মন (সূক্ষ্ম দেহ)-কে গ্রহণ করিয়া গমন করেন। হৃদয়স্থ পুরুষ অন্তর্যামী অন্তরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে যমন করেন। এজন্য ঈশ্বর বলা, গী ১৮।৬১ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। "মধ্যেবামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে", কঠ ২।৫।৩।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯ ॥

জীব ইন্দ্রিয়গণ ও মনে (অন্তঃকরণে) অধিষ্ঠিত থাকিয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল ভোগ করেন। চক্ষু মনাদি জড় ; সেই পুরুষাধিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের দর্শন মননাদি বৃত্তির স্ফূরণ হয়। কেনোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য ; পুরুষ নিষ্ক্রিয়, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতাকে জলে চাঁদের নাচনিবৎ পুরুষের বিষয় ভোগ বলে। এখানে স্মরণ রাখা ভাল যে বিনা মন সহযোগে কোন ইন্দ্রিয় কার্য্যকরী হয় না, এজন্য মনশব্দ প্রয়োগ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

বিমূঢ় ব্যক্তিগণ এই জীবের উৎক্রমণ বা দেহে স্থিতি বা বিষয় ভোগ বা ত্রিগুণ সহ অবস্থিতি দেখিতে পায় না, যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় তাঁহারা দেখিতে পান।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

ধ্যানাদিতে প্রযত্নশীল যোগীগণ ইঁহাকে দেহে হৃদয়ে অবস্থিত দেখেন, অকৃতমনা অবিশুদ্ধিকৃতমনা বহির্মুখীচিত্ত যত্ন করিলেও ইঁহাকে দেখিতে পায় না।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামকম্ ॥ ১২ ॥

যে সূর্য্যস্থ তেজ অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে, যে তেজ চন্দ্রে বা অগ্নিতে দৃষ্ট হয় তাহা আমারই তেজ জানিবে। "তমেবভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মু উপ)। অথবা আদিত্যস্থ চৈতন্যাত্মক জ্যোতি চন্দ্রস্থ চৈতন্যাত্মক জ্যোতি, অগ্নিতে চৈতন্যাত্মক জ্যোতি তাহা আমারই জ্যোতি। স্বয়ং জ্যোতিঃ পুরুষঃ।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

আমি স্বীয় ওজ (বল) দ্বারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। এবং রসাত্মক সোম হইয়া ঔষধীগণকে পোষণ করি। আমার ওজ পৃথিবীর প্রচ্যুতিবারক। চন্দ্রমা জলময়, তাঁহার কার্য্যতায় জল শিশিররূপে শস্যাদিতে পতিত হইয়া অন্নাদিরূপে পরিণত হয়।

অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

আমি বৈশ্বানর অগ্নি (জঠরাগ্নি) রূপে প্রাণীগণের দেহ অভ্যন্তরে অবস্থিত হই। এবং প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর সহযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন। এই যেমন বাহিরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ তাহাতে আহুতি দেওয়া হয় তেমনি জঠরস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে আহার্য্য দ্রব্য প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান বায়ুর উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয় ইহাকে

প্রাণাগ্নি হোত্র বলে, ইহা নিত্য করণীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত। (১) দেবযজ্ঞ, (২) ঋষিযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) নৃযজ্ঞ ও (৫) ভূতযজ্ঞ। নৃযজ্ঞ অতিথি পুজন, ভূতযজ্ঞ সর্ব্ব প্রাণীজাত উদ্দেশ্যে বলি (উপহার) প্রদান। এজন্য ইহাকে বৈশ্বানর বলি বা ভূতবলি বলা হয়। ভূত যজ্ঞের উদ্দেশ্য সর্ব্বভূতে সেই যজ্ঞেশ্বরেরই সর্ব্বত্রস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানলাভ। ভূতবলি দ্বারা তাঁহারই পুজন হয়, গো, কাক, কুকুর, কীট পতঙ্গাদি উদ্দেশ্যে অন্নদান। কাক তোমার প্রদত্ত অন্ন খাইল, তুমি তখন কাকের রূপ রঙ্ না দেখিয়া তাহার জঠরে ভগবান বৈশ্বানর অগ্নিরূপে খাইতেছেন দেখিবে, গো যখন খায় তখন তাহার রূপ রঙ্ ত্যাগে গো মধ্যে বৈশ্বানর অগ্নিরূপী ভগবান খাইতেছেন দেখিতে হইবে। পুত্র কন্যা খায় তাহাদের রূপ রঙ্ ত্যাগে জঠরস্থিত বৈশ্বানর দেব খাইতেছেন দেখিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বঘটে সেই বৈশ্বানরই বিরাজমান তাহা অভ্যাস হইয়া যাইবে। "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" বাক্য অনুভবে আসিবে। সর্ব্বব্যাপীকে জানিবার জন্য যেমন ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নি দর্শন এও তেমনি একটি উপায়।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥ ১৫॥

আমি সকল প্রাণীহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত। আমা হইতে স্মৃতি জ্ঞান হয় এবং অপোহন স্মৃতি বিলোপ (বিস্মরণ) ও ঘটিয়া থাকে, সর্ব্ব বেদ দ্বারা শাস্ত্রযোনি আমাকেই জানা যায়, অক্ষরব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ "তৎতু সমন্বয়াৎ।" বেদান্ত শাস্ত্রকৃৎ আমি এবং বেদ বেদান্তও আমি। গী ৪।৫ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। ভা পুরাণে (১০।৩) কৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব কৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণের মায়ার মোহে ঈশ্বর বুদ্ধি বিস্মৃত হইলেন এবং পুত্র বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ জন্মিল। এজন্য শ্রুতি বলেন, ধ্রুবা স্মৃতির প্রয়োজন। ছা ৭।২৬।১০ দ্রষ্টব্য, কেহ বলেন, উহ, বিতর্ক, অপোহ, হেয় বুদ্ধি, বিতর্ক ও হয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় আছেন। সর্ব্বভূত ক্ষর ও কূটস্থ-পুরুষ অক্ষর। কেহ বলেন, (গী ৭।৫) দুই প্রকৃতি পরা ও অপরা, এই পুরুষদ্বয় ক্ষর ও অক্ষর সেই প্রকৃতিদ্বয়। সর্ব্বভূত ক্ষর এবং কূটস্থ মায়িক দেহস্থ যিনি, তিনি অক্ষর হইলেও দেহযুক্ত জীবকে অক্ষর বলা হইয়াছে। যেমন বৃ আ ৪।২।৩ মন্ত্রে

"অথৈতদ্ বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষোঽস্য পত্নী বিরাট তয়োরেষ সংস্তাবো। অক্ষর=ন+ক্ষর সঞ্চালনে। প্রকৃতি অক্ষোভিতা অবস্থায় অর্থাৎ অব্যাকৃতা অবস্থায় অচঞ্চল জন্য অক্ষর বলা হইয়াছে। এই অক্ষর প্রকৃতি কারণ (মূলা) এবং ক্ষরণ প্রকৃতির কার্য্য। ক্ষর ও অক্ষর-কার্য্য জীব ও পুরোষোত্তম কারণ, সর্ব্ব কারণ কারণং, ক্কারণ সত্য কার্য্য মৃষা। য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ। য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ। শ্বেতাশ্ব ৩।১। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ঋ ৬।৪৭।১৮। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ এই কঠ শ্রুতিসহ সামঞ্জস্য আছে। কূটস্থ অর্থ নির্ব্বিকারও হয়। কামারের নেহাই বা পর্ব্বতের কূটের ন্যায় অবিচল অবিকার। কূট বঞ্চনা। বঞ্চনকারী মায়াকেও কূট বলে। মায়া বস্তুকে আবৃত করতঃ অবস্তুকে বস্তুবৎ প্রতীয়মান করে। কেহ বলেন, জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষায় ব্রহ্ম উত্তম। জীব ও ঈশ্বর মায়া দেহ ধারণ করেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ক্ষর অক্ষর হইতে উত্তম পৃথক্ পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন তিনিই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থাকিয়া উহাদিগকে পালন করেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমাঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যেহেতু ক্ষর অক্ষরের অতীত ও তদপেক্ষা উত্তম এজন্য লোকে বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে। এই ক্ষর ও অক্ষর গী ৭।৫ শ্লোকে পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় বলা হইয়াছে। যেমন স্বর্ণে তামা খাদ থাকিলে তাহা উপাদেয় বলিয়া গণ্য হয় না তেমনি। খাদ শোধনে যে সুবর্ণ তাহার একত্বে কেবল সুবর্ণত্বে নিঃসংশয় তেমনি তৎ ও ত্বং শোধিতে শুদ্ধমুক্ত আত্মা। জীব খাদযুক্ত স্বর্ণবৎ।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

মোহহীন যিনি আমাকে এরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সর্ব্ববিদ্। হে ভারত! তিনি আমাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করেন। একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। এককে জানিলে সব জানা হয়। নেতি নেতি করিয়া অন্য সব ত্যাগে পরিশেষে ব্রহ্ম অবশেষ থাকেন। যাহাকে নেতি করা তাহার স্বরূপ জানিয়াই নেতি করিতে হয়—এইজন্য সব নেতি করিতে সবারই স্বরূপ জানিয়া নেতি করিতে হয়।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

এই গুহ্যতম শাস্ত্র হে অনঘ, তোমাকে বলিলাম ইহা জানিয়া হে ভারত, লোকে বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য হয়। বুদ্ধিমান অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান যুক্ত। বুদ্ধি, ব্রহ্মে বুদ্ধি অর্থে গী ২।৩৯, ৩।১ ইত্যাদি স্থলে বলা হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভুতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অভয় একে স্থিতি। দ্বিতীয়ে ভয় হয়, দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি। বৃ আ ১।৪।২। দ্বৈতে ভয় অদ্বৈতে অভয়। প্রবৃত্তিমার্গে ভয় নিবৃত্তিমার্গে অভয়। কর্ম্মে ভয় অকর্ম্মে অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম (ইন্দ্রিয় দমন); যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদ অধ্যয়ন) তপ (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি আয়ত্ব করা), সরলতা, অহিংসা (ক্লেশ না দেওয়া) সত্য, অক্রোধ, স্বার্থত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন (নিন্দা না করা) ভূতে দয়া, অলোলুপ্ত্বঃ (লোভ না থাকা) মৃদুতা, হ্রী, অচপল, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ (পরজিঘাংসা ত্যাগ, অস্ত্র গ্রহণাদি না করা)। আমি পূজ্য এমন অভিমান ত্যাগই নাতিমানিতা। এই সকল দৈবী সম্পদ অভিজাতগণের হইয়া থাকে। অভিলক্ষ্য জাত অভিজাত। দৈবী অভিলক্ষ্য বা আসুরী অভিলক্ষ্য জন্ম হয় পুর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হে পার্থ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞান আসুরী সম্পদ।

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু হয়, আর আসুরী সম্পদ বন্ধনের হেতু হয়।

হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না। তুমি দৈবী সম্পদ অভিলক্ষ্য করতঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬॥

ইহলোকে দুই প্রকার ভূত (মানুষ) সৃষ্টি হইয়াছে; দৈব ও আসুর প্রকৃতি বিশিষ্ট। দৈব সবিস্তার বলা হইয়াছে। এখন আসুর সম্পদ সম্বন্ধে শুন। একজন নিরীহ দেবতা ব্রহ্মা সৃষ্টি সহ দুইজন দৈত্য মধুকৈটভ সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের কাজই নিরীহকে উৎপীড়ন করা। আসুরী অসুর সম্বন্ধীয় যাহা। অসু প্রাণ যাহার আছে সেই অসুর অর্থাৎ প্রাণী। প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম আসুরী কর্ম্ম বা সম্পদ। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭॥

যাহারা অসুর প্রকৃতি হয় তাহারা প্রবৃত্তিমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ জানে না। শৌচ আচার সত্য জানে না। অজ্ঞান অবিবেকী, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবৃত্তিমার্গ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধে ভগবদ্ উন্মুখী হওয়া নিবৃত্তিমার্গ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮॥

তাহারা বলে জগৎ, প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়হীনা, অসত্য অসৎ শূন্য। ইহার নিয়ন্তা কোন ঈশ্বর নাই। অপর ও পর অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং সংযোগে কাম হেতু সম্ভূত হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের কাম প্রবৃত্তিবশাৎ রাধা ডিম্ব প্রসব করেন। তাহা হইতে জগৎ হয় এমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে ৪৭-৫০ শ্লোকে বলে। ব্রহ্মে জগৎ দৃষ্ট হয় সুতরাং অপ্রতিষ্ঠ নহে। ব্যবহারিক সত্তায় জগৎ অসত্য গণ্য হয় না। আপেক্ষিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হয়।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯॥

এইরূপ অনীশ্বরবাদীর দৃষ্টি আশ্রয় করতঃ নষ্টচিত্ত অল্পবুদ্ধি জনগণ হিংসাত্মক উগ্রকর্ম্মে (অন্যের উৎসাদনাদি কার্য্যে) নিযুক্ত হয়। জগতের অহিতকারী এই সকল ব্যক্তি সমাজের বিনাশার্থ প্রস্তুত হয়। যত সাম্রাজ্যকামী এইরূপ করে, তাহার সাক্ষী সর্ব্বদেশের ইতিহাস।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

দুষ্পুরণীয় এইরূপ কাম আশ্রয়ে দম্ভমানমদযুক্ত হইয়া মোহবশে অসৎ সঙ্কল্প গ্রহণে অশুচিব্রত জনগণ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

প্রলয় (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তানলে দগ্ধ হয়। কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ নিশ্চয়করতঃ তাহাই আশ্রয় করে। ভাগবতে ৭।১।৩০ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ বাক্য আছে। অর্থ, কামদ্বারা গোপীগণ কংসভয়ে ও দ্বেষদ্বারা চেদীরাজ প্রভৃতি তদ্‌গতি লাভ করে। কিন্তু উক্ত ভাগবতে ১০।৮২।৪৭ শ্লোকে—অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ —বাক্য দৃষ্ট হয়। চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণৈঃ সমং বপুঃ ॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থ-মন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম-ক্রোধপরায়ণ হয় এবং কাম উপভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে, যত দিগ্‌বিজয়কারী।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

আজ আমি এই লাভ করিয়াছি, এই মনোরথ পাইব, এই আছে। এই ধন পুনরায় আমার হইবে।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আমি এই শত্রু বধ করিয়াছি, অন্য শত্রুও বধ করিব। আমি ঈশ্বর (ঐশ্বর্যশালী সকলের নেতা) আমি ভোগী (আমার ভোগার্থই এই সকল রহিয়াছে) আমি ঐহিক সম্পদলাভে সিদ্ধ আমি বলবান ও সুখী। দিগ্‌বিজয়ী সেনাধ্যক্ষগণ জগতে সবাইকে শত্রু কল্পনায় জয়ে প্রবৃত্ত হন।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ধনসম্পন্ন কুলীন আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব দান

করিব আমোদ পাইব ইত্যাদি অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া চিন্তা করে। যেমন জার্ম্মান জাতি ধনে কুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহার তুল্য আর কে আছে। যুদ্ধযজ্ঞ করতঃ সব জাতিকে বশ করতঃ সভ্যতা আদি দান করিয়া প্রমোদিত হইব, মনে করিয়াছিলেন হিট্‌লার, যিনি দ্বিতীয় পৃথিবী যুদ্ধের জার্ম্মাণ নায়ক ছিলেন। এই বুদ্ধি জাগিয়াছে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের যিনি সব পৃথিবীকে ডিমোক্রেট করিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন। এই বুদ্ধি ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া এসব দেশের লিডরগণেরও বটে, সবাই এই স্বপ্নে বিভোর।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

মায়ার মোহজাল সমাবৃত হইয়া অনেকে চিত্ত বিভ্রমে পতিত হয়। কামভোগে অত্যন্ত আসক্তিচিত্ত হইয়া শোকগ্রস্ত হয় এবং পশ্চাৎ নরকে স্থান হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

ধনবান মদযুক্ত হইয়া আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠবোধে স্তব্ধা (স্তব্ধা গুরুজনের প্রণামাদি রহিত, অবিনয়ী) নামের জন্য সদম্ভ, অবিধিপুর্ব্বক যজ্ঞ করে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ আশ্রয় করতঃ আত্ম ও পরদেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে ও সজ্জনের গুণের নিন্দুক হয়। মম (আমাকে) অর্থাৎ ঈশ্বরে। ঈশ্বরে দ্বেষ ও সজ্জনের নিন্দাকারী হয়।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আমি এইরূপ দ্বেষকারী ক্রুর সংসারে নরাধমাদিগকে অশুভ আসুরী যোনিতে অজস্র (অনবরতঃ পুনঃ পুনঃ) নিক্ষেপ করি। অসু প্রাণ তাহা যাহার আছে সেই অসুর প্রাণী, তাহাদের যে সম্পদ তাহা আসুরী যাহাকে পশুধর্ম্ম বলে। দেবদ্বেষ্টা অসুর পাতাললোকবাসী হয়।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয়! এই মূঢ়েরা জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করতঃ আমাকে না পাওয়ায় অধোগতি পায়।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

কাম ক্রোধ ও লোভ (রজোগুণাত্মক) এই তিন আত্মনাশের নরকের দ্বার স্বরূপ এইজন্য এই তিনকে ত্যাগ করিবে।

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্ন্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! তম বা নরকের দ্বারস্বরূপ কাম ক্রোধ লোভ এই তিন হইতে বিমুক্ত হইলে নর আপনার শ্রেয় আচরণ করিয়া পরাগতি লাভ করে। শ্রেয় ও প্রেয় (নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গদ্বয়)। শ্রেয়ে মোক্ষ হয়, প্রেয়ে গতাগতি। কঠ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। পরাগতি শ্রেষ্ঠলোকে গতি বা সুখ পায় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

অতএব কার্য্য অকার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রমাণ জ্ঞাত হইয়া ইহলোকে কর্ম্ম করিবার যোগ্য হও। গী ২।৪৭ শ্লোকে কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে। চিত্তশুদ্ধির অভাবহেতু জ্ঞানযোগে অনধিকারী।

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্রবিধি (বেদবিধি) ত্যাগে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞ করে তাহাদের কি নিষ্ঠা, কিরূপ স্থিতি? সত্ত্ব, রজ বা তমে অবস্থিতি? গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। যে শাস্ত্রত্যাগী তাহার শ্রদ্ধা কোথায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

দেহিগণের স্বভাবজাত (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত সংস্কারজাত) গুণ অনুসারে তিন প্রকার শ্রদ্ধা হয় তাহা শুন।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

হে ভারত! শ্রদ্ধা অন্তঃকরণ অনুসারে তাহা যাহার সাত্ত্বিক তাহার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক। যাহার চিত্ত রাজসিক তাহার রাজসিক শ্রদ্ধা, যাহার চিত্ত তামসিক তাহার তামসিক শ্রদ্ধা হয়। সকল পুরুষই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, কোননা কোন কিছুতে বিশ্বাস যুক্ত হয়। শ্রদ্ধানুসারে সেই লোক সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি হইয়া থাকে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্যক্তি দেবার্চ্চন রত হয়, রাজসিকগণ যক্ষ রক্ষের ও তামসিকগণ ভূত প্রেতের পূজা করিয়া থাকে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

দম্ভ অহঙ্কারযুক্ত, কাম, রাগ বলান্বিত জনেরা অশাস্ত্র বিহিত ঘোর তপস্যা করে। তদ্বারা সেই অজ্ঞানেরা শরীরস্থ ভূত সংঘাত ইন্দ্রিয়াদি করণ এবং জীব-ভোক্তাকে কৃশ করে অর্থাৎ আত্মহন্ হয়। তাহারা আসুরী প্রকৃতি নিশ্চয় জানিবে। যেমন রাবণাদি।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

এই তিন প্রকৃতির লোকেদের আহার-প্রিয়তাও তিনপ্রকার, যজ্ঞ, তপ, দানও ত্রিবিধ তাহা শুন।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, সত্ত্ববৃদ্ধিকর, বলকর, আরোগ্যসম্পাদক, সুখকর, প্রীতিকর, রসযুক্তঃ, স্নিগ্ধ, স্থিতিশীল, মনোরম আহার্য সাত্ত্বিকগণের প্রিয় হইয়া থাকে।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অতি তিক্ত, অতীব অম্ল, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, তীক্ষ্ণ (ঝাল), রুক্ষ (নীরস), বিদাহি (গলা জ্বালায় যেমন সর্ষপাদি), এইরূপ আহার রজোগুণের ইষ্ট—দুঃখ শোক রোগপ্রদ।

যাতযামং গতরসং পুতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধ, অন্যদিনের পাককরার জন্য বিকৃত, উচ্ছিষ্ট এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ তামসিক।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রে বিহিত আছে যে যজ্ঞ কর্ত্তব্য এজন্য নিষ্কামভাবে সমাহিত চিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা সাত্ত্বিক।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! ফলাকাঙ্ক্ষাকরতঃ কি দম্ভপূর্ব্বক যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে সে রাজসিক জানিবে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ, ব্রাহ্মণে অদত্তান্ন, শ্রদ্ধাবিরহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান তাহা তামসিক।

দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ব্রহ্মজ্ঞের পূজন, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা আচরণকে শারীর তপ বলিয়া কথিত হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

যে বাক্য প্রয়োগে কাহারও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সত্য হয়, প্রিয় হয়, হিতজনক হয় এমন বাক্য বলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত পাঠ্য পাঠ করে, ইহাকে বাঙ্ময় তপ বলা যায়।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মনের স্বস্থতা, পরহিতৈষিণী বুদ্ধি, মৌন—গুরুবেদান্তবাক্য মননশীল, মনঃসংযম, ভাবশুদ্ধি, অমায়িক ব্যবহার এইগুলি মানস তপ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

যে নর পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কায়িক বাচনিক ও মানসিক তপস্যাত্রয় নিষ্কামচিত্তে একাগ্র হইয়া করে তাহার তপস্যা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার, মান, পুজা লাভার্থ দম্ভপূর্ব্বক বে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাহা ইহলোকে চল (অনিত্য) অধ্রুব ক্ষণিক রাজস বলিয়া উক্ত হয়।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

আত্মপীড়াকর তপস্যা অবিবেক বশতঃ বা পরের বিনাশ করার জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

দান করা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান দেশ, কাল, পাত্র, ভেদে করে তাহা সাত্ত্বিক। দেশ যেমন কুরুক্ষেত্র, কাশী। কাল যেমন সংক্রান্তি, গ্রহণাদি। যোগ্য পাত্র জ্ঞানী, দুঃখী ইত্যাদি।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

যদি আমি এখন ইঁহাকে দান করি সময়ে ইঁহা হইতে উপকার বা অন্য কোন উদ্দেশ্য যেমন রায় বাহাদুরাদি খেতাব পাইবার জন্য বা সুখ্যাতি লাভের জন্য দান করে, দিয়া এতগুলি টাকা গেল বলিয়া খেদযুক্ত হয় তাহা রজস দান জানিবে।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অশুচিদেশে অকালে অপাত্রে যে দান দেয়, মান ও সৎকার না করিয়া

তাচ্ছিল্যবুদ্ধিতে দেয় তাহা তামস। দান করিতে গ্রহীতাকে আচমনাদি করাইয়া আসনে বসাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে দান করিতে হয়।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ, তৎ, ও সৎ ইহা ব্রহ্মের নাম স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট হইয়াছে। ছাঁ ২।২৩।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ওঁ শব্দোচ্চারণে সৃষ্টি, পুনঃ ওঁ উচ্চারণেই সাধকের মোক্ষলাভ ঘটে। অস্ত উৎপত্তিং মহতঃ এই চিন্তাধারা প্রবৃত্তি মার্গের। অস্ত উত্থানং মহতঃ (অব্যক্তাৎ অধিষ্ঠানাৎ তস্যা লয়াৎ) ইহা নিবৃত্তি মার্গের চিন্তনীয় বিষয়।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

এই জন্য ওঁ এই বাক্য উচ্চারণ করতঃ শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দান তপস্যাদি ক্রিয়া সতত নির্ব্বাহ করেন ব্রহ্মবাদিগণ। আদিতে ও অন্তে ওঁ বলেন, ওঁ বাক্যদ্বারা সব পুজন সামগ্রী শোধিত হয় ইহা ঋ ১০।১৩।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। স্বীকার উক্তিও ওঁ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক তৎ এই বাক্য উচ্চারণে যজ্ঞ দান তপ ক্রিয়া অন্য বিবিধ ক্রিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগে করা হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা ইদং ও যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহা তৎ শব্দে বলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের তৎ শব্দ দিয়াই আরম্ভণ।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! শিষ্টগণ সৎ শব্দ ভাব বা অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য বলেন। সৎ শব্দ প্রশস্ত কর্ম্মেও প্রয়োগ হয়। যেমন সৎ কর্ম্ম। যাঁহার অস্তিত্ব চির অবাধিত তিনিই সৎ। যেমন গীতায় ২।১৬, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। শ্রুতিতে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। সাধু ব্যক্তিকে সৎ বলে। সাধু সঙ্গ সৎসঙ্গ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞ ফলে তপস্যায় দান কার্য্যে, স্থিতিও (প্রজ্ঞায় স্থিতি) সৎ বলিয়া উক্ত হয়। তৎ অর্থে তাঁহার উদ্দেশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অশ্রদ্ধাসহ যজ্ঞ দান তপ বা ক্রিয়া করিলে তাহা অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। উহা ইহলোকে কি পরলোকে ফলপ্রদ হয় না। অসৎ—সদাচার বিরুদ্ধ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

হে হৃষীকেশ, হে মহাবাহো, হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস (কর্ম্ম সন্ন্যাস) ত্যাগ (কর্ম্মফল ত্যাগ) ইহাদের তত্ত্ব (স্বরূপ) কি! তাহা পৃথকভাবে জানিতে ইচ্ছা করি; অর্জ্জুনের ৩য় অধ্যায়ে উক্ত, ৫ম অধ্যায়ে উক্ত ও ১২শ অধ্যায়ে উক্ত কর্ম্ম ও বুদ্ধি, কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, ব্যক্তোপাসনা ও অব্যক্তের উপাসনা বিষয়ক প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। সাংখ্য ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ মধ্যে কোন্‌টি ভাল? এই ষোড়শ অধ্যায় গীতা শ্রবণেও বিষয়টি পরিষ্কার হয় নাই। অর্জ্জুনের চিত্তের ম্লানতা বশতঃ হউক বা বক্তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাতিশয় সূক্ষ্মতা জন্যই হউক। এজন্য পরিপ্রশ্ন করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

কাম্যকর্ম্ম যেমন অশ্বমেধাদি তাহার ত্যাগেই সন্ন্যাস। আর সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ, ত্যাগ শব্দার্থ। সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কাম ফলত্যাগ বলা পিষ্ট পেশন মাত্র। কেহ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল ত্যাগ, ত্যাগ বলেন। এ সম্বন্ধে অপরে বলেন, নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফল-অশ্রবণাৎ অবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ। নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতে। টীকাকার বলদেব বলেন, নিত্যকর্ম্মণাং ফলমস্তি "বিশ্বজিতা যজেত" এখানে ফলশ্রুতি না থাকিলেও যেমন ফল আক্ষিপ্ত হয় তদ্বৎ নিত্য বিষয়েও জানিবে।

মনু বলেন, নিত্য কর্ম্ম করিলে পঞ্চসূনাকৃতপাতক নাশ হয় (৩।৬৯) কাত্যায়ন সূত্রে নিত্যকর্ম্মণি অশক্য। বৈগুণ্যেঽপি ফলনিষ্পত্তির্ভবতি। এখানে গী ৫।৩ "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" তৎ কর্ম্মেরই অবস্থাদ্বয় বলিয়াছেন। কবিগণ বলেন যে কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস এবং সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগকে বিচক্ষণগণ ত্যাগ বলেন। গী ৬।১ শ্লোকে কর্ম্মফল ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হইয়াছে। এখানে কাম্য কর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস ও কর্ম্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলা হইয়াছে। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। ঋ ১০।১২৯।৪। সোঽকাময়ত বহু স্যাং তৈ উ ২।৬। এই যে কাম্য কর্ম্ম বা সৃষ্টি তৎ ত্যাগই সন্ন্যাস, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উভয় ত্যাগ সন্ন্যাস। গী ৯।২৭।২৮ সন্ন্যাসযোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধনমুক্তে ব্রহ্মই হয়েন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম রজোগুণাত্মক, গী ১৪।৯ রজঃ কর্ম্মণি ভারত। কর্ম্মফল ত্যাগ করিলেও ত্যাগী রজোগুণে ত্রৈগুণ্যে কর্ম্মকারী হয়। বিরজ হইতে হইলে কর্ম্ম ত্যাজ্য। কৈবল্য শ্রুতি হৃদ্ পুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকং ইত্যাদি। বিরজ হওয়া প্রয়োজন। রজঃ গুণ ত্যাগ অর্থ কর্ম্ম ত্যাগ।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

মনীষা সম্পন্ন কপিলাদি মহাত্মারা কর্ম্মমাত্রই দোষবৎ ত্যাজ্য বলেন। অন্য কেহ যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে বলেন। কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যে, নিস্ত্রৈগুণ্যে নিষ্ক্রিয়তায় অকর্ম্ম সমাধি। ত্রৈগুণ্যে ও নিস্ত্রৈগুণ্যে যুগপৎ স্থিতি সম্ভবে না। গী ৩।২৭ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। সুতরাং কর্ম্ম প্রকৃতি পরবশে হয় অতএব বন্ধন হেতু জন্য ত্যাজ্য ঋ ১০।১২৯।৪। সৃষ্টি কর্ম্ম বন্ধনের হেতু "সতোবন্ধু মসতি"।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

হে ভরতসত্তম! ত্যাগ বিষয়ে আমার নিকট নিশ্চয়পূর্ব্বক শুন। হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগ তিন প্রকার হয়।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞদান তপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ত্যাজ্য নহে। ইহা জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসার মত। যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম মনীষিগণের পবিত্রকারী। চিত্তশুদ্ধকারী। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ৭।৫।১১ এই মনীষা সম্পন্ন মুমুক্ষু চিত্তশুদ্ধি

চাহেন। কর্ম্ম করেন। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। গী ৪।৩৭। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। গী ৩।১৭। জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই। জ্ঞানেচ্ছুর কর্ম্ম আছে। কর্ম্ম প্রাকৃতিক ব্যাপার। পুরুষ নিষ্ক্রিয় অকর্ম্মে স্থিত। যিনি নিস্ত্রৈগুণ্যে যাইবেন তাঁহার ত্রিগুণ জাত কর্ম্ম ত্যাগেই যাইতে হইবে। নিস্ত্রৈগুণ্যপথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ যজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানময় তপস্যা, জ্ঞানদান ত্যজ্য নহে। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। মু উ। তপসা তন্মহিনা জায়তৈকং ঋ ১০।১২৯।৩। দ্রব্য যজ্ঞাদি ত্যাজ্য। গী ৮।২৮ শ্লোকে বেদ যজ্ঞ, তপ, দান জনিত পুণ্যফল অতিক্রমে পরম স্থান তাহা তৎকে জানিয়াই লভ্য উক্ত হইয়াছে।

এতান্যপি তু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

এই যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম কর্ম্মনিষ্ঠের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ ও কর্ম্মফলত্যাগ তাঁহার কর্ত্তব্য। হে পার্থ তোমার ন্যায় কর্ম্মে যাহাদের অধিকার তাহাদের জন্য ইহা নিশ্চিত সত্য। গী ৮।২৮ যজ্ঞ দান তপাদির পুণ্যফল অতিক্রমে জ্ঞানযোগীর স্থান বলা হইয়াছে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ তাহার ত্যাগ তামস ত্যাগ জানিবে।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

যে দুঃখকর জন্য কায় ক্লেশভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে তাহার ত্যাগ রাজস সে তদ্দ্বারা ত্যাগের ফল পায় না।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি আসক্তি ও ফলত্যাগে নিয়ত (বিহিত) কর্ম্ম করেন তাঁহারই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম প্রকৃতি পরবশতায় ॥ তমসঃপরমুচ্যত তমের পরস্থানে নিস্ত্রৈগুণ্যে মন সমাহিত অবস্থায় স্বরূপে স্থিতি। যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিঃ। কঠ।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মেধাবী (অজ্ঞানাভাবে) নিসংশয়চিত্ত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখকর কর্ম্মে দ্বেষ বা সুখকর কর্ম্মে অনুরাগী হন না। ত্যাগী অর্থকর্ম্মত্যাগী নহে, কারণ গী ১৮।১ ত্যাগী কর্ম্মফল ত্যাগী অর্থে প্রশ্ন করিয়াছে। ত্যাগী সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক হইতে পারে। এখানে সাত্ত্বিককে লক্ষ্য করিয়াছে।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহ পোষক ব্যক্তি অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে সেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়। দেহাভিমানীর কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর নয়। যাহার দেহাভিমান অপগত তাহার পক্ষে নৈষ্কর্ম্ম্য নিষেধ করে না।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

কর্ম্মমাত্রেরই ফল, হয় অনিষ্টকর, নয় ইষ্টকর, নয় ইষ্টানিষ্ট মিশ্রফল হইয়া থাকে। এই ফল কর্ম্মফলত্যাগীর দেহত্যাগে লাভ হয়। কর্ম্মসন্ন্যাসীর তাহা কখন ঘটে না। এখানে পাওয়া যাইতেছে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকলের কর্ম্মের ফল ভালমন্দ বা মিশ্র হইয়া থাকে। আর সন্ন্যাসীর কর্ম্মফল জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ জন্য সুখদুঃখ গতাগতি নাই। অনিষ্ট নরকাদি, ইষ্ট স্বর্গাদি এবং মিশ্র ইহলোকে নরদেহাদিলাভ।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

হে মহাবাহো! এই পাঁচটী কারণ সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তাহা কৃতান্ত কৃতকার্য্য অন্তকারক (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা গী ৪।৩৮। এই বাক্যানুযায়ী), কর্ম্ম-পরিসমাপ্তিকারক সাংখ্য (বেদান্ত) শাস্ত্রবলে।

অধিষ্টানং তথাকর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠান (আশ্রয়, স্থিতি স্থান, দেহ) জীবের দেহই অধিষ্ঠান, কর্ত্তা উপাধি লক্ষণ ভোক্তা, করণ দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি এরা সব পৃথক্। পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা, প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর ব্যাপার। দৈব চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এই পাঁচটী

যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রয়োজন হয়। যেমন কুম্ভকার ঘট শরাবাদির নির্ম্মাণ করিতে তাহার বসিবার, রাখিবার স্থান চাই (অধিষ্ঠান), কর্ত্তা (কুম্ভকার), করণ (দণ্ড চক্র মৃত্তিকাদি), ঘটাদির জন্য পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা ও দৈব অনুকূল থাকে নতুবা বর্ষাদি হইয়া সব নষ্ট হইতে পারে। দৈব কেহ ঈশ্বর বলেন। দৈব ঈশ্বর হইলে হৃদয়েতে জীব চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য ও বিভুচৈতন্য এই তিন চৈতন্যের সংস্থান চিন্তনীয় হয়, অথচ গীতায় পুরুষোত্তম চিন্তনে অপরা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি (জীব চৈতন্য) মাত্র চিন্তিত। অক্ষর পুরুষ এক চৈতন্য ও পুরুষোত্তম দ্বিতীয়। জীব ঈশ্বরাংশ তাহা গীতায় ১৫।৭ বলে। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ৭।৫ জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ১৫।৮ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ১৫।৯ শ্রোত্রং চক্ষুঃস্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে। সুতরাং অধিষ্ঠাতা পুরুষ জীব পাওয়া যাইতেছে। গীতায় দৈব ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা যেমন কঠ শ্রুতিতে, মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। জীব জগৎ ধারণ করে। দেহে দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই জ্ঞাতা ; ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হন।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

কায়িক বাচনিক বা মানসিক যে কর্ম্মই নরে করে তাহা ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায় কর্ম্ম হউক এই পাঁচ তার কারণ জানিবে। শরীর তিনখানি ; স্থুল, সূক্ষ্ম, কারণ, মানসিক কর্ম্মে দেহ অধিষ্ঠান, দেহী কর্ত্তা, মন ইন্দ্রিয় করণ চেষ্টার প্রাণ ক্রিয়া থাকেই, দৈবমন-অধিষ্ঠাতৃ দেব চন্দ্রমা থাকেন। সুতরাং পঞ্চহেতুক বলিতেই হইবে। কেবল মাত্র মানসিক ব্যাপার নহে জাগ্রত ও মনঃস্পন্দন জনিত ব্যাপার বটে।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ দেহ অধিষ্ঠানে কর্ত্তা ভোক্তা জীবাত্মা থাকিতে যে কেবল নির্গুণ পুরুষকে কর্ত্তা দেখে সে দুর্ম্মতি অসংস্কৃত বুদ্ধি জন্য দেখিয়া থাকে। যাহার বুদ্ধি আচার্য্য বেদান্ত বাক্য শ্রবণ মননে সংস্কৃত সে আত্মা অকর্ত্তা, অভোক্তা এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় থাকে !

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যাঁহার অহঙ্কারজনিত কর্তৃত্বাভিমান নাই, বুদ্ধি যাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা তিনি জানেন অবিদ্যা অধিষ্ঠানাদি পাঁচ কর্ম্ম হেতুর কারণ, আত্মা সাক্ষী মাত্র। এই সব লোক হত্যা করিয়াও হনন করেন না বা কর্ম্মজন্য বন্ধন প্রাপ্ত হন না। নিষ্ক্রিয় পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব ত্যাগ হয় না। প্রতিবিম্বেও নিষ্ক্রিয়ই থাকে। আবরক মনোময় কোষের প্রচলনে পুরুষের প্রচলন কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। যেমন রাত্রিতে আকাশব্যাপী শ্বেত মেঘ ধীরে চলিতে থাকিলে মনে হয় মেঘ স্থির আছে। চন্দ্রমা চলিতেছে। ইহাও তেমনি। মেঘ চন্দ্রের আবরক তাহার গতি যেমন চন্দ্রে আরোপিত। জলের নীচে চাঁদের নাচনিবৎ। চন্দ্র বা তৎ প্রতিবিম্ব নাচে না। জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচনি বলে। যিনি জানেন যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই তিনি কাহাকে বধ করিবেন? অজ্ঞানী মনে করে যে জ্ঞানী ঘাতক, হতও কেহ হয় না হননও কেহ করে না গী ২।১৯, নায়ং হন্তি ন হন্যতে, দ্রষ্টব্য। গীতা ৩।২৭, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতি মন্যতে। কর্তৃত্ব অহঙ্কার অবিদ্যা জন্য গী ৭।৫ শ্লোকে উহা অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত। পুরুষ মন প্রাণ (ইন্দ্রিয়) রহিত। ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ মানসিক অর্থাৎ মায়িক ক্ষেত্রের সম্পদ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান (শাস্ত্র বোধ), জ্ঞেয় (যাহা জানা আবশ্যক, জ্ঞাতব্য) জ্ঞাতা (বোধকর্তা) এই তিন কর্ম্ম করিতে প্রেরণা দেয়, করণ কর্ম্ম ও কর্তা এই তিন কর্ম্মের অবলম্বন। মীমাংসাকার, চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ বলিয়াছেন। সেখানে চোদনা বেদ বা আচার্য্যের প্রেরণা বলিয়াছেন। গীতায় কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি বলে। বৈদিক কর্ম্মই ধর্ম্ম। এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য এমন বোধ প্রথম গুরু বা বেদ হইতে লাভ হয়। শিক্ষালাভের পশ্চাৎ বোধ হইলে বোধ বা জ্ঞানই প্রেরক হয়। যঃ করোতি সঃ কর্তা, করণ সাধন সামগ্রী, কর্ম্ম যাহা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিন কর্ম্মের আশ্রয়, যাহা অবলম্বনে কর্ম্ম সাধিত হয়।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্তা ত্রিবিধ হয় এমত সাংখ্যশাস্ত্রে বলে তাহা যথাবৎ শুন। যাহা দ্বারা জানা যায় তাহা জ্ঞান, কর্ম্ম-ক্রিয়া, কর্তা-কারক। আত্মা কর্তা নয় তাহা কপিলের সাংখ্যও বলে।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

যে জ্ঞানদ্বারা বিভক্ত সর্ব্বভূতে এক অখণ্ড, অব্যয়ভাব জাগ্রত করে, তাহা সাত্ত্বিক জ্ঞান। ঈশ উপনিষদের ১৬ মন্ত্রের উপাসক একেশ্বরবাদী সত্ত্বগুণান্বিত জানা যায় এই লক্ষণানুসারে।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে নানা পৃথকভাবে পৃথক পৃথক বুদ্ধি জন্মায় তাহা রাজসিক জানিবে। যেমন ঈশ উপনিষদের ১৫ মন্ত্রের উপাসক, উপাস্য পূষণ দেবতা, সত্যবস্তু ও তাহার আবরক পাত্র ইত্যাদি নানাভেদ বা পৃথক্দর্শী। উপাসক অল্প শক্তি, উপাস্য দেব সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যবস্তু (চৈতন্য) ও পাত্র (জড়)। এই নানাত্বদর্শী।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যে জ্ঞানদ্বারা এক কার্য্যে (দেহ বা প্রতীকে) সমগ্রবৎ অযৌক্তিক আসক্তি জন্মায়। যাহা বিচারে অল্প বা তুচ্ছ, তত্ত্বহীন তাহা তামসিক জানিবে, যথা দেহ পরিমাণ জীব বা ঈশ্বর বোধ (যেমন জৈনবাদে)। এইজন্য গোপীগণকে কৃষ্ণের স্থূল দেহে কৃষ্ণ বোধ ত্যাগ করাইয়া সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত পুরুষের চিন্তন স্বয়ং কৃষ্ণ শিক্ষা দেন। ভা, পু ১০।৮২।৪৫-৪৭ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যে নিয়ত (বিহিত) নিত্যকর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিতে রাগ দ্বেষ বিহীনে আসক্তি ত্যাগে অনুষ্ঠিত হয় তাহা সাত্ত্বিক। নিয়ত অর্থে নিত্য বুঝায় নিয়মিত বিহিতও হয়। নিত্য সঙ্গ রহিতও বলা চলে।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্। ২৪ ॥

যে কর্ম্ম ফলকামনায় অহঙ্কার বশে বা বহু পরিশ্রম সহ অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজসিক। যেমন অশ্বমেধ, রাজসূয়াদি যজ্ঞ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যে কর্ম্ম পশ্চাৎ বন্ধনের হেতু হয়, ধনাদিক্ষয় কারক, হিংসাত্মক, নিজ সামর্থ্যের অপেক্ষা না করিয়া মোহবশে আরব্ধ হয় তাহা তামসিক।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

সঙ্গত্যাগে নিরহঙ্কারী, ধৃতি উৎসাহ সমন্বিত সিদ্ধ অসিদ্ধে নির্ব্বিকার তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা। অনহংবাদী—আমি করিয়াছি এমন যে সদর্প উক্তিকারী সে অহংবাদী। তৎরহিত অনহংবাদী, নিরহঙ্কারী।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

সংসারাসক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসক, অশুচি, হর্ষশোকযুক্ত কর্ত্তাকে রাজস বলে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অসমাহিত, প্রাকৃত, স্তব্ধ (অবিনয়ী), শঠ, পরস্বহরণকারী, অলস, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী তামস কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। অযুক্ত (অনাবিষ্টচিত্ত), প্রাকৃত (অবিবেকী)।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ তিন প্রকার হয় তাহা পৃথকভাবে বিশেষরূপে বলি শুন।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গদ্বয়, কার্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি, যে বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় তাহা সাত্ত্বিকী। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগে প্রবৃত্তি। ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ করতঃ আত্মচিন্তনে নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিমার্গে সংসার প্রিয়। নিবৃত্তিমার্গে সংসার ত্যাগে সন্ন্যাস জীবনে ব্রহ্মে স্থিতি। অদ্বিতীয়ে অভয়, দ্বিতীয়ে ভয়, কর্ম্মে বন্ধন, নৈষ্কর্ম্মে মোক্ষ।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধিতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য কি তাহা যথার্থরূপে জানেনা তাহা রাজসিক।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধিতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, অর্থযুক্তকে অনর্থ মনে করে তমসাবৃত সেই বুদ্ধি তামসী। ধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতি দ্বারা মন প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াঃ অব্যভিচারী চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে তাহা সাত্ত্বিকী।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গ মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ কাম চিন্তনরত করে, কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষী তাহা রাজসী।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

হে পার্থ! যে দুর্ম্মেধা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ত্যাগ করিতে পারে না সেই ব্যক্তির ধৃতি তামসী।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃনু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যে ভরতর্ষভ! এক্ষণ ত্রিবিধ সুখ কি তাহা শুন। যে সুখের অভ্যাসে দুঃখান্ত হয় ও রতি আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখ প্রথমে বিষবৎ, পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মাতে স্থিত, বুদ্ধিকরহেতু প্রসন্নতাজাত তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। তপস্যা ইন্দ্রিয়সংযমাদি ক্লেশকর, পশ্চাৎ ব্রহ্মানন্দ পরমসুখ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শব্দাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ জন্য যে সুখ প্রথম অমৃতের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য তাহা রাজস। স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গসুখজাত যে সুখ তাহাই এখানে লক্ষিত।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

যে সুখ প্রথমে ও পশ্চাতে বুদ্ধিমোহকর নিদ্রালস্যপ্রমাদজাত তাহা তামস জানিবে।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতি জাত এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত কোন সত্ত্ব (প্রাণী) নাই। পৃথিবীতে কেন দিব্‌লোকে দেবতাতেও নাই। ব্রহ্মা রজোগুণ বহুলে সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণ-বহুল বিষ্ণু পালন করেন, তমবহুল রুদ্র সংহার করেন। সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা, তাহাই কর্ম্মমূল। সৃষ্টিও কর্ম্ম, সৃষ্ট জীব অবিদ্যাবশে কর্ম্ম করে। অবিদ্যা দূরীভূত হইলে সৃষ্টি থাকে না। একমেবাদ্বিতীয়ম্, দেবতা দেবলোক সকলি ত্রৈগুণ্য জন্য মায়িক নশ্বর।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

হে পরন্তপ! স্বভাব (পুর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল) জাত সত্ত্বাদি গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির কর্ম্ম পৃথক হইয়া থাকে। এই চারিবর্ণ সকল সভ্য সমাজেই দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য দেশের ভাষায় তাহা মিশনারী, মিলিটারী, মার্চ্চেণ্ট ও ম্যানুয়েল লেবারার নামে উক্ত হয়। সত্ত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্বযুত রজ প্রধানে ক্ষত্রিয়, তমযুত রজ প্রাধান্যে বৈশ্য ও রজযুত তম প্রাধান্যে শূদ্র হয়।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শম মনঃসংযম, দম ইন্দ্রিয়দমন, শৌচ (পবিত্রতা বাহ্য ও আভ্যন্তর দুই প্রকার) ক্ষান্তি, (ক্ষমাগুণ), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান), বিজ্ঞান (আত্মবিজ্ঞান), অস্তিক্য (শাস্ত্রে বিশ্বাস) এই স্বভাব জাত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। জ্ঞান শাস্ত্রীয়, বিজ্ঞান স্বানুভব জন্য। কেহ বলেন, বিজ্ঞান বিশেষের, উপাধির কোন Scienceএর জ্ঞান আর জ্ঞান নির্ব্বিশেষের জ্ঞান।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

বীরত্ব, তেজ, ধৈর্য্য, নীতিকুশলতা, যুদ্ধে অপলায়ন, যথা কাল পাত্রে দান, শাসনকর্ত্তৃত্ব ইহা ক্ষাত্র কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষিকার্য্য, গোরক্ষণ, বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম্ম এবং পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্ব স্ব স্বভাবজ কর্ম্ম নিষ্ঠাসহ করিলে নর সংসিদ্ধি (জ্ঞান লাভের যোগ্যতা) লাভ করে। স্বকর্ম্মনিরত হইলে যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা বলিতেছি শুন। যেমন মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধ আখ্যানে ব্রাহ্মণী পতিসেবা দ্বারা, ব্যাধ পিতৃসেবা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি (কর্ম্মে চেষ্টা অথবা উৎপত্তি) যাহা দ্বারা এই বিশ্বজগৎ ব্যাপ্ত, স্বকর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে মানব জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা সিদ্ধিলাভ করে। যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নিতে দ্রব্য আহুতি দেয় তেমনি ক্ষত্রিয় যুদ্ধযজ্ঞে দেহ আহুতি দেয়। এই জন্য স্মৃতিতে বলে "দ্বাবিমৌ পুরুষৌলোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ। পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ ক্ষত্রোযশ্চ রণে হতঃ।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্ব স্ব বর্ণ কর্ম্মদ্বারা একই ফল লাভ করেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বধর্ম্ম বিগুণ (হীনগুণ) হইলেও সু অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবনিয়মিত স্বভাবজ কর্ম্ম করিলে পাপ লাগে না। স্বধর্ম্ম স্ব স্ব বর্ণ উচিত ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম অন্য বর্ণের ধর্ম্ম। যেমন বিষ-কৃমির বিষ লাগে না। তেমনি স্বভাবনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মে দোষ হয় না। কেহ বলেন বিগুণ অর্থ নির্গুণ (বিহীন গুণ) বিশেষ প্রকারে স্ব আত্মবিষয়ে, ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা জ্ঞান শ্রেয়। পরধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। কঠ উপনিষদে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথদ্বয় বলিয়াছে। যে আত্মজ্ঞানী সে প্রকৃতিনিয়মিত কর্ম্ম করিলেও তাঁহার লেপ লাগে না। কেহ কেহ বলে নিত্যকর্ম্ম করিলে ফল নাই, না করিলে প্রত্যবায় হয় বলে।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

হে কৌন্তেয়! সহজাত বর্ণোচিৎ কর্ম্ম রজআদি গুণ জনিত দোষযুক্ত হইলেও

ত্যাজ্য নহে। অগ্নি যেমন ধূমাবৃত হয় তেমনি সর্ব্ব আরম্ভই দোষাবৃত। দোষ মায়া। কর্ম্ম সবই প্রকৃতিজাত ত্রৈগুণ্যে কৃত হয়। নিস্ত্রৈগুণ্যে অকর্ম্ম। কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যে বিশেষ রজ সহযোগে করিতে হয়। বিরজ হইতে হইলে কর্ম্ম ত্যাগই কর্ত্তব্য। কর্ম্মমাত্র দেহের ক্লান্তিজনকজন্য দুঃখদায়ক হইয়া থাকে সুতরাং সদোষ কেহ বলেন। স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম সবই সদোষ। আত্মজ্ঞের অকর্ম্ম হইতে পারে। গী ৩।১৭ আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। অনাত্মকের চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। গী ৩।৩৫।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বত্র অসক্ত বুদ্ধি (পুত্র, বিত্ত, কীর্ত্তি আদিতে অনাসক্তচিত্ত) জিতাত্মা, শান্তমনা, বিগতস্পৃহ, সন্ন্যাসেন কর্ম্মত্যাগেন পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি লক্ষণ সিদ্ধি লাভ করেন। সাধারণতঃ কর্ম্মজ চিত্তশুদ্ধিকে সিদ্ধি বলে। এখানে কর্ম্মত্যাগে নৈষ্কর্ম্মে পরমা সিদ্ধি বলিলেন। অসক্তবুদ্ধি নির্ম্মমভাব, আমার দেশ, আমার মঠ, আমার পুত্র, আমার গৃহ এই ভাব ত্যাগ।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধিপ্রাপ্ত (শুদ্ধচিত্ত) ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় তাহা আমা হইতে শুন। হে কৌন্তেয়! সংক্ষেপে ইহাই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পর্য্যবসান। কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে, জ্ঞান লাভ নয়। সিদ্ধি লাভের পর বিষয়ে বৈরাগ্য হইয়া সদ্‌গুরু আশ্রয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতঃ জ্ঞান লাভ। এ জন্য সিদ্ধি গৌণ হইতেছে। গী ৪।৩৯, তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি, যোগসিদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি লাভের পর বৈরাগ্যাদি শ্রবণ মননাদি দেশ কালসাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান নৈষ্কর্ম্ম লভ্য। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং। কঠ। কর্ম্ম প্রবৃত্তিমার্গে, জ্ঞান নিবৃত্তিমার্গে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিশুদ্ধ (সাত্ত্বিক) বুদ্ধিযুক্ত ধৃতি দ্বারা (ধৈর্য্যপূর্ব্বক) মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় ত্যাগে রাগ দ্বেষ অপসারিত করতঃ।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

নির্জ্জনদেশে লঘু আহার করতঃ কায় বাক্ মন সংযত করিয়া নিত্য বৈরাগ্য আশ্রয়ে ধ্যানযোগ পরায়ণ হইবে (বিবিক্ত দেশ-সেবিত্ব গী ১৩।১০) ইহলোকে বা পরলোকের ভোগ্য বস্তুতে বিরাগকে বৈরাগ্য বলে। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ লোভপূর্ব্বক পরস্বগ্রহণ ত্যাগে মমতাবুদ্ধি রহিত, শান্তচিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন। ব্রহ্মাহমস্মি কহিবার যোগ্য হয়েন। ব্রহ্মসাক্ষাৎ যোগ্য হয়। নির্ম্মম নিরহঙ্কার—২।৭১ শ্লোকেও বলিয়াছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মেস্থিত প্রসন্নমনা শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। তখন তিনি পরমাত্মায় পরাভক্তি লাভ করেন। অহং পদবাচ্য জীবও ব্রহ্মই বটে ইহা আচার্য্য হইতে শ্রবণে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মনন নিদিধ্যাসন-রতকে ব্রহ্মভূত বলে। ব্রহ্মপ্রাপ্ত, গী ৫।১৮, ৬।২৯ সমদর্শী বলা হইয়াছে। সুন্দর, কুৎসিৎ সব দেহ পাঞ্চভৌতিক এবং তাহাতে স্থিত নির্দ্দোষ সমব্রহ্ম একই, ইহাকে সমদর্শন বলে

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

পরাভক্তি লাভ করিলে (হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, অজ্ঞান আঁধার বিদূরিত হয়) জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্যামি-পুরুষের স্বরূপ যেমন তাহা জানিতে পারে। তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধনে যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা জানিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করে। মোক্ষ জ্ঞান লভ্য কি ভক্তি লভ্য এই প্রশ্ন চিত্তে জাগে। ভক্তি কর্ম্মনিষ্ঠের ব্যাপার। গী ১২।১ শ্লোকে "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" এই এই বাক্যে কর্ম্মনিষ্ঠের ভক্তি বলে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী তিন প্রকার কর্ম্মী, তিনপ্রকার ভক্তি তাহাদের। এই পরাভক্তি, একভক্তি, অনন্যাভক্তি ও অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানীর সম্পদ। যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস তেমনি জ্ঞান সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে এই পরাভক্তির উদয় হয় উহা স্বস্বরূপানুসন্ধানাত্মিকা। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হৃদয়ে জাগে। গী ১৮।৫৪।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

মৎপরায়ণ হইয়া সদা সর্ব্বকর্ম্ম করিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে অর্থাৎ সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ হয়। তৎপর জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

চিত্তে সর্ব্বকর্ম্ম আমার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিয়া, মৎপরায়ণ, হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়ে সতত মৎচিত্ত হও। মৎপর, মৎপরায়ণ, মদাশ্রয়, মৎশব্দ ঈশ্বরবাচক। বুদ্ধিযোগ জ্ঞানযোগ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতাবুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন। গী ৩।১।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবে। যদি অহঙ্কার বশে তুমি আমার কথা না শুন তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

অহঙ্কার বশে তুমি যে মনে করিতেছ যুদ্ধ করিব না উহা তোমার মিথ্যা নিশ্চয়, কারণ প্রকৃতিপরবশ হইয়া তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকৃতি তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া লইবে। কর্ম্মফলে এমন অবস্থায় ও গৃহে জন্ম হয় যে সে সেই পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে চলিতে বাধ্য হয়। উক্ত সংস্কার কাহারও সাত্ত্বিক হয়, কাহারও রাজসিক হয়, কাহারও তামসিক হয়। যেমন বিভীষণ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ। প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্ম যাহার সেই প্রকৃতি। প্রকৃতি মায়া। প্রকৃতি পূর্ব্বজন্মসংস্কারজাত দৈবকেও বলে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যে স্বভাব পাইয়াছ সেই স্বভাবজাত কর্ম্ম মোহবশে, করিতে না চাহিলেও অবশ হইয়া করিতে হইবে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলকে দৈব, প্রারব্ধ, প্রাক্তন বলে, প্রকৃতি স্বভাবও বলে। পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য যে প্রচেষ্টা তাহাই পুরুষার্থ। জ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মান নাশ হয়, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ শেষ হয়।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন যন্ত্র দিয়া পরিচালিত হয় তেমনি মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে ভ্রামিত করেন। তৈঃ উপনিষদে "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" দেহ ইঞ্জিনের ন্যায় তাহাতে ঈশ্বর ড্রাইভার। ইন্দ্রিয়গণ ভালভ্স্বরূপ। হৃষীক বা ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করেন, এজন্য তাঁহাকে হৃষীকেশ বলে। পরিচালন পরিরক্ষণ মায়া দ্বারা নির্ব্বাহ হয়, তেমনি সৃষ্টি, সংহার মায়িক, ইন্দ্রজালিকের খেলা, বাস্তব নহে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

হে ভারত! সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান লাভ করিবে। দেবতার উপাসনা করিলে দেবতা উপাসকের মঙ্গল চিন্তা করেন। গী ৩।১১ এবং ৭।২১ দ্রষ্টব্য। বৃ আ ১।৪।১০ মন্ত্রে আছে যেমন পশুপালক পশুদের পালন করে তেমন দেবগণ উপাসককে পালন করেন।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

এই তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যজ্ঞান বলিলাম, অশেষপ্রকারে বিচার করতঃ যেমন ইচ্ছা তেমন কর। মুখ্যতঃ জ্ঞানই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃনু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

তুমি আমার ইষ্ট এই দৃঢ় বুদ্ধিতে তোমার হিতার্থ এই পরমগুহ্য শ্রেষ্ঠ বাক্য সকল বলিলাম। সর্ব্বগুহ্য জন্যই স্বয়ং গোপীগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাগ ১০।৮২।৪৭ শ্লোক।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মৎচিত্ত মদ্‌ভক্ত হও আমাকেই পুজন নমস্কার কর। ইহা গী ৯।৩৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাকেই লাভ করিবে। তুমি আমার প্রিয়। মৎ অর্থ চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি বা কোন প্রতীক নহে। তাঁহার যে

স্বরূপ অব্যক্ত ব্যাপক ভাব তাহারই ধ্যান, যেমন ভাগবতে ১০।৮২।৪৫-৪৬ শ্লোকে ভগবান আচার্য্যরূপে গোপীগণকে উপদেশ করিয়াছেন, এবং গোপীগণও তদনুসারে “ধ্বস্ত জীবকোশাস্ত মধ্যগন্” হইয়াছেন। ৪৭। ভগবান্ কৃষ্ণ যে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার মননে পঞ্চকোশ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ ও কারণ দেহ নাশে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম (জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি) পরিত্যাগে আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসে ব্রহ্মপরায়ণ হও। সর্ব্ব ধর্ম্ম অধর্ম্ম ত্যাগে আমার শরণাপন্ন হও। অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। কঠ ১।২।১৪। সর্ব্বধর্ম্ম বা গুণত্যাগে নিস্ত্রৈগুণ্য হও। ধর্ম্ম মাত্রই কর্ম্মাত্মক সুতরাং সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগে ব্রহ্মপরায়ণ হইবার উপদেশ করা হইয়াছে।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

এই যে জ্ঞানযোগরূপ উপদেশ তোমাকে বলিলাম তাহা তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, গুরুশুশ্রূষাহীন কিম্বা যে আমাকে অসূয়া করে, তাহাকে কদাচ বলিবে না। গীতায় জ্ঞানযোগে তাহা ভগবান ১৮।৬৩ ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং। ১৫।১৯ সর্ব্ববিদ্ভজতি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হয়। গী ১৪।১-প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানং জ্ঞানমুত্তমম্। গী ১৩।১৮-জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং, বলিয়াছেন। গী ১১। ১-গুহ্য অধ্যাত্ম বিদ্যা। গী ৯। ১ জ্ঞান বিজ্ঞানসংহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। গী ৮। ১ ব্রহ্ম নির্ণায়ক। গী ৭। ২-জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় জ্ঞানযোগ, ২অ সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত। ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দে ধর্ম্ম ও ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও জ্ঞান বা আত্মাপুরুষ ও ক্ষেত্র বা প্রকৃতি উক্ত। সুতরাং জ্ঞানই গীতার বিষয়। কর্ম্ম আনুষাঙ্গিক উক্ত।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যিনি এই পরম গুহ্যবিদ্যা আমার ভক্তগণকে বলিবেন তিনি আমাতে পরাভক্তি লাভ করতঃ আমাতেই আসিবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। কেহ

বেহুবনে মুক্তা ছড়ায় না। মুক্তা পেটিতে গোপনেই রাখে। তেমনি গীতা উপনিষদ্শাস্ত্রমধ্যে রত্ন, তাহাও গুহ্য বটে।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

মনুষ্যমধ্যে এইরূপ গীতাবক্তাই আমার অতীব প্রিয়। এই গীতাবক্তা হইতে আর কেহ এই পৃথিবীতে আমার প্রিয়তর হইবে না। কারণ গীতা উপনিষদ্ রহস্যপুর্ণ। মাখন যেমন দুগ্ধের সার তেমনি গীতা উপনিষৎ সার।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

যিনি এই আমাদের মধ্যে যে জ্ঞানসংবাদ হইল ইহা অধ্যয়ন করিবেন তাঁহার তাহাতেই জ্ঞান-যজ্ঞফল স্বরূপে আমি তাঁহার ইষ্ট হইব, ইহা আমার মত। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান-যজ্ঞ জন্য মোক্ষলাভ করিবেন। অধ্যয়ন-আচার্য্য সমীপে থাকিয়া আচার্য্যর সেবা করতঃ মন্দবুদ্ধি কাটাইয়া শ্রদ্ধাচিত্তে পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" ॥ ১২। ১৩। ১২ ভাগ পুরাণ।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

যে শ্রদ্ধাবান্ অসূয়ারহিত, যে ব্যক্তি এই গীতা শ্রবণ করিবেন তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যোচিত শুভলোক লাভ করিবেন। ফল লাভার্থ লোকে প্রবৃত্ত হয় তাই গীতা পাঠের ফল বলা হইয়াছে। অধিকারীর নির্ণয় করা হইয়াছে।

কচ্চিতেৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

হে ধনঞ্জয়, হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার উপদেশ শুনিয়াছ? তোমার যুদ্ধ-করিবনা-রূপ অজ্ঞানজনিত মোহ কি প্রনষ্ট হইয়াছে? অধিকারী ভেদে জ্ঞানভেদ হইয়া থাকে যেমন রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মুনি মেধস হইতে একই উপদেশ প্রাপ্তে সমাধির জ্ঞান ও সুরথের রাজ্য ও মনুত্বফল লাভ ঘটে। তেমনি গীতা (সর্ব্ব উপনিষদ্ সার) শ্রবণে কাহারও জ্ঞানযজ্ঞ পরিসমাপ্তি হয়, কাহারও স্বকর্ম্ম ও স্বধর্ম্মে যে অকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি যেমন অর্জ্জুনের মায়ামোহে ঘটিয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতি লাভ করিয়াছি। এইক্ষণ গত-সন্দেহ হইয়া স্থিত হইয়াছি। তোমার বাক্য অনুসারে যুদ্ধ করিব। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয় বুদ্ধি মোহকরতঃ চিত্ত বিক্ষেপ করে। সেই মায়া মোহ অপনোদনকারী এই গীতা শ্রবণে স্বধর্ম্মে যে অকর্ত্তব্যতা বুদ্ধি মায়ামোহে ঘটিয়াছিল তাহা বিদূরিত হইয়াছে। কর্ম্ম অধিকারীর এই পর্য্যন্তই বটে।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

এই মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থ সংবাদ যাহা অদ্ভুত ও লোমহর্ষণকর তাহা শুনিয়াছি। এই সংবাদ উপনিষদের জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ বা নারদ সনৎকুমার সংবাদ বা শ্বেতকেতু উদ্দালক সংবাদবৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

আমি ব্যাসদেবের কৃপায় এই পরম গুহ্য মহান্ সংবাদ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং যে যোগ বলিয়াছেন তাহা শুনিয়াছি। জীব পরমের একত্বরূপ যোগ (মায়া উপাধি বিলয়ে) তাহাই ইহাতে বর্ণিত জন্য ইহা যোগ শাস্ত্র।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্, কেশব অর্জ্জুনের যে পুণ্য অদ্ভুত সংবাদ তাহা স্মরণ করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ হর্ষিত হইতেছি। যে সংবাদ পাপ অজ্ঞাননাশক জ্ঞানযজ্ঞফল মোক্ষপ্রদ তাহার পুনঃ পুনঃ স্মরণ আনন্দদায়ক বটে।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

হরির এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে হে রাজন্, আমার পুনঃ পুনঃ মহাবিস্ময়ে হর্ষ লাভ হইতেছে। অব্যক্ত পুরুষ হইতে ব্যক্তমধ্য বিশ্ব জগৎ

আগত হয় ও পুনঃ সেই অব্যক্তে লয় হয়। ইহা অঘটন ঘটন জন্য অদ্ভুত বটে। সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অদ্ভুত। এই আছে, এই নাই। ইন্দ্রজালের খেলা।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ সেইখানেই বিজয়, শ্রী, বিভূতি নিশ্চয় বিরাজিত ইহা আমার বিশ্বাস। কৃষ্ণ যোগমায়াবলম্বনে অবতীর্ণ গী ৪।৬ সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। মায়ার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তাহাতে রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি? নির্ব্বিশেষে ঐ ঐশ্বর্য্য নাই, তাহা বলা অধিক।

স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী সম্বন্ধে

স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি—অনুসন্ধিৎসু জনের এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকার হইবে এবং জাতীয় সম্পদও রক্ষিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ—আমি এই প্রকাশন কার্য্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

শোভামা—স্বামীজি মহারাজ যেরূপ স্বীয় জীবন শাস্ত্রানুসারে পরিচালিত করিয়াছেন তেমনই বাক্যে এবং লেখায় তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ শাস্ত্র প্রচারেরই নামান্তর। শ্রীগুরুর কৃপায় আপনাদের শুভ সংকল্প সিদ্ধ হউক—এই ইচ্ছা করি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর রচনাবলী প'ড়ে মনে হয় তিনি শুধু উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন না, অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান এবং স্মৃতি প্রস্থানে তিনি অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রতেন। কাজেই তাঁর রচনা জাতির অমূল্য সম্পদ এবং সযত্নে সংরক্ষিত হবার অধিকার রাখে। শতবার্ষিকী সমিতি এই কর্ত্তব্য বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন ক'রেছেন দেখে বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছি।

শঙ্করনাথ রায়—সমাজ ও জন জীবন যখন উৎক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত সে সময়ে এই প্রকাশনার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক।

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী—পুণ্যশ্লোক স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রচনাবলীগ্রন্থ পাঠ করিলাম।...স্বামিজীর বৈদিক সাহিত্যে অনুত্তর পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ অনুভবে পরম বিস্ময় ও আনন্দ লাভ করিয়া কোনও সময় হরিদ্বারে পাঁচদিন ধরিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে সাবিত্রমন্ত্রের যে গভীরতম রহস্য শ্রবণ করিয়াছিলাম সে স্মৃতি আজীবন প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মলীন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামিজীর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য।

যুগান্তর—সাধারণ পাঠকের পক্ষে বেদ বেদান্ত, উপনিষদাদির মূল গ্রন্থ পাঠ ক'রে তার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা প্রায় অসম্ভব। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ তাঁর গুরুর আদেশে এবং পাঠক সাধারণের অশেষ কল্যাণে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ সরলভাবে লিখে গেছেন তাঁর বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে......আমরা আশা করি এই পুস্তকের বহুল প্রচার অশেষ কল্যাণ সাধিত করবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বসুমতি—সমাজ ও জনজীবন আজ নানা কারণে যখন বিভ্রান্ত, নিজের ঐতিহ্য ও স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, তখন এই মহামূল্য ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। ভোলানন্দ গিরি ও মহাদেবানন্দ গিরির কয়েকখানি ফটোচিত্র এই সুসম্পাদিত রচনাবলীকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

AMRITA BAZAR PATRIKA—The Swami was not only a great yogi but was a recondite scholar of the ancient Hindu scriptures and philosophy. * * * His writings lie interspersed in various books and publications some of which are not easily obtainable. The Centenary Committee has therefore done the greatest service to the religious-minded readers seeking the Indian spiritual love by deciding upon the publication of all the writings of the great scholar-ascetic of Bengal to perpetuate his birth centenary.

The compilation will no doubt be valued as a priceless treasure by the Bengalees to enrich their soul.